Digitization by eGangotri and Sarayu! Trust. Funding by MoE-IKS

# 

(बागञ्जाम, मूल हे बजाव्यामार)



以水质质润滑度或水质的水平

CCO. In Public Domain, Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ब्रीडिभागकत भतकात

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

## প্রামদ্ভগবদ্গীতা

(রামাকুজভাগ্ত মূল ও বঙ্গাকুবাদ সহ)

অনুবাদক শ্রীষতীন্দ্র রামানুজদাস

শ্রীবলরাম ধর্মসোপান পোঃ খড়দহঃ — ঃ ২৪ পরগণা পশ্চিমবঙ্গ

12-12 A SINGE

#### প্রকাশক-

শ্রীহয়গ্রীব রামান্স্জদাস শ্রীবলরাম ধর্মদোপান খড়দহ, ২৪ পরগণা

#### প্রাপ্তিম্থান-

- ১। শ্রীবলরাম ধর্মসোপান খড়দহ, ২৪ পরগণা
- ২। আইভি এণ্ড কোং ১•১, বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা-৬
- ৩। ডাঃ শ্রীননীলাল ঘোষ ৫০, ক্ষেত্র মিত্র লেন, সালকিয়া, হাওড়া

শ্রীশারদ পূর্ণিমা—১৩৬৮ বঙ্গাবদ মূল্য—সাড়ে সাত টাকা মাত্র

( এবলরাম ধর্মদোপান কর্তৃক সর্বসন্ত্ব সংরক্ষিত )

শীংশ্বদোপান প্রেম, খড়দহ, ২ঃ পরগণা হইতে শ্রীষতীক্র রামাত্রন্দাস কর্তৃক মূজিত ও প্রকাশিত।

## পূৰ্বাভাষ

হিন্দুধর্মে যত শান্ত্রগ্রন্থ আছে তন্মধ্যে শ্রীমন্তগবদ্গীতা হিন্দুদিগের
নিকট সর্বাপেক্ষা সমাদৃত। প্রাচ্য এবং প্রতীচ্যের সর্বজাতির মধ্যেই
বিভিন্ন ভাষায় এই গীতা-শান্ত্র প্রকাশিত ও বহুপ্রচারিত আছে।
অল্পজ্ঞদিগের জন্ম এই গীতার শ্লোকসমূহ অবলম্বন করিয়া বিভিন্ন প্রাদেশিকভাষায় সহজবোধ্যভাবে বহু পুস্তিকা গল্ঞাকারে এবং পল্লাকারে রচিত
হইয়াছে। জ্ঞান-পিপাস্থদের জন্ম বিভিন্ন টীকাসম্বলিত গীতা বিদ্বংমণ্ডলী
এবং সাধুমণ্ডলা কর্তৃক একাধিকশত প্রকাশিত হইয়াছে। প্রস্থানত্রয়ের
মধ্যে গীতা অন্মতম। জ্ঞানাচার্য শঙ্কর নিজমত স্থাপন এবং পোষণকল্পে
তদকুযায়ী গীতার একটি ভান্ম লিখিয়া গিয়াছেন। ভক্তচ্ডামণি দার্শনিক
বৈষ্ণবাচার্য রামানুজ এতছদেশ্যে ইহার একটি বিস্তৃত ভান্ম প্রণয়ন
করিয়াছেন। আনন্দতীর্থ (মধ্বাচার্য) প্রভৃতি আচার্যগণও ইহার ভান্ম
রচনা করিয়া নিজ নিজ সিদ্ধান্তের সমর্থন ও পুষ্টিসাধন করিয়াছেন।

এই গীতায় সাত শত শ্লোকের মধ্যে প্রশোতরঘটিত এবং প্রাসন্ধিক শ্লোকগুলি বাদ দিয়া ছয় শতেরও কম শ্লোকে পরমন্ত্রন্ধ শ্রীভগবানের রূপ, গুণ, বিভূতি ও লীলা, চেতনবস্তু জীবের এবং জড়প্রকৃতির স্বরূপ ও গুণ, জীবের সংসার-বন্ধনের কারণ, সংসার-বিমোচন রূপ পরম পুরুষার্থ এবং এই মুক্তিলাভের উপায় — এই মহাতত্ত্ত্তলি উপদিষ্ট হইয়াছে। শ্রীভগবান কৃষ্ণচন্দ্ররূপে অবতীর্ণ হইয়া নিজ শ্রীমুখে এই পরম তত্ত্ত্ত্তলির উপদেশ দিয়াছেন — এইটিই এই উপদেশাবলীর বৈলক্ষণ্য এবং বিশেষ মাহাত্ম্য। বিষয়বস্তু তুর্বোধ্য ও নিগৃঢ় বলিয়া বহুস্থলে বিভিন্ন অধ্যায়ে বিভিন্নভাবে বিধিমুখে এবং নিষেধয়ুখে এই সকল তত্ত্ব পুন পুনঃ উপদিষ্ট হইয়াছে। এই সকল বিভিন্ন তত্ত্বের বিভিন্নপ্রকারে উপদেশ যে একই স্বৃত্তে প্রথিত তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আপাতবুদ্ধিতে গীতায় কোন কোন স্থলে একইপ্রকার শব্দ বা বাক্য বিরুদ্ধ অর্থবাধক বলিয়া প্রতীত

do

হয়, কিন্তু-নিবিষ্টচিত্তে পূর্বাপর বিচার করিলে এই বিরোধের মীমাংস। হইয়া অর্থের ঐক্যবোধ অনাবৃত হইয়া পড়ে।

হিন্দুধর্মের:বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে বিভিন্ন অধিকারীভেদে বিভিন্ন সাধনমার্গের বিধান আছে। এই বিষয়টি গীতায় অতি সুস্পষ্টভাবেই প্রতিপাদিত। প্রমচেত্র প্রমব্রহ্ম, চেত্র আত্মা এবং অচেত্রবস্ত বা জড়বস্তু প্রকৃতিতত্ত্ব—এই তত্ত্বর গীতায় সুপ্রতিপন্ন হইয়াছে। নিজ নিজ প্রবৃত্তি-অনুগুণ বিভিন্ন অধিকারভেদে আমরা কেহ এশ্বর্য-প্রাপ্তির অভিলাষী, কেহ-বা আত্মপ্রাপ্তিকামী, আবার কেহ-বা প্রমাত্ম-কামী। তন্মধ্যে অধিকাংশ লোকই ঐশ্বৰ্যকামী। অবৈধ উপায়েও যদি এই ঐশ্বর্য লাভ করিতে হয় তাহাতেও তাহারা পরাজ্ম্প নহে। এইরূপ অবৈধ উপায় অবলম্বন উত্তরোত্তর অধোগতির কারণ হয় এবং বিহিত উপায়েও এই অভিলাষ পূর্ণ হইতে পারে এই অভিপ্রায়ে, গীতায় প্রথমেই নিষিদ্ধ কর্ম ত্যাগ এবং বর্ণাশ্রমানুগুণ বিহিত কর্মের অবলম্বন উপদিষ্ট হইয়াছে(১)। তদপেক্ষা উচ্চ অধিকারী কর্তৃক স্বর্গাদি ফল লাভের উদ্দেশ্যে ইন্দ্রাদি দেবতাগণের উপাসনার উল্লেখ করিয়া(২) সেই উপাসনাই যে প্রকৃতপক্ষে অবিধিপূর্বক তত্তৎ দেবতার অন্তর্যামীরূপ প্রমাত্মারই উপাসনা(৩) এবং এই উপাসনার ফললাভ যে পরমাত্মা পরমেশ্বরেরই বিধান(৪) তাহা কথিত হইয়াছে। ঐশ্বর্যকামীদের স্বর্গাদি লাভেও

<sup>(</sup>১) স্থবিনঃ ক্ষত্রিয়াঃ পার্থ লভন্তে যুদ্ধনীদৃশন্ ॥ ২।৩২ হতো বা প্রাঞ্জ্যদি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যদে মহীম্ ॥ ২।৩৭

<sup>(</sup>২) কাঙ্কন্তঃ কর্মণাং সিদ্ধিং যজন্ত ইহ দেবতাঃ। ৪।১২ কামৈন্তৈন্তৈহ তিজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেহস্থদেবতাঃ ।।২০

<sup>(</sup>৩) যেহপ্যশ্ৰদেবতা ভক্তা যজন্তে শ্ৰদ্ধয়ান্বিতাঃ। তেহপি মামেব কৌন্তেয় যজন্তাবিধিপূৰ্বকম্॥ ৯।২৩

<sup>(</sup>৪) লভতে চ ততঃ কামান্ মহৈয়ব বিহিতান্ হি তান্॥ ৭।২২

. 0/0

সংসার-বন্ধন নিবৃত্ত হয় না(৫), অতএব এইরূপ কামনাও পরিত্যজ্য(৬), তৎপরে এই উপদেশ দিয়াছেন।

তদনন্তর সংসার-নির্ত্তিরূপ মুক্তিকামী মুমুক্ষু পুরুষগণের পক্ষে
নিক্ষাম কর্ম বা কর্মযোগ, আত্মযাথাত্ম্যের (নিজ আত্মার যথার্থস্বরূপের)
অনুসন্ধানরূপ জ্ঞানযোগ এবং ভক্তিযোগ উপদিষ্ট হইয়াছে। মুক্তি ছই
প্রকার — আত্মদর্শন ও আত্মানুভব, এবং তদনন্তর ভগবদর্শন ও
ভগবদন্তব। সংসার-মুক্তিকামী অতি অল্পসংখ্যক, তন্মধ্যে ভগবংপ্রাপ্তিকামী আরো বিরল(৭)। এই উভয়প্রকার মুক্তির স্বরূপ, মহিমা
এবং এই মুক্তিলাভের উপায় — এই সমস্ত তত্ত্বগুলি বিভিন্নভাবে বহু
মুখে উপদিষ্ট হইয়াছে। এতছদেশ্যে প্রথমেই জড়প্রকৃতি দেহ এবং
চেতন আত্মা পরস্পর ভিন্ন বস্তু, দেহ ক্ষণভঙ্গুর ও পরিবর্ত্তনশীল এবং
আত্মা নিত্যবস্তু অব্যয় অব্যক্ত অচিন্তা অচেন্ত্র অদাহ্য এবং সর্বগত
প্রভৃতি গুণবিশিষ্ট(৮) — এইভাবে প্রকৃতি (জড়বস্তু) এবং পুরুষের
(চেতন জীবাত্মার) বিবেক বা বিভিন্নতা কথিত হইয়াছে। এই নিত্য

- (৫) অন্তবন্ত, ফলং তেষাং তদ্ভবত্যল্পমেধসাম্। ৭।২৩ তে তং ভুক্ত্বা স্বৰ্গলোকং বিশালম্ ক্ষীণে পুণ্যে মৰ্ত্যলোকং বিশস্তি॥ ৯।২১
- (৬) দূরেণ ছবরং কর্ম বুদ্ধিযোগাদ্ধনঞ্জয়।
  বুদ্ধৌ শরণমন্বিচ্ছ কপণাঃ ফলহেতবঃ॥ ২।৪৯
  অযুক্তঃ কামকারেণ ফলে সক্তে! নিবধ্যতে ॥ ৫।১২
- (৭) মহুয্যাণাং সহস্রেষ্ কশ্চিৎ যততি দিদ্ধয়ে। যততামপি দিদ্ধানাং কশ্চিনাং বেন্তি তত্ত্তঃ॥ ৭।৩
- (৮) অন্তবন্ত ইমে দেহা নিত্যস্তোক্তাঃ শরীরিণঃ।

অব্যক্তোহয়সচিন্থ্যোহয়মবিকার্য্যোহয়মুচ্যতে। ২।১৮—২।২৫

নির্লিপ্ত আত্মা প্রকৃতপক্ষে কর্ম করে না, পরস্ত পূর্ব পূর্ব জন্মের কর্মান্থগুল প্রাপ্ত নিজ নিজ স্বভাব বা প্রকৃতিই এই কর্মে কর্তৃত্ব, মদীয়ত্ব (মমতা)
এবং ফলে আসক্তি জন্মায়(৯) — এইরূপ শিক্ষা দিয়া কর্মে ফল-কর্তৃত্ব
এবং মমতারহিত নিজাম কর্মরূপ কর্মযোগের দ্বারা সংসারবন্ধন নির্ত্ত
হয়(১০) — এই উপদেশ দিয়াছেন। কর্মযোগ স্বয়ং আত্মদর্শনের সাধনহয়(১০) — এই কর্মযোগ পরিপক্ষ অবস্থায় চিত্তশুদ্ধি করাইয়া(১২)
সাধককে জ্ঞানযোগেরও অধিকারী করে(১৩) এবং ইহা ভক্তিযোগের
অধিকারীরও সহায়ক(১৪)। কর্ম ছাড়া মানুষ থাকিতেই পারে না,

- (৯) ন কর্তৃত্বং ন কর্মাণি লোকস্থ স্বজতি প্রভুঃ। ন কর্মফলসংযোগং স্বভাবস্ত প্রবর্তৃতে ॥ ৫।১৪ কার্য্যকারণকর্তৃত্বে হেতুঃ প্রস্কৃতিরুচ্যতে। ১৩।২০
- (১০) বুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ উভে স্বন্ধতত্বদ্ধতে।
  তন্মাদ যোগায় যুজ্যস্ব যোগঃ কর্মস্প কৌশলম্॥ ২।৫০
  তন্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম সমাচর।
  অসক্তো স্থাচরন্ কর্ম প্রমাপোতি পুরুষঃ॥ ৩।১৯
- (১১) বিহায় কামান্ যঃ সর্বান্ পুমাংশ্চরতি নিস্পৃহঃ।
  নির্মাে নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি ॥ ২।৭১
  এবা ব্রান্ধী স্থিতিঃ পার্থ। ২।৭২
  কর্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ। ৩।২০
- (১২) রাগদেষবিষ্ঠৈন্ত বিষয়ানিস্তিগৈশ্চরন্। আত্মবশ্রুবিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি॥ প্রসন্নচেতসো স্থাশু বৃদ্ধিঃ পর্য্যবতিষ্ঠতে। ২।৬৪, ৬৫
- (১৩) আরুরুকোমুনির্যোগং কর্ম কারণমূচ্যতে।
  বদা হি নেল্রিয়ার্থেরু ন কর্মসম্বজ্জতে।
  সর্বসংকল্প সন্ন্যাসী যোগারুচ্ন্তদোচ্যতে॥ ৬।৩, ৪
- (১৪) অথৈতদপ্যশক্তোহিদ কর্ত্ং নদ্যোগমাঞ্রিতঃ।

  সর্বকর্মকলত্যাগং ততঃ কুরু যতাল্পবান্॥ ১২।১১

  যন্মালোদিজতে লোকো লোকালোদিজতে চ যঃ।

  হর্ষামর্মজন্মাদ্বেগৈর্মুক্তো যঃ দ চ মে প্রিয়ঃ ১২।১৫

  অথ চিত্তং সমাধাতুং ন শক্রোবি ময়ি স্থিরন্।

  অভ্যাসযোগেন ততো নানিচ্ছাপ্তঃং ধনঞ্জয়॥ ১২।৯

অতএব মন্ত্রয় স্বভাবতঃ জ্ঞানযোগ অপেক্ষা এই নিয়ত (নিয়তি-পরতন্ত্র)
কর্মযোগেরই অধিকারী(১৫)। এই কর্মযোগ যদি কেবল স্বযত্ত্বকৃত
হয়(১৬) তাহা হইলে ইহার সাধনা অপেক্ষাকৃত তৃষ্ণর(১৭)। কিন্তু ঈশ্বরে
মনোনিবেশ করিয়া কর্মযোগের অনুষ্ঠান করিলে তাঁহার কুপায় ইহা
স্কুকর এবং শীঘ্র ফলপ্রদ(১৮) হইয়া থাকে। কর্মযোগের পরিপক্ব দশা
ভিন্নও পূর্বর্ব পূর্বর্ব জন্মে জ্ঞানযোগ অভ্যাসের ফলে সাধকের প্রথম হইতেই
জ্ঞানযোগে (আত্মচিন্তা এবং আত্মদর্শনযোগে) অধিকার থাকিতে
পারে(১৯)। জ্ঞানযোগের সিদ্ধ অবস্থায় আত্মদর্শন লাভ হইলে এই

- (১৫) নিয়তং কুরু কর্ম ত্বং কর্ম জ্যায়ো হুকর্মণঃ। ৩।৮
  তয়োস্ত কর্মসংস্থাসাৎ কর্মযোগো বিশিশ্বতে॥ ৫।২
  নিয়তস্থ তু সন্থাসঃ কর্মণো নোপপগুতে। ১৮।৭
  ন হি কন্চিৎ ক্লণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্মকৃৎ। ৩।৫
  স্বভাবজেন কৌন্তেয় নিবদ্ধঃ স্বেন কর্মণা॥ ১৮।৬০
- (১৬) যদা সংহরতে চায়ং কুর্মোহঙ্গানীব সর্বশঃ। ২।৫৮ অভ্যাসেন তু কোন্তেয়:বৈরাগ্যেণ চ ুগৃহতে ॥ ৬।৩৫
- (১৭) যততো হৃপি কৌন্তের পুরুষস্থ বিপশ্চিতঃ। ইন্দ্রিয়াণি প্রমাণীনি হরন্তি প্রসভং মনঃ॥ ২।৬০ অসংযতাত্মনা যোগো ছ্প্রাপ ইতি মে মতিঃ॥ ৬।৩৬
- (১৮) যে তু সর্বাণি কর্মাণি ময়ি সংস্থস্ত মৎপরা:।

  অনস্থেনৈৰ যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে ॥

  তেষামহং সমুদ্ধতা মৃত্যু-সংসারসাগরাৎ ।
  ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্ ॥ ১২।৬, ৭

  সর্বকর্মাণ্যপি সদা কুর্বাণো মদ্ব্যপাশ্রমঃ।

  মৎপ্রসাদাদ্বাগোতি শাশ্বতং পদ্মব্যয়ম্ ॥১৮।৫৬
- (১৯) তত্র তং বৃদ্ধিসংযোগং লভতে পৌর্বদৈহিকম্। যততে চ ততো ভূয়ঃ সংগিদ্ধৌ কুরুনন্দন॥ পূর্বাভ্যাসেন তেনৈব হ্রিয়তে হ্বশোহপি সং। ৬।৪৩, ৪৪

আত্মদন্তী পুরুষ সংসার-নিবৃত্তিরপ মুক্তিলাভ করেন এবং আত্মানুভবজনিত মহানন্দে নিমগ্ন(২০) থাকেন। আত্মদর্শন লাভের পরে কেহ কেহ
আবার উপলব্ধি করিয়া থাকেন যে সমস্ত জড়বস্তু এবং আত্মবস্তু স্বরূপতঃ
পরমত্রন্দের ছটি প্রকৃতি বা বিভূতি তাঁহার একান্ত পরাধীন নিয়াম্যবস্তু(২১)
এবং পরমত্রন্দ পরমেশ্বরই যাবৎ জড়ও আত্মবস্তুর স্প্তিস্থিতি প্রলয়কর্তা,
ব্যাপক ধারক পোষণকর্তা ভরণকর্তা পুরুষোত্তম(২২)। এইপ্রকার উপলব্ধির পরে আত্মযাথাত্মতত্ত্বে জ্ঞানবান পুরুষ ভক্তিযোগে প্রবৃত্ত হয়েন(২৩)।

- (২০) যুঞ্জনেবং সদাত্মানং যোগী বিগতকল্ময়ঃ। স্থাবেন ব্ৰহ্মসংস্পৰ্শমত্যন্তং স্থখমশ্লুতে॥ ৬।২৮
- (২১) ভূমিরাপোহনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
  আহন্ধার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরপ্তথা ॥ ৭।৪
  আপরেয়মিতস্বস্তাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
  জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ॥ ৭,৫
  ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হুদ্দেশেহর্জুন তিঠতি।
  ভাময়ন্ সর্বভূতানি যয়ায়ঢ়ানি মায়য়া ॥ ১৮।৬১
- (২২) অহং কংশ্রম্ম জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়ন্তথা। ।।৭

  মন্তঃ পরতরং নাম্যৎ কিঞ্চিদন্তি ধনঞ্জয়। ।।৭

  গতির্ভর্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং স্ক্রন্থ।
  প্রভবপ্রলয়ন্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্। ৯।১৮

  অহং সর্বস্ম প্রভবো মন্তঃ দর্বং প্রবর্ততে। ১০।৮

  সর্বস্ম চাহং হাদিসন্নিবিষ্টো, মন্তঃ স্মৃতিজ্ঞানমপোহনং চ। ১৫।১৫
  উত্তমঃ পুরুষস্কুমঃ পরমান্মেত্যুদাহতঃ।

  যৌ লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ। ১৫।১৭

  যশাৎ ক্রমতীতোহহং অক্ররাদ্পি চোন্তমঃ।
  অতোহন্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোন্তমঃ। ১৫।১৮
- (২৩) ভজন্তানন্তমনসো জ্ঞাড়া ভূতাদিমব্যয়ম্। ৯।১৩
  যো মামেবমসম্মুটো জানাতি পুরুবোত্তমম্।
  স সর্ববিদ্ ভজতি মাং সর্বভাবেন ভারত॥ ১৫।১৯

চিত্তের চঞ্চলতা হেতু জ্ঞানযোগ বা আত্মধ্যানযোগের স্বযত্নকৃত এই অনুষ্ঠান ত্ব্বর, প্রমাদযুক্ত এবং বহু জন্মের পরে দীর্ঘকালে ফলপ্রদ। সেজন্য ইহার সাধনা এবং সিদ্ধি সুকঠিন(২৪)। কর্মযোগ এবং জ্ঞানযোগ অপেক্ষা ভক্তিযোগের শ্রেষ্ঠতা এবং শীঘ্র-ফলপ্রদত্ত প্রতিপাদিত হইরাছে(২৫)। পূর্বেবাক্ত প্রকার কর্মযোগসিদ্ধ বিশুদ্ধ এবং সাত্ত্বিকতিত্ব পুরুষ কিংবা জ্ঞানযোগসিদ্ধ আত্মস্বরূপের যথার্থ জ্ঞাতা পুরুষ ব্যতিরিক্ত প্রথম হইতেই স্বতন্ত্ররূপে ভক্তিযোগের অধিকারী বহু পুরুষ আছেন। সমস্ত ভক্তিযোগনিষ্ঠ অধিকারীই ভক্তিযোগের অনুষ্ঠানের দ্বারা(২৬) ভগবানের কুপায়(২৭) ক্রমশঃ ক্রমশঃ ভক্তির উচ্চতর অবস্থার ভিতর দিয়া

- (২৪) সন্ন্যাসম্ভ মহাবাহো ত্বঃখমাপ্ত মুখেনাগতঃ। ৫।৬
  কেশোহধিকতরন্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্।
  অব্যক্তা হি গতিছ্ খং দেহবন্তিরবাপ্যতে ॥ ১২'৫
  প্রযন্ত্রাদ্ যতমানস্ত যোগী সংশুদ্ধকি ন্বিষঃ।
  অনেকজন্মসংসিদ্ধন্ততো যাতি পরাং গতিং ॥ ৬।৪৫
- (২৫) যোগিনামপি সর্বেষাং মদ্গতেনান্তরাল্পনা।
  শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ॥ ৬।৪৭
  অনস্থান্চিন্তরুন্তো মাং যে জনাঃ পর্যুপাসতে।
  তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥ ৯।২২
  ময্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে।
  শ্রদ্ধা পরয়োপেতান্তে মে যুক্ততমা মতাঃ॥ ১২।২
  তেষামহং সমুদ্ধর্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।
  ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্॥ ১২।৭
- (২৬) সততং কীর্ত্তর্যা মাং যতন্তক্ষ দৃঢ়ব্রতাঃ।
  নমস্থন্তক মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে॥ ১/১৪
  মন্মনা ভব মন্তক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু।
  মামেবৈযাসি যুক্তৈ বমান্মানং মংপরায়ণঃ॥ ১/০৪
  মচিন্তা মদ্গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরং।
  কথয়ন্তক্ষ মাং নিত্যং তৃয়ন্তি চ রমন্তি চ॥ ১০/১
- (২৭) তেষাং সতত্যুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্বকং।
  দদামি বুদ্ধিযোগং তঃ যেন মাঃ উপযান্তিতে॥ ১০।১০

সাধক ভক্ত পরাভক্তি(২৮) লাভ করিয়া থাকেন। এই অবস্থায় তিনি নিরতিশয় প্রীতির সহিত ভগবানের স্বরূপ রূপ গুণ লীলা এবং বিভৃতির বিষয় নিরম্ভর অনুচিন্তনের ফলে(২৯) এই সমস্ত অতীন্দ্রিয় বিষয়ের সাক্ষাৎ দর্শনের স্থায় যথাতত্ত্ববিষয়ক পরম জ্ঞানলাভ(৩০) করেন। এই অবস্থায় ভক্ত সাধক পরম ভক্তিমূত হইয়া ঐকান্তিক এবং আত্যন্তিক প্রেমের সহিত তাহার প্রাণ মন বুদ্ধি এবং ক্রিয়া ভগবানেই সমর্পণ করিয়া দেন(৩১)। ভক্তির এই পরিপক দশাতে সেই পরম ভক্ত সাধক মুক্তি বা ভগবৎপ্রাপ্তির জন্ম স্বয়ত্ত্বকত কর্মযোগ জ্ঞানযোগ এবং ভক্তিযোগে উপায়বুদ্ধিরহিত হইয়া ভগবানের কুপা বা প্রসন্মতাই যে তাহাকে পাইবার প্রকৃষ্ট উপায় তাহা উপলব্ধি করেন(৩২)। এইরূপ মহা জ্ঞানবান মহা সৌভাগ্যশালী সুত্র্লভ পুরুষ তখন ভগবানের শরণাগত হন(৩৩) এবং ভগবানের সেবাবৃদ্ধিতে (ভগবানকে লাভ করিবার জন্ম উপায়বুদ্ধিতে নহে) কর্ম জ্ঞান এবং ভক্তিযোগের অনুষ্ঠান করিয়া যান(৩৪)। শ্রীভগবানও তখন নিজেই সেই শরণাগত মহাপুরুষের সমস্ত বাধাবিদ্ব বিদ্বিত করিয়া দিয়া তাঁহাকে মুক্তি প্রদান করেন(৩৫)।

<sup>(</sup>২৮) মন্তক্তিং লভতে পরাং। ১৮।৫৪

<sup>(</sup>২৯) বুদ্ধিযোগমুপাশ্রিত্য মচ্চিত্তঃ সততং ভব। ১৮।৫৭

<sup>(</sup>৩০) ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চান্মি তত্ত্তঃ। ১৮।৫৫

<sup>(</sup>৩১) ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরং ॥ ১৮/৫৫

<sup>(</sup>৩২) মংপ্রসাদাদবাপ্নোতি শাখতং পদমব্যয়ম্। ১৮।৫৬ মচিত সর্বাহুগাণি মংপ্রসাদাৎ তরিয়সি। ১৮।৫৮

<sup>(</sup>৩৩) বহুনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপন্ততে। বাস্থদেবঃ দর্বং ইতি স মহাত্মা স্বত্র্লভঃ॥ ৭।১৯

<sup>(</sup>৩৪) মন্মনা ভব মন্তজো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু। মামেবৈয়াসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োহসি মে॥ ১৮।৬৫

<sup>(</sup>৩৫) সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। অহং তা সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িয়ামি মা শুচঃ ॥ ১৮।৬৬

১৮।৬৫ এবং ১৮।৬৬ শ্লোকের শরণাগতি-বিষয়ক উপদেশ ছটিকে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র সর্বাপেক্ষা গুহুতম এবং পরম বচন বলিয়া নির্দেশ দিয়াছেন(৩৬)। ইহাই তাঁহার চরম উপদেশ। ইহার পরে তিনি আর কোনও উপদেশ দেন নাই।\*

মহাজ্ঞানী সিদ্ধ পূর্ব্বাচারীগণ গীতোক্ত উপদেশের ক্রম এবং সারতম তত্ত্ব নিম্নলিখিত সাতটি বাফ্যে সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ করিয়াছেন।

- ১। প্রকৃতি-পুরুষ বিবেক
- २। कर्मयां विधान
- ৩। আত্মজান-ূউৎপাদন
- ৪। ভগবৎজ্ঞান উৎপাদন
- ৫। ভক্তি উৎপাদন এবং ভক্তির ক্রম জ্ঞাপন
- ৬। উপাসনা অর্থাৎ ভক্তিসাধন পর্যন্ত (সাধনবুদ্ধিতে বা উপায়-বুদ্ধিতে কর্ম-জ্ঞান-ভক্তিমার্গের স্বযত্ত্বকৃত অনুষ্ঠান), অল্পজ্ঞ এবং অল্পশক্তি জীবের স্বযত্ত্বসাধ্য বলিয়া তাহার ছক্ষরত্ব জ্ঞাপন
- ৭। ভগবদ্-শরণাগতির স্বরূপানুরূপত্ব ও সুকরত্ব জ্ঞাপন।

পরম উপাদেয় শীর্ষস্থানীয় এই ভাষাটি সংস্কৃত ইংরাজী হিন্দী তামিল তেলেগু কানাড়ী মালয়ালাম প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত হইলেও বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া আমরা বিদিত নহি। এই গীতাভাষ্যটি মানব-সমাজের পরম উপকারক এবং ভক্তসমাজের পরম উপভোগ্য। বাংলা ভাষায় ইহার প্রকাশ এবং প্রচার অবশ্য কর্ত্তব্য-জ্ঞানে এই গ্রন্থানি প্রকাশিত হইল।

<sup>(</sup>৩৬) সর্বপ্তহৃতমং ভূষঃ শৃণু মে প্রমং বচঃ। ১৮।৬৪

উল্লিখিত শ্লোকসংখ্যাগুলি দিগ্দর্শন মাতা। বাহুল্য নিবারণার্থ অন্তান্ত্র
সংশ্লিষ্ট শ্লোকসমূহের উল্লেখ করা হইল না।

রামানুজভায়ে ভাষা বাক্যবিন্যাস এবং তর্কপদ্ধতি অতিশয় গান্তীর্থপূর্ণ, সেইজন্য ইহার বঙ্গানুবাদে কোন কোন স্থলে অবিকলতা রক্ষা করা
সম্ভবপর হয় নাই। কমা, সেমিকোলন, পূর্ণচ্ছেদ প্রভৃতি চিহ্নগুলির
প্রয়োগেও ভাষ্যের মূল (সংস্কৃত ভাষা) হইতে বঙ্গানুবাদে কিছু পার্থক্য
দেখা যাইবে।

গীতার স্থায় ছ্রাহ দার্শনিক গ্রন্থের এবং ইহার রামাত্মজভাষ্মের স্থায় গভীর ভাব ও ভাষার অন্থবাদে এবং সম্পাদনকার্যে স্থানে স্থান কিছু ত্রুটী অন্থমিত হইলে সুধী পাঠকগণ অন্থগ্রহপূর্বক এ বিষয়ে জ্ঞাপন করিলে কৃতজ্ঞ ও অনুগৃহীত হইব। ইতি—

শ্রীবলরাম ধর্মসোপান বিশ্বদহ — ২৪ পরগণা
শ্রীশারদ পূর্ণিমা, ৬ই কার্ত্তিক ১৩৬৮

শ্রী১০০৮ বলরামস্বামীর শ্রীচরণচঞ্চরীক— শ্রীষতীন্দ্র রামানুজদাস অনুবাদক ও দুসম্পাদক।



## রামান্মজভাষ্য ও বঙ্গানুবাদ

## প্রথম অধ্যায়

## অৰ্জুন-বিষাদযোগঃ

্রামানুজ ভাষ্য—

ছরিঃ ও জ্রিয়ঃপতিঃ নিখিল ছেয়-প্রত্যনীককল্যাণৈকতানঃ, স্বেতরসমস্ত বস্তুবিলক্ষণানন্তজ্ঞানানলৈকস্বরূপঃ, স্বাভাবিকানব্ধিকাতিশয়জ্ঞানবলৈশ্বৰ্ বীৰ্য্যশক্তিভেজঃ প্ৰভৃত্যসংখ্যেয়কল্যা-ণগুণগণমহোদধিঃ, স্বাভিমতান্মরূপৈক-রূপাচিন্ত্যদিব্যান্ত্রতনিত্যনিরবঞ্চনিরতি-শরোজ্জল্য সৌগন্ধ্যদৌন্দর্য্যসৌকুষার্য্য-नावगुर्योवनाञ्चनख्छननिधिनियुक्तभः, স্বোচিত বিবিধবিচিত্রানন্তাশ্চর্যনিত্য-নিরবভাপরিমিতদিব্যভূষণঃ, স্বান্তরূপা-সংখ্যেয়াচিন্ত্যশক্তিনিত্যনিরবছনির-তিশয়কল্যাণদিব্যায়ুধঃ, স্বাভিমতান্তর্রূপ নিত্যনিরবগুস্বরূপরূপগুণবিভবৈশ্বর্য্যশীলা\_ অনবধিকাতিশয়াসংখ্যেয় কল্যাণগুণ-গণশ্রীবল্লভঃ, স্বসঙ্কলানুবিধায়ি স্বরূপ-

বঙ্গান্ত্ৰাদ—

হরি ওঁ, শ্রৈয়পতি খিনি—অখিল হেয়ভণ-রহিত কেবল কল্যাণগুণময় নিজ ব্যতিরিক্ত मगख वस्त श्रेरा विनाक्षण (উत्तम, व्यक्तिश) অনন্ত জ্ঞানানন্দস্বরূপ, স্বাভাবিক অসীম, অতিশয় জ্ঞান, বল, ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, শক্তি, তেজ প্রভৃতি অসংখ্য কল্যাণ-গুণরাজির মহাসমুদ্র, স্বেচ্ছাহুরূপ সদা একরূপ, অচিন্ত্য দিব্য (জ্যোতির্ময়) অদ্ভুত নিত্য নির্দোব, নিরতিশয়, खेड्जु नाः, त्नोशक्त-त्नोन्पर्या-त्नोक्गार्यानावगु যৌবন প্রভৃতি অনস্ত-বিগ্রহশোভার আকর **दियामन**निध्यस्तान, निज छेशासानी विविध বিচিত্র অনস্ত আশ্চর্য্যময় নিত্যশুদ্ধ অপরি-মিত-দিব্যভূষণ বিভূষিত,নিজ অহুরূপ অসংখ্য এবং অচিন্ত্যশক্তিযুক্ত নিত্য নির্দোষ নির্ভি শয় কল্যাণময় অসংখ্য দিব্য আয়ুধ শোভিত, নিজ ইচ্ছা অহুরূপ নিত্য নির্দোষ স্বরূপ রূপগুণ বিভূতি ঐশ্বর্যা স্বভাব প্রভৃতি অসীম অতিশয় व्यमः य कन्यान छन्यन मन्त्रमा श्रीन स्रीति वीत প্রিয়ত্ম বল্লভ, নিজ সঙ্গল্ল-অনুগুণস্বরূপ

স্থিতিপ্রবৃত্তিভেদাশেষশেষতৈকরতিরূপ | নিত্যনিরব্য নিরতিশয়জানক্রিইয়-শ্বর্যাত্তনন্তগুণগণাপরিমিতসূরিভিঃ অনবরতাভিষ্ঠু তচরণযুগলঃ, বাঙ্যনসা-পরিচ্ছেত্তস্বরূপস্বভাবঃ, স্বোচিতবিবিধ-বিচিত্রানন্তাভাগ্যভোগোপকরণ ভোগ-স্থান সমৃদ্ধানন্তাশ্চর্য্যানন্তগহাবিভবা-নন্তপরিমাণনিত্যনিরবতাক্ষরপরমব্যো-মনিলয়ঃ, বিবিধ বিচিত্রানন্তভোগ্য-ভোক্তবর্গপরিপূর্ণনিখিলজগত্মদয়বিভব-मग्रनीनः, পরং ত্রন্ধ পুরুষোত্তনো ব্রনাদি - স্থাবরান্তম্ नाजाग्रद्भा তাখিলং जग९ रहे। (यन ऋत्भन অবস্থিতঃ, ব্ৰহ্মাদিদেব মনুষ্যাণাং ধ্যান আরাধনান্তগোচরঃ অপি অপার-कात्रनारमीनायां स्मानार्याः দধিঃ, স্বমেব রূপং তত্তৎসজাতীয়-সং-স্থানং স্বস্থভাবম্ অজহদ্ এব কুৰ্বন্ তেমু

স্থিতি এবং প্রবৃত্তিযুক্ত একমাত্র অশেষ শেষ-বুজি>\* সম্পন্ন এবং নিত্যনির্দোষ নিরতিশন্ন জ্ঞান ক্রিয়া ঐশ্বর্য্য প্রভৃত্তি অনন্ত-গুণগণসমন্বিত অনবরত শ্রীচরণযুগলে স্তুতি-নিরত নিত্যস্থরি-গ্ৰং (নিত্য-পাৰ্ষদ) পরিসেবিত, বাক্য এবং মনের অতীত স্বরূপ এবং স্বভাববিশিষ্ট, নিজ উপযোগী বিবিধ বিচিত্র অনন্ত ভোগ্যবস্তু ভোগ-সাধক উপকরণ এবং ভোগস্থল পরিপূর্ণ অনম্ভ আশ্চর্য্য এবং অনন্ত-মহাবিভবশালী ও অনন্ত-বিস্ত ত নিক্তা নির্দ্ধোষ অক্ষয় পর্মব্যোম-নিবাসী ( শ্রীবৈকুণ্ঠনিবাসী ), বিবিধ বিচিত্র অনন্ত ভোগ্যবস্ত এবং ভোক্তাগণদারা (বদ্ধ-জীব দারা) পরিপূর্ণ, নিখিল জগতের স্ষ্টি-স্থিতি এবং প্রলয়রূপ লীলাকারী এইরূপ স্বরূপ রূপ গুণ বিভব এবং লীলা প্রভৃতি विभिष्ठे (महे পরমত্রক্ষ পুরুষোত্তম নারায়ণ, ব্রন্নাদি স্থাবর পর্য্যন্ত অথিল জগৎ স্ষ্টি করিয়া নিজ রূপে অবস্থিত আছেন।

এই পরমত্রন্ধ পুরুষোত্তম নারায়ণ ত্রন্ধাণি দেবতা এবং মহুযাগণের ধ্যান আরাধনা প্রভৃতির অগোচর, তথাপি অপার কারুণ্য সৌশীল্য বাৎসল্য উদার্য্যগুণের মহাসমূত্র। এইরূপ কল্যাণগুণের জক্ত তিনি নিজ স্বভাব পরিত্যাগ না করিয়াই দেব মহুযাদি বিবিধ জীবের স্বজাতীয় আকারে নিজরূপকে প্রকট

<sup>\*</sup> ভগবান কর্তৃক যথেচছা ব্যবহারের উপর্যুক্ত বস্তুকে 'শেষ' বলা হয়। এই শেষ বস্তুর অনুরূপ বৃত্তি-যুক্ত (স্বভাব ও আচন্নগ বিশিষ্ট )।

<sup>\*&</sup>lt;sup>२</sup> নিত্যস্থার—শ্রীদুগবানের নিত্য পার্ষদ— নিত্যস্থারগণ।

ভেষু লোকেষু অবতীর্য অবতীর্য তৈঃ তৈঃ আরাধিতঃ, তত্তদিষ্টান্মরূপং ধর্মার্থকাম-মোক্ষাখ্যং ফলং প্রযাহতন্, ভূভারাবতার লাপদেশেন অস্মদাদীনাম অপি সমাশ্রয়-নয়নবিষয়ভাং গভঃ, পরাবর নিখিলজন মনোনয়নহারিদিব্যচেষ্টিভানি কুর্বন, পুতনাশকট্যমলাজু নারিষ্ট প্রলম্বধেরুক-কালিয়কেশিকুবলয়াপীড়চাণুরমুষ্টিক-ভোসলকংসাদীৰ নিহত্য ভানবধিকদয়া-সোহাদ্ধান্তরাগগর্ভাবলোকনালাপা-মুতৈঃ বিশ্বম্ আপ্যায়য়ন্ নিরতিশয় त्नोक्सर्यत्नोमीलातिक्शवनानिकादत्व অক্রুরমালাকারাদীন প্রমভাগবতান্ কৃত্বা পাণ্ডুতনয়যুদ্ধপ্রোৎসাহনব্যাজেন পরমপুরুষার্থলক্ষণগোক্ষসাধনতয়া বেদান্তোদিতং স্ববিষয়ং জ্ঞানকর্মানু-গৃহীতং ভক্তিষোগম্ অবতারয়ামাস।

कतिया रमहे स्मरे एन रमस्या पि लारक পুনঃ পুনঃ অবতার গ্রহণ করিয়া সেই সেই দেব মহুয়াদি দারা আরাধিত হইয়া পাকেন এবং তাহাদিগের অভিলবিত ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক রূপ ফল প্রদান করিয়া পাকেন। এই ভগবান ভূভার হরণ করিবার অছিলায় আমাদের ভায় জীবগণকেও সম্যক্রপে আশ্রম দিবার জন্ম পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া সমস্ত মনুষ্যের নয়ন-গোচররূপে বিচরণ করেন। (এইভাবে আবিভূতি ছইরা) উচ্চ-নীচ নির্বিচারে সমস্ত মন্ত্রের মনোহারী এবং নয়নহারী লীলা প্রকট করত:, পুতনা, শকটাস্থর, য্মলাজ্জুন, অরিষ্ট, কালিয়. কেশী. ধেহুকাসুর, প্রদায়, কুবলয়াপীড়, চাহুর, মৃষ্টিক, চোসল এবং কংশ প্রভৃতিকে বধ করিয়া, অপরিসীম করুণা সৌহাদ এবং অমুরাগপুর্ণ দর্শন এবং ভাষণরূপ অমৃত বর্ষণ দারা বিশ্বভূবন পরিতৃপ্ত করত:, নিরতিশয় সৌন্দর্য্য এবং সৌশীল্য প্রভৃতি গুণসমূহের প্রকাশ দারা অকুর, মালাকার প্রভৃতিকে পর্ম ভাগবতরূপে পরিণত করত: এবং পাণ্ডুপুত্র অর্জ্জুনকে যুদ্ধে উৎসাহিত করিবার অছিলায় পর্মপুরুষার্থ মোক্ষের गाधनक्रे राज्यिक विक् छान्यान अवः कर्म-যোগরূপ অঙ্গের সহিত নিজ বিষয়ে ভক্তি-যোগের অবতারণা করিয়াছিলেন।

তত্ত্র পাণ্ডবানাং কুরূণাং চ যুদ্দে
প্রারব্বে স ভগবান্ পুরুষোত্তমঃ সর্বেশ্বরেশ্বরো জগত্বপকৃতিমর্ত্য আপ্রিতবাৎসল্যবিবশঃ পার্থং রথিনম্ আ্লানং
চ সারথিং সর্বলোকসাক্ষিকং চকার।

এবম্ অর্জ্জুনস্থ উৎকর্ষং জ্ঞাত্বা অপি
সর্বাত্মনা অঙ্কো ধ্বতরাষ্ট্রঃ স্মযোধনবিজয়বুজুৎসয়া সঞ্জয়ং পঞ্জাত্বা

এই যুদ্ধক্ষেত্রে যখন কৌরব এবং পাণ্ডবগণ যুদ্ধের জন্ম প্রস্তুত হইরাছিলেন তখন জগতের উপকার সাধনের জন্ম (মানবদ্ধপধারী শ্রীকৃষ্ণ) ভগবান পুরুষোত্তম সমস্ত ঈশ্বরেরও ঈশ্বর আশ্রিতের প্রতি বাৎসল্যের জন্ম বিনশ হইরা সমস্ত লোকের সম্মুখে অর্জ্জ্নকে রথিদ্ধপে রাখিয়া নিজে সার্থিদ্ধপে অবস্থান করিয়াল ছিলেন।

অর্জুনের এইরূপ উৎকর্ষ জানিয়াও সর্বপ্রকারে অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র ত্র্যোখনের বিজয় বার্তা।
শুনিবার ইচ্ছায় সঞ্জয়কে এই যুদ্ধের সংবাদ
জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ.

ধর্মক্ষেত্রে কুরুকেত্রে সমবেতা ুযুযুৎসবঃ।
মামকাঃ পাগুবাকৈচব কিমকুর্ব্বত সঞ্জয় ॥ ১

সরলার্থ-

হে সঞ্জয়, ধর্মকেত্রে কুরুকেত্রে যুদ্ধকাম হেইয়া সমবেত ছ্রোধনাদি আনার পুজেরা এবং যুধিছিরাদি পাপুতনয়েরা কি করিয়াছিলেন ? ॥১॥

সঞ্জয় উবাচ

দৃষ্ট্বা তু পাগুবানীকং ব্যুচ্ং ছর্যোধনস্তদা। আচার্য্যমুপসঙ্গম্য রাজা বচনমত্রবীৎ॥ ২

সরলার্থ—

তথন রাজা ছর্যোধন ব্যুহাকারে গঠিত পাগুবদৈক্তদের দেখিয়া দ্রোণাচার্য্যের নিকট যাইয়া বলিতে লাগিলেন। ॥२॥

x> নিজ—উক্ত রামাত্রজ ভাষ্যে বা বঙ্গানুবাদে 'ব বে হলে "নিজ" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে সেই সেই হলে ইং। পর্ম্বন্দ পুরুষোদ্ধন নারায়ণকে বুঝাইতেছে।

প্রৈতাং পাণ্ডুপুত্রাণামাচার্য্য মহতীং চমূম্। ব্যুঢ়াং ক্রপদপুত্রেণ তব শিষ্যেণ ধীমতা॥ ৩

#### সরলার্থ—

হে আচার্য্যবর, আপনার বুদ্ধিমান শিয়া ধৃপ্তত্মে দারা ব্যুহাকারে রচিত এই মহান্ (मनामखनीदक जान कतिशा (मधून ! ॥०॥ गहराजाको का प्रमेष

> অত্র শুরা মহেমাসা ভীমার্জ্জুনসমা যুধি। যুযুধালো বিরাটশ্চ ক্রেপদশ্চ মহারথঃ॥ 8 ধ্বষ্টকেতৃশ্চেকিতান: কাশিরাজশ্চ বীর্য্যবান্। পুরুজিৎ কুন্তিভোজশ্চ শৈব্যশ্চ নরপুঙ্গবঃ॥ ৫ युशांबन्द्राक्षः विकाल छद्धां जाक वीर्यावान्। সোভদ্রো দ্রোপদেয়াশ্চ সর্ব্ব এব মহারথাঃ॥ ৬ গৰামা দিয় নিয়

-- 1 1918

to Herelegie

#### সরলার্থ-

এই সেনাদলে ভীম ও অর্জ্নের সমান যুদ্ধ-কুশল মহাধন্ত্র্দ্ধর বীরেরা রহিয়াছেন। তাঁহারা কে কে বলিতেছি—যুযুধান বিরাট, মহারথী-জপদ, ধৃষ্টকেতৃ, চেকিতান, বীর কাশীরাজ পুরুজিৎ, কুন্তিভোজ, নরশ্রেষ্ঠ শৈব্য, বিক্রমী যুধাসন্থা, বীর উত্তযোজা, স্বভর্ষানন্দন অভিমন্থ্য সকলেই আছেন। ইঁহারা সকলে মহাযোদ্ধা। ॥৪॥৫॥৬॥ দ্রোপদীর পঞ্চপুতেরা

> ভাস্মাকং ভু বিশিষ্টা যে তান্নিৰোধ দিজোত্তম। নায়কা মম সৈন্যস্থ সংজার্থং তান্ ব্রবীমি তে॥ ৭ ভবান্ ভীম্মন্চ কর্ণন্চ কৃপন্চ সমিতিঞ্জয়ঃ। অশ্বর্থানা বিকর্ণশ্চ সৌমদত্তির্জয়দ্রথ ॥ ৮ অল্যে চ বছবঃ শুরা মদর্থে ত্যক্তজীবিতাঃ। নানাশস্ত্রপ্রহরণাঃ সর্বের যুদ্ধবিশারদাঃ॥ ১

#### সরলার্থ—

হে দিজশ্রেষ্ঠ, আমাদের পক্ষেও যে সব বিশিষ্ট যুদ্ধকুশল সেনাপতিরা আছেন তাহাদের আপনাকে নিবেদন করিতেছি শ্রণ করন। আপনি নিজে, ভীষা, কর্ণ, রণবিজয়ী CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

## শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতা—রামান্তজ ভাষ্য

কুপাচার্য্য, অশৃথামা, বিকর্ণ, সোমদন্ত-পূত্র ভূরিশ্রবা আছেন। ইহা ছাড়াও আরও অনেক বীরগণ আছেন। ইহারা সকলেই আমার জন্ম জীবন উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত। ইহারা সকলেই বিবিধ অস্ত্রে স্থসজ্জিত এবং যুদ্ধবিশারদ্। ॥৭॥৮॥৯॥

অপর্য্যাপ্তং তদন্মাকং বলং ভীম্মাভিরক্ষিত্ম।
পর্য্যাপ্তং ত্বিদমেতেষাং বলং ভীমাভিরক্ষিতম্॥ ১০
অয়নেষু চ সর্কেষু যথাভাগমবন্থিতাঃ।
ভীম্মমেবাভিরক্ষপ্তঃভবন্তঃ সর্কা এব হি॥ ১১

#### সরলার্থ-

অতএব ছুই পক্ষের বীরগণের তুলনা করিয়া দেখুন। ভীম্ম পিতামহ দারা স্করক্ষিত
আমাদের সেনামগুলী ঘথেষ্ট নহে অর্থাৎ পাণ্ডববিজ্ঞারে অসমর্থ; পরস্ত ভীম রক্ষিত
পাণ্ডবদিগের এই সৈন্তবল আমাদের পরাস্ত করিবার জন্ত যথেষ্ট। অতএব আপনারা
সকলেই নিজ নিজ ব্যুহদারে দৃঢ় থাকিয়া সেনাপতি ভীম্মকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করুন।
॥১০॥১১॥

তশ্য সঞ্জনয়ন্ হৰ্যং কুরুবৃদ্ধঃ পিতামহ:।
সিংহনাদং বিনভোচিচঃ শব্ধং দশ্বে প্রতাপবান্॥ ১২
ততঃ শব্ধাশ্চ ভের্যাশ্চ পণবানকগোমুখাঃ।
সহসৈবাভ্যহম্মন্ত স শব্দস্তমুলোইভবৎ॥ ১৩

#### সরলার্থ-

পাণ্ডবসৈত্মের উৎকর্ষতা এবং নিজ সৈত্মের অপকর্ষতা বিবেচনা করিয়া বিষণ্ণচিত্ত দুর্যোধনের মনে উৎসাহ ও সন্তোষ উৎপাদনের জন্ম কৌরবকুলে সর্ববিষয়ে শ্রেষ্ঠ পিতামহ ভীম্ম
উচ্চেম্বরে সিংহনাদ করত: শঙ্খ বাজাইলেন। তখন কৌরবপক্ষীয় সমস্ত সেনামগুলীর মধ্যে
শঙ্খ, তুরী, ভেরী প্রভৃতি বহু বাছ্যমন্ত্র বাজিয়া উঠিল, এবং সেই সকল শব্দ মিলিত হইয়া
বিশাল হইয়া উঠিল। ॥১২॥১৩॥

ততঃ খেতৈ হবৈয় যুঁ ক্তে মহতি স্থান্দনে স্থিতো। নাধবঃ পাণ্ডবকৈচব দিবেগা শক্ষো প্রদগ্মতুঃ॥ ১৪ পাঞ্জন্তং ছবীকেশো দেবদত্তং ধনঞ্জয়ঃ। পোণ্ড্রং দধ্যো মহাশত্ত্বং ভীমকর্মা ব্রকোদরঃ॥ ১৫

সরলার্থ-

(অতঃপর পাণ্ডবদিগের যুদ্ধোৎসাহ বণিত হইতেছে।) কুরু সৈশ্বদের বাজধানি শুনিরা শ্রীকৃষ্ণ এবং অজ্জুন খেত অশ্বযুক্ত উৎকৃষ্ট রথে বিরাজমান হইয়া নিজ নিজ দিব্য শভা বাজাইলেন। শ্রীকৃষ্ণ পাঞ্চজন্ম শভা, অজ্জুন দেবদন্ত শভা এবং ভয়ঙ্কর ভীমদেন পৌণ্ড নামক শভা বাজাইলেন। ॥১৪॥১৫॥

অনন্তবিজয়ং রাজা কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
নকুলঃ সহদেবশ্চ স্থঘোষমণিপুষ্পকো॥ ১৬
কাশ্যশ্চ পরমেম্বাসঃ শিখণ্ডী চ মহারথঃ।
ধৃষ্ঠপ্রুম্বো বিরাটশ্চ সাত্যকিশ্চাপরাজিতঃ॥ ১৭
ক্রেপদো ক্রোপদেয়াশ্চ সর্কাশঃ পৃথিবীপতে।
সোভদ্রশ্চ মহাবাল্তঃ শল্পান্ দগ্মঃ পৃথক্ পৃথক্॥ ১৮
স ঘোষো ধার্তারাষ্ট্রাণাং ছদয়ানি ব্যদারয়ৎ।
নভশ্চ পৃথিবীক্ষৈব তুমুলো ব্যম্মনাদয়ন্॥ ১৯

পরলার্থ-

কুত্তীপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির অনন্তবিজয় নামক শহ্ম, মাদ্রীতনয়যুগল নকুল এবং সহদেব
যথাক্রমে স্থাের এবং মণিপুষ্পক নামক শহ্ম বাজাইলেন। হে পৃথিবীপতি ধৃতরাই,
এতদ্যতীত মহারাজ কাশীরাজ, মহারথী শিখণ্ডী, ধৃইছ্যয়, বিরাটরাজ, অপরাজেয়
সাতাকি, পাঞ্চালরাজ গ্রুপদ, দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র এবং স্থতদ্য তেনয় অভিমন্ত্য প্রভৃতি
সকলেই নিজ নিজ শহ্ম বাজাইলেন। তথন এই মিলিত শহ্মধ্বনি অতি বিশালরূপ ধারপ
করিয়া পৃথিবী এবং আকাশ প্রতিধ্বনিতে পরিপূর্ণ করিয়া ফেলিল। সেই ভয়য়র শব্দ
তথন ত্র্যোধনাদি ধৃতরাষ্ট্র প্ত্রগণের হৃদয় বিদীর্ণ করিতে লাগিল অর্থাৎ পরাজয়ব্দক্ব
ভীতি উৎপন্ন করিল। ॥১৬—১৯॥

রামানুজ ভাষ্য (১—১৯)—

ছুর্যোধনঃ স্বয়মেব ভীমাভিরক্ষিতং পাণ্ডবানাং বলম্ আত্মীয়ং চ ভীম্মাভি- বঙ্গান্ত্বাদ—

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে নিজ পুত্রগণের বিজরীন কাজ্ফী ধৃতরাষ্ট্রসঞ্জয়কে যুদ্ধের বর্ণনা করিতে

রক্ষিতং বলম্ অবলোক্য, আত্মবিজয়ে তন্ত বলন্ত প্ৰ্যাপ্ততাম্ আত্মীয়ন্ত বলন্ত তদ্বিজয়ে চাপর্যাপ্ততান্ আচার্যায় নিবেন্স, অন্তরে বিষয়ঃ অভবৎ। বিষাদম্ আলোক্য ভীমঃ তস্ত হর্ষং জনয়িতুং সিংহনাদং শ্বখাগ্নানং চ কৃত্বা শম্বতেরীনিনাদৈঃ চু বিজয়াভিশংসিনং ঘোষং চ অকার্য়ৎ। ততঃ তৃং ঘোষম্ व्याकर्ग्य मर्दिश्वतत्रश्चेतः भार्यमात्रशी तथी চ পাণ্ডুতনয়ঃ ত্রেলোক্যবিজয়োপ-করণভূতে: মহতি অন্দনে স্থিতে ত্রৈ-লোক্যং কম্পয়ন্তে শ্রীমৎপাঞ্চল্য-দেবদত্তো **मिरवर्री भारक्षी अम्याकुः।** ততো যুধিষ্ঠিরবৃকোদরাদ্য়ঃ চ স্বকী-য়ান্ শন্তান্ পৃথক্ পৃথক্ প্রদশ্মঃ। স द्यादम। पूर्वायनश्चम्यानाः जदर्याम् এव ভবৎপুত্রাণাং স্বদয়ানি বিভেদ।

আন্ত এব নষ্টং কুরূণাং বলম্ ইতি ধার্ত্তরাষ্ট্র। মেনিরে। এবং তদিজয়া-ভিকাজিকণে ধৃতরাষ্ট্রায় সঞ্জয়ঃ অক-থয়ৎ

113-121

বলিলে সঞ্জয় তৎবিষয়ে বলিতে লাগিলেন-**८ इन्डता है, इर्धायन श्वार जीमकर्ज़ क** স্থরিকিত পাণ্ডবদিগের দৈক্তবল "পাণ্ডবদেনা আমাদের পরাস্ত করিবার জন্ম পর্য্যাপ্ত এবং আমাদের সৈন্তদল পাণ্ডবদিগকে পরাস্ত করিতে অপর্য্যাপ্ত"—এই কথা নিজ অস্ত্রগুরু দ্রোণাচার্য্যকে নিবেদন করিয়া অত্যন্ত বিষয় হইয়া রহিলেন। তাঁহার বিষয়ভাব দর্শন করিয়া ভীম্ম পিতামহ তাঁহার উৎপাদনের জন্ম সিংহনাদ ও শঙ্খধ্বনি করিয়া বিবিধ রণবাভ দারা বিজয়স্থচক মহাশক করাইলেন। সেই শব্দ গুনিয়া সর্বেশ্বর ভগৰান পার্থ-সার্থি শ্রীকৃঞ্চন্দ্র এবং মহাবাহ পাপুপুত্ৰ অজুন-এই ছ'জনেই ত্ৰিভুবন-বিজয়ী মহারথে বিরাজমান হইয়া ত্রিভুবন কম্পিত করিয়া পাঞ্চজন্ত এবং দেবদন্ত নামক निज निज भद्ध वाकारहान । তদৃণস্তর যুখিটির, ভীমসেন প্রভৃতি বীরগণও নিজ নিজ শঙ্খ পৃথক পৃথক বাজাইলেন। সেই তুমুল শব্দ তখন ছুর্য্যোধন প্রভৃতি আপনার পুত্র मकरनत खनम विमीर्ग कतिन। তথ্ন তাহারা বুঝিল কৌরব সেনার আর র্ক্ষা नाई। ॥५—५॥।

অথ ব্যবস্থিতান্ দৃষ্ট্বা ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ কপিধ্বজঃ। প্রবৃত্তে শদ্রসম্পাতে ধনুরুত্তম্য পাণ্ডবঃ॥ ২০

অৰ্জুন উবাচ

শ্ববীকেশং তদা বাক্যমিদমাহ মহীপতে।
সেনয়োক্ষভয়োর্মধ্যে রথং স্থাপয় মেহচ্যুত॥ ২১
যাবদেতান্ নিরীক্ষেহহং যোদ্ধ্কামানবস্থিতান্।
কৈর্ম্যা সহ যোদ্ধব্যমন্মিন্ রণসমুগুমে॥ ২২

#### সরলার্থ-

হে মহারাজ, নিজ নিজ পক্ষে যুদ্ধে উৎসাহিত করিবার জন্ম উভয় পক্ষের বাছা-ধবনির পরে কপিধবজ অজ্জুন যুদ্ধের প্রাকালেই গ্বতরাষ্ট্রপক্ষীয় যোদ্ধাগণকে দেখিয়া নিজ গাণ্ডীব ধন্ম উঠাইয়া প্রীকৃষ্ণকে বলিলেন, "হে অচ্যুত, উভয় পক্ষের সৈম্ভদলের মধ্যে যে স্থল হইতে যুদ্ধের অভিপ্রায়ে আগত বীরগণকে উত্তয়ন্ধপে দেখিতে পারি এবং কোন্কোন্বীরদিগের সহিত আমাকে যুদ্ধ করিতে হইবে তাহাও উত্তয়ন্ধপে বুঝিতে পারি, সেই স্থলে আমার রথ লইয়া রাখ।" ॥২০—২২॥

যোৎশুমানানবেক্ষেহ্হং য এতেহত্ত সমাগতাঃ। ধার্ত্তরাষ্ট্রশু তুর্ব্বুদ্ধের্যুদ্ধে প্রিয়চিকীর্যবঃ॥ ২৩

#### সরলার্থ-

(হে অচ্যুত), এই যুদ্ধে ধৃতরাষ্ট্রপুত্র ছুর্দ্ধি ছুর্য্যোধনের হিতাশাজ্জী মহাবীর ভীগ্ধ-দ্রোণাদি, বাঁহারা যুদ্ধ করিবার জন্ম এখানে সমবেত হইয়াছেন তাঁহাদের আমি দেখিতেছি। ॥২৩॥

#### সঞ্জয় উবাচ

এবমুক্তো স্বাধীকেশো গুড়াকেশেন ভারত। সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে স্থাপয়িত্বা রথোত্তমম্॥ ২৪ ভীম্মজোণপ্রমুখতঃ সর্বেষাঞ্চ মহীক্ষিতাম্। উবাচ পার্থ পঠিশ্যতান্ সমবেতান্ কুরানিতি॥ ২৫ সরলার্থ-

("অর্জ্ব্ন এই প্রকার অন্থরোধ করিলে তখন তগবান শ্রীকৃষ্ণ কি করিলেন ?" ধৃতরাইর
সঞ্জয়কে এই প্রশ্ন করিলে সঞ্জয় উত্তর করিলেন।)
সঞ্জয় বলিলেন, হে তরতকুলতিলক ধৃতরাইর, জিতনিদ্র অর্জ্জ্ব্ন এই প্রকার অন্থরোধ করিলে
হাবিকেশ শ্রীকৃষ্ণ ভীমা, দ্রোণ এবং অন্যান্ত রাজাদিগের সম্মুখে নিজ শ্রেষ্ঠ রথখানি রাখিয়া
অর্জ্জ্বনিকে বলিলেন, "হে পার্থ, তোমার সম্মুখে সমবেত ছ্র্য্যোধন প্রমুখ কুরুপক্ষীয় যোদ্ধা-

जनरक नर्मन कत्र।" ॥२॥।२६॥

রামান্ত্রজ ভাষ্য (২০—২৫)—

তাথ যুযুৎসূন্ তাবস্থিতান্ ধার্ত্তরাষ্ট্রান্
ভীষ্মজোণপ্রমুখান্ দৃষ্ট্রা লক্ষাদহনবানরধ্বজঃ পাণ্ডুতনয়ো জ্ঞানশক্তিবলৈশ্বর্যুবীর্যতেজসাং নিধিং স্বসল্পন্ন
কৃত জগত্বদয়বিভরলয়লীলং ছ্যমীকেশং
পরাবরনিখিলজনান্তর্বাহ্মসর্বকরণানাং
সর্বপ্রকারকনিয়মনে তাবস্থিতং সমাক্রিতবাৎসল্যবিবশতয়া স্বসারথ্যে তাবস্থিতং যুযুৎসূন্ যথাবদ্ তাবেক্ষিতুং
তদীক্ষণক্ষমে স্থানে রথং স্থাপয় ইতি
ভাচোদয়ৎ।

স চ তেন চোদিতঃ তৎক্ষণাৎ এবং
ভীশ্বজোণাদীনাং সর্বেষামের মহীক্ষিতা
পশ্যতাং যথাচোদিতম্ অকরোৎ।
স্বৈদৃশী ভবদীয়ানাং বিজয়ন্থিতিঃ ইতি চ
অবোচৎ ॥২০—২৫॥

বঙ্গান্থবাদ—

(অর্জুন কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র উভয়পক্ষের সৈতাদলের মধ্যে অর্জ্জুনের রথ-স্থাপন করিলে তখন) যুদ্ধার্থ সমবেত ধ্বতরাষ্ট্র-পক্ষীয় ভীম, দ্রোণ প্রমুখ বীরগণকে দেখিয়া যাহার রথধ্বজায় লঙ্কা দহনকারী শ্রীহন্থমানজী বিরাজমান, সেই পাণ্ডুপুত্র অর্জুন জ্ঞান, শক্তি, বল, ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য এবং তেজের খনি, সঙ্কল্পমাত্র জগৎ স্ষ্টি-স্থিতি-প্রলয় সমর্থ, ক্ষুদ্র, বৃহৎ নিবিচারে সমগ্র প্রাণীর অন্ত ও বহিরিন্দ্রিয়ের সর্বপ্রকার নিয়ামক, শরণাগতজনের প্রতি বাৎসল্যজনিত তাহার একান্ত পরবশ, নিজ সার্থীরূপে বিরাজমান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে বলিলেন, "হে শীকৃষ্ণ, যুদ্ধকামী বীরগণকে যাহাতে উত্তমরূপে দেখিতে পাই, এইরূপস্থলে রুথ লইয়া রাখ।" শ্রীকৃষ্ণ তখনই মুহুর্ত্তমধ্যে অর্জ্জুনের অভিলাষ অন্থ্যায়ী উভয় সেনাদলের गर्था जीषा, त्यांग व्यवः ष्ट्रांशनानि ताष्ठां-দিগের সমীপে রথ লইয়া স্থাপন করিলেন। ধৃতরাষ্ট্রকে সঞ্জয় এই সমস্ত কথা জানাইয়া বলিলেন, "আপনার পুত্রদের রণজয়ের স্থিতি **परे क्षकांत्र।"** ॥२०—२०॥

তত্ত্রাপশ্যৎ স্থিতান্ পার্যঃ পিতৃনথ পিতামহান্।
আচার্য্যান্মাতুলান্ত্রাত্ত্নপুত্রান্পৌত্রান্ সখীংস্তথা ॥২৬
শ্বশুরান্ স্কুদকৈচব সেনয়োরভয়োরপি।
তান্ সমীক্ষ্য স কোন্তেরঃ সর্কান্ বন্ধুনবিশ্বতান্॥ ২৭
ক্রপয়া পরয়াবিষ্টো বিষীদন্ধিদমন্ত্রবীৎ।

#### সরলার্থ—

অনন্তর ছই পক্ষের মধ্যে রথস্থিত হইয়া, অর্জ্জুন উভয়পক্ষীয় দৈশ্রমধ্যে যুদ্ধার্থ অবস্থিত পিতা, পিতামহ, আচার্য, মাতুল, ভ্রাতা প্রভৃতি আল্লীয় বন্ধুগণকে দেখিয়া অত্যন্ত কুপাপরবশ হইয়া বিষয়ভাবে এইপ্রকার বলিতে লাগিলেন। ॥২৬॥২৭॥

## অৰ্জুন উবাচ

দৃষ্টে মং স্বজনং কৃষ্ণ যুযুৎস্থং সমুপদ্বিতম্ ॥
সীদন্তি মম গাত্রাণি মুখঞ্চ পরিশুষ্যতি ॥ ২৮
বেপথুশ্চ শরীরে মে রোমহর্ষশ্চ জায়তে।
গাণ্ডীবং অংসতে হস্তাৎ ত্বক্ চৈব পরিদহ্মতে ॥ ২৯
ন চ শক্রোম্যবস্থাতুং ভ্রমতীব চ মে মনঃ।
নিমিন্তানি চ পশ্যামি বিপরীতানি কেশব ॥ ৩০
ন চ ভ্রোয়োহসুপশ্যামি হত্ব। স্বজনমাহবে।
ন কান্তেক্ষ বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ রাজ্যং স্থখানি চ ॥ ৩১

#### সরলার্থ-

হে কৃষ্ণ, যুদ্ধার্থে আগত আমার সমুখে এই সব আত্মীয় স্বজ্বনকে দেখিয়া আমার শরীর অবসন্ন হইতেছে মুখও শুখাইতেছে, শরীরে কম্প ও রোমাঞ্চ হইতেছে, হাত হইতে গাণ্ডীব খিসিয়া পড়িতেছে, গাত্রদাহ হইতেছে, মাথা ও মন ঘুরিতেছে এবং আমি স্থির থাকিতে পারিতেছি না। চারিদিকে শুকুনি প্রভৃতি অমঙ্গলস্থাচক লক্ষণ দেখিতেছি। হে কেশব, এই যুদ্দে আত্মীয় স্বজ্বন বিনাশ করিয়া আমি কিছুই কল্যাণ দেখিতেছি না। আমি যুদ্দে বিজয় চাহি না রাজ্যস্থখও চাহিনা। ॥২৮—৩১॥

কিং নো রাজ্যেন গোবিন্দ কিং ভোগৈর্জীবিতেন বা।
বেষামর্থে কাজ্জিভং নো রাজ্যং ভোগাঃ স্থখানি চ॥৩২
ত ইমেহবন্থিতা যুদ্ধে প্রাণাংস্ত্যক্ত্য় ধনানি চ।
আচার্য্যাঃ পিতরঃ পুত্রাস্তথিব চ গিতামহঃ॥ ৩৩
মাতুলাঃ শৃশুরাঃ পোত্রাঃ শ্রালাঃ সম্বন্ধিনস্তথা।
এতান্ন হস্তমিচ্ছামি দ্বতোহপি মধুসূদন॥ ৩৪
অপি ত্রৈলোক্যরাজ্যস্ত হেতোঃ কিং কু মহীকৃতে।
নিহত্য ধার্ত্বরাষ্ট্রান্ নঃ কা প্রীতিঃ স্থাজ্জনার্দ্দন॥ ৩৫

#### সরলার্থ-

আত্মীয় স্বজনের স্থাখন জন্ম যুদ্ধ জন্ম প্রয়োজন। তাঁহারা সকলেই যুদ্ধার্থ অর্থাৎ মুদ্ধে জীবন উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত হইরা আমাদের অগ্রে অবস্থান করিতেছেন। ছে মধুস্দন, যদি ইহাদের ঘারা আমরা যুদ্ধে পরাজিত হই কিম্বা হতও হই অথবা যদি যুদ্ধ জন্ম করিয়া ত্রিলোকের আধিপত্যও পাই তথাপিও ইহাদের হিংসা করিতে চাহি না। কেবলমাত্র এই পৃথিবীর রাজত্ব লাভের জন্ম যুদ্ধ করার আর প্রয়োজন কি থাকিতে পারে ? অর্থাৎ কোনই প্রয়োজন নাই। ৩২—৩ঃ

পাপনেবাশ্রানেদন্মান্ হক্তেভানাতভায়িনঃ। তন্মাল্লাহা বয়ং হন্তং ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ স্ববান্ধবান্॥ ৩৬ স্বজনং হি কথং হত্বা স্থানিঃ স্থান নাধব॥ ৩৭

#### সরলার্থ—

হে জনার্দন, ধৃতরাষ্ট্রপক্ষীয় যোদ্ধাদিগকে বধ করিয়া আমাদের কোনই লাভ হইবে না।
যদিও শক্ররা সর্বদাই বধার্হ তথাপি ইহাদের বধ করিলে আমাদের পাপই হইবে, কারণ
ইহারা আমাদের আচার্য্য, পূজ্য পিতামহ, পিতৃব্য এবং আত্মীয় স্বজন। অতএব
ধৃতরাষ্ট্রপক্ষের এই সব আত্মীয় স্বজনকে বধ করা অহচিত। হে মাধব, আত্মীয় স্বজন
বধ করিয়া আমরা কি করিয়া স্থখী হইব ? অর্থাৎ কোন মতেই স্থখী হইতে পারি না

- 1 627 6

न्त्राह्म व्य

PRENK ST. S

যত্তপ্যেতে ন পশ্যন্তি লোভোপহতচেতসঃ। কুলক্ষয়কৃতং দোষং মিত্রজোহে চ পাতৃকম্॥ ৩৮ কথং ন জেয়মস্মাভিঃ পাপাদস্মান্নিবর্ত্তিতুম্। কুলক্ষয়কৃতং দোষং প্রপশ্যন্তির্জনার্দ্দন॥-৩৯

#### সরলার্থ---

ছে জনার্দন, যদিও ধৃতরাষ্ট্র পুত্রেরা লোভান্ধ হইয়া, কুলনাশে এবং বন্ধুবধে যে পাপ হয় তাহা বুঝিতে পারিতেছে না তথাপি, কুলনাশকৃত পাপ স্ম্যক্রপে বুঝিয়াও কেন্ আমাদের নিবুত্ত হওয়া উচিত। ॥६०॥५०॥

> কুলক্ষয়ে প্রণশ্যন্তি কুলধর্মাঃ স্নাতনাঃ। ধর্মে নষ্টে কুলং কুৎস্নমধর্মোইভিভবত্যুত॥ ৪০ অধর্মাভিভবাৎ কৃষ্ণ প্রত্নয়ন্তি কুলম্বিয়ঃ। দ্রীষু তুপ্তান্থ বাফের জায়তে বর্ণসঙ্করঃ॥ ৪১ 💛 🦥 📧 সঙ্করো নরকাঠিয়ব কুলত্মানাং কুলতা চ। পতত্তি পিতরো ভেষাং লুগুপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ॥ ৪২ দোবৈরেতৈঃ কুলত্মানাং বর্ণসঙ্করকারকৈঃ। উৎসান্তভে জাতিধর্মাঃ কুলধর্মান্চ শাশ্বতাঃ॥ ৪৩ উৎসন্ধক্লধর্মাণাং মনুস্থাণাং জনার্দ্দন। নরকেহনিয়তং বাসো ভবতীত্যসুশুশ্রুম ॥ ৪৪

#### সরলার্থ---

হে বৃষ্ণিকুলোদ্ভব শ্রীকৃষ্ণ, কুলনাশ হইলে বংশপরম্পরাগত কুলধর্ম একেবারে নষ্ট হইয়া यात्र। कूलधर्मत विनाम इटेल मिट वश्म व्यथर्म छतित्रा यात्र। मिट व्यथमपूर्व वश्म কুলস্ত্রীগণ ছ্শ্চরিত্রা হয়, স্ত্রীগণ ছ্শ্চরিত্রা হইলে ত্রাহ্মণ শৃদাদি বিভিন্ন মিশ্রবর্ণের সন্তান উৎপন্ন হয়। এইরূপ বর্ণশঙ্করতা বংশ নাশকারিদিগকে এবং নষ্ট বংশ-গুলিকেও নরকে ডুবাইয়া দেয়। বৈধ সন্তান না থাকায় এই বংশে আদ্ধ-তর্পনাদি कार्या मूख हहेशा यात्र अवः (महे जन्न अहे वः स्मत निष्ठभूक्षण । वार्याणि आख हन।

উক্ত সমস্ত দোষের জন্ম ব্রাহ্মনাদি জাতিধর্ম এবং বংশগত কুলধর্ম একেবারে নষ্ট হইয়া यात्र। হে জনার্দন, যে সকল পুরুষের কুলধর্ম বিনষ্ট হইয়া যায়, তাহাদের অবশুই নরকে বাস করিতে হয়। এই সমস্ত সিদ্ধান্ত আমরা বছবার শুনিয়াছি। ॥৪০—৪৪॥

> অহোবত মহৎ পাপং কর্ত্ত্বং ব্যবসিতা বয়ম্। যদ্রাজ্যস্থগলোভেন হন্তং স্বজনমুগুভাঃ। ৪৫

সরলার্থ-

আমরা রাজ্যস্থ লালসায় আত্মীয়-স্বজন বধে উন্নত হইয়া যে মহাপাপ করিতে ক্বতসম্বল্ল হইয়াছি। অহো! তাহা অত্যন্ত ছঃখের কথা।

> यि गामপ্রতীকারমশন্তং শন্ত্রপাণয়ঃ। ধার্ত্তরাষ্ট্রা <mark>রণে হন্ম্যন্তন্মে ক্ষেম</mark>তরং ভবেৎ ॥ ৪৬

সরলার্থ---

(পূর্বোক্ত সমন্ত কারণে যুদ্ধ অপেক্ষা মরনই শ্রেয়, এই ভাবিয়া অজুন বলিলেন,)— হে কৃষ্ণ, যদি আত্মরক্ষায় নিশ্চেষ্ট থাকি ও অস্ত্র-শস্ত্র পরিত্যাগ করি এবং সেই অবস্তায় শত্রপক শস্ত্রপাণি হইয়া আমাকে হত্যা করে, তাহাও আমার পক্ষে মঙ্গলজনক বলিয়া মনে করি। 118411

#### সঞ্জয় উবাচ

এবমুক্ত্বাৰ্চ্চ্ नः : সংখ্যে রথোপন্থ উপাবিশৎ। বিশ্বজ্য সশরং চাপং শোকসংবিগ্নমানসঃ॥ ৪৭

সরলার্থ-

এইরপ বলিয়া, অর্জ্বন তখন ধমুর্বাণ পরিত্যাগ করিয়া শোকাকুল হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে রপের উপর বসিয়া পড়িলেন।

রামান্ত্রজ ভাষ্য ( ২৬—৪৭ )—

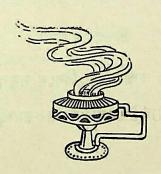
অভিঘোররঃ মারবৈণঃ

সামান্ত্র তার (২০ ১ )
স তু পার্থোমহামনাঃ পরমকারুবিকো দীর্ঘবন্ধুঃ পরমধার্মিকঃ সভাতৃকো
বিদিও জতুগৃহ দাহ প্রভৃতি অত্যন্ত কুর উপায়ে বারংবার যুর্য্যেধনাদির দারা হিংসিত

জতুগৃহাদিভিঃ অসক্বদ্বঞ্চিতঃ অপি
পরমপুরুষসহায়ঃ অপি হনিয়্মাণান্
ভবদীয়ান্ বিলোক্য বন্ধুস্পেহেন পরময়া চ কুপয়া ধর্মাধর্মভয়েন চ অতিমাত্রস্থিয়সর্বগাত্রঃ সর্বথা অহং ন যোৎস্থামি ইতি উজ্বা বন্ধুবিশ্লেষজনিতশোকসংবিগ্লমানসঃ সশরং চাপং বিস্থজ্য রথোপত্থে উপাবিশৎ ॥ ॥২৬—৪৭॥

হইয়াছেন, এবং এই যুদ্ধে পরমপুরুষ শীক্তমুক্ত চন্দ্রের সহায়তাও লাভ করিয়াছেন, তথাপি (হে ধৃতরাষ্ট্র) আপনার পুত্র এবং আত্মীয়গণের (ছুর্য্যোধনাদির) মৃত্যুর আশঙ্কা দেখিয়া বন্ধু-স্নেহের জন্ম, অত্যন্ত দয়ার জন্ম এবং অধর্ম ভয়ে অত্যন্ত অবসন্ন হইয়া, "কোন প্রকারেই আমি যুদ্ধ করিব না" — এইরূপ বলিয়া বন্ধুবিয়োগভীত অত্যন্ত শোকাকুলচিত্তে ধমু-বান পরিত্যাগপুর্বক রথে উপবেশন করিলেন।

ইতি অৰ্জুন-বিষাদযোগ নামক প্ৰথমঅধ্যায় সমাপ্ত



- দুটা সংক্রের সংগ্রাম **অধ্যা**য়

প্রিপ্ত , চর ৷ প্রিক্তি প্রাক্তির সাপ্তাযোগ

- পুৰু বিভাগ কৰিছে কৰা সঞ্জয় উবাচ

তং তথা কৃপয়াবিষ্টমশ্রুপাকুলেক্ষণম্
বিষীদন্তমিদং বাক্যমুবাচ মধুসূদনঃ ॥ ১

मत्रनाथ-

was be the era are re-rise (

36

(অজুর, যুদ্ধ করিবনা বলিয়া ধহুর্বান পরিত্যাগপূর্ব্বক শোকাকুল হইয়া রথে বসিয়া পড়িলে, এইরূপ আচরণ অহুচিত এই কথা বুঝাইবার জন্ম শ্রীকৃষ্ণ তথন অজুনকে উপদেশ দিতে আরম্ভ করিলেন)।

मक्ष्य किंदिलन—

এই প্রকারে স্নেহাতীভূত, অশ্রুগদগদ, অত্যন্ত বিষধ্ন অজুনকে মধুস্দন শ্রীকৃষ্ণ, "হে অজুন, তুমি অস্থৃচিত কার্য্য করিতেছ" এই কথা বুঝাইবার জন্ম উপদেশ দিতে আরম্ভ করিলেন। ॥১॥

শ্ৰীভগবান্ উবাচ

কৃতন্ত্ব। কশালমিদং বিষমে সমুপন্থিতম্। অনার্য্যজুষ্টমন্বর্গ্যমকীর্ত্তিকরমর্জ্জুন॥ ২

সরলার্থ-

ञीजगरान विनातन-

হে অর্জুন, যুদ্ধরূপ সঙ্কটকালে অজ্ঞানজনোচিত, পরলোক বিরোধী এবং কুকীতিকর তোমার এই শোক কোথা হইতে আসিল ? ॥২॥

> ক্লৈব্যং মাম্ম গমঃ পার্থ নৈতৎ ত্বয়ুসপপততে। ক্ষুদ্রং স্থাদয়দৌবল্যং ত্যক্ত্বোত্তির্গ পরন্তপ॥ ৩

সরলার্থ—

হে অর্জুন, এইরূপ দীন ভাবাপন্ন হইও না। এই দৈল্প তোমার শোভা পার না। হে পরস্তপ, এই তুচ্ছ মানসিক মুর্বলিভা পরিত্যাগ করিয়া উঠ এবং যুদ্ধ কর। ॥৩॥ রামানুজ ভাষ্য—

এবম্ উপবিষ্ঠে পার্থে কুতঃ অয়ম্
আন্থানে সমুখিতঃ গোক ইতি
আন্ধিপ্য তম্ ইমং বিষমস্থং শোকম্
আবিদ্বৎসেবিতং পরলোকবিরোধিনম্
অকীর্ত্তিকরম্ অতিক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্বল্যকৃতং পরিত্যজ্য যুদ্ধায় উত্তিপ্ত ইতি

শ্রীভগবান্ উবাচ। ॥১—৩॥

বঙ্গান্তবাদ—

অজুন এইভাবে রথের উপর বৃদিয়া
পড়িলে, "বৃদ্ধাক্ষত্ররপ অস্থানে, তোমার এই
শোক কোথা হইতে আসিল ?" এই বলিয়া
আক্ষেপ করতঃ ভগবান শ্রীক্ষ্ণচন্দ্র অজুনকে
বলিতে লাগিলেন—

হে অর্জ্ন, এই সঙ্কটসময়ে (যুদ্ধকালে)
অজ্ঞজনে।চিত পরলোক-বিরোধী এবং
অকীর্ত্তিকর হৃদয়ের ত্র্বলতা পরিত্যাগ
করিয়া উঠ এবং যুদ্ধ কর। ॥১—৩॥

কথং ভীম্মমহং সংখ্যে জোণঞ্চ মন্ত্ৰ্সূদন।
ইমুভিঃ প্ৰতিযোৎস্থামি পূজাৰ্হাবরিসূদন॥ ৪
গুরূলহন্বা হি মহানুভাবান্
শ্রোয়ো ভোক্ত্যুং ভৈক্ষ্যমপীহ লোকে।
হন্বাৰ্থকামাংস্ত গুরূলিহৈব
ভুঞ্জীয় ভোগান্ রুধিরপ্রাদিধান্॥ ৫

সরলার্থ-

হে আশ্রিতের শত্রুদলনকারী মধুস্দন শ্রীকৃষ্ণ, পূজার যোগ্য পিতামহ ভীম্ব এবং আচার্য দ্রোণের সহিত আমি কিরূপে যুদ্ধ করিতে পারি ? অর্থাৎ আমার যুদ্ধ করা অনুচিত। ৪॥

ভীশ্বদ্রোণাদি মহাত্বত গুরুজনদিগকে বধ করিয়া রাজৈশর্য ভোগ করা অপেক্ষা ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা জীবন ধারণ করাও বরং শ্রেয়দ্বর। কেননা গুরুজনদিগকে হত্যা করিয়া তাঁহাদের উপভূক্ত ঐশর্য তাঁহাদেরই রক্তে রঞ্জিত করিয়া, তাঁহাদেরই আসনে বিসয়া কি প্রকারে ভোগ করিতে পারি ? অর্থাৎ ঐরপে প্রাপ্ত রাজ্য এবং ঐশর্য আমি কিছুতেই ভোগ করিতে পারি না। ॥৫॥

রামান্তজ ভাষ্য

পুনরপি পার্থঃ স্বেহকারুণ্যধর্মাধর্ম-ভয়াকুলো ভগবত্বক্তং হিতত্মন্ জ্ঞানন্ ইদম্ উবাচ। বঙ্গানুবাদ—

সেহ, করণা এবং ধর্ম, অধর্ম ভরে বিছ্ফল অজুন, প্রীকৃষ্ণচন্দ্র ভগবান দারা ক্র্থিত অত্যন্ত হিতকর উপদেশ উপলব্ধি ক্রবিতে না পারিয়া পুনরায় বলিতে লাগিলেন ভীম্মজোণাদিকান্ বছমন্তব্যান্
শুদ্ধন্ কথম্ অহং হনিয়ামি কথন্তরাং
ভোগেমভিমাত্রসক্তান্ তান্ হত্বা
ভৈঃ ভুজ্যমানান্ তান্ এব ভোগান্
ভক্রমিরেণ উপসিচ্য তেমু আসনেমু
উপবিশ্য ভুঞ্জীয় । ॥৪—৫॥

"হে কৃষ্ণ, পরমপুজ্যপদি ভীম্মন্তোণাদি গুরুজনদিগকে কি প্রকারে বধ করিব ? পুনরায়, ঐশ্বর্যাদিভোগে অত্যন্ত আসক এই গুরুজনদিগকে:হত্যা করিয়া তাহাদের উপভুক্ত সেই ভোগৈশ্বর্য তাহাদেরই রজে বঞ্জিত করিয়া এবং তাহাদেরই আসনে উপবেশন করিয়া কেমন করিয়াই বা ভোগ করিব ?" ॥৪-৫॥

ন চৈত্বিদ্যঃ কতরয়ো গরীয়ো

যদ্বা জয়েয় যদি বা নো জয়েয়য়ঃ।

যানেব হন্ধা ন জিজীবিষাম
ক্ষেইবন্দ্রিতাঃ প্রমুখে ধার্ত্তরাষ্ট্রাঃ॥ ৬

কার্পণ্যদোষোপহতস্থভাবঃ

পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্মসংমুচ্চেত্তাঃ।

যচ্ছে য়ঃ ভ্যায়িন্চিতং ক্রিছি তিয়ে

নিয়ান্ডেইইং নাধি মাং ত্বাং প্রপ্তমুম্ ॥ ৭

ন হি প্রপশ্যামি মমাপকুভাৎ

যচ্ছোকমুচ্ছোষণমিন্দ্রিয়াণাম্।

অবাপ্য ভূমাবসপত্রমুদ্ধং

রাজ্যং স্থরাণামপি চাধিপত্যম্॥ ৮

#### अवनार्थ-

(এখন যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে, এখন যদি তোমরা নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া পাক, তবে 
মৃতরাষ্ট্রপক্ষ নিশ্চয় তোমাদের বধ করিবে), প্রীক্তফের এই উক্তি আশঙ্কা করিয়া অজুন বিলিদেন—আমি বুঝিতে পারিতেছি না যে, এই যুদ্ধে জয় এবং পরাজ্যের মধ্যে আমাদের পক্ষে কোনটা শ্রেমজনক। কারণ, যাহাদের বধ করিয়া আমরা বাঁচিয়া পাকিতে চাহি না, মৃতরাষ্ট্রপক্ষীয় সেই ভীমা দোণ, ছর্য্যোধনাদি বীরেরা আমাদের সমুখেই যুদ্ধার্থ 
প্রত্বাহ্রা দাঁডাইয়া আছেন। ॥৬
ত হইয়া দাঁডাইয়া আছেন। ॥৬

(অতএব এখন কি করা কর্ত্ব্য—এ বিষয়ে অজুন শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন)—
সম্পুখন্থ আত্মীয় স্বজনকে বধ করিয়া কি প্রকারে জীবন ধারণ করিব — এইরূপ
মনের দৈল্য এবং আত্মীয়বধে বংশনাশরূপ দোষ—এই তুইটী বিষয়ে ভাবিয়া আমার
বৃদ্ধিন্ত্রম হইয়াছে। গুরুজন বা আত্মীয়গণকে যুদ্ধে বধ করিয়া রাজ্যস্থ-লাভটি ধর্ম কিয়া
যুদ্ধ বর্জন করিয়া ভিক্ষাবৃত্তি ছারা জীবন ধারণটি ধর্ম, তাহা আমি ঠিক বৃত্তিতে পারিতেছি না। অতএব তুমি বৃত্তাইয়া দাও, আমাদের পক্ষে এখন কোনটি মঙ্গলজনক
দেবিষয়ে তোমার শিশ্য এবং শরণাগত। আমাকে যথোচিত উপদেশ দাও। ॥৭॥
(যাহা কর্ত্ব্য তাহা তোমায় বলিয়াছি, এখন তোমার যাহা উচিত মনে হয় তাহা

কর—এই কথা পাছে শ্রীকৃষ্ণ বলেন, এই আশস্কায় বলিতেছেন)—
ইহলোকে শক্রহীন রাজত্ব, এমন কি স্বর্গের ইন্দ্রত্ব পাইলেও আত্মীয়বংজনিত
আমাদের এই মহাত্বংখ দূর করিতে পারে এমন কোন উপায় আমি দেখিতেছি না।
॥৬—৮॥

রামানুজ ভাগ্য—
 এবং যুদ্ধং আরভ্য নিবৃত্তব্যাপারান্
ভবতো ধার্ত্তরাষ্ট্রাঃ প্রসম্ম হন্যঃ ইতি
চেৎ, অন্ত, তত্বধলব্ধনিজয়াৎ অধর্মাদ্
অন্যাকং ধর্মাধন্মো অজানন্তিঃ তৈঃ
হননম্ এব গরীয়ঃ ইতি মে
প্রতিভাতি।

ইতি উজ্বা যৎ মহাং শ্রের ইতি
নিশ্চিতং তৎ শরণাগতার তব শিস্থার
মে ক্রহি ইতি অতিমাত্রকুপণো
ভগবৎপাদামুজম্ উপসসাদ ॥৬—৮॥

#### বঙ্গান্তুবাদ-

"যদি বল যে, যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া তারপর
নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিলে, ধৃতরাষ্ট্রপুত্রেরা বলপূর্বক তোমাদের বধ করিবে—ভাল তবে
তাহাই হউক। কেননা আমার মনে হইতেছে
যে স্বজন বধ করিয়া এইরূপ অধর্মজনিত
রণজয় অপেক্ষা ধর্মান্ধ জ্ঞানহীন বিপক্ষণণ
কর্ত্ত্ব নিহত হওয়াই ভাল।" হতবৃদ্ধি অজ্ন
এইরূপ বলিয়া, "এখন আমার পক্ষে যেটীমঙ্গলজনক সেটী, তোমার শিশ্ব এবং শরণাগত আমাকে, নিশ্চিত করিয়া বল"—
এইরূপ প্রার্থনাপূর্বক অজ্ন অত্যন্ত দীনভাবে শ্রীভগবানের শ্রীচরণকমলে আশ্রয়
গ্রহণ করিলেন। ॥৬.৮॥

এবমুক্ত্বা স্বধীকেশং গুড়াকেশঃ পরন্তপ।
ন বোৎস্থ ইতি গোবিন্দমুক্ত্বা তুষ্ণীং বস্তূব হ। ৯
তমুবাচ স্বধীকেশঃ প্রহসন্ধিব ভারত।
সেনঝোরুভয়োর্মধ্যে বিধীদন্তমিদং বচঃ॥১০

#### সরলার্থ—

সঞ্জয় বলিলেন,—হে ধৃতরাষ্ট্র, অজুন শোকান্বিত হইয়া হৃষিকেশকে এইরূপ বলিবার পর পরিশেষে "হে গোনিন্দ আমি যুদ্ধ করিতে পারিব না " এই বলিয়া নীরুব হইয়া রহিলেন। তথন শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ঈষৎ উপহাসপূর্ব্বক উভয়পক্ষীয় সৈত্যের মধ্যে অব্যক্তি শোকার্ত্ত অজুনিকে উপদেশ দিতে আরম্ভ করিলেন। ॥১—১০॥

রামান্তর্জ ভাষ্য—

তরণং কৃতম্। তত্তুজ্ম্—

এবং অছানে সমুপত্তিত সহকার্য়গ্যাভ্যাম্ অপ্রকৃতিং গতং ক্ষত্তিয়াগাং
যুদ্ধং পরমং ধর্মম্ অপি অধর্মং মন্বানং
ধর্মবুভুৎসয়া চ শরণাগতং পার্থম্
উদ্দিশ্য আত্মযাথাত্ম্যজ্ঞানেন যুদ্ধস্থ
ফলাভিসন্ধিরহিতস্থ স্বধর্মস্থ আত্মযাথার্থ্যপ্রাপ্তাম্যভাজানেন চ বিনা
অস্ত্র মোহো ন শাম্যতি ইতি মন্বা
ভগবতা পরমপুরুষেণ্ অধ্যাত্মশাস্ত্রাব-

## বঙ্গান্তবাদ—

যুদ্ধের প্রাকালে যুদ্ধকেতে শত্রপকীয় আত্মীয় সম্ভানের প্রতি স্নেহ এবং করণা পরবশ হইয়া অজুনি, ক্ষতিয়ের পরম ধর্ম যে युक्त, ভारात्क अधर्म मान कवियां स्मारक निखन इहेबा १ शांधर्ग नित्वक होन हहेबा পড়িলেন। এ অবস্থায় কোনটি ধর্ম এবং কি করা কর্ত্তব্য তাহা যথার্থ জানিবার জন্ম তিনি সার্থীরূপে निরাজ্যান শ্রীকৃঞ্চল্রের শরণাগত হইলেন। তখন সেই পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ভগবান, আত্মসন্নপের যথার্থ জ্ঞান বিনা এবং ফলাভিসন্ধিরহিত ক্ষত্রিয়-धर्मक्रि युक्ष है (अवत्नीहिक निकाम कर्म है) य महे जाजनर्गत्त छेशात्र, अहेक्रिश खान-विना अर्जू रात वहे अखान निवृत्व हहेरव ना ভাবিয়া, তাহাকে অধ্যান্নবিভা (আত্ম-সম্বন্ধীয় বিছা) উপদেশ দিতে আরম্ভ করি-

"অন্থানে স্নেহকারুণ্য-ধর্মাধর্মধিয়াকুলম্। পার্থং প্রপন্নমুদ্দিশ্য শাস্ত্রাবতরণং কৃতম্॥"

(গীতার্থসংগ্রহ ৫) ইতি॥

তম্ এবং দেহান্মনোঃ যাথান্ম্যাজ্ঞাননিমিত্তশোকাবিষ্ঠং দেহাতিরিক্তান্মজ্ঞাননিমিত্তং চ ধর্মং ভাষমাণং পর
স্পারং বিরুদ্ধগুণান্বিতম্ উভয়োঃ
সেনয়োঃ যুদ্ধায় উদ্যুক্তয়োঃ মধ্যে
অকন্মাৎ নিরুজোগং পার্থম্
আলোক্য পরমপুরুষঃ প্রহসন্ ইব
ইদম্ উবাচ।

পরিহাসবাক্যং বদন্ ইব আত্মপরম্ আত্মযাথাত্ম্যং তৎপ্রাপ্ত্যুপায়ভূত কর্মযোগজ্ঞানযোগভক্তিযোগগোচরম্ "ন ত্বেবাহং জাতু নাসম্"(গীতা ২।১২) ইত্যারভ্য "অহং ত্বা সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িস্থামি মা শুচঃ।" (গীতা ১৮।৬৬) ইত্যেতদন্তম্ উবাচ ইত্যর্থঃ। लन। वीयाम्नाहायं श्वामी(भीजार्थ मःश्राह) বলিয়াছেন, "অমুপযুক্তস্থলে স্নেহ, করুণা এবং ধর্মাধর্মভয়ে ব্যাকুল হইয়া শরণাগত অর্জুনের মোহশান্তির জন্ম গীতাশাস্ত্রের উপদেশ আরম্ভ করা হইয়াছে।"দেহস্বরূপের এবং আত্মস্বরূপের পৃথক রূপ যথার্থ জ্ঞান नार विद्या अर्ज्जुन : भाकाकूल रहेराज्हन এবং পুনরায় শরীর এবং আত্মা বিভিন্ন বস্তু ভাবিয়া ধর্মকথাও বলিতেছেন। এইরূপে পরস্পরবিরূদ্ধ জ্ঞানযুক্ত অর্জুনকে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত উভয়পক্ষীয় সৈত্যের মধ্যে অকমাৎ 'যুদ্ধ করিতে পারিব না' বলিয়া নীরব এবং নিশ্চেষ্ট দেখিয়া প্রমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ভগ্ন বান হাসিতে হাসিতে বলিতে লাগিলেন, যেন পরিহাস করিয়া বলিতেছেন এই ভাবে আরম্ভ করিয়া তিনি পরমান্না এবং আত্মার যথার্থ স্বরূপ, এই উভয়ের প্রাপ্তির উপায়-রূপ কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ এবং ভক্তিযোগের यथार्थ छान छे९भानत्नत छन्। विजीम অধ্যায়ে "পর্মাত্মা আমি এবং জীবাত্মা তুমি, পূৰ্বে যে ছিলাম না তাহা নহে" \*এই শ্লোক হইতে আরম্ভ করিয়া অষ্টাদশ অধ্যায়ে— "আমি তোমাকে সর্বপাপ হইতে বিমুক্ত করিব, তুমি শোক করিও না।" । পর্যন্ত **উপদেশ मिल्लन । ॥ २─ २०॥** 

অশোচ্যানশ্বশোচন্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে। গতাসূনগতাসূংশ্চ নান্তশোচন্তি পণ্ডিতাঃ॥ ১১

#### সরলার্থ-

শ্রীভগবান কহিলেন। (শরণাগতবৎসল ভগবান শ্রীকৃঞ্চ-দেহাতিরিক্ত আত্মজ্ঞানের অভাবেই অর্জুন শোকাকুল হইয়াছেন এবং সেই আত্মজ্ঞান ব্যতীত তাহার শোক দ্রীভৃত হইবে না এই বিবেচনায় তিনি অর্জ্জুনকে প্রথমে দেহের এবং তদতিরিক্ত আত্মার উপদেশ দিতেছেন)—

হে অর্জুন, যাহাদের জন্ত শোক করা উচিত নয় তাহাদের জন্ত তুমি অনর্থক শোক করিতেছ, আবার 'পতন্তি পিতরাহেষাং লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ' ইত্যাদি বাক্যের দারা আত্মজ্ঞানী পণ্ডিতদের মত কথাও বলিতেছ। আত্মবিদ্ পণ্ডিতরা কিন্তু অনিত্য ন্যুরদেহ একদিন নষ্ট হইবেই এবং নিত্য অবিনশ্বর আত্মা নষ্ট হইবার নহে এই ভাবিয়া দেহ বা আত্মা কোনটির জন্তই শোক করেন না। ॥১১॥

## রামানুজ ভায়—

অশোচ্যাৰ প্ৰতি অনুশোচসি। 'পতত্তি পিতরো ছেষাং লুগু পিড়ো-দকক্ৰিয়াঃ '১(গীতা ১।৪২) ইত্যাদিকাৰ দেহাত্মস্বভাবপ্রজানিমিত্তবাদান্ চ দেহাত্মস্বভাবজ্ঞানবভাং ভাষসে ৷ नां कि किंद भां किनियुष्य जिला । গ্ৰাসূৰ্ দেহাৰ্ অগ্ৰাসূৰ্ আত্মনশ্চ প্রতি তয়োঃ স্বভাবযাথান্ম্যবিদঃ ন শোচন্তি। অতস্তুয়ি বিপ্রতিষিদ্ধমিদ-মুপলভ্যতে, 'যদেতান্ হনিয়ামি' ইত্যন্তশোচনং যক্ত দেহাতিরিক্তা-धर्माधर्म छायग्रा ত্মজানকুতং অতো দেহস্বভাবং চ ন জানাসি,

## বঙ্গানুবাদ-

হে অজুন, যাহাদের জন্ম শোক করা উচিত নয় তাহাদের জন্ম ভূমি শোক করি-. তেছ। আবার সঙ্গে সঙ্গে 'প্রান্ধের উপযুক্ত। অধিকারী পুত্র ইত্যাদির অভাবে পিওদান ও জলদান ना পाইয়া পিতৃপুরুষগণ নরকে পতিত হয়েন' এই প্রকার দেহ ও আত্মার তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতের ক্যায় কথাও সব বলি-তেছ। কিন্ত এখনে দেহ ও আত্মতত্বজ্ঞ : পণ্ডিতদের শোকের কিছুমাত্র কারণ নাই। তাঁহারা মরণশীল অনিত্য দেহ অবিনাশী নিত্য আত্মা কোনটীর জন্মই শোক করেন না। অতএব তোমার ভিতরে **এই प्रहेंगे भत्रम्भत विक्रम्न जात** कति-তেছি, क्निना 'आमि हेशांक (पहरक) বধ করিব' এই বলিয়া একবার ভূমি শোক করিতেছ, আবার তথনই দেহাতিরিক্ত আত্মবস্তুর জ্ঞানের জন্ম ধর্ম ও অধর্মের কথাও বলিতেছ। স্নতরাং তুমি দেহের যথার্থ তত্ত্ব (অনিত্য) ও ঠিক জান না এবং

>—লক্ষাতে ইতি।

ভদ্তিরিক্তমাত্মানং চ নিত্যং ; তৎ
প্রাপ্ত্যুপায়ভূতং যুদ্ধাদিকং ধর্মং চ।
ইদং চ যুদ্ধং ফলাভিসন্ধিরহিতমাত্মযাথাত্ম্যাবাপ্ত্যুপায়ভূতং।
ভাত্মা হি ন জন্মধীনসম্ভাবো ন
মরণাধীনবিনাশক্চ ; তশু জন্মরণম্যোরভাবাৎ; অতঃ স ন শোকন্থানম্।
দেহস্বচেতনঃ পরিণামস্বভাবঃ,
ভল্তোৎপত্তিবিনাশযোগঃ স্বাভাবিকঃ
ইতি সোহপি ন শোকস্থানমিত্যভিপ্রায়ঃ ॥১১॥

দেহ হইতে আত্মা যে ভিন্ন বস্তু ও নিত্য এবং সেই আত্মপ্রাপ্তির উপায়রূপ, যুদ্ধাদি যে ধর্ম তাহাও জান না।

প্রকৃতপক্ষে এই যুদ্ধ যদি ফলাভিসন্ধিরহিত হইয়া করা যায় তবে এইরূপ যুদ্ধই আত্ম-প্রাপ্তির উপায়স্বরূপ হয়। বস্তুতঃ আত্মার সত্ত্বা জন্মাধীন নহে এবং তাহার অভাবও মরণের অধীন নহে কেননা আত্মার জন্মও মরণ কোনটিই নাই (আত্মা অনাদি এবং নিত্যবস্তু), অতএব আত্মা কখনই শোকের বিষয় নহে। শরীর কিন্তু অচেতন জড়বস্তু এবং স্বভাবতঃ পরিণাম বা পরিবর্জনশীল, দেহের উৎপত্তি বা জন্ম এবং বিনাশ বা মরণ স্বাভাবিক, স্মৃতরাং দেহও কোন অবস্থাতেই (নষ্ট হইলেও) শোকের বিষয় নহে। ॥১১॥

ন ছেবাহং জাতু নাসং ন হং নেমে জনাধিপাঃ। ন চৈব ন ভবিয়ামঃ সর্বেব বয়মতঃপরম্॥ ১২

সরলার্থ-

পূর্বশ্লোকে দেহ বা আত্মা কোনটীর জন্ম শোক করা উচিত নয় বলিয়া এই শ্লোকে তাহার কারণ দেখাইবার জন্ম আত্মার স্বরূপ বর্ণনা করিতেছেন।

কেননা সর্বেশ্বর আমি জীবরূপী তুমি বা এই রাজগণ যে ইতিপুর্বে কথনও ছিলেন না এ কথা ঠিক নহে এবং তাহার পরেও যে কখন থাকিবেন না তাহাও ঠিক নহে, অর্থাৎ আমরা সকলেই যেমন এখন বর্ত্তমান আছি তেমন আগেও ছিলাম এবং পরেও থাকিব। অর্থাৎ পরমাল্লা আমি যেমন নিত্য তেমন জীবাল্লা তোমরাও সব

রামান্তজ ভাষ্য—

অহং সবেশ্বরস্তাবৎ, অতো বর্ত্তমানাৎ পূর্বন্মিন্ অনাদো কালে, ন নাসম্— অপি ত্বাসম্। ত্বমুখাশ্চ এতে ক্টশিতব্যাঃ ক্ষেত্রজ্ঞাঃ ন নাসন্ অপি ত্বাসন্। অহং চ যুয়ং চ লবে বয়ম্ অতঃপরং অম্মাদ্ অনন্তরে কালে, ন চৈব ন ভবিয়ামঃ--অপি তু ভবিয়াম এব। যথাহং সর্বেশ্বরঃ প্রমান্থা নিত্য ইতি নাত্র সংশয়ঃ, ভবিশ্ব ভবন্তঃ ক্ষেত্রজ্ঞা আত্মানোইপি নিত্যা এব ইতি মন্তব্যাঃ।

ত্রবং ভগবতঃ সর্বেশ্বরাৎ আত্মনাং
পরস্পরং চ ভেদঃ পারমাথিকঃ,ইতি
ভগবতৈবোক্তমিতি প্রতীয়তে,
অজ্ঞানমোহিতং প্রতি তরিবৃত্তয়ে
পারমার্থিকনিত্যফোপদেশসময়ে
'অহং' 'হম্' 'ইমে' 'সর্বে' 'বয়ম্'
ইতি ব্যপদেশাৎ । ঔপাধিক \*>
আত্মভেদবাদে হি আত্মভেদশু
অতাত্মিকত্বেন তত্ত্বোপদেশসময়ে
ভেদনির্দ্দেশো ন সংগচ্ছতে।

ভগবত্বকাত্মভেদঃ স্বাভাবিকঃ
ইতি শ্রুতিরপ্যাহ — 'নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানামেকে। ক্রুনাং যো বিদধাতি কামান্' (শ্বেতা।

\*> ওপাধিক—পূর্বপূর্ব কর্মান্নগুণ প্রাপ্ত দেহরূপ উপাধিযুক্ত। বঙ্গানুবাদ—

সর্ববস্তার নিয়ামক সর্বেশ্বর আমি যে ইতিপুর্বে ছিলাম না তাহা নহে কিন্তু নিশ্চর ছিলাম এবং তৃমি আর সন্মুখস্থ এই সব নিয়াম্য ক্ষেত্রজ্ঞ সকলও (জীবাত্মা) যে পুর্বে ছিল না তাহা নহে, কিন্তু নিশ্চর ছিল। আমি এবং তোমরা সকলেই অর্থাৎ আমরা সকলে অতঃপর ভবিষ্যতে যে থাকিবনা তাহা নহে পরস্ক নিশ্চয়ই থাকিব।

যেমন সর্বেশ্বর পরমাত্মা আমি যে নিত্য তত্ত্ব ভাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই, সেই-রূপ তোমরা সকলে ক্ষেত্রজ্ঞ জীবাত্মগণও যে নিত্যবস্তু তাহা উপলব্ধি করা উচিত।

এই প্রকারে, সর্বেশ্বর ভগবান এবং জীবাত্মসমূহের মধ্যে আবার জীবাত্মা গণের পরস্পরের মধ্যেও যে প্রকৃত ভেদ আছে তাহা শ্রীভগবান স্বয়ং বলিয়াছেন— তাহা প্রতীত হইতেছে। কেননা অজ্ঞান-মোহিত অজুনের প্রতি সেই অজ্ঞানের নিবৃত্তির জন্ম পারমার্থিক নিত্যতার উপদেশ দিবার সময়ে 'আমি' 'তুমি' 'সমুখস্থ ইহারা সকলে' এই সব কথার প্রয়োগ হইয়াছে। আত্মবস্তার এই ভেদ যদি উপাধিকত×১ বলিয়া স্বীকৃত হয় তাহা হইলে জীবাত্মাগণের মধ্যে অন্ততঃ কোনও ভেদ থাকে না। অতএব তত্ত্বজ্ঞান উপ-**दिन कियात मगरम अहेकाल एक किर्किन** স্থ্য ক্রম না। ভগবানের দ্বারা উপদিষ্ট এই আত্মভেদ যে স্বাভাবিক সেই তত্ত্ব শ্রুতিও (বেদও) বলিতেছেন— 'নিত্যো-নিত্যানাম্ চেতনশ্চেতনানাম্ একো বহুনাম্ या विष्धाणि कामान्" व्यर्था वह वह চৈত্যনম্ভ আত্মাসমূহেরও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

চেত্তনানাং য একঃ চেত্তনঃ নিত্যঃ স
কামান্ বিদ্যাতি ইত্যর্থঃ। অঞ্জানকতভেদদৃষ্টিবাদে তু পরমগুরুষত্ত
পরমার্থদৃষ্টেঃ নির্বিশেষকুটভনিত্যচৈত্ত্যাভ্যযাথাভ্যসাক্ষাৎকারাৎ
নির্বাজ্ঞানতৎকার্য্যতয়া অজ্ঞানকতভেদদর্শনং তল্প,লোপদেশাদিব্যবহারাশ্চ ন সংগদ্ধত্তে।

অথ পরমপুরুষস্ত অধিগভাবৈত-জানস্থ বাধিডালুবুভিরূপং 🔹 ইদং দগ্রপটাদিবৎ ভেদজানং বন্ধকৃষ্ ইভি ভিচ্যুতে, বৈতৎ : মরীচিকাজলজানা-উপপত্যতে দিকংঞ ছি বাধিতমসূবর্ত্ত্যানন্ অপি ন জলাহরণাদিপ্রবৃত্তিহেভূঃ। এব্যু অত্রাপি অৱৈতজানেন বাধিতং ভেদজানম্ অনুবর্তমানম্ অপি মিথ্যার্থবিষয়ত্বনিশ্চয়াৎ উপদেশাদিপ্রবৃত্তিহেভূর্ভবতি। চ ঈশ্বরস্ত পূর্বম্ অজন্ত শান্তাধিগত তত্ত্বজ্ঞানতয়া বাধিতা বৃত্তিঃ শক্যতে বক্তুম্;

 \*১—বাধিতান্ববৃত্তি। যে অজ্ঞান নিবৃত্ত হইয়াও অনুবর্তন করে। নিত্যচেত্নরপ একমাত্র আল্পা তিনি সমস্ত কামনা পৃথি করেন। এই আল্পভেদের (জীবালা বহু ও বিভিন্ন) উপদেশ যদি অজ্ঞানজনিত বলিরা সীকত হয় (পূর্বপক্ষ) তাহা হইলে বলি যে (উত্তর) প্রমার্থ দৃষ্টিযুক্ত প্রমপুক্ষ যিনি নিবিশেষ (নিক্ষণ পাধিক) কৃট্ও (মদাএকরূপ) নিত্যচৈত্ত আল্পনস্তর যথার্থ তত্ত্ব সম্যক্ অবগত আছেন ভাহাদেরভো অজ্ঞান এবং সেই অজ্ঞানজনিত কার্য এই উভয়ের অভাবই আছে। অত-এব ভাহার দ্বারা অজ্ঞানজনিত ভেদদর্শন এবং ভজ্জনিত উপদেশ প্রভৃতি কার্য উচিত হয় না।

যদি বলা যায় যে অদৈতজ্ঞানবিশিষ্ট পর্মপুরুষ 🗐 ়ক্ষের এই ভেদজ্ঞান বাধিতা-কুবুত্তিরূপ অত এব দগ্ধবস্ত্র প্রভৃতির ভাষ তাঁহার বন্ধনের কারণ হইতে পারে না (পুনরায় পুর্বপক্)-তাহাও বলা যাইতে পারে না; কেননা যে জ্ঞানে মরুভূমিতে মৃগভ্ঞায় দ্রহ বালুকাকে জল বলিয়া অ্য হয়, (ইহা জল নহে বালুকা) এই বান্তনিক জ্ঞানের দারা সেই ভ্রান্তজ্ঞান নিরুত্ত হইলে পূর্বের জায় জল বলিয়া প্রতীয়্মান হইলেও সেই ভ্রম এখন আর জল সংগ্রহের প্রবৃত্তি উৎপাদন করে না। रेन्स्क्रिय এস্থলেও অবৈতজ্ঞানের হারা ভেদজ্ঞান য্থাৰ্থ নিবুত্ত হইয়া কেবল নাম্মাত্ৰ নিশ্চিত হওয়ায় তাহা কখনও উপদেশাদির কারণ হইতে পারে না। আবার ইহা বলিতে পারা যায় না যে, ঈশ্বর পূর্বে অজ্ঞানী ছিলেন, পরে শাস্ত্রের দারা তত্ত্তান লাভ করিয়াছিলেন ও তাহার বাধিতাহ-

"পরাস্থ সর্বজ্ঞঃ সর্ববিৎ'\*১ স্বাভাবিকী শক্তিবিবিধৈব শ্রায়তে "বেদাহং ₽"\*5 জ্ঞানবলক্রিয়া চাৰ্জু ন। সমতীতানি বর্ত্তমানানি ভবিষ্যাণি চ ভূতানি মাং তু বেদ ন ইতি শ্রুতিম্মতি-कम्हन ॥" 🗢 विद्वाधार ।

কিং চ পরমপুরুষশ্চ ইদানীন্তনশুরুপরস্পরা চ অন্বিতীয়াত্মস্বরূপনিশ্চয়ে সতি অনুবর্ত্তনানেহিপি
ভেদজ্ঞানে স্বনিশ্চয়ানুরূপম্ অন্ধিতীয়ম্ আত্মজ্ঞানং কল্মৈ উপদিশতি
ইতি বক্তব্যম্। \*৪

প্রতিবিশ্ববং প্রতীয়মানেভ্যঃ অজুনাদিভ্য ইতি চেৎ, নৈতং উপগছতে;
ন হি অমুন্মত্তঃ কোহপি মণিকপাণদপণাদিয়ু প্রতীয়মানেয় স্বাত্মপ্রতিবিষেষ্ তেষাম্ স্বাত্মনঃ অনগ্রহং জানন্
তেভ্যঃ কমপি অর্থম্ উপদিশতি।
বাধিতামুর্তিরপি তৈঃ ন শক্যতে
বক্তুম্; বাধকেন অদ্বিতীয়াত্মজ্ঞানেন
আত্মব্যতিরিক্তভেদজ্ঞানকারণস্থা
অজ্ঞানাদেঃ বিনপ্তরাং । দিচন্দ্র-

তা যদি বলা বুত্তিরূপ দৈতজ্ঞান ছিল। হয় তবে "যনি সর্বজ্ঞ এবং সর্ববিৎ" "জ্ঞান বল এবং ক্রিয়া প্রভৃতি পরমেশ্বরে এই পরাশক্তি বহুপ্রকার এবং স্বাভাবিক এই কথাই শুনা যায়" "আর হে অর্জুন ভূত, বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যতেও যাহারা উৎপন্ন इट्रेट (मर्टे मग्छ প्रांगी मिग्र क षामि जानि, আমাকে কিন্তু কেহই জানে না" ইত্যাদি শ্রুতি এবং স্মৃতিবাক্যের সহিত বিরোধ হয়। আবার ভেদবাদকে যাহারা অজ্ঞানজনিত বলিয়া মানেন তাহাদের জিজ্ঞাসা করি যে পরমপুরুষ ঈশ্বর এবং এতাবৎকাল পর্যন্ত প্রম্পরাগত আচার্যেরা অদ্বিতীয় আত্ম-স্বরূপের জ্ঞান দৃঢ় হইবার পরে নাম্মাত্র ভেদজ্ঞান থাকিলেও নিজ দুঢ়নিশ্চয়রূপে অদ্বিতায় আত্মজ্ঞানের উপদেশ তখন আর কাহাকে করিবেন ?

यि वना यात्र (य (পূर्वभक्क) यथार्थ তথ্য অধৈত হইলেও একই বস্তুর প্রতি-বিম্বরূপ দৈতজ্ঞানযুক্ত অৰ্জ্বন ভান্ত প্রভৃতিকে উপদেশ করিতেছেন, (উন্তর) তাহাও উচিত হয় না, কারণ উন্মন্ত না हरेल (कान मञ्चार मिन, जतवाती किश्वा দর্পনাদিতে প্রতিফলিত বস্তুর স্থায়, অপরকে নিজের সহিত অভেদ জানিয়া কোনও-প্রকার উপদেশ করেন ना। উপদেশ দিবার সময় অজুনের প্রতি দ্বৈতজ্ঞান (ব্ৰহ্ম হইতে পৃথকবস্তা বলিয়া মায়াবাদীরা বাধিতাহবুত্তি বলিতে পারেন না, কেননা ভেদজ্ঞানের বাধক অদ্বিতীয় আত্মজ্ঞানেরদারা ভেদ্জ্ঞানের কারণ যে প্রভৃতি তাহাত' অজ্ঞান বিনষ্ট

<sup>\*&</sup>gt;- मूखकछेशनियम् ১। २। २

<sup>\*</sup>২—শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ ৬।৭,৮

<sup>\*</sup>৩--গীতা ৭।২৬

ইহার বিস্তৃত অর্থ—শ্রীরেদান্তদেশিক শ্বামীকৃত রামাহজভাষ্টের টিপ্পণাতে দ্রন্থব্য।

জ্ঞানাদো তু চক্তৈর কণ্ণজ্ঞানেন পারমার্থিকতিমিরাদিদোষস্থ দিচন্দ্রজ্ঞানহেতোঃ অবিনপ্তপ্থাৎ বাধিতান্ত্রবৃত্তিঃ যুক্তা। অনুবর্ত্তমানম্ অপি
প্রবল্প্রমাণবাধিতত্ত্বন অকিঞ্চিৎকরম্।

ইহ তু ভেদজানশু স্ববিষয়শ্য অপারমার্থিকত্বেন বস্তু-স্বকারণস্থ যাথাত্ম্যজ্ঞানবিনপ্তত্তাৎ কথঞ্চিৎ ন অপি বাধিতান্মুরুন্তিঃ সম্ভবতি। অতঃ ইদানীন্তনগুরুপরম্প-সর্বেশ্বরস্থা তত্ত্বজ্ঞানম্ অস্তি চেদ রায়াঃ ভেদদর্শনং তৎকার্য্যোপদেশাদি ভেদদর্শনম্ অস্তি ইতি তাসন্তবঃ। অজ্ঞানস্থ তদ্ধেতোঃ স্থিত-জ্বেন অজ্ঞত্বাদ এব স্মৃতরাম্ উপদেশো ন সম্ভবতি।

কিঞ্চ গুরোঃ অদ্বিতীয়াত্মবিজ্ঞানাদ্ এব ব্রহ্মজ্ঞানস্থ স্থকার্য্যস্থ
বিনপ্তথাম্ শিষ্যং প্রতি উপদেশো
নিপ্রয়োজনঃ। গুরুঃ তজ্জ্ঞানং চ
কল্পিতম্ ইতি চেৎ, শিষ্য তুজ্জানয়োঃ

ठल वकी वह खान সত্ত্বেও যখন চক্ষুর দোষের জন্ম ठअ (क তুটি বলিয়া ভ্রম হয় তখন প্রকৃত জ্ঞানসত্ত্বেও চক্ষর তিমির প্রভৃতি দোষ নই হয় নাই বলিয়া এই দ্বি-চক্ত দর্শনরূপ বাধিতজ্ঞানের অমুবর্ত্তন হওয়াই উচিত। এই দি-চন্দ্র দর্শনরূপ ভ্রম অকিঞ্চিৎকর, কেননা এক প্রকৃত জ্ঞানের দ্বারা এই ভ্রম এখানে (অদৈতজ্ঞাদের বাধিত হয়। বিষয়ে) কিন্তু বিষয় বা বস্তু এবং ভাহাভে ভেদজ্ঞানের কারণ ছুই-ই মিপ্যা, অতএব বাস্তব যথার্থজ্ঞান (অদ্বৈতজ্ঞান) উৎপন্ন হইলে ভেদজানরপ ভাম সমূলে বিনষ্ট হইয়া যায়। অতএব এইরপস্থলে বাধিতা-মুবুত্তি (এই বিনষ্ট ভেদজ্ঞানের পুনরভাূদদ্ম) কোনপ্রকারেই সম্ভব হয় না। স্বতরাং (অবৈত সিদ্ধান্ত অহুসারে) যদি সর্বেশ্বর এবং এতাবৎ পর্যন্ত পরম্পরাগত আচার্য-গণের যথার্থ তত্তজান (অস্বৈতজ্ঞান) থাকে তবেত' ভেদদর্শন, এবং তাহার (অৰ্জ্জুনকে) উপদেশ প্ৰভৃতি সন্তব হয় না। আর যদি বলা যায় যে উাহাদের ভেদদর্শন থাকে তবে সেই ভেদদর্শনরূপ অজ্ঞান (অধৈত মতে) এবং সেই অজ্ঞানের কারণও বর্ত্তমান থাকে বলিয়া তাহারা বে অজ্ঞানী এই কথা সিদ্ধ হয়। আবার দেখ (অবৈতবাদীরমতে) গুরুর অবিতীয় আছ-জ্ঞান হইলেই তখন তাঁহার মধ্যে ব্রেমর অজ্ঞানত্ব এবং সেই অজ্ঞানজনিত কার্যাবলী এই ছুয়েরই অত্যক্ত অভাব হয় এবং সেম্বর শিষ্যকে উপদেশ দেওয়াও ব্যর্থ হয়। যদি यात्र (य छक् अवः जाहात (छनिष्ठ) জ্ঞান তুই-ই কল্পিত তাহা হইলেত'

CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

অপি কল্পিতত্বাৎ তদপি অনিবর্ত্তকম্।
কল্পিতত্বে অপি পূর্ববিরোধিত্বেন
নিবর্ত্তকম্ ইতি চেৎ, তদাচার্য্যজ্ঞানেহপি সমানম্ ইতি:তদেব নিবর্ত্তকং
ভবতি ইতি উপদেশানর্থক্যম্
এব, ইতি কৃতম্ অসমাচীনবাদৈঃ
নির্বৃত্তঃ॥১২॥

এবং তাঁহার জ্ঞানও কল্পিত বলিতে হয়।

স্থাতরাং সেইরূপ জ্ঞান অজ্ঞানের নিবর্ত্ত্বক

হইতে পারে না। যদি বলা যায় এই

জ্ঞান অজ্ঞানের বিহোধী বলিয়া তাহার

নিবর্ত্তক, তাহা হইলেত আনার্যের জ্ঞানে

ঐরূপ অজ্ঞাননিবর্ত্তক শক্তি বিভ্যান আছে।

অত্ঞব তাঁহার সমস্ত অজ্ঞান নিবৃত্ত হয়

(কৈতবাদরূপ অজ্ঞান নিবৃত্ত হইয়া অকৈতবাদরূপ যথার্থ জ্ঞানের উদয় হয়) তদবস্থায়

তাঁহার উপদেশ ব্যর্থই হয়। এই সব

যুক্তিফারা অকৈতবাদরূপ অসমত বিদ্ধান্ত
খণ্ডন করা হইল। ১২॥

দেহিলোই শ্বিল্ যথা দেহে কৌলারং বৌবনং সরা। তথা দেহান্তরপ্রাধিধীরস্তত্ত ল মুক্ততি॥ ১৩

সংলার্থ-

দেখারের জন্ম এবং মরণ না থাকিলেও জীবগণের জন্মমরণ ত' প্রসিদ্ধ তবে জীবাত্মাকে কিরুপে নিত্য বলা যায়, সজ্জুনের এই সংন্দৃহ দূর করিতেছেন।

হে অর্জুন, দেহাবস্থিত আত্মার যেমন এই বর্ত্তমান দেছেই শৈশব, যৌবন এবং বার্দ্ধক্য প্রভৃতি অবস্থার পরিণাম হয় সেইরূপে ভাহার বর্ত্তমান দেহ পরিভ্যাগপূর্বক জন্মান্তরে অক্সদেহ ধারণরূপ আর একটি অবস্থারও প্রাপ্তি হইয়া গাকে। ॥১৩।

রামা জ ভাষ্য-

একস্মিন্ দেহে বর্ত্তমানস্থা দেহিনঃ
কৌমারাবস্থাং বিহায় যৌবনাগ্যবস্থাপ্রাপ্তেম আত্মনঃ ন্থিরত্ববুদ্ধ্যা বথা
আত্মানষ্ট ইতি ন গোচতি, দেহাৎ
দেহান্তরপ্রাপ্তেম অপি তথা এব ন্থির
আত্মা ইতি বুদ্ধিমান্ ন লোচতি।
অত আত্মনাং নিত্যত্বাৎ আত্মনো
ন গোকস্থানম।

বঙ্গান্তুবাদ—

একই শরীরে বর্ত্তনান জীবালা যখন
শৈশব অবস্থা ত্যাগ করিয়া শৌবন প্রভৃতি
অবস্থা প্রাপ্ত হয় তখন (এই দেহ পরিণানশীল হইলেও) আলা স্থির এবং অপরিনামী
এই জ্ঞানের জল্প বৃদ্ধিমান পুরুব "আমার
আলা বিনষ্ট হইল" এই বলিয়া শোক
করেন না, মেইরূপ (মৃত্যুকালে) এক দেহ
ত্যাগ করিয়া (জন্মান্তরকালে) অন্তদেহ
প্রাপ্তিতেও, আলা অবিনাশী এবং স্থির, এই
জানিয়া আল্পজ্ঞানী পুরুব শোক করেন না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

এতাবম্ অত্র কর্ত্তব্যং আদ্বানাং নিত্যানাম্ এব অনাদিকর্যবশ্যতয়। তত্তৎকর্মোচিতদেছসংস্পৃষ্টানাং তৈরেব দেছৈঃ বন্ধনিবৃত্তয়ে শাস্তীয়ং স্বর্ণোচিতং যুদ্ধাদিকয়্ অনভিসংহিত কলং কর্ম কুর্বতাং অবর্জনীয়তয়া ইন্দ্রিয়ঃ ইন্দ্রিয়ার্থ স্পর্লাঃ শীতোঞ্চাদিপ্রযুক্ত স্থখছঃখদা ভবন্তি, তে জু যাবচ্ছান্তীয়কর্যসমাপ্তি ক্ষন্তব্যা ইতি ॥২৩॥

জীবালা নিত্য হইলেও অনাদি কর্মের
অধীন বলিয়া আপন আপন কর্মের অন্তওণ
(কর্মফল ভোগের জন্ম) দেহ প্রাপ্ত হয়।
(অতএব) এই দেহধারী জীবের এই কর্ত্বর্য
যে ভাহার দেহবন্দন নির্ত্তির জন্ম সেই
দেহের ঘারা অবর্ণোচিত শাস্ত্রীয় যুদ্ধাদিকর্ম
ফলাভিসন্ধিরহিত হইয়া করিতে থাকিবেন।
ইন্দ্রিয়ভোগ্যবিষয়ের সংস্পর্শ সেই সকল
ভোগাবস্তুর শীতলতা, উষ্ণ প্রভৃতি গুণের
জন্ম স্থা, ঘৃংখ প্রভৃতি ভোগ করায় এইরূপ
বুদ্ধিপূর্বক স্থাগুংখাদি ভোগ অনিবার্য মনে
করিয়া শাস্ত্রীয় বৈধকর্মের যে পর্যন্ত না
সমাপ্ত হয় সে পর্যন্ত ভাহা সহন করা
উচিত। ॥১৩॥

# মাত্রাস্পর্শান্ত কৌন্তের শীতোক্ষস্থধহুঃখদাঃ। আগমাপায়িনোহনিত্যান্তাংন্তিতিক্ষস্থ ভারত॥ ১৪

সরলার্থ---

্ৰেৰ্জ্জুন যদি বলেন যে আমি বন্ধুদের জন্ম শোক করিতেছি না, কিন্তু বন্ধুবিয়োগের জন্ম হংখভাগী আমার জন্মই শোক করিতেছি) তন্ধ্বরে বলিতেছেন—
হে অর্জ্জুন, রূপ, রুস, শব্দ, স্পর্শ, গদ্ধরূপ পঞ্জুণযুক্ত চন্দু কর্ণাদির দ্বারা উপভোগ
কখনও প্রিয় কখনও বা অপ্রিয় হয় বলিয়া স্থজনক বা হুঃখজনক ইইতে পারে।
এই স্থুখ দুঃখ আসে এবং যায় চিরস্থায়ী নহে। অতএব হে অর্জ্জুন, উহারা অবর্জনীয়
এবং অনিত্য এই নিশ্চয় করিয়া উহাদের ধৈর্যের সহিত সহু কর অর্থাৎ বিষয়ায়্মভবজনিত হুঃখের জন্ম শোক এবং স্থের জন্ম আনন্দ কোনটিই করিও না। ॥১৪॥

রামান্তুজ ভায্য—

ইমসর্থন্ অনন্তরমেব আহ—শব্দ স্পর্গরসগন্ধাঃ সাঞ্জয়াঃ তলাত্ত-কার্য্যন্তাৎ সাজ্ঞা ইতি উচ্যন্তে। বঙ্গান্থবাদ—

Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

শব্দ, স্পর্ল, রূপ, রুস, গন্ধ, এই পাঁচটি গুণযুক্ত যাবৎ ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তু রূপ রুসাদি গঞ্চন্মাত্রার কার্য বলিয়া তাহাদের 'মাত্রা' শ্রোত্রাদিভিঃ ভেষাং স্পর্শাঃ শীতোক্ষ
মুত্রপরুষাদিরূপস্থখত্বঃখদা ভবন্তি।
শীতোক্ষশব্দঃ প্রদর্শনার্থঃ, তান্
ধৈর্ব্যেণ যাবদ্যুদ্ধাদিশান্ত্রীয়কর্মসমাপ্তি তিতিক্ষম্ব । তে চ
আগমাপায়িদ্বাদ্ ধৈর্য্যবতাং ক্ষম্তং
যোগ্যাঃ। অনিত্যাঃ চ এতে বন্ধহেতুভূতকর্মনাশে সতি, আগমাপায়িম্বেন অপি নিবর্তন্তে ইত্যর্থঃ ॥১৪॥

বলা হইয়াছে। কর্প্রভৃতি পঞ্চেন্ত্রের সহিত এই সকল ভোগ্যবিষয়ের সংযোগ শীতল, উষ্ণ, মৃদ্ব, কঠিন ইত্যাদি রূপে স্বথ ও দুঃথপ্রদ হইয়া থাকে। এই শীত ও উষ্ণ শব্দ এখানে উপলক্ষ মাত্র। (য়ুদ্ধকালে সর্বপ্রকার স্বথ ও দ্বঃথের অভিপ্রায়ে কথিত হইয়াছে) বিষয়সংস্পর্শ জন্ম স্বথ ও দ্বঃখকে যে পর্যন্ত না যুদ্ধাদি কার্য্য সমাপ্ত হয় সেপর্যন্ত বৈধর্য সহকারে সহ্ব কর। ইহারা উৎপত্তিবিনাশশীল বলিয়া হৈর্যশালী পুরদ্ধনের বার্গ্য অর্থাৎ উপেক্ষনীয়।

যং ছি ন ব্যথয়ন্ত্যেতে পুরুষং পুরুষর্যভ। সমত্রঃখন্তুখং ধীরং সোহমৃতত্বায় কল্পতে॥ ১৫

সরলার্থ-

(বিষয়াহুভবজনিত স্থুখ হু:খ কি জন্ম সন্থকরা উচিত তাহা বলিতেছেন)।

হে পুরুষশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন, যে ব্যক্তি ধীর এবং স্থুখ ও ছুঃখে সম্ভাবসম্পন্ন, অতএব বিষয়াহুভবজ্বনিত অবর্জনীয় স্থুখ ও ছুঃখ বাঁহাকে বিচলিত বা ব্যথিত করিতে পারে না সেই ব্যক্তি মোক্ষলাভে সমর্থ হন। ॥১৫॥

ররামানুজ তায়—

यः शूक्रयः देशर्युक्तम् जवर्जनीय-

তুঃখং সুখবন্মন্তামানন্ অমৃতত্বসাধন-

তয়া স্ববর্ণোচিতং যুদ্ধাদিকর্ম অনভি-

সংহিতফলং কুর্বাণং তদন্তর্গতাঃ

শস্ত্রপাতাদিমূত্তুর শর্পান ব্যথয়ন্তি

বঙ্গান্তবাদ—

কেন ছঃখ সন্থকরা কর্তব্য তাহাই বলিতেছেন—

(এ জগতে ছংখ অনিবার্য) সেই
অনিবার্য ছংখকে স্থাথের সমান জ্ঞান করিয়া
মোক্ষমাধনযোগ্য ফলাভিসন্ধিরহিত স্ববর্ণোচিত যুদ্ধাদিকর্ম সাধনে সমর্থ যে প্রুম্বকে
তত্তৎ কর্মের অঙ্গরূপ অন্তপাত প্রভৃতি
স্থখ ছংখজনক কোমল এবং কঠোরস্পর্শ
ব্যথিত করিতে পারে না সেই পুরুষ মোক্ষ-

CC0. In Public Domain, Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanas

স এব অয়তত্বং সাধয়তি, ন স্বাদৃশো তুঃখাসহিষ্ণুঃ ইত্যর্থঃ । অভঃ আত্মনাং নিত্যদ্বাৎ এভাবৎ অত্র কতুর্ব্যম্ ইত্যর্থঃ ॥১৫॥ লাভে সমর্থ হন। কিন্তু তোমার মতন ছঃখে অভিভূত পুরুষেরা মোক্ষলাভে সমর্থ নহে। অতএব আত্মা নিত্যবস্তু বলিয়া এস্থলে তোমার ছঃখ সহু করিয়া ফলাভি-সন্ধিরহিত হইয়া যুদ্ধ করা কর্ত্তব্য—এই অভিপ্রায়। ॥১৫॥

# নাসতো বিছতে ভাবো নাভাবো বিছতে সতঃ। উভরোরপি দৃষ্টোহন্তস্থনয়োদর্শিভিঃ॥ ১৬

সরলার্থ---

(কি জন্ম দেহ এবং আত্মার জন্ম শোক করা উচিত নয় তাহা বলিজেছেন)—

অচৈতক্স দেহ পরিণামশীল স্থতরাং সদা একরূপে থাকে না তাহাদের সন্থা নাই, চৈতন্তবস্তু আত্মা চিরকালই একরাপ বিভাষান থাকে বলিয়া কখনও তাহাদের অভাব বা অসত্থা নাই। অর্থাৎ দেহ অনিত্য এবং আত্মা নিত্যবস্থ দেহের অসন্তাব-স্বরূপ এবং আত্মার সন্তাবস্বরূপ এতত্ত্য স্বরূপই তত্ত্বদশীর্গণ যথায়থ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। ॥১৬॥

## রামান্তজভাশ্য—

যত্বাত্মনাং নিত্যত্বং দেহানাং
স্বাৰ্ভাবিকং নাশিস্বং চ শোকানিমিত্তং
উক্তং 'গতাসূন্ অগতাস্ংশ্চ নান্ধশোচন্তি পণ্ডিতাঃ'\*১ ইতি; তত্মপপাদয়িতুম্ আরভতে—

অসতো দেহস্ত সম্ভাবো ন বিগুতে। সতঃ চ আত্মনো ন অসম্ভাবঃ। উভয়োঃ দেহাত্মনোঃ উপলভ্যমানয়োঃ যথোপলব্ধি তত্ত্ব-দর্শিভিঃ অন্তঃ দৃষ্টঃ। নির্ণয়ান্তত্বাৎ

## বঙ্গানুবাদ—

ইতিপুর্বে 'গতাস্থনগতাস্থংশ্চ নামুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ' এই শ্লোকে আত্মার নিত্যত্ব এবং দেহের অবশাস্তাবী পরিণামিত্ব শোক-নিবৃত্তির হেতু বলিয়া উপদেশ দিয়াছেন। অতঃপর কয়েকটি শ্লোকে সেইটিরই বিশ্লে-বণপূর্বক উপপাদন করিতে আরম্ভ করিতেছেন।

অসংবস্তারপ দেহের সন্তাবরূপ অবস্থা অর্থাৎ সদাস্থিতিরূপ অবস্থা হয় না। পুনরায় সংবস্ত আত্মার অসন্তাব অবস্থা অর্থাৎ কখনও স্থিতিহীন অবস্থা হয় না। জ্ঞানগম্য দেহ ও আত্মা উভয়েরই এই যথার্থ স্বরূপ তত্ত্বদর্শীগণ যথায়থ বিদিত

<sup>\*3-</sup>利回--21>3

নিরূপণস্থা নির্ণয় ইহ অন্তল্গব্দেন
উচ্যতে। দেহস্থা অচিদ্বস্তনোঃ
অসম্বন্ধ এব স্বরূপং আত্মনঃ চেতনস্থা
সম্বন্ধেব স্বরূপন্ধ; ইতি নির্ণয়ো
দৃষ্টঃ ইত্যর্থঃ।

বিনাশস্বভাবে। ছি অসম্বন্। অবিনাশস্বভাশ্চ সম্বন্। যথা উক্তং ভগবতা পরাশবেণ—

'তস্মান্নবিজ্ঞানমূতেইন্তি কিঞ্চিৎ
কচিৎ কদাচিৎ দ্বিজ বস্তুজাতম্'ঃ
'সন্তাব এবং ভর্বতো মবোক্তজানম্
যথাসত্যমসত্যমস্তং ২ 'অনাদী
পরমার্থন্চ প্রাইজরক্ত্যুপগম্যতে।
তন্তুলানী ন সন্দেহো নাজিদ্রব্যোপপাদিতম্ ॥'ঃ৩ "যতুকালান্তরেণাপি
নাস্তাং সংজ্ঞামুপৈতি বৈ। পরিণামাদিসন্তুতাং তদ্বস্ত নৃপ তচ্চ কিম্॥"ঃ৪
ইতি।

অত্রাপি 'অন্তবন্ত ইমে দেহাঃ' ক 'অবিনাশী তু তদিন্ধি' \*৬ ইভি হি-উচ্যতে। তদেব সন্তব্যপদেশহেতুঃ ইতি গম্যতে। অত্র তু সৎকার্য্য-বাদস্য অসম্পতত্বাৎ ন তৎপরোহয়ং আছেন। বস্তুত্বরূপের নির্ণয় বা সিদ্ধান্তদ্বারা বস্তুর নিরূপণ হয়, অর্থাৎ যথার্থ জ্ঞান
নির্দ্ধারিত হয়। এইজন্ম এস্থলে 'অন্তঃ'
শব্দ এখানে নির্ণয়বাচক বা সিদ্ধান্তবাচকু।
দেহরূপ অচিৎবস্তুর অসন্তা বা অসন্তাবইত্বরূপ, আবার চৈতন্ত্বস্তু আল্লার সত্তা বা
সন্তাবই ত্বরূপ। দেহ এবং আল্লার
ত্বরূপের এই সিদ্ধান্ত প্রত্যক্ষ হইয়াছে।

বস্তুর বিনাশশীল বা অবস্থার পরিবর্ত্তন-শীল স্বভাবকেই 'অসত্ত্বা বলা হয়। অবি-নাশী বা সদা একরূপে স্থিতিশীল অবস্থাকে 'সত্বা' বলাছেয়। ভগবান পরাশর মুনি তৎকৃত শ্রীবিফুপুরাণে বলিয়াছেন— 'হে দিজ এই কারণে বিজ্ঞানের অতিরিক্ত কোথাও কখনও কোনওপ্রকার বস্তুর সত্ত্বা নাই' "থানি তোমাকে 'সম্ভাবের' (সম্ভার) বর্ণনা করিয়াছি। কেবল জ্ঞানই সত্য তদ্ভিন্ন যাহা কিছু সে সমস্তই অসত্য" "ম্হাজ্ঞানীগণ নিরূপণ করিয়াছেন যে পর-মার্থবস্তুই নাশরহিত এবং যাহাকিছু নাশ-শীলদ্রব্য উৎপাদিত হইয়াছে সে সম্ত্রই নাশবান" "হে রাজন্, যে বস্তু কোনও কালে কখনও পরিণামাদিরদারা অবস্থা-ন্তর প্রাপ্ত হয় না (তাহাই সদস্ত) সেই বস্তুটি কি ? (তাহা জ্ঞানস্বরূপ আত্মা)।

এখানেও (গীতাশাস্ত্রে) বলা হইয়াছে
'এইসব শরীর অন্তযুক্ত বা নাশশীল'
'উহাকে (আত্মাকে) কিন্তু অবিনাশী
জানিবে' গীতার এই উক্তি, সংবস্ত এবং
অসংবস্তুর উপদেশের জন্তুই কথিত। উপস্থিত প্রসঙ্গ সংকার্যবাদের উপদেশ নহে
বলিয়া (স্বন্ধপের উপদেপ বলিয়া) এই

<sup>\*&</sup>gt;-विः श्रः-राऽराहण

<sup>\*</sup>२-िवः श्रः-२।>२।४८

<sup>\*</sup>৩-বিঃ পু:--২/১৪/**২**৪

<sup>#8-</sup>विः श्रुः-र।ऽण/३००

<sup>#</sup>৫—গীঃ—২।১৮

<sup>#</sup>৬--গীঃ--২।১৭

শ্লোকঃ । দেহাত্মস্বভাবাজ্ঞান মোহিতস্থ তন্মোহশান্তরে হি-উভয়োঃ নাশিত্মানাশিত্বরূপস্বভাব-বিবেক এব বক্তব্যঃ।

স এব 'গভাসূনগভাসূংশ্চ নালুশোচন্তি'
ইতি চ প্রস্তুতঃ। স
এব 'অবিনাশি ভু তদিদ্ধি' 'অন্তবন্ত ইমে দেহাঃ' ইত্যনন্তরম্ উপপাছতে;

অতো যথোক্ত এব অর্থঃ ॥১৬॥

শ্লোক সৎকার্যবাদ সম্বনীয় নহে কিন্ত স্বরূপ বাসভাব সম্কীয়। দেহ এবং আলার স্বরূপ-জ্ঞানহীন এবং সেই অজ্ঞতাজ্য শোকাচ্ছন অজ্বনের সেই শোক এবং অজ্ঞান নিবৃত্তির জন্মই দেহ এবং আত্মার নাশিত্ব যথাক্রমে 13 অবিনাশিত্বরূপ স্বভাবের বিবেচনা এই শ্লোকের অভিপ্রায়। স্বরূপের এই বিবেচনাট 'গতাস্থনগতা-খংশ্চ' এই শ্লোকে প্রস্তুত করা হইয়াছে (প্রথম কথিত হইয়াছে), এই বিবেচনাটিই 'অবিনাশি তু তদিদ্ধি' 'অন্তবন্ত ইমে দেহাঃ' **এই সব शোকে পুনরায় বিশ্লেষিত হইয়া** উপপাদিত হইতেছে ইহাই যথার্থ অর্থ ॥১৬

অবিনাশি তু তদিদ্ধি যেন সর্বামিদং ততম্। বিনাশমব্যয়স্থাস্থা ন কম্চিৎ কর্ত্তুমুর্হতি॥ ১৭

সরলার্থ-

আত্মাকে কেন অবিনাশী বলিব তাহা বিশ্লেষণ করিতেছেন—যে (চেওন) আত্মবস্তু অত্যন্ত কুল্ম বলিয়া এই পরিদৃশ্যমান জগতের সমগ্র (অচেতন) পদার্থের মধ্যে প্রবিষ্ট (ব্যাপ্ত) হইয়া আছে, তাহাকে বিনাশরহিত বলিয়া জানিবে। কারণ অস্ত্র-শস্ত্র, জল, অগ্নি প্রভৃতি এমন কোনও বস্তু নাই যাহা এই অপরিণামী আত্মবস্তুকে বিনাশ করিতে পারে। ॥১৭॥

রামানুজভাগ্য-

আত্মনম্ভ অবিনাশিত্বং কথং উপপত্মত ইতি অত্র আহ—

তৎ আত্মতত্ত্বং অবিনাশি ইতি বিদ্ধি, যেন আত্মতত্ত্বেন চেতনেন তদ্মতিরিক্তং ইদং অচেতনং সর্বং ততং ব্যাপ্তন্। ব্যাপকত্বেন নিরতিশয় বঙ্গানুবাদ—

আত্মতত্ত্ব অবিনাশী কি কারণে তাহাই বলিতেছেন। যে (চেতন) আত্মতত্ত্ব তৃদ্ভিন্ন পরিদৃশ্যমান এই সমস্ত অচেতনতত্ত্বকে ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছে তাহা অবিনাশী বটেই। এই সর্বব্যাপী আত্মবস্তু অত্যন্ত

<sup>\*</sup>गीः--२।১১

সৃক্ষাত্বাৎ আত্মনোবিনাশানহন্ত তদ্-ব্যতিরিক্তো ন কশ্চিৎ পদার্থো বিনাশং কর্ড্যং অর্হতি' তদ্যাপ্যতয়া তস্মাৎ স্থলত্বাৎ। নাশকং হি শস্ত্রং জলাগ্নিবাযু-আদিকং নাশ্যং ব্যাপ্য শিথিলীকরোভি। মুদগরাদয়োঽপি হি বেগবৎ সংযোগেন বায়ং উৎপাত্ত ভদ্ধারেণ নাশয়ন্তি। অতঃ আত্ম-ভত্ত্বং অবিনাশি। ॥১৭॥

रुक विना विनाभयां गरह। আত্মবস্তুকে তদ্ভিন্ন অন্ত কোনও বস্তু বিনষ্ট कतिएक मगर्थ नरह, रकनना এই मकल জড়পদার্থ আত্মবস্তু কড় ক অতএন ইহা হইতে সুলপদার্থ। অস্ত্র-শস্ত্র, অগ্লি, জল, বায়ূ প্রভৃতি নাশকপদার্থ নাশ্র-বস্তুর মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহাদের শিথিল করিয়া তবে বিনাশ করে। মুগুর প্রভৃতি বস্তুও বেগযুক্ত সংঘাতেরদারা বায়ু উৎপন্ন করিয়া তাহার দারা বস্তুকে নষ্ট করে। (আত্মবস্ত অত্যন্ত ফুক্ম এবং সমস্ত নাশক-পদার্থে অনুপ্রবিষ্ট বলিয়া, যাবৎ নাশক-বস্তু ইহার ভিতরে প্রবেশ করিতে পারে না ) অতএব আত্মতত্ত্ব অবিনাশী।

# ভান্তবন্ত ইমে দেহা নিত্যস্থোক্তাঃ শরীরিণঃ। অনাশিনোহপ্রনেয়স্ত তম্মাদ্ যুধ্যস্ব ভারত ॥ ১৮

সরলার্থ-

এখন বলিতেছেন দেহসম্দয়ের কিন্ত বিনাশিত্বই সভাব। দেহী রূপী এই আত্মবন্ধ নিত্য অবিনাশী এবং অপ্রমেয় (অন্ত কোনও প্রমাণদার। উপলক্ষিত হয় না)। কিন্ত ইহার দেহরূপ যাবৎ অচেতন পদার্থসমূদয় বিনাশশীল বলিয়া শাস্ত্রে কথিত আছে (তত্তৎ দেহ নিজ নিজ পুণ্য পাপজনিত কর্মফল ভোগ করিয়া বিনষ্ট হয়)। হে অর্জুন, তুমি যুদ্ধ কর। (১১ শ্লোকে 'অশোচ্যানন্ধোচন্তঃ' হইতে এতাবৎ পর্যন্ত व्यामि योश छे अरम भ मिलाम स्म अर्थन्त वित्रकता कतिया यूक्तार्थी मिरशत व्यविनाभी निका জীবাত্মার জন্ত এবং বিনাশশাল দেহের জন্ত শোক ত্যাগ করিয়া ক্ষত্রিয়ধর্মোচিত যুদ্ধ ফলাভিসন্ধিরহিত হইয়া মোক্ষসাধনক্সপে করিতে থাক)।

রামান জভায্য-

দেহানাং তু বিনাশিত্বং স্বভাব ইত্যাহ—

উপচয়' ইতি উপচয়রূপা দেহা অন্তবন্তঃ বিলাশ-উপচয়াত্মকা ম্বতাবাঃ, घों पग्नः जन्यदन्तां पृष्टीः। निज्रम শরীরিণঃ কর্মফলভোগার্থতয়া

বঙ্গানুবাদ—

দেহের স্বভাব যে বিনাশশীল তাহাই বলিতেছেন।

'দেহ শব্দ উপচয়ার্থক দিহ ধাতু হইতে উৎপন্ন। অতএব উপচয় অর্থাৎ বহু **चरतात्र मगिष्ठिक्र पर्मित (मर् चलुक्** विगामभील। কেননা, ভিন্ন ভিন্ন অংশের সমষ্টিক্লপ ঘট প্রভৃতি সমস্ত বস্তুই যে বিনাশশীল তাহা দেখিতে পাওয়া যায়। ক্ষেত্র কর্মা ভূত দিহী এবং নিত্য সাল্লবস্তুর কর্মফল ভোগের CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

স্থাতরপা দেহাঃ 'পুণ্যঃপুণ্যেত'\* >
ইত্যাদিশাস্ত্রৈঃ উক্তাঃ কর্মাবসানবিনাশিনঃ। আত্মা তু অবিনাশী
কুতঃ অপ্রমেয়ত্বাৎ। ন হি আত্মা
প্রমেয়ত্য়া উপলভ্যতে, অপি তু
প্রমাতৃত্য়া। তথা চ বক্ষ্যতে 'এতদ্
যো বেন্তি তং প্রান্তঃ ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি
তিন্ধিং কি

ন চ অনেকোপচয়াত্মক আত্মোপ-লভ্যতে। সর্বত্র দেহে 'অহমিদং জানামি' ইতি দেহাৎ অন্তস্ত্ৰ প্ৰমাত-তয়া একরূপেণ উপলব্ধেঃ। দেহাদেরিব প্রদেশভেদে প্রমাতৃঃ উপলভ্যতে। আকারভেদ একরপত্ত্বেন অনুপচয়াত্মকত্বাৎ প্রমা-তৃত্বাৎ ব্যাপকত্বাৎ চ আত্মা নিত্যঃ। . भारी तिशः দেহস্ত উপচয়াত্মকত্বাৎ কর্মকলভোগার্থত্বাৎ অনেকরপত্বাৎ ব্যাপ্যজ্বাৎ চ বিলাগী। ভস্মাদ বিনাশস্থভাবত্বাৎ আ'বানঃ নিত্যস্বভাবত্বাৎ চ উভৌ তাপি ন শোকস্থানং ইতি শস্ত্রপাতাদি পরুষ-স্পূৰ্ণাৰ্ অবৰ্জনীয়াৰ্ স্বগতান্ অন্ত-গতাংশ্চ ধৈৰ্যেণ সোচ্য অমৃতত্ত্ব-প্রাপ্তয়ে অনভিসংহিতফলং যুদ্ধাখ্যং কর্ম্ম আরভন্ম। 115611

জন্ম সংগ্ন অচেতন বস্তুজাত এই শরীর যে কর্মাবসানে বিনাশ প্রাপ্ত হয় ভাহা 'পুণ্যম্-পুণ্যেন কর্মণা ভবতি' অর্থাৎ পুণ্যকর্মের-দারা পুরুষ পুণ্যফল ভোগ জন্ম ভাদাদি পবিত্র শরীর প্রাপ্ত হন ইত্যাদি শাস্ত্রবচন-দারা প্রমাণিত হয়। কিন্তু আত্মা অবিনাশী কেননা ইহা অপ্রমেয় অর্থাৎ কোনওপ্রকার गांभ, एकन वा भित्रगानक्रभ अगारनत बाता এই আত্মবস্তুকে নিধারিত করা যায় না। দেহাদির স্থায় আত্মাকে অন্থ পদার্থের প্রমাণদারা প্রমাণিত করা যায় না কিন্তু ইহা স্বয়ংই প্রমাতা জ্ঞাতারূপে অবস্থিত। এই কথাই কথিত হইয়াছে "य रयमन ইहारक (तिहक्रश এই আচেতন বস্তুকে) জানেন জ্ঞানীরা তাহাকে ক্ষেত্রজ্ঞা वटलन"।

আলা যে অনেক অবয়বযুক্ত তাহা উপ-लिक इय न।। (कनना (मृह প্রতি অলকে 'আমি ইহাকে জানি' এই প্রকার দেহ হইতে ভিন্ন বস্তুর প্রমাণদারা বা প্রমাতা সর্বদা এक हे ज्ञान छिन निक्क हुए। আবার (অল-প্রত্যঙ্গযুক্ত) দেহ প্রভৃতির স্থায় আত্মাকে ভিন্ন ভাকারযুক্ত বলিয়া উপলব্ধি হয় না। অতএব আত্মা একরূপ ভিন্ন ভিন্ন অবয়বরহিত প্রমাতা এবং ব্যাপকবন্ত স্বতরাং নিত্যবস্ত । অপ্রপক্ষে দেহ বহু অবয়বযুক্ত দেহী আন্নাকে তাহার কর্মফল ভোগ করাইবার জন্ম উৎপন্ন, বহুরূপী এবং ব্যাপকবস্তু স্বতরাং বিনাশশীল। অতএব দেহের বিনাশ অবশাস্তাবী এবং আত্মা অবিনাশী ও নিত্যবস্তু এইজন্ম এই ছুইটি বস্তুই শোকের বিষয় নহে। অতএব নিজ নিজ কর্মফলানুষায়ী) তোমার প্রতি এবং অন্তের প্রতি কঠোর অস্ত্রপাত প্রভৃতি অপরিহার্য জানিয়া ধৈর্যের সহিত উহা সম্ম করিয়া মোক্ষপ্রাপ্তির জন্ম ফর্লাভিসন্ধি-রহিত যুদ্ধরূপ কর্ম আরম্ভ কর । ॥১৮॥

<sup>\*</sup>১—বঃ আঃ উঃ ৪।৪।৫

<sup>#</sup>३-नी: ३०।३

## শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-রামান্তজভায়

য এনং বেত্তি হন্তারং য**ৈচনং ম**ন্মতে হতম্। উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হুস্ততে॥ ১৯

সরলার্থ-

053

যে ব্যক্তি এই আত্মাকে হননকর্তা বলিয়া মনে করে, আনার যে ব্যক্তি আত্মাকে নিহত বলিয়া মনে করে ইহারা উভয়েই আত্মার যথার্থস্বরূপ অবগত নহে। কেননা আত্মা কাহাকে মারেও না, আবার কাহারও দারা নিহতও হয় না। ॥১৯॥

রামানুজ ভায্য—

এনং উক্তস্বভাবং আত্মানং প্রতিহন্তারং হননহেতুকম্ অপি যো
মন্তাতে, উভো তো ল বিজানীতঃ।
উক্তৈঃ হেতুতিঃ অস্থা নিত্যভাৎ এব
অয়ং হননহেতুঃ ন ভবতি, অভএব
চ অয়ং আত্মা ন হন্তাতে। হন্তি প্রাত্তঃ
অপি আত্মকর্মকঃ শরীরবিযোগকরণবাচী। 'ন হিংস্থাৎ স্বাভূতানি'
'রোদ্ধণো ন হন্তব্য'‡ ইত্যাদীনি
অপি শাস্ত্রাণি অবিহিত্রশরীরবিয়োগ
করণবিষয়াণি। ॥১৯॥

বঙ্গান্বাদ

উপরোক্ত স্থভাববিশিপ্ট আত্মাকে যে
পুরুষ হকা অথবা কাহারও হত্যার কর্ম
বলিয়া মনে করে এবং এই আত্মাকে যে
পুরুষ কোনও কারণে নিহত বলিয়া মনে
করে তাহারা ছজনই ঠিক জানে না।
প্রের শ্লোকগুলিতে কথিত কারণে আত্মা
নিত্যুগস্তই অত্থব ইহা কাহারও হত্যার
কর্তা হন না আবার কাহারও ঘারা হত
হন না। যগুপি হন্ ধাত্র কর্ম এখানে
আত্মা শব্দ তথাপি এস্থলে আত্মার হনন্
অর্থে আত্মা হইতে শরীরের বিয়োগ বুরায়।
'সমস্ত প্রোণিবর্গকে হিংসা করিবে না' ব্রাক্ষণ
হননের যোগ্য নহে' ইত্যাদি শান্তবাক্যও
শরীরবিয়োগরুল শবৈধকার্মের নিবারণ
করিতেছে। ॥১৯॥

ন জায়তে গ্রিয়তে বা কদাচি
স্লায়ং ভূফা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
তাজো নিত্যঃ শাশ্বতোহয়ং পুরাণো
ন হল্যতে হল্যমানে শরীরে॥ ২০

<sup>‡—</sup>কঃ সুঃ ৮/২

সরলার্থ-

এই আত্মা কখনও জন্মেও না এবং মরেও না। কখনও কল্পাদিতে উৎপন্ন হইয়া
্পুনরায় কল্পান্তে মরিবে না। অতএব এই আত্মবস্ত জন্মরহিত নিত্য পরিণামরহিত
এবং সদা একরূপ অর্থাৎ পুরাতন হইয়াও সর্বদা নূতন বলিয়া অহুভূত বস্তা। অতএব
দেহ বিনষ্ট হইলেও দেহী আত্মা বিনষ্ট হয় না। ॥২০॥

রামানুজভায্য-

উক্তৈঃ এব হেতুভিঃ নিত্যন্ধাৎ অপরিণামিন্বাৎ আত্মনঃ জন্মমরণাদয়ঃ সর্ব এব তচেতনদেহধর্মাঃ ন সন্তি ইতি উচ্যতে—

ন্ত্রিয়তে' জায়তে ভত্ত 'ন ষ্টতি বৰ্ত্তমানতয়। সর্বেষ্ট্র দেহেষু मदेखं : ভানুভূয়গানে জন্মগরণে কদাচিদপি ভাত্মানং ন স্পানত:। 'নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ' অয়ং কল্লাদৌ ভূত্বা কল্লান্তে চ ন ভবিত। প্রজাপতি न। द्वांहि ইতি প্রভৃতিদেহেম্বাগমেন উপলভ্যমানং कन्नारमी जननः कन्नारख চ यत्नाः আত্মানং ন স্প্রশতি ইত্যর্থঃ। সর্বদৈহগত আলা অজঃ, নিত্যঃ, শাশ্বতঃ, প্রকৃতিবৎ অবিশদ-অপি ন অন্বীয়তে, সততপরিণারৈঃ অতঃ পুরাণঃ পুরাতনঃ অপি নবঃ, সর্বদা অপূর্ববৎ অনুভাব্য ইত্যর্থঃ। অতঃ শরীরে হন্যুমানে অপি ন হন্ততে ভায়ম আত্মা।॥২০॥

বঙ্গানুবাদ —

উপরোক্ত কারণে আত্মা নিত্য এবং পরিণামরহিত বলিয়া অর্চেতন জন্মমরণাদি সমস্ত ধর্ম এই (চেতন) আত্মার নাই, এখন এই কণা বলিতেছেন। 'আত্মা জন্মেও না মরেও না' এই বাক্যের এই অভিপ্রায় যে সর্বপ্রাণীর দেহে জন্মমরণ প্রভৃতি যাতা পরিলক্ষিত হয় তাহা কথনই আত্মাকে স্পর্শ করিতে পারে না। 'এই আত্মা একবার হইয়া পুনরায় হইবে না তাহা নহে', (ইহার অর্থ এইরূপ) এই আত্মবস্ত কল্পের আদিতে উৎপন হইয়া পুনরায় কল্পান্তে থাকিবে না বী বিনষ্ট হইবে তাহা নহে। (এই অর্থের অভিপ্রায় এইরূপ) প্রজাপতি (ব্রন্ধা) প্রভৃতি জীবের কল্পার**ন্তে শরী**রের উৎপত্তি এবং কল্পান্তে সেই শরীরের নাশ এইরূপ বাক্য শাস্ত্রে যাহা দেখা যায় তাহা ' আত্মাকে স্পর্শ করে না অর্থাৎ আত্মবিষয় নহে। অতএব ( আব্রহ্মন্তম্বপর্যন্ত ) সর্ব-দেহেস্থিত দেহী আত্মা জন্মরহিত, অতএব নিত্য এবং শাখত বস্তু, জ্ঞড়বস্তু প্রকৃতির মত নিরন্তর অবিশদ পরিণামের সহিত এই আত্মবস্তুর কোনওসম্বন্ধ নাই। এইজন্ম ইহা প্রাণ, প্রাতন হইলেও নব অর্থাৎ সর্বদা নৃতন নৃতন অপুর্ববং অহুভব যোগ্য। অতএব শরীর বিনষ্ট হইলেও আত্মা নষ্ট इश ना । ॥२०॥

## শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—রামান্তজভাষ্য

## বেদাবিনাশিনং নিত্যং য এনমজমব্যয়ম্। কথং স পুরুষঃ পার্থ কং ঘাতয়তি হন্তি কম্॥ ২১

সরলার্থ-

হে পার্থ, যিনি আত্মাকে অবিনাশী জন্মরহিত অব্যয় এবং নিত্যবস্তু বলিয়া জানেন তিনি কেমন করিয়া কাহাকেও স্বয়ং বধ করিবেন বা অন্তের দারা বধ করাইবেন ? অর্থাৎ ভিনি জানেন যে এই আত্মাকে তিনি নিজেও বধ করিতে পারেন না বা অপর কাহারও দারা বধ করাইতে পারেন না। ॥২১॥

রামানুজ ভাষ্য—

অবিনাশিবেন তাজভোল . এবং ব্যয়ানহত্ত্বন নিত্যং এনং আত্মানং যঃ পুরুষো বেদ স পুরুষো দেবমনুয়াতির্য্যকন্থাবরশরীরাবন্থিতেয আত্মস্ত কম্ অপি আত্মানং ঘাতয়তি কং বা কথং হন্তি: নাশয়তি কথং বা তৎপ্রয়োজকো ভবতি ইত্যর্থঃ। এতান্ ঘাত্য়ামি হন্মি ইতি অনুৰোচনম্ আত্মস্বরপ্যাথার্থ্যাজ্ঞানমূলম্ এব ইতি অভিপ্রায়ঃ ॥২১॥

বঙ্গানুবাদ—

এইপ্রকার যে ব্যক্তি আত্মাকে অবি-নাশী. জনারহিত, ব্যয়রহিত অতএব নিত্য-वस्र विद्या जारन एम वाकि एमव, मनूगा তির্যক্, বুক্লতা প্রভৃতি যাবৎ শরীরে অবস্থিত আত্মবস্তুগুলির মধ্যে যে কোনও আলাকে কি করিয়া বধ করাইতে পারেন অথবা কোন আত্মাকেই বা নিজে করিতে পারেন, অর্থাৎ কেম্ন করিয়াই বা নিজে তাহাকে বিনষ্ট করেন অথবা তাহার বিনাশসাধনের জন্ম অন্য কাহাকেও নিয়োগ করিতে · পারেন ? আগাকে विनर्थ করাইব वा निद्ध নষ্ট করিব এইরূপ অনুশোচনা यथार्थ छात्नत অভাবের জग्रहे हहेशा थारक। ॥२১॥

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্লাতি নরোহপুরাণি। তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা-গুগুানি সংযাতি নবানি দেহী॥ ২২

#### সরলার্থ--

মান্থৰ যেমন জীর্ণ প্রাতন বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া নূতন বস্ত্র পরিধান করিয়া থাকে সেইরকম দেহী আত্মাও জীর্ণ দেহ পরিত্যাগ করিয়া অন্ত রমণীয় দেহ ধারণ করিয়া থাকে। ॥২২॥

#### রামান্তজ ভাষ্য—

যগ্নপি নিত্যানাং আত্মনাং শরীর-বিশ্লেষমাত্রং ক্রিয়তে, তথাপি রমণীয় ভোগসাধনেষু শরীরেষু নশ্যৎস্থ তিরিয়োগরূপং শোকনিমিত্তং অস্তি এব ইতি অত আহ—

ধর্মযুদ্ধে শরীরং ত্যজতাং ত্যক্তশরীরাৎ অধিকতরকল্যাণশরীরগ্রহণং শাস্ত্রাৎ অবগম্যতে ইতি।
জীর্ণানি বাসাংসি বিহায় নবানি
কল্যাণানি বাসাংসি গৃহ্নতাম্
ইব হর্ষনিমিত্তং এব অত্র
উপল্ভ্যতে॥২২॥

## বঙ্গানুবাদ—

যদিও নিত্যবস্তু আত্মার কেবলমাত্র শরীরেরই বিয়োগ হয়, তবুও ভোগসাধনে এই রমণীয় শরীর বিনষ্ট হইলেত' শোকের কারণ থাকিতেই পারে, এই আশঙ্কা নিবৃত্তির জন্ম বলিতেছেন—

ধর্মযুদ্ধে দেহত্যাগ হইলে সেই শরীর
অপেক্ষা অধিকতর কল্যাণময় শরীরের
প্রাপ্তি (অর্থাৎ ধর্মযুদ্ধে নিহত হইলে পুণ্য
ফলে জীবের দিব্য কল্যাণময় দেবশরীর
প্রাপ্তি হয় এইরূপ) শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে।
অতএব জীর্ণ পুরাতন বস্ত্র ত্যাগ করিয়া
নূতন উত্তম বস্ত্র পরিধানের মতন এই
শরীর পরিবর্ত্তন ত' আনন্দেরই কারণ
হওয়া উচিত। ॥২২॥

নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ ॥২৩
তাহেত্যাহয়মদাছোহয়মক্লেছোহশোয় এব চ।
নিত্যঃ সর্বগতঃ স্থান্মরচলোহয়ং সনাতনঃ॥ ২৪
তাব্যক্তোহয়মচিন্ত্যোহয়মবিকার্যোহয়মুচ্যতে।
তক্ষাদেবং বিদিবৈদ্ধনং নান্মশোচিত্মর্ছসি॥ ২৫

সরলার্থ-

অস্ত্র শস্ত্র, অগ্নি, জল, এবং বায়ু এই আত্মাকে যথাক্রমে কাটিতে, পোড়াইতে গলাইতে এবং শুখাইতে পারে না কারণ আত্মবস্তু অচ্ছেড, অদাহ, অক্লেড এবং অশোয্য অতএব ইহা নিত্য। আবার ইহা অব্যক্ত বলিয়া চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের অগোচর, অচিন্ত্য বলিয়া মনের অগোচর, এবং অবিকারী বলিয়া হস্তপদাদি কর্মেন্দ্রিয়ের অবিষয় বস্তু। স্কুতরাং সাল্লাকে এই সমস্ত গুণবিশিষ্ট জানিয়া তোমার শোক করা কর্ত্তব্য নয়। ২৩—২৫

রামান্তুজ ভাষ্য—

পুনরপি 'অবিনাশি তু তদিদ্ধি যেন সর্বমিদং ততং \*> ইতি পূর্বোক্তং অবিনাশিত্বং স্থখগ্রহণায় ব্যঞ্জয়ন **জ্**টুয়তি—

ছেদন-দহন-শস্ত্রাগ্যন্ত বায়বঃ ক্লেদনশোষণানি আত্মানং সৰ্বগতত্বাৎ-শকুবন্তি। কর্ত্ত্রং ন সৰ্বতত্বব্যাপকস্বভাবতয়া আত্মনঃ সর্বেভ্যঃ তত্ত্বেভ্যঃ সূক্ষ্মত্বাৎ অস্থ্য তৈঃ ব্যাপ্ত্যনৰ্ছাৎ ব্যাপ্যকৰ্ত্ব্যন্থাৎ চ ছেদনদহনক্লেদনশোষণানাম্। অতঃ আত্মা নিত্যঃ স্থাণুঃ অচলঃ অয়ং সনাতনঃ স্থিরস্বভাবঃ অপ্রকম্প্যঃ পুরাতনশ্চ

ছেদনাদিযোগ্যানি বস্তুনি তৈঃ প্রমাণেঃ ব্যজ্যত্তে তৈঃ তায়ং আত্মা ন ব্যজ্যতে ইতি অব্যক্তঃ। ছেন্তাদিবিজাতীয়: অচিন্ত্য: চ সর্ববস্তুবিজাতীয়ত্বেন তত্ত্তৎস্বভাবযুক্ত-ভয়া চিন্তয়িতুম্ অপি न ভাई:। অতঃ চ অবিকার্য্যঃ বিকারানর্ছঃ। তস্মাৎ উক্তলক্ষণং এনং আত্মানং বিদিম্বা তৎক্বতে ন অনুশোচিত্তং অহ সি ॥২৩,২৪,২৫॥

\*>-গীতা ২া১৭

বঙ্গান্তবাদ---

"অবিনাশি তু তদিদ্ধি দেন সর্বমিদং ততং" এই শ্লোকে পূর্বে আত্মার অবি-নাশিত্ব স্বভাব যাহাতে অক্রেশে বুঝা যায় তজ্জা আবার স্থম্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন। অস্ত্র, শস্ত্র, অগ্নি, জল এবং বায়ু আত্মবস্তুকে পোড়াইতে গলাইতে এবং কাটিতে শুখাইতে পারে না, কেন না আত্মবস্ত সর্বব্যাপী এবং সর্ববস্তুতেই ব্যাপক স্বভাব-বিশিষ্ট বলিয়া সর্বতত্ত্ব বা সর্ববস্তু হইতে স্কা। স্বতরাং শস্ত্র, অগ্নি প্রভৃতি কোনও **विश्व विश्व विश्** না এবং কাটিতে, পোড়াইতে, গলাইতে বা শোষণ করিতে হইলে সেই সেই বস্তুতে ব্যাপ্ত হইয়া করিতে হয় বলিয়া সে সব কার্য্যও করিতে পারে না। আত্মা নিত্য, স্থির, অচল ও সনাতন-স্বভাববিশিষ্ট বস্তু।

(ছদन-দহन जाि যোগ্য বস্তুসকল नर्मनानि (यगव श्रमान द्वांता लाटकत काट्ड ব্যক্ত হয় দে সমন্ত প্রমাণের দারা আমাকে ব্যক্ত করা বা বুঝা যায় না। আত্মা অব্যক্ত বস্তু। অতএব আত্মবস্তুকে এই সকল লক্ষণযুক্ত জানিয়া তাহার জন্ম শোক করা উচিত নহে।

# অথ চৈনং নিত্যজাতং নিত্যং বা মন্ত্রসে মৃতম্। তথাপি দ্বং মহাবাহো নৈবং শোচিতুমর্হসি॥ ২৬

#### সরলার্থ-

দেহাতিরিক্ত আত্মা নিত্যবস্ত, অতএব শোক করা উচিত নহে, এই ভাবটি এই শ্লোক হইতে অক্সভাবে বুঝাইতেছেন।

এই দেহকেই আত্মা বলিয়া ভাবিলেও শোক করা উচিত নয় তাহাই বলিতেছেন :—

হে মহাবাহু অজুন, যদি তুমি এই আত্মাকে নিত্য জন্মমরণশীল বলিয়াই মানিয়া লও তবুও ইহার জন্ম তোমার শোক করা উচিত নহে। ॥২৬॥

## রামান্তুজ ভাষ্য—

অথ নিত্যজাতং নিত্যমৃতম্ দেহম্
এব এনম্ আত্মানং মনুষে ন
দেহাতিরিক্তম্ উক্তলক্ষণং; তথাপি
এবম্ অতিমাত্তং
ন অহ সি। পদ্মিণামম্বভাবশু দেহশু
উৎপত্তিবিনাশয়ো: অবজ নীয়ত্বাৎ॥ ২৬

## বঙ্গান্ত্ৰাদ—

যদি তৃমি সদা উৎপত্তি-বিনাশশীল এই
দেহকেই আত্মা বলিয়া ভাব এবং দেই
আত্মাকে দেহাতিরিক্ত উপযুক্ত লক্ষণবিশিষ্ট
বলিয়া না ভাব, তাহা হইলেও ভোমার এই
প্রকার অতিমাত্রায় শোক করা উচিত নয়,
কেননা পরিবর্ত্তনশীল শরীরের উৎপত্তি
আর বিনাশ অনিবার্য। ॥২৬॥

GIP BINISH

## জাতশু হি ধ্রুবো মৃত্যুধ্রু বং জন্ম মৃতশু চ। তন্মাদপরিহার্য্যেইর্থে ন স্বং শোচিতুমর্হসি॥ ২৭

#### সরলার্থ-

ে পূর্বশ্লোকে কথিত জন্ম ও মৃত্যু শব্দের প্রকৃত অর্থ পূনরায় বিশ্লেষণ করিতেছেন।) যে বন্ধর উৎপত্তি হইরাছে তাহার বিনাশ নিশ্চিত এবং যাহার বিনাশ হয় তাহার আবার উৎপত্তিও অনিবার্য। অতএব যে বস্তার জন্ম ও মৃত্যু অবশ্রম্ভাবী তাহার জন্ম শেরাক করা উচিত নর ॥ ২৭

20

রামানুজ ভাষ্য ক্রিক্টা ক্রেক্টা

উৎপদ্মশ্য বিনাশো ধ্রুব: অবজ নীয় উপল্ভ্যুতে তথা বিনপ্তশ্য অপি জন্ম অবজ নীয়ম্।

কথ্য ইদয় উপলভ্যতে—
বিনপ্তস্থ উৎপত্তি: ইতি।
সত এব উৎপত্ত্যপলবোঃ অসতঃ চ
অনুপলবোঃ। উৎপত্তিবিনাশাদয়ঃ
সতো জব্যস্থ অবস্থাবিশেষাঃ। তস্তপ্রভূতীনি জব্যাণি সন্তি এব রচনাবিশেষযুক্তানি পটাদীনি উচ্যত্তে।
অসৎকার্য্যবাদিনা অপি এতাবৎ
এব উপলভ্যতে। ন হি তত্ত তম্বসংস্থা ন বিশেষাভিরেকেণ জব্যাত্তরং প্রতীয়তে।

কারকব্যাপারনামান্তরভজনব্যব-হারবিশেষাণাম্ এতাবতা এব উপপত্তে:, ন চ দ্রব্যান্তরকল্পনামুক্তা। আত উৎপত্তিবিনাশাদ্য: সতো দ্রব্যাস্থ্য অবস্থাবিশেষা:।

## বঙ্গানুবাদ—

সমস্ত উৎপন্ন বস্তুরই বিনাশ নিশ্চিত **এ**वः चनिवार्य विनिष्ठा (नथा यात्र । चावात्र विनष्टे वस्त्र जनाउ महेक्र भ धनिवार्य। यिन বল যে, নষ্ট বস্তুর পুনরায় উৎপত্তি অনিবার্য তবে তাহা কি প্রমাণ দারা সিদ্ধ হইতে পারে ? ভাহার উন্তরে বলিতেছি যে, সদ্বস্তু বা বিভয়ান বস্তুর উৎপত্তি ত' দেখাই मन्वस्त उ९भिष धवः विनाम धरे ছ্টী তাহার অবস্থাবিশেষ মাত্র। (উদা-हर्वाश्वक्ष रना गारेए भारत त्य, रख अकि সদ্বস্তুর বিভয়ান অবস্থা ইহা কার্যাবস্থা, তম্ভ বা স্থ্র এই বস্ত্রের কারণ বা উৎপত্তির পুর্বের অবস্থা অর্থাৎ বস্ত্রের উৎপত্তির আগে এবং নষ্ট হইবার পরেও স্ত্ররূপ -বজের কারগভাবস্থা বিভয়ানই থাকে।) তম্ব (স্ত্র) প্রভৃতি ক্রব্যও ত' সংবস্তুই। সেই স্ত্র প্রভৃতি দ্রব্যগুলি রচনাবিশেষ দারা यूक रहेशा वज প্রভৃতি नामে कथिত हम।

যিনি অসংকার্যবাদী\*> তিনিও এই ছাট অবস্থা মানেন, কেননা বিশেষরূপে সংস্থাপিত স্থত্ত ভিন্ন বস্ত্রে ত' অন্ত কোনও জব্য দেখা যায় না। অতএব দেখা যায় যে কর্তার রচনা প্রভৃতি ব্যাপার ছারা একই বস্তর নামান্তর, রূপান্তর এবং ব্যবহারভেদ প্রতিপন্ধ হয়, ৽ (কারণাব্দ্ধা এবং কার্মানবন্ধা এবং কার্ম

<sup>\*&</sup>gt;—অসংকার্যবাদী —'অসং' বা অন্তিম্বধীন কারণ কইতে 'সং' বা বিভাষানরূপ কার্যাবস্থার উৎপত্তি বাঁহারা মানেন।

উৎপজ্যাখ্যাম্ অবন্ধাম্ উপযাতস্থ জব্যস্থ ভদ্বিরোধ্যবন্ধান্তরপ্রাপ্তি: বিনাশ ইতি উচ্যতে।

মুদ্দেব্যস্ত পিগুত্বঘটত্বকপালত্ব-চূর্বত্বাদিবৎ পরিণামিজব্যস্থ পরিণাম-তাবজ নীয়া পরম্পরা ত্ত পূর্বাবন্থন্স জব্যন্ত উত্তরাবন্থাপ্রাপ্তি: विनामः । ভদবস্থস্ত সা এৰ উৎপত্তি:। এবং উৎপত্তিবিনাশাখ্য-পরিণামিলো পরিণামপরত্পরা TISHER জব্যস্ত অপরিহার্য্যা ইতি ন তত্ত্ শোচিতৃষ্ অহ সি ॥২৭॥

অতএব ইহার দারা সিদ্ধ হয় যে উৎপত্তি এবং বিনাশ প্রভৃতি এক 'সং' বস্তুরই অবস্থা-বিশেষে উৎপত্তি বা বিভয়ানতারূপ অবস্থার নাম জন্ম এবং ভদিরোধী বা বিপরীত অবস্থা প্রাপ্ত হওয়ার নাম্ই বিনাশ। যেমন মৃত্তিকার্মপ একই পরিণামী দ্রব্যের পিওছ কোদার তাল) ঘটভু (সেই কাদা হইতে প্রস্তুত ঘট) কপালভ্\*২ এবং চুর্ণভ্ (শুক মাটীর গুঁড়া) এই চারিটিই বিভিন্ন পরিণামরূপ অবস্থা, সেইরূপ প্রত্যেক পুর্বাপর পরিণাম পরিণামী বস্তুরই **এই** পরিণাস-পরম্পরায় অনিবার্য । কেবল পূর্ব-অবস্থান্তিত বস্তুর ভাহার পরের অবস্থাপ্রিকে বিনাশ বলা হয়। এবং পূর্বাবন্থা বা বিভয়ানতারূপ দৃশ্যমান অবস্থাকে সেই বস্তুর উৎপত্তি বলা হয়। এইরূপ পরিবর্ত্তনশীল বস্তুর উৎপত্তি এবং বিনাশরূপ এই পরিণাম-পরম্পরা অনিবার্য। অতএব এ বিষয়ে তোমার শৌক করা। উচিত নয় ৷ ॥২৭॥

রামান্তজ ভাষ্য—

সতো জব্যস্থ পূর্ববিন্থাবিরোধ্য-বন্থান্তরপ্রাপ্তিদর্শনেন যঃ অল্পী-য়ান্ শোকঃ সোহপি মনুষ্যাদি-ভূতেষু ন সম্ভবতি ইত্যাহ— বঙ্গানুবাদ—

'দং' বস্তুর পূর্ব্বাবস্থার বিপরীত অভ অবস্থাপ্রাপ্তি দেখিয়া যাহা কিছু শোক উৎপদ্ধ হয় তাহা মহুয়া প্রভৃতি জীবের হওয়া যে উচিত নয় তাহাই বলিতেছেন—

वदा छो। पहारी हो

\*ং—কপাল — ঘটের মধ্যদেশে (পেটে) ছটি প্রত্যেক জংশটিকে 'কপাল' বলা হয়। অর্দ্ধিক অংশ জোড়া দিয়া সমগ্র ঘটটি প্রস্তৃত্ হর।

## অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত। অব্যক্তনিধনায়ের তত্ত্ব কা পরিদেবনা॥ ২৮

সরলার্থ---

হে অব্দ্রুন, মহয় প্রভৃতি শরীরের জন্মের পূর্বের অবস্থা এবং সৃত্যুর পরের অবস্থা এই ছটীই অমুপলব্ধ অর্থাৎ দৃশ্যমান নছে। কেবলমাত্র জন্ম ও মরণের মধব্যত্তী এই বিভ্যমান অবস্থায় শরীরের প্রত্যক্ষ উপলব্ধি হয়। অতএব শরারের এই বিনাশশীল স্বভাবের জন্ম কেন ছঃখ কর ? ॥২৮॥

রামান্তুজ ভায্য--

মন্মুয়াদিজুতানি সন্তি এব জব্যাণি, অমুপলব্ধপূর্বাবস্থানি উপলব্ধমনুয়াত্বাদিমধ্যমাবস্থানি অসুপলব্ধ-উত্তরাবস্থানি স্বেষু সভা-বেষু বর্ত্ততে ইতি ন তত্র পরিদেবনা-নিমিত্তম্ অস্তি ॥২৮ বঙ্গান্তুবাদ---

(তত্ত্বতঃ) মহয় প্রভৃতির দেহ সবই
'সং' বস্তা ইহার (জন্মের) পূর্বাবস্থা
প্রত্যক্ষ নহে বলিয়া অহুপলন্ধ, মৃত্যুর
পরের অবস্থাও (উত্তর অবস্থা) অহুপলন্ধ
অবস্থা, (কেবল জন্ম ও মরণের) মধ্যবর্জী
বর্জমান অবস্থাট প্রত্যক্ষ হয় বলিয়া
উপলন্ধ অবস্থা। অতএব এই দেহ
উৎপত্তি-স্থিতি-বিনাশন্ধপ স্বভাববিশিষ্ট বা
অবস্থাবিশিষ্ট। স্নতরাং এই (বিনাশশীল) দেহ নই হইবে ভাবিয়া শোকের
কোনও কারণ নাই। ॥২৮॥

রামান্তুজ ভাষ্য-

এবং শরীরাম্মবাদেইপি নাস্তি শোকনিমিত্তং ইতি উক্ত্যা শরীরাতিরিক্ত
আশ্চর্য্যম্বরূপ আম্মনি দ্রষ্টা বক্তা
শ্রোতা শ্রবণায়ত্তাম্মনিশ্চয়ঃ চ
ছলভি ইত্যাহ—

বঙ্গান্তবাদ—

এই প্রকার দেহাত্মবাদেও (শরীরকে আত্মা বলিয়া মানিয়া লওয়া এই সিদ্ধান্তেও) শোকের কোনওপ্রকার কারণ নাই, এই কথা বলিয়া এখন বলিতেছেন যে, শরীর হইতে পৃথক আশুর্চরত্মপুক্ত আত্মার মন্ত্রী বক্তা ও শ্রোতা এই তিনটিই ত্বল্ভ, কেবল শ্রবণের ত্বারা আত্মত্মকেপের নিশ্চয় করাও ত্বল্ভ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

# আশ্চর্ষ্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেনমাশ্চর্য্যবদ্ বদতি তথিব চালাঃ। আশ্চর্য্যবচৈচনমলাঃ শৃণোতি শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ॥ ২৯

## সরলার্থ---

ইতিপূর্বে দেহান্টের পরেও শোকের কারণ নাই বলিয়া এখন বলিতেছেন—কোনও কোনও ভাগ্যবানপুরুষ এই আত্মার আশ্চর্যাত্মরূপ অনুভব করিয়া থাকেন। আবার কেহ কেহ এই আশ্চর্য্যরূপ আত্মতত্ত্বের কথা শ্রবণ করেন, কিন্তু শ্রবণ করিলেও ইহার মুধার্থ তিন্তু জ্ঞাত হওয়া যায় না। ॥২৯॥

#### রামানুজ ভাষ্য—

এবং উক্তম্বভাবং স্বেভরসমন্তবস্তু
বিসজাতীয়তয়া আশ্চর্যবহু অবস্থিতং
অনন্তেমু জন্তমু মহতা তপসা ক্ষীণপাপ উপচিতপুণ্যঃ কশ্চিহু পশ্যতি
তথাবিধঃ কশ্চিহু পরিমা বদতি
এবং কশ্চিহু এব শৃণোতি। শ্রুছাপি
এনং যথাবহু অবস্থিতং তত্ত্বতো
ন কশ্চিদ্ বেদ। চকারাদ্ জন্ত বক্তুশ্রোভূমু অপি তত্ত্বতো দর্শনং তত্ত্বতো
বচনং তত্ত্বতঃ শ্রেবণং ত্বল্ ভং ইতি
উক্তং ভবতি ॥২৯

#### বঙ্গানুবাদ—

অনন্থ জীবের মধ্যে কোনও একটি
(ভাগ্যনান পুরুষ) মহাতপস্থাপ্রভাবে বিনি
পাপক্ষয় এবং পুণ্য সঞ্চয় করিতে সমর্থ
হইয়াছেন তিনি পুর্বক্ষিত স্বভাববিশিষ্ট এবং
স্বব্যতিরিক্ত সমস্ত বস্ত হইতে বিলক্ষণ
আশ্চর্গস্বরূপবিশিষ্ট বলিয়া এই আন্দতত্ত্বকে দেখিয়া থাকেন বা অমুভব করিয়া
থাকেন। এইরূপ স্বরূপ কোনও কোনও
ভাগ্যবান অপরকে উপদেশ দিয়া থাকেন,
এবং কেহ কেহ ঐরূপ শ্রবণও করেন।
শুনিলেও আত্মবস্তার বর্থায়থ তত্ত্ব কেহ
জানিতে পারেন না। (এই শ্লোকে) চি
কারের তাৎপর্য এই যে, দ্রন্থা, বস্তা এবং
শ্রোতা ইহাদের মধ্যেও আত্মবস্তার বর্থার্থ
তত্ত্বের বক্তা এবং শ্রোতাও স্থলত। ॥২০॥

# দেহী নিত্যমবধ্যোহয়ং দেহে সর্বস্থে ভারত। ভশ্মাৎ সর্বাণি ভূতানি ন স্বং শোচিতুমহ সি॥ ৩০

সরলার্থ—
পূর্বশ্লোকে আত্মস্বরূপ সংক্ষেপে বলিয়া এখন তাহারই উপসংহার করিতেছেন।
দেবতা-মহয়-পশু-পক্ষী প্রভৃতি সমস্ত দেহে দেহীরূপে অবস্থিত এই আত্মতত্ত্ব সর্বদাই
অবধ্য অর্থাৎ কোনও অবস্থাতেই বধযোগ্য নহে। (বিনাশশীল দেহ বিনষ্ট হইলেও
দেহী আত্মা নষ্ট হয় না) অতএব দেহের নাশ হইল ষ্পারা কোনও জীবের জন্ম শোককরা উচিত নহে॥৩০॥

## রামান্তজ্ভান্য:—

সর্বস্থা দেবাদিদেছিলো দেহে বধ্য-মানে অপি অয়ং দেহী নিত্যং অবধ্য ইতি गखवाः। সর্বাণি তস্মাৎ দেবাদিন্থাবরান্তানি ভূতানি বিষ-মাকারাণি অপি উক্তেন স্বভাবেন **শ্বর**পতঃ সমানানি নিত্যানি চ। দেহগতং তু বৈষ্ম্যং অনিত্যত্বং চ। ততে। (पवामीनि नर्गि कुंजानि উद्मिश्च न माहिकूः ष्ट्रेंगि, न किवल जीपानीन প্রতি॥৩०

## বঙ্গান্থৰাদ—

দেবাদি সমন্ত প্রাণীর দেহ বিনাশশীল হইলেও সকল দেহী সর্বদা অবধ্য এই রূপ ভাবনা করা উচিত। এই জন্ম দেবতা হইতে বৃক্ষাদি স্থাবর পর্যন্ত সমন্ত জীব বিভিন্ন আকারবিশিষ্ট হইলে উপরিউক্ত উহাদের স্বভাব অমুসারে তাহারা সকলেই (তাহাদের আত্মা) স্বরূপতঃ সমান এবং নিত্যবস্তা বিষমতা ও অনিত্যতা ত' কেবল তাহাদের শরীর লইয়াই। অতএব কেবল ভীম প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ পুরুষের জন্ম নয়, দেবাদি কীট পর্যন্ত কোনও জীবের জন্মই তামার শোক করা উচিত নয়।॥৩০॥

# স্বধর্মমপি চাবেক্ষ্য ন বিকম্পিভুমর্ছসি। ধর্ম্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাচ্ছে য়োহন্যুৎ ক্ষত্রিয়ন্ত্র ন বিশ্বতে ॥ ৩১

#### সর্লার্থ-

এইরপে কোন শোক করা উচিত নয় বলিয়া, পূর্বে অর্জ্জুনোক্ত "বেপথুশ্চ শরীরে মে' এইবাক্যে শরীর কম্পনাদিও অঞ্চিত তাহাই বলিতেছেন। (আরও বলি) আরস্ক এই যুদ্ধকে ক্ষত্রিয়ের স্বধর্ম জানিয়া তোমার বিচলিত হওয়া উচিত নয়। কারণ ক্ষত্রিয়ের পক্ষে ধর্মযুদ্ধ অপেকা মঙ্গলজনক আর কিছুই নাই ॥৩১॥ রামান্তর ভাষ্য—

অপি চ ইদং প্রারক্ষং যুদ্ধং প্রাণি-অপি অগ্নিষোমীয়াদিবৎ মারণং স্বধর্মম্ অবেক্ষ্য ন বিকম্পিভুং অর্ছসি। ধর্ম্যাৎ স্থায়তঃ প্রবৃত্তাৎ যুদ্ধাৎ ক্ষত্তিয়স্ত ছি ভৌয়ো "লোর্য্যং ভেজো म किए চাপ্যপলায়নম। যুদ্ধে দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষাত্ৰং স্বভাবজম্॥ \*১ ইতি হি বক্ষ্যতে। অগ্নিষোমীয়াদিষু চ ন হিংসা পশোঃ নিহীনতরচ্ছাগাদিদেহপরিত্যাগ-পূর্বক কল্যাণদেহস্বর্গাদি প্রাপকত্ব-শ্রুতেঃ সংজ্ঞপনস্থ। "ন বেতन्नि, यरम न तियामि (पर्वं। टेरपि স্থগেভিঃ যন্তি: পথিভিঃ যত্ত দেব: স্বকৃতো নাপি সুষ্কৃতন্তত্ত্ৰ হা দধাতু"\*২ ইতি হি জায়তে।

বঙ্গান্তবাদ---

আরো বলি, এই যুদ্ধ, যাহা আরদ্ধ হইরা গিরাছে, যদিও প্রাণীবধের হেডু, তথাপি অগ্নিযোমীয় প্রভৃতি যজ্ঞের স্থায় ভাবিয়া, এই যুদ্ধকে স্বধর্ম মনে করিয়া বিচলিত হওয়া উচিত নয়। কেনুনা শাস্ত্রীয় এবং স্থায়তঃ প্রবুদ্ধ ধর্মযুদ্ধ অপেকা ক্ষত্রিয়ের মঙ্গলন্ধনক কার্য আর কিছু নাই। আগেও (শ্রীভগবান) এই কথাই বলিবেন।

"শোর্য, তেজ, শ্বৃতি, দক্ষতা, মুদ্ধে পলায়ন না করা, দান এবং নিয়মন করা অভাব — ইহাই ক্ষত্রিরের আভাবিক কর্ম" > \*। অগ্লিষোমীয় প্রভৃতি যজ্ঞে পশু-বলি হিংসাত্মক নহে। এই বলিদানে নিহত পশু অভ্যন্ত নিক্কট ছাগল প্রভৃতির শরীর পরিত্যাগপূর্বক কল্যাণময় দেহ এবং অর্গাদি প্রাপ্ত হয়, এই কথা বেদে ক্ষিত হইয়াছে। বেদ বলিয়াছেন যে, "হে পশু এইকর্মের দ্বারা ভূমি নিশ্চয়ই মরিভেছ না, পরস্ক অ্থাম পথে ভূমি দেবলোক প্রাপ্ত হইভেছ, সেই দেবলোকে কেবল পুণ্যবান প্রস্ক্রেরা গমন করেন, পাপীরা যান, না। সবিতাদেব তোমায় সেখানে স্থাপিত কর্মন \* ২।"

<sup>\*</sup>১—গীতা—১৮।৪৩

<sup>\*</sup>২—যজুর্বেদ—৪।৬।৯।৪৬

ইহ চ যুদ্ধে মৃতানাং কল্যাণতর-দেহাদিপ্রাপ্তিঃ উক্তা "বাসাংসি জীর্ণানি" \*৩ ইত্যাদিনা । অতঃ চিকিৎসককর্ম আতুরস্থ ইব জক্ত রক্ষণম্ এব জন্নীযোদিযু সংজ্ঞপনম্ ॥ ৩১ এইস্লেও (গীতা শাস্ত্রেও) 'বাসাংসি জীর্ণানি'\*৩ ইত্যাদি স্লোকে, যাঁহারা যুদ্ধে নিহত হন তাঁহারা অধিকতর কল্যাণময় শরীর প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ইহা বলিয়াছেন। অতএব অগ্নিষোমীয় প্রভৃতি যজ্ঞে পশুর বলিদান, রোগীর রক্ষার নিমিন্ত চিকিৎ-সক্রের অস্ত্রোপচারের জ্ঞায়, সেই পশুর রক্ষার জক্মই। ॥৩১॥

## যদৃচ্ছরা চোপপন্নং স্থর্গদারমপার্তম্। স্থাধিনঃ ক্ষত্রিয়াঃ পার্থ লভন্তে যুদ্ধমীদৃশম্॥ ৩২

#### मत्रनार्थ-

হে পার্থ, স্বর্গপ্রাপ্তির উপায়রূপ এইরূপ যুদ্ধের অ্যাচিতভাবে প্রাপ্তি কেবলমাত্র
পুণ্যবান ক্ষত্রিয়ের ভাগ্যেই ঘটিয়া থাকে, অর্থাৎ তোমার ভাগ্যগুণে এইরূপ মহাকল্যাণকর যুদ্ধ অ্যাচিতভাবে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে অতএব জোমার বিচলিত
হওয়া উচিত নয় ॥৩২॥

## রামান্তুজ ভাষ্য

অষত্বোপনতৃষ্ ইদৃষ্ নিরতিশয়-কুখোপায়ভূতং নির্বিদ্ধং ঈদৃশং যুদ্ধং কুখিনঃ পুণ্যবন্তঃ ক্ষত্তিয়া লভন্তে।

#### বঙ্গান্তবাদ—

অথাচিতভাবে এবং অক্লেশে আগভ এইরূপ নিবিদ্ন নিরতিশয় স্থথের উপায়রূপ এই যুদ্ধ স্থী এবং পৃণ্যবান ক্ষত্রিয়ই লাভ করিয়া থাকেন। ॥৩২॥ অথ চেত্বনিমং ধর্ম্যং সংগ্রামং ন করিয়াসি।
ততঃ স্বধর্মাং কীর্ত্তিং চ হিত্বা পাপমবাক্ষ্যসি॥ ৩৩
অকীর্ত্তিঞ্চাপি ভূতানি কথমিয়ান্তি তেইব্যমাম্।
সম্ভাবিতস্থ চাকীর্ত্তির্মরণাদতিরিচ্যতে॥ ৩৪
ভয়াদ্রপাত্মপরতং মংস্তত্তে ত্বাং মহারথাঃ।
যেষাঞ্চ ত্বং বহুমতো ভূত্বা যাস্থাসি লাঘবম্॥ ৩৫
অবাচ্যবাদাংশ্চ বহুন্ বদিয়ান্তি তবাহিতাঃ।
নিশ্বন্তম্ভব সামর্থ্যং ততো তঃখতরম্ কু কিম্॥ ৩৬

সরলার্থ-

আবার পক্ষান্তরে দেখ, তুমি যদি ক্ষত্রিয় হইয়া এইয়প ধর্মযুদ্ধ না কর, তাহা হইলে ক্ষত্রিয়োচিত স্বর্ণাশ্রমোচিত ধর্ম এবং যশ হারাইয়া পাপের ভাগী হইবে, এবং ইহা ছাড়াও সমস্ত লোকই চিরদিনই তোমার অযশ রটাইবে। তোমার মত প্রতিষ্ঠিত পুরুষের পক্ষে এইয়প অযশ মরণের অপেক্ষা অধিকতর ক্লেশকর। ছুর্যোধন প্রভৃতি মহারথীগণ ভাবিবে যে তুমি ভয় পাইয়া যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইয়াছ। এতদিন যে সমস্ত বীরগণের কাছে তুমি অত্যন্ত মাননীয় ছিলে, এঘন তুমি তাহাদের কাছেই তুট্ছ বিলয়া গণ্য হইবে। তোমার অহিতাকান্ধী এই শক্ররা তোমায় ছুর্বল মনে করিয়া বছ অকথ্য ভাষায় তোমার নিন্দা করিবে। এইয়প নিন্দা হইতে অধিক ছঃখের বিষয় আর কি থাকিতে পারে ? ॥৩৩—৩৬॥

রামান্তজভায্য-

তথে ক্ষত্তিয়স্ত স্বধর্মভূতং ইনং
তারবাং সংগ্রামং মোহাৎ তাজানাৎ
ন করিয়সি চেৎ ততঃ প্রারক্ষ্য
ধর্মস্তাকরণাৎ স্বধর্মফলং নিরতিশয়স্থাং বিজয়েন নিরতিশয়াং কীর্ত্তিং
চ হিত্বা পাপং নিরতিশয়ং
তাবাক্ষ্যসি॥৩৩

বঙ্গানুবাদ—

আবার দেখ, ক্ষত্রিয়ের (বর্ণাশ্রমোচিত)
অধর্মরূপ এই প্রারন্ধ যুদ্ধ, মোহ এবং
অজ্ঞানের বশে, তুমি যদি না কর তবে এই
প্রারন্ধ ধর্মের সম্পাদন না করার জন্ম তুমি
অধর্ম পালনের ফলস্বরূপ নিরতিশয় স্বথ
এবং যুদ্ধ বিজয়রূপ নিরতিশয় কীতি
হারাইয়া অত্যন্ত পাপেরই ভাগী হইবে।

#### রামানুজভাষ্য—

ন কেবলং নিরতিশয়স্থখকীত্তিহানিমাত্রং "পার্থো যুদ্ধে প্রারব্বে
পলায়িত" ইতি অব্যয়াং সর্বদেশকালব্যাপিনীং অকীর্ত্তিং চ সমর্থানি
অসমর্থানি সর্বাণি ভূতানি কথায়যুন্তি। ততঃ কিম্ ইতি চেৎ—
শোর্যারীর্য্যপরাক্রমাদিভিঃ সর্বসম্ভাবিতস্থ তিরিপর্যায়জাহি অকীর্ত্তিঃ
মরণাৎ অতিরিচ্যতে। এবং বিধায়া
অকীর্ত্তেঃ মরণং এব তব শ্রেয়ঃ
ইত্যর্থঃ ॥৩৪

বন্ধুমেহাৎ কারুণ্যাৎ চ যুদ্ধাৎ ।
নির্ত্তম্য শুরস্থ মন অকীত্তিঃ কথং
আগমিয়তি ইতি অত্ত আহ—
যেষাং কর্ণছর্যোধনাদীনাং মহারথানাং
ইতঃপূর্বং দ্বং শুরো বৈরী ইতি বহুমতো ভূদ্ধা ইদানীং যুদ্ধে সমুপস্থিতে
নির্ত্তব্যাপারতরা লাঘবং স্কুগ্রহতাং
যাম্মদাৎ উপরতং মংস্যন্তে। শুরাণাং
হি বৈরিণাং শক্রভয়াৎ ঋতে বন্ধুস্কোণিত ॥৩৫

## বঙ্গানুবাদ—

কেবল যে নিরতিশয় স্থথ এবং কীর্তির হানি ছইবে তাহাই নহে, উপরস্ত উপরস্ত উপরস্ত অনুপযুক্ত সব লোকেরাই, 'যুদ্ধ আরম্ভ হইবামাত্র অজ্জুন পলায়ণ করি-য়াছে' এইরূপ চিরস্থায়ী সর্বদেশ ও সর্বকাল-ব্যাপী তোমার অকীর্তিও ঘোষণা করিবে। যেদি বল যে) তাহাতে কি আসে যায়—(তবেবলি) শৌর্য, বীর্য, পরাক্রম প্রভৃতি সর্ব সন্মানভূবিত পুরুবের পক্ষে সেই শৌর্যাদির অকীর্তি মৃত্যু অপেক্ষাও অধিক, অর্থাৎ এইরূপ অকীর্তি অপেক্ষা তোমার মরণই মঞ্চল। ॥৩৪॥

বন্ধুর প্রতি সেহ এবং করণা-পরবশ হইয়া আমি যুদ্ধ হইতে বিরত হইয়াছি, অতএব আমার মত বীরের অকীর্তি কেন হইবে ? তাহার উন্তরে বলিতেছেন—কর্ণ, ছর্মোধন প্রভৃতি যে সকল মহারথীদের দ্বারা তুমি তাহাদের 'বীর শক্র বলিয়া ইতিপুর্বে বহুরূপে সম্মানিত হইতে, এখন এই উপস্থিত যুদ্ধ হইতে তুমি যদি বিরত হও, তবে সহজেই তাহাদের নিকট তুচ্ছ হইয়া যাইবে। সেই সব মহারথী ভাবিবে যে তুমি ভয় পাইয়া যুদ্ধ হইতে বিরত হইয়াছ। কেননা বীর বৈরীগণ যে শক্রর ভয় ব্যতীত কেবল বন্ধু-স্নেহের জন্ম যুদ্ধ হইতে বিরত হয় তাহা সম্ভব হয় না।॥৩৫॥

কিং চ---

শূরাণাং অম্মাকং সন্নিধী কথম্ অয়ং পার্থঃ কণমপি স্থাতুং শকুয়াৎ অম্মৎসন্নিধানাৎ অন্তত্ত্ত হি অস্থ সামর্থ্যঃ; ইতি তব সামর্থ্যঃ নিন্দন্তঃ শূরাণাম্ অত্যে অবাচ্যবাদান্ চ বছুন্ বদিয়ান্তি তব শত্ত্বঃ ধার্ত্ত-রাষ্ট্রাঃ। ততঃ অধিকতরং দুঃখং কিং তব ? এবংবিধাবাচ্য প্রাবণাৎ মরণং এব প্রোরঃ, ইতি তং এব মন্তাসে॥৩৬

এত দ্বাতীত আনাদের মত বীরের
সন্মুথে 'এই পার্থের এক মৃহর্জও দাঁড়াইবার
শক্তি নাই, আনাদের নিকট হইতে অন্তস্থানেই কেবল ইহার সামর্থ্যের গর্ব", এই
প্রকারে তোমার শক্তি ও বীর্যের নিন্দা
করিয়া তোমার শক্তি ও বীর্যের নিন্দা
করিয়া তোমার শক্ত ধৃতরাষ্ট্রপ্তেরা সমস্ত
যোদ্ধার সন্মুথে বহু অকথ্য ভাষায় তোমকে
ব্যক্ষা করিবে। তোমার পক্ষে ইহার
অপেক্ষা অধিক ছঃথের কথা আর কি
আছে ? এইরূপ নিন্দা শ্রবণ অপেক্ষা
মৃত্যুই যে শ্রেয় তাহা তোমার মনে
হইবে॥ ৬॥

# হতো বা প্রাঞ্জ্যাস স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্। তম্মাত্বন্তির্গ কৌন্তের যুদ্ধার কৃতনিশ্চরঃ॥৩৭॥

সরলার্থ-

যুদ্ধ না করিলে কি ক্ষতি তাহা বলিয়া এখন "যাহা আমার পক্ষে সঠিক শেষঃ তাহাই বল" x ১ অজ্জুনির এই মূল প্রধানে উত্তরে উপদেশ দিতেছেন।

হে অর্জ্বন, যদি তুমি এই ধর্মযুদ্ধে নিহতও হও তাহা হইলে ফলাভিসন্ধিরহিত এই ধর্মযুদ্ধে নিহত হইরা নিরতিশর স্থাভোগ্য মোকলাভ করিবে আর যদি যুদ্ধে জয়ী হও তবে এই পৃথিবীর অধীশ্বর হইয়া রাজ্যভোগ করিবে অত এব উভয়পকেই সঙ্গল জানিয়া যুদ্ধ করিতে কৃতনিশ্চয় হইয়া উঠিয়া দাঁড়াও।

ইতিপুর্বে শ্লোকগুলিতে দেহতত্ত্ব ও আজতত্ত্ব উপদেশ দিয়া অতঃপর শ্লোকগুলিতে
মুমুকু ব্যক্তির কিরূপ বুদ্ধি অবলম্বনপূর্বক ফল।ভিসন্ধি রহিত হইয়া কর্ম করিলে মোক্ষলাভ
হয় তাহার উপদেশ দিতেছেন। অতএব এই শ্লোকটি উভয়বিধ উপদেশের সেতুস্বরূপ ॥৩৭॥

<sup>×</sup> ১---গীতা ২-৭

রামানুজ্ভাগ্য-

তাতঃ শূরস্থা আত্মনা পরেষাং হননং
তাত্মনো বা পরিঃ হননম্ উভয়য়্
তাপি শ্রেমসে ভবতি ইতি আহ--ধর্মমুদ্ধে পরিঃ হতঃ চেৎ, তত
এব পরমণিঃশ্রেমসং প্রাক্ষ্যিস;
পরান্ বা হত্মা তাকণ্টকং রাজ্যং
ভোক্যসে। তানভিসংহিতফলস্থা
যুদ্ধাখ্যস্থা ধর্মস্থা পরমণিংশ্রেমসোপায়ত্বাৎ, তৎ চ পরমণি শ্রেমসং
প্রাপ্তার্মসান্ত তত্মাদ্ যুদ্ধায় উত্যোগঃ
পরমপুরুষার্থলক্ষণনোক্ষসাধনম্
ইতি নিশ্চিত্য তদর্থম্ উত্তিপ্ত।
কুত্তীপুত্রস্থা তব এতৎ এব যুক্তম্
ইতি অভিপ্রায়ঃ ॥৩৭

#### বঙ্গান্থবাদ—

অতএব বীরের পক্ষে যুদ্ধে নিজে শত্রুকে নিহত করা অথবা শত্রুদ্বারা নিহত হওয়া উভয়ই যে শ্রেমস্কর ইহাই বলিতেছেন।

ধর্গযুদ্ধে তুমি যদি অপরের দ্বারা নিহত
হও তাহা হইলে তুমি পরম কল্যাণ লাভ
করিবে। অথবা শত্রুকে নিহত করিয়া
যুদ্ধ জয় করিলে নিদ্ধক রাজ্য ভোগ
করিবে। ফলাভিসন্ধিরহিত যুদ্ধরূপী
নিদামকর্ম পরম কল্যাণ প্রাপ্তির উপায়,
তুমি সেই পরম কল্যাণ লাভ করিবে।
অতএর যুদ্ধের জয় উল্ছোগ করা যে পরম
পুরুনার্থরাপ মোক্ষেরই সাধন বা উপায়
তাহা নিশ্চম করিয়া যুদ্ধ করিবার জ্ঞা
উঠিয়া দাঁড়াও। এই শ্লোকে কৌস্তের্ম
বলিবার তাৎপর্য এই যে, তুমি কুন্তীর পুত্র,
তোমার প্রেক মোক্ষমাধনরূপ এই ধর্মযুদ্ধ
করাই কর্তন্য ॥৬৭॥

স্থখন্থংখে সমে কথা লাভালাভো জয়াগ্ৰয়ো। ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্থ নৈবং পাপমবাঞ্চ্যসি॥ ৩৮

সরলার্থ-

(হে অজ্জুন) বৃদ্ধে জয় পরাজয় তজ্জান্ত রাজ্যলাভ বা রাজ্যনাশ এবং তজ্জান্ত স্থ বা ছংখ প্রকৃতপক্ষে উভয়ই তুলা এইরূপ দৃঢ়বৃদ্ধি করিয়া অর্থাৎ ফলাভিসন্ধি রহিত হইয়া বৃদ্ধে প্রবৃত্ত হও। এইরূপ নিদ্ধামভাবে বৃদ্ধ করিলে ছংখসাগররূপ সংসারভোগ করিতে হইবে না অর্থাৎ সংসার হইতে বিমৃক্ত হইবে। ॥৩৮॥

## রামান্থজভাষ্য—

মুমুক্ষোঃ যুদ্ধানুষ্ঠানপ্রকারং আছ—
এবং দেহাতিরিক্তং অস্পৃষ্টসমন্তদেহস্বভাবং নিত্যং আত্মানং জ্ঞাত্বা
যুদ্ধে চ অবর্জ নীয়শস্ত্রপাতাদিনিমিত্ত স্থুখত্বঃখার্থ লাভালাভ জয়পরাজয়েষু অবিকৃত বুদ্ধিঃ স্বর্গাদিফলাভিসন্ধিরহিতঃ কেবল কার্য্যবৃদ্ধ্যা
যুদ্ধম্ আরভস্ব। এবং কুর্বাণো ন
পাপং অবাপ্স্যাসি পাপং ত্রঃখরূপং
সংসারং ন অবাপ্স্যাসি। সংসারবন্ধাৎ
মোক্ষ্যুসে ইত্যুর্থঃ ॥ও৮॥

#### নঙ্গান্থবাদ—

মৃক্তিকামী পুরুষ কি রীতি বা কিরপ বৃদ্ধি অবলম্বন করিয়া যুদ্ধ করিবে তাহাই বলিতেছেন।

আত্মা যে দেহ হইতে ভিন্ন বস্তু দেহের
সমস্ত স্বভাবের সহিত সর্বপ্রকার সম্পর্ক
শৃত্য এবং নিত্যবস্তু তাহা জানিয়া, যুদ্ধে
অস্ত্রপাতজনিত অবশ্যজাবি স্বথহঃখ রাজ্যধন প্রভৃতি বস্তুর লাভ বা হানি ও জয়
পরাজয় এই সমস্ত অবস্থাতেই বিকাররহিত হইয়া এবং স্বর্গলাভ প্রভৃতি ফলাভিসন্ধি রহিত হইয়া কেবলমাত্র কর্ত্বরুদ্ধি
করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। এইরূপ করিলে
তোমায় পাপস্পর্শ করিবে না। অর্থাৎ
তুঃখরূপ সংসার প্রাপ্ত হইবে না, সংসার
বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিবে। । ৩৮॥

# এযা তেইভিহিত। সাংখ্যে বুদ্ধির্যোগে ত্বিমাং শৃণু। বুদ্ধ্যা যুক্তো যয়া পার্থ কর্মবন্ধং প্রহাস্থসি ॥ ৩৯

## সরলার্থ-

আত্মবস্তুর যথায়থ তত্ত্ব উপদেশ দিয়া এখন তৎজ্ঞানপূর্বক মোক্ষের উপায়ভূত কর্ম-যোগের উপদেশ আরম্ভ করিতেছেন :—

হে অজ্জুন, এতাবৎ পর্যান্ত তোনায় আত্মতত্ত্ব বিষয়ক জ্ঞান উপদেশ দিলাম। এখন বৈদ্ধপ বৃদ্ধি অবলম্বন করিয়া কর্মামুষ্ঠান করিলে ( কর্মজনিত ) সংসারবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করা যায় তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। ॥৩৯॥

## রামানুজভায্য---

এবং আত্মযাথাত্ম্যজ্ঞানং উপদিশ্য তৎপূর্বকং মোক্ষসাধনভূতং কর্ম-যোগং বক্তুং আরভতে—

## বঙ্গান্ত্বাদ—

এইরূপে আত্মস্বরূপের যথার্থ জ্ঞানের উপদেশ করিয়া অতঃপর মোক্ষের উপায়স্বরূপ কর্মযোগের উপদেশ আরম্ভ করিতেছেন— সাংখ্য বুদ্ধিঃ, বুদ্ধ্যাবধারণীয়ন্
আত্মতত্ত্বং সাখ্যম্। জ্ঞাতব্যে আত্মতত্ত্বে তৎজ্ঞানায় যা বুদ্ধিঃ অভিধেয়া
'নডেবাহং'×১ ইত্যারভ্য 'তক্মাৎ
স্বাণি ভূতানি'×২ ইত্যন্তেন সা
এষা অভিহিতা।

আত্মজানপূর্বক মোক্ষসাধনভূত কর্মানুষ্ঠানে যো বুদ্ধিযোগো বক্তব্যঃ, স ইহ যোগশব্দেন উচ্যতে। 'দূরেণ ছবরং কর্ম বুদ্ধি যোগাৎ' × ৩ ইতি হি বক্ষ্যতে।

তত্র যোগে যা বুদ্ধিঃ বক্তব্যা ভাং ইমান্ অভিধীয়মানাং শৃণু, যথা বুদ্ধ্যা যুক্তঃ কর্মবন্ধং প্রহাস্থসি। কর্মণা বন্ধঃ সংসারবন্ধ ইভ্যর্থঃ ॥৩৯॥

वृक्षित नाग माश्या, वृक्षित, দারা অবধারণীয় আত্মতত্ত্ব তাহাকে ্য সাংখ্য বলে। জ্ঞাতব্য আত্মতত্বিবয়ে দৃঢ়ধারণা করিবার জন্ম যেরূপ বুদ্ধির প্রয়োজন, তাহা 'নজেবাহং' হইতে আরম্ভ করিয়া 'তত্মাৎ সর্বানিভূতানি' এই শ্লোক পর্য্যন্ত বলা হইয়াছে। এখন মোক্ষের উপায়রূপ এই আত্মজ্ঞানের সহিত কর্মানু-क्षात्नत ज्ञा ए वृक्षि वृखित विषय वला আবশ্যক তাহাই এখানে 'বুদ্ধিযোগ' শক্তের অর্থ কেননা 'দূরেণ অবরং কর্ম বুদ্ধি ्यागार यनक्षय" लात वहे स्थारक अर्थ স্পাষ্ট করা হাইয়াছে।

এই 'বুদ্ধিযোগের বিষয় যেরূপ বৃদ্ধি
হওয়া কর্ত্তব্য এবং যে বৃদ্ধি লাভ করিয়া
তুমি কর্মের বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে
পারিবৈ, জ্ঞাতব্য সেই বৃদ্ধির বিষয়
শ্রবণ কর । কর্মের দারা (কর্মফল
ভোগের জন্ম) যে বন্ধন তাহাই কর্মবন্ধন।
অতএব কর্মবন্ধন মানে সংসারবন্ধন। ॥৩৯॥

<sup>×</sup> ১—গীতা ২-১২

<sup>×</sup> ২—গীতা ২-৩০

x ৩ – গীতা ২-৪৯

# নেহাভিক্রমনাশোহস্তি প্রত্যবায়ো ন বিছতে। স্বল্পমপ্যস্থ ধর্মস্থ ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ॥ ৪০

সরলার্থ-

এইরূপ বুদ্ধিযুক্ত কর্মের মাহাত্ম্য বলিতেছেন:-

এইরূপ বুদ্ধিযুক্ত কর্মে কোন অংশই বৃথায় যায় না। আরম্ভমাত্র হইলেও এই কর্মের নিস্ফলত্বরূপ বাধা হয় না। কেন না কর্মযোগরূপ এই ধর্মের অল্পমাত্র অহুষ্টিত হইলেও ইহা সংসাররূপী মহাভয় হইতে রক্ষা করে। ॥৪০॥

রামানুজভায্য—

বক্ষ্যমাণবুদ্ধিযুক্তস্ত কর্মণো মাহা-স্থ্যুম্ আহ---

ইহ কর্মযোগে ন অভিক্রমনাশঃ
অস্তি। অভিক্রম আরম্ভঃ নাশঃ
ফলসাধনভাবনাশঃ আরম্বস্থ
অসমাপ্তস্থ বিচ্ছিম্মস্থ অপি ন নিক্ষলত্ত্বম্। আরম্বস্থ বিচ্ছেদে প্রত্যবায়ঃ
অপি ন বিভাতে। অস্থ্য কর্মযোগাখ্যস্থ স্বধর্মস্থ স্বল্পাংশঃ অপি মহতো
ভয়াৎ সংসারভয়াৎ ত্রায়তে।

তায়ং ভার্যঃ---'পার্থ নৈবেহ নামুত্র বিনাশস্তব্য বিভাতে' × ১ ইতি উত্তরত্র প্রপঞ্চয়িয়াতে।

জুন্মানি হি লোকিকানি বৈদিকানি
চ সাধনানি বিচ্ছিন্নানি ন হি ফলপ্রস্বায় ভবন্তি, প্রত্যবায়ায় চ
ভবন্তি ॥৪০॥

বঙ্গান্তবাদ—

এইরূপ বুদ্ধিযুক্ত কর্ম যাহা অতঃপর উপদেশ দেওয়া হইবে তাহার মহিমা বলিতেছেন—

এই কর্মযোগের অভিক্রমের নাশ নাই।
অভিক্রম অর্থাৎ আরম্ভ, নাশ মানে ফলসাধনের নাশ বা অসমর্থতারূপ নিস্ফলম্ভ।
এই কর্ম (কর্মযোগ) যদি একবার আরম্ভ
হইরা সমাপ্ত হইবার পুর্বেই খণ্ডিত হইরা
যায়, তাহা হইলেও (অনুষ্ঠাতার) কোনও
হানি হয় না অর্থাৎ ততটুকু কর্মও নিস্ফল
হয় না। এই কর্মযোগরূপ স্বধর্মের অতি
অল্প অংশও মহাভয় হইতে (সংসার ভয়
হইতে) পরিত্রাণ করে। এই ক্থাই
অতঃপর 'পার্থ নৈবেহ নামুত্র বিনাশস্তম্ভ
বিভতে' (৬ অধ্যায়ে) বিস্তৃতরূপে বলিবেন।

অন্যান্ত লৌকিক বা বৈদিক (সকাম)
কর্মের অনুষ্ঠান অসমাপ্ত রহিয়া গেলে ফলদায়ক হয় না, পরস্ত কর্মযোগের অন্তর্ভু ক্র
এই অসমাপ্ত নিদ্ধাম কর্ম প্রত্যবায় বা
অনিষ্টের কারণ হয়॥৪০॥

<sup>×</sup> ১---গীতা ৬।৪০

# ব্যবসায়াত্মিকা বৃদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন। বহুশাখা হুনন্তাশ্চ বৃদ্ধয়োহব্যবসায়িনাম্॥ ৪১

সরলার্থ—

সকাম, কর্মবিষয়ক বুদ্ধি অপেক্ষা মোক্ষের উপায়ভূত (নিদ্ধাম) কর্মবিষয়কবুদ্ধির, বিশিষ্টতা প্রদর্শন করাইতেছেনঃ—

হে কুরুনন্দন অর্জ্জুন, মোক্ষসাধনরূপ এই কর্মের (কর্মযোগের) অনুষ্ঠানকালে সাধকের মাত্র একইপ্রকার স্থাচ় বৃদ্ধি হইরা থাকে—অর্থাৎ প্রকৃত আত্মতত্ত্বের প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস রাখিয়া অক্স নিকাম কর্মরূপ কর্মযোগই মোক্ষলাতের উপায় এই একমাত্র বৃদ্ধি স্থনিশ্চিত করিয়া সাধক কর্মের (কর্মযোগের) অনুষ্ঠান করেন।

আত্মস্বরূপের বিষয় যাহাদের বৃদ্ধি বা বিশ্বাস দৃঢ় হয় নাই তাহাদের বৃদ্ধি ধনধান্ত পুত্রকলত্র যশ প্রভৃতি অনস্ত কাম্য বিষয়ে অভিনিবিষ্ট এবং একই কর্মে বহুপ্রকার ফলাকাজ্ফারূপ শাখাযুক্ত হইয়া থাকে। অভিপ্রায় এই যে, সকাম কর্ম অগেক্ষা নোক্ষপ্রাপ্তির উপায়রূপী নিদ্ধাম কর্মযোগ শ্রেষ্ঠ। ॥৪১॥

## রামান্ত্রজভায্য—

কান্যকর্মবিষয়ায়৷ বুদ্ধেঃ মোক্ষ-সাধনভূত কর্মবিষয়াং বৃদ্ধিং বিশিনষ্টি—

ইহ শান্ত্রীয়ে সর্বন্ধীয়ন্ কর্মণি ব্যবসায়াত্মিকা বৃদ্ধি: একা। মুমুক্ষুণা অনুষ্ঠেয়ে কর্মণি বৃদ্ধি: ব্যবসায়াত্মিকা বৃদ্ধি:। ব্যবসায়ো নিশ্চয়ঃ, সাহি বৃদ্ধি: আত্মযাথাত্ম্যনিশ্চয়পূর্বিকা। কাম্যকর্ম বিষয়া তু বৃদ্ধি: অব্যবসায়া ত্মিকা। তত্র হি কামাধিকারে

## বঙ্গান্তুবাদ—

কান্যকর্মবিষয়ক বুদ্ধি অপেক্ষা নোক্ষ-লাভের উপায়ত্মপ (নিদ্বাম) কর্মবিষয়ক বুদ্ধির বিশিষ্টতা বা মহিমা দেখাইতেছেন।

শাস্ত্রবিহিত এই সকল যাবৎ কর্মেই
নিশ্চরাত্মিকাবৃদ্ধি মাত্র একটি আছে। মুমুক্ষ্
ব্যক্তিরা একটিমাত্র বৃদ্ধি অবলম্বন করিয়া
সনস্ত কর্ম করিতে থাকেন সেই বৃদ্ধিকেই
'ব্যবসায়াত্মিকা বৃদ্ধি' বলা হয়। 'ব্যবসায়'
কথার অর্থ 'নিশ্চয়', আত্মস্তরপুর যথার্থ
জ্ঞান বিষয়ে দৃঢ়তা হইলে তৎপরে কর্মবিষয়ে এই নিশ্চরাত্মিকাবৃদ্ধি উৎপন্ন হয়।
কিন্তু কাম্য কর্ম্মবিষয়ক বৃদ্ধি অব্যবশ্
সায়াত্মিকা অর্থাৎ সর্বত্র একই ফলের

দেহাৎ অতিরিক্তাত্মান্তিত্বমান্তং অপেক্ষিতং, ন আত্মন্ত্রপ্রথাত্মান্ত নিশ্চয়ঃ ; স্বরূপযাথাত্ম্যানিশ্চয়ে অপি স্বর্গাদিকলাথিত্ব-তৎসাধনাত্ম-ঠান-তৎকলাত্মভবানাং সম্ববাৎ অবিরোধাৎ চ।

সা ইয়ং ব্যবসায়াত্মিকা বৃদ্ধিঃ একফলসাধনবিষয়ভয়া वकरेना बाक्रकमात्र हि मुगुरकाः नर्वाण कर्वाण विधीयरख। শান্তার্থস্থ একত্বাৎ সর্বকর্মবিষয়া যথা একফল-বৃদ্ধিঃ একা এব। আগ্রেয়াদীনাং स्रा সাধনভয়া সেভিকৰ্ত্ব্যভাকানান্ একশাল্লাৰ্থতয়া **उचित्रा वृद्धिः এकां, उद्दर्श हे** उर्थः। जनामनाः जू चर्राश्वभवद्यापि-কলসাধনকৰাধিকভানাং বৃদ্ধঃ ফলা-নন্ত্যাৰ্ অনন্তাঃ ; ভত্তাপি বহুণাখাঃ।

উদেখ্যে দৃঢ় নহে। কারণ বাবৎ कागा कर्यत अधिकातीत (प्रद्त वरः) **(मर रेट्रेंट जिझे वर्ज आर्ज़ीत (क्वेनगांज** অতিছের জ্ঞান আবশুক, আত্মস্বরূপের यथार्थ छाटन मृह्छात आवश्चक्छा नाहै। কেননা আত্মস্বরূপ জ্ঞানের এই দৃঢ়ভা না थाकिरमञ्ज वर्गानिकरमत कामना, सिह फनमार्ज्य क्षेत्र विविध कर्मत व्यक्तान **এবং সেই नक्ष ফলের অমুভব সমন্তই সম্ভব इहेट्ड शाद्य, व विषया भारत कानल** विद्राध नाहे। किन्न এहे त्य व्यवनात्रा-জ্বিকাবৃদ্ধি हेश अक्गांव कननारखत (মোক লাভের) উদ্দেশ্তে অমুটিত হয় वित्रा नर्व अञ्चल्लाराई धक्दे। त्याक-লাভরপ একটিমাত্র ফলের অক্সই মুমুকু-वाकि मगछ कर्म कतिया थाटकन। अछ्येव শান্তের উদ্দেশ্ত (মোক্ষসাধন) সর্বত্ত এক বলিয়া এই (ব্যবসায়াত্মিকা) বৃদ্ধি সমন্ত कर्मा युक्त थाकित्न अ कन जः देश अकि মাত্রই। যেমন একই ফল লাভের জন্ম করণীয় আগ্নের প্রভৃতি ছয় প্রকার কর্ম भारत এकंटे উদ্দেশ্যে ক্ষিত হইয়াছে विनया এই विভिन्न कर्यविषयकवृष्टि अकि याळ हश, यूय्कूत व्यवनाशांत्रका वृक्ति म्हिक्न (ममल कर्मारे अक्माल छेट्न এবং বৃদ্ধিবৃত্তি মোকলাড)। কিউ বর্গ, পুত্র, পন্ত, অর প্রভৃতি ভির ভির ফল काट्जत जम्म बाहाता कर्म कट्तम महे অব্যবসায়ীদের বৃদ্ধি অনন্ত, কেননা ভাইারা

একদৈয় চোদিতে ফলায় मर्मभूर्वभागारमी कर्म नि ' আয়,-রাশান্তে স্থপ্রজন্তমাশান্তে' ইত্যাদি অবগত অবান্তর ফলভেদেন বন্ত-শাখাত্বং চ বিছতে। অতঃ অব্যব-मात्रिनाः वृद्धग्नः जनना वहमाथान्छ। এতছুক্তং ভবতি — নিত্যেষু देनिमिखिदकस् कर्मञ्च व्यथानकलानि অবান্তরফলানি চ যানি শ্রেমাণানি তানি স্বাণি পরিত্যজ্য নোক্ষৈক-ফলতয়া সর্বাণি কর্মাণি একশাস্তার্থ-তম্না অনুষ্ঠেয়ানি।

কাম্যানি চ স্ববর্ণাপ্রমোচিতানি

ওপ্তথ্যকানি পরিত্যজ্য মোক্ষফল
সাধনতয়া নিত্যনৈমিত্তিকঃ একী
কৃত্য যথাবলম্ অনুষ্ঠেয়ানি ইতি

অনম্প্রকার ফল লাভের উদ্দেশ্যে. ভিন্ন ভিন্ন কর্ম করিয়া থাকেন – এই বুদ্ধি আবার প্রত্যেক কর্মে বহু শাখাযুক্ত হয়। একটিমাত্র (মুখ্য) ফল লাভের উদেশ্যে আরম্ভ হইলেও দশপুর্ণমাস 'দীর্ঘায়ুর প্রভৃতি কর্মে স্থনর সন্তানের কামনা করিয়া থাকে এইরূপ বহুপ্রকার অবান্তর বা গৌণ ফলের উদ্দেশ্বও দেখা যায়। অতএব এই (কাম্য-কু ম্বিষয়ক) বুদ্ধি আবার একই কর্মে বহু-শাখাযুক্ত হয়। স্নতরাং অব্যবসায়ী পুরুষের বুদ্ধি অনন্ত এবং বহুশাখাযুক্ত হয়।

অভিপ্রায় এই যে, নিত্য এবং নৈমিতিক কর্মে প্রধান (মুখ্য) এবং অবাস্তর
(গৌণ) যে সকল ফল শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে
কেবলমাত্র সেই সমস্ত (ভিন্ন ভিন্ন) ফলের
কথা না ভাবিয়া (ইহারা সব মুখ্য ফলের
সহায়কমাত্রই\* এই ভাবিয়া) কেবল
মোক্ষলাভরূপ (মুখ্য) ফলই শাস্ত্রের একমাত্র অভিপ্রায় এই জানিয়া, সমস্ত কর্মের
অম্প্রান কর্ত্র্ব্য। নিজ নিজ বর্ণাশ্রমোচিত যে সব কাম্যকর্ম তাহাতে তত্তৎ ফলাকাজ্ফা পরিত্যাগ করিয়া এই সমস্ত কর্মই
মোক্ষফলদানে সামর্থ্যকুত্র বলিয়া সমস্ত
কর্মেই একত্ব ভাবনা করিয়া, তাহাদের
যথাশক্তি অম্প্রান করা কর্ব্য় ॥৪১॥

118311

<sup>\*</sup> সহায়ক—নিত্য নৈমিন্তিক শান্ত্রীয় নিদ্ধান্য কর্মদারা অনিষ্ট নিবৃত্তি হইয়া অন্তঃকরণ শুদ্ধ হয়। এই শুদ্ধ অন্তঃকরণ আবার জ্ঞান ও বৈরাগ্যের উদ্দের অন্তক্ষ্ এবং মোক্ষলাভের সহায়ক।

903100

さりいを呼ばらる。

যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ। বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদন্তীতি বাদিনঃ॥ ৪২ কামাত্মানঃ স্বৰ্গপরা জন্মকর্মফলপ্রদাম । ক্রিয়াবিশেষবছলাং ভোগৈখর্য্যগতিং প্রতি ॥৪৩ ভোগৈশ্ব্যপ্রসক্তানাং তয়াপহ্বতচেতসাম্। ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি সমাধো ন বিধীয়তে ॥৪৪

সরলার্থ—

এই তিনটি শ্লোকে কাম্যকর্মের নিন্দা করিতেছেন :--

(ह व्यर्क्जून, याहाता त्रापत वह कागाकर्यक्रनात्म वात्रक कामनायुक वर्गनतायन, যাহারা বলিয়া থাকেন যে, স্বর্গভোগাদি হইতে অধিক স্থু আর নাই, এইরূপ অল্পজ্ঞ মহুষ্যেরা, ভোগৈশ্ব্য লাভের উপায়রূপ, আপাত রমণীয় পুনর্জনারূপ কর্মফলদায়ী এবং ( যজ্ঞাদি ) বহুক্রিয়াযুক্ত স্বর্গাদি ফলশ্রুতি প্রমাণস্চক যে সকল ( বেদের ) বাক্য বলিয়া থাকেন ; ঐ সকল রমণীয় বাক্যদারা বিমৃচ্চিত্ত অতএব ভোগ ও ঐশ্ব্যে অত্যন্ত আসক এই ব্যক্তিদের মনে ( পূর্বশ্লোকবর্ণিত ) ব্যবসায়াত্মিকা বৃদ্ধি উৎপন্ন হয়। ভাৎপর্য্য এই বে, মুমুকু ব্যক্তিদের কাম্যকর্মে আসক্ত হওয়া উচিত নয়। ॥৪২—৪৪॥ [中學]

রামান্তুজ ভাষ্য--

অথ কাম্যকর্যাধিকৃতান্ নিন্দতি---যাম্ ইমাং পুষ্পিতাং পুষ্পমাত্রফলাং আপাতর্মণীয়াং বাচং অবিপশ্চিতঃ অল্পজা ভোগৈশ্বর্যগতিং প্রতি বর্ত্তমানাং প্রবদন্তি, বেদবাদরতাঃ त्वरम्यू (य ऋशीं किकनवीं की সক্তাঃ নাশ্যুৎ অস্তি ইতি বাদিনঃ তৎসঙ্গাতিরেকেণ স্বর্গাদেঃ অধিকং ফলং ন অন্তৎ অস্তি ইতি বৃদত্তঃ।

বঙ্গান্তবাদ---

অতঃপর কাম্যকর্মের অধিকারীদিগকে নিন্দা করিতেছেন—

(वर्तत वर्गा किक्न था शिक्र प रक्र क्यां व আপাতরমণীয় (কিন্তু অনিত্য অল্লফলযুক) বাক্যগুলি প্রামাণিক স্থির করিয়া তাহাতে অস্রক্ত অজ্ঞানী অল্পজ্ঞ পুরুষেরা স্বর্গাদি-ফলে অত্যন্ত আসক্তির জন্ত এই সকল क्लटक भाजीय এवः देवध वित्रा शांटकन। **এই সকল বেদ-বচনে আসক্ত প্রু**ষেরা বলিয়া থাকেন 'স্বৰ্গলাভ অপেক্ষা অধিক কাম্যফল আর অন্ত কিছু নাই।

कामास्रामः कामध्यवग्रममः, सर्ग পরা: খগ পরারণাঃ খগ দিফলাব-भूनज सकर्षाथा कलाश्राम् मादन ক্রিয়াবিশেষবছলাং তত্ত্তানরহিত-किशाविद्याय अहूताः ত স্বা ভেষাং ভোগৈশ্বগাতিং প্রতি वर्षणानाः याम् हेमाः वाहः त्य ध्रवनित्व हेि সুৰুদ্ধঃ ; তেষাং ভোগৈখৰ্যপ্ৰসক্তানাং ৰাচা ভোগৈখৰ্ষবিষয়য়া অপ-क्रजापाळानांनाः यद्यापिजा वावनायाः वृद्धिः नमाद्धी मन्त्रि न বিধীয়তে ন উৎপ্ৰতত। সমাধীয়তে व्याष्ट्रकानः देखि नगाधिः ट्याः मनि जाज्याथाजाः निम्हत्रकानशूर्वकरमाक्रजाधनकुछ-কৰ্মবিষয়া বৃদ্ধিঃ কদাচিৎ অপি ন উৎপত্ত ইত্যर्थः। अठः कारगुर् कर्मस् सूम्कूना न मनः कर्वताः। 1182---8811

এই সকল কামালা -কামাসক চিত্ত স্বর্গপরায়ণ পুরুষ, স্বর্গাদি ফলভোগাত্তে भूगताश खना ७ कर्म क्लामा बी এবং বিভিন্ন शकान তত্তভানরহিত বছ ক্ৰিয়াকলাপযুক্ত বেদে ক্থিত ৰাক্যগুলি ভোগৈখৰ্যক্ষপ ফলেরই প্রামাণিক বলিয়া **82 (शांकि कथिछ 'यार ऐया**र थाटकन । প্রবদক্তি' এই বাক্যের সহিত এই শ্লোকের ভোগে এবং ঐশ্বর্য मच्या षामक वह मकल श्रुक्रस्त ভোগৈগর্যবিষয়ক বেদবাক্যের ছারা নষ্ট হইয়া যায় ৷ অতএৰ তাহাদের উপযুক্ত नानभाशाश्चिकावृद्धि উদিত ना। गत्नत **ह**स गरश আত্মজ্ঞান সমাহিত বা প্রতিষ্ঠিত থাকে বলিয়া नाय मगारि। অভিপ্রায় এই সকল প্রধের মনে যথার্থ আত্মস্করপের छान थवः (महे छात्नत जग्र माक्ननाद्वत উপায়রপ (নিছাম) কর্মবিষয়ক বুদ্ধি कानल कारनहे छे९भन्न हम ना। चाठवर মুমুক্ পুরুষের কাম্যকর্মে আসক্তি হওয়া 'উচিত নশ্ব ॥৪২—৪৪॥

জৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিজেগুণ্যো ভবার্জন।
নির্বাহ্যো নিত্যসন্থলো নির্বোগক্ষেম আত্মবামু ॥ ৪৫
যাবানর্থ উদপানে সর্বভঃ সংপ্লুভোদকে।
ভাবানু সর্বেন্নু বেদেমু ভাঙ্গণস্থা বিজ্ঞান্তঃ॥ ৪৬

### সরলার্থ—

বেদ্ যাহা আন্নার কল্যাণের এবং উন্নতির উদ্দেশ্যেই রচিত তাহার অল্প ফলযুক্ত পুনজন্মপ্রদ্ বিবিধ কর্মের উপদেশের কারণ কি তাহাই বলিতেছেন:—

হে অজ্বনি, সাত্ত্বিক (সত্ত্বেধান) রাজসিক এবং তামসিক\* এই তিন প্রকার তোমার পুরুষের (নিজ নিজ অধিকারামুগুণ) হিতকর উপদেশ, বেদে সন্নিহিত আছে। তুমি কিন্তু রাজসিক ও তামসিক ভাব পরিত্যাগ করিয়া কেবল সাত্ত্বিকভাবযুক্ত হও (সত্ত্বপূর্ব ভাবের পরিবৃদ্ধি কর)। তুমি অথ-তৃঃথ, লাভ-অলাভ, শীত-উক্ষ প্রভৃতি হন্দভাবের অতীত হইয়া সাংসারিক বস্তু প্রাপ্তি (যোগ) এবং তাহাদের রক্ষা করিবার জন্ম আকাজ্কাশৃন্ত হইয়া নিত্যপ্রবৃদ্ধ সন্ত্ত্বগৃক্ত হও এবং এই সন্ত্ত্বগৃক্ত হইয়া আদ্মবস্তব .অবেষণ-পরায়ণ হও॥ ৪৫

বেদোক্ত সকল উপদেশ সকলের পক্ষে উপাদেয় নছে। যেমন বছলোকের বছ প্রয়োজন নিষ্কির জন্ম জলাশয় খনিত হইয়া থাকে কিন্ত ভৃষ্ণার্ভ ব্যক্তির সেই সমস্ত জলের প্রয়োজন নাই, তাঁর ভৃষ্ণা নিবৃত্তির জন্ম যতটুকু জল আবশুক তিনি সেই পরিপূর্ণ জলাশয় হইতে ততটুকু মাত্র জল পান করেন, সেইরূপ জ্ঞানী এবং মুমুক্ষু বৈদিকপুরুষের সর্বপ্রকার অধিকারীর জন্ম ক্ষিত বেদে, তাঁর মোক্ষসাধনের জন্ম উপযোগী অংশটিই উপাদেয়, কিন্তু সমগ্র বেদ নছে দ ৪৬

<sup>\*</sup>বৈশ্বণ্য — এই সংসারে সমস্ত ব্যক্তিই ত্রিগুণমিশ্রিত। সাধিকভাবের প্রাচ্র্য্য থাকিলে সাধিক পুরুষ, রাজ্ঞসিক ভাবের প্রাচ্র্যে রাজ্ঞসিক এবং তামসিক ভাবের প্রাচ্র্যে তামসিক পুরুষে বলা হয়। যে গুণটি প্রচুর বা প্রধান সেটি অস্ত ত্র'টি গুণকে পরাভূত করিয়া রাখিলেও সেই পুরুষ কদাচিং কিয়ংকালের জন্য অন্ত গুণেরও বিশেষ উদ্যেক দেখা যায়। সাধিক লোকের চেষ্টার বারা এই সাধিক অংশের পরবর্জন করা যায়। এই ক্রমবিবর্জিত সাধিকভাবষ্ক (সত্তপ্রচুর) পুরুষকে 'নিক্তৈগুণা' বা 'নিতা সত্ত্ব' বলা হয়।

ৰামানুজ ভাষ্য—

এবং অত্যন্তাল্পফলানি পুনর্জ ন্ধপ্রসবানি কর্মাণি মাতাপিভূসহক্ষেভ্যঃ
অপি বৎসলতরতয়া আন্মোপজীবনে
প্রব্রন্তা বেদাঃ কিমর্থং বদন্তি, কথং
বা বেদোদিতানি ত্যাজ্যতয়৷ উচ্যন্তে
ইতি অত্র আহ---

ত্রয়ো গুণাঃ ত্রৈগুণ্যং সম্বরজ-खगाःनि সম্বরজন্তমঃপ্রচুরা: পুরুষাঃ ত্রেগুণ্যশব্দেন উচ্যত্তে। তদ্বিষয়া বেদাঃ ; তম্প্রচুরাণাং রজঃপ্রচুরাণাং সত্ত্বপ্রচুরাণাং চ বৎ-সলতরতয়া এব হিতম্ অববোধয়ন্তি यि ध्याः श्राधना श्राधना স্বৰ্গাদিসাধনম্ এব হিতং ন অব-বোধয়ন্তি, তদা এব তে রজস্তমঃ সাত্ত্বিকফলমোক্ষবিমুখাঃ প্রচুরতয়া স্বাপেক্ষিতফলসাধনং অজানন্তঃ কামপ্রাবণ্যবিবশা:অনুপায়েষু উপা-स्वाद्या अविशे: व्यनहे। ভ्रत्यः ।

বঙ্গান্থবাদ—

সহস্র সহস্র মাতাপিতা অপেকাও অধিক বাৎসলাগুণযুক্ত (ভগবদ্ আজ্ঞারূপ) বেদ ত' জীবান্নার কল্যাণ এবং উন্নতির জন্মই প্রবুত্ত, সেই বেদ আনার এইপ্রকার অত্যন্ত অল্পফলপ্রদ এবং প্রকর্মপ্রদ কর্মসমূহের উপদেশ কিজন্ম দিতেছেন ? আনার বেদ-প্রতিপাদিত কর্ম যে ত্যাজ্য তাহাই বা কিরূপে বলা যায় ? এই প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন—

সত্ত, রজঃ এবং তমঃ এই তিন গুণের নাম ত্রৈগুণ্য ; এইজন্ম সত্ত্ব রক্ষঃ তমোগুণের প্রাধান্তযুক্ত পুরুষদের 'বৈত্তপ্য' বলিয়া অভিহিত করা হয়। উহাদের সকলেরই কল্যাণার্থে বেদ প্রবৃত্ত। স্থতরাং সত্তপ্রধান সান্ত্রিক, রজঃপ্রধান রাজসিক এখং তমঃ-প্রধান তামসিক এই তিন প্রকার পুরুষের জন্মই তাহাদের সকলেরই উপর স্বেহপ্রযুক্ত হইয়া এই বেদ তত্তৎ অধিকারীর অমুগুণ যথাযোগ্য হিতকর উপদেশ করিতেছেন। यि (तम এই সকল পুরুষের নিজ নিজ প্রকৃতি অম্গুণ স্বুর্গাদি ফল লাভের উপায়স্বরূপ হিতকর উপদেশ না দিতেন তাহা হইলে সেই সকল রাজসিক ও তামসিক পুরুষেরা মোক্ষ বা মুক্তিরূপ সাত্ত্বিকফলের আকাজ্জাশৃন্ম হন এবং তাহারা যদি আবার নিজ নিজ অধিকার অমুগুণ অপেক্ষিত ফলপ্রাপ্তির উপায়গুলি (বেদোর্জ কর্যাদি) না জানিতে পারেন তবে তাহার

অতঃ তৈগুণ্যবিষয়া বেদাঃ; দ্বং ভু
নিজ্ঞেণ্ডণ্যো ভব, ইদানীং সম্বপ্রচুরঃ
দ্বং তদেব বর্দ্ধয়; নাল্যোগ্যসংকীর্ণ
গুণপ্রযত্নপ্রচুরো ভব। ন তৎপ্রাচুর্য্যং বর্দ্ধয় ইত্যর্থঃ। নিদ্ধন্দ্বঃ
নিগ্রতসকলসাংসারিকস্বভাবঃ;
নিত্যসম্বস্থঃ গুণধয়রহিতনিত্যপ্রবৃদ্ধ
সম্বস্থো ভব। কথং ইতি চেৎ---

নির্যোগক্ষেমঃ আত্মস্বরূপ তংপ্রাপ্ত্যুপায়বহিভূ তানাং অর্থানাং
যোগং প্রাপ্তানাং চ ক্ষেমং পরিপালনং পরিত্যজ্য আত্মবান্ ভব,
আত্মস্বরূপান্থেষণপরো ভব। অপ্রাপ্রত্য প্রিরক্ষণং
ক্ষেমঃ। এবং বর্ত্তমানস্থ তে রজস্তমঃ
প্রান্থান নাম্যতি, সন্ত্রং চ বর্দ্ধতে ॥৪৫॥

কামনা বশীভূত হইয়া তাহাদের (প্রিয় কিন্তু) অহিতকর বিষয়কে হিতকর ভাবিয়া তাহাতেই মগ্ন হইয়া পরিশেবে বিনষ্ট হই-(तन। (महेक्च तन विक्शातित्रक; তুমি কিন্ত নিস্তৈগুণ্য হও। এখন তুমি সন্ত্-প্রধান সাত্ত্বিক পুরুষ, কেবল তোমার এই সত্বগুণেরই বৃদ্ধি কর এবং পরস্পর মিলিত অতএব পরস্পর অভিভূত সত্ত্বরজঃ তমঃ এই তিন গুণেরই বুদ্ধি যাহাতে না হয় তাহাই কর। নিম্ব ক্র এবং সমস্ত সাংসারিক স্বভাব বর্জিত হইয়া রজঃ তমঃ গুণদ্বরহিত এবং নিত্য সভ্গুণযুক্ত হও অর্থাৎ (যথোপদিষ্ট উপায়ে) সত্তগুণ প্রকৃষ্ট-রূপে পরিবন্ধিত করিয়া সেই সম্ভত্তণেই সর্বদা অবস্থিত থাক।

যদি প্রশ্ন কর যে, কি উপায়ে রজঃ ও তমোগুণরহিত হইয়া নিত্য সত্তগুণে স্থিত হইতে পারি, তবে বলি—

'যোগ' এবং 'ক্ষেম' এই ছ্ই কার্যে আসক্তিশৃত্য হও, অর্থাৎ (মৃমুক্ষ্র উপযোগী আত্মস্বর্রপ এবং তৎপ্রাপ্তির উপায় ভিন্ন অক্যান্ত বিষয়ের প্রাপ্তি (যোগ) এবং সেই প্রাপ্ত বিষয়ের সংরক্ষণ (ক্ষেম) এই উভয়ই পরিত্যাগ করিয়া 'আত্মবান্' হও—আত্মার অনুসন্ধানে তৎপর হও। অপ্রাপ্ত বস্তর প্রাপ্তিকে 'যোগ' বলে এবং সেই প্রাপ্ত বস্তর সংরক্ষণকে 'ক্ষেম' বলে। এই উপদেশ অনুযায়ী কার্য করিলে তোমার রজঃ ও তমোগুণের প্রাধান্ত নত্ত হইবে এবং সত্তপ্তণের বৃদ্ধি পাইবে॥৪৫॥

রামানুজ ভাষ্য—

ন চ বেদোদিতং সর্বং সর্বস্থ উপাদেয়ং —

यथा नर्वार्थभितिक ग्रिटं नर्वडः नर्वाद्ध जिन्दिक जिन्नाद्ध जिन्दिक जिन्नाद्ध विद्या जिन्दिक विद्या जिन्दिक जि

বঙ্গানুবাদ—

বেদ প্রতিপাদিত সকল উপদেশ সকল
অধিকারীর পক্ষে উপাদের বা হিতকারী
হয় না। কিন্তু যেমন সকলেরই হিতের
জন্তু নির্মিত সর্বতঃ পরিপূর্ণ জলাশরে
তৃষ্ণার্ত্ত ব্যক্তির তৃষ্ণা নিবারণের জন্তু
যতটুকু জলের প্রয়োজন সে তত্তুকু
গ্রহণ করে সমন্ত জল লম না, তজ্ঞপ বেদের
যথার্থ অর্থের জ্ঞাতা বেদবিদ্ বৈদিক
মুমুক্ষু ব্যক্তির পক্ষে সমন্ত বেদের মধ্যে
মোক্ষলাতের উপায়ভূত যেসকল উপদেশ
কেবলমাত্র তাহাই উপাদের এবং গ্রহণীয়,
অন্তথা নহে ॥৪৬॥

কর্মনোরাধিকারতে মা ফলেমু কদাচন। মা কর্মকলহেতুভূর্মা তে সঙ্গোহস্বকর্মণি॥ ৪৭

সরলার্থ-

মুমুকু ব্যক্তির পকে কি উপাদেয় ভাহাই বলিতেছেন—

(তুমি মুমুক্ অতএব) তোমার কেবলমাত্র (শাস্ত্রবিহিত) কর্মে অধিকার আছে, কিন্তু তত্তং কর্মের ফলে কখনই অধিকার নাই। (কর্মে কর্তৃত্বৃদ্ধি থাকিলে কর্মফলের ভোগী হইবে অতএব) কর্মে কর্তৃত্বৃদ্ধি করিয়া কর্মফলের হেতৃ হইও না। স্বর্ণাশ্রমোচিত্ত শাস্ত্রবিহিত (যুদ্ধাদি) কর্ম ত্যাগের যেন ইচ্ছা ভোমার না হয়। অর্থাৎ তুমি ফলাভিসন্ধিরহিত হইয়া শাস্ত্রবিহিত স্বর্ণাচিত কর্ম করিতে থাক, কেননা এইক্লপ কর্মই মোক্ষের সাধনভূত এবং মুমুক্ষুর কর্ম্বর্য ॥৪৭॥

\*>ব্রাহ্মণস্থ — এস্থলে 'ব্রহ্ম ' শব্দের অর্থ 'বেদ' এবং 'ব্রাহ্মণ' শব্দের অর্থ 'বেদবিৎ' অর্থাৎ যিনি বেদের যথার্থ ভাৎপর্য জানেন।

রামাত্রজভাষ্য--

অতঃ সম্বন্ধতা মুমুক্ষোঃ এতাবৎ এব উপাদেয়ং ইত্যাহ—

নিত্যনৈমিত্তিকে কাম্যে চ
কেনচিৎ ফলবিলেষেণ সম্বন্ধিত্যা
ক্রমমাণে কর্মণি নিত্যসম্বন্ধস্থ
মুমুক্ষোঃ তে কর্মমাত্রে অধিকারঃ।
তৎসম্বন্ধিত্যা অবগতেমু ফলেমু ন
কদাচিৎ অপি অধিকারঃ। সফলস্থ
বন্ধরূপদ্বাৎ ফলরহিতস্থ কেবলস্থ
মদারাধনরূপস্থ মোক্ষহেতুত্বাৎ চ
মা চ কর্মফলয়োঃ হেতুস্তুরঃ।

দ্বনা অনুষ্ঠীরমানে অপি কর্মণি
নিত্যসম্বন্ধ মুমুকোঃ তব অকর্তৃত্বম্
অপি অনুসন্ধেরম্। ফলশু অপি
ক্ষরিস্থ্যাদেঃ ন ডং হেতুঃ ইতি
অনুসন্ধেরম্। তদ্ উভরং গুণেমু
বা সর্কেশ্বরে মরি বা অনুসন্ধেরম্
ইতি উত্তরক্ত বক্ষ্যতে। এবং অনুস্কর্মার কর্মা কুরু। অকর্মণি অনুস্ক-

वक्रोक्ट्रवाम— १० विशेषका विशेषक विशेषक

অতঃপর সত্তরণোপেত মুমুকু ব্যক্তির পক্ষে উপাদের বিষয়ের উপদেশ দিভেছেন

ज्ञि निजा मञ्चलगर्क म्यूक् श्रूष ; বিশেষ বিশেষ ফললাভের উল্লেখ স্বরিয়া भारत य मकन कर्यत्र विश्वान चार्ट, तनहै সকল নিত্যনৈমিত্তিক আর কাম্য কর্মে তোমার কেবলমাত্র কার্য করিবার অধি-কার আছে। তত্তৎ কর্মসংশ্লিষ্ট যে সকল ফল জ্ঞাত আছে তৎসমুদর ফলে ভোমার कान अकारमहे अधिकात नाहे। क्नना फला जिमिक्ष युक्त कर्म तक्करनत का त्र इस এবং ফলভিসন্ধিরহিত কেবল আমার আরাধনারূপ (আমার সন্তোধের জন্ত হুড) কর্ম মোকের কারণ হইয়া পাকে ৷ অভএব তুমি কর্ম এবং তাহার ফলের হেতু হইও না অর্থাৎ তুমি ফলাভিসন্ধিযুক্ত হইয়া কর্ম, করিও না ৷ যাবৎ কর্ম তোমার ছারা অমুষ্ঠিত হইলেও তুমি নিত্য সম্বৃত্ব এবং মুমুক্লু, সেই সমস্ত কর্মে ভোষার অকর্ত্ত্বত অञ्चनकान करा। व्यर्थार त्महे ममछ कर्षत्र কর্তা তুমি নও এইরূপ ভাবনা কর। তত্তৎ কর্মে কুধানিবৃত্তি প্রভৃতি কলের হেডু তুমি নও এইরূপ অমুসন্ধান করিবে। कर्मत कन जवः कर्ष्ण जरे व्हेरद्वत्रहे কারণ, গুণ (সন্তু, রঞ্জঃ, ভুমঃ) অধ্যা সর্বেশ্বর আমি এইরূপ অনুসন্ধান করা উচিত এই কথাই পরে (ভৃতীয় অধ্যায়ে) বলিব। অতএব তুমি এইরূপ অন্ধ্রসার ষ্ঠানে 'ন যোৎস্থামি' ইতি যৎ ত্বয়া

अक्षीत कान का नामका मार्क वार्क वार्कित

कि है। यह अध्यक्त समूक्ष पूक्त ।

অভিহিতং ন তত্ৰ তে সঙ্গঃ অস্ত !

উজেন প্রকারেণ যুদ্ধাদিকর্মণি এব

সঙ্গঃ অস্ত ইত্যৰ্থঃ ॥৪৭॥

করিয়া (ফলাভিসন্ধি এবং কর্তৃত্বহিতঃ হইয়া) যাবৎ কর্ম করিতে থাক। 'আমি যুদ্ধ করিব না' যাহা তুমি পুর্বে বলিয়াছ, এইপ্রকার কর্মত্যাগে তোমার যেন আসক্তি না হয়। অর্থাৎ উপরোক্ত (ফলাভিসন্ধি এবং কভৃ ভ্রহিত ) ভাবনাযুক্ত হইয়া যুদ্ধাদি (নিত্য নৈমিত্তিক কার্যে) কর্মে ভোমার প্রীতি হউক ॥৪৭॥

এতৎ এব স্পষ্টীকরোতি

পূর্ব শ্লোকে কথিত অর্থ এখন আরও স্পষ্টভাবে বলিতেছেন— 🕌 🖂

যোগস্থঃ কুরু কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্রা ধনপ্রয়। সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূতা সমত্বং যোগ উচ্যতে॥ ৪৮

महनार्थ-

পূর্বশোকে কথিত অভিপ্রায় আরও স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন :—

ে হে ধনঞ্জয়, অহুষ্ঠেয় যাবৎ নিত্যনৈমিত্তিক কর্মে ফলসিদ্ধি বা অসিদ্ধি উভয়ের প্রতি পমবৃদ্ধিযুক্ত হইয়া আসক্তি পরিত্যাগপুর্বক যোগস্থ হইয়া কার্য্য করিয়া যাও। বা অসিদ্ধি উভয়ই তুল্য—এইরূপ চিত্তস্মাধান বা স্মবুদ্ধিকৈ 'যোগ' বলে। ৪৮

রামানুজভাষ্য—

্বাজ্যবন্ধুপ্রভৃতিযু সঙ্গং ত্যক্তা युकामीनि कर्यानि रयागच्यः कूक । ভদন্তভূ তবিজয়াদি সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ नर्या छुषा कूत्र । जम् देमः निक्रा-সিজ্যোঃ সমন্বৰ্, 'যোগস্থ' ইত্যত্ৰ <del>যোগশব্দেন</del> উচ্যতে। যোগসিদ্ধ্য-

### বঙ্গান্থবাদ— বিভাগ বিভাগ বিভাগ

রাজ্য, বন্ধু প্রভৃতি যাবৎ পদার্থে আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া এবং যোগে স্থিত हरेशा युकानि कर्य कतिशा या । युक्तांनि কর্মে জয় পরাজয় প্রভৃতি অবশ্রস্তাবী, সিদ্ধি वा अमिषिएं मग्डावक्रेश गरमत र्य व्यवश्रा তাহাই 'যোগস্থ' শব্দের, অন্তর্গত 'যোগ' কথার অর্থ। (কর্মে) সিদ্ধি এবং অসিদ্ধি উভয় অবস্থাতেই সমত্ববৃদ্ধিরূপ যে চিত্ত-সিজ্যোঃ সমত্ত্রপং চিত্তসমাধান্য ॥৪৮ সমাধান তাহারই নাম "যোগ" ॥৪৮॥

কিমৰ্থম্ ইদম্ অসক্ষদ্ উচ্যতে ? | ইত্যত আহ—

কর্ম করাই কর্জব্য কিন্ত ফলাভিম্নিন্রহিত সমজবুদ্ধিযুক্ত হইয়া করা কর্জব্য) এই কথা কি নিমিত্ত পুনঃ পুনঃ বলা হইতেছে, তাহার কারণ বলিতেছেন—

meden i ten rei fer ein eine auf impan

দূরেণ ছবরং কর্ম বুদ্ধিযোগাদ্ধনপ্তয়। বুদ্ধো শরণমন্নিচ্ছ কুপণাঃ ফলছেতবঃ॥ ৪৯

সরলার্থ-

হে অজ্বন, প্রধান বা আহুসন্ধিক যাবৎ কর্মকলত্যাগবিশিষ্ট কর্মে সিদ্ধি বা অসিদ্ধিতে সমন্ববৃদ্ধিযুক্ত কর্ম অপেক্ষা ফলাভিসন্ধিযুক্ত যাবৎ কাম্যকর্ম নিশ্চয়ই অভ্যন্ত নিক্ষী। অতএব তুমি এইরূপ সমন্ত্রুদ্ধির আশ্রেষ লইয়া ফলাভিসন্ধিরহিত হইয়া নিত্যনৈমিত্তিকাদি যাবৎ কর্ম করিতে থাক। যাহারা ফলের আশায় কর্ম করে তাহাদের সংসারবন্ধনে বদ্ধ হইতে হয়। ৪৯

### রামানুজভাষ্য—

যঃ অয়ং প্রধানফলত্যাগবিষয়ঃ

অবান্তরফলসিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমত্ত্ববিষয়শ্চ বুদ্ধিযোগঃ, ততুক্তাৎ কর্মণঃ
ইতরৎ কর্ম দূরেণ অবরম্। মহৎ
ইদং দ্বয়োঃ উৎকর্মাপকর্মরপং
বৈরূপ্যম্ — উক্তবুদ্ধিযোগযুক্তং কর্ম
নিখিলসাংসারিকত্বঃখং বিনিবত্য
পরমপুরুষার্থলক্ষণং চ মোক্ষং
প্রাপয়ত। ইতরৎ অপরিমিতত্বঃখরূপং সংসারম্ ইতি। অতঃ কর্মণি
ক্রিয়মাণে উক্তায়াং বুদ্ধো শরণং
ভাষিছে। শরণং বাসস্থানম্; তত্থাম্

### বঙ্গান্থবাদ—

कर्म श्रीम करनत जान ज्वा व्याचन (আইুসঙ্গিক গোণা) ফলের সিদ্ধি অসিদ্ধিতে সমন্থ বা তুলান্থ ভাবনাই বৃদ্ধি-যোগ। এই বুদ্ধিযোগযুক্ত কর্ম হইতে ভিন্ন অপরাপর কর্ম অত্যন্ত নিকৃষ্ট। এই অনুটিতে অপকর্ষরূপ মহা প্রভেদ বর্ত্তমান ! উপরোক্ত বৃদ্ধিযোগযুক্ত কৰ্ম 'সমস্ত সাংসারিক ছু:খ নিবারণ করিয়া পরম পুরুষার্থকপ গোলের প্রাপক বা উপায়-স্বরূপ। পশান্তরে (সম্ভবুদ্ধিযোগরহিজ) অত্যান্ত কর্ম অশেষ ছঃখরূপ সংসারপ্রাপ্তি করায়। অতএব কর্ম করিবার সময় উপবোক্ত বৃদ্ধিযোগের আশ্রয় লইবার ইচ্ছা কর | বাসস্থান বা আত্রয়স্থলকে শরণ

धव बूर्बी वर्षच टेजार्थः। कुन्नाः

कुभगाः मःमात्रित्गं छत्वग्रः ॥४२॥

वल। अध्यात्र वहे (य, ज्री वहे वृक्षि-যোগে স্থিত হও, বুদ্ধিযোগ অবলম্বন করিয়া কর্ম কর। (কর্মে) ফলাভিসন্ধি-ফলতেত্তবঃ ফলসজাদিনা কর্ম কুর্বাণাঃ যুক্ত ব্যক্তিরা কপণ। গাঁহারা ফলাসজি প্রভৃতি (কর্মে কর্ত্তাদি) युक्ত হইয়া কর্ম করেন ভাঁছারা কুপণ (দীন) কেননা, कैंशिता मश्माद्त्र देशिश थाटकन ॥५२॥

> বৃদ্ধিৰ্জে। জহাতীহ উভে স্থকতগ্ৰন্ধ তে। তত্মাদ্ যোগায় যুজ্যন্ত যোগঃ কর্মস্ত কৌশলম্। ৫০

সরলার্থ—

দুরিযোগবৃক পুরুষেরা কিন্ত শ্রেষ্ঠ—এই বলিতেচেন : —

पैश्वाता ममल कर्म मिक्कि ना व्यमिक्किएक ममल्युक्षियुक हैहेशा कार्या करदन छ। हाला এই জম্মেই কর্মজনিত অনাদিকাল সঞ্চিত সংসারবদ্ধনের কারণক্রপ পুণ্য পাপ উভয়কেই পরিভ্যাগ করেন, অর্ধাৎ পাপ-পুণ্য ছইতে নিষ্কৃতি পান। হতএব তুমি এইপ্রকার नमच्च्कियुक रहेशा कर्म कतिवात (ठष्टे। कत । এই वृक्षिर्यागरे यान कर्मत कूमला। क्न्यांगक्षनक मक्ति। (এইরপ বৃদ্ধিযুক্ত কর্মই পাপপুণ্যরূপ অনিষ্ট নিবৃত্তির কারণ এবং মোকরপ ইইপ্রাপ্তির উপায়রূপ সামর্থাযুক্ত ) ॥৫०

শ্বামান্ত্ৰভাষ্য—

ब्बिरमागबूकः जू कर्म कूर्वान উভে স্কৃতহুত্তে অনাদিকাল-ভানন্তে বন্ধহেতুভূতে ভহাতি। তক্ষাৎ উক্তায় বুদ্ধিযোগায় यूकाय। त्यांशः कर्मस्र त्कोमनः

### বঙ্গানুবাদ-

(এই) বৃদ্ধিযোগযুক্ত হইয়া বাঁছারা কর্ম করেন তাঁহারা অনাদিকালসঞ্চিত সংসার-বন্ধনের কারণরূপ অনন্ত পাপ-পুণ্য পরি-ত্যাগ করেন। অতএব তুমি এই বৃদ্ধি-(यार्गत क्र यञ्जवान इ। এই वृक्षिर्यागरे कर्मत (कोमल-याव९ कर्म कतिवात ममग्र, কর্মস্থ ক্রিয়মাণেম্ব অন্নং বৃদ্ধিযোগঃ কৌশলং অভিসামর্থ্যম্ অভি সামর্থ্যসাধ্য\* ইড্যর্থঃ॥৫০॥ এই বৃদ্ধিযোগই কৌশল, অতি সামর্থ্যফু; ইহা সংসারবন্ধনরূপ পাপ-পুণ্যের বিনাশক অতএব মহা সামর্থ্যসাধক ॥৫০॥

কর্মজং বুদ্ধিযুক্তা ছি ফলং ত্যক্ত্ব। মনীবিণঃ। জন্মবন্ধবিনিমুক্তাঃ পদং গচ্ছন্ত্যনাময়ম্॥ ৫১

সর্লার্থ-

পুনরায় বৃদ্ধিযুক্ত পুরুষের শ্রেষ্ঠতা বিশদরূপে বলিতেছেন-

দেহাতিরিক্ত আত্মজ্ঞানী পুরুষেরা পূর্বকথিত বুদ্ধিযুক্ত হইয়া ফল ও কর্তৃত্বি আসজিত শৃক্ত হইয়া কর্মের অষ্ঠান করিতে করিতে সর্বতোভাবে প্নঃ পুনঃ জন্ম-মরণদ্ধপ সংসারত বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া নিশ্চিত্তই মোক্ষরপ নিরুপদ্ধব স্থান লাভ করেন ॥৫১

রামানুজ্ভান্য—

বৃদ্ধিযোগযুক্তাঃ কর্মজং ফলং
ত্যক্ত্বা কর্ম কুর্বন্তঃ, তম্মাৎ জন্মবন্ধবিনিমুক্তাঃ অনাময়ং পদং গচ্ছন্তি।
হি প্রসিদ্ধং এতৎ স্বাস্থ্র উপনিষৎস্থ
ইত্যর্থ: ॥৫১॥

বঙ্গান্তবাদ-

পুর্বক্থিত) বুদ্ধিযোগযুক্ত পুরুষ কর্মজনিত ফল পরিত্যাগ করিয়া (যাবৎ) কর্ম
করিয়া থাকেন। এইজন্ম তাঁহারা জন্মবন্ধন হইতে সর্বতোভাবে মুক্ত হইয়া
(মোক্ষরপ) নিরুপদ্ধব স্থান লাভ করেন।
এই স্থলে 'হি' শব্দের উদ্দেশ্য হইতেছে যে,
এই সিদ্ধান্ত সমস্ত উপনিষ্দেই প্রসিদ্ধ ॥৫১॥

<sup>\*</sup>অতি সামর্থ্যসাধ্যঃ — সংসারবন্ধক স্থক্ত-ছত্বতরপ পাপ-পুণ্যের বিনাশকারক বলিয়া অত্যন্ত সামর্থ্যসাধক ব। অত্যন্ত সামর্থ্যযুক্ত — (বেদা ওদেশিক টিপ্লনী তাৎপর্যচন্দ্রিকা)।

## যদা তে মোহকলিলং বৃদ্ধিব্যতিতরিয়তি। তুদা গুলুসি নিৰ্বেদং ঞোতব্যস্থ শ্রুতস্থ চু ॥৫২

সরলার্থ-

এই কর্মযোগের অমুষ্ঠান করিতে করিতে যোগোপযুক্ত চিত্তদ্ধ্যাদি সম্পন্ন হয়---ভাছাই বলিতেছেনঃ—

উক্তপ্রকার বৃদ্ধিযুক্ত হইয়া কর্ম করিতে করিতে তোমার চিত হইতে দেহাল্লাভিমানরূপ মনের মলিনতা অজ্ঞানাদ্ধকার বিদ্রিত হইয়া যাইবে। তখন ইতিপূর্বে আমার নিকট
যে সকল ফল তাগজ্য বলিয়া শুনিয়াছ এবং ভবিয়াতে এইরূপ যে সকল ত্যাজ্য ফলের কথা
শুনিবে তৎসমুদয় ফল বিষয়েই আপনা আপনিই তোমার বৈরাগ্যের উদয় হইবে ॥৫২

### রামানুজভায়—

উক্তপ্রকারেণ কর্মণি বর্ত্তমানস্থা তয়া বৃত্ত্যা নিধূ তিকল্মখন্থা তে বৃদ্ধিঃ যদা মোহকলিলং—অত্যল্পফলসঙ্গ-হেভুজুতং মোহরূপং কলুয়ং ব্যতিত-রিম্বাতি, তদা অম্মন্ত ইতঃ পূর্বং ত্যাজ্যতয়া শ্রুতস্থা ফলাদেঃ ইতঃ পশ্চাৎ শ্রোতব্যস্থা চ ক্বতে স্বয়মেব

### বঙ্গান্থবাদ— ১ বিভেগ ্রামন বেরি ছাল

প্রোক্ত প্রকারে (বৃদ্ধিযুক্ত ছইয়া)
কর্মের অনুষ্ঠান করিতে করিতে ঐদ্ধপ
কর্মান্মুষ্ঠানের দ্বারা (ক্রমশঃ) পাপ বিনষ্ট
ছইয়া যখন তোমার বৃদ্ধি (সাংসারিক)
অত্যন্ত অল্লফলে আসন্ধির (সংসারিক)
অত্যন্ত অল্লফলে আসন্ধির (হতুভূত
অল্লানন্নপ কালুয়্য অতিক্রম করিবে (দেহাত্মবোধন্নপ অল্লান নষ্ট হইয়া যাইবে ) তখন
ইতিপ্রে (মৎক্থিত) ত্যাজ্য হিসাবে
যে সকল অল্ল ফলের কথা শুনিয়াছ এবং
অতঃপর ঐ প্রকার যে সব ফলের কথা
শুনিবে, সেই সমস্ত ফলের বিষয়েই তোমার
বৈরাগ্য আপনা আপনি উৎপন্ন হইবে॥৫২॥

RITTER!

### শ্রুতিবিপ্রতিপন্না তে যদা স্থাস্থাতি নিশ্চলা। সমাধারচলা বৃদ্ধিস্তদা যোগমবাস্থ্যসি॥ ৫৩

সরলার্থ—

কর্মবাগের ফল কি ভাহাই বলিতেছেন—

আমি উপদেশ দারা তোমার নিকট দেহাতিরিক্ত আদ্মবস্তর বিষয় বিশেষক্ষপে প্রতিপাদিত করিয়াছি। এইরূপ বিশেষভাবে প্রতিপন্ন আদ্মবস্তর যথার্থস্বরূপের বিষয় দূচ্বুদ্ধি হইয়া, ঐ জ্ঞানাম্প্রণ কর্মধাগের দারা ক্রমশঃ তোমার মন নির্মূল হইবে। এইরূপে বিশুদ্ধ মনে যথন এই আত্মস্বরূপের বিষয় অবিচলিত ও স্থিরভাবে ধারণা করিতে পারিবে তথন তুমি আত্মদর্শন লাভ করিবে ॥৫৩

## রামানুজভাগ্য—

শ্রুভিঃ শ্রেবণম্। অস্মন্তঃ শ্রুবণেন
বিশেষতঃ প্রতিপন্ন। সকলেতরবিসজাতীয় নিত্যনিরতিশয় সৃক্ষাম্মুবিষয়া স্বয়ম্ অচলা একরপা
বুদ্ধিঃ অসঙ্গকর্মানুষ্ঠানেন নির্মলীকৃতে
মনসি যদা নিশ্চলা স্থাস্থতি তদা
যোগম্ আম্মাবলোকনং অবাপ্স্যসি।
এতহুক্তং ভবতি — শাস্ত্রজন্ম-আম্মুজাননিষ্ঠাম্ আপাদয়তি, জাননিষ্ঠারূপা স্থিতপ্রজ্ঞতা তু যোগাখ্যম্
আ্মাবলোকনং সাধ্য়তি ইতি॥৫৩॥

#### বঙ্গান্তবাদ-

শ্রুতি মানে শ্রবণ। আমার উপদেশ দারা বিশেষরূপে প্রতিপাদিত অক্সান্ত যাবৎ বস্তু হইতে পৃথক, নিত্য ও অত্যক্ত স্থান্ত আত্মত ব্যক্ত কর্মান্ত বিষয়ে স্বাভাবিক নিচ্মান্তিকা তোমার অচল বৃদ্ধি যথন আসজিনরহিত কর্মান্ত আত্মদর্শন লাভ করিবে। অভিপ্রায় এই যে—শাস্তজনিত আত্মজ্ঞানাম্প্রণ নির্লিপ্ত কর্মান্ত কর্মান্ত আত্মজ্ঞানাম্প্রক্ষান্ত বা এই আত্মস্বরূপের জ্ঞানে (ক্রমান্ত) দৃঢ়তা লাভ হয়। আবার জ্ঞাননিষ্ঠার বা এই স্থিতপ্রক্রতা (পূর্ণ) হইলে তবে যোগ নামক আত্মদর্শন লাভ হয়॥৫৩॥

এবমুক্তঃ পার্থোহসঙ্গকর্মামুষ্ঠানরপকর্মযোগসাধ্যন্থিতপ্রজ্ঞতায়া যোগসাধনভূতায়াঃ স্বরূপং
স্থিতপ্রজন্ম অনুষ্ঠানপ্রকারং চ
পৃচ্ছতি—

শীরুষ্ণ এইরূপ বলিবার পর, আসজিক। রহিত কর্মামুগ্রানরপ কর্মযোগ দারা প্রাপ্য এবং (আত্মদর্শনরপ) যোগের উপায়রূপ যে স্থিতপ্রজ্ঞতার কথা আপনি বলিলেন তাহার স্বরূপ এবং সেই স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তিদের অম্ব্রুন প্রকার যে কি তাহা অজ্বন জিজ্ঞাসা করিতেছেন।

## শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—রামাসুজভার্য্য

## স্থিতপ্ৰজন্ম কা ভাষা সমাধিক্ষস্ত কেশ্ব। স্থিতধীঃ কিং প্রভাষেত কিমাসীত ব্রজেত কিম্॥ ৫৪

সরলার্থ-

ভগবন্ধপদিষ্ট এই স্থিতপ্রস্কৃতার স্বরূপ এবং স্থিতপ্রস্কৃত ব্যক্তিদিগের অমুষ্ঠানের বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছেন :--

হে কেশব, সুথে ছুঃথে সমভাব এবং নির্মলমনবিশিষ্ট স্থিতপ্রস্তুত পুরুষদের লক্ষণ কি ? তাহারা কি ভাবে কথাবার্তা বলেন, কিভাবে উঠেন-বসেন, চলেন-ফেরেন॥ ৫৪

রামানুজভায্য—

সমাধিৰত্ত স্থিতপ্ৰজন্ম কা ভাষা কো বাচকঃ শব্দঃ—তশু স্বরূপং কীদৃশং ইত্যর্থঃ। স্থিতপ্রজঃ কিং চ ভাষণাদিকং করোতি ॥৫৪॥

বঙ্গান্তুবাদ—

मगांधिक (मञ्चलग्रुक निर्मल मनविभिष्ठ) স্থিতপ্রক্ত পুরুষদের কি লক্ষণ ? অর্থাৎ তাঁহাদের স্বন্ধপ কি প্রকার ? স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষেরা কথাবার্ডা চলাফেরা প্রভৃতি কি ভাবে করিয়া পাকেন ? ॥৫৪॥

বৃত্তিবিশেষকথনেন স্বরূপম্ অপি |

বুত্তি বা আচরণের বিষয় বলিলে তৎসহ উক্তং ভবতি ইতি বৃত্তিবিশেষ স্বন্ধপের বিষয়ও বণিত হইয়া যায়। এই কারণে স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষের (অবস্থাভেদে) আচরণভেদের বর্ণনা করিতেছেন।

> প্ৰজহাতি যদা কামান সৰ্বান্ পাৰ্থ মনোগতান্। আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্ৰজন্তদোচ্যতে।। ৫৫

সরলার্থ-

হে অজুন, যথন কোন ব্যক্তির মন কেবল আত্মাকেই অবলম্বন করিয়। আত্মাহুভবে সস্তুষ্ট থাকে এবং আত্মবস্তু ব্যতিরিক্ত সমস্ত বিষয়ের কামনা স্ক্ষমবাসনা সহিত সর্বথা পরিত্যাগ করে তখন তাহার স্থিতপ্রস্ততার বা জ্ঞাননিষ্ঠার পরাকাষ্ঠা বা সিদ্ধাবস্থা হয় ॥৫৫

রামানুজভায্য—

আত্মনি এব আত্মনা মনসা **८** जाट्यन ज्याजितिकान् ग्रदान् ग्रदा- | शाटकन व्यवः व्ये ग्रहारम् ज्या वाम्-

বঙ্গান্তুবাদ—

मञ्रुष यथन मतन त्क्रवन आणात्करे আবৈদ্মকাবলম্বনেন তুষ্টঃ, তেন অবলম্বন করিয়া আত্মাহভবের দারা সম্বষ্ট গতান্ কামান্ যদা প্রকর্ষেণ জহাতি তদা তায়ং স্থিতপ্রজ ইতি উচ্যতে। জ্ঞাননিষ্ঠাকান্তা ইয়ন্ ॥৫৫॥

ব্যতিরিক্ত যাবৎ বিষয়ের সমস্ত মনোগত কামনা স্ক্র বাসনা সহিত সম্পূর্ণক্সপে পরিত্যাগ করেন তখন তাঁহাকে 'ফিতপ্রজ্ঞ' বলা হয়। এইটিই জ্ঞাননিষ্ঠার পরাকাষ্ঠা বা সিদ্ধ অবস্থা ॥৫৫॥

অনন্তরং জ্ঞাননিষ্ঠস্থ ততঃ অর্বা চীনা অদূরবিপ্রকৃষ্টাবস্থা উচ্যতে— অতঃপর জ্ঞাননিষ্ঠ পুরুষের সিদ্ধাবস্থার সন্নিকটবতী পূর্বাবস্থার কথা বলা হইতেছে। (কেবল আত্মমননরূপ একেন্দ্রিয়াখ্যদশাঃ)

তুঃখেমসুদিগ্নমনাঃ স্থখেমু বিগতস্পূহঃ। বীতরাগভয়কোধঃ স্থিতধীমু নিরুচ্যতে ॥ ৫৬

সরলার্থ-

প্রিয়বস্ত বিশ্লেষজনিত তুঃখের কারণ উপস্থিত হইলেও গাঁহারা উদ্বিগ্ন হন না, গাঁহারা স্থলাভের কারণ উপস্থিত হইলেও সেই স্থথের অকাজ্জা করেন না, গাঁহারা বিষয়ামুরাগ ভয় ও ক্রোধবিহীন এবং উপরোক্ত গুণাবলীযুক্ত হইয়া গাঁহারা কেবলমাত্র আত্মবস্তার বিষয়েই মননশীল সেইরূপ মুনিদিগকে 'স্থিতপ্রজ্ঞ' বলা হয় ॥৫৬॥

রামান্তজভাষ্য—

প্রানান্ত্রভাগ্য
প্রিয়বিশ্লেষাদিত্র:খনিনিত্তেষু উপপ্রিত্তেষু অনুদ্বিগ্নমনাঃ ন ত্র:খী
ভবতি, স্থথেষু বিগতস্পৃহঃ,
প্রিয়েষু সন্ধিহিতেষু অপি নিঃস্পৃহঃ
বীতরাগভয়ক্রোধঃ অনাগতেষু
স্পৃহোরাগঃ তদ্রহিতঃ; প্রিয়বিশ্লেষ-

বঙ্গান্ত্বাদ—

প্রিয়জনের বিশ্লেষের জক্ত ছংখের কারণ উপস্থিত হইলেও যিনি উদ্বিশ্ন বা ছংখিত হন না, স্থংখর অবস্থাতেও তাহাতে আসক্ত হন না, স্থখভোগের বস্তু সন্নিকটে থাকিলেও তাহার প্রতি আসক্তি-রহিত থাকেন, যাঁহার মন অমুরাগ ভয় বা ক্রোধশৃত্ত হইয়াছে, এইরূপ রাগ (অমুরাগ ) ভয় ও ক্রোধশৃত্ত হইয়া যিনি মৃনি, অর্থাৎ আত্মবস্তুর প্রতি মননশীল হইয়াছেন, সেই পুরুষকে 'স্থিত-প্রজ্ঞ' বলা হয়। অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তির ইচ্ছাকে 'রাগ' বলা হয়। (দৈববশে) প্রিয় বস্তুর (স্ত্রী-পুত্ত-ধনজনাদির) বিয়োগ এবং

অপ্রিয়-আগমনহেতুদর্শননিমিত্তং
তুঃখং, ভয়ং, তদ্রহিতঃ; প্রিয়বিশ্লেষ-অপ্রিয়-আগমনহেতুভুতচেতনান্তরগতো ছঃখহেতুঃ স্বমনোবিকারঃ ক্রোধঃ, তদ্রহিতঃ; এবংভূতঃ মুনিঃ আত্মমননশীলঃ স্থিতধীঃ
ইতি উচ্যতে ॥৫৬॥

অপ্রিয় বস্তুর প্রাপ্তির কারণ বা আশদ্ধা উপস্থিত হইলে যে ছংখ হয় তাহাকে 'ভয়' বলে এবং যাহার জন্ম প্রিয়বস্তুর বিয়োগ এবং অপ্রিয়বস্তুর প্রাপ্তি ঘটিয়াছে সেই লোকের ছংখ বা অমলল হউক এইপ্রকার নিজমনের বিকারকে 'ক্রোধ' বলা হয়॥ ৫৬॥

ভতঃ অৰ্বাচীনদশা প্ৰোচ্যতে—

ত অতঃপর উক্ত দশার পূর্বাবস্থা বলা হইতেছে— (সর্বদা উদাসীন অবস্থা বা ব্যতিরেক অবস্থা।)

যঃ সর্বত্তানভিম্নেহস্তত্তৎ প্রাপ্য শুভাশুভম্। নাভিনন্দত্তি ন দেষ্টি তম্ম প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৫৭

সরলার্থ—

( এই শ্লোকে স্থিতপ্রজ্ঞতা সাধনের দিতীয় অবস্থা বর্ণিত হইতেছে)—যে ব্যক্তি প্রিয়বস্তুর প্রতি স্নেহশ্ন্য অর্থাৎ উদাসীন এবং অনুকৃল বস্তুলাভে আনন্দিত না হইয়া এবং প্রতিকৃল বস্তু প্রাপ্তিতে হঃখিত না হইয়া উভয় অবস্থাতেই তুল্যক্সপে উদাসীন থাকেন ভাঁহাকে স্থিতপ্রজ্ঞ বলা হয়। ॥৫৭॥

রামান্তজভায়-

যঃ সর্বত্ত প্রিয়েষু অনভিন্নেহঃ উদাসীনঃ প্রিয়সংশ্লেষবিশ্লেষরূপং শুভাশুভং প্রাপ্য অভিনন্দনদ্বেষ-রহিতঃ সোহপি স্থিতপ্রজঃ ॥৫৭॥ বঙ্গানুবাদ—

যিনি সর্বত্র প্রিয় পদার্থের প্রতি স্নেইশৃত্ত অর্থাৎ উদাসীন এবং প্রিয় পদার্থের
প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তিরূপ, শুভ বা অশুভ
অবস্থাতে হর্ষ বা বিদ্বেব্রহিত তাহাকেও
'স্থিতপ্রজ্ঞ' বলা হয় ॥৫৭॥

ততঃ অৰাচীনদশা প্ৰোচ্যতে—

পুর্বোক্তদশার পুর্বাবস্থা বলা:হইতেছে—

যদা সংহরতে চায়ং কুর্মোহঙ্গানীব সর্বশঃ। ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্ত প্রজ্ঞা প্রভিষ্ঠিত।॥ ৫৮

### সরলার্থ-

্রেই শ্লোকে স্থিতপ্রজ্ঞতার প্রথম অবস্থা বর্ণনা করা ইইতেছে)—কুর্ম ধেরূপ তাঁহার অঙ্গসকল শরীরের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া লয়, সেইরূপ পুরুষ যখন ইন্দ্রিয়ভোগ্য বায় বিষয় হইতে ভোগোন্থত নিজ ইন্দ্রিয়গঞ্জকে প্রত্যাহার করিতে সমর্থ হ'ন, তখন সে সাধকের প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা হইয়া থাকে। (ইহাই স্থিতপ্রজ্ঞতার প্রথম অবস্থা, এই অবস্থায় আসন্তি থাকা সত্ত্বেও চক্ষুকর্ণ হস্ত-পদাদি বায় ইন্দ্রিয়গুলিকে বলপুর্বক ভোগ্য বিষয় হইতে প্রতিনিবৃত্তি করিয়া মনে আজার বিষয়ে চিন্তা করার চেষ্টা করা হয় বিলয়া ইহাকে 'য়ত্সান' দশা বলা হয়)॥৫৮॥

### রামান্তজভাষ্য—

যদা ইন্দ্রিয়াণি ইন্দ্রিয়ার্থান্ স্প্রষ্ট্রং
উদ্প্রক্তানি, তদা এব কুর্মঃ অঙ্গানি
ইব ইন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ সর্বশঃ প্রতিসংস্কৃত্য মন আত্মনি এব স্থাপয়তি
সোহপি স্থিতপ্রক্তঃ। এবম্ চতুর্বিধা
জ্ঞাননিষ্ঠা পূর্বপূর্বোত্তরোত্তরত্র
নিষ্পাত্মা ইতি প্রতিপাদিতম্ ॥৫৮॥

### বঙ্গান্থবাদ-

যখন ( আসক্তি জন্ম ) ইন্দ্রিয়ভোগ্য
বিষয়গুলি ভোগ করিবার জন্ম চক্ষ্কণ হন্তপদাদি বাহ্য ইন্দ্রিয়গুলি ধাবিত হয় তখনই
কুর্ম (কচ্ছেপ) নিজ শরীরের মধ্যে তাহার
অন্সপ্রত্যন্দগুলি যেমন টানিয়া লয়—দেইপ্রকার ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়গুলি হইতে
(বাহেন্দ্রিয়গুলিকে) গুটাইয়া লইয়া যিনি
মনকে আত্মবস্ততে স্থাপিত করেন (যিনি
আত্মবস্তর চিন্তার জন্ম চেষ্টা করেন)
তাঁহাকেও 'স্থিতপ্রজ্ঞ' বলা হয়।

এইপ্রকারে জ্ঞাননিষ্ঠা বা স্থিতপ্রস্কৃতার চারিটী উত্তরোত্তর উন্নততর অবস্থা প্রতি-পাদিত হইল ॥৫৮॥ ত্ৰপ্ৰাপ্ত্যুপায়ং চ আহ—

( পুর্বশোক চতুষ্টরে চারিপ্রকার জ্ঞান-ইদানীং জ্ঞাননিষ্ঠায়া ছম্প্রাপতাং নিষ্ঠা প্রতিপাদন করিয়া ) এখন এই জ্ঞান-নিষ্ঠার ছল ভতা এবং এই অবস্থা লাভ প্রাপ্তাপায়ং চ আহ— করিবার উপায় বলিতেছেন)—

> বিষয়া বিনিবর্ত্তভে নিরাহারস্থ দেছিনঃ। রসবজ্জ'ং রসোহপ্যস্থ পরং দৃষ্ট্র। নিবর্ত্ততে ॥ ৫৯

সরলার্থ-

যাহারা চেষ্টার দারা বাছে দ্রিয়গুলিকে সংযত করিতে সমর্থ হইয়াছে তাহাদের বিষয়ভোগ নিবৃত্ত হইয়া যায় বটে কিন্তু বিষয়ভোগের লালসা নিবৃত্ত হয় না। সর্ববিষয় হইতে উৎকৃষ্টতম আত্মস্বরূপের দর্শনলাভ হইলে তখন বিষয়ভোগের বাসনাও স্বতঃই নিবৃত্ত হইয়া যায়। এই বিলক্ষণ উৎকৃষ্ট আত্মস্বরূপের উত্তরোত্তর অফুভব বৃদ্ধির অপকৃষ্ট বিষয়ভোগের পূর্ব পূর্ব লালসা আপনা হইতেই নিবুক্ত হইয়া যায়। ॥৫৯॥

রামান্তজভাগ্য—

ইন্দ্রিয়াণাম আহারে। বিষয়াঃ নিরাহারস্থ বিষয়েভ্যঃ প্রভ্যাহ্বতে-ন্দ্রিয়স্থ দেহিনঃ বিষয়াঃ বিনিবর্ত্ত-মানা রসবর্জ বিনিবর্তত্তে ৷ রসো বিষয়রাগো ন নিবর্ততে ইত্যর্থঃ। রাগঃ অপি আত্মস্বরূপং পরং স্থখতরং বিনিবর্ত্ততে ॥৫৯॥ •

বঙ্গানুবাদ---

द्वाप, त्रम, भक्त, ज्लार्भ **ए** গন্ধযুক্ত ) বিষয়েন্দ্রিয়ের वा (जा) विश्व (ग मकन श्रुक्तित हे लिय-সকল(চেষ্টার দারা) বিষয়ভোগ হইতে নিবুত্ত হইয়াছে তাহা যে পর্যন্ত না আত্মদর্শন লাভ হয় সেই পর্যান্ত ) সেই সকল ভোগ্য-বিষয়ের বাহ্যনিবৃত্তি নাত্র, বিষয়ভোগের অহুরাগ বা লালসার নিবুন্তি হয় না। 'রদ' এই শকের অর্থ রাগ বা অকুরাগ। কিন্ত বিষয় অপেক্ষা উৎকৃষ্ট এবং অত্যন্ত সুখ্যয় আত্মন্বরূপের দর্শনলাভের পরে এই বিষয়ভোগের অহ্বাগ বা লালসাও (স্বতই) প্রকৃষ্টক্রপে নিবুত্ত হইয়া যায় ॥৫৯॥

## যততো ছপি কোন্তেয় পুরুষন্ত বিপশ্চিতঃ। ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি হরন্তি প্রসভং মনঃ॥৬০

পূর্বশ্লোকে যে বলিয়াছেন, আত্মদর্শন বিনা বিষয়-বাসনা নিবৃত্ত (সম্পূর্ণরূপে ইন্দ্রিয়-জয়) হয় না অতএব এই জ্ঞাননিষ্ঠা অত্যন্ত ত্বর্লভ, এখন সেই ত্বলভিতার কারণ স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন।—

হে অজ্জুন, ইন্দিয় সংযমদারা আত্মদর্শনের জন্ম যত্নশীল শাস্ত্রজ্ঞ ও বিবেকজ্ঞ পুরুষদের মনকেও প্রবল এবং ছ্রজ্জাইন্দিয়গণ বলপুর্বক আকর্ষণ করিয়া (ভোগ্য) বিষয়ে বাঁধিয়া রাখে অতএব এই জ্ঞাননিষ্ঠা অত্যন্ত ছুল্ভ ॥৬০॥

### রামান্তজভাগ্য—

আত্মদর্শনেন বিনা বিষয়রাগে।
ন নিবর্ত্ততে, অনিবৃত্তে বিষয়রাগে
বিপশ্চিতে। যতমানস্থা অপি পুরুষস্থা
ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি বলবন্তি মনঃ
প্রসন্থ হরন্তি। এবম্ ইন্দ্রিয়জয়
আত্মদর্শনাধীন আত্মদর্শনং ইন্দ্রিয়জয়
জয়াধীনং ইতি জ্ঞাননিষ্ঠা
দুষ্প্রাপ্যা। ॥৬০॥

#### বঙ্গান্তুবাদ—

আল্পদাক্ষাৎকার না হওয়া পর্যন্ত বিষয়ভোগের লালসা নিবৃত্ত হয় না। বিষয়লালসা নিবৃত্ত হয় না। বিষয়লালসা নিবৃত্ত হয় নাই বলিয়া জ্ঞাননিঠালাভে যত্ত্বশীল হেয়োপাদেয় বিবেকজ্ঞ জ্ঞানী পুরুষদের মনকেও এই সাধনঅবস্থায় প্রবল ও তৃর্জয় ইন্দ্রিয়ণণ বলপূর্বক হয়ণ করে অর্থাৎ বিষয়ভোগে বাঁধিয়া রাখে। অতএব আল্পদাক্ষাৎকার হইবার পরে (সম্পূর্ণ) ইন্দ্রিয়বিজয় সম্ভব। আবার এই আল্পাক্ষাৎকার এই (তৃর্জয়) ইন্দ্রিয়বিজয়ের উপর নির্ভর্ করে। অতএব এই জ্ঞাননিঠা অত্যন্ত ত্বর্ভ ॥৬০॥

## তানি সর্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ। বশে হি যন্তেন্দ্রিয়াণি তম্ম প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥ ৬১

সর্লার্থ---

ইন্দ্রির গণ প্রবল এবং ছুর্জ র বলিয়া নিজ চেষ্টার বশীভূত করা ছঃ সাধ্য, কিন্ত মং-পরায়ণ ব্যক্তিগণের আসার সাহায্যে সেই ইন্দ্রিরবিজয় সহজসাধ্য, তাহাই এই শ্লোকে বলিতেছেন।—এই শ্লোকটি 'কিমাসীত' (২০৪৪) অজু নের এই প্রশ্নের উত্তর।

সাধক সাধনকালে প্রবল এবং ছজ র মন প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণকে বিষয় হইতে সংযত করিবার প্রযুক্ত লৈ কল্যাণগুণনিধি আমার প্রতি নিবিষ্টচিত্ত হইয়া (ইন্দ্রিয়বিজয় প্রার্থনাকরতঃ) অবস্থান করিবেন। (তাহা হইলে অন্তর্য্যামী আমি ভিতর হইতে তাহার মন নির্মল করিয়া ইন্দ্রিয়গণকে তাহার নশীভূত করাইয়া থাকি )। যাহার ইন্দ্রিয়গণ বশীভূত থাকে তাহারই প্রজ্ঞা দৃঢ় হয় অর্থাৎ তিনিই প্রকৃষ্টিরূপে 'স্থিতপ্রজ্ঞ' হন॥ ৬১॥

রামান্তজভাষ্য—

সবস্থা দোষস্থা পরিজি-হীর্ষয়া বিষয়ান্তরাগযুক্ততয়া ছর্জ য়ানি ইন্দ্রিয়াণি সংযম্য চেতসঃ শুভাগ্রায়-ভূতে ময়ি মন অবস্থাপ্য সমাহিতঃ

আসীত। মনসি মদ্বিষয়ে সতি নিৰ্দ্দগ্ধাশেষকল্মযতয়া নিৰ্মলীকৃতং

বিষয়ান্দ্ররাগরহিতং মন ইন্দ্রিয়াণি স্ববশানি করোতি। ততো বখ্যে-ব্দিয়ং মন আত্মদর্শনায় প্রভরতি। উক্তং চ— 'যথাগ্নিরুদ্ধতশিখঃ কক্ষং

দহতি সানিলঃ। তথা চিত্তস্থিতো

বিষ্ণুৰ্যোগিনাং সৰ্বকিল্বিষ্নৃ' ॥ ইতি।

তদাহ—'বৃশেহি যন্তেন্দ্রিয়াণি তন্ত

প্ৰজ্ঞা প্ৰতিষ্ঠিতা' ইতি ॥৬১॥

বঙ্গান্থবাদ---

(ইন্দ্রিজয় আত্মদর্শনাধীন, আবার এই আত্মদর্শন ইন্দ্রিরবিজয়াধীন, এইরূপ অন্তান্ত আশ্ররদোব্যুক্ত সাধ্যবস্ত এবং তাহার সাধনের উপদেশ কিরূপে সম্ভব হইতে পারে ?) এই আশঙ্কা সমাধানের জন্ত এই শ্রোকে বলিতেছেন—(মন প্রমৃতি ইন্দ্রিয়নগণ পূর্বপূর্ব জন্মে কতকর্মান্তগণ স্ক্রম বিষয়বাসনাযুক্ত হইয়া থাকে। এই ক্রম বাসনা পরিত্যাগ করা অত্যন্ত ছংসাধ্য এবং সেইজন্টই ইন্দ্রিয়বিজয়ও অত্যন্ত ছকর।)

পূর্ব শ্লোকে কথিত অ্যান্ত আশ্রয়াদি সমস্ত দোষ বিদ্রিত করিতে অভিলাষী পুরুষ বিষয়বাসনাযুক্ত মন প্রভৃতি ছুজ্য ইন্দ্রিয় স্কল (ম্নোবাসনা সন্নিছিত থাকা সত্ত্বেও) কেবলমাত্র ( চক্ষুকর্ণহস্তপদাদি ) বাফেন্দ্রিয়ের দারা (বলপুর্বক) বিষয়ভোগ সংযত করিয়া শুভাশ্রয়ভূত আগাতে (পরমেখরে) মন দৃঢ়ভাবে স্থির রাখিয়া অবস্থান করিবে। मिष्ठवर्श मन থাকিলে বিষয় বাসনা প্রভৃতি মনের সমস্ত পাপ সম্পর্ণরূপে ভঙ্গীভূত হইয়া যায়। তখন সেই নির্মলীভূত বিষয়বাসনারহিত মন অন্যান্ত ইন্দ্রিয়গণকে স্ববশে আনিতে সমর্থ হন। তৎপরে সেই ইন্দ্রিরবিজয়ী মন আত্মীসাক্ষাৎকার করিতে সমর্থ হয়েন। কথিত হইয়াছে, 'যেমন উচ্চ শিখাযুক্ত প্রজ্বলিত অগ্নি কক্ষ ভঙ্গীভূত করিয়া ফেলে তদ্ৰপ যোগীচিত্তে অৰম্থিত ভগবান বিষ্ণু সমস্ত পাপ ভশীভূত করিয়া দেন।' এই অভিপ্রায়েই বলিয়াছেন — 'যাহার ইন্দ্রিসকল স্বশে আসিয়াছে, তাহারই জ্ঞাননিষ্ঠারূপ বৃদ্ধি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে. অর্থাৎ তিনিই 'স্থিতপ্রজ্ঞ' হইয়াছেন।' ॥৬১॥

\*विः श्रः ७।१।१७

এবং ময়ি তানিবেশ্য মনঃ স্থযত্নগোরবেণ ইন্দ্রিয়জয়ে প্রবৃত্তঃ বিনষ্টঃ
ভবতি ইত্যাহ—

যাহারা এইপ্রকারে আমাতে (পরমেশরে)
মনোনিবেশ না করিয়া কেবলমাত্র নিজের
চেষ্টার দারাই ইন্দ্রিয় জয় করিতেপ্রবৃত্ত হন
তাহারা ক্বতকার্য হইতে পারেন না এবং
সংসারে নিমগ্ন হইয়া বিনষ্ট হন, এই
বলিতেছেন—

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেমূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কানঃ কানাৎ ক্রেধোইভিজায়তে ॥৬২
ক্রোধান্তবতি সন্মোহঃ সন্মোহাৎ শ্বৃতিবিজ্ঞমঃ।
শ্বৃতিজ্রংশার্দ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্বতি॥৬৩

সরলার্থ-

্ আমাতে (পরমেশ্বরে) মনোনিবেশ না করিয়া স্বয়্প্রযুক্ত হইয়া ইন্দ্রিয়বিজয়ে প্রবৃত্ত পুরুষের কি অবস্থা হয়, তাহাই বলিতেছেন ]—

বিষয়ে নিবৃত্তির চেষ্টা সত্ত্বেও অনাদি ফ্রন্থবাসনা নিমিত্ত ভোগ্য বিষয়ের রূপরসাদি প্রভৃতির পুনঃ পুনঃ চিন্তা অবশ্যন্তাবী। এই অনুচিন্তনের জন্ম বিষয়ে আসক্তি প্রবৃদ্ধ হয়। এই বিষয়াসন্তি ক্রন্থাঃ প্রবৃদ্ধ হইয়া বিষয় কামনায় পরিণত হয়। এই অবস্থায় পুরুষ বিষয়-ভোগ না করিয়া থাকিতে পারে না। তখন কাম্য-বিষয়ের অলাভে যাহার দ্বারা বিষয়-লাভ প্রতিহত হইয়াছে, তাহার প্রতি ক্রোধের উৎপত্তি হয়। ক্রোধ উপস্থিত হইলে তখন কত্যাকৃত্য বিবেকনাশ জন্ম কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞানহীন হয়। তখন ইন্দ্রিয়বিজয়ের চেষ্টা প্রভৃতির মূল উদ্দেশ্যের বিষয় আর স্মরণ থাকে না। এই স্মৃতিভ্রংশ হইতে আত্মন্থান লাভে ব্যবসায়াত্মিকা দৃঢ়বৃদ্ধি নই হইয়া যায়। আত্মদর্শনলাভের জন্ম এই ব্যবসায়াত্মিকা বৃদ্ধি নই হইয়া যায়। আত্মদর্শনলাভের জন্ম এই ব্যবসায়াত্মিকা বৃদ্ধি নই হইয়া থাকে ॥ ৬২,৬৩॥

বঙ্গান্তবাদ---

অনিরস্তবিষয়ান্তরাগশু হি ময়ি অনিবেশিতমনস ইন্দ্রিয়াণি সংযম্য রামান্ত্রজভাষ্য-

যিনি বিষয়-বাসনারহিত হইতে পারেন নাই তিনি যদি আমাতে (পরমে-শ্বরে) মন নিবেশিত না করিয়া ভোগ্য- অবন্থিতস্থ অপি অনাদিপাপবাসনয়া বিষয়ধ্যানম্ অবজ'নীয়ং ' স্থাৎ। ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ পুনরপি সঙ্গঃ অতিপ্রবৃদ্ধো জায়তে। সঞ্জায়তে কামঃ—কামো নাম সঙ্গস্থ বিপাকদশা ৷ পুরুষো যাং দশাম্ আপন্নো বিষয়ান্ অভুক্ত্বা স্থাতুং ন শকোতি স কামঃ। কামাৎ অভিজায়তে—কামে কোধঃ মানে বিষয়ে চ অসন্নিহিতে সন্নি-পুরুষান্ প্রতি এভিঃ হিতাৰ্ অস্মদিষ্টং বিহতং ইতি ক্রোধে। ভবতি ॥৬২॥

 বিষয় হইতে বলপুর্বক কেবলমাত্র বহিরি-ক্রিয় (চক্ষুকর্ণহস্তপদাদি) নিবারণ করি-য়াই ইন্দ্রিয় বিজয় করিতে যত্নবান তাহা হইলে অনাদি পাপবাসনার जगु गतन गतन तमहे विषयात शान वा श्रनः পুনঃ চিন্তা অবশান্তাবী। পুনঃ পুনঃ এই-ন্ধপ বিষয়চিন্তার জন্য বিষয়াসক্তি অত্যন্ত বাডিয়া যায়। আদক্তি হইতে কামের উৎপত্তি ইয়—কাম মানে সঙ্গ বা আসক্তির পরিপক অবস্থা অর্থাৎ যে অবস্থা প্রাপ্ত হইলে পুরুষ বিষয়ভোগ না করিয়া থাকি-তেই পারে না সেই অবস্থাকে 'কান' वल। এই काम श्रेटि क्लार्यत इয়-विवर्षे कांगना वर्षमान थाकिए महे कामना अञ्चाबी निवस्नाए वाथा श्रेल তৎकारन रय मथस्य लारकता निकरहे थारक, 'ইহারাই আমাকে এই বিষয়ভোগ হইতে বঞ্চিত করিয়াছে' এই মনে করিয়া তাহা-দের প্রতি ক্রোধের উদ্রেক হয়॥ ৬২॥

षावात এই জোধ হইতে সমোহ আসে— কৃত্য-অকৃত্য বিবেকশুন্যতাকে ( কাণ্ডাকাণ্ড-বিচারহীনতা ) সন্মোহ বলে। এই সন্মোহ বা কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞানরহিত অবস্থায় শাত্মৰ (যাহা করা উচিত নয় এমন) সব কিছুই করিয়া ফেলে। তখন আবার ইন্দ্রিয়জয় প্রভৃতির উদ্দেখ্যে যে সকল চেষ্টা চলিতেছে সে সমস্তই ভুলিয়া যায় व्यर्था९ (महे मगछ विषया व्यात मृष्टि थाटक না। এইব্লপ শ্বতিভ্ৰংশ বা বিশ্বতি হইতে বুদ্ধিও নষ্ট হইয়া যায়। অর্থাৎ আত্মজ্ঞান-লাভ অবশ্যকর্ত্ব্য এইরূপ নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির নাশ হইয়া যায়। এইপ্রকার ঃনিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি নাশ হইয়া যাইলে পুন-; রায় ু(বিষয়ভোগরূপ) সংসারে সম্যক্ , लिश रहेशां नष्टे रहेशा यात्र ॥ ७० ॥

### রাগদেষবিষুঠৈক্তন্ত বিষয়ানিব্রিটয়শ্চরন্। আত্মবঠশ্যবিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি ॥৬৪॥

সরলার্থ-

ধাঁহারা আমাতে মনোনিবেশ করিয়া (মৎপর হইরা) ইন্দ্রিয় বিজয়ে প্রবৃত্ত হন আমার কপায় তাঁহাদের ইন্দ্রিয়ণ আত্মবশীভূত হইরা যায়। তখন দেই ইন্দ্রিয়জিৎ পুরুষ বিষয়ভোগে অন্মরাগ এবং বিদ্বেষাদি রহিত হন। এইরূপ আসক্তিরহিত বলিয়া বিষয়ভোগ সত্ত্বেও এই বশীক্তমনা পুরুষেরা নির্মলান্তঃকরণই থাকেন। এই শ্লোকের দ্বারা (২।৫৪ শ্লোকে) 'ব্রজেত কিম্' অজ্জুনের এই প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন॥ ৬৪॥

রামান্তজভান্য-

উক্তেন প্রকারেণ ময়ি সর্বেশ্বরে
চেডসঃ শুভাগ্রয়ভূতে গ্রস্তমনা
নির্দ্ধমাশেষকল্মষতয়া রাগদ্বেষবিযুক্তঃ
আত্মবশ্যঃ ইন্দ্রিয়ে বিষয়ান্ চরন্
বিষয়ান্ তিরস্কৃত্য বর্তমানো বিধেয়াত্মাঃ বিধেয়মনাঃ প্রসাদম্ অধিগচ্ছতি। নির্মলান্তঃকরণো ভবতি
ইত্যর্থঃ॥৬৪॥

### বঙ্গান্তুবাদ—

পূর্বোক্তপ্রকারে যে প্রুষ শুভ আশ্রয়ক্লপ সর্বেশ্বর আমাতে মনোনিবেশ করেন
(আমার ক্লপায়) তাঁহার অশেষ পাপরাশি
বিনষ্ট হইয়া যায়। তখন তিনি (ভোগ্যবিষয়ে) অফুরাগ ও বিদ্বেষ উভয় রহিত
হইয়া এবং বশীভূত ইন্দ্রিয়দ্বারা বিষ্মভোগ
করেন—বিষয়কে উপেক্ষা করিয়া বিষয়ের
ব্যবহার করেন (তিনি কর্মযোগী হন)।
এইরূপ বিধিযুক্ত মনবিশিষ্ট পুরুষ
প্রসম্বতা লাভ করেন, অর্থাৎ এইরূপ
বশীক্রতমনা পুরুষের অন্তঃকরণ নির্মল
হইয়া যায়॥৬৪॥

## প্রসাদে সর্ববছঃখানাং হানিরক্যোপজায়তে। প্রসন্নচেতসো ছাশু বৃদ্ধিঃ পর্য্যবতিষ্ঠতে ॥৬৫॥

সরলার্থ—
এই কর্মযোগী পুরুষের অন্তঃকরণ নির্মল হইয়া গেলে তথন প্রকৃতিসম্বদ্ধজনিত
এই কর্মযোগী পুরুষের অন্তঃকরণ নির্মলান্তঃকরণ কর্মযোগী পুরুষ শীম্বই
সমস্ত ছঃথের নিবৃত্তি হয়। কারণ এইরূপ নির্মলান্তঃকরণ কর্মযোগী পুরুষ শীম্বই
পরিপক্ষদশা বা সিদ্ধদশা প্রাপ্ত হইয়া দেহাতিরিক্ত আত্মস্বরূপের দর্শন লাভ করেন।
পরিপক্ষদশা বা সিদ্ধদশা প্রাপ্ত হইয়া যায় অর্থাৎ তথন তিনি সম্পূর্ণ 'শ্বিতপ্রক্তা' হন॥ ৬৫॥
তথন তাহার প্রক্তা স্মৃদ্দ হইয়া যায় অর্থাৎ তথন তিনি সম্পূর্ণ 'শ্বিতপ্রক্তা' হন॥ ৬৫॥

শ্রাত্মা—মন ; বিধেয়াত্মা—বিধিয়ুক্তমন ; বিষয়ে আসক্তিরহিত এবং সর্বেয়য়ের নিবিষ্ট মন।

### রামান্ত্রজভাষ্য—

অস্থ্য পুরুষশু মনঃপ্রসাদে সতি প্রস্কৃতিসংসর্গপ্রযুক্তসর্বতঃখানাং হানিঃ উপজায়তে। প্রসন্নচেতসঃ আত্মাবলোকনবিরোধি-দোষরহিত-মনসঃ তদানীং, এব হি বিবিক্তাত্ম-বিষয়া বুদ্ধিঃ পর্যবতিষ্ঠতে। অতঃ মনঃপ্রসাদে সর্বতঃখানাং হানিঃ ভবতি এব ॥৬৫॥

### বঙ্গান্থুবাদ—

এইরূপ পুরুষের মন নির্মল হইরা গেলে প্রকৃতিসংসর্গজনিত সমস্ত ছংখের নিবৃত্তি হইরা যার। (এই প্রতিবন্ধক নিবৃত্তির জন্য আত্মসাক্ষাৎকার লাভ করিয়া) তথনই এই পুরুষের দেহাতিরিক্ত আত্ম-বিষয়ক বৃদ্ধি স্পদৃচভাবে স্থিত হইরা যার। অতএব মন নির্মল হইরা গেলে নিশ্চিত্তই সমস্ত ছংখের নিবৃত্তি হইরা যার॥ ৬৫॥

## নান্তি বুদ্ধিরযুক্তশ্য ন চাযুক্তশ্য ভাবনা। ন চাভাবয়তঃ শান্তিরশান্তশ্য কুতঃ সুখম্॥৬৬॥

#### সরলার্থ-

সর্বেশ্বর আমাতে যাহারা মনোনিবেশ করিতে পারে না তাহার অভীষ্ট সিদ্ধ হয় না, তাহাই বলিতেছেন--

যাহারা আমাতে চিন্ত নিবেশিত করে নাই তাহারা কখনও আত্মবিষয়যুক্ত দৃঢ়বুদ্ধি লাভ করিতে পারে না। অতএব এইরাপ অযুক্ত পুরুষের আত্মবিষয়ক ধ্যানও (পুনঃ পুনঃ একাগ্রচিন্তা) সম্ভবপর হয় না। এইরাপ আত্মচিন্তাবিহীন পুরুষ দ্বিষয়স্পাহা নিবৃত্তিরাপ শান্তিলাভও করিতে পারে না। বিষয়স্পাহাযুক্ত শান্তিবিহীন পুরুষের নিরতিশয় আনন্দভোগরাপ নিত্যস্থ কোথায় ? অর্থাৎ নিরতিশয় স্থখলাভ হইতেই পারে না। 'যুক্ত আসীত মৎপরঃ' শ্লোকের (২।৬১) সহিত এই শ্লোকের সম্বন্ধ বুরিতে হইবে॥৬৬॥

### রামাত্রজভাষ্য—

ময়ি সংগ্যস্তমনোরহিতস্থ স্বযন্ত্রেন ইন্দ্রিয়দমনে প্রবৃত্তস্থ কদা-চিৎ অপি বিবিক্তান্মবিষয়া বুদ্ধিঃ ন

### বঙ্গান্তবাদ—

আগাতে মনোনিবেশ না করিয়া বাহারা কেবলমাত্র নিজেরই চেষ্টা দারা ইন্দ্রিয় দমন করিবার অভ্যাস করিতেছেন, তাহাদের প্রকৃতি হইতে বিভিন্ন আত্ম-বিষয়ক বৃদ্ধি কখনও সিদ্ধ হয় না। অত- সেৎস্থৃতি। অতএব তম্ম তন্তাবনা
চ ন সম্ভবতি। বিবিজ্ঞাদাং
অভাবয়তো বিষয়স্প হাশান্তিঃ
ন ভবতি। অশান্তম্ম বিষয়স্প হাযুক্তম্ম কুতঃ নিত্যনিরতিশয়স্থ্যপ্রাপ্তিঃ ৬৬॥

এব তাহাদের সেই আত্মবিষয়ক ভাবনাও
সম্ভব হয় না। আত্মধ্যানবিহীন এই পুরুষদের বিষয়স্পৃহা নিবৃত্তিরূপ শান্তিলাভ হয়
না। বিষয়স্পৃহাযুক্ত এই অশান্ত পুরুষের
নিরতিশয় স্থলাভ কি করিয়া হইতে
পারে १॥৬৬॥

পুনরপি উল্জেন প্রকারেণ ইন্দ্রিয়-নিয়মনং অকুর্বতঃ অনর্থং আছ— বঙ্গান্থবাদ-

পুর্বোক্তপ্রকারে যাহারা ইন্দ্রিয় সংঘদ করেন না, তাহাদের যে কি অনুর্থ হয় তাহাই পুনরায় বলিতেছেন্—

ইব্দিয়াণাং হি চরতাং যন্মনোহনুবিধীয়তে। তদশু হরতি প্রজ্ঞাং বায়ুন বিমিবাস্তুসি॥১৭

সরলার্থ--

(মৎকথিত প্রকারে যাহারা ইন্দ্রিয়সুংঘমের চেষ্টা করে না, তাহাদের যে অনর্থ হয় তাহা পুনরায় বলিতেছেন)—

যে মন বিষয়লোলুপ ইন্দ্রিয়গণকে অনুসরণ করে, সেই মন প্রতিকৃল বায়ু যেমন নৌকাকে জলে ইতন্ততঃ চালিত করিয়া লক্ষ্যভাই করে সেইরূপ, যে প্রুষকে আত্মবিষয়ক ধ্যানপ্রবণতারূপ দৃঢ়বৃদ্ধি হইতে লক্ষ্যভাই করিয়া অর্থাৎ এই দৃঢ়বৃদ্ধি বিনষ্ট করিয়া বিষয়প্রবণ করিয়া দেয় ইহা নিশ্চিত ॥৬৭॥

রামান্তজভায্য—

ইন্দ্রিয়াণাং বিষয়েষু চরতাং বিষমেষু বর্ত্তমানানাং বর্ত্তনম্ অনু যন্মনঃ
অনু বিধীয়তে পুরুষেণ অনুবর্ত্ততি
তৎ মনঃ অস্থা বিবিক্তাত্মপ্রবর্ণাং
প্রজ্ঞাং হরতি, বিষয়প্রবর্ণাং

বঙ্গান্তুবাদ—

(ইন্দ্রাণীন্দ্রিয়ার্ণের্বর্ত্তে ইতি
অন্তর্ত্ত উক্ত বচনার্যায়ী) ইন্দ্রিয়গণ (চক্
কর্ণহন্তপদাদি) বিষয়ভোগেই লাগিয়া থাকে
ক্রিরপ বিষয়ভোগে রত ইন্দ্রিয়গণের
অন্তর্ভিত মার্গে তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে প্রুষ
দারা যে মন প্রবর্তিত হয় (অর্থাৎ যখন
বিষয়ভোগে রত ইন্দ্রিয়গণের সঙ্গে সঙ্গে
মনও সেই বিষয়ে ময় হইয়া থাকে তখন)
সেই মন এই পুরুষের দেহাতিরিক্ত আত্মবিষয়ক প্রজ্ঞা (দৃচবৃদ্ধি) হরণ করে (অর্থাৎ

করোতি ইত্যর্থঃ। যথা অন্তসি

नीय्रमानाः नावः अिक्ट्रला वासः

প্রসহা হরতি ॥৬৭॥

তখন এই প্রজ্ঞা বিনষ্ট হয়) এবং এই
প্রুষকে বিষয়পুরণ করিয়া দেয় অর্থাৎ
এই প্রুক্ষের বিষয়ভোগের লালদা ক্রমশঃ
বৃদ্ধি করায়। যেমন জলে চালিভ
নৌকাকে প্রতিক্ল বায়ু বলপূর্বক হরণ
করে অর্থাৎ ইতস্ততঃ মার্গচ্যুত করিয়া
দেয় (ঠিক সেইভাবে বিষয়ামুরক্ত মন
প্রুষকে উন্তরোত্তর বিষয়লোল্প করিয়া
দেয়) ॥৬৭॥

, তন্মাদ্ যম্ম মহাবাহে। নিগৃহীতানি সর্ব্বশঃ। ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তম্ম প্রজা প্রতিষ্ঠিতা ॥৬৮

সরলার্থ---

'যদা সংহরতে চায়ং' ইত্যাদি শ্লোকে ইন্দ্রিয়দমনের সাধন দারা স্থিতপ্রক্ততা লাভ হয়, এই উপদেশের উপসংহার এই শ্লোকে করিতেছেন।

ইন্দ্রিয় দমন করিতে পারিলে স্থিতপ্রজ্ঞতা লাভ হয় এবং তদ্ভাবে এই প্রজ্ঞা বিনষ্ট হয়, ইহা অন্বয় এবং ব্যতিরেকম্থে এবং উদাহরণ সহিত যাহা তোমায় বিশদভাবে ব্যাইলাম এখন তাহারই সারাংশ উপসংহারস্বপে বলিতেছি। হে অর্জ্ঞ্বন, যে পুরুষের মন ও অক্সান্ত সমন্ত ইন্দ্রিয়গুলি আমাতে মনোনিবেশপুর্বক সমন্ত ভোগ্যবিষয় হইতে সম্পূর্ণক্রপে সংযত হইয়াছে, সেই পুরুষেরই প্রজ্ঞা (আত্মবিষয়কবৃদ্ধি) স্পূচ্ছইয়া পাকে ॥৬৮॥

রামান্ত্রজভাগ্র—

তম্মাদ্ উজেন প্রকারেণ শুভা-প্রায়ে ময়ি নিবিষ্টমনসো যত্ম ইন্দ্রি-মাণি ইন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ সর্বশো নিগৃহী-তানি তত্ম এব আত্মনি প্রজা প্রতিষ্ঠিতা ভবতি ॥৬৮॥

### বঙ্গানুবাদ-

অতএব পুর্বোক্ত প্রকারে শুভাশ্রয়প আমাতে (পরমেশরে ) মনোনিবেশপুর্বক যিনি ইন্দ্রিয়ভোগ্য সমস্ত বিষয় হইতে সম্পূর্ণরূপে ইন্দ্রিয়গুলিকে নিগৃহীত বা সংযত করিয়াছেন তাঁহারই বুদ্ধি আত্ম-বিষয়ে স্বদৃচ হইয়া যায়॥৬৮॥ এবং নিয়তে ব্রিয়ন্থ প্রসন্ধ্রমনসঃ | বঙ্গানুবাদ---

সিদ্ধিং আহ—

य श्रुक्रियता উপরোক্ত উপায়ে यनः সংযম করিয়া প্রসন্নচিত্ত হইয়াছেন তাহাদের সিদ্ধির বর্ণনা করিতেছেন—

যা নিশা সৰ্বভূতানাং তহ্মাং জাগর্তি সংযমী। যন্ত্রাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনে: ॥৬৯

সর্লার্থ-

অতঃপর উপরোক্ত উপায়ে সংযতে দ্রিয় এবং প্রসন্নমনা পুরুষের সিদ্ধির কথা বলিতেছেন-

व्याज्ञविषयक त्य वृक्ति ममल मश्माती कीत्वत निकटि व्यक्तां थातक तमहे वृक्ति সংযতে দ্রিয় পুরুষে প্রতিষ্ঠিত থাকে। আবার সংসারী জীব বিষয়বাসনারূপ যে বুদ্ধিতে ছুবিয়া থাকে সেই বৃদ্ধি আত্মদ্র। মুনিগণের নিকট রাত্রির মতন অপ্রকাশ বা তিরোহিত থাকে ॥৬৯॥

### রামান্তজভাষ্য-

যা আত্মবিষয়া বুদ্ধিঃ সর্বভূতানাং ইব অপ্রকাশা, निमा - निमा তস্তাম্ আত্মবিষয়ায়াং বুদ্ধো ইন্দিয়-সংয়মী প্রসন্ধ্রমনাঃ জাগর্ভি—আত্মানং 'অবলোকয়ন্ আন্তে ইত্যৰ্থঃ। যস্তাং শব্দাদিবিষয়ায়াং বুদ্ধৌ . সর্ব্বাণি ভূতানি জাগ্ৰতি — প্ৰবুদ্ধানি ভবন্তি, সা শব্দাদিবিষয়া বুদ্ধিঃ আত্মানং পশ্যতো মুনেঃ নিশা ইব অপ্রকাশা ভবতি ॥৬৯॥

### বঙ্গস্থাবাদ---

य बाब्रिवियक वृक्षि ममख कीरवत পক্ষে রাত্রি—রাত্রির মত অন্ধকার বা অপ্রকাশিত, সেই আত্মবিষয়ক বুদ্ধিতে সংযতে দ্রিয় ও প্রসন্ন চিত্ত পুরুষ জাগ্রত थाटकन, बाश्ववख्रत पर्नन कतित्छ थाटकन। শব্দাদি বিষয়ভোগে লালসারূপ যে বুদ্ধিতে সমস্ত প্রাণী জাগ্রত থাকেন, প্রবৃদ্ধ বা गध्र थात्कन, भक्तानिविषयक पारे वृक्षि আত্মদ্রতী মুনির নিকট রাত্তির ন্যায় অন্ধকার পাকে অর্থাৎ সেই বিষয়ভোগ-লালসাক্ষপ বুদ্ধি তিরোহিত হইয়া यात्र ॥ ७३ ॥

করোতি ইত্যর্থঃ। যথা অন্তসি

नीय्रमानाः नावः अिक्ट्रला वास्ः

প্রসহ্ম হরতি ॥৬৭॥

তখন এই প্রজ্ঞা বিনষ্ট হয়) এবং এই
প্রুষকে বিষয়প্রবণ করিয়া দেয় অর্থাৎ
এই প্রুক্ষের বিষয়ভোগের লালদা ক্রন্সশঃ
বৃদ্ধি করায়। যেনন জলে চালিভ
নৌকাকে প্রতিকৃল বায়ু বলপূর্বক হরণ
করে অর্থাৎ ইতস্ততঃ নার্গচ্যুত করিয়া
দেয় (ঠিক সেইভাবে বিষয়াস্থরক্ত মন
প্রুষকে উন্তরোত্তর বিষয়লোলুপ করিয়া
দেয়)॥৬৭॥

. তন্মাদ্ যম্ম মহাবাহে। নিগৃহীতানি সর্ব্বশঃ। ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তম্ম প্রজা প্রতিষ্ঠিতা ॥৬৮

সরলার্থ-

'যদ। সংহরতে চায়ং' ইত্যাদি শ্লোকে ইন্দ্রিয়দমনের সাধন দারা স্থিতপ্রজ্ঞতা লাভ হয়, এই উপদেশের উপসংহার এই শ্লোকে করিতেছেন।

ইন্দ্রিয় দমন করিতে পারিলে স্থিতপ্রজ্ঞতা লাভ হয় এবং তদ্ভাবে এই প্রজ্ঞা বিনষ্ট হয়, ইহা অন্বয় এবং ব্যতিরেকমুখে এবং উদাহরণ সহিত যাহা তোমায় বিশদভাবে বুঝাইলাম এখন তাহারই সারাংশ উপসংহারস্বপে বলিতেছি। হে অর্জ্ঞ্বন, যে পুরুষের মন ও অক্সাক্ত সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলি আমাতে মনোনিবেশপুর্বক সমস্ত ভোগ্যবিষয় হইতে সম্পূর্ণক্রপে সংযত হইয়াছে, সেই পুরুষেরই প্রজ্ঞা (আত্মবিষয়কবৃদ্ধি) স্থদ্চ হইয়া পাকে ॥৬৮॥

রামানুজভাগ্য—

তন্মাদ্ উজ্জেন প্রকারেণ শুভা-প্রায়ে ময়ি নিবিষ্টমনসো যত্ম ইন্দ্রি-য়াণি ইন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ সর্বশো নিগৃহী-তানি তত্ম এব আত্মনি প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ভবতি ॥৬৮॥

### বঙ্গানুবাদ---

অতএব পুর্বোক্ত প্রকারে শুভাশ্রয়প আমাতে (পরমেশ্বরে) মনোনিবেশপুর্বক মিনি ইন্দ্রিয়ভোগ্য সমস্ত বিষয় হইতে সম্পূর্ণরূপে ইন্দ্রিয়গুলিকে নিগৃহীত বা সংযত করিয়াছেন তাঁহারই বুদ্ধি আত্ম-বিষয়ে স্কৃত্ হইয়া যায় ॥৬৮॥ এবং নিয়তেন্দ্রিয়স্থ প্রসন্ধ্রমনসঃ |

বঙ্গানুবাদ---

সিদ্ধিং আহ—

ষে পুরুষেরা উপরোক্ত উপায়ে মন:
সংযম করিয়া প্রসন্নচিত্ত হইয়াছেন তাহাদের সিদ্ধির বর্ণনা করিতেছেন—

যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তম্মাং জাগর্তি সংযমী। যম্মাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ॥৬৯

সর্লার্থ-

অতঃপর উপরোক্ত উপায়ে সংযতে ক্রিয় এবং প্রসন্নমনা পুরুষের সিদ্ধির কথা বলিতেছেন—

আত্মবিষয়ক যে বৃদ্ধি সমস্ত সংসারী জীবের নিকটে অজ্ঞাত পাকে সেই বৃদ্ধি সংযতে ক্রিয় পুরুষে প্রতিষ্ঠিত থাকে। আবার সংসারী জীব বিষয়বাসনাক্রপ যে বৃদ্ধিতে ছুবিয়া থাকে সেই বৃদ্ধি আত্মদ্রপ্তা মৃনিগণের নিকট রাত্রির মতন অপ্রকাশ বা তিরোহিত থাকে ॥৬৯॥

### রামান্তুজভাষ্য—

যা আত্মবিষয়া বুদ্ধিঃ সর্বভূতানাং
নিশা – নিশা ইব অপ্রকাশা,
তস্থাম্ আত্মবিষয়ায়াং বুদ্ধে ইন্দ্রিয়সংযনী প্রসন্ধননাঃ জাগর্তি—আত্মানং
তাবলোকয়ন্ আন্তে ইত্যর্থঃ। যস্থাং
শব্দাদিবিষয়ায়াং বুদ্ধে সর্বাণি
ভূতানি জাগ্রতি — প্রবুদ্ধানি ভবন্তি,
সা শব্দাদিবিষয়া বুদ্ধিঃ আত্মানং
পশ্যতো মুনেঃ নিশা ইব অপ্রকাশা
ভবতি ॥৬৯॥

### বঙ্গস্থাবাদ---

যে আত্মবিষয়ক বৃদ্ধি সমন্ত জীবের
পক্ষে রাত্রি—রাত্রির মত অন্ধকার বা
অপ্রকাশিত, সেই আত্মবিষয়ক বৃদ্ধিতে
সংযতেন্দ্রিয় ও প্রসন্নচিত্ত পুরুষ জাগ্রত
থাকেন, আত্মবস্তার দর্শন করিতে থাকেন।
শক্ষাদি বিষয়ভোগে লালসারূপ যে বৃদ্ধিতে
সমন্ত প্রাণী জাগ্রত থাকেন, প্রবৃদ্ধ বা
মগ্ন থাকেন, শক্ষাদিবিষয়ক সেই বৃদ্ধি
আত্মন্তর্থী মুনির নিকট রাত্রির ন্যায়
অন্ধকার থাকে অর্থাৎ সেই বিষয়ভোগলালসারূপ বৃদ্ধি তিরোহিত হইয়া
যায়॥ ৬৯॥

আপূর্য্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং সমুদ্রমাপঃ প্রবিশক্তি যদ্বৎ।
তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সবে স শান্তিমাপ্রোতি ন কামকামী॥৭০
সরলার্থ—

জলে সম্পূর্ণরূপে পরিপূর্ণ সমৃদ্রে নদ-নদীর জল প্রবেশ করিলেও যেনন সেই সমৃদ্রের বৃদ্ধি হয় না এবং সে একইরূপে অবিকৃতভাবে অবস্থান করে সেইরূপ বিষয়-লালসাশৃষ্থ সংঘমী পুরুষের নিয়ত অতএব অবজনীয় শব্দাদি ভোগ্যবিষয়ের সংশ্লেষ হইলেও তাঁহার চিন্তবিকার হয় না, তিনি শান্তচিন্ত হইয়া সমভাবেই অবস্থান করেন। কিন্ত ভোগকামী পুরুষ বিষয়সংশ্লেষে বিকুর্কিচিন্ত হইয়া পড়ে, শান্তিতে থাকিতে পারে না ॥৭০॥

রামান্তজভাগ্য —

যথা স্বেটনৰ আপূৰ্যমাণং একরূপং প্রবিশন্তি. সমুদ্রং নাদেয়া আপঃ আসাং অপাং প্রবেশে অপি অপ্র-বেশে বা সমুদ্রঃ ন কঞ্চন বিশেষং আপছতে। এবং সর্বে শব্দাদিবিষয়া যং সংযমিনং প্রবিশন্তি ইন্দ্রিয়গোচরতাং যান্তি স শান্তিং আপ্রোতি। শব্দাদিযু ইন্দ্রিয়গোচরতাং আপন্নেযু তানাপন্নেযু চ স্বাত্মা-वटलाकनज्ञा এव यः न विकातः আপ্নোতি স এব শান্তিং আপ্নোতি ইত্যর্থঃ। ন কামকামী, যঃ শব্দা-দিভিঃ বিক্রিয়তে স কদাচিদ অপি ন শান্তিং আপ্নোতি ॥৭০॥

### বঙ্গান্তবাদ—

যেমন সন্নং সর্বদা পরিপূর্ণ অতএব সর্বদা একইরূপে অবস্থিত সমুদ্র মধ্যে নদী প্রভৃতির জল প্রবেশ করে এবং এই নদ নদীর জল প্রবেশ করিলে বুদ্ধি অথবা প্রবেশ ना कतित्व द्वाम ना इहेशा भवंता अकहे कर्भ थारक. (महेन्न्य कामन्न्यी भक्ष्ण्यभाषि সমস্ত ভোগ্যবিষয় সংযমী পুরুষে প্রবেশ করিলেও অর্থাৎ তত্তৎ ইন্দ্রিয়গোচর হই-লেও সে পুরুষ শান্তিতে থাকেন—অর্থাৎ শকাদি বিষয় তত্তৎ ইন্দ্রিয়দারা গ্রহণ করিলে অথবা না করিলে উভয় অবস্থাতেই আলুদর্শনজনিত সর্বদা পরিভৃপ্ত থাকেন বলিয়া, যিনি বিকৃত্তিত হয়েন না তিনি শান্তিতেই থাকেন। কিন্ত বিষয়ভোগ-কানী পুরুষ এইক্লপ নছে—যে পুরুষ শক्तापि विषया ভোগের ছারা বিরুত চিত হন, তিনি কোনকালেই শান্তিলাভ করেন ना ॥१०॥

## বিহায় কামান্ যঃ সর্বান্ পুমাংশ্চরতি নিঃস্পৃহঃ॥ নির্মনো নিরহক্ষারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি ॥৭১

সরলার্থ-

যে পুরুষ সমস্ত কাম্যবিষয়ে সকল অভিনিবেশ পরিত্যাগপুর্বক বিষয়ভোগে স্পৃহাশৃষ্ট এবং অহংকার মমতারহিত হইয়া সংসারে বিচরণ করেন তিনি শান্তিলাভ করেন অর্থাৎ তিনি বিষয়ভোগলালসাশৃষ্ট সমস্ত ছঃখ হইতে অব্যাহতি পাইয়া এবং আত্মদর্শনজনিত আনন্দলাভ করিয়া শান্তিতে অবস্থান করেন॥৭১॥ '

রামান্তজভাষ্য---

কান্যন্তে ইতি কানাং, শব্দাদয়ে।
বিষয়াঃ। বঃ পুনান্ শব্দাদীন্ সর্বান্
বিষয়ান্ বিহায় তত্ত্র নিঃস্প্রেং ননতারহিতঃ চ অনাত্মনি দেহে আত্মাভিগানরহিতঃ চরতি, স আত্মানং
দৃষ্ট্বা শান্তিং অধিগচ্ছতি ॥৭১॥

### বঙ্গান্থবাদ---

ষে বস্তার কামনা করা যায় তাছার
নাম কাম, অর্থাৎ কাম বলিতে শব্দাদিগুণযুক্ত ভোগ্যবস্ত বুঝায়। যে পুরুদ
শব্দাদিগুণবিশিষ্ট সমস্ত বিষয় (বিষয়ের
ভোগলালসা) পরিত্যাগপুর্বক এই সব
বিষয়ে নিস্পাহ এবং মমতারহিত হইয়া
আত্মা হইতে ভিন্নবস্ত এই দেহে আত্মাভিমান শ্ন্য হইয়া বিচরণ করেন তিনি আত্মদর্শন করিয়া শান্তিতে থাকেন॥ ৭১॥

### এযা ব্ৰান্ধী স্থিতিঃ পাৰ্থ নৈনাং প্ৰাপ্য বিমুছতি। স্থিত্বাহস্থামন্তকালেহপি ব্ৰহ্ম নিৰ্বাণমূচ্ছতি ॥৭২

সরলার্থ-

এই অন্তিম শ্লোকে এই অধ্যায়ে বর্ণিত জ্ঞাননিষ্ঠার উপদংহার করিতেছেন।

হে পার্থ, নিত্য আত্মবস্তর জ্ঞান, সেই জ্ঞানজন্ম জ্ঞাননিষ্ঠার পরাকাষ্টারূপ স্থিতপ্রজ্ঞতা অবস্থা এবং এই অবস্থা যে ব্রহ্ম বা আত্মবস্ত প্রাপ্তির উপায় তাহা বর্ণিত হইল। এই অবস্থা লাভ করিলে পুরুষ আর সংসাররূপ মোহ প্রাপ্ত হন না। অভিমকালে এই জ্ঞাননিষ্ঠায় অবস্থিত থাকিলে পুরুষ স্থখময় দেহাতিরিক্ত আত্মবস্ত বা ব্রহ্মও লাভ করেন॥৭২॥

রামান্তজভায্য---

এষা নিত্যাত্মজ্ঞানপূর্বিক। অসঙ্গ-কর্মণি স্থিতিঃ স্থিতধীলক্ষণা ভ্রাহ্মী ভ্রহ্মপ্রাপিক।। ঈদৃশীং কর্মণি স্থিতিং

### বঙ্গান্তবাদ—

নিত্য আত্মবস্তুর (স্বরূপ) জ্ঞান এবং সেই জ্ঞানজন্য নিষ্কাম বা নিলিপ্ত কর্মের দৃঢ়বুদ্ধি তাহা স্থিতপ্রজ্ঞতা লক্ষণযুক্ত বান্ধী অর্থাৎ জীবাত্মারূপ ব্রন্ধপ্রাপ্তির বা দর্শনের

 <sup>\*</sup> ব্রক্ষ—'ব্রক্ষ" শব্দের অর্থ 'বৃহৎ'—ব্রক্ষশক্ষ্ পরমাত্মা, জীবাত্মা, প্রকৃতি এই তিন অর্থেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে।
 ব্রক্ষ—আত্মবস্তু—এই অধ্যায়ে জীবাত্মা প্রকরণ এখানে 'ব্রক্ষ' শব্দ 'আত্মবস্তু' অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

প্রাপ্য ন বিমুছতি ন পুনঃ সংসারম্ আপ্নোতি। অস্থাং স্থিত্যাং অন্তিমে অপি বয়সি স্থিত্বা ত্রন্ম নির্বাণং ঋচ্ছতি নিৰ্বাণময়ং ব্ৰহ্ম গচ্ছতি, স্থবৈকতানং আত্মানম্ অবাপ্নোতি ইত্যৰ্থঃ। যুদ্ধাখ্যস্থ আত্মযাথাত্ম্যং এবং তৎপ্রাপ্তি সাধনতাং কর্মণঃ শরীরাত্মজ্ঞানেন মোহি-অজানতঃ তম্ম তেন চ মোহেন যুদ্ধাৎ নিবৃত্তস্থ নিত্যাত্মবিষয়া যা তম্মোহশান্তয়ে সাংখ্যবৃদ্ধিঃ তৎপূর্বিকা চ কর্মামুষ্ঠানরপকর্মযোগবিষয়া বুদ্ধিঃ ন্থিতপ্ৰজ্ঞতাযোগসাধনভূতা দিতীয়ে অধ্যান্নে প্রোক্তা, তত্তুক্তম্ "নিত্যাত্মা-সঙ্গকর্মেহাগোচর। । সাংখ্যযোগধীঃ। च्छिथीनकार। প্ৰোক্তা দিতীয়ে **তম্মোহশান্তরে ॥"** (গীতার্থ সংগ্রহ—৬) हेि ॥१२॥

উপায়স্বরূপ। ( আত্মবস্তুর স্বরূপ জ্ঞান— त्त्रहे छान इटेल निकायकर्स मृह्यूकि— দেই দৃঢ়বুদ্ধি হইতে নিষামকর্মের অমুষ্ঠান-সেই অমুষ্ঠান দ্বারা ক্রমশঃ স্থিতপ্রজ্ঞতার উন্নতি – সেইস্থিতপ্রজ্ঞতার পরাকাণ্ঠাদশায় আত্মদর্শন) এইপ্রকার স্থিতপ্রজ্ঞতারূপ নিষাম কর্মে দৃচ্বুদ্ধিযুক্ত र्हेल भूक्ष भार्थी थ সংসার পুনরায় তাঁহাকে অর্থাৎ ভোগ করিতে হয় না, এমন কি অস্তিম-কালেও এইরূপ স্থিতপ্রজ্ঞতা এবং নিলিপ্ত কর্মে দৃঢ় থাকিতে পারিলে পুরুষের ত্রহ্মস্থ লাভ হয়—সুখময় ব্ৰহ্মপ্ৰাপ্তি হয় অৰ্থাৎ তিনি নিরবচ্ছিন্ন কেবল স্থস্বরূপ আ্লু-বস্তু প্রাপ্ত হন।

এইপ্রকার আত্মার যথাৎস্বরূপ এবং যুদ্ধরূপ কর্ম যে সেই আত্মবস্তু প্রাপ্তির উপায়স্বরূপ তাহা না জানিয়া শরীরকে আত্মজ্ঞান করিয়া মোহিত বা শোকাবিষ্ট এবং দেই অজ্ঞানের জন্ম যুদ্ধ হইতে বিরত ( প্রথম অধ্যায়ে বণিজ ) অজ্জুনকে তাহার মোহ-শান্তির জন্ম ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র নিত্য সাংখ্যবৃদ্ধি এবং আত্মবিষয়ক সাংখ্যবুদ্ধিযুক্ত কর্মের নিষ্কাম অমুষ্ঠানরূপ কর্মবোগবিষয়ক বুদ্ধি যাহা স্থিতপ্রজ্ঞতা বা জাননিষ্ঠার পরাকাষ্ঠা অবস্থার উপায়-স্বরূপ, এই সমস্ত বিষয়ে উপদেশ দ্বিতীয় অধ্যায়ে দিয়াছেন। এই কথাই শ্রীযামুনাচার্য্য স্বামী তাঁহার 'গীতার্থ সংগ্রহে' বলিয়াছেন। **गোহশান্তির** জ্য অর্জ্জনের অধ্যায়ে নিত্যাত্মজ্ঞানবিষয়ক সাংখ্যবুদ্ধি এবং निकामकर्मक्रश कर्मर्यागविषम्क वृक्षि যাহা স্থিতপ্রজ্ঞ অবস্থা প্রাপ্তির উপায়ম্বরূপ তাহা বণিত হইয়াছে॥ ৭২॥

সাংখ্যযোগনামক দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

# ভৃতীয় অধ্যায়

কর্মবোগ

এবং মুমুক্ষুভিঃ প্রাপ্যতয়া বেদাভোদিতনিরস্তনিখিলাবিত্যাদি-দোষগন্ধানবধিকাতিশয়াসংখ্যেয়-কল্যাণগুণগণপরব্রহ্মপুরুষোত্তম-প্রাপ্ত্যুপায়ভূতবেদনোপাসন-ধ্যানাদিশব্দবাচ্যতদৈকান্তিকাত্য-ন্তিক\*১ ভক্তিং\*২ বক্ত্যুং, তদঙ্গভুতমু 'য আত্মাপহতপাপ মা'\*৩ ইত্যাদি প্রজাপতিবাক্যোদিতং আত্মনো যাথাত্ম্যদর্শনং প্রাপ্তঃ\*8 তন্মিত্যতাজ্ঞানপূৰ্বক-অসঙ্গকৰ্ম নিষ্পাত্ত জ্ঞানযোগসাধ্যং উক্তং।

ব্যক্তিগণের म्मूक् প্রাপ্যবস্তু, যিনি বেদান্তবর্ণিত পরতত্ত্ব বা সর্বশ্রেষ্ঠ তত্ত্ব, यिनि व्यविष्ठा প্রভৃতি সমস্ত দোষগন্ধবিহীন, যিনি অসীন অতিশয় এবং অসংখ্য কল্যাণ-গুণে বিভূষিত, সেই পরব্রহ্ম পুরুষোত্তম লাভের উপায়রূপ—সেই পরমপুরুষবিশয়ক জ্ঞান (বেদন), তাঁহার উপাসনা ও ধ্যান প্রভৃতি বিভিন্ন নামে বর্ণিত তাঁহার প্রতি ঐকান্তিক এবং আত্যন্তিক ভক্তিযোগ উপদেশের উদ্দেশ্যে, (দ্বিতীয় অধ্যায়ে) সেই ভক্তির অঙ্গভূত, পরবস্তু প্রাপ্তি অভিলাষী মুমুক্ষু জীবাত্মার যথার্থ স্বরূপের যাহা উপনিযদে 'য আত্মা অঙ্গহতপাপ্মা विशृज्यः विस्थारका ... ... हेन्यां वारका প্রজাপতির দ্বারা বর্ণিত হইয়াছে, উপদেশ-পূর্বক, সেই আত্মবস্তুর দর্শনের উপায়ক্সপ (প্রথমে) আত্মবস্তুর নিত্যতা, তৎপরে আসক্তিরহিত কর্মান্মন্তান. পরিশেষে ঐরপ क्यां क्षेत्रं वाता नक खानत्यार अं अपरम्भ দিয়াছেন।

<sup>\*</sup>১ একান্তিক ভক্তি — একমাত্র উপাস্থ-দেবতা ভিন্ন অন্ত দেবতারহিত এবং সেই উপাস্ত দেবতা প্রাপ্তি ভিন্ন অন্ত ফলাভিসন্ধিরহিত ভক্তি।

<sup>\*</sup>২ আত্যন্তিক ভক্তি — অনন্ত ছু:খরাশির নিবৃত্তি এবং অপ্রমেয় স্থপ্রাপ্তির উপায়-

<sup>\*</sup>৩ ছাঃ উঃ ৮।৭।১ স্বরূপ নির্দোষ এবং অব্যর্থ সাধনা

<sup>\*</sup>৪ প্রাপ্ত; — পরবস্তু প্রাপ্তি অভিলাষী মৃমুক্ষ্ জীবের

প্রদাপতিবাক্যে দহর-বাক্যোদিভপরবিভাশেষভয়া 'यख-প্রাপ্তঃ আত্মনঃ স্বরূপদর্শনং মাত্মানমন্ববিত্য বিজ।নাতি'\*১ ইতি উক্তা জাগরিতস্বপ্নসূষ্প্রতীতং প্রত্যগাত্মস্বরূপম্ অশরীরং প্রতি-'এবমেবৈষ সম্প্রসাদঃ#২ পাত্ত অম্মাচ্ছরীরাৎ সমুখায় পরং জ্যোতি-রূপসম্পত্ত স্থেন রূপেণাভিনিষ্প-অতে'∗৩ ইতি দহরবিত্তাফলেন উপ-সংহ্রতম্। অন্যত্র অপি 'অধ্যাত্ম-যোগাধিগমেন দেবং মন্থা ধীরো হর্ষশোকো জহাতি'\*৪ ইত্যেবমাদিয় 'দেবং মত্বা' ইতি বিধীয়মানপর-বিজ্ঞান্তত্ত্বা 'অধ্যাত্মযোগাধিগমেন' ইতি প্রত্যগাত্মজানম্ অপি বিধায় 'ন জায়তে জ্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ'\*৫ ইত্যাদিনা প্রত্যগাত্মস্বরূপং বিশোধ্য

প্রজাপতি नात्का परतिषाञ्चनात्म । कथिত पर्व-विधात करनत वर्गनात मरम এই পরাবিভার অঙ্গরূপ জীবাত্মার স্বরূপ-জ্ঞানের উপসংহার করা হইয়াছে। সেই প্রসলে 'যিনি শাস্ত্রোপদিষ্ট জ্ঞানের পুনঃপুনঃ চিন্তার দারা সেই আত্মবস্তর সম্যক উপলব্ধি करतन' এই कथा विनिशा 'জाগরণ, श्रश्न ও স্বুপ্তি এই তিন অবস্থার অতীভ এবং অশরীরীরূপে আত্মস্বরূপের বর্ণনা করিয়া-ছেন।' তৎপরে 'এইরূপে এই সম্প্রসাদ (এই শরীর হইতে বাহির হইয়া পর্ম জ্যোতির সামীপ্য লাভ করিয়া (তখন) নিজরূপে সিদ্ধিলাভ করেন'এই কথা বলিয়াছেন। এতদ্বাতীত অক্স উপনিষদেও 'অধ্যাত্মযোগ দারা ধীর পুরুষ দেবতাকে ও শোক ত্যাগ করিয়া জানিয়া হৰ্ষ থাকেন) ৷ ইত্যাদি বাক্যেও এই কথা (জীবাত্মাম্বরূপ) বলা হইয়াছে। কারণ এস্থলে 'দেবং মজা' এই বাক্য দারা প্রতি-পাদিত পরাবিভার কথা বলিয়া ভাঁহার অঙ্গরূপ জীবাত্মার স্বরূপজ্ঞানের বিষয় 'অধ্যাত্মযোগাধিগমেন' এই বাক্য দ্বারা বর্ণনা করিয়াছেন। তৎপরে 'জ্ঞাতাপুরুষ' (আত্মা) জন্মগ্রহণ করেন না বা মৃত হন না, ইত্যাদি বাক্য দারা অনুক্ত এবং অপেক্ষিত অংশগুলি পুনরায় বলিয়া জীবাল্প-স্বরূপের বিশোধন করিয়াছেন।

<sup>\*&</sup>gt; ছা: উ: ৮/১২/৬

<sup>\*</sup>२ मध्यमान—जीव

<sup>\*</sup>७ हाः देः भारराज

<sup>\*8</sup> कर्ठः छैः शराश्र

<sup>\*</sup>৫ कर्रः है: अराश्रम

'অণোরণীয়ান্'\*১ ইত্যারভ্য 'মহান্তং বিভুমাত্মানং गद्या थीरता ন শোচতি'\*২ 'নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যোল মেধ্য়াল বহুনা শ্রুতেন। যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তবৈশ্বষ আত্মা বির্গুতে তনুং স্বান্'\*৩ ইত্যাদিভিঃ পরস্বরূপং ততুপাসনং উপাসনস্থ চ ভক্তিরপতাং প্রতিপাছ 'বিজ্ঞানসারথির্যস্ত মনঃপ্রগহবাম্বরঃ। সোহধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃ ইতি পরবিছা-পদং'\*8 ফলেন উপসংশ্বতম্।

'কুদ্রাদপি কুদ্র' এই শক্য হইতে আরম্ভ করিয়া 'মহান্ এবং বিভু (সর্ব্যাপক) পরমান্তাকে জানিয়া ধীর পুরুষ শোক করেন না', এই পর্যাত্মাকে প্রকৃষ্ট বচন (উৎকৃষ্ট স্তুতি). বিভাবুদ্ধি বা বহু শাস্ত্র শ্রবণ এর কোনটির দারাই লাভ করা যায় না কিন্ত ইনি স্বয়ং (রুপাপুর্বক) যাহাকে স্বীকার করেন তিনিই প্রাপ্ত হন, এবং তাহার জন্মই এই পর্যাত্মা নিজ রূপ প্রকট করিয়া থাকেন।' ইত্যাদি বাক্য দারা পরবুদ্ধ পর্মাত্মার স্বরূপ, তাহার উপাসনা এবং সেই উপাসনা যে ভক্তিরূপ তাহা প্রতিপাদিত হইয়াছে। তৎপরে 'যে পুরুষের সারণি বিজ্ঞান (বিশেষ জ্ঞান-युक वृक्षि) এবং এই वृक्षियुक मन गाँशत लागाम, त्महे পुरुष এই মার্গের (সাধন-মার্গের) পরপারে সেই বিষ্ণুর পর্মস্থান প্রাপ্ত হন।' এইপ্রকারে (উপরোক্ত উপ-নিষদ্ কথিত বাক্যাবলী দ্বারা) পরাবিভার ফল বর্ণনার সঙ্গে পরাবিভার অলকপ উপসংহার खारनत्रध জীবাত্মস্বরূপ করিয়াছেন।

<sup>\*&</sup>gt; कर्ठः छैः ऽ।२।२०

<sup>\*</sup>২ কঠঃ উঃ ১।২।২২

<sup>\*</sup>७ कर्ठः छैः ।।२।२७

<sup>\*8</sup> कर्रः छैः भागन

অতঃপরং অধ্যায়চতুষ্টয়েন ইদং শতংপর তৃতীয় হইতে নঠ অধ্যায়
পর্যন্ত এই চারিটি অধ্যায়ে মৃমুক্ষ্ জীবের
আত্মদর্শন এবং সেই দর্শনের উপায় বা
সাধনং প্রপঞ্চয়তি।
সাধনা বিস্তৃতভাবে কথিত হইতেছে।

# — অজুন উবাচ —

জ্যায়সী চেৎ কর্মণান্তে গতা বুদ্ধির্জনাদ ন। তৎ কিং কর্মণি ঘোরে মাং নিয়োজয়সি কেশব॥১॥

সরলার্থ-

পূর্বাধ্যায়ের অন্তিম শ্লোকে 'এষা ব্রাহ্মী স্থিতি' জ্ঞাননিষ্ঠার এইরূপ প্রশংসাস্চক উপসংহার শুনিয়া অজুন বুদ্ধি এবং কর্মের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের মতে বুদ্ধিই শ্রেষ্ঠ এই স্থির করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—

হে প্রীকৃষ্ণ, কর্মনিষ্ঠা অপেক্ষা জ্ঞাননিষ্ঠারূপ বুদ্ধিই শ্রেষ্ঠ এই যদি তোমার অভিমৃত হয়, তবে হে কেশব ঘোর যুদ্ধাদিরূপ হিংসাত্মক কর্মে কেন আমায় নিয়োগ করিতেছ ? ॥১॥

## রামানুজভাষ্য—

তে মতা কিমর্থং তহি ঘোরে কর্মণি মাং নিয়োজয়সি ? এতত্বক্তং ভবতি-জ্ঞাননিষ্ঠা এব আত্মাবলোকন-সাধনং, কর্মনিষ্ঠা তু তস্তাঃ নিষ্পা-দিকা আত্মাবলোকনসাধনভূতা জ্ঞাননিষ্ঠা সকলেন্দ্রিয়মনসাং শব্দাদিবিষয়ব্যাপারোপরতিনিষ্পাতা ইত্যভিহিতা। ইন্দ্রিয়ব্যাপারো-পরতিনিস্পাত্যং আত্মাবলোকনং চেৎ সকলকর্যনিবৃত্তি-সিষাধয়িষিতং, পূর্বকজ্ঞাননিষ্ঠায়াং এব

যদি কর্মণঃ বৃদ্ধিঃ এব জ্যায়সী ইতি

### বঙ্গান্তবাদ—

যদি তোমার মতে কর্ম অপেকা বৃদ্ধিই শ্রেষ্ঠ হয় তবে কি জন্ম আমাকে খোর কর্মে নিযুক্ত করিতেছ ? অর্জুনের এইরূপ প্রশ্নের অভিপ্রায় এই যে.—

একমাত্র জ্ঞাননিষ্ঠাই আত্মদর্শনের সাধন বা উপায়স্বরূপ, কর্মনিষ্ঠা তো সেই জ্ঞান-নিষ্ঠাকে নিষ্পন্ন করে মাত্র। আবার সমস্ত ইন্দ্রিয় এবং মনকে শব্দাদি বিষয়ভোগের জন্ম বিবিধ ব্যাপার বা বিবিধ কর্ম হইতে নিবৃত্ত করিলে তবে আত্মদর্শনের সাধনরূপ এই জ্ঞাননিষ্ঠা উৎপন্ন হয় এই কথা আপনি यिन এই ইন্দ্রিয়ব্যাপার বলিয়াছেন। নিবৃত্তি দারা লভ্য আত্মসাক্ষাৎকারপ্রাপ্তি আপনার অভিযত হয় তবে সমস্ত কর্ম-নিবৃত্তিপূর্বক কেবলমাত্র জ্ঞাননিষ্ঠাতেই

তাহং

নিয়োজয়িতব্যঃ, কিমর্থং ঘোরে কর্মণি সর্বেন্দ্রিয়ব্যাপাররূপে আত্মা-বলোকনবিরোধিনি কর্মণি মাং নিয়োজয়সি ইতি ॥১॥

আমাকে নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য, তাহা হইলে ত্মি আত্মসাক্ষাৎকার-বিরোধী সমস্ত ইন্দ্রিয়-ব্যাপাররূপ ঘোর কর্মে কি নিমিত্ত আমাকে নিযুক্ত করিতেছ ? ॥১॥

# ব্যামিশ্রেণৈব বাক্যেন বুদ্ধিং মোহয়সীব মে। তদেকং বদ নিশ্চিত্য যেন শ্রেয়োহছমাপ্লুয়াম্॥ ২॥

#### সরলার্থ---

হে কৃষ্ণ, ভূমি একবার 'ধর্মাদ্বিযুদ্ধাচ্ছে ুয়ো ক্ষত্রিষ্য ন বিছতে' (২।৩১) বলিয়া কর্মের প্রশংসা করিতেছ আবার কখনও বা 'দ্রেণ হুবরং কর্ম' (২।৪০) বলিয়া জ্ঞানের প্রশংস্। করিতেছ। এই দ্ধপ পরস্পরধিকৃদ্ধ বাক্যের দারা আমার বৃদ্ধি বিভ্রান্ত হুইতেছে। অতএব পরস্পর অবিকৃদ্ধ এমন একটি কথা বল যাহার দারা আমার কর্তব্য স্থির করিয়া আমি পরমকল্যাণক্ষপ মুক্তিলাভ করিতে পারি॥২॥

রামান্ত্রজভায়—
ত্যতঃ ব্যামিশ্রব্যাক্যেন মাং
মোহরসি ইব প্রতিভাতিঃ। তথা
হি আত্মাবলোকনসাধনভূতারাঃ
সর্বেন্দ্রিরব্যাপারোপরতিরূপারা
জ্ঞাননিষ্ঠারাঃ তদ্বিপর্য্যররূপং কর্ম
সাধনং তদেব কুরু ইতি বাক্যং
বিরুদ্ধং ব্যামিশ্রং এব; তম্মাদ্ একং
তামিশ্ররূপং বাক্যং বদ, যেন
বাক্যেন তহং তান্তর্গেররূপং নিশ্চিত্য
তাত্মনঃ শ্রেরঃ প্রাপ্তর্যরূপং নিশ্চিত্য
তাত্মনঃ শ্রেরঃ প্রাপ্তর্যরূপং নিশ্চিত্য
তাত্মনঃ শ্রেরঃ প্রাপ্তর্যরূপং নিশ্চিত্য

#### বঙ্গান্তুবাদ-

অতএব পরস্পর-বিরুদ্ধ এই ব্যামিশ্র বাক্যের দ্বারা আমি যেন ভ্রান্ত (কিংকর্জব্য-বিমৃচ্) হইতেছি মনে হয়। কেননা আত্ম-সাক্ষাৎকারের উপায় জ্ঞাননিষ্ঠা এবং সেই জ্ঞাননিষ্ঠার স্বরূপ সর্বেন্দ্রিয় ব্যাপাররূপ কর্মের নিবৃত্তি, একবার এইরূপ বলিয়া আবার 'কর্ম সাধন কর' এইরূপ বিপরীত উপদেশ দিতেছ। তোমার এইরূপ উপ-দেশ পরস্পরবিরুদ্ধ এবং ব্যামিশ্র। অতএব অমিশ্র বা অবিরুদ্ধ এমন একটি উপদেশ দাও যাহার দ্বারা আমার কর্ত্ব্য স্থির করিয়া আত্মার কল্যাণ (মৃক্তি) লাভ করিতে পারি॥।॥

# — <u>শ্রীভগবান্তুবাচ</u> —

লোকে হিমিন্ দিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়ানঘ। জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্মযোগেন যোগিনাম্॥৩॥

সরলার্থ-

( 'অথ ত্রৈলোকা রাজস্য হেতোঃ কিং মু মহীক্নতে' 🖘 প্রভৃতি বাক্যে অজুনের মনে অবৈধ উপায়ে বিষয়লাভব্নপ লোভের নিবৃত্তি দেখা যায়। বিষয়সঙ্গজনক পাপ-রহিত বলিয়া অজ্জুনকে নিষ্পাপ বলিতেছেন। )

হে নিষ্পাপ শ্রজ্মন, বিভিন্ন অধিকারীপূর্ণ এই পৃথিবীতে অধিকারী-ভেদে আমি জ্ঞানযোগ এবং কর্মযোগরূপ ছুইপ্রকার নিষ্ঠার কথা পূর্বে বলিরাছি। বিষয়বুদ্ধিরহিত কেবল আত্মবিষয়ে যাহাদের নিষ্ঠা সেই সাংখ্যপুরুষদের নিষ্ঠা জ্ঞানযোগের দারা সিদ্ধ হয়। যে সকল সাধকের বুদ্ধি বিষয়সঙ্গে মলিন, সেই কর্মযোগাধিকারী যোগী পুরুষদের নিষ্ঠা নিদ্ধায়কর্মরূপ কর্মযোগের দারা সিদ্ধ হয়। অতএব আমি তোমায় বিরুদ্ধবাক্য কিছুই বলি নাই॥৩॥

## রামান্থজভাষ্য—

পূরোক্তং ন সম্যক্ অবশ্বতং ত্বয়া,
পুরা অপি অম্মিন্ লোকে বিচিত্রাধিকারিপূর্বে দ্বিবিধা নিষ্ঠা জ্ঞানকর্মদিষয়া যথাধিকারং অসঙ্কীর্ণা
এব ময়া উক্তা। ন হি সর্বো লোকিকঃ
পুরুষঃ সঞ্জাতমোক্ষাভিলাষঃ তদানীং
এব জ্ঞানযোগাধিকারে প্রভবতি,
অপি তু অনভিসংহিতফলেন কেবলপরমপুরুষারাধনরূপেণ অনুষ্ঠিতেন
কর্মণা বিধ্বস্তম্বান্তমলঃ অব্যাকুলেক্রিয়ো জ্ঞাননিষ্ঠায়াং অধিকরোতি
—'যতঃ প্রবৃত্তিভূ তানাং যেন সর্বমিদং তত্ম। স্বকর্মণা ত্মভ্যর্চ্য-

### বঙ্গান্তবাদ—

हि वर्ष्यून. पूर्तिक वागात नाकाश्विन তুমি সম্পূর্ণরূপে বুরীতে পার विठिव अधिकाती पूर्व এই সংসারে পুর্বেও ছ্ইপ্রকার নিষ্ঠার বিষয় নিজ নিজ অধিকার অহুসারে পৃথক্ পৃথক্ই বলিয়াছি। কেননা সংসারী ব্যক্তি মোক্ষপ্রাপ্তির অভিলাষী হইলেও, প্রথম হইতেই জ্ঞানযোগের অধি-কারী হয় না। পরস্ত ফলাভিসন্ধিরহিত হইয়া পর্মপুরুষ কেবল শ্রীভগবানে আরাধনা বা সেবান্ধপে অহুষ্ঠিত কর্মের षाता यांशारावत यन निर्मल अवः हे क्तियमकल শান্ত হইয়াছে সেই সকল পুরুষ জ্ঞাননিষ্ঠার व्यक्षिकाती इन। 'হাঁহা হইতে প্রাণিবর্গের উৎপত্তি স্থিতি নিয়ম্নাদি হইতেছে, যাঁহার দারা এই সমগ্র জগৎ পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে সেই পরমেশ্বরকে নিজ নিজ কর্ম দারা অচ্না করিয়া মহুয়া

সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ॥' \*১ ইতি পরমপুরুষারাধনৈকবেষতা কর্মণাং বক্ষ্যতে। ইহাপি 'কর্মণ্যেবাধিকারস্তে' \*২ ইত্যাদিনা অনভি-সংহিতফলং কর্ম অনুপ্রেয়ং বিধায় তেন বিষয়ব্যাকুলতারূপমোহাৎ উত্তাদিনা জ্ঞানযোগ উদিতঃ।

অতঃ সাংখ্যানাং এব জ্ঞানযোগেন ছিতিঃ উক্তা, যোগিনাং তুক্মযোগেন।

সংখ্যা বুদ্ধিঃ তদ্যুক্তাঃ সাংখ্যাঃ—
আত্মৈকবিষয়য়। বুদ্ধ্যাঃ সম্বন্ধিনঃ
(যুক্তাঃ) সাংখ্যাঃ, অতদর্হাঃ, কর্মযোগাধিকারিণঃ যোগিনঃ। বিষয়ব্যাকুলবুদ্ধিযুক্তানাং কর্মযোগে
অধিকারঃ, অব্যাকুলবুদ্ধীনাং তু
জ্ঞানযোগে অধিকার উক্ত ইতি
ন কিঞ্চিদ্ ইছ বিরুদ্ধং, নাপি
ব্যামিশ্রাং অভিহিতং ॥৩॥

সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকে।' এইপ্রকার পরমপ্রবের আরাধনারূপেই যে কর্ম কর্ত্তব্য তাহাই পরে বলা হইবে। পূর্বাধ্যায়েও 'কেবলমাত্র কর্মানুষ্ঠানে অধিকার আছে, कर्मकरन अधिकात नाहें हेजािन वारकात দারা ফলাভিসন্ধিরহিত কর্মের কথা বলিয়া এইরূপ নিদাম কর্ম দারা বিষয়ভোগের জন্ম ব্যাকুলতাক্রপ অজ্ঞানান্ধকার হইতে বিমুক্ত হইয়া বুদ্ধি নিৰ্মল হইলে তখন সেই পুরুষের জন্ম 'যখন সমস্ত বাসনা ত্যাগ করেন · · · ইত্যাদি বাক্য দারা জ্ঞানযোগের বিধান করা হইয়াছে। অতএব কেবল সাংখ্যযোগীদেরই স্থিতি জ্ঞানযোগের দারা এবং (যাঁহারা বিষয়-লালসাশৃত্য হইতে পারেন নাই সেই) কর্ম-যোগীদের স্থিতি কর্মযোগ দারা কথিত হইয়াছে।

সংখ্যা মানে বৃদ্ধি, যে ব্যক্তি এই বৃদ্ধিযুক্ত তাহাকে সাংখ্য বলে—অর্থাৎ, যে পুরুষ একমাত্র আত্মবিষয়ক বৃদ্ধিযুক্ত তাহাকে সাংখ্য বলা হয়। যিনি এইরূপ বৃদ্ধিযুক্ত নহেন তিনি কর্মযোগের অধিকারী, তিনি যোগী নামে অভিহিত হন। যাহাদের চিন্ত: বিষয়ভোগে ব্যাকুল তাঁহাদের কর্মযোগে আধকার, কিন্তু যাহাদের বৃদ্ধি বিষয়ভোগে ব্যাকুলতারহিত (নিঃস্পৃহ এবং স্থির) তাঁহাদের জ্ঞানযোগে অধিকার, ইতিপুর্বে এই কথা বলা হইয়াছে। অত্তর এইরূপ উপদেশে পরস্পরবিরুদ্ধ কিছু নাই এবং ইহাতে ব্যামিশ্রও (বিরুদ্ধ সমাবেশও) কিছুই নাই ॥৩॥

<sup>\*</sup>১গীতা —১৮।৪৬

<sup>\*</sup>২গীতা—২।৪৭।

<sup>\*</sup>७भीजा-२।७०

সর্বস্ত লোকিকস্ত পুরুষস্ত মোক্ষেচ্ছারাং জাতারাং সহসা এব জ্ঞানযোগো তুষ্কর ইত্যাহ—

সাধারণ লোকের গোক্ষেচ্ছা ইইলেই যে সে আত্মচিন্তারূপ জ্ঞানযোগের সাধন করিতে পারে তাহা নহে। সহসা জ্ঞান-যোগের সাধন করা কঠিন। এই কথাই বলিতেছেন —

ন কর্ম্মণামনারস্তান্ নৈক্ম্যং পুরুষোহশ্মুতে। ন চ সংশ্ল্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি ॥৪॥

সরলার্থ-

( অতঃপর ছুইটি শ্লোকে জ্ঞাননিষ্ঠার ছন্ধরত্ব বলিতেছেন )—

লোকে নিত্যনৈমিত্তিক শাস্ত্রবিহিত কর্ম আরম্ভ না করিয়া নিজ্রিয় থাকিলেই যে নকর্মরূপ জ্ঞাননিষ্ঠা লাভ করিতে পারে তাহা নহে। আবার এই আরম্ধ কর্মের ত্যাগন্যত্তেই যে জ্ঞাননিষ্ঠারূপ সিদ্ধিলাভ করিতে পারে তাহাও নহে। অভিপ্রায় এই যে, সংসার বিষয়াসক্ত লোকের সহসা (আত্মবিষয়ক) জ্ঞাননিষ্ঠা হওয়া ছ্কর। সাংসারিক কলাভিদন্ধি-রহিত হইয়া ভগবংসেবাবুদ্ধিতে শাস্ত্রবিহিত যাবং কর্ম করিতে করিতে ক্রমশঃ চিত্ত নির্মল হইলে তবে জ্ঞাননিষ্ঠা লাভ হয়॥ ৪॥

রামান্তজভাগ্য—

ন শান্ত্রীয়াণাং কর্মণাং অনারম্ভাৎ
এব পুরুষঃ নৈক্ষর্য্যং জ্ঞাননিষ্ঠাম্
প্রাপ্নোতি, (সর্বেন্দ্রিয়ব্যাপারাখ্যকর্মোপরতিপূর্বিকাং জ্ঞাননিষ্ঠাং ন
প্রাপ্নোতি ইত্যর্থঃ) ন চ আরক্ষম্য
শাস্ত্রীয়স্তা কর্মণঃ ত্যাগাৎ; যতঃ
অনভিসংহিতফলস্থা পরমপুরুষারাধনবেষস্থা কর্মণঃ সিদ্ধিঃ আত্মনিষ্ঠা স্থাৎ; অতঃ তেন বিনা তাং
ন প্রাপ্নোতি; অনভিসংহিতফলৈঃ
কর্মভিঃ অনারাধিতগোবিন্দৈঃ অবিনষ্টানাদিকালপ্রব্রতানন্তপাপসংচ্রিয়ঃ

# বঙ্গান্ত্বাদ—

শাস্ত্রবিহিত কর্মের আরম্ভ করিয়াই লোকে নৈষ্কর্যক্রপ জ্ঞাননিষ্ঠা লাভ করে না; (অর্থাৎ তত্তৎ কর্মে মন এবং ইন্দ্রিয়াসক্তি নিবৃত্তি দারা সাধিত যে আত্ম-চিন্তারূপ জ্ঞাননিষ্ঠা তাহা কেবল কর্মের খনারম্ভ হইতে লাভ করা যায় না।) কেননা যে কর্ম ফলাভিসন্ধিরহিত ২ইয়া পরমপুরুষের আরাধনা বা সেবাবুদ্ধিতে করা যায় কেবল সেই কর্মেরই ফল আত্ম-নিষ্ঠা বা আত্মবিষয়ক জ্ঞাননিষ্ঠা। অত এব এইপ্রকার (নিদাম ভগবদারাধনারপ) কৰ্ম বিনা জ্ঞাননিষ্ঠা লাভ হয় না। পুরুষ ফলাভিসন্ধিরহিত এবং গোবিন্দ-বুদ্ধিতে অহুষ্ঠিত কর্মের দারা অনাদিকাল সঞ্চিত অনন্ত পাপৱাশিকে অব্যাকুলেন্দ্রিয়তাপূর্বিকা আত্মনিষ্ঠা দুঃসংপান্তা ॥৪॥ বিনষ্ট করিতে পারেন নাই, তাঁহার পক্ষে ইন্দ্রিয়বিকাররহিত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া তদ্বারা আত্মনিষ্ঠা সম্পাদন করা অত্যস্ত কঠিন ব্যাপার ॥৪॥

এতদ্ এব উপপাদয়তি—

উপরোক্ত বাক্য প্রতিপন্ন করিতেছেন—

ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকুৎ। কার্য্যতে ছবশঃ কর্ম সর্বঃ প্রকৃতিজৈগুর্ গৈঃ॥৫॥

সরলার্থ—

পূর্বশ্লোকের অর্থ বিশ্লেষণ করিতেছেন—কোন লোকই কদাচ ক্ষণমাত্র কার্য না করিয়া থাকিতেই পারে না। কারণ মনুষ্যমাত্রকেই নিজ নিজ অনাদি কর্মবাসনা অনুগুণ সত্ত্ব, রজ, তম এই ত্রিগুণান্বিত নিজ নিজ স্থভাব বা প্রকৃতির বশবর্তী হইয়া অবশভাবে কার্যে প্রবৃত্ত হইতেই হয়। অভিপ্রায় এই যে, পূর্বশ্লোকোক্ত প্রকারে নিদ্ধাম এবং ভগবৎ-সেবা বৃদ্ধিপূর্বক কর্মন্বারা প্রাচীন কর্মবাসনা বিনষ্ট করিয়া সত্তাদি-গুণত্রয় স্ববশে আনিতে পারিলে তবে জ্ঞানযোগ সাধিত হয়॥৫॥

## রামানুজভাষ্য-

ন হি অন্মিন লোকে বর্ত্তমানঃ
পুরুষঃ কশ্চিৎ কদাচিৎ অপি কর্ম
অকুর্বাণঃ তিষ্ঠতি। 'ন কিঞ্চিৎ
করোমি' ইতি ব্যবসিতঃ অপি সর্বঃ
পুরুষঃ প্রকৃতিসন্তবঃ সম্বরজস্তমোভিঃ প্রাচীনকর্মানুগুণং প্রবৃদ্ধৈঃ
গুণৈঃ স্বোচিতং কর্ম প্রতি
অবশঃ কার্য্যতে প্রবর্ত্যতে। অত
উক্তলক্ষণেন কর্মযোগেন প্রাচীনং
পাপসঞ্চয়ং নাশয়িত্বা গুণাংশ্চ
সম্বাদীন্ বশে কৃত্বা নির্মলান্তঃকরণেন
সংপাত্যো জ্ঞানযোগঃ॥৫॥

## বঙ্গান্তুবাদ—

এই জগতে কোনও পুরুষ কোন সময়েই
কার্য না করিয়া থাকিতে পারে না।
কেননা 'আমি কোন কর্মই করিব না'
এইরূপ দৃঢ় বৃদ্ধি করিয়া অবস্থিত হইলেও
সমস্ত পুরুষকেই নিজ নিজ প্রাচীন কর্মায়গুণ নিজ নিজ স্বাভাবিক সন্তু রজঃ তমঃ
ক্রিপ্তণের বশবন্তী হইয়া তদম্যায়ী কর্মে
অবশ হইয়া নিযুক্ত হইতে হয়। অতএব
পূর্বশ্লোকে কথিত (ফলাভিসন্ধিরহিত
ভগবৎ সেবাবৃদ্ধিরূপ) লক্ষণযুক্ত কর্মের
অর্থাৎ কর্মযোগের দ্বারা অনাদিকালের
সঞ্চিত পাপরাশি বিনাশপূর্বক সন্তাদি গুণত্রয় নিজের বশে আনিয়া অন্তঃকরণ নির্মল
হইলে তবে জ্ঞানযোগ সম্পাদিত হয়॥৫॥

অন্যথা জ্ঞানযোগায় প্রবৃত্তঃ | মিথ্যাচারো ভবতি ইতি আহ---

কর্মযোগ সাধন না করিয়া (প্রথম হইতে) জ্ঞানযোগে প্রবুত্ত পুরুষ মিথাচারীই হইয়া থাকে তাহাই বলিতেছেন।

কর্দ্মেক্তিরাণি সংযম্য য আন্তে মনসা স্মরন্। ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে॥ ৬॥

সরলার্থ-

(নিষ্কাম কর্ম না করিয়া আত্মচিন্তাযুক্ত জ্ঞানযোগে প্রবৃত্ত হইলে মিথ্যাচার হয়, ইহাই বলিতেছেন)—

যে জ্ঞাননিষ্ঠ পুরুষ কেবল হস্ত-পদাদি কর্মেন্দ্রিয় সংযত করিয়া ফলাভিসন্ধিরহিত কর্ম্মবোগে প্রবৃত্ত না হইয়া আত্মচিস্তারূপ জ্ঞানযোগে প্রবৃত্ত হয়, সে মনে মনে শব্দাদি ভোগ্যবিষয় চিন্তা করিয়া থাকে, সে ব্যক্তি মিথ্যাচারী ॥৬॥

## রামানুজভায্য—

অবিনষ্টপাপতরা অজিতবাহান্ত:করণঃ আত্মজানার প্রবৃত্তঃ বিষয়প্রবণতরা আত্মনি বিমুখীকৃতমনাঃ
বিষয়ান্ এব স্মরন্ য আস্তে,
অন্যথা সঙ্কল্প্য অন্যথা চরতি ইতি
স মিথ্যাচার উচ্যতে; আত্মজানার
উদ্যক্তঃ বিপরীতঃ বিনষ্টঃ ভবতি
ইত্যর্থঃ ॥৬॥

## বঙ্গানুবাদ—

পূর্বজন্মার্জিত পাপ নপ্ত হয় নাই বলিয়া
যে পুরুষ বাছেন্দ্রিয় (হস্তপদাদি চক্ষু কর্ণ
ইত্যাদি) এবং মন জয় করিতে পারে নাই,
সে যদি আত্মবস্তর ধ্যানে প্রপুত্ত হয় তাহা
হইলে তাহার মন বিষয়বাসনাসক্ত এবং
আত্মবস্ততে বিমুখ বলিয়া সেই পুরুষ মনে
মনে বিষয় চিন্তাই করিয়া থাকে। এই
প্রকারে যে মনে মনে একরূপ সঙ্কল্প করিয়া
অক্সরপ আচরণ করিয়া থাকে তাহাকে
মিথাচারী বলা হয়। অর্থাৎ আত্মজ্ঞান
লাভের জক্য উল্যোগ করিলেও সে তদ্বিপরীত হইয়া বিনষ্ট হইয়া পড়ে॥৬॥

যস্থিন্দ্রিরাণি মনসা নিয়ম্যারভতে হজু ন। কর্মেন্দ্রিরেঃ কর্ম্মযোগমসক্তঃ স বিশিষ্যতে ॥ ৭॥

সরলার্থ—

হে অজ্ন, বিনি মনে মনে ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করিয়া অতএব কর্মফলে অনাসক্ত হইয়া কর্মযোগ আরম্ভ করেন, তিনি পূর্বশ্লোকে কথিত জ্ঞাননিষ্ঠ ব্যক্তি হইতে (নিদ্ধাম কর্ম অভ্যাস না করিয়া প্রথম হইতে জ্ঞানযোগ অভ্যাসকারী অপেক্ষা) শ্রেষ্ঠপুরুষ ॥৭॥ রাফ্রনিটোয়—
তাতঃ পূর্বাভ্যস্তবিষয়সজাতীয়ে
শাল্ত্রীয়ে কর্মণি ইন্দ্রিয়াণি আত্মাবলোকনপ্রবৃত্তেন মনসা নিয়ম্য
তৈঃ স্বতএব কর্ম্মপ্রবিণঃ ইন্দ্রিয়ৈঃ
তাসঙ্গপূর্বকং যঃ কর্মযোগম্ আরভতে, সঃ অসম্ভাব্যমান প্রমাদত্বেন
ভ্যাননিষ্ঠাৎ অপি পুরুষাৎ

## বঙ্গান্তুবাদ—

(প্রাবাদ প্রজনাজিত প্রাচীন কর্মবাসনার জন্ম অবশ হইয়া কর্ম করিতেই
হয় (২।৫) এবং সেই জন্ম প্রথম হইতেই
জ্ঞাননিষ্ঠার সাধনে উত্যুক্ত পুরুষ অক্বতকার্ম
হইয়া বিনষ্ট হয় (২।৬।১) অতএব স্থকর
এবং সহজ বলিয়া আত্মদর্শনে প্রবৃত্ত পুরুষ
প্রাচীনকাল হইতে নিজ অভ্যন্ত বিষয়ের
শাস্ত্রীয় কর্মে (প্রথমে) ইন্দ্রিয়গুলিকে মনের
দ্বারা সংযত করিবে। (পূর্বাভ্যাস জন্ম)
স্বভাবতঃ সেই কর্মপ্রবণ ইন্দ্রিয়গুলিকে
সংযত করিয়া যে পুরুষ আসক্তিরহিত
হইয়া কর্মযোগ আরম্ভ করেন সেই কর্ম
ভাবী ভ্রমপ্রমাদরূপ আশঙ্কারহিত বলিয়া
তিনি জ্ঞাননিষ্ঠাসাধক ব্যক্তি অপেকা শ্রেষ্ঠ
হইয়া থাকেন ॥৭॥

# নিয়তং কুরু কর্ম্ম তং কর্ম্ম জ্যায়ো হুকর্মণঃ। শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিদ্ধ্যেদকর্ম্মণঃ॥৮॥

## সরলার্থ—

বিশিষ্যতে ॥৭॥

হে অজুন, অনাদিকাল হইতে প্রতি জন্মে তুমি নিজ বাসনাগুণ কর্মায়ুষ্ঠানই করিয়া আসিতেছ, অতএব তুমি দুস্তাজ্য এই নিয়ত কর্ম করিতে থাক। অকর্ম অর্থাৎ কেবল আত্মি ছিলানিষ্ঠা) নৈদ্ধর্ম্য অপেক্ষা কর্মানুষ্ঠানই (শাস্ত্রবিহিত নিদ্ধাম কর্ম) শ্রেষ্ঠ। কেননা শাস্ত্রবিহিত কর্ম না করিয়া নিজ্জিয় থাকিলে তোমার শরীর্যাত্রাই সিদ্ধ হইবে না, অর্থাৎ দেহধারণই সম্ভব হইবে না। এই শ্লোকে "জ্যায়সী চেৎ কর্মণঃ" (৩০১) অজুনির এই প্রশ্নের সাক্ষাৎ উত্তর দিতেছেন ॥৮॥

# রামান্তজভাষ্য-

নিয়তং ব্যাপ্তম্ প্রকৃতিসংস্প্টেন হি ব্যাপ্তং কর্ম, প্রকৃতিসংস্প্টেম্ব্য অনাদিবাসন্মা। নিয়তত্বেন স্কুশ-

## বঙ্গান্তুবাদ---

নিয়ত পদের অর্থ ব্যাপ্ত, কেননা, জীবাত্মার দেহ ইন্দ্রিয়াদি প্রাপ্তি বা সংযোগ কর্ম করিবার জন্মই। জীবাত্মার এই দেহ ইন্দ্রিয়ক্মপ প্রকৃতি সংযোগ আবার তাহার অনাদি বাসনাজনিত। কর্ম এইক্মপ নিয়ত কত্বাদ্ অসংভাবিত প্রমাদত্বাৎ চ
চ কর্মণঃ, কর্ম এব কুরু; অকর্ম ণঃ
জ্ঞাননিষ্ঠায়া অপি কর্ম এব জ্যায়ঃ।
'নৈক্ষম্যং পুরুষোহশ্বতে' (৩।৪)
ইতি প্রক্রমাৎ অকর্মশব্দেন জ্ঞাননিষ্ঠা এব উচ্যতে;

জ্ঞাননিষ্ঠাধিকারিণঃ অপি অনভ্যস্ত-পূর্বতয়া হি অনিয়তত্বেন ছঃশকত্বাৎ সপ্রমাদত্বাৎ চ জ্ঞাননিষ্ঠায়াঃ কম-নিষ্ঠা এব জ্যায়সী।

কম পি ক্রিয়মাণে Б আত্ম-যাথান্ম্যজ্ঞানেন আত্মনঃ অকত হানু-সন্ধানম অনন্তরং এব অত আত্মজানস্থ অপি কর্ম যোগান্ত-ৰ্গভত্বাৎ স এব জ্যায়াৰ ইভ্যৰ্থঃ। কর্মণো জ্ঞাননিষ্ঠায়া জ্যায়স্তবচনং জ্ঞাননিষ্ঠায়াম্ অধিকারে সতি এব উপপদ্ততে। যদি সর্বং কর্ম পরি-জ্ঞাননিষ্ঠায়াং কেবলং তাজা অধিকরোষি তর্হি অকর্মণঃ তে জ্ঞাননিষ্ঠোপকারিণী জ্ঞাননিপ্তস্থা শরীরযাত্রা অপি ন সেৎস্থতি।

বা অনাদিকাল হইতে অভ্যন্ত বিদ্ধি প্রেল এবং সুসাধ্য বলিয়াই কর্মে এনাদের আশঙ্কা নাই। অতএব তুমি কর্মই কর। অকর্মরূপ জ্ঞাননিষ্ঠা (আত্মচিন্তা) অপেক্ষা কর্মই শ্রেষ্ঠ। 'নৈদ্বর্ম্যরূপ জ্ঞাননিষ্ঠা লাভ করে না'।

এই বচন দারা জ্ঞাননিষ্ঠা প্রকরণে বা বিচারস্থলে 'অকর্ম' এই শক্ষে জ্ঞাননিষ্ঠাই বুঝাইতেচে।

জ্ঞাননিষ্ঠার অধিকারী পুরুষের পক্ষেত পুর্বকাল হইতে অভ্যস্ত নয় বলিয়া জ্ঞান-নিষ্ঠা 'নিয়ত' নছে। নিয়ত নয় বলিয়া ष्ट्रः माधा वतः ष्ट्रः माधा वित्रा वहे जान-निष्ठांत अञ्चष्ठांतन প্রমাদের আশঙ্কা থাকে। জ্ঞাননিষ্ঠা অপেকা অতএব (অন্তর্নপেও কর্মযোগের শ্রেষ্ঠত্ব ट्यंष्ठे । প্রতিপন্ন করিতেছেন) l কর্মযোগরূপ কর্মানুষ্ঠানের সময় আত্মার যথাপস্ক্রপ জ্ঞানের অনুসন্ধান অবশাস্তাবী। আত্ম-স্বরূপের এই অকর্তত্ব অনুসন্ধানের উপদেশ এই অধ্যায়ে পরে ( ৩।৯, ১৭, ১৮ ) বিশেষ করিয়া বলা হইবে। অতএব কর্মযোগের ভিতরেই আত্মজ্ঞানের অনুসন্ধান বা আত্ম-চিন্তারূপ জ্ঞাননিষ্ঠা অন্তর্নিহিত আছে বলিয়া কর্মযোগই শ্রেষ্ঠ। সাধক আত্মস্বরূপ **हिलाक्र** अधिकाती हरेल তখন জ্ঞাননিষ্ঠা অপেক্ষা কর্ম বা কর্মযোগ যে শ্রেষ্ঠ-এই কথা বলা যুক্তিযুক্ত হয়। कर्मर्याश अञ्चल्लानकारल निकास कर्मत সঙ্গে সজে সাণকের যথার্থ আত্মস্বরূপ অমু-हिन्त व्यवश्च कर्जवा (२।८८,८७)। यनि সমস্ত কর্ম পরিত্যাগ করিয়া কেবল আত্ম-চিন্তারূপ জ্ঞাননিষ্ঠাই অভ্যাস কর তাহা হইলে তোমার এই অকর্মরূপ জ্ঞাননিষ্ঠার সহায়কারী শরীর্যাত্রাও সিদ্ধ হইবে না অর্থাৎ, শরীর ধারণই সম্ভব হইবে না।

क्रिक्टि नाधनमभाखि मंत्रीत्रभातः। চ অবশ্যং কার্য্যম্; আয়ার্জিভগনেন মহাযজ্ঞাদিকং কৃত্বা তচ্ছিষ্টাশনেন এব শরীরধারণং কার্য্যং; "আহার-শুদ্ধৌ সম্বশুদ্ধিঃ সম্বশুদ্ধৌ প্রবা স্মৃতিঃ" ( ছাঃ উঃ ৭৷২৷২৬ ) ইত্যাদি শ্রুতঃ। 'তে ত্বধং ভুঞ্জতে পাপাঃ পচন্ত্যাত্মকারণাৎ' (য (গীতা ইতি (0210 5 বক্ষ্যতে । অতো জ্ঞাননিষ্ঠস্থ অপি ক্য অকুৰ্বতো দেহযাত্ৰাপি ন সেৎস্থতি। জ্ঞাননিষ্ঠস্থ অপি ধি য়-:মানশরীরস্থ্য যাবৎ সমাপ্তি মহাযজাদি নিত্যনৈমিত্তিকং কম ভাবশ্যং কর্তব্যং। ষত क কম-যোগে অপি আত্মনঃ অকত্ত ত্বভাব-আত্মযাথাত্ম্য-অনুসন্ধানম্ অন্তভু তম্ ; যতশ্চ প্রকৃতিসংস্প্রস্থ কম যোগঃ স্থশকঃ অপ্রবাদশ্চ, অপি জ্ঞাননিষ্ঠাযোগ্যস্থ অতো জ্ঞানযোগাৎ কর্ম যোগঃ জ্যায়ান্। তস্মাৎ ত্বং কম যোগম্ এব কুরু ইত্যজিপ্রায়ঃ ॥৮॥

र्य পर्यन्त ना भावत्नत मगाश्चि घटि एम পर्यन्त শরীর ধারণ অবশ্য কর্তব্য। স্থায়াজিত অর্থ দারা মহাযজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিয়া সেই যজ্ঞাবশিষ্ট অন্ন ভোজনের দ্বারা শরীর ধারণ করা কর্তব্য। 'আহারের দারা অন্তঃকরণ শুদ্ধ হয় এবং অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইলে তাৰে শ্বৃতিশাক্ত দৃঢ় হয়' ইহা শ্রুতি-প্রসিদ্ধ । গীতাতে 'এই পাপী পাপই ভোজন করে' ইত্যাদি বাক্য' পরে नला इहरन। অতএব কর্যাম্প্রান করিলে শরীরযাত্রা নিষ্পাপ হইতে পারে না। অতএব শরীর ধারণের জন্ম জান-নিষ্ঠ পুরুষের সিদ্ধিলাভ না করা পর্যন্ত মহাযজ্ঞ প্রভৃতি নিতা এবং নৈমিত্তিক কর্ম অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া এবং কর্মে আত্মার অকর্তৃত্বরূপ আত্মস্বরপের অমুসন্ধান কর্ম-যোগেরই অন্তর্গত বলিয়া এবং যেহেতৃ দেহধারী জীবের পক্ষে কর্মযোগ স্থসাধ্য এবং প্রমাদরহিত বলিয়া জ্ঞাননিষ্ঠায় সমর্থ বা অধিকারী পুরুষের পক্ষেও জ্ঞানযোগ অপেক্ষ। কর্মযোগ শ্রেষ্ঠ। অতএর তুমি কর্মযোগ আচরণ কর। এই শ্লোকের এই অভিপায়। ॥৮॥

এবং তর্হি দ্রব্যার্জনাদেঃ কর্ম্মণঃ
অহঙ্কারমমকারাদিসর্বেন্দ্রির্মব্যাকুলতাগর্ভত্বেন অস্থ্য পুরুষস্থা কর্ম্মবাসনয়া বন্ধনং ভবিশ্বতি ইতি অত্র আহ— এইরূপ যজ্ঞাদির জন্ম কর্ম করিতে থাকিলে অর্থ উপার্জন ও দ্রব্য সংগ্রহরূপ যাবং কর্মই অহঙ্কায় ও মমকার প্রভৃতি দ্বারা মন এবং ইন্দ্রিয়ের ব্যাকুলতা বৃদ্ধি করিয়া পুনরার কর্ম-বাসনার জন্ম সংসার বন্ধনে বন্ধ হইয়া পড়িবে। এই আশঙ্কার জন্ম বলিতেছেন—

# যজার্থাৎ কর্মণোহন্যত্র লোকোহয়ং কর্মবন্ধনঃ। তদর্থং কর্ম কোন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর ॥১॥

ी (अवी नगरमत

সরলার্থ-

হে অর্জ্ঞন, পরমপ্রধের আরাধনারূপ শাস্ত্রবিহিত যজ্ঞাদি কর্ম ব্যতিরিক্ত নিজের ভোগের জন্ম কৃতকশ্মের দারা জীব এই সংসারে বদ্ধ হইয়া থাকে। অতএব তুমি ভোগে ফলাভিসন্ধিরহিত অনাসক্ত হইয়া যজ্ঞাদি শাস্ত্রবিহিত নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম করিতে থাক। (এই যজ্ঞরূপ কর্ম একটি উপলক্ষণ মাত্র। যজ্ঞাদি শব্দে 'আদি' কথাটিতে ভগবৎ সেবাবৃদ্ধিতে ক্রিয়মাণ নিত্য-নৈমিত্তিক যাবৎ কর্মই বুঝাইতেছে ॥৯॥

## রামানুজভায্য-

যজ্ঞাদিশান্ত্রীয়কম শৈষভূতাদ্
দ্রব্যার্জ নাদেঃ কম ণঃ অন্যত্র আত্মীয়প্রয়োজনশেষভূতে কম ণি ক্রিয়মানে অয়ং লোকঃ কম বন্ধনঃ
ভবতি। অতঃ হং যজ্ঞার্থং দ্রব্যাজ নাদিকং কম সমাচর। তত্র
আত্মপ্রয়োজনসাধনতয়া যঃ সঙ্গঃ
তক্মাৎ সঙ্গাৎ মুক্তঃ তৎ সমাচর।

এবং যুক্তসঙ্গেন যজ্ঞান্তর্থতয়া কর্মণি ক্রিয়মাণে যজ্ঞাদিভিঃ কর্মভিঃ আরাধিন্তঃ পরমপুরুযোস্থ অনাদি-কালপ্রবৃত্তকর্ম বাসনাং উচ্ছিত্ত অব্যাকুলাত্মাবলোকনং দদাতি ইত্যর্থঃ ॥১॥

## বঙ্গান্তবাদ---

যজ্ঞাদি শাস্ত্রবিহিত কর্মের অঙ্গভূত দ্রব্য সংগ্রহ প্রভৃতি কর্ম আর নিজ ভোগ-বাসনার পরিভৃপ্তির জন্ম কর্ম সম্পূর্ণ পৃথক্। নিজ ভোগের জন্ম কর্ম দ্বারা মান্তব প্রনরায় কর্মবন্ধনরূপ সংসার প্রাপ্ত হয়। অতএব ভূমি যজ্ঞাদির জন্ম দ্রবাসংগ্রহ প্রভৃতি কর্মের সম্যুক অমুঠান কর। এই সমস্ত কর্মপ্ত নিজ ফলাভিসন্ধিরূপ আসক্তিপূর্বক সুঠ্ রূপ অমুঠান কর।

এইপ্রকার আসজিশূন্য হইয়া যজ্ঞাদির
জ্ঞা কর্ম করিতে থাকিলে সেই সব যজ্ঞ
প্রভৃতি কর্ম দ্বারা আরাধিত (যজ্ঞের আহুতি
বলি প্রভৃতির স্বীকর্জা) পরমেশ্বর এই
সাধকের অনাদিকালের প্রাচীন কর্ম-বাসনা
সমূলে উৎপাটিত করিয়া যথার্থ আত্মসাক্ষাৎকার প্রদান করেন। এই শ্লোকের
এই অভিপ্রায়। ॥১॥

যজ্ঞশিষ্টেন এব সর্বপুরুষার্থসাধননিষ্ঠানাং শরীরধারণকর্ত্তব্যতাম্
অযজ্ঞশিষ্টেন শরীরধারণং কুর্বতাম্
দোষং চ আহ—

সর্বপ্রকার পুরুষার্থ সাধকের যজ্ঞাবশিষ্ট অন্নাদিন দারাই শরীর রক্ষা করা কর্ত্তব্য। পক্ষান্তরে তন্তিন অন্ন দারা অর্থাৎ নিজ ভোগ-বাসনা চরিতার্থ করিবার জন্ম উপা-জিত দ্রব্য দারা শরীর ধারণকারী পুরুষের দোষ প্রদর্শন করিতেছেন—

সহ যহৈজঃ প্রজাঃ স্বষ্ট্রা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ। অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেষ বোহস্থিষ্টকামধুক্॥১০॥

সরলার্থ-

পরমপুরুষ আদি প্রজাপতি স্ষ্টির প্রারম্ভেই জীবগণের স্ফির সহিত (নিজ আরাধনার্ম্নপ) যজ্ঞেরও স্ফি করিয়া বলিয়াছিলেন—হে জীবগণ, তোমরা এই যজ্ঞ দারা নিজ নিজ আত্মার উন্তরোত্তর উন্নতি বা কল্যাণ করিতে থাক। এই সকল যজ্ঞ ই তোমাদের মোক্ষর্মপ ইষ্টবস্ত এবং তদম্গুণ সমস্ত অভিলাষ পূর্ণ করিবে॥১০॥

রামানুজভায্য—

'পতিং বিশ্বস্তা আছেশ্বরম্' ( তৈঃ
নাঃ ১১।৩) ইত্যাদি শ্রুতেঃ নিরুপাধিকঃ প্রজাপতিশব্দঃ সর্কেশ্বরং
বিশ্বস্তান্ত্রপ্রারং বিশ্বাত্মানং প্রারণং
নারায়ণম্ আহ—

পুরা সর্গকালে স ভগবান প্রজাপতিঃ জনাদিকালপ্রবৃত্তাচিৎসংসর্গবিবশা উপসংস্থতনামরপবিভাগাঃ
স্বান্ধিন প্রলীনাঃ সকলপুরুষার্থানর্হাঃ
চেতনেতরকল্পাঃ প্রজাঃ সমীক্ষ্য
পরমকারুণিকঃ ততুজ্জিজীবয়িষয়া
স্বারাধনভূত্যজ্ঞনিবৃত্তয়ে যজৈঃ সহ
তাঃ স্বষ্ট্রা এবং উবাচ——

## বঙ্গান্তবাদ---

'বিখের পতি এবং আত্মার ঈশ্বর (পর্মাত্মা)' ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য হইতে ইহাই প্রতিপাদিত হয় যে, এস্থলে উপাধিরহিত প্রজাপতি শব্দ বিশ্বরচয়িতা বিশ্বাত্মা পর্ম আশ্রয়বস্তু পরমেশ্বর নারায়ণ ভগবানেরই বাচক।

প্রলয়কালে অনাদিকাল হইতে অচেতন
প্রকৃতি বা শরীর সম্বন্ধজনিত দেহপরবশ
নাম ও রূপরহিত হইয়া শ্রীভগবানে লয়প্রাপ্ত এবং তদবস্থায় জড়বস্তুর স্থায় কোনরূপ পুরুষার্থ সাধনের অযোগ্য সমস্ত
জীবগণকে দেখিয়া তাহাদের প্রতি করুণাপরবশ হইয়া পরম দয়াল ভগবান স্পষ্টকালে প্রথম বিশ্বরচনার সময় সেই সকল
জীবের আত্মোন্নতি করিবার ইছয়ায় নিজ
(পরমেশ্বরের) আরাধনারূপ যজ্ঞের সিদ্ধির
জন্ম যজ্ঞের সঙ্গে সমস্ত জীবগণকে স্প্রজন
করিয়া তাহাদের বলিয়াছিলেন—

তাত্মনো বৃদ্ধিং কুরুধ্বম্। এয বো যজ্ঞঃ পরমপুরুষার্থলক্ষণমোক্ষাখ্যস্থ কামস্থ তদনুগুণানাং চ কামানাং প্রপূর্য়িত। ভবতু ॥১০॥ (হে প্রজাগণ) এই যজের দারা তোমরা উন্তরে।ন্তর আত্মকল্যাণ বৃদ্ধি করিতে থাক। তোমাদের পক্ষে এই সকল যজ্ঞ পরম-পুরুষার্পর্মপ ফোক্ষলাভের অভিলায এবং তদসুকুল সমস্ত কামনার পূর্তি করিবে॥১০॥

দেবান্ ভাবয়তাইনেন তে দেবা ভাবয়স্ত বঃ। পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ প্রেয়ঃ পরমবাপ্স্থথ ॥১১॥

সরলার্থ---

(নিত্য নৈমিত্তিক এবং সকাম সকলপ্রকার যজ্ঞও কি প্রকারে উপকার সাধন করিতে পারে, তাগাই বলিতেছেন।)—

হে জীবগণ, এই সমস্ত যজ্ঞের দ্বারা আমার শরীরক্ষপী দেবতাদিগের আরাধনা করিতে পাক এবং সেই দেবতারাও তোমাদের এই আরাধনায় সস্তপ্ত হইয়া তোমাদের পোষণ করন। এইক্সপে পরস্পর আরাধনা ও পোষণদ্বারা তোমরা ক্রমশঃ আত্মোন্নতি করিতে করিতে অবশেষে পরমকল্যাণময় মোক্ষ বা মৃ্কিলাভ করিবে ॥১১॥

রামান্তজ্ভান্য—

কথম্;

অনেন দেবতারাধনভূতেন দেবান্
মচ্ছরীরভূতান্ মদাম্মকান্ আরাধয়ত
'অহং হি সর্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভূরেব চ' (গীতা ৯।২৪) ইতি বক্ষ্যতে।
যজ্ঞেন আরাধিতাঃ তে দেবা মদাম্মকাঃ
স্থারাধনাপেক্ষিতাম্পানাদিকৈঃ
যুদ্মান্ পুক্ষস্ত। এবং পরস্পরং
ভাবয়ন্তঃ পরং প্রেয়ো মোক্ষাখ্যং
ভাবাক্ষ্যথ॥১১॥

বঙ্গান্তুবাদ—

পুর্বস্লোকে কথিত 'যুক্ত মোক্ষদানে সমর্থ' তাহা কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে ? তাহাই বলিতেছেন—শ্রীভগবান গীতাতে পরে বলিবেন—'আমিই সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা এবং আমিই সকলের প্রভূ'। অতএব দেবতারা আমার শরীররূপী ও गमाञ्चक (जागि जाशामित गर्धा जल्यांगी-ন্ধপে অবস্থিত) জানিয়া, দেবারাধনারূপ এই যজ্ঞের দ্বারা তাহাদের আরাধনা করিতে (আমি অন্তর্যামীরূপে এই দেবতা-দিগের মধ্যে অবস্থিত বলিয়া) মদাত্মক এই দেবতারা যজ্ঞের আরাধিত (আরাধনা দ্বারা সম্ভষ্ট ) হইয়া তত্ত্ব আরাধনার জন্ম আবশ্যকীয় অন্নপানাদি দ্বব্য দান করিয়া তোমাদের পোষণ করুন। এই প্রকারে পরস্পর পোষণদারা তোমরা মোক নামক পর্মকল্যাণ লাভ করিবে ॥১১॥

# ইষ্টান্ ভোগান্ হি বো দেবা দাস্তত্তে যজ্ঞভাবিতাঃ। তৈৰ্দ্দিত্তানপ্ৰদাময়েভ্যো যো ভূঙ্জ্ঞে স্তেন এব সঃ॥১২॥

#### সরলার্থ-

(পূর্বশ্রোকে যজ্ঞারাধনার গুণ বলিয়া এই শ্রোকে যজ্ঞারাধনা না করার দোষ বর্ণনা করিতেছেন) —

যজ্ঞারাধিত দেবতারা সেই সেই যজ্ঞের জন্ম আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি প্রদান করিবেন। ভাঁহাদের সেই দ্রব্যাদির দ্বারা যজ্ঞারাধনা না করিয়া যে ব্যক্তি নিজের ভোগের জন্ম সেই সকল দ্রব্য ব্যবহার করে, সে ব্যক্তি পরদ্রব্যহরণকারী, অতএব সে নিশ্চয়ই চোর। ১২॥

#### রামান্তজভাষ্য—

যজ্ঞভাবিতাঃ যজেন আরাধিতাঃ
মদাত্মকা দেবাঃ ইপ্টান্ ভোগান্ বো
দাস্তত্তে উত্তমপুরুষার্থলক্ষণং মোক্ষং
সাধ্যতাং যে ইপ্টা ভোগাঃ তান্
ভোগান্ পুরপূর্ব্যজ্ঞভাবিতা দেবা
দাস্তত্তে, উত্তরোত্তরারাধনাপেক্ষিতান্ সর্বান্ ভোগান্ বো দাস্তত্তে
ইত্যর্থঃ।

স্বারাধনার্থতিয়া তৈঃ দন্তান্ ভোগান্ তেভ্যঃ অপ্রদায় যো ভূঙ্জে চোর এব সঃ। চৌর্য্যং হি নাম অক্তদীয়ে তৎ প্রয়োজনায় এব পরিক্লপ্তে বস্তুনি স্বকীয়তাবুদ্ধিং কৃত্বা তেন স্বাত্মপোষণং।

অতঃ অস্থান পরমপুরুষার্থানর্হতা-মাত্রম্, অপি ভু নিরয়গামিত্বং চ ভবিষ্যতি, ইত্যভিপ্রায়ঃ ।১২॥

## বঙ্গান্থবাদ—

যজ্ঞভাবিত অর্থাৎ যজ্ঞদারা আরাধিত মদাত্মক (আমি যাহাদের আত্মা) আমার শরীরক্ষপী দেবতারা তোমদিগকে আরা-धनात जन्म जान चिकी व हे हे स्वापि अनान कतितन, वर्शा भूर्व भूर्व यख दाता वाता-পর্যপুরুষার্থক্রপ মোক্ষ দেবতা সাধনের পক্ষে উত্তরোত্তর অমুকূল যে সব আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি সেই সমস্ত তোমাদের দিবেন। এই প্রকার নিজ নিজ আরাধনার জন্ম দেবতাগণপ্রদন্ত যে সব ভোগ্যবস্তু সে সমস্ত যজ্ঞ তাহাদিগকে নিবেদন না করিয়া যে নিজের ভোগবাদনা চরিতার্থ করে সেই ব্যক্তি : চোর নামেই অভিহিত হয়। অন্ত পুরুষের প্রয়োজন বা যে বস্তু ব্যবহারের জন্ম উৎপাদিত তাহাকে নিজবস্তু জ্ঞানে নিজ ভোগ ব্যব-হারের নামই চৌর্। অতএব যে এই প্রকার যজ্ঞাদি কর্ম না করে সে যে কেবল-মাত্র পরমপুরুষার্থক্রপ মোক্ষেরই অযোগ্য-পাত্র তাহা নহে তাহাকে নরকবাসী हरेए इयः॥ऽ२॥

তদেব বিব্বণোতি—

এই শ্লোকে পূর্বার্দ্ধের দারা 'পর্য বাজ্মর' (২।১১) এবং উত্তরার্দ্ধের দারা 'তৈ দন্তান্' (২।১২) ছুই শ্লোকের ছুইটি পংক্তির অর্থ বিশদভাবে বলিতেছেন।

যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সভো মুচ্যভে সর্বকিন্থিবৈঃ। তে ত্বঘং ভূঞ্জতে পাপা যে পচ্ন্ত্যাত্মকারণাৎ ॥১৩

#### সরলার্থ-

দেবতা অন্তর্যামী পরমপুরুষের আরাধনারূপ মহাযজ্ঞে নিবেদিত অন্ন বাঁহার। ভোজন করেন তাঁহারা সাধুপুরুষ, তাঁহারা এইরূপ শুদ্ধান ভোজন দারা নির্মলান্তঃকরণ হইয়া সর্বপাপ হইতে মৃক্ত হন। বাহারা কেবল নিজ দেহ পোষণের জন্ম অনপাক করিয়া থাকে অর্থাৎ ভোজন করে. তাহারা পাপাত্মা এবং তাহারা কেবল পাপই অর্জন করে। ১৩॥

#### রামানুজভায্য—

ইন্দ্রাদ্যাত্মনা অবন্থিতপরমপুরুষা-রাধনার্থতয়া এব জব্যানি উপাদায় বিপচ্য তৈঃ যথাবস্থিতং পরমপুরুষং আরাধ্য ভচ্ছিষ্টাশনেন যে শরীর-যাত্রাং কুর্বন্তে, তে তু অনাদিকালো-পার্জিতৈঃ কিবিধৈঃ আত্মযাথাত্ম্যা-वलाकनविद्याधिष्डः मर्देशः मूह्यद्य । रेखा-পরমপুরুষেণ স্বারাধনায় দত্তান্ গ্ৰাখ্যনা আত্মার্থতিয়া উপাদায় বিপচ্য অশ্বন্তি তে পাপাত্মানঃ অঘম্ এব ভূঞ্জতে। অঘপরিণামিত্বাৎ ইতি ভাঘম্ আত্মাবলোকনবিমুখাঃ উচ্যতে। নরকায় এব পচন্তে 12011

### বঙ্গান্তুবাদ---

(ইন্দ্রাদি দেবতার নিম্তি যজ্ঞ তত্তৎ পুরুবের অন্তর্যামীরূপে অবস্থিত প্রম-পুরুবের উদ্দেশ্যেই অনুষ্ঠিত হয় )

हेलां पि प्रविचात अन्तर्याभी कार्य व्यव-স্থিত প্রমপুরুষের আরাধনার জন্ম অন্নাদি সংগ্রহ করিয়া এবং পাক করিয়া সেই অন্নাদির দারা ইন্দ্রাদি মধ্যে অবস্থিত সেই পরমপুরুষের যজ্ঞ আরাধনাপুর্বক সেই যজ্ঞ-নিবেদিত অন্ন প্রসাদরূপে ভোজন করিয়া যাঁহারা শরীরযাত্রা নির্বাহ করেন, ভাঁহারা यथार्थ आञ्च अत्रम छात्नत विद्वाशी जनानि-কাল দেবিত সমস্ত পাপরাশি হইতে বিমুক্ত हन। किन्छ याँहाता हेलापित व्यन्तर्यागी পরমপুরুষ দারা নিজ আরাধনার জন্ম প্রদত্ত অল্লাদি পদার্থগুলি সংগ্রহ করিয়া ভোগ করে তাহারা পাপী এবং পাপ-ই অজন করে। এইরূপ পুরুষগণ আত্মসাক্ষাৎকার বিমৃথ হইয়া নরকভোগের জন্মই প্রবুত্ত হয় ॥১৩॥

পুনরপি লোকদৃষ্ট্যা শান্তদৃষ্ট্যা চ সর্বস্থ যজ্ঞ দুলত্বং দর্শয়িত্বা যজ্ঞা-নুবর্ত্তনস্থ অবস্থাকার্য্যভাষ্ অনন্তব-র্ত্তনে দোষং চ আহ—

লোকদৃষ্টি এবং শাস্ত্রদৃষ্টিতে (শরীরনির্বাহ অন্নপানাদি দ্রব্য, ইউপ্রাপ্তি ইত্যাদি
সমস্তই যজ্ঞমূল অর্থাৎ যজ্ঞের দারাই সাধিত
হয় তাহা দেখাইয়া যজ্ঞান্মগ্রান যে অবশ্য
কর্ত্তব্য এবং অনুষ্ঠান না করা যে দোব
তাহা (অন্থ প্রকারে) বলিতেছেন—

অম্লাদ্ ভবন্তি ভূতানি পর্জ্জন্যাদম্মসম্ভবঃ।
যজ্ঞাদ্ ভবতি পর্জ্জন্যো যজ্ঞঃ কর্ম্মসমূদ্ভবঃ ॥১৪
কর্মা ব্রন্ধোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষরসমূদ্ভবম্।
তক্ষাৎ সর্ব্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজে প্রতিষ্ঠিতম্ ॥১৫
এবং প্রবর্ত্তিতং চক্রং নান্মবর্ত্তরতীহ যঃ।
অঘার্যবিক্রিয়ারামো মোঘং পার্থ স জীবতি॥ ১৬

#### সরলার্থ---

· ( এই তিনটি শ্লোকে পুনরায় শাস্ত্রদৃষ্টি এবং লোকহিতকারিতা প্রদর্শনপূর্বক যজ্ঞামু-ঠানের আবশ্যকতা এবং অমুঠানের দোষ দেখাইতেছেন )—

অন্নভোজনদারা জীবশরীরের জন্ম ও পুষ্টিসাধন হয়। যজ্ঞারাধনা হইতে এই অন্ন (ধান্ত গমাদি) উৎপন্ন হয়। যজ্ঞারাধনা হইতে এই বৃষ্টির স্ফটি হয়। এই যজ্ঞ আবার দ্রব্যাদি সংগ্রহ প্রভৃতি কর্মদারা সাধিত হয়। ১৪॥

এই কর্ম ব্রহ্ম দারা অর্থাৎ প্রকৃতি পরিণামরূপী শরীর দারা সিদ্ধ হয় জানিবে। আবার এই জীবশরীরে অক্ষর জীবাত্মা স্থিত হইয়া এই শরীরকে ধারণ ও পোষণ করিতেছেন। অতএব সর্বপ্রকার অধিকারী জীবের এই শরীর নিত্য এই যজ্ঞের দারাই প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ সর্বজীবের শরীরের স্থিতি এই যজ্ঞের উপরই নির্ভর্ব করিতেছে। ১৫॥

হে অজ্জুন ! পরমপুরুষের দারা প্রবর্তিত এই চক্রকে মানিয়া যে ইহলোকে তদমুসারে চলে না, সে পুরুষ পাপায়ঃ এবং ইন্দ্রিয়াসক্ত হইয়া বৃথাই জীবনধারণ করিয়া থাকেই। ১৬ ॥

## রামান্ত্জভাষ্য-

অন্ধাৎ সর্বাণি ভূতানি ভবন্তি, পর্জ্জন্যাৎ অন্ধসম্ভবঃ ইতি সর্বলোক-সাক্ষিক্ম। যজ্ঞাৎ পর্জ্জন্তো ভবতি ইতি চ শাস্ত্রেণ অবগম্যতে—

#### বঙ্গান্তুবাদ---

সমন্ত জীবই (জীবের শরীরই) অর হইতে উৎপন্ন, মেঘ অর্থাৎ বৃষ্টি হইতে অন উৎপন্ন হয় ইহা সর্ব লোকেই দেখিয়া থাকে। এই বৃষ্টি যে যজ্ঞ দারা স্ফট হয় তাহা শাস্ত্রবচন হইতে জানা যায়—

'অগ্নে প্রাস্তান্ততিঃ সম্যুগাদিত্যম্ আদিত্যাজ্জায়তে উপতিষ্ঠতে । বৃষ্টিঃ বৃষ্টেরন্নং ততঃ প্রজাঃ॥' (মন্তঃ ৩।৭৬) ইত্যাদিন।। যজ্ঞ চ দ্রব্যার্জ-নাদিকভূব্যাপাররূপকর্মসমুদ্ভবঃ ।১৪॥ কর্ম ব্রেক্সান্তবং। তাত্র চ ব্রহ্মান্স-নির্দিষ্টং প্রকৃতিপরিণামরূপং শরীরং "তস্মাদেতৎ ব্রহ্ম নামরূপমন্নং চ ইতি জায়তে" ( মুঃ উপঃ ১৷১৷৯ ) হি ব্ৰহ্মশব্দেন প্রকৃতিঃ নিদিষ্টা। ইহাপি 'মঁম যোনির্মহদ্ব হ্রা' ( গীতা ১৪।৩) ইভি হি:বক্ষ্যতে। অতঃ 'কৰ্ম ব্ৰহ্মোদ্ভবং' ইতি প্রকৃতি-পরিণামরূপশরীরোদ্ভবং কৰ্ম্ম ইত্যুক্তং ভবতি। 'ব্রহ্ম অক্ষরসমুদ্ভবং' ইতি অত্র অক্ষরশব্দনির্দিষ্টো জীবাত্ম। অন্নপানাদিনা ভৃপ্তাক্ষরা ধিষ্ঠিতং শরীরং কর্মণে প্রভবতি, ইতি কর্ম্মসাধন-ভূতং শরীরং অক্ষরসমুম্ভবং। তস্মাৎ সর্বাধিকারিগভং সৰ্বগভং ব্ৰহ্ম শরীরং নিত্যং যজে প্রতিষ্ঠিতম যজ্ঞমূলম্ ইত্যৰ্থঃ ॥১৫॥

অগ্নিতে প্রদত্ত আছতি স্থাকিরণে
অবস্থিত হয়। এই স্থা হইতে বৃষ্টি হয়,
এই বৃষ্টি বা বর্ষা হইতে অল হয় এবং অল
হইতে প্রজার উৎপত্তি হয়। (সন্থুসংহিতা
— ৩।৭৬) ইত্যাদি শাস্ত্রবচন। আবার
এই যজ্ঞ যজ্ঞকর্তা পুরুষের ব্যাপাররূপ
(খনজনবৃষ্টি ইত্যাদি) দ্রব্য সংগ্রহরূপ কর্মহারা সাধিত হয়॥১৪॥

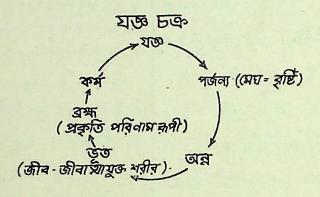
এই কর্ম বন্ধ হইতে উৎপন্ন হয় এস্লে ব্রহ্ম শব্দে প্রকৃতির (ক্ষিত্যপ্তেজ-गक्र (त्राम) পরিণামরূপ শরীর বুঝাই-তেছে। যেমন, 'তাহা হইতে এই বন্ধা, নাম রূপ এবং অন্ন উৎপন্ন হয়।' শ্রুতিতে এইস্থলে ব্ৰহ্ম শব্দে 'প্ৰকৃতি' কথিত হই-য়াছে। এই গীতাতত্ত্ব 'আমার য়োনি (প্রকৃতি) যাহা বৃহৎত্রন্মা এই কথা वला रहेरत । चाठावत, कर्म बन्ना रहेरा উৎপন্ন হয়। এই বাক্যের তাৎপর্য এই যে, কর্ম প্রকৃতি পরিণামরূপ শরীর হইতে উৎপন্ন। ব্রহ্ম — (এই শরীর) অক্ষর হইতে উৎপন্ন — এস্থলে 'অক্ষর' শব্দে জীবান্না বুঝাইতেছে। জীবান্না কর্তৃক অন্তঃস্থিত এবং অন্নপানাদির দ্বারা পরিভুপ্ত হইলে তবে এই শরীর কর্ম করিতে সমর্থ জীবাত্মা হইতে উৎপন্ন বলা হইল। অত-এব সর্বজ্ঞ ব্রহ্ম বিভিন্ন অধিকারী সমস্ত প্রাণীরই শরীর সর্বদা যজ্ঞেতে প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ যজ্ঞমূলক। (সমন্ত শরীরের মূল कांत्रवह यख्व) ॥১৫॥

এবং পরমপুরুষেণ প্রবতিতম্ ইদং চক্ৰম্—অন্নাদ্ (ভবন্তি ভুতানি ইতি অত্র ) ভূতশব্দনির্দিষ্টানি সজীবানি শরীরাণি। পর্জ্বন্তাৎ অম্বন্, যজ্ঞাৎ পর্জ্জন্যঃ যজ্ঞাচ কর্তুব্যাপাররূপাৎ কর্ম্মণঃ, কর্ম্ম চ সজীবাৎ শরীরাৎ সজীবং শরীরং পুনরপ্যমাৎ ইতি অল্যোক্সকার্য্যকারণভাবেন চক্রবৎ পরিবর্ত্তমানম । সাধনে বর্ত্তমানঃ যঃ কর্মযোগাধিকারী জ্ঞান-যোগাধিকারী বা ন অনুবর্ত্তয়তি ন প্রবর্ত্তরতি, যজ্ঞানিষ্টেন দেহধারণম্ অকুৰ্বন সঃ অঘায়ুঃ ভবতি, অঘা-রম্ভায় এব অস্তু আয়ুঃ অঘপরিণতং বা উভয়রূপং বা, সঃ অঘায়ুঃ। অতএব ইন্দ্রিয়ারামো ভবতি, ন আত্মারামঃ, ইব্রিয়াণি এব অস্থ উত্তানানি ভবন্তি, অযজ্ঞশিষ্টবৰ্দ্ধিত-দেহমনস্ভেন উদ্রিক্তরজস্তমস্ক, আত্মাবলোকনবিমুখভয়া বিষয়-

অন্ন হইতে ভূতগণ (জীবশরীর )
উৎপন্ন হয় এই বাক্যে 'ভূত' শব্দে জীবযুক্ত শরীরকে নির্দেশ করা হইরাছে।
নেঘ (বৃষ্টি) হইতে অন্ন, যজ্ঞ হইতে বৃষ্টি,
এই যজ্ঞ যজ্ঞকর্তার ব্যাপাররূপ কর্ম হইতে
এই কর্ম জীবাত্মাযুক্ত শরীর সাধিত এবং
জীবাত্মাযুক্ত এই শরীর আবার অন্ন হইতে
উৎপন্ন হয়—পরমেশ্বর কন্ত্রিক প্রবৃতিত
এই চক্র এই প্রকারে পরস্পর কার্যকারণরূপে পরিবর্ত্তনশীল হইয়া অবস্থিত।

মোক্ষ সাধনে প্রবৃত্ত যে কোনও পুরুষ
— তিনি কর্মযোগী বা জ্ঞানযোগী যাহাই
হউন না কেন তিনি যদি পরমেশ্বর প্রবর্তিত
এই যজ্ঞচক্রের অনুবর্ত্তন না করেন, তাহা
হইলে তিনি যজ্ঞাবশিষ্ট অন্নের দ্বারা দেহ
ধারণ না করিবার জ্ঞ্ঞ পাপায় হন।
তাহার জীবন পাপের আরম্ভ করিবার
জ্ঞাই হউক বা পাপের পরিণামক্সপেই
হউক অথবা উভয় প্রকারই হউক সে
পাপায় বা পাপীজীবনযুক্তই হইবে।

অতএব আত্মান্থভবদীল না হইয়া ইন্দ্রিয়াসক্তই হইয়া থাকে। তাহার বিষয়-ভোগাসক্ত ইন্দ্রিয়গণ আনন্দদায়ক উত্থান-রূপে পরিণত হয় — (সে বিষয়ভোগে আনন্দ পাইয়া থাকে)। যজ্ঞের অনিবেদিত অনপানাদি দ্বারা পুষ্ট তাহার দেহের ও মনের রজঃ এবং তমোগুণের বৃদ্ধি হয়। তথন সে আত্মমনন ও আত্মদর্শনে বিমুখ ভোগৈকরতিঃ ভবতি। অতো জ্ঞান-যোগাদো যতমানঃ অপি নিক্ষল-প্রযত্নতারা মোঘং পার্থ সজীবতি।১৬॥ হইরা কেবলমাত্র বিষয়াসক্তিতে ডুবিয়া থাকে। অতএব সেই (ইন্দ্রিয়াসক্ত) ব্যক্তি জ্ঞানযোগ প্রভৃতিতে প্রবৃত্ত হইলেও সেই চেষ্টা বিফল হয় এবং এই নিক্ষলতার জক্সই তাহার জীবন্ধারণ বুথা হয় ॥১৬॥



অসাধনায়ত্তাত্মদর্শনস্থ মুক্তস্থ এব
মহাযজ্ঞাদি বর্ণাগ্রহমাচিতকর্মানারস্ত ইতি আহ—

যে পুরুষের আত্মদর্শনের জন্ম সাধনের কোন প্রয়োজন নাই, সেই মুক্ত পুরুষের জন্মই মহাযজ্ঞ প্রভৃতি বর্ণাশ্রমোচিত কার্য আরম্ভ না করা যুক্তিযুক্ত হয় (কিন্তু তদ্য-তিরিক্ত ব্যক্তিদের জন্ম নয়) তাহাই বলতেছেন—

যস্ত্বাদ্মরতিরেব স্থাদাত্মভৃপ্তশ্চ মানবঃ। আত্মন্তেব চ সম্ভষ্টস্তম্ম কার্য্যং ন বিছাতে ॥১৭ নৈব তম্ম কৃতেনার্থো নাক্কতেনেহ কশ্চন। ন চাম্ম সর্ব্বভূতেমু কশ্চিদর্থব্যপাঞ্রয়ঃ ॥১৮

সরলার্থ---

যিনি আত্মবস্তুতে রমণ করেন, কেবল আত্মস্বরূপ দর্শন করিয়া ভৃপ্ত হন, এবং আত্ম-বস্তুতেই সম্ভূট থাকেন, সেই জন্মগত আত্মস্তুটা পুরুষের কিন্তু আত্মদর্শনের উপযোগী মনের নির্মলতা সাধনের জন্ম কর্মানুষ্ঠানের কোন প্রয়োজন নাই । ১৭॥

কেননা সেই আত্মন্থ পুরুষ আত্মদর্শনে ক্বতকার্য বলিয়া তাহার সাধনের জন্ম কোন কর্মের প্রয়োজন নাই এবং কর্ম না করিলেও কোন অনর্থ আসিয়া উপস্থিত হয় না। জন্মগত এই আত্মদ্রটা পুরুষের আকাশাদি পঞ্চভূতাত্মক কোন বস্তুতেই প্রয়োজন নাই এবং সেইজন্ম সেইসব বস্তুর অপেক্ষাও নাই। ১৮॥ রামানুজভায্য—

যস্ত জ্ঞানযোগকর্মযোগসাধননিরপ্রেক্ষঃ স্বত এব আত্মরতিঃ আত্মাভিরুখঃ আত্মনা এব তৃপ্তঃ, ন অস্কপানাদিভিঃ আত্মব্যতিরিকৈঃ,
আত্মনি এব চ সম্ভষ্টঃ; ন উচ্চানস্রক্চন্দনগীতবাদিত্রনৃত্যাদে
। পাষণভোগ্যাদিকং সর্ববং আত্মা
এব যস্ত তম্ম আত্মদর্শনায় কর্ত্বব্যং
ন বিভতে; স্বত এব সর্বদা দৃষ্টাত্মস্বরূপত্বাৎ। ১৭

॥

অতএব তন্ত্র আত্মদর্শনায় ক্রতেন
তৎসাধনেন ন অর্থঃ ন কিঞ্চিৎ
প্রধ্যাজনম্, অক্ততেন: আত্মদর্শনসাধনেন নাক্রিচিৎ অনর্থঃ। অসাধনায়ন্তাত্মদর্শনত্বাৎ। স্বত এব আত্মব্যতিরিক্তসকলাচিদ্বস্তবিমুখন্ত অস্থ্য
সর্বেম্ব প্রকৃতিপরিণামবিশেষেমু
আকাশাদিভূতেমু সকার্যেমু ন
কন্চিৎ প্রয়োজনতয়া (সাধনতয়া বা)
ব্যপাঞ্রয়ঃ, যতঃ তদ্বিমুখীকরণায়
সাধনারন্তঃ; স হি মুক্ত এব। ১৮॥

#### বঙ্গান্তবাদ—

যে পুরুষ কর্মযোগ বাজ্ঞানযোগের
কোন অপেক্ষা রাখেন না এবং স্বভাবতঃ
আত্মাতে অনুরক্ত, আত্মার অভিমুখ এবং
আত্মদর্শনেই পরিভৃপ্ত, যিনি আত্মব্যতিরিক্ত
অন্নপানাদি, উন্থানসালা চন্দন গীত বাদ্য
মৃত্য প্রভৃতি কোন ভোগ্য বস্তুতেই পরিভৃপ্ত
হন না, একমাত্র আত্মবস্তুই বাঁহার ধারক
পোষক ভোগ্য প্রভৃতি সমস্তই দেই
আত্মন্তী স্বতঃসিদ্ধ পুরুষের আত্মদর্শনের
সাধনরূপে কোনরূপ কর্ত্তব্য কার্য থাকে
না; কেননা দেই সিদ্ধপুরুষের স্বভাবতই
সর্বদা আত্মদর্শন লাভ হইয়া থাকে ॥১৭॥

অতএব সেই আল্বদ্রষ্টা সিদ্ধপুরুষের আত্মদর্শনলাভের সাধনভূত কর্মানুষ্ঠানের কোন প্রয়োজন সাই; আত্মদর্শনের সাধন-রূপ এই কর্মান্নগ্রানের অভাবে তাহার আত্মদর্শনের প্রতিবন্ধকরূপ কোনও অনিষ্ট হয় না, কেননা তিনি স্বতঃসিদ্ধ। নিদ্ধাম কর্ম্ম প্রভৃতি কোনরূপ সাধন দারা তাঁহার আত্মদর্শন লাভ করিবার প্রয়োজন নাই। এই প্রকার আত্মব্যতিরিক্ত সমস্ত অচিৎ-বস্তুতে যে পুরুষ স্বভাবতই বিমুখ বা বৈরাগ্যবান ভাঁহার আর প্রকৃতির পরিণাম-রাণ আকাশাদি পঞ্চততে এবং সেই পঞ্চ-ভূতের কার্যরূপ যাবৎ ভোগ্যবস্তুতে প্রয়ো-জন হিসাবে বা সাধন হিসাবে কোনই मचन्न थारक ना। रकनना এই मकल ভোগ্যবস্তুতে বৈরাগ্য উৎপাদন করিবার জগুই সাধকের সাধন আরম্ভ করিতে হয় I (উপরোক্ত ছইটি শ্লোকের উপসংহারদ্ধপে বলিতেছেন—দেই প্রুষ গিদ্ধ বা মুক্ত) ॥১৮

# তন্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম সমাচর। অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ ॥১৯

সরলার্থ-

্যাহারা জন্মগত সিদ্ধ নয়. সিদ্ধিলাভের জন্ম তাহাদের কি প্রকার বুদ্ধিতে কর্মৈর অফুষ্ঠান কর্ত্তব্য তাহাই বলিতেছেন।)

অতএব হে অর্জুন, তুমি আসজি শৃত হইয়া (ফল অভিসন্ধি এবং কর্তৃত্ব-বুদ্ধি রহিত হইয়া ) কর্ত্তব্য কর্ম করিতে থাক। কেননা আসজিরহিত হইয়া কর্ম করিতে করিতে পুরুষ নিশ্চয়ই আত্মদর্শনলাভে কৃতকার্য্য হইয়া থাকেন। ১৯॥

রামানুজ্ভাষ্য—

যম্মাৎ অসাধনায়ত্তাত্মদর্শনস্থ এব চ সাধনে সাধনাপ্রবৃত্তিঃ, যম্মাৎ প্রবৃত্তস্থ অপি সুশকত্বাৎ অপ্রমাদ-ত্বাৎ তদন্তৰ্গতাত্মযাথাত্ম্যানুসন্ধান-ত্বাৎ চ জ্ঞানযোগিনঃ অপি দেহ-কর্মানুর্ত্ত্যপেক্ষত্বাৎ যাতায়াঃ এব আত্মদর্শননিবৃত্তৌ কর্মযোগ শ্রেয়ান্—তম্মাৎ অসঙ্গপূর্বকং কার্য্যং ইত্যেব সততং যাবদাত্মপ্রাপ্তি কর্ম্ম 'অসক্তঃ' 'কার্য্যং' সমাচর। ইতি বক্ষ্যমাণাকর্তৃত্বানুসন্ধানপূর্বকং কর্ম আচরণ পুরুষঃ কৰ্ম-এব যোগেন পরম্ আপ্নোতি আত্মানং প্রাপ্তে ইত্যর্থঃ ১৯॥

## বঙ্গানুবাদ—

যহেতু বাছাদের বিনা সাধনেই স্বভাবতঃ
আত্মদর্শনলাভ হয় বলিয়া তাঁহাদের সাধনে
প্রবৃত্ত হইতে হয় না, এবং আত্মদর্শন সাধনে
প্রবৃত্ত ব্যক্তির পক্ষে কর্মযোগ সহজ্ঞসাধ্য,
প্রমাদরহিত এবং যেহেতু আত্মস্বরূপের
অক্সন্ধানও এই কর্মযোগের অন্তর্গত, এবং
যেহেতু জ্ঞানযোগ সাধনে প্রবৃত্ত পুরুষের
পক্ষেও দেহযাত্রা নির্বাহের জন্ম কর্মান্থগ্রানের প্রয়োজন হয়, সেইজন্ম আত্মদর্শনলাত্রের জন্ম কর্মযোগই সর্বপ্রকারে প্রেষ্ঠ।

অতএব হে অজ্জ্ন, আসজিরহিত হইয়া কর্ম করা কর্ত্ব্য এই বৃদ্ধিতে যে পর্যন্ত না আত্মদর্শন লাভ হয়, তুমি সর্বদা নিষ্কাম কর্ম করিতে,থাক। 'অসক্তঃ কার্য্যং' অর্থাৎ 'আসজিরহিত হইয়া কর্ম করা কর্ত্ব্য' এই ছুইটি পদের তাৎপর্য অন্মসারে 'কার্যের কর্ত্তা আমি নহি' এইরূপ অকর্ত্ত্ত্ব অন্মসন্ধানপূর্বক নিষ্কাম কর্মরূপ কর্মযোগের দ্বারা কর্মযোগী পুরুষ, প্রকৃতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বস্তু অর্থাৎ আত্মদর্শনলাভ করেন ॥১৯

# কর্ম গৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিত। জনকাদয়ঃ। লোকসংগ্রহমেবাপি সংপশ্যন্ কতুমুর্হসি॥২০

मत्रमार्थ--

এই শ্লোকের প্রথম পংক্তিতে পূর্বোক্ত কর্মযোগরূপ সদাচারের প্রমাণ দেখাইয়া, বিতীয় পংক্তিতে উপদিষ্ট এই কর্মযোগই সর্বাণা কর্তব্য, তাহাই অক্ত যুক্তির দারা পুনরায় উপদেশ দিতেছেন:—

জনকাদি মহাজ্ঞানী রাজবিগণ যে (নিদ্ধাস) কর্মামুষ্ঠান দ্বারা আত্মদর্শনক্সপ সিদ্ধি সম্যক্ লাভ করিয়াছিলেন, তাহা স্থপ্রসিদ্ধ। (অক্ত দিক দিয়া বিচার করিলেও আবার) তোমার এই নিদ্ধাস কর্মামুষ্ঠান দেখিয়া লোকে ঐক্সপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারে, এইক্সপ লোকশিক্ষার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াও তোমার (নিদ্ধাম) কর্মই করা কর্ত্ব্য ।২০॥

#### রামান্তজভায্য---

যতঃ জ্ঞানযোগাধিকারিণঃ অপি কর্মযোগ এব আত্মদর্শনে শ্রেয়ান্, অত এব হি জনকাদয়ো রাজর্ষয়ো জ্ঞানিনাম্ অগ্রেসরাঃ কর্মযোগেন এব সংসিদ্ধিম্ আন্থিতাঃ, আত্মানং প্রাপ্তবন্তঃ।

এবং প্রথমং মুমুক্ষোঃ জ্ঞানযোগানহ্তয়া কর্মযোগাধিকারিণঃ কর্ম-যোগ এব কার্য্য, ইত্যুক্ত্যা জ্ঞান-যোগাধিকারিণঃ অপি জ্ঞানযোগাৎ কর্মযোগ এব প্রেয়ান্ ইতি সহেতু-কম্ উক্তম্। ইদানীং শিষ্টতয়া ব্যপদেশ্যস্ত সর্বথা কর্মযোগ এব কার্য্য ইতি উচ্যুতে— লোকসংগ্রহং পশ্যন্ অপি কর্ম এব কর্জুম্ অর্হ্য ।২০॥

## বঙ্গান্ত্বাদ—

বাঁহারা জ্ঞানযোগের অধিকারী তাঁহাদের পক্ষেও আত্মদর্শন লাভের জন্ম কর্মযোগই শ্রেষ্ঠ। সেইজন্ম জ্ঞানী পুরুষদিগের অগ্রগণ্য জনক প্রভৃতি রাজ্যিগণ্ও কর্ম-যোগের দ্বারাই সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন অর্থাৎ আত্মদর্শন লাভ করিয়াছিলেন।

এইরপে প্রথমে যে সকল মুমুকু বাজিরা छ।न्यारगत अधिकाती नम्र, তाहाता कर्म-যোগে অধিকারী সেই সকল পুরুষের পক্ষেত্ত কর্মধোগই কর্ত্তন্য — এই কথা অধিকারী বলিয়া পরে खान्यार्ग পক্ষেত্ত জ্ঞানযোগ পুরুষের কর্মযোগই শ্রেষ্ঠ — তাহাই যুক্তির সহিত উপদেশ দিলে। এখন সংসারে শ্রেষ্ঠ পুরুষদের জন্ম যে কর্মযোগের ষ্ঠানই সর্বপ্রকারে কর্ত্তব্য তাহাই বলিতে-ছেন—লোকশিক্ষা বা লোকরক্ষার দিকে দৃষ্টি রাখিয়াও তোমার কর্মের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য (কর্ম-ত্যাগ করা উচিত নয়) ॥২०

# যদ্যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরে। জনঃ। স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদন্মবর্ত্ততে ॥২১

সরশার্থ-

(শ্রেষ্ঠ পুরুষের কর্ম বা আচরণ কি প্রকারে লোকসংগ্রহে সাহায্য করে, তাহাই বলিতেছেন)—

ে হে অজ্জুন, শান্ত্রবিহিত জ্ঞান ও তদম্গুণ অমুষ্ঠানযুক্ত শ্রেষ্ঠ পুরুষ যেরূপ আচরণ করেন বা যে যে কর্মের অমুষ্ঠান করেন, অম্থান্থ অজ্ঞানী সংসারী লোকেও শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি-দের অমুকরণ করিয়া সেইরূপ কর্মই করিয়া থাকেন। সেই জ্ঞানী পুরুষ আবার সেই সেই আচরিত কর্মে যে যে ধারা অবলম্বন করিয়া থাকেন, সাংসারিক লোকেও প্রামাণিক জ্ঞানে সেই সেই ধারা অমুকরণ করিয়া সেইরূপই কার্ম করে।২১॥

রামানুজভায়—

শ্রেষ্ঠঃ ক্বংস্থাপ্তপ্রতা অনুষ্ঠাতৃত্যা চ প্রথিতো যদ্ যদ্ আচরতি
তদ্ তদ্ এব অক্বংস্পবিজ্ঞানঃ অপি
আচরতি। অনুষ্ঠীয়মানং অপি কর্ম
শ্রেষ্ঠো যৎ প্রমাণং যদস্বযুক্তম্
অনুতিষ্ঠতি, তদস্বযুক্তম্ এব অক্বংস্পবিদ্ লোকঃ অপি অনুতিষ্ঠতি;
অতো লোকরক্ষার্থং শিষ্টত্য়া প্রথিতেন শ্রেষ্ঠেন স্পবর্ণাশ্রমোচিতং
কর্ম সকলং সর্বদা অনুষ্ঠেয়ম্।
অন্তথা লোকনাশজনিত্য্ পাপং
স্প্রান্থোগাদ্ অপি এনং প্রচ্যাব্রেং। ২১॥

## বঙ্গান্থবাদ—

যিনি সকল শাস্ত্রে পণ্ডিত এবং তদমু-দারে অনুষ্ঠানকর্ত্তা বলিয়া প্রসিদ্ধ, সেই শ্রেষ্ঠ পুরুষ যে যে আচরণ করেন অজ্ঞানী সংসারী লোকও সেই সেই আচরণকে অনুকরণ করিয়া থাকে। আবার সেই শ্রেষ্ঠ পুরুষ নিজ নিজ আচরিত কর্মে ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গের অনুষ্ঠান করিয়া তত্তৎ কর্মধারার প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত করে, সেই প্রমাণ অব-লম্বনে অজ্ঞানী লোকও সেইরূপ কর্মে সেই সেই ধারার বা অঙ্গের অমুকরণ করে। অতএব, বিশিষ্ট বলিয়া প্রসিদ্ধ পুরুষের নিজ নিজ বর্ণ এবং আশ্রম অনুগুণ সমস্ত কর্ম সর্বদা করা কর্ত্তব্য, নতুবা লোকরক্ষা হয় না এবং লোকনাশজনিত তাঁহার পাপ তাঁহাকে জ্ঞানযোগ হইতে বিচ্যুত করিয়া দেয় ॥২১

ন মে পার্থান্তি কর্তব্যং ত্রিম্ব লোকেমু কিঞ্চন।
নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত্ত এব চ কর্মণা ॥২২
যদি অহং ন বর্ত্তেয়ং জাতু কর্মণ্যভন্তিতঃ।
মম বর্মান্ত্রবন্ত ত্তে মন্মুম্মঃ:পার্থ সর্ক্তমঃ ॥২৩
উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্য্যাং কর্ম চেদহম্।
সঙ্করম্ম চ কর্ত্তা স্থামুপহত্যামিমাঃ প্রজাঃ ॥২৪

স্রলার্থ—
(দেখ, এই লোকরক্ষাবিষয়ে আমিই দৃষ্টান্ত। অতঃপর এই তিনটি শ্লোকে তাহাই
বলিতেছেন) ।

হে পার্থ, ত্রিভূবনে (সর্বেশ্বর) আমার কর্ত্তব্য কিছুই নাই, কেননা ত্রিভূবনে এমন কোন বস্তু নাই যাহা আমার অপ্রাপ্য এবং যাহা আমাকে প্রাপ্ত হইতে হইবে। তথাপি আমি বর্ণ ও আশ্রমোচিত নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম করিয়াই যাইতেছি ॥২২

হে অজ্রুন, আমি অলস হইয়া কখনও যদি কর্যান্থটান না করি (নিজ্জিয় থাকি), ভাহা হইলে সমস্ত সংসারী লোক (শ্রেষ্ঠতম বলিয়া) আমার নৈদ্ধ্যরূপ মার্গ অনুসরণ করিয়া কর্ম হইতে বিরত থাকিবে ॥২৩

যদি আমি (কুলোচিত) কর্ম না করি তাহা ছইলে আমার পন্থা অবলম্বন্পূর্বক বর্ণশ্রেমাচিত কর্ম না করিয়া এইসকল অজ্ঞ লোকেরা উৎসন্ন হইয়া যাইবে এবং এই নৈম্বর্মাজনিত বর্ণসঙ্কর উৎপত্তির নিমিত্ত হইয়া এই লোকদিগকে আমিই বিনষ্ট করিব॥২৪

রামানুজভায্য---

ন মে সর্বেশ্বরস্থ তাবাপ্তসমস্তকামস্থ সর্বজন্ম সত্যসম্বল্প ত্রিমু
লোকেমু দেবমন্মুয়াদিরপেণ
স্বচ্ছন্দতো বর্ত্তমানস্থ কিঞ্চিদ্ অপি
কর্ত্তব্যম্ অন্তি, যতঃ তানবাপ্তং
কর্মাণা তাবাপ্তব্যং ন কিঞ্চিদ্ অপি
তান্তি, তাথাপি লোকরক্ষামৈ
কর্মাণ এব বর্ত্ত ৷২২॥

## বঙ্গান্থবাদ—

আমি সমস্ত কাম্যবস্তুতে পরিপূর্ণ সর্বজ্ঞা সত্যসংকল্প, ত্রিভ্বনে দেব-মহায়াদিরপে স্পেচ্ছার অবতীর্ণ হইরা স্বচ্ছন্দে বিরাজমান সর্বেশ্বর। যদিও আমার কিছুমাত্র কর্জব্য-কর্ম নাই, যদিও আমি নিজলাভপূর্ণ এবং আমার অপ্রাপ্ত কোন বস্তুই নাই, কর্মদারা প্রাপ্ত হইবার কিছুই নাই, তথাপি লোক-রক্ষার নিমিত্ত আমি কর্মাহুঠানেই রত্ত থাকি ॥২২

অহং সর্বেশ্বরঃ সত্যসঙ্কল্পঃ স্বসঙ্কল্প-কৃতজগত্বদয়বিভবলয়লীলঃ ছন্দতো অপি জগত্বপক্বতি মর্ত্যো জাতঃ মনুষ্যেষু শিষ্টজনাগ্রেসরবস্থদেবগৃহে তৎকুলোচিতে অবতীর্ণঃ অতন্দ্রিতঃ সর্বদা যদি ন বর্ডেয়ম্, মম শিষ্টজনাগ্রেসরবস্থদেবসূনোর্বড়াক্-ৎত্মবিদঃ শিষ্টাঃ সর্বপ্রকারেণ 'অয়ম্ এব ধর্ম' ইতি. অনুবর্তন্তে, তে চ স্বকর্ত্তব্যানমুষ্ঠানেন অকরণে প্রত্যবায়েন চ আত্মানম্ অলব্ধা নিরয়গামিনো ভবেয়ুঃ ৷২৩॥

অহং কুলোচিতং কর্ম ন চেৎ कूर्य। म् এवम् এव मर्द्य भिष्टे (नाम। মদাচারায়ত্তধর্মনিশ্চয়াঃ তাকরণাদ্ এব উৎসীদেয়ু:—नष्टे। ভবেয়ুঃ, শান্তীয়াচারাণান অপালনাৎ সর্বেবাং निष्टेकूनानाम् महत्रण ह कर्छ। णाम्। অত এব ইমাঃ প্রজা উপহত্যাম্। এবং এব ত্বম অপি শিষ্টজনাগ্রেসর-পাণ্ডুতনয়ঃ যুধিষ্ঠিরানুজঃ অজ্জুন যদি জ্ঞাননিষ্ঠায়াম সৰ্ শিষ্টতয়। অধিকরোষি ততঃ তদাচারকুবর্ত্তিনঃ मिष्टे অক্লৎস্ববিদঃ Б गुगुका : श्वाधिकातम् अज्ञानसः कर्मनिष्ठायाम् অন্ধিকুর্বন্তঃ বিনখ্যেয়ঃ **অতঃ** ব্যপদেশ্যেন বিছুষা কৰ্ম এব कर्डवाम्। २८॥

বাদিও আমি সত্য-সংকল্প, সংকল্পমাত্র জগৎ স্পৃতিভিতি প্রলম্বনারী সর্বেশ্বর এবং যতাপি জগতের হিতের জন্ম স্বেচ্ছার মহয়-রূপে এই মর্প্তে অবতীর্ণ হইয়াছি; তথাপি শ্রেষ্ঠ মহয়দিগের অগ্রগণ্য বহুদেবের গৃহে অবতীর্ণ ইইয়া সর্বদা সেই কুলাহুগুণ কর্মের আচরণ যদি না করি, তাহা হইলে অল্পজ্ঞ এবং বিশিষ্টজনেরাও শ্রেষ্ঠজনাগ্রগণ্য বহুদেবের পুত্র আমার এই (নিক্সিয়) মার্গকে 'এইটি ধর্ম' এইরূপ স্থির করিয়া সেই মার্গেরই অনুসরণ করিতে থাকিবে। তথন তাহারা নিজ নিজ কর্ত্ব্য কার্যে বিমুখ হইয়া কর্মত্যাগজনিত পাপহেতু আল্পলাভে বঞ্চিত হইয়া নরকগামী হইবে॥২৩

যদি আমি কুলোচিত কর্ম না করি তাহা হইলে দকল বিশিষ্ট পুরুষেরা যাহারা আমার আচরণকেই আদর্শ জানিয়া ধর্মপন্থা স্থির করিয়া লয়, তাহারা এইপ্রকার কর্মত্যাগ করার জহুই উৎসন্ন বা বিনষ্ট হইয়া যাইবে এবং শাস্তীয় কর্মের অফুষ্ঠান না করার জহু আমি দসত বিশিষ্ট কুলের বর্ণসঙ্করতা স্থাইকর্তা এবং সেইজন্ম সমস্ত জীবের বিনাশকর্তা হইব।

হে অর্জুন, তুমিও যদি শ্রেষ্ঠ পুরুষদিগের অগ্রগণ্য পাণ্ডুরাজের পুত্র এবং

যুধিষ্ঠিরের সহোদর হই রা শ্রেমজ্ঞানে কেবল
আত্মচিন্তার্মপ জ্ঞানিষ্ঠাকেই অবলম্বন কর,
তাহা হইলে তোমার আচরণের অনুসরণকারী মোক্ষাভিলামী অল্পজ্ঞ এবং শ্রেষ্ঠ

ব্যক্তিগণও নিজ অধিকারাগ্রগুল সাধন যে
কোন্টি তাহা বুনিতে না পারিয়া কর্মযোগরূপ কর্মনিষ্ঠা পরিত্যাগ করার জন্ম
বিনষ্ট হইরা যাইবে। অতএব জ্ঞাতা
বিদ্বানপুরুষের (বণাশ্রনোচিত শান্তীয়)
কর্মই করা কর্ম্বরা। ১৪

সক্তাঃ কর্মণ্যবিদ্বাংসো যথা কুর্ব্বন্তি ভারত। কুর্য্যাদিদ্বাংস্তথাসক্তশ্চিকীযুর্ লে কিসংগ্রহম্ ॥২৫ ল বুদ্ধিভেদং জনয়েদজানাং কর্মসঙ্গিনাম্। যোজয়েৎ সর্ববিদ্যাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্।২৬॥

সরলার্থ-

আত্মন্ত্রানী পুরুষদেরও লোকরক্ষার জন্য কর্ম করা উচিত, তাহাই **ত্**ইটি **শ্লোকে** বলিতেছেন—

স্বভাবতঃ কর্মে আসক্ত আল্পজ্ঞানহীন পুরুষ যে প্রকার কার্য করিয়া যান, আল্পজ্ঞানী ব্যক্তিরও অনাসক্ত হইয়া লোকরক্ষার জন্য সেই প্রকার কর্মযোগেরই অন্তর্গান করা কর্ত্তব্য ॥২৫

আত্মজ্ঞানী পুরুষ কথনও আত্মবিষয়ক জ্ঞানহীন অতএব কর্মযোগে অধিকারী কর্মনিষ্ঠ পুরুষদিগের বৃদ্ধিভেদ উৎপাদন করিবেন না. অর্থাৎ কর্মযোগ অপেক্ষা আত্মদর্শনের জন্য শ্রেষ্ঠ সাধন আছে, এইরূপ অন্যপ্রকার বৃদ্ধি যাহাতে উৎপন্ন হয় সেরূপ আচরণ করিবেন না। পরস্ত তিনি কর্মে অনাসক্তরূপ বৃদ্ধিযুক্ত হইয়া নিজে যাবৎ কর্মের সম্যক্ অনুষ্ঠান করিয়া সেই কর্মনিষ্ঠ পুরুষদের কর্মে প্রীতি উৎপাদন করিয়া কর্মযোগে প্রবৃত্ত করাইবেন ॥২৬

### রামানুজভায়া—

অবিদ্বাংসঃ আত্মনি অক্ৎস্পবিদঃ
কর্মণি সক্তাঃ কর্মণি অবর্জনীয়সম্বন্ধাঃ
আত্মনি অক্ৎস্পবিত্তয়া তদভ্যাসরূপজ্ঞানযোগে অন্ধিক্ততাঃ কর্মযোগাধিকারিণঃ কর্মযোগম্ এব যথা
আত্মদর্শনায় কুর্বতে তথা আত্মনি
কৃৎস্পবিত্তয়া কর্মণি অসক্তঃ জ্ঞানযোগাধিকারযোগ্যঃ অপি ব্যুপদেশ্যঃ
শিষ্টঃ লোকরক্ষর্থং স্বাচারেণ
শিষ্টলোকানাং ধর্মনিশ্চয়ং চিকীমুঃ
কর্মযোগম্ এব কুর্ম্যাৎ। ২৫॥

## বঙ্গানুবাদ---

যাঁহারা অজ্ঞানী অর্থাৎ যণার্থ আছা-স্বরূপজ্ঞ নহেন এবং কর্মে আসক্ত বলিয়া বাঁহাদের কর্মসম্বন্ধ অনিবার্য, যথার্থ আত্ম-স্বরূপের জ্ঞান না থাকার জ্ঞ্ম তাহারা আত্মধ্যানের অভ্যাসরূপ জ্ঞানযোগের व्यक्षिकां त्री नरहन किन्छ कर्मरयार गत्रहे व्यक्षि-কারী, তাহারা আত্মদর্শনের জন্ম শেমন कर्मरयां गरे जाना करतन, रमहेक्र यथार्थ আত্মজ্ঞানী পুরুষ কর্মে অনাসক্ত । অতএব छानर्यारा अधिकाती इहेला लार्क्त আদর্শ এবং শ্রেষ্ঠপুরুষ (তিনি যেক্সপ আচরণ করিবেন লোকে সেইরূপ অমুসরণ করিবে) হিগাবে তাহার লোকরক্ষার বা হিতের জন্ম নিজের আচরণ দারা অক্সান্স म्मृक् भिष्टे भूकवरनत धर्ममार्ग पृष्ठ कतिवात निभिन्न कर्मरयागरे कता कर्नु ॥२६

অজ্ঞানাম্ আত্মস্ত্ৰু স্প্ৰবিত্ত রাজ্ঞানযোগোপাদানাশক্তানাং মুমুক্ষুণাং
কর্মসঙ্কিনাম্ জনাদিকর্মবাসনয়া
কর্মণি এব নিয়তত্বেন কর্মযোগাধিকারিণাং 'কর্মযোগাদ্ অল্ঞথাত্মাবলোকনং অস্তি' ইতি ন বুদ্ধিভেদং
জনয়েৎ । কিং তর্হি ? আত্মনি
কৃৎস্পবিত্তরা জানযোগাশক্তঃ অপি
পূর্বোক্তরীত্যা 'কর্মযোগ এব জ্ঞানযোগনিরপেক্ষ আত্মাবলোক নসাধনম্' ইতি বুদ্ধ্যা যুক্তঃ কর্মএব
আচরন্ সর্বকর্মস্থ অকৃৎস্পবিদাং
প্রীতিং জনয়েৎ ।২৬॥

যে সকল মুমুকু ব্যক্তিরা অজ্ঞানী এবং আত্মস্বরূপের যথার্থ জ্ঞাতা নহেন বলিয়া জ্ঞানযোগ সম্পাদন করিতে অসমর্থ এবং কর্মাসক্ত, ভাঁহারা অনাদিকাল হইতে কর্ম-বাসনার জন্ম কর্মেতেই নিরত থাকেন। कर्गराश अधिकाती এই क्रथ भूभूकू भूक्य-দের 'কর্মযোগ হইতে শ্রেষ্ঠ আত্মদর্শনের অন্তু সাধন আছে'এইপ্রকার বৃদ্ধিভেদ উৎপা-मन कतिरव ना। जरन कि कतिरव ? शूर्ताक প্রণালী অমুসারে 'জ্ঞানযোগের অপেক্ষা ना রাখিয়া (কবল কর্ম্যোগই আত্মদর্শনের সাগন বা উপায়স্বরূপ' — এইরূপ বুদ্ধিযুক্ত इहेशा छानर्यार माधनमगर्य जान्नछानी পুরুষও স্বয়ং কর্মের অনুষ্ঠান করিয়া অজ্ঞ পুরুষদের সমস্ত কর্মে প্রীতি উৎপন্ন করিতে थाकित्र ॥१७

প্রকৃতেঃ ক্রিয়ামাণানি গুণৈঃ কর্মাণি সর্বশঃ।
আহল্পারবিমূঢ়াত্মা কন্ত্রহিমিতি মন্ততে ॥২৭
তত্ত্ববিজ্ব মহাবাহো গুণকর্মবিভাগায়োঃ।
গুণাগুণেমু বর্তন্ত ইতি মন্ধা ন সজ্জতে ॥ ২৮
প্রকৃতেগুণসংমূঢ়া সজ্জন্তে গুণকর্মস্থ।
তানকৃৎস্পবিদ্যা মন্দান্ কৃৎস্পবিদ্যা বিচালয়েৎ ॥২৯
ময়ি সর্বাণি কর্মাণি সংক্রপ্রাধ্যাত্মতেসা।
নিরাশীর্নির্মুমো ভূত্বা যুধ্যস্থ বিগতজ্বরঃ॥ ৩০

## সরলার্থ-

(ইতিপূর্বে কর্মবোগার্ম্বানের প্রয়োজনীয়তা দেখাইয়া অতঃপর চারিটি শ্লোকে কর্মবোগ সাধনে আলার অকর্তৃত্ব অনুসন্ধানের প্রণালী উপদেশ দিতেছেন)
লোকে প্রকৃতপক্ষে প্রকৃতির পরিণায়রূপী সত্ত রজঃ তনঃ এই তিন গুণযুক্ত নিজ নিজ
মন ও বৃদ্ধি দারাই সমস্ত কর্ম করিয়া থাকে কিন্ত অজ্ঞানী অহংকারী পুরুষ সমস্ত ক্রিয়য়াণ কর্মের কর্ত্তা আমিই—এইরূপ ভূল করিয়া থাকে ॥২৭ হে অর্জ্জুন, যে বিদ্বান পুরুষেরা সম্ভাদি গুণত্রয় এবং তত্তৎ গুণকৃত কর্মস্থ্রের তত্ত্ব যথার্থ অবগত আছেন, তাঁহারা দিন্ত সম্ভাদি ত্রিগুণময় ইন্দ্রিয়গণই কর্মে প্রবৃত্ত করাইতেছে, এই জানিয়া কর্মের 'আমিই কর্তা' এইপ্রকার অভিনিবেশ করেন না ২৮॥

(২৬ শ্লোকে উক্ত 'ন বুদ্ধিভেদং জনয়েৎ' এই বাক্যের উপসংহার এই শ্লোকে করিতেছেন)

সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই তিনটি প্রাক্ত গুণের দারা আচ্ছন্ন এবং আত্মজ্ঞানহীন মৃচ্
ব্যক্তিরা তত্তৎ গুণদারা কত যাবৎ কর্মই আমি করিতেছি, এই ভাবিয়া সেই সমন্ত কর্মে
আসক্ত হইয়া থাকেন। এই সকল আত্মজ্ঞানহীন মন্দণতি লোকেরা আত্মদর্শনাভিলাবী
হইলে যথার্থ আত্মজ্ঞানী পুরুব তাহাদের কর্মাযোগ হইতে বিচ্যুত করিবে না। অর্থাৎ
অয়ং জ্ঞানযোগ অনুষ্ঠানপূর্বক আদর্শ হইয়া তাহাদেরও জ্ঞানযোগে প্রবৃত্ত করাইবেন না,
কিন্তু কর্মযোগ অনুষ্ঠান প্রদর্শন করাইয়া তাহাদেরও ক্যযোগে প্রবৃত্ত করাইবেন ॥২৯

(কর্মের যাবৎ কর্জু সন্তাদি গুণক্বত হইলেও পরমেশ্বরই সকল জীবের নিয়ামক বলিয়া; জীবের এই গুণসংশ্লেষও পরমেশ্বর ক্বত। অতএব মূলতঃ সেই ক্ছু ছ যে প্রমেশ্বেরই তাহাই এই শ্লোকে বলিতেছেন।)

হে অজুন, এই আত্মা প্রমাত্মার শ্রীরক্ষণী অতএব প্রমাত্মার নিয়াম্য, এইক্ষপ আত্মচিন্তাপরায়ণ হইয়া কর্ম গুণকৃত হইলেও সেই সর্বকর্ম সর্বজীবের প্রমাত্মা স্বনিয়ামক আমারই অনুমাদিত এই ভাবিয়া, আমাতেই সেগুলি সমর্পণ করিয়া কর্মে
ফলাভিসন্ধিরহিত হইয়া, আমার কর্ম আমি করিতেছি—এইক্ষপ অহল্পার ও ম্মকার
বিজিত হইয়া এবং কর্মজনিত পাপক্ষয় বিবয়ে আমার উপর নিভর্ম করতঃ নিশ্চিন্ত হইয়া
তুমি ক্ষিত্রিয় বর্ণোচিত যুদ্ধক্ষপ কর্ম করিয়া যাও। ৩০॥

## রামান্তজভাষ্য—

অথ কর্মবোগম্ অনুতিষ্ঠতো বিছুযঃ অবিত্নমন্চ বিশেষং প্রদর্শরন্ কর্ম-যোগাপেক্ষিতম্ আত্মনঃ অকর্তৃ জা-মুসন্ধানপ্রকারম্ উপদিশতি—

প্রকৃতেঃ গুগৈঃ সন্থাদিভিঃ স্থাসুরূপং ক্রিয়মাণানি কর্মাণি প্রতি
অহংকারবিমূঢ়াত্মা তাহং কর্তা ইতি
মন্ততে। তাহস্কারেণ বিমূঢ় আত্মা
যম্ম অসৌ তাহস্কারবিমূঢ়াত্মা;

### বঙ্গান্থবাদ---

সত্ত্বজঃ তাঃ প্রাক্ত এই তিনটি গুণের দারা তত্তৎ গুণান্গুণ কৃত কর্মবিষয়ে অহঙ্কারমত্ত পূক্ষ এইরূপ মনে করে যে, এই সমস্ত কর্ম আমি করিতেছি। যাহার মন অহঙ্কার দারা বিমৃত্ বা অজ্ঞানাচ্ছয় হইয়া যায় তাহাকে বিমৃত্যায়া বলা হয়। অহং শব্দ মানে 'আমি', যে বিষয় 'অহং' এর সম্বন্ধযুক্ত নহে তাহাতে 'অহং' এই

সত্বাদিগুণ-

অহন্ধারো নাম অনহমর্থে প্রকৃতী অহম্ ইতি অভিমানঃ তেন অজ্ঞাতা-ত্মস্বরূপো গুণকর্মস্থ অহং কর্তা ইতি মন্ত্যতে ইত্যর্থঃ ॥২৭॥

গুণকর্মবিভাগয়োঃ

বিভাগে তত্ত্বৎ কর্মবিভাগে চ তত্ত্ববিৎ खनाः সञ्चानग्रः ऋखरनयू (ऋयू কাৰ্য্যেষ্ব বৰ্ত্তন্তে ইতি মত্বা গুণ-কৰ্মস্থ অহং কন্তৰ্ণ ইতি ন সজ্জতে ॥২৮ অকৃৎস্বিদঃ তু আত্মদর্শনায় প্রবৃত্তাঃ প্রকৃতিসংস্পষ্টতয়া প্রকৃতেঃ গুণৈ যথাবস্থিতাত্মনি সংমূঢ়াঃ গুণকর্মস্লঃ ক্রিয়াস্থ এব সঙ্জন্তে, নতদ্বিবিক্তাত্ম-স্থরূপে; অতঃ তে জ্ঞানযোগায় ন প্রভবন্তি, ইতি কর্মযোগে এব তেষাং অধিকার। এবংভূতান্ তাৰ্ মন্দাৰ্ অকুৎশ্ববিদঃ কুৎশ্ববিৎ স্বয়ং জ্ঞানযোগাব-चारनन न विচालराइ। उ किल মৃদ্ধাঃ শ্রেষ্ঠজনাচারাপুবর্ত্তিনঃ, কর্ম-रयागाम उथिवः जनः मृष्टे। कर्म-যোগাৎ প্রচলিতমনসো ভবেয়ঃ। অতঃ শ্রেষ্ঠঃ স্বরং অপি কর্মযোগে

অভিমানকে অহন্ধার বলা হয়। এই অহক্ষারের জন্ত যে ব্যক্তি আত্মস্বরূপের জ্ঞানলাভে বঞ্চিত সেপ্র ক্বতপক্ষে গুণকৃত কর্মসমূহের কর্তা আমি'—এইরূপ মনে করিয়া
থাকে। ২৭॥

ন্ত্ৰণ এবং কর্মের বিভাগের বিষয়ে অর্থাৎ সত্ত্বরজতমন্তণ এবং বিভিন্ন গুণকুত কর্মবিষয়ের যথার্থ তত্ত্ব যাহারা অবগত আছেন দেই তত্ত্বজ্ঞ পুরুষেরা সত্ত্বাদি গুণসকল নিজ নিজ স্বভাব দ্বারা আপনাপন বিভিন্ন কার্যে প্রবৃত্ত থাকেন—এইরূপ ভাবনা রাখিয়া গুণকৃত এই কর্মসমূহের 'কর্ডা আমি' এই মনে করিয়া তাঁহারা তাহাতে আসক্ত হন না ।২৮॥

( অপরপক্ষে ) কিন্ত যে সকল আত্ম-দর্শনের সাধক অল্পজ্ঞ অর্থাৎ যথার্থ আল্প-স্বরূপ জানেন না তাঁহারা প্রাকৃত বিষয়ে আসজিপূর্ণ বলিয়া প্রাকৃত সন্তাদিগুণ কর্তৃক যথার্থ আত্মস্বরূপ জ্ঞানে বঞ্চিত হইয়া তত্তৎ গুণে এবং গুণকৃত কর্মেই আসক্ত থাকেন, কিন্তু এই <sup>গু</sup>ণও কর্মের সম্পর্করহিত আত্মস্বরূপে আসক্ত থাকেন না। অতএব এইরূপ সাধকেরা জ্ঞানযোগ সাধনে সমর্থ হন না স্বতরাং কর্মযোগেই তাহাদের অধি-कांत जाज्ञानी शुक्रव जातः खानरगारा অবস্থিত হইয়! (কর্মাণের সমুষ্ঠান না করিয়া) এই প্রকার মন্দমতি অল্পজ্ঞ সাধক-দিগকে যেন বিচলিত বা ভান্ত না করেন। কারণ এই সকল অল্পজ্ঞ মন্দবৃদ্ধি সাধক-গণ শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী পুরুষের অনুষ্ঠানকেই অন্নুকরণ করিয়া থাকে। ইহারা যথন क्छानी शूक्रयरक कर्मरया १ इहेर्ड वित्र ५ एरथ তখন তাহাদের মন কর্মযোগ হইতে বিমুখ হইয়া যায়। অতএব শ্রেষ্ঠজনের কর্ত্তব্য

তিষ্ঠন্ আত্মযাথাত্ম্যজ্ঞানেন আত্মনঃ
তাকতৃ ত্বিম্ অনুসন্দধানঃ 'কর্মযোগ
এব আত্মাবলোকনে নিরপেক্ষসাধনং'
ইতি দর্শয়িত্বা তান্ অকৃৎস্মনিদো
( মন্দান্ ) জোধয়েদ্ ইত্যর্থঃ।

জানযোগাধিকারিণঃ অপি জানযোগাদ্ অস্থা এব (কর্মযোগস্থা)
জ্যায়স্তং পূর্বম্ এব উক্তম্। অতো
ব্যপদেশ্যো লোকসংগ্রহায় এতম্
এব কুর্যাৎ। প্রকৃতিবিবিজ্ঞাম্মস্বভাবনিরূপণেন গুণেমু কর্তৃত্বম্
আরোপ্য কর্জানুসন্ধানং চ ইদম্ এব
'আত্মনো ন স্বরূপপ্রযুক্তম্ ইদম্
কর্জ্য্, অপি তু গুণসম্পর্কর্তম্
ইতি প্রান্তাপ্রাপ্তবিবেকেন গুণক্তম্
ইতি প্রান্তাপ্রাপ্তবিবেকেন গুণক্তম্

ইদানীং আয়নাং পরমপুরুষশরীরতয়া তন্নিরাম্যত্বস্বরপনিরপণেন ভগবতি বুক্তবাত্তমে সবাত্মভূতে গুণকৃতং চকর্তৃকং আরোপ্য কর্মকর্তব্যতা উচ্যতে।

ময়ি সর্বেশ্বরে সর্বভূতান্তরাত্মভূতে সর্বাণি কর্মাণি অধ্যাত্মচেতসা সংগ্রহা নিরাশীঃ নিম মো বিগতজ্বরঃ যুদ্ধা-দিকং সর্বং চোদিতং কম কুরুত্ব। এই যে, তিনি সাত্মস্বরূপের অন্থভব দারা আত্মার অকর্তৃত্ব অন্থসন্ধানপূর্বক স্বরুং কর্মযোগের অন্ধুটান করতঃ কর্মযোগেই যে আত্মদর্শনের জন্ম নিরপেক্ষ দাধন—তাহা প্রদর্শন করাইয়া মন্দবৃদ্ধি অল্পজ্ঞ মন্ম্যাদের (নিদ্ধাম কর্মে) প্রবুত্ত করাইবেন—এইক্লপ্রভিপ্রায়।

জ্ঞানধাগের অধিকারী পুরুষের
পক্ষেও যে জ্ঞানথোগ অপেক্ষা কর্মযোগই
শ্রেষ্ঠ তাহা পুর্বে বলা হইয়াছে। অতএব
আদর্শ পুরুষেরও লোকসংগ্রহের বা
লোকরক্ষার নিমিন্ত কর্ম করিয়া যাওয়া
উচিত। প্রকৃতি-সংসর্গরহিত (দেহমুক্ত)
বিশুদ্ধ আত্মবস্তুর যথার্থ স্বন্ধপ জ্ঞাত হইয়া
সন্থাদিগুণত্রে কর্মের কর্ড্ ভ্ব আরোপ করিয়া
কর্মাত্নগ্রানের প্রণালী কথিত হইয়াছে।

এই কর্তৃত্ব আত্মার স্বরূপাহ্ণরূপ নহে। পরস্ক ( নিজ নিজ পূর্ব কর্মাহ্মগুণ ) সন্তাদি-গুণের সম্বন্ধজনিত তত্তৎ গুণেরই কর্তৃত্ব— এইরূপ অমুসন্ধান কর্ত্ব্য ।২৯॥

অতঃপর, জীবমাত্রই পরমপুরুবের শরীরক্ষপী অতএব তাঁহার নিয়াম্য এই যথার্থ জীবস্থক্ষপ দৃঢ় ধারণা করিয়া, সমস্ত আত্মার শরীরীক্ষপী পুরুষোত্তম ভগবানে আবার এই ত্রিগুণের কভূছি আরোপ করিয়া সমস্ত কার্য করা যে কর্তব্য—তাহাই বলা হইয়াছে।

আত্মচিন্তাপরায়ণ (আত্মজ্ঞানী) হইরা
সমস্ত জীবের অন্তরাত্মাত্মরূপ সর্বেশ্বর
আমাতে সমস্ত কর্মের কর্তৃত্ব সমর্পণ
করিয়া তত্তৎ কর্মে ফলাভিসন্ধি এবং
মুমত্মজ্ঞানরহিত হইয়া নিশ্চিন্তমনে যুদ্ধাদি
সমস্ত শাস্তবিহিত কর্ম করিতে ধাক।

আত্মনি যৎ চেতঃ তদ্ অধ্যাত্মচেতঃ, আত্মস্বরূপবিষয়েণ শ্রুতিশতসিদ্ধেন জ্ঞানেন ইত্যর্থঃ।

অন্তঃপ্রবিষ্টঃ শাস্ত। জনানাং সর্বাত্ম। ··· অন্তঃপ্রবিষ্টং কর্তারমেত্রম্' (তৈঃ আঃ ৩৷১১ ) 'য আত্মনি তিষ্ঠন্নাত্মনো-হন্তরো যমাত্রা ন বেদ যস্তাত্মা শরীরং য আত্মানমন্তরো যময়তি স ত আত্মান্তর্যাম্যমূতঃ ( বুঃ ৫।৭ ) ইত্যেবন্ আছাঃ শ্রুতয়ঃ পর্ম-পুরুষপ্রবর্ত্ত্যং তচ্ছরীরভূতম্ এনং আত্মানং পরমপুরুষম্ প্রবর্তারিষ্ আচক্ষতে। স্বর<sup>\*</sup>চ 'প্রশাসিতারং সর্বেষাম্' (মনুঃ ১২।১২২) ইত্যাতাঃ 'সর্বস্থ চাহং হাদি সন্নিবিষ্টঃ' (গীতা ১৫।১৫) 'ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হচেদেশেহর্জুন তিঠতি। ভাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারুঢ়ানি (গীতা ১৮৮:) गाय्या ॥ ইতি বক্ষ্যতে।

অতো মচ্ছরীরতয়৷ মৎপ্রবর্ত্যা-অস্বরূপানুসন্ধানেন সর্বাণি কর্মাণি

এश्रल, 'हिन्दः' श्राम खान व्याहेरा । আত্মবিষয়ক যে জ্ঞান তাহাই 'অধ্যাত্ম-চেতঃ'—'অধ্যান্মচেতসা' এই বাক্যে শ্রুতি-সিদ্ধ যথার্থ আত্মস্বরূপের জ্ঞানসম্পন্ন হইয়া —এই অর্থ বুঝাইতেছে। 'সমস্ত প্রাণীর শরীরাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট, সর্বান্তরাত্মা, সর্ব-জীবের শাসক · · শরীরাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট এই কর্তাকে।' (তৈঃ আঃ ৩-১১)। 'যিনি জীবাত্মার অভ্যন্তরে বিরাজমান, জीवाशा यादादक खात्न नां, जाला यादात শরীর যিনি শরীরাভ্যন্তরে থাকিয়া এই আত্মাকে শাসন করেন তিনিই অন্তর্যামী অমৃতম্বরূপ (বুঃ আঃ, ৫-৭)' ইত্যাদি বাক্য দ্বারা, এই জীবাত্মা স্বরূপতঃ প্রম-পুরুষের শরীররূপা এবং প্রমপুরুষ দ্বারা প্রবর্ত্তনীয় বলিয়া এবং পর্মপুরুষ পর্মাত্মা জীবের সর্বকর্মের প্রবর্ত্তক বলিয়া শ্রুতি-সকল নির্দেশ করিতেছেন (প্রমপুরুষ অন্তর্যাগীরূপে জীবাত্মার যাবৎ ইচ্ছা ও চেষ্টা অমুনোদনপূর্বক তদম্বর্তণ কর্মে প্রবৃতিত করিতেছেন )। স্মৃতিশাস্ত্রও বলিতেছেন— "সর্বজীবের সর্বপ্রকার শাসনকর্তা" (মৃত্রু সং ১১-১২২)। গীতা বলিতেছেন—"আমি সর্ব-হৃদয় মধ্যে প্রবিষ্ট আছি জাবের আ্যার দারাই সকলের স্মৃতিশক্তি ও জ্ঞানের উদয় এবং নিবৃত্তি হইয়া থাকে" (গীতা ১৫।১৫)। হে অর্জুন, ঈশ্বর সর্ব-জীবের হৃদয়ভ্যন্তরে অবস্থিত হইয়া যন্ত্রী-রূপে সমস্ত প্রাণীকে (মায়ার বশীভূত করিয়া) মারাধারা চালিত করিয়া থাকে ( ১৮।७১ গীত। ) हेरा পরেও বলিবেন।

অতএব সমস্ত জীবই আমার শরীরক্ষপী এবং সেইজন্ম তাহার যাবং ইচ্ছা, চেষ্টা বা কার্য সমস্তই (শরীরী বা অন্তর্যামী) আমার দ্বারা প্রবর্তিত (বা আমারই ইচ্ছাধীন) এইক্ষপ অমুসন্ধানপূর্বক, ময়া এব ক্রিয়মাণানি ইতি ময়ি
পরমপুরুষে সংগ্রস্য তানি চ
কেবলং মদারাধনানি ইতি কৃত্বা
তৎ ফলে নিরাশীঃ তত এব তত্ত্র
কর্মণি মমতারহিতো ভূত্বা বিগতজ্বরঃ
যুদ্ধাদিকং কুরুস্ম।

স্বকীয়েন আত্মনা কর্তা স্বকীয়েঃ

এব করণৈঃ স্বারাধনৈকপ্রয়োজনায়

পরমপুরুষঃ সর্বেশ্বরঃ সর্বশেষী স্বয়ম্

এব স্বকর্মানি কারয়তি, ইতি

অনুসন্ধায় কর্ম্মস্থ মমতারহিতঃ
প্রাচীনেন অনাদিকালপ্রবৃত্তানন্তপাপসঞ্চয়েন 'কথম্ অহং ভবিষ্যামি'

ইতি এবং ভূতান্তর্জ্ববিনিমুক্তঃ

'পরমপুরুষ এব কর্ম ভিঃ আরাধিতো

বন্ধাৎ মোচয়িয়াতি' ইতি (স্মারণ্)

স্বংখন কর্ম যোগং এব কুরুস্থ

ইত্যর্থঃ।

'তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং তং দৈবতানাং পরমং চ দৈবতম্'। (শ্বেতা: ৬।৭) 'পতিং বিশ্বস্তু' (মঃ নাঃ ৩।১) 'পতিং পতীনাং' (শ্বেতা: ৬।৭) ইত্যাদি শ্রুতিসিদ্ধং হি সর্বেশ্বরত্বং সর্বশেষিত্বং চ, ঈশ্বরত্বং নিয়ন্ত,ত্বম্ শেষিত্বং পতিত্বম্॥ ৩০॥

সমস্ত কর্মই প্রকৃতপক্ষে আমার দারাই কত হয় — এই ভাবিয়া সেই কৰ্ম পর্মপুরুষ আমাতে সমর্পণ করিয়া এই সকল কার্যই আমার আরাধনা বা रेक्क्यं-वृद्धिएक अञ्चर्धान कता कर्खना। तम কারণ সকল কর্মেই ফলাভিসন্ধিরহিত হও এবং সেইজন্ম মমতারহিত হও এবং সন্তাপ-রহিত হইয়া যুদ্ধাদি কর্মা করিতে থাক। (মতঃপর পূর্বোক্ত অর্থের অভিপ্রায় পরি-স্ফুট করিতেছেন) প্রমপুরুষ সর্বেশ্বর সর্ব-শেণী (সর্বস্বামী) নিজবস্তু (চৈতক্সযুক্ত) **जी**वाजारक कर्म প্রবৃতিত করাইয়া তত্তৎ শরীর এবং ইন্দ্রিয় বা করণসকলের ঘারা একমাত্র নিজ আরাধনার জন্ম স্বয়ংই ( निक लीला खर्गक ) निकः कर्म कता है या পাকেন। এইপ্রকার দৃচ্বুদ্ধি করিয়া যাবৎ কর্মে মুমতারহিত্ হইয়া ইএবং 'অনাদিকাল इहेर्ड अवुड ७ मितिङ जागात जनस পাপরাশির জন্ম আমি কি ছুর্দশাপ্রাপ্ত হই ব ?' - এইপ্রকার শোকসন্তাপ পরি-जागपूर्वक "(दिक्क्ष्यंक्रभी निजारेनिमिखिक বর্ণাশ্রমোচিত) আমার কর্মদারা আর ধিত পর্মপুরুষই সম্ভষ্ট ইয়া আমাকে সর্ববন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া দিবেন" এইরূপ স্মরণ করিয়া স্থথে সকল কর্মই কেবল কর্মযোগ ছিসাবে করিতে থাক।

কেননা ভগবানের সর্বেশ্বরত্ব এবং সর্ব্বশেষিত্ব সর্ব্বদাই শ্রুভিসিদ্ধ। 'যিনি ঈশ্বরেরও পরম মহেশ্বর এবং দেবতারও পরম দেবতা তাহাকে' (শ্বেতাঃ উ—৬।৭), ''বিশ্বের স্বামীকে" (মঃ নাঃ—৩।১) 'পতিরও পতিকে' (শ্বেতাঃ উঃ — ৬।৭) ইত্যাদি শ্রুভি এ বিষয়ের প্রমাণ। 'ঈশ্বরত্ব' বলিতে 'নিয়ন্ত্ব্ব বা নিয়ামকত্ব' এবং 'শেষিত্ব' বলিতে 'স্বামিত্ব' বুঝায়॥৩০॥

অয়ম্ এব সাক্ষাত্মপনিষৎসারভূতঃ অর্থ ইত্যাহ— পূর্বশ্লোকোক্ত উপদেশ যে সাক্ষাৎ উপ-নিষদের সারভূত সিদ্ধান্ত তাহাই বলিতে-ছেন—

যে মে মতমিদং নিত্যমনুতিষ্ঠন্তি মানবাঃ। শ্রদ্ধাবন্তোহনসূয়ন্তো মুচ্যন্তে তেইপি কর্মভিঃ॥৩১

সরলার্থ-

পূর্বশোকে উপনিষদপুরুষ ভগৰান প্রীকৃষ্ণচন্দ্র যে উপদেশ দিয়াছেন— ঈশ্বরে কর্তৃ সমর্পণ করতঃ অকর্তৃ অহুসন্ধানপূর্বক কর্যাহুষ্ঠান কর্ত্ব্য, সেই সিদ্ধান্ত যে মোক্ষ-সাধক তাহাই এই শ্লোকে বলিতেছেন —

যে প্রবগণ আমার এই সিদ্ধান্তের সর্বদা অনুষ্ঠান করেন, বাঁহারা অনুষ্ঠান না করিলেও এই সিদ্ধান্তে প্রদ্ধাবান্, এবং যাঁহারা প্রদ্ধাবান না হইলেও 'এই সিদ্ধান্ত শান্ত্র-সম্মত নয়' এই বলিয়া নিন্দা করেন না, তাঁহারা সকলেই সংসারবর্দ্ধক কর্ম হইতে মুক্তি-লাভ করেন। ৩১॥

রামানুজভাগ্য---

যে মানবাঃ (আত্মনিষ্ঠ)শাস্ত্রাধিকারিণঃ 'অয়ম্ এব শাস্ত্রার্থঃ' ইত্যেতৎ
মে মতং নিশ্চিত্য তথা অন্যতিষ্ঠন্তি,
যে চ অনসুতিষ্ঠন্তঃ অপি অস্মিন্
শাস্ত্রার্থে শ্রেদ্ধানা ভবন্তি, যে চ
অশ্রেদ্ধানা অপি 'এবং শাস্ত্রার্থো ন
সম্ভবতি' ইতি ন অভ্যস্মন্তি, অস্মিন্
মহাগুণে শাস্ত্রার্থে দোষদর্শিনো ন
ভবন্তি ইত্যর্থঃ, তে সর্বে বন্ধহেতুভিঃ
অনাদিকালপ্রার্কিঃ সর্বৈঃ কর্মভিঃ
মুচ্যুত্তে। 'তে অপি কর্মভিঃ' ইতি
অপি শকাৎ এষাং পৃথক্করণম্।

## বঙ্গান্তবাদ

वाञ्चकानिवयक छेन्द्रमभूर्व भारत নিষ্ঠাবান্ যে সমস্ত পুরুষ আমার এই সিদ্ধান্তকে — ইহাই শাস্ত্রের প্রকৃত অর্থ এইরপ দৃঢ়নিশ্চয় হইয়া এই মতাত্মসারে সাধন করিতে থাকে, যাহারা এইরূপ সাধন না করিলেও এই সিদ্ধান্তের প্রতি শ্রদাবান্ এবং যাহারা এই মতে শ্রদাযুক্ত না হইলেও, শাস্ত্রের প্রকৃত অর্থ এইরুণ হইতে পারে না—এই বলিয়া নিন্দা করে না, অৰ্থাৎ এই মহাগুণযুক্ত শাস্ত্ৰ-সিদ্ধান্তে मायक है। पर्मन करत ना, जाहाता मकत्न ह অনাদিকালের এই কর্মপ্রবাহ হইতে মৃক্তি-লাভ করে। এইস্থলে 'তেহপি কর্মভিঃ' —এই বাক্যে অপি শব্দের প্রয়োগ থাকায় याहाता अक्षावान अवः याहाता निका करत না, এইরূপ পৃথক উল্লেখ করা হইয়াছে।

ইদানীম্ অনকুতিষ্ঠন্তঃ অপি অন্ধিন্
শাস্তাৰ্থে প্ৰদ্ৰধান। অনভ্যসূমবঃ • চ
প্ৰদ্ৰমা চ অনসূম্মা চ ক্ষীণপাপা
অচিরেণ ইমন্ এব শাস্তার্থম্ অনুষ্ঠায়
মুচ্যন্তে ইত্যর্থঃ ১৩১॥

ইহার তাৎপর্য এইবে, যে পুরুবেরা আমার এই শাস্ত্রসিদ্ধান্তের প্রতি শ্রদ্ধায়ক্ত এবং বাঁহারা শ্রদ্ধাবান না হইলেও ইহাকে নিন্দা করে না তাহারা যদিও উপস্থিতকালে এই সিদ্ধান্ত অনুসারে অনুষ্ঠান করে না তথাপি শ্রদ্ধা থাকার জন্ম এবং অনুষ্ঠা না থাকার জন্ম ইহাদের পাপ ক্ষয় হইয়া যায় এবং তথন ইহারা অবিলম্বে এই শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত অনুসারে অনুষ্ঠান করিয়া মৃক্তিলাভ করে॥৩১॥

ভগবদভিমতম্ ঔপনিষদম্ অর্থন্

অনুমুভিষ্ঠতাম্ অঞ্জেধানানাম্

অভ্যসূয়তাং চ দোষম্ আহ—

শ্রীভগবানের অভিমত এবং উপনিবদের সারভূত এই সিদ্ধান্ত অমুসায়ে যাহারা
কর্মান্মন্তান করে না, যাহাদের এই সিদ্ধান্তের
শ্রদ্ধা নাই এবং যাহারা এই সিদ্ধান্তের
নিন্দা পর্যন্ত করিয়া থাকে — এই তিন
প্রকার ব্যক্তিদেরই দোষ কি তাহা
বলিতেছেন—

যে ত্বেতদভ্যসূয়ন্তো নানুতিষ্ঠন্তি মে মতম্। সর্বজ্ঞানবিমুঢ়াংস্তান্ বিদ্ধি নপ্টানচেতসঃ॥৩২॥

সরলার্থ-

যাহারা উপরিউক্ত (পরসপুরুষে কর্ম সমপ্র করিয়া অকর্তৃত্ব অহসন্ধানরপ)
সিদ্ধান্ত অনুসারে কর্মানুষ্ঠান করে না (চিদ্ অচিৎ ঈশ্বর এবং পরমপুরুষার্থরূপ) সমন্ত
তত্ত্বজ্ঞান রহিত: সেই সমন্ত ব্যক্তিদিগকে সন্ত্বাহীন (বিনষ্ট) এবং প্রকৃতজ্ঞানশৃষ্ট বলিয়া
জানিবে। ৩২॥

রামান্তজভাষ্য—

বে তু এতৎ সর্বম্ আত্মবস্ত মচ্ছরীরতয়া মদাধারং মচ্ছেষভূতং মদেকপ্রবর্ত্ত্যম্ ইতি মে মতং ন অনুতিষ্ঠন্তি ন এবং অনুসন্ধায় সর্বাণি
কর্মাণি কুর্বতে, যে চ ন শ্রাদ্ধতে,

### বঙ্গান্থবাদ

সমস্ত আত্মবস্তুই আমার (পরমপুরুষের)
শরীরক্ষণী, অতএব আমি তাহাদের একমাত্র আধার, তাহারা আমার শেষভূত
তাহাদের স্বক্ষপ স্থিতি প্রভৃতি সমস্তই
আমারই অধীন, অতএব স্ববিষয়ে ও
স্বক্ষে তাহারা কেবলমাত্র আমার দারা

যে চ অভ্যস্য়ন্তো বর্ত্তন্তে, তান্
সর্বেষ্ট্র জ্ঞানেষু বিশেষেণ মূঢ়ান্ তত
এব নষ্টান্ অচেতসো বিদ্ধি।
চেতঃকার্য্যং হি বস্তুবাথাত্ম্যনিশ্চয়ঃ
তদভাবাদ্ অচেতসঃ বিপরীতজ্ঞানাঃ
সর্বত্র বিমূঢ়াশ্চ ॥ ৩২ ॥

চালিত — আমার এই সিদ্ধান্তে যাছারা
দৃঢ়নিশ্চয় নহে, এবং এই সিদ্ধান্ত অক্সম্বানপূর্বক তদকুসারে কর্মান্তুর্গান করে না,
যাহারা এই সিদ্ধান্তে শ্রদ্ধা রাথে না, এবং
যাহারা এই সিদ্ধান্তের নিন্দা পর্যন্ত করিয়া
পাকে, তাহাদের চিদ্, অচিদ্, ঈশ্বর,
পুক্ষার্থক্লপ কোন তত্ত্বের কিছুমাত্র জ্ঞান
নাই, তাহাদের নই এবং চেতনারহিত্
বলিয়া জানিবে।

বস্তুর যথার্থ তত্ত্ব নির্ণয়ই চেতনার কার্য তাহার অভাব ঘটিলে পুরুষ তত্ত্বজ্ঞানহীন এবং বিপরীত জ্ঞানযুক্ত হইয়া সমস্ত বিষয়েই সর্বদা মৃঢ় থাকে ॥৩২॥

এবং প্রকৃতিসংসর্গিণঃ তদ্গুণোদ্রেককৃতং কর্ত্ত্বং তচ্চ পরমপুরুষায়ত্তম্ ইতি অনুসন্ধায় কর্মযোগযোগ্যেন জ্ঞানযোগযোগ্যেন চ
কর্মযোগস্থ স্থাকত্বাদ্ অপ্রমাদত্বাদ্
অন্তর্গতাত্মজ্ঞানতয়৷ নিরপেক্ষত্বাদ্
ইতরস্থ স্থানকত্বাৎ সপ্রমাদত্বাৎ
শরীরধারণাত্মর্থভয়৷ কর্মাপেক্ষত্বাৎ
কর্মযোগ এব কর্ত্তব্যঃ । ব্যপদেশ্যস্থ
তু বিশেষতঃ স এব কর্তব্য ইতি চ
উক্তং । অতঃপরম্ অধ্যায়শেষেণ
জ্ঞানযোগস্থ স্থানকতয়৷ সপ্রমাদতা
উচ্যতে—

দেহধারী জীবগণের সর্বকর্মের অনুষ্ঠান সত্তাদি নিজ নিজ গুণপ্রধান প্রকৃতির দারা সাধিত হয়, আবার তত্তৎ প্রকৃতিজনিত कर्तृष्ठ अत्रमभूकृत्मत्रहे अभीन। कर्याञ्चेशात्नत এই যথার্থ স্বরূপ অনুসন্ধানপূর্বক কর্ম-(यागाधिकाती व्यवः জানযোগাধিকারী উভয়ের পক্ষেরই কর্মযোগ করা কর্ত্তব্য; এই কর্মাগ সহজসাধ্য কারণ, প্রমাদরহিত। আত্মজ্ঞান নিহিত থাকায় এই কর্মাণ অন্ত সাধ্বের রাথে না। আবার অপব পক্ষেও জ্ঞানযোগ ष्टः माना প्रयापयुक्त अतः भतीत शांतर्गत জন্ম অর্থাৎ শবীর্যাতা নির্বাহের কর্মের আবশ্রকতা আচে, অতএব কর্ম আদর্শ শ্রেষ্ঠ পুরুষের পক্ষেত্ত व्यवक्रवीश । वह कर्मत्याग वित्मय कतिया कर्ता कर्डवा-ইহা ইতিপুর্বে বলা হইয়াছে। অতঃপর অধ্যায়শেষে জ্ঞানযোগ ছঃসাধ্য, অতএব ख्यश्रमान चानेवार्य जाहाई विलाजहान-

## সদৃশং চেষ্টতে স্বস্থাঃ প্রকৃতেজ্ঞ নিবানপি। প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিয়তি ॥৩৩॥

## সরলার্থ-

্ ইতিপুর্বে জ্ঞানযোগাধিকারী এবং কর্মযোগাধিকারী উভয়ের পক্ষেই কর্মযোগ কর্তব্য এই উপদেশ দিয়াছেন। অতঃপর তিনটি শ্লোকে, জ্ঞানযোগ যে ছ্দর এবং প্রমাদযুক্ত তাহাই বলিতেছেন)।

আত্মবস্তুর যথার্থ স্বরূপজ্ঞ পুরুষকেও নিজ নিজ প্রাচীন বাসনাযুক্ত প্রকৃতির বশবর্ত্তী হইয়া সমন্ত কার্য করিতে হয়। কেন না, সমন্ত প্রাণীকেই (অবশ হইয়া) নিজ নিজ প্রকৃতির অমুবর্ত্তন করিতে হয়। অতএব তাহারা এইপ্রকার বলবান্ প্রকৃতিকে নিরুদ্ধ করিয়া কি প্রকারে স্ববশে রাখিতে পারে ? অর্থাৎ কোন প্রকারেই পারে না॥ ৩৩॥

## রামান্তজভাষ্য-

প্রকৃতিবিবিক্তম্ ঈদৃশম্ আত্ম
স্বরূপম্ তদেব সর্বদানুসন্ধেয়ম্, ইতি
চ শাস্ত্রাণি প্রতিপাদয়ন্তি ইতি
জ্ঞানবান্ অপি স্বস্তাঃ প্রকৃতেঃ
প্রাচীনবাসনায়াঃ সদৃশং প্রাকৃতবিষয়েমু এব চেপ্টতে; কুতঃ ?

প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি অচিৎ সং
স্প্রী জন্তবঃ অনাদিকালপ্রবৃত্তবাসনাম্
এব যান্তি তানি বাসনান্ত্র্যায়ীনি
ভূতানি শাস্ত্রকৃতো নিগ্রহঃ কিং
করিষাতি। ৩৩ ॥

#### বঙ্গান্তবাদ—

প্রকৃতি হইতে পৃথক আত্মবস্তুর যথার্থ यक्रे प्रवेश कात्र, हेश (य नर्रवाहे अञ्-সন্ধান করা কর্ত্তব্য তাহাই শাস্ত্র প্রতিপাদন করিতেছেন। এইরূপ জ্ঞানবান পুরুষও নিজ নিজ প্রাচীন বাসনাম্পুণ প্রকৃতির অহুরূপ প্রাকৃত বিষয়ে চেষ্টা করেন বা প্রাকৃত ব্যপাার লিপ্ত হন। কেননা জ্ঞানী বা অজ্ঞানী জীব মাত্রই প্রকৃতির বশবর্জী। অনাদিকালের কর্ম এবং বাসনার জন্ম তদম-গুণ দেহ প্রভৃতি জড়বস্তুর সংসর্গ প্রাপ্ত হইয়া জীব (পুনঃ পুনঃ) সেই বাসনারই वभवर्षी इरेशा পড়ে। अनािकाल श्रेर्ट বাসনার বশীভূত সেই জীবের সাধ্য কি যে. সে শাস্ত্রজনিত জ্ঞানলাভ করিবামাত্রই সহসা নিজ নিজ প্রকৃতিকে ( ত্রিগুণময় ইন্দ্রিরগণকে) জয় করিতে পারে ? অর্থাৎ, শাস্ত্রপাঠ ছারা জ্ঞানবান হইলেও সহসা ই শ্রিষ সংখ্য করা ছঃসাধ্য। 'নিছাম কর্ম দ্বারা ইহা ক্রমশঃ লাভ করা যায় ॥৩৩॥

প্রকৃত্যমুষায়িত্বপ্রকারম্ আহ—

কি প্রকারে জীবগণ নিজ নিজ ত্রিগুণ-মন্নী প্রকৃতির অনুসরণ করে, তাহাই বলিতেছেন।

ইন্দ্রিরশ্রেলিরস্থার্থে রাগদ্বেষো ব্যবস্থিতো। তয়োন বশমাগচ্ছেৎ তৌ হুস্থ পরিপন্থিনো ॥৩৪॥

সরলার্থ-

কি প্রকারে জীবগণ যে নিজ নিজ ত্রিগুণময়ী প্রকৃতির অন্থসরণ করে, তাহাই বলিতেছেন—

চক্ষুরাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং হস্তপদাদি কর্মেন্দ্রিয়ের রূপ-রস-শব্দ-স্পর্শযুক্ত ভোগ্য বিষয়ের ভোগেচ্ছা এবং সেই ভোগের বিদ্নকারীর প্রতি ক্রোধ, এই ছইটি অবর্জনীয়। অর্থাৎ এই কাম ও ক্রোধ জ্ঞানযোগের সাধককে বশীক্বত করিয়া বিষয়ভোগে লিপ্ত করে। তথন এই সাধক আত্মচিস্তাবিমূখ হইয়া বিনষ্ট হয়। অতএব রাগ এবং দ্বেষ (কাম এবং ক্রোধ) এই ছুইটিই জ্ঞানযোগ সাধকের পক্ষেও ছর্জয় শক্র। কথনও ইহাদের বশীভূত হইবে না। ৩৪॥

রামানুজভাগ্য-

শ্রোত্রাদিজ্ঞানেন্দ্রিয়স্ত অর্থে শব্দাদো বাগাদিকর্মেন্দ্রিয়স্ত চ অর্থে বচনাদো প্রাচীনবাসনাজনিততদমুবুভূমারূপো রাগঃ অবর্জ নীয়ো ব্যবন্থিতঃ; তদমু-ভবে প্রতিহতে চ অবর্জ নীয়ো দেখো ব্যবন্থিতঃ; তৌ এব জ্ঞানযোগায় যতমানং নিয়মিতসর্বেন্দ্রিয়ং স্ববশে কৃষা প্রসম্ভ স্বকার্য্যেমু নিয়োজয়তঃ। ততঃ চ অয়ম্ আত্মস্বরূপান্তত্তব-বিমুখো বিনপ্তো ভবতি। (তয়োঃ ন বশম্ আগচ্ছেৎ) জ্ঞানযোগারস্ভেণ রাগদ্বেষ্বশম্ আগম্য ন বিনশ্যেৎ।

### বঙ্গান্তবাদ—

চক্ষ कर्व প্রভৃতি জ্ঞানেন্দ্রিয় শব্দ-স্পর্শাদি গুণযুক্ত ভোগ্য বস্তুর এবং বাক্ পাণি প্রভৃতি কর্মেন্দ্রিয়ের (স্থ্যপুর) বচন প্রভৃতি ভোগ্যবস্তুর ভোগের ইচ্ছারূপ যে অমুরাগ তাহা নিজ নিজ অনাদি বাসনাজনিত বলিয়া অবজনীয় এবং তত্ত্বৎ ভোগে বাধা-প্রাপ্ত হইলে দেষও অবর্জ শীয়। ইন্দ্রিয়-मःयगशूर्वक छान्।।।।। প্রবৃত্ত সাধককৈও तांश वरः (ष्रयक्रशी वहे ष्ट्रिं ग्रामक স্ববশে আনিয়া বলাৎকারপূর্বক নিজ নিজ কাম্য বিষয়ে নিয়োজিত করে। তখন এই সাধক আত্মবস্তব অমুভবে বা আত্মচিস্তায় বিমুখ হইয়া বিনষ্ট হইয়া পডে। অতএব এই ছুইটীর বশীভূত হইও না। অর্থাৎ, কর্মযোগ অভ্যাস না করিয়া প্রথম হইতে क्टानर्थाण व्यवुख रहेशा ताश ७ (इरवत वनवर्षी इहेशा विनष्ट इहेख नां। এই तान

তো রাগদ্বেষো হি অস্ত তুজ্জামো শতা । ও দেব এই ছইটি জানযোগী সাধকের (ভাাত্ম)জ্ঞানাভ্যাসং বারয়তঃ। ৩৪॥। অভ্যাস বন্ধ করিয়া দেয় ॥৩৪॥

তুর্জ র শক্ত। ইহারা সাধকের আছচিন্তার

্রোয়ান স্বধর্মো বিগুণঃ পরপর্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ। স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবছঃ ॥৩৫॥

সরলার্থ—

( কর্মযোগ তুঃখন্ধপ হইলেও ইহার শ্রেষ্ঠছ প্রতিপাদন করিতেছেন )—অনাদিকাল হইতে নিজ নিজ বাসনামুগুণ অভ্যন্ত বলিয়া কর্মই স্বধর্ম (এ স্থলে স্বধর্ম বলিতে স্বধর্মভূত কর্মযোগ বুঝাইতেছে )। অতএব সুসাধ্য কর্মযোগ যদি সর্বাঙ্গস্থ কর্মপে অমুষ্ঠিত নাও হ্র, তথাপি ইহা পরধর্মরপী জ্ঞানযোগ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। (ইতিপূর্বে, জন্মজন্মান্তরেও অনভ্যস্ত বলিয়া এবং নিজ স্বভাবের অমুগুণ নহে বলিয়া—জ্ঞানযোগকে পরধর্ম বলা হইয়াছে )। অতএব স্বধর্মকাপ কর্মযোগে যদি এইজন্মে সিদ্ধিলাভ না করিয়া মৃত্যুও হর, তথাপি ইহা শ্রেষ্ঠ, এবং পরধর্মরূপী জ্ঞানযোগ প্রমাদযুক্ত বলিয়া তাহা ভয়াবহ । ৩৫॥

রামানুজভাগ্য—

জতঃ সুশকতয়<del>া স্বধর্মভূ</del>তঃ কর্ম-যোগো বিগুণঃ তাপি তাপ্রমাদগর্ভঃ প্রকৃতিসংস্ষ্টপ্ত দুঃশকতয়া পরধর্ম-ভূতাৎ জ্ঞানযোগাৎ সগুণাদ্ অপি নি ঞিৎ কালম্ অনুষ্ঠিতাৎ সপ্রমাদাৎ (खंशान्।

স্বেন এব উপাদাতুং যোগ্যতয়া স্বধর্মভুতে কর্মযোগে বর্ত মানন্ত এক-শ্মিন জন্মনি অপ্রাপ্তফলতয়া নিধনম্ অপি ঞ্রোয়ঃ; অনন্তরায়হততয়া অন-ন্তরজন্মনি অপি অব্যাকুলকর্মযোগা- বঙ্গান্তবাদ—

নিজ নিজ প্রকৃতি-সংযুক্ত জীবের পক্ষে অনাদিকালের অভ্যন্ত কর্মজনিত স্বধর্মসী কর্মবোগ অুসাধ্য বলিয়া স্বাক্ত্ম্বভাবে অমুষ্ঠান করিতে না পারিলেও অম-প্রমাদ-রহিত, এবং জ্ঞানযোগ অনভ্যন্ত বলিয়া পরধর্মরূপী ও প্রমাদযুক্ত। অতএব যদি বা এই পরধর্মরূপী জ্ঞানযোগ কিঞ্চিৎকালও উন্তমরূপে অফুটিত হয়, তথাপি প্রধর্মরূপী छान्दां चर्लका अध्यक्ति कर्यसात्र শ্রেয়। স্বাভাবিক ও স্থলাধ্য স্বধর্মকপী ক্র্যযোগ অনুষ্ঠানে প্রবুত্ত সাধকের এক জন্মই মোক্সপ্রাপ্তিরূপ ফললাভ না হইরা তাহাও কল্যাণ-যুত্যুও घटि यपि জনক ; কারণ স্বভাবসিদ্ধ, অতএব স্থসাধ্য উৎপাদন করিয়া कर्मरयाग दिघ नाधकरक विनष्टे करत ना। সেই সাধকের পক্ষে অবিচলিতভাবে পুনরার রম্ভসম্ভবাৎ। প্রকৃতিসংস্প্টশ্র স্থেন এব উপাদাতুং অশক্যতয়া পরধর্ম-ভূতো জ্ঞানযোগঃ প্রমাদগর্ভতয়া ভ্যাবহঃ। ॥৩৫॥ কর্মযোগ আরম্ভ করা সম্ভব হয়। কিন্তু ত্রিগুণময়ী স্বভাববিশিষ্ট জীবের পক্ষে জ্ঞানযোগদারা সিদ্ধিলাভ দুঃসাধ্য বলিয়া প্রধর্মকাপী এই জ্ঞানযোগের সাধনা ভ্রম-প্রমাদপূর্ণ এবং সেইজক্স ভয়জনক ॥৩৫॥

অৰ্জুন উবাচ

অথ কেন প্রযুক্তোহয়ং পাপং চরতি পুরুষঃ। অনিচ্ছন্নপি বাঞ্চেয় বলাদিব নিয়োজিতঃ ॥৩৬॥

সরলার্থ-

অতঃপর অজ্জুন প্রশ্ন করিতেছেন—"হে শ্রীকৃষ্ণ, জ্ঞানযোগে প্রবৃত্ত পুরুষ বিষয়াম্ব-ভবের ইচ্ছা না করিলেও তাহাকে কে এই বিষয়াম্ভবের প্রেরণা দেয় এবং কাহার দারা কেন বলপুর্বক প্রেরিত হইয়া সে এই বিষয়াম্নভবরূপ পাপের অমুষ্ঠান করে ?" ॥৩৬

রামান্তজভাষ্য-

অথ অয়ং জ্ঞানখোগায় প্রবৃত্তঃ
পুরুষ স্বয়ং বিষয়ান অনুভবিতুম্
অনিচ্ছন্ অপি কেন প্রযুক্তো
বিষয়ানুভবরূপং পাপং বলাৎ
নিয়োজিত ইব চরতি ॥৩৬॥

বঙ্গান্তবাদ—

এখন আমাকে বলুন, জ্ঞানযোগ-সাধনে প্রবৃত্ত এই পুরুষ নিজে বিষয়ভোগের ইচ্ছা না করিলেও কে অহুপ্রেরণা দিয়া তাহাকে বিষয়াহুভবন্নপ পাপে বলপূর্বক নিয়োজিত করিয়া পাপাচরণ করায় ? ॥৩৬॥

শ্রীভগবান উবাচ

কান এষ ক্রোধ এষ রজোগুণ-সমুদ্ধবঃ। মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্যোনমিছ বৈরিণম্॥৩৭॥

সরলার্থ-

শ্রীভগবান বলিলেন—"হে অজুন। বলপূর্বক বিষয়ভোগে প্রেরক ও নিয়োজক যে কে, তাহা শ্রবণ কর। এটি হইতেছে কাম, অর্থাৎ পূর্ব কর্ম ও বাসনামুগুণ শ্রকাদি বিষয়ভোগের অম্বাগ এবং সেই অম্বাগই আবার প্রতিহত হইলে এই বিল্লকারীর প্রতি ক্রোধাল্মক হইয়া উঠে। এই ক্রোধাল্মক কামের ক্ষুধা অত্যন্ত প্রবল, কিছুতেই তাহার পূরণ করা যায় না এবং পরহিংসাক্ষপ ক্রোধাল্মক বলিয়া এই কাম আবার মহাপাপাল্মক। অতএব এই কাম ক্রোধকেই জ্ঞানযোগ সাধনার বিরোধী বলিয়া জানিবে ॥৩৭॥

রামান্ত্রজভায়—
ত্রন্থ উদ্ভবাভিভবরূপে। বর্ত মানগুণময়প্রকৃতিসংস্প্রস্থ জ্ঞানায়াররূপ্য
প্রোরক্কজানযোগস্থারজোগুণসমুদ্ভবঃ
প্রাচীনবাসনাজনিতঃ শব্দাদিবিষয়ঃ
(জয়ং)কামঃ মহাশনঃ শত্রুঃ; (সর্ব)
বিষয়েয়ু এনম্ আকর্ষতি। এয় এব
প্রতিহতগতিঃ প্রতিহতিহেজুভূতচেতনান্ প্রতি ক্রোধরূপেণ পরিণতো মহাপাপ্মা পরহিংসাদিয়ু
প্রবর্ত রতি; এনং রজোগুণসমুদ্ভবং
সহজং জ্ঞানযোগবিরোধিনং বৈরিণং
বিদ্ধি॥৩৭॥

#### বঙ্গান্তবাদ—

সত্ত রজ তম রূপ ত্রিগুণময়ী মায়ার এक्हे कारल यूराभे भगस स्थान अकान হয় না এবং অপ্রকাশও থাকে না। विर्भार मञ्जानि এक এकि छान्त छेरमक হয়। এই ত্রিগুণময়ী সায়াযুক্ত জ্ঞানযোগ-সাধকের রজোগুণের উদ্রেক হেতু পূর্ব পূর্ব জন্মের কর্মামুগুণ প্রাচীন বাদনাজনিত শকাদি বিষয়ভোগের অনুরাগরূপ কামই এই काम ( खानरवारभत ) মহাশক | সাধককে বলপুর্বক সমস্ত বিষয়ভোগে আকর্ষণ করে। কামের কুধা অত্যন্ত প্রবল এবং ইহার নিবৃত্তিও ছ্বর। প্রতিহত হইলে এই কাম বিঘ্নকারীর প্রতি ক্রোধ-कार প পরিণত হয়। এই ক্রোধক্ষপী মহা-পাপাত্মক কাম তখন আবার পরহিংসা প্রভৃতি ক্রে কর্মে প্রবর্তিত করে। এই রজোগুণজাত কামকে জ্ঞানযোগ-সাধকের সাধনাবিরোধী ও স্বাভাবিক শক্তে বলিয়া क्वानित्व ॥७१॥

## ধূমেনাব্রিয়তে বহ্হির্যথাদর্শো মলেন চ। যথোল্লেনার্তো গর্ভন্তথা তেনেদমার্তম্ ॥৩৮॥

সরলার্থ-

কামের এই শক্রভাব উদাহরণের দারা বুঝাইতেছেন। অগ্নি যেমন ধুমের দারা আবৃত থাকে, দর্পণ যেমন ধূলা প্রভৃতি মলিন বস্তুর দারা আবৃত থাকে, গভর্ত্ব জ্ঞান জরায়ুর দারা আবৃত থাকে, সেই প্রকার স্বষ্ট জীবমাত্রই কামদারা আবৃত বা আচ্ছন্ন থাকে ॥৩৮॥

রামানুজভাষ্য—

যথা ধূমেন বক্তিঃ আবিয়তে, যথা চ আদর্শো মলেন, যথা চ উল্বেন আবৃতো গভঃ, তথা তেন কামেন হদং জন্তজাতম্ আবৃতম্।

## বঙ্গানুবাদ—

যেমন ধূমের দারা অগ্নি, মলিন বস্তুর দারা দর্পণ এবং জরায়ুর দারা গর্ভস্থ জ্রণ আবৃত থাকে, সেই প্রকার স্পষ্ট জীবমাত্রই এই কামের দারা আবৃত থাকে ॥৩৮॥ আবরণপ্রকারম্ আহ——

উদাহরণ প্রকার দারা

আবৃতং জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণা। কামরপেণ কোন্তের ! তুষ্পুরেণানলেন চ ॥৩৯॥

সরলার্থ-

হে কৌন্তেয়, জীবমাত্রই স্বভাবতঃ জ্ঞানগুণযুক্ত। তাহার আত্মবিষয়ক স্বাভাবিক জ্ঞান অভৃপ্ত তৃস্রণীয় অনল সম কামরূপী এই নিত্যবৈরীর দারা আবৃত আছে। ছুপূর কামই জীবের নিত্য বৈরী ॥৩৯

রামানুজভাষ্য—

অস্ত জন্তোঃ জানিনো জান-ষভাবস্থ আত্মবিষয়ং জ্ঞানং এতেন কামকারেণ বিষয়ব্যামোহজননেন নিত্যবৈরিণা আরুতং ছুষ্পূরেণ প্রাপ্ত্য(পূর্ত্য)নইবিষয়েণ অনলেন চ পর্য্যাপ্তিরহিতেন ॥৩৯॥

বঙ্গান্তুবাদ—

স্বরূপতঃ জ্ঞানগুণবিশিষ্ট জীবের স্বাভা-বিক আত্মবিষয়ক জ্ঞান নিত্যবৈরী কামের দারা আবৃত। ছদর এবং পর্যাপ্তি রহিত বলিয়া এই কামকে অগ্নির সহিত তুলনা করা কখনও পরিতৃপ্ত করা যায় হইয়াছে। না বলিয়া দম্পুর এবং অন্ত নাই বলিয়া পর্যাপ্তিরহিত এই কাম বিষয়ে বিশেষর প মোহ উৎপন্ন করে অর্থাৎ, বিষয়ভোগে লোলুপ করিয়া তোলে ॥৩৯॥

আত্মানন্ অধিতিষ্ঠতি ইতি অত্র

ইব্দিরাণি মনো বুদ্ধিরস্থাধিষ্ঠানমুচ্যতে। এতৈর্বিমোহয়ত্যেষ জ্ঞানমারত্য দেহিলম্ ॥৪०॥

সরলার্থ-

চকু, कर्न প্রভৃতি ইন্দ্রিরগণ সঙ্কল্পবিকলালিকা মন এবং নিশ্চয়ালিকা বৃদ্ধি এই কামের নিবাসস্থল। এই ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধিতে স্থিত হইয়। ইহাদের দ্বারা এই কাম জীবাদ্মার স্বাভাবিক আত্মবিষয়ক জ্ঞানকে আবৃত কুরিয়া তাহাকে বিবিধপ্রকারে বিযোহিত করে ॥৪০॥

রামানুজভায়—

অধিতিষ্ঠতি এভিঃ তারং কামঃ
আত্মানম্ ইতি ইন্দ্রিরাণি মনো বুদ্ধিঃ
অস্থ্য অধিষ্ঠানম্। এতৈঃ ইন্দ্রিরমনোবুদ্ধিভিঃ কামাধিষ্ঠানভূঠিতঃ
বিষয়প্রবর্ণাঃ দেহিনং প্রাকৃতিসংস্ষ্ঠং জ্ঞানম্ আর্ত্য বিমোহয়তি—
বিবিধং মোহয়তি, আত্মজ্ঞানবিমুখং
বিষয়ানুত্বপরং করোতি ইত্যর্থঃ।

বঙ্গান্থবাদ-

ইন্দ্রি, নন ও বৃদ্ধি — ইহারা কামের অবিষ্ঠান। অর্থাৎ, কাম ইহাদের দ্বারাই দেহী জীবাত্মার দেহমধ্যে স্থিত হইরা তাহাকে বশীভূত করে। ইন্দ্রিয়, মন ও বৃদ্ধিতে কাম অধিষ্ঠিত থাকার জন্ত, ইহারাও বিষয়ভোগে লোলুপ হইরা যায়। বিষয়-প্রবণ এই ইন্দ্রিয়, মন ও বৃদ্ধি এই-রূপ করণ-কলেবরবিশিষ্ট দেহী জীবাত্মার স্বাভাবিক আত্মবিষয়ক জ্ঞানকে আর্চ্ছার করিয়া বিবিধপ্রকারে মোহিত করে—অর্থাৎ, আত্মজ্ঞানবিমূখ এবং বিষয়াত্মতব-পরায়ণ করে॥৪০॥

তস্মাৎ ত্বনিন্দ্রিয়াণ্যাদো নিয়ম্য ভরতর্ষত। পাপ্যানং প্রজহি ছেনং জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনম্ ॥৪১॥

11 80 11

সরলার্থ-

হে ভরতশ্রেষ্ঠ অজ্জুন, এইরূপ বিষয়প্রবণ করণকলেবরবিশিষ্ট তুমি মোক্ষসাধনের আরম্ভ সময় হইতেই বিষয়প্রবণ এই ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করিয়া জ্ঞানবিজ্ঞাননাশক এবং সকল পাপের মূল মহাশক্ররূপী এই কামকে সর্বভোভাবে বিনষ্ট কর ॥৪১॥

রামানুজভায্য—

যন্মাৎ সর্কেন্দ্রিরব্যাপারোপরতিরূপে জ্ঞানযোগে প্রবৃত্তস্থ তারং
কামরূপঃ শত্রুঃ বিষয়াভিমুখ্যকরণেন
আত্মনি বৈমুখ্যং করোতি; তন্মাৎ
প্রকৃতিসংস্পৃতিয়া ইন্দ্রিরব্যাপারপ্রবণঃ ত্বম আদে নাক্ষোপায়ারস্তসময় এব ইন্দ্রিরব্যাপারাকুরূপে কর্ম
যোগে ইন্দ্রিয়াণি নিয়য়য় এনং জ্ঞানবিজ্ঞানলাশনম্ আত্মন্তর্রপবিষয়স্ত
জ্ঞানস্থ ভদ্বিবেকবিষয়স্ত চ নাশনম্

বঙ্গান্ত্ৰাদ—

কাসরাপী এই শত্রু জ্ঞানযোগী সাধককে বলপূর্বক বিষয়াভিমুখী করিয়া আত্মবিমুখ করে। অর্থাৎ, কাম জ্ঞানযোগের সাধককে বিষয়প্রবাণ করিয়া ক্রমশঃ তাহার আত্মচিন্তা নই করিয়া দেয় কারণ জ্ঞানযোগীর কর্মে- দ্রিয়গুলি ও জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলি নিজ্রিয় থাকে। স্থতরাং কামপ্রবণ ইন্দ্রিয়াদিকরণকলেবর-বিশিপ্ত ভূমি মোক্ষমাধনের আরম্ভ হইতেই চক্ষ্রাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় ও হস্তপদাদি কর্মেন্দ্রিয় ছারা সংঘটিত যাবৎ কর্মে (অর্থাৎ কর্মযোগ ছারা) এই সকল ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করিয়া জ্ঞান এবং বিজ্ঞান নাশক এবং সমস্ত

পাপ্মানং কামরূপং বৈরিণং প্রজহি নাশয় ॥ ৪১

পাপের মূলভূত কামরূপ এই শক্রকে ধ্বংস কর ॥৪১॥

জ্ঞানবিরোধিষু প্রধানম্ আহ—

জ্ঞানের প্রধান প্রতিবন্ধক কি তাহাই লো হইতেছে।

ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাছরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ। মনসস্ত পরা বৃদ্ধির্যো বুদ্ধেঃ পরতস্ত সঃ॥৪২॥

সরলার্থ—

চক্ষুরাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় ও হস্তপদাদি কর্মেন্দ্রিয়রপ এই দশটি ইন্দ্রিয় জ্ঞানবিরোধী হিসাবে প্রধান বলিয়া কথিত হয়। এ বিষয়ে ইন্দ্রিয় হইতে মন আরও প্রধান। মন হইতে বৃদ্ধি আরও প্রবল, বৃদ্ধি হইতেও প্রবল এই কাম, অর্থাৎ, জ্ঞানবিরোধী। হিসাবে কামই সর্বাপেক্ষা প্রবল ॥৪২॥

রামানুজভাষ্য---

জ্ঞানবিরোধে প্রধানানি ইন্দ্রিয়াণি
আছঃ। যত ইন্দ্রিয়েষু বিষয়ব্যাপৃতেষু আত্মনি জ্ঞানং ন প্রবত্তি,
ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ, ইন্দ্রিয়েষু
উপরতেষু অপি মনসি বিষয়প্রবণে
আত্মজানং ন সম্ভবতি। মনসঃ তু
পরা বুদ্ধিং, মনসি রত্তান্তরবিমুখে
বিপরীতাধ্যবসায়প্ররত্তো (প্রব্তায়াং)
সত্যাং(বুদ্ধো) ন (আত্মাজানং প্রবততে। সর্বেষু বুদ্ধিপর্যন্তেষু উপরতেষু
অপি ইচ্ছাপর্য্যায়ঃ কামঃ রজঃসমুদ্ভবঃ
বততি চেৎ, স এব এতানি; ইন্দ্রিয়াদীনি অপি স্ববিষয়ে বত্তিয়া

#### বঙ্গান্তবাদ—

ইন্দ্রিগণকে আত্মজ্ঞানের প্রধান প্রতি-तक्रक तला इय । कात्रण हे स्थित्र गण विषय-ভোগে রত থাকিলে জীব আত্মবিষয়ক জ্ঞানের অনুশীলন করে না | অপেকা মন আরও প্রবল, কারণ ই सियुगन বিষয়ভোগরূপ কর্মে রত না থাকিলেও गन यनि निषश्रात्नानुभ इश्, जाहा इहेरन আত্মজানলাভ সম্ভব হয় না। প্রতিবন্ধক हिमारत गन व्यर्भका तुष्कि व्यात्र अवन ; কারণ সম্বল্লাত্মক বিকল্পাত্মক মন আত্মব্যতি-রিক্ত অন্ত সাংদারিক বিষয়ভোগে বিমুখ हहेत्लख निक्ता शिका वृक्ति यपि आश्रखान-বিষয়ের বিপরীত সাংসারিক বিষয়ভোগে দ্টনিশ্চয় পাকে তখনও আত্মজ্ঞান বা আত্ম-िछात श्रवृि चारम न। इ सिन्न, मन अ वृक्षि এ সমস্তই বিষয়লালসা হইতে निवृञ्ज থাকা সত্ত্বেও ইচ্ছারূপী রজোগুণী কামের यि উट्रिक इश ज्थन এই कामरे हेलिय, মন ও বুদ্ধি সকলকেই স্বেচ্ছারুগুণ ভোগ্য

আত্মজানং নিরণদ্ধি, তদিদম্ উচ্যতে —বো বুদ্ধেঃ পরতঃ তুঃ সঃ, ইতি, বা আত্মচিস্তা নিরুদ্ধ হয়। অপি वूरकः ইত্যৰ্থঃ॥ ৪২

বিষয়ে নিয়োজিত[করে। ফলে আত্মজ্ঞান এইজন্ম বলা পরঃ স কাম হইতেছে "যাহা বৃদ্ধি হইতেও প্রবল প্রতি-বন্ধক" তাহাই কাম ॥৪২

এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধ্য সংস্কৃত্যাত্মানমাত্মনা। জহি শত্রুং মহাবাহো কামরূপং প্ররাসদং ॥৪৩॥

সরলার্থ-

( উপরোক্ত বিষয়ের উপসংহার করিতেছেন )।

হে মহাবাহো অজ্জুন ! উক্তপ্রকারে কামকে বুদ্ধি হইতেও প্রবল জানিয়া নিশ্চয়া-ত্মিকা অধ্যবসায়ক্ষপী এই বুদ্ধি দ্বারা মনকে (স্থিরভাবে) কর্মযোগে অবস্থাপিত করিয়া এই কামরূপী তুর্জ র শক্রকে (আত্মজ্ঞান সাধনের শক্রকে) বিনাশ কর ॥৪৩॥

রামান্তুজভাষ্য—

এবং বুদ্ধেঃ ভাপি পরং কামং क्लानरयागविद्याधिनः देवतिनः वृष्त्र्। আত্মানং মনঃ আত্মনা বুদ্ধা কর্ম-যোগে ভাবস্থাপ্য এনং কামরূপং তুরাসদং শক্রং জহি নাশয় ইতি ॥৪৩

বঙ্গান্তুবাদ---

এইপ্রকার বৃদ্ধি হইতেও প্রবল এই कांगरक छानविरतांधी भक्कत्र जानिशा বুদ্ধি দ্বারা কর্ম্মযোগে অব-মনকে স্থাপিত করিয়া কামরূপী এই মুর্জয় শত্রক বিনাশ কর ॥৪৩॥

কর্মযোগোনাম তৃতীয়োহধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ

## চতুর্থ অধ্যায়

( জ্ঞানযোগ )

প্রসঙ্গাৎ স্বস্থভাবোক্তিঃ কর্মণোহকর্মতাম্ম চ ।
ভেদা জ্ঞানম্ম মাহাম্ম্যং চভুর্থাধ্যায় উচ্যতে ॥
(গীতার্থ সংগ্রহ—৮)

সরলার্থ-

(২) [ অজ্র্নের প্রশ্নের উত্তরে ]—প্রাসঙ্গিকরূপে অবতার সম্বনীয় বিভিন্ন তত্ত্ব,
(২) সকল কর্মের মধ্যে অকর্মতারূপ জ্ঞানের আকার, (৩) কর্মযোগে— দ্রব্যযজ্ঞ,
তপোষ্প্র ইত্যাদি বিভিন্ন কর্মের ভেদ, এবং (৪) কর্মযোগে জ্ঞানাংশের মাহাত্ম্য— এই
চারিটী বিষয় চতুর্থ অধ্যায়ে কথিত হইয়াছে।

## রামান্থজভাষ্ট—

তৃতীয়ে অধ্যায়ে প্রকৃতিসংস্প্রস্থ নুনুক্ষোঃ সহসা জ্ঞানযোগে অনধি-এব কাৰ্য্যঃ। কারাৎ কর্মবোগ জ্ঞানযোগাধিকারিণঃ অপি অকতৃ দ্বা-কর্মযোগ নুসদ্ধানপূর্বকং শ্ৰোয়াৰ ইতি সহেতুকষ্ উক্তম্। বিশিষ্টভয়া ব্যপদেশ্যস্থ ভু বিশেষতঃ কর্মযোগ এব কার্য্য ইতি চ উক্তম্। চতুৰ্থে তু ইদানীম্ অশু এব কৰ্ম-যোগস্থ নিখিলজগত্বদ্ধরণায় মন্বন্তরাদে এব উপদিষ্টভয়া কন্তব্যতাং জঢ়য়িত্বা অন্তর্গতজ্ঞানতয়া অস্ত এব জ্ঞানযোগা-কারতাং প্রদর্খ্য কর্মবোগত্বরূপং

বঙ্গান্থবাদ ( চতুর্থ অধ্যায়ের উপ-ক্রমণিকা )—

তৃতীয় অধ্যায়ে বলা হইরাছে যে, বিগুণয়য়ী মায়া-উপহত জীব মোক্ষাভিলাবী হইলে সাধনার প্রারম্ভেই সহসা জ্ঞানযোগে অধিকার আসে না। তাহার পক্ষে কর্মযোগ-সাধনাই কর্ত্তব্য। জ্ঞানযোগসাধনে অধিকারী পুরুষের পক্ষেও কর্তৃত্ব-অনুসন্ধানরহিত হইয়া কর্মযোগ-সাধনই শ্রেয়। বিশিপ্ত আদর্শ পুরুষের পক্ষেও বিশেষ করিয়া কর্মযোগেরই অনুষ্ঠান করা কর্ত্ব্য।

এখন এই চতুর্থ অধ্যায়ের প্রারম্ভেই
সমস্ত জগৎ উদ্ধারের জন্ত এই
কর্মবোগই উপদিপ্ত হইয়াছে। কর্মবোগই
অবশ্য কর্ডব্য—এইরূপ দৃঢ়নিশ্চয় করিয়া
এবং এই নিদ্ধাম কর্মরূপ কর্মবোগামুঠানের

ভডেদাঃ কর্দ্মযোগে জানাংশস্ত এব

প্রাধান্তং চ উচ্যতে। প্রসঙ্গাচ

ভগবদবভারযাথান্ম্য উচ্যতে।

মধ্যেই আদচিন্তা ও আদ্মন্তান অন্তর্নিছিত থাকার জন্ত কর্মযোগই যে জ্ঞানযোগের আকার তাহা প্রদর্শন করিয়া, কর্মযোগের স্বন্ধ্য জ্ঞানাংশই যে প্রধান তাহা উপদিষ্ট হইয়াছে। প্রসম্পক্রনে শীভগবানের অবতার তত্ত্বের যথার্থসক্রপ কথিত হইয়াছে।

শ্রীভগবান উবাচ —
ইমং বিবস্থতে যোগং প্রোক্তবানহুমব্যুম্।
বিবস্থান্ মনবে প্রাহু মন্থরিক্ষ্যাকবেহত্ত্রবীৎ ॥১
এবং পরম্পরাপ্রাপ্রিমিশং রাজর্যয়ো বিছঃ।
স কালেনেহু মহতা যোগো নপ্তঃ পরন্তপ ॥ ২
স এবায়ং ময়া তেহত্ত যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ।
ভক্তোহসি মে সখা চেতি রহস্তং হেতহ্ত্রম্॥ ৩

সরলার্থ-

কর্মবোগ সাধনা যে অতি প্রাচীনকাল হইতে সং-সম্প্রদায় কর্তৃক অহুষ্ঠিত, অধ্যায়ারন্তে প্রথম তিনটি শ্লোকে তাহাই বলিতেছেন—

এই অবিনাণী কর্মবোণের বিষয় আমি (মন্বন্তর প্রভৃতি যুগের প্রথমেই) স্থাকে উপদেশ দিয়াছিলাম। স্থা নিজপুত্র বৈবস্বত মহুকে, মহু আবার নিজ পুত্র ইক্ষাকুকে এ বিষয়ে উপদেশ দিয়াছিলেন।

হে পরন্তপ বীর, এইরূপে সৎ-সম্প্রদায়-পরম্পরাগত এই কর্মযোগের বিষয় ক্রমশঃ

 জনকাদি রাজ্যিরা অবগত হইলেন। অধুনা দীর্ঘ কালপ্রভাবে এই কর্মযোগ

 পৃথিবাতে নষ্টপ্রায় হইরা গিরাছে ॥২॥

তুমি আমার ভক্ত এবং সখা, সেইজন্ম সেই প্রাচীন কর্মযোগৈর বিষয় পূর্বোপদিষ্ট প্রকারেই অন্ন তোমায় প্রকৃষ্টকাপে উপদেশ দিতেছি। এই কর্মযোগের জ্ঞান উত্তম এবং রহস্থবিষয়॥৩॥

## রামান্তজভায্য—

যঃ জায়ং তব উদিতো যোগঃ স কেবলং মুদ্ধপ্রোৎসাহনায় ইদানীম্ উদিত ইতি ন মন্তব্যম্। মন্বন্তরাদো এব নিখিলজগতুদ্ধরণায় পরম-

## বঙ্গান্তুবাদ—

কর্মযোগবিষয়ে যাহা এখন তোমাকে বলা হইল— ইহা যে কেবল তোমাকে যুদ্ধে উৎসাহ দিবার নিমিত্ত এই প্রথম বলা হইল, তাহা ভাবিও না। মন্বন্তরের আদিতেও সমগ্র জগতের উদ্ধারকল্পে প্রমপুরুষার্থরূপ

পুরুষার্থলক্ষণমোক্ষসাধনতয়। ইনং
যোগং অহং এব বিবস্বতে প্রোক্ত
বান্ । বিবস্থান্ চ মনবে মহং
ইক্ষ্যাকবে ইতি এবং সম্প্রদামপরম্পরয়া প্রাপ্তং ইনং যোগং
পূবে রাজর্ষয়ো বিছঃ। স মহতা
কালেন তচ্ছ্যোতৃবুদ্ধি-মান্দ্যাদ্
বিনষ্টপ্রায়ঃ অভূৎ। ১-২ ॥

স এব অয়ং অশ্বলিতস্বরূপঃ
পুরাতনঃ যোগঃ সখ্যেন অতিমাত্রভক্ত্যা চ মাম্ এব প্রপন্নায় তে ময়া
প্রোক্তঃ সপরিকরঃ সবিস্তরং উক্ত
ইত্যর্থঃ। মদন্যেন কেন অপি স
ভাতুং বক্ত্যুং চ অশক্যম্, যত
ইদং বেদান্তোদিতম্ উত্তমং রহস্তঃ
ভানং। ৩॥

নোক্ষলাভের সাধনাম্বরূপ এই কর্মথোগের উপদেশ আমি বিবস্থানকে (স্থাকে) দিয়া-ছিলাম । বিবস্থান মহুকে, মহু আবার ইক্ষাকুকে এ বিষয়ে উপদেশ দিয়াছিলেন। এইপ্রকার সম্প্রদায় পরম্পরা দ্বারা প্রাপ্ত এই কর্মথোগের বিষয় পূর্বকালে জনক প্রভৃতি রাজ্বিগণ অবগত হইয়াছিলেন। স্থার্ঘ কালের প্রভাবে শ্রোতাদিগের বৃদ্ধি ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে থাকায় এই কর্মথোগের জ্ঞান নইপ্রায় হইয়া পড়িয়াছে॥ ১,২॥

কালপ্রভাবে ইহার জ্ঞান নষ্টপ্রায় হইলেও এই কর্মযোগের স্বরূপ অবিকৃতই
আছে। সখ্যভাবে এবং অতিশয় ভক্তিভরে আমার শরণাপন্ন হইয়াছ বলিয়া আমি
তোমাকে এই অবিকৃত স্বরূপবিশিষ্ট প্রাচীন
কর্মযোগের বিষয় বিভিন্ন অঙ্গসহ ও বিশদভাবে উপদেশ দিলাম। এ বিষয়ে আমি
ভিন্ন অন্থ কেহই সম্যক জানিতে বা
উপদেশ দিতে সমর্থ নহে, কারণ কর্মযোগ
বিষয়ক বেদান্ত-বর্ণিত এই জ্ঞান উত্তম
রহস্থ-বিষয় ॥৩॥

অক্সিন্ প্রসঙ্গে ভগবদবতার-যাথাত্ম্যং যথাবদ্ জাতুম্ অজ্জুন উবাচ—

এই প্রসঙ্গে শ্রীভগবানের অবতার-তন্ত্রের যথার্থ স্বন্ধপ জ্ঞাত হইবার জন্ম. অজ্জুন বলিলেন।—

# অর্জ্জুন উবাচ— অপরং ভবতো জন্ম পরং জন্ম বিবস্বতঃ। কথমেতদ্বিজানীয়াং ত্বমাদৌ প্রোক্তবানিতি॥ ৪

সরলার্থ-

অর্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ক্বঞ ! তোমার জন্ম বহু পরে এবং স্থর্বের জন্ম বহু পূর্বে, অতএব তুমিই যে বহু পূর্বে আদিকালে স্থ্যকে উপদেশ দিয়াছিলে, তাহা কেমন করিয়া সম্ভব বলিয়া মনে করিব ॥৪॥

রামান্ত্রজ ভাষ্য— কালসংখ্যুয়া অপরম্ অস্মজ্জন্ম-সমকালং হি ভবতো জন্ম, বিবস্বতঃ চ জন্ম কালসংখ্যুয়া পরম্ অষ্টাবিং-শতিচতুৰু গসংখ্যাতং হুম এব আদে প্রোক্তবান্ ইতি কণ্য্ এতদ্ আসম্ভাব-नीयः विदमदयं यथार्थः जानीयाम्। তাপি জন্মান্তরেণ লকু জন্মান্তরকৃতস্থ মহতাং শক্যম্ শ্বৃতিঃ চ যুজ্যত ইতি অত্ৰ ন किन्हि विद्यां । न ह जारमी বস্থুদেবতনয়ং এলং বক্তারম সর্বেশ্বরং ন জানাতি; যত এবং পরং ধানঃ বক্ষ্যতি — 'পরং ব্ৰন্য পুরুষং ভবান্ ৷ পর্যং পবিত্রং षाद्यागृयग्नः मत्रं त्नवर्षिनात्रम्ख्या । वाानः चत्रः टेव অসিতো দেবলো बरीयि मा' ( २०१२,३७) देखि। যুধিষ্ঠিররাজসূয়াদিষু ভীম্বাদিভ্যঃ অসকুৎ শ্রুতম্—'কৃষ্ণ এব হি লোকানামুৎপত্তিপ্রভবাপ্যয়ঃ। কৃষ্ণস্থ বিশ্বং হি ভূতিমিদং কুতে ( মহাঃ সভাঃ ৩৮।২৩ ) চরাচরং॥ ইত্যেবমাদিষু 'কৃষ্ণশু হি কৃতে' ইতি কৃষ্ণশ্য শেষভুতং ইদং কৃৎস্নং জগদ ইত্যৰ্থঃ।

## বঙ্গান্তবাদ—

কালগণনা হিসাবে তোমার জন্ম বছ
পরে—আমার জন্মের সমকালে তোমার
জন্ম এবং স্থের জন্ম বছ পূর্বে — অষ্টবিংশতিচতুর্গ পূর্বে হইয়াছিল। তুমিই
যে স্থাকে উপদেশ দিয়াছিলে এই অসম্ভব
কথা যথার্থ বলিয়া কি প্রকারে বিশেষভাবে
জানিতে পারি।

শ্রীভগবান তাঁহার জনান্তরে এই কর্ম-যোগ উপদেশ দিয়াছিলেন এইরূপ বলা যাইতে পারে, কারণ জন্মান্তরে কৃতকর্মের থাকে। অতএব শুতি মহাপুরুষদের শ্রীক্ষের এইরূপ উক্তির মধ্যে কিছুই বিরোধ নাই। আবার এই বক্তা বস্থদেব-নন্দন প্রীক্বশ্বকে যে সর্বেশ্বর বলিয়া অজ্জুন জানেন না ভাহাও নহে। যেহেতু অর্জুন अग्नः भरत ( ३०ग व्यशास्त्र ) विनिद्यन — আপনিই পরম ব্রহ্ম, প্রম ধাম এবং প্রম পবিত্র। দেবধি নারদ এবং অসিত, দেবল, ব্যাস প্রভৃতি সমস্ত ঋষিরা আপনাকে সনা-তন দিব্যপুরুষ, আদিদেব, জন্মরহিত 'এবং সর্বব্যাপী মহান্ বলিয়া বর্ণনা করিয়া-ছেন। (গীতা ১০।১২,১৩)। এতম্যতীত যুধিষ্ঠিরের রাজস্য় যজ্ঞে এবং অক্সন্থলেও এইরূপ বাক্য ভীম্ম প্রভৃতি জ্ঞানী পুরুষদের নিকট হইতে অর্জুন বছবার শ্রবণ করিয়া-<u>(ছন— "শ্রীকৃষ্ণ হইতেই সমন্ত লোকের</u> এবং প্রলয় হয়।" উৎপন্তি, স্থিতি এই শ্রীক্তফের জক্তই সমগ্র চরাচর জগতের উন্তব হইয়াছে (মহাভারত, সভা-পর্ব ৩৮।২৩)। "ত্রীকৃফেরই জন্ম"— এই বাক্যের দারা সমগ্র জগৎ যে শ্রীকৃষ্ণেরই শেবভূত বস্ত তাহাই বুঝাইতেছে !

অত্র উচ্যতে, জানাতি এব অয়ং ভগবন্তং বস্থদেবতনয়ং পার্থঃ। জানতঃ অপি অজানত ইব পৃচ্ছতঃ অয়ম্ আশয়ঃ—

নিখিলহেরপ্রত্যনীককল্যাগৈকতানস্থ সর্কেশরস্থ সর্বজ্ঞ সত্য
সঙ্কল্প চ অবাপ্তসমস্তকামস্থ কর্মপরবশদেবমনুষ্যাদিসজাতীরং জন্ম
কিম্ ইন্দ্রজালাদিবৎ মিথ্যা কিং বা
সত্যম্ ? সত্যত্বে চ কথং জন্মপ্রকারঃ ? কিমাত্মকঃ অয়ং দেহঃ ?
কশ্চ জন্মহেতুঃ ? কদা চ জন্ম ?
কিমর্থং বা জন্ম ? ইতি পরিহারপ্রকারেণ প্রশ্নার্থো বিজ্ঞায়তে। ৪॥

অৰ্জ্জুন এই বস্থদেবনন্দনকে সাক্ষাৎ ভগবান वनियारे जानिएन। । विवय जानिया। যে অজানার মত প্রশ্ন করিয়াছেন তাহার कातन এই यে, यात्र ट्या छानत विद्याशी (करन जनस्कन्यानश्चनमञ्जान, সর্বজ্ঞ, সত্যসঙ্কল্প, নিজলাভপুর্ণ এই ভগ-বানের কর্মপরবশ দেব-সন্থ্যাদিসদৃশ জন্ম কি ? ইন্দ্ৰজাল প্ৰভৃতির স্থায় মিণ্যা অথবা সত্য কি ? যদি সত্য হয় তবে সে জন্মের প্রকার কি ? তাঁহার শরীর ত্রিগুণাত্মক অথবা অপ্রাকৃত ? তাঁহার জন্মের হেতু কি ? (স্বেচ্ছাপরিগৃহীত অথবা পুণ্য-পাপ-রূপ কর্মজড়িত ?) তাঁহার এই জন্মের (कान निर्पिष्ठकान चार्छ कि ना ? ইहात উদ্দেশ্যইবা কি ?—এই সমস্ত প্রশের উত্তম রূপ গীনাংসার অভিপ্রায় স্থচিত হইতেছে ॥৪॥

শ্রীভগবান্ উবাচ—
বছুনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জ্জন।
তান্তহং বেদ সর্বাণি ন তং বেখ পরন্তপ ॥ ৫
অজোহপি সম্নব্যুরাত্ম। ভূতানামীশ্বরোহপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সন্তবাম্যাত্মনায়য়॥ ৬
যদা যদাহি ধর্মস্ত গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুথানমধর্মস্ত তদাত্মানং স্কলাম্যহম্॥ ৭
পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুক্ষ্তাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সন্তবামি মুগে মুগে ॥৮৮

সরলার্থ-

পূর্ব শ্লোকে অজ্জুনের প্রশ্নের প্রকৃত অভিপ্রায় অবগত হইয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দেই অহুসারে নিয়োক্ত এই চারিটী শ্লোকে উত্তর দিতেছেন।)

শী ভগবান বলিলেন—হে অর্জুন, ইতিপুর্বে তোমার ও আমার বহু জন্ম হইরা গিয়াছে। সেই সমস্ত জন্মের বিষয় সর্বজ্ঞ বলিয়া আমি জানি, কিন্ত হে পরন্তপ, তোমার জ্ঞান সম্কৃতিত বলিয়া তুমি সে সকল কথা জান না। এই ভগবৎ-উক্তির দারা নুধ্রের অবতারত্ব এবং জীবের জন্ম উভয়েরই সত্যত্ব প্রতিপাদিত হইতেছে ॥॥ যদিও আমি জন্ম-মৃত্যুরহিত অব্যয়স্থরূপ এবং সর্বভূতের নিয়ন্তা (ঈশ্ব), তথাপি আমি আমার স্বকীষ প্রমেশ্বী স্বভাব (প্রকৃতি) পরিত্যাগ না করিয়া নিজ সঙ্কল্প অনুগুণ (স্বেচ্ছায়) দেব মহন্য প্রভৃতিরূপে অবতীর্ণ হইয়া থাকি। পূর্ব শ্লোকে জন্মের সত্যতা প্রতিপাদন করিয়া এই শ্লোকে অবতারের প্রকার (অজ, অব্যয় ও সর্বেশ্বত্ব স্বভাব ত্যাগ না করিয়া) অবতার দেহের অপ্রাক্বত্ব (নিজ প্রকৃতি পরিত্যাগ না করিয়া নিজ্রূপে) এবং অবতরণের হেতু (স্বস্কল্পজনিত স্বেচ্ছাগৃহীত) ক্থিত হইয়াছে ] ॥৬॥

চে অর্জুন। যে যে কালে বর্ণাপ্রমোচিত বৈদিক-ধর্মের অধঃপতন হইয়া আসুরিক অধর্মের প্রাত্তবি হয়, সেই সেই কালেই আমি নিজ সঙ্গলামুগুণ এবং স্বেচ্ছায় প্রয়োজন-অমুযায়ী শরীর পরিগ্রহ করিয়া অবতরণ করিয়া থাকি। (এই শ্লোকে জন্ম বা অবতরণকালের কথা বলিতেছেন) ॥৭॥

এই শ্লোকে অবভরণের প্রয়োজন বা উদ্দেশ্য বলিতেছেন—

আমার আরাধনাপরায়ণ এবং আমার আশ্রিত সাধুগণকে সম্পূর্ণরূপে রক্ষা করিবার জন্ম, সাধুবিরোধী ছুষ্টগণের বিনাশ করিবার জন্ম এবং জ্ঞানোপদেশ ও আচরণ দারা নষ্টপ্রায় ক্ষীণ বৈদিকধর্ম প্নঃ প্রভিষ্ঠা করিবার জন্ম আমি যুগে যুগে অবতরণ করিয়া ধাকি ॥৮॥

রামান্থজভাগ্য—

অনেন জন্মনঃ সত্যত্বস্ উক্তম্ 'বছুনি মে ব্যতীভানি জন্মানি' ইতি বচনাৎ তব চ ইতি দৃষ্টান্তভয়া উপাদানাচ্চ। ৫॥

আত্মনঃ অবভারপ্রকারং দেহযাথাত্ম্যং জন্মহেতুং চ আহ—

অজত্বাব্যয়ত্বসর্বেশ্বরত্বাদিসর্বং পার-মেশ্বরং প্রকারং অজহদ্ এব, স্বাং প্রকৃতিং অধিঠায় আল্পনায়য়া সন্ত-বামি। প্রকৃতিঃ স্বভাবঃ, স্বম্ এব স্বভাবম্ অধিঠায় স্বেন এব রূপেণ স্বেচ্ছয়া সম্ভবামি ইত্যর্থঃ। বঙ্গান্তবাদ—

এই শ্লোকের দারা জন্মের সত্যন্ত্ব প্রতিপাদিত হইরাছে। ইতিপূর্বে আমার বহু জন্ম ব্যতীত হইরা গিয়াছে।—এই ভগবং-উক্তির জন্ম এবং 'তোমারও জন্ম' এই বাক্য দৃষ্টান্তর্মপে কথিত হইয়াছে বলিয়া। ৫॥

নিজ অবতারের প্রকার, অবতারকালে প্রিগৃহীত বিগ্রহের (দেহের) স্বরূপ এবং অবতরণের হেতু বলা হইয়াছে।

অজত্ব (জনারহিত) অন্যয়ত্ব (নাশ রহিত) এবং সর্কেশরত্ব প্রভৃতি পরমেশ্বরীয় নিজ স্বভাব পরিত্যাগ না করিয়া, নিজ প্রকৃতিতে স্থিত থাকিয়া নিজ মায়া দারা আনি আবিভূতি হই। 'প্রকৃতি' শব্দ এস্থলে 'স্ভাব' বুঝাইতেছে। নিজ স্বভাবে ক্রিয়া নিজ ইচ্ছাতেই আমি অবতরণ করিয়া থাকি।

স্বরূপং তু — 'আদিত্যবর্ণং ত্যসঃ পরস্তাৎ'। ( যজুর্বেদ ( عداده পরাকে।' (সামঃ রজসঃ 'কয়ন্তমস্ত 'য এবোহস্তরাদিত্যে 39131812 ) হিরণায়ঃ পুরুষঃ' (ছাঃ উপঃ ১।৬।৬) পুরুষো মনোময়োহ্মতো 'তিশিন্নয়ং হিরণায়ঃ'। (তৈঃ উঃ ১।৬।১) 'সর্বে নিমেষা জজ্ঞিরে বিছ্যতঃ পুরুষাদধি' (যজুর্বেঃ ৩২।২) ভারূপঃ সত্যসঙ্কল্প, আকাশালা, সর্বকর্মা সর্বকামঃ नव -সর্বারসঃ।' (ছা: উ: ৩/১৪/২) नांभः' (तुः छेः २।०।७) 'মহারজতং ইত্যাদিশ্রুতিসিদ্ধং।

আত্মসায়য়া আত্মীয়য়া गांत्रश्रा। 'गाया वयूनः खानः' (तः निः धः तः ২২) ইতি জ্ঞানপর্য্যায়ঃ অত্র মায়া-তথা চ অভিযুক্তপ্রয়োগঃ— 'মায়য়া সততং বেন্তি व्यानिनाः ह ইতি। আত্মীয়েন ণ্ডভান্ডভং' জ্ঞানেন আত্মসঙ্কল্পেন ইত্যর্থঃ। অতঃ অপহতপাপ্মত্বাদিসমস্ত-কল্যাণগুণাত্মকত্বং সর্বং এখরং স্বভাবং অজহদ্ এব স্বম্ এব রূপং দেবমনুস্থাদিসজাতীয়সংস্থানং আত্মসঙ্কল্পেন দেব।।পর্সসঃ সম্ভবামি।

বেদাদি শাস্ত্রবাক্য হইতেই শ্রীভগ<mark>বানের</mark> শ্রীবিগ্রহের বিষয় জানা যায় —

"স্থের মত বর্ণবিশিষ্ট এবং অন্ধকার হইতে বহুদ্র" (যজুর্বেদ ৩১।৩৮) — (এই বাক্যে নিরতিশয় দীপ্তিযুক্ত অপ্রাক্ষত জ্যোতির্ময় রূপ বলা হইল)। 'রক্ষঃ বা মূল প্রকৃতি হইতে বহু দ্রে নিবাসকারী' (সামবেদ — ১ 1 অধ্যায়, ২ খণ্ডে, ৪র্থ অহ্ব-চেছদ, ২)। 'এই স্থর্মের মধ্যে যে হিরণ্ময় পুরুষ দেখা যাইতেছে' (ছাঃ উঃ ১।৩।৩)। 'সেই বিদ্যুৎবর্ণ পুরুষ হইতে সমস্ত নিমেষে উৎপল্ল হইরাছে' (যজুঃ—৩২।২)।

'তিনি জ্যোতিরূপ, সত্যসঙ্কল্প আকাশান্থা, সর্বকর্ত্তা, সর্বকাম সর্বরসরূপ' (ছাঃ উঃ — ৩।১৪।২)। 'সেই পরমপুরুবের বর্ণ যেন হরিদ্রারঞ্জিত বস্ত্রের মতন' (বঃ উঃ ২।৩।৬) ইতাদি বাক্য বেদে স্থপ্রসিদ্ধ।

আলুমারয়া অর্থাৎ নিজ মায়া দারা ।
'মায়া বয়ুনং জ্ঞানং' এই প্রমাণ দারা মায়া
শব্দ এস্থলে জ্ঞানবাচী। উপযুক্ত স্থলে
এইরূপ অর্থের প্রয়োগও দেখা যায়, যেমন
'শ্রীভগবান নিজ মায়া দারা সকল প্রাণীর
শুভাশুভ অবগত থাকেন। স্বতরাং, 'আত্মমায়য়া সম্ভবামি' নিজ মায়া দারা আবিভূতি
ইই—এই সকল বাক্যের অভিপ্রায়— নিজ
জ্ঞানের দারা, অর্থাৎ নিজ সক্ষল্প দারা
আবিভূতি হই।

অতএব, এই শ্লোকের তাৎপর্য—আমি অপহতপাপ্ মজ (সর্বদোষরহিজ) প্রভৃতি অসংখ্য কল্যাণগুণযুক্ত থাকিয়া এবং সম্পূর্ণ ঐশ্বরীয় স্বভাব পরিত্যাগ না করিয়াই নিজের রূপকে নিজ সঙ্কল্লামুগুণ স্পেচ্ছায় দেব-মহয়াদি আকারে পরিণত করিয়া সেই দেবাদিরূপে আবিভূতি হই।

তদ্ ইদং আহ — 'অজায়মানো বিজায়তে' ( यजूरर्त्तन বহুধা ৩১।১৯) ইতি শ্রুতিঃ। ইতর পুরুষসাধারণং জন্ম অকুৰ্বন্ স্বসঙ্গরের উক্ত দেবাদিরূপেণ প্রক্রিয়য়া জায়ত ইত্যর্থঃ। 'বছুনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জুন। তান্তহং বেদ সর্বাণি।' (গীতা ৪।৫) 'তদান্থানং স্ঞান্যহং' (গীতা ৪।৭) 'जम कर्म ह स्म नित्रास्मतः स्या त्विष्ठ তত্ত্তঃ।' (গীতা ৪।১) ইতি পূর্বাপরা-विद्राधाक ॥ ७॥

জন্মকালং আহ—

কালনিয়মঃ অস্মৎ সম্ভবস্থ ; হি ধৰ্মস্থ বেদেন यना यना চাতুর্বণ্যচাতুরাশ্রম্য-উদিতস্থ কর্ত্ব্যস্থ অবস্থিতস্থ ব্যবস্থয়া চ তদ্বিপ-গ্লানিঃ ভবতি, যদা যদা র্য্যয়স্থ অভ্যুত্থানং অধ্য স্থ অহম্ এব স্বসক্ষরেন উক্ত-প্রকারেণ জাত্মানং হজামি॥ १॥ আহ— প্রয়োজনং জন্মনঃ गांधव উক্তলক্ষণধর্মশীলা বৈষ্ণবা-ত্রেসরা মৎসমাশ্রয়ণে প্রবৃত্তা মন্নাম-কর্মস্বরূপানাম্ অবাঙ্যনসগোচর-স্বাত্ম-ভয়া यक्तर्मनाम् अ८७ তালভ-**धात्रगद्यायगा** मित्र्यं य মানা অণুমাত্রকালম্ অপি কল্পসহত্রং।

এই অভিপ্রায় অনুগুণ 'অজত্ব' ক্রাতিতে দেখা যায়। "পরমেশ্বর জন্মরহিত হইলেও বহুরূপে জন্মগ্রহণ করেন" অর্থাৎ অবতীর্ণ হন। শ্রীভগবান অন্যান্য জীবের ন্যায় সাধারণের ন্যায় কর্মপরবশর্মপে জন্মগ্রহণ না করিয়া স্বেচ্ছায় উক্ত প্রক্রিয়ান্মসারে অর্থাৎ নিজ সঙ্কল্প অনুসারে দেবাদির্রূপে অবতীর্ণ হন, ইহাই তাৎপর্য।

"হৈ অর্জুন, আমার এবং তোমার ইতিপুর্বে বহুজন হইরা গিরাছে সে সমস্তই আমি জানি" (গীতা ৪।৫)। "আমি নিজেকে স্কুন করি", "আমার এই দিব্য (অপ্রাক্ত) জন্ম ও কর্মের স্বরূপ যে যথার্থ-ভাবে জানে" (গীতা ৪।১) ইত্যাদি গীতা-বাক্যেও এইরূপ অর্থের পূর্বাপর বিরোধ নাই ॥৬॥

শ্রীভগবানের আবিভাবের কাল সম্বন্ধে বলা হইতেছে।

আমার আবিভাবের কোন নির্দিষ্ট কাল নাই। যে যে কালে বৈদিক-ধর্মের অধঃপতন হেতু ব্রাহ্মণাদি চতুর্বর্গ, ব্রহ্ম-চর্যাদি চতুরাশ্রম সম্বন্ধীয় স্থব্যবস্থিত কর্ত্ব্য কর্মের প্লানি হইতে থাকে এবং যে যে কালে এই বৈদিক ধর্মবিরোধী অধর্মের উদ্ভব হয়, সেই সেই কালে আমি স্বয়ং নিজ সঙ্কল্লাস্কুণে স্বেচ্ছায় আবিভূতি হই॥৭॥

অতঃপর শ্রীভগবানের আবিভাবের প্রয়োজন বিষয়ে বলা হইতেছে।

বাঁহারা বেদোক লক্ষণযুক্ত ধর্মাচরণ করিয়া থাকেন, বাঁহারা বৈঞ্চবের অগ্রগণ্য এবং আমার শরণাগত, বাঁহারা আমার নাম, কর্ম ও স্বরূপ, বাক্য ও মনের অগোচর বলিয়া আমার দর্শনলাভে বঞ্চিত থাকিলে জীবনধারণ পোষণাদিতে কিছুমাত্র ভৃপ্তিলাভ করেন না, বাঁহারা আমার অদর্শনে ক্ষণমাত্রকালকেও সহস্ত-কল্পের সমান মনে

মন্বানাঃ প্রশিথিলসর্বগাত্রা ভবেয়ুঃ ইতি মৎস্বরূপচেষ্টিতাবলোকনালা-পরিত্রাণায় **शिषिषादनन** তেষাং তদিপরীতানাং বিনাশায় চ ক্ষীণশু বৈদিকধর্মগু যদারাধনরূপস্থ আরাধ্যস্বরূপ প্রদর্শনেন তম্ম স্থাপ-চ দেবমন্মুয়াদিরপেণ ন|য় যুগে যুগে সম্ভবামি। কৃতত্তেতাদিযুগ-বিশেষ নিয়মঃ অপি লান্তি ইত্যৰ্থঃ।৮॥

করে এবং আমার অদর্শনে যাঁহাদের প্রতি অদ অত্যন্ত শিথিল হইয়া অবসন হইয়া পড়ে, সেই সাধুদিগকে আমার স্বরূপ, রূপ লীলা প্রভৃতির দর্শনদান এবং আমার সহিত বার্তালাপ প্রভৃতির স্থযোগদান করিয়া তাহাদিগকে আমার বিরহজনিত অশেষ ক্লেশ হইতে পরিত্রাণ করিবার উদ্দেশ্যে, मकल माधुविदताथी ष्र्ष्टे लाटकत ववः , गर्वजीदवत বিনাশের উদ্দেশ্যে আরাধ্য আমার স্বরূপের সাক্ষাৎ দর্শন-দানের দারা নষ্টপ্রায় আমার আরাধনারূপ देविषक-धर्मत পুনঃপ্রতিষ্ঠা উদ্দেশ্যে যুগে যুগে আমি দেব, মন্ন্যা প্রভৃতি আকার ধারণ করিয়া আবিভূতি হইয়া থাকি। অভিপ্রায় এই. যে, — আমার আবিভাবের জন্ম সত্য ত্রেতা প্রভৃতি यूर्गत रकानछ विस्थव निश्चम नाष्ट्र ॥৮॥

জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যমোবং যো বেল্তি তত্ত্বতঃ। ত্যক্ত্ব। দেহং পুনর্জ্জন্ম নৈতি মামেতি সোহর্জ্জুন॥ ৯

সরলার্থ---

( ঈশ্বরের উক্ত প্রকার জন্ম ও কর্ম্মের জ্ঞানের ফল বলিতেছেন )—

উক্তপ্রকার সর্বেশ্বরত্বাদিযুক্ত কর্মপারবশ্বরহিত স্বেচ্ছাগৃহীত আমার অপ্রাক্ত জন্মের (দেবমহয়াদি রূপে আবির্ভাব) এবং তক্তৎ জনাহগুণ দিব্যকর্মের যথার্থ তত্ত্ব যে জানিতে পারে, হে অর্জুন, শরীর পরিত্যাগ করিলে ( মৃত্যুর পর ) পুনরায় ভাহাকে জন্মগ্রহণ করিতে হয় না এবং সে আমাকে লাভ করে। ১॥

রামান্থজভাষ্য—

এবং কর্মনূলভূতহেয়ত্রিগুণপ্রকৃতি-সংসর্গরূপজন্মরহিতন্ত সর্বেশ্বরত্ব-সর্ববজ্ঞত্বসত্যসঙ্গল্পত্বাদিসমস্তকল্যাণ - বঙ্গান্তবাদ---

পূর্ব পূর্ব জন্মের কর্মানুগুণ সন্তাদি ত্রিগুণময় করণকলেবরযুক্ত হেয়জনারাহিত্য সর্বেশ্বরত্ব সর্বজ্ঞত্ব সত্যসম্বল্পরত্ব প্রভৃতি **গুণোপেতস্ত সাধুপরিত্রাণমৎসমাগ্রে**য়-। সমস্ত কল্যাণগুণযুক্ত আমার শরণ এবং

লৈকপ্রয়োজনং দিব্যম্ তাপ্রাকৃতং মদসাধারণং মম জন্ম চেষ্টিতং চ তত্ত্বতঃ
যো বেন্তি স বর্ত্তমানং দেহং
পরিত্যজ্য পুনঃ জন্ম ন এতি মান্
এব প্রাপ্নোতি।

মদীয়দিব্যজন্মচেষ্টিভ্যাথাত্ম্য-বিজ্ঞা-নেন বিধ্বস্তসমস্তমৎসমাঞ্রয়ণ-বিরোধিপাপ্ মা অস্মিন্ এব জন্মনি যথোদিভপ্রকারেণ মাম্ আঞ্রিভ্য মদেকপ্রিয়ো মদেকচিত্তো মাম্ এব প্রাপ্নোভি। ১॥ আমার সেবাই যাহাদের প্রয়োজন —
এইরূপ সাধুদিগের পরিত্রাণের উদ্দেশ্তে
আমার এই দিব্য অর্থাৎ অপ্রাকৃত
জন্মের (আবিভাব) এবং তদম্পুণ দিব্য
চেট্টা বা কর্মের (লীলার) যথার্থ স্বরূপ যে
জানে সে এই বর্ত্তমান দেহ পরিত্যাগ
করিলে পুনরায় জন্মগ্রহণ করে না, সে
আমাকেই লাভ করে।

আমার দিব্য-জন্মের এবং দিব্য-কর্মের
যথার্থ স্বরূপ বিশেষভাবে জ্ঞাত হইলে,
আমাতে শরণাগত হইবার বিরোধী সমস্ত
পাপ সেই জন্মেই বিনপ্ত হইয়া যায় এবং
সেই জন্মেই (সমস্ত পাপবিমৃক্ত হইয়া)
সে পুর্বোক্তপ্রকার জ্ঞানাস্থণ আমার
শরণাগত হইয়া কেবল আমাকেই প্রিয়
ভাবিয়া এবং কেবল মদ্বিয়ে চিন্তাপরায়ণ
হইয়া আমাকেই লাভ করিয়া থাকে ॥৯

তদ্ আহ—

পূর্ব স্নোকের অর্থ বিশ্লেষণ করিতেছেন—

বীতরাগভয়কোধা মন্ময়া মামুপাশ্রিতাঃ। বহুবো জ্ঞানতপুসা পূতা মন্তাবমাগতাঃ॥১০

সরলার্থ-

্ ( ঈশ্বরের জন্ম ও কর্ম যথার্থভাবে পরিজ্ঞাত হইলে জীব কি কারণে ঈশ্বরপ্রাপ্তিরূপ মুক্তিলাভ করে, তাহাই বলিতেছেন )।

আমার অবভারবিষয়ক পূর্বোক্ত জ্ঞানরূপ তপস্থার দ্বারা নিষ্পাপ ও পবিত্রচিন্ত হইয়া বল্পুরুষ আমার শরণাগত হন। তৎপরে মংকুপায় তাহারা (অলক বিষয়ে স্পৃহারূপ) আসক্তি, (লক বিষয়ে বিশ্লেষের আশঙ্কারূপ) ভয় এবং (সেই বিশ্লেষকারীর প্রতি দ্বেয়রূপ) ক্রোধরহিত হইয়া এবং মংপরায়ণ হইয়া অপহতপাপ্মন্থ প্রভৃতি আমার স্বাধর্ম্য প্রাপ্ত হন। ১০॥

রামান্তজভাষ্য—

মদীয়জন্মকর্মতত্ত্বজ্ঞানাখ্যেন তপসা প্তা বহবঃ এবং সংবৃত্তাঃ। তথা চ শ্রুতিঃ — 'তম্ম ধীরাঃ পরিজানন্তি যোনিং' ইতি। ধীরাঃ ধীমতামগ্রেসরা এব তম্ম জন্মপ্রকারং জানন্তি ইত্যর্থঃ। ১০॥

## বঙ্গান্থবাদ—

আমার জন্ম ও কর্মের তত্ত্বজ্ঞানরূপ তপস্থা দ্বারা পবিত্র হইয়া বহু পুরুষ আমার শরণা-গত হইয়া আমাকে লাভ করে। শ্রুতিও এই কথা বলিতেছেন—"ধীর পুরুষ তাঁহার জন্মরহস্থ বিশেষভাবে জ্ঞাত আছেন"। অর্থাৎ, বুদ্ধিমানদিগের মধ্যে অগ্রগণ্য পুরুষেরাই তাঁহার জন্মরহস্থ জ্ঞাত থাকেন।।১০

## ্য যথা মাং প্রপাত্ততে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্। মম বন্ধানুবর্ততে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ॥ ১১

সরলার্থ—

আমার শরণাগত সাধু ব্যক্তিরা যেরূপ সঙ্কল্প বা প্রার্থনা করিয়া আমার শরণ লয়, তাহার সেই প্রার্থিত অভিলাষ অনুসারে পতি পুত্র সারথী ইত্যাদিরূপে অথবা বরাহ নৃসিংহ প্রভৃতি বিগ্রহ স্বীকার করিয়া আমি তাহাকে অনুগ্রহ করিয়া থাকি। অতএব হে পার্থ, আমার অশেষ কল্যাণময় স্বরূপ রূপ, গুণ, লীলা ও বিভূতিবিশিষ্ট-স্বভাব নিজ নিজ প্রার্থনা অনুসারে তাহারা সর্বপ্রকারে অনুভব করিয়া থাকে। ১১॥

রামান্তজভাষ্য—

দেবমন্ত্রয়াদিরূপেণ কেবলং অবতীর্য্য মৎসমাশ্রমণাপেক্ষাণাং পরিত্রাণং করোমি। অপি তু— (य गएमगाळात्रगांद्रभका यथा (यन প্রকারেণ স্বাপেকানুরপং যাং সংকল্প্য প্রপদ্যন্তে সমাশ্রেয়ত্তে তান তথৈব তন্মনীযিতপ্রকারেণ ভজামি মাং দর্শয়ামি। কিমত্র বছনা ? **সবে** यश्या यम् सूर्वितक्यानात्रथा মম বল্ল মৎস্বভাবং সর্বং যোগিনাং বাঙ্মনসাগোচরম্ অপি স্বকীরেঃ

### বঙ্গান্তবাদ---

আমি যে কেবল আমার শরণ-প্রার্থীদের উদ্ধারের জন্মই দেবমহুয়াদিরূপে
অবতীণ হইয়া থাকি তাহা নহে, উপরন্ধ
এই শরণপ্রার্থীরা নিজ নিজ অভিলাষ
অহগুণ যে প্রকারে সঙ্কল্প বা প্রার্থনা
করিয়া শরণাগত হয় দেই সেই অভিলবিত
প্রকারেই আমি তাহাদের দর্শনদান দিয়া
থাকি। এ বিষয়ে অধিক আর কি বলিব ?
আমার অহভবই যে সকল প্রুষ্থের একমাত্র
বাঞ্জনীয়, তাহারা আমার মার্গ অর্থাৎ
যোগিগণের বাক্যমনের অগোচর আমার
এই স্বভাব (স্বরূপ, র্ম্নপ, গুণ ও বিভূতি)

চক্ষুরাদিকরগৈঃ সর্বশঃ স্বাপেক্ষিতৈঃ স্বপ্রকারিঃ অনুভূয় অনুবর্তন্তে ৷১১॥ নিজ নিজ চক্ষুকর্ণাদি ইন্দ্রির দ্বারা নিজ অভিলাব অমুগুণ সর্বপ্রকারে সম্যক্রপে পুনঃপুনঃ অমুভব করিয়া কাল্যাপন করে।।১১

ইদানীং প্রাসঙ্গিকং পরিসমাপ্য প্রকৃতন্ত কর্মযোগন্ত জ্ঞানাকারতা-প্রকারং বক্তুং তথাবিধকর্মযোগাধি-কারিণো তুর্ল ভত্তম্ আহ— এই অবধি (পূর্ব শ্লোক পর্যন্ত) প্রাদিদ্ধিক (অবতারতত্ত্ব) বিষয় সমাপ্ত করিয়া, মুখ্যতঃ যে প্রকরণ চলিতেছিল সেই কর্মযোগই যে জ্ঞানাকার, অর্থাৎ সেই কর্মযোগের মধ্যেই যে আত্মচিন্তারূপ জ্ঞানযোগ নিহিত আছে, তাহা বলিবার জন্য এইপ্রকার কর্মযোগ যে ত্বলভি এক্ষণে তাহাই বলিতেত্বন—

সরলার্থ—

প্রোসন্ধিক অবতারতত্ত্ব কথনান্তর এখন আবার কর্মযোগবিষয়ক উপদেশ করিতেছেন। অতঃপর চারিটি শ্লোক কর্মযোগের অধিকারিবিষয়ক)।

এই সংসারে প্রায় সকলেই পুত্র, কলত্র, ধন, ধান্তা, পূজা প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি কামনার বশবন্তী। সেইজন্ত তাহারা কান্য কর্মের ফলসিদ্ধির জন্ত ইন্দ্রাদি অন্ত দেবতার আরাধনা করিয়া থাকে। প্রায় কেহই মৃক্তিলাভের উদ্দেশ্যে আমার আরাধনারূপ কর্মযোগের অভ্যাস করে না।) যেহেতু এই মনুষ্যলোকে কাম্যকর্মের ফলসিদ্ধি শীঘ্রই হইয়া থাকে (নিদ্ধান কর্মরূপ কর্মযোগের সিদ্ধি তাদৃশ সম্বর হয় না)। ১২॥

(এই শ্লোক এবং ইহার পরের শ্লোকে কর্মযোগাধিকারীর পাপক্ষের হেতু কি ভাহাই বলিতেছেন)—

সন্তাদিগুণ এবং তত্তৎশুণজনিত বিভিন্ন কর্মের বিভাগ করিয়া ব্রাহ্মণাদি চতুর্ব্বর্ণ আমি স্থষ্টি করিয়াছি। চতুর্ব্বর্ণবিভাগ প্রভৃতি এই জগতের বিভিন্ন কার্যের স্থষ্টিকর্ত্তা হইয়াও আমাকে অকর্ত্তা বলিয়া জানিবে। যেহেতু আমি কর্মকৃত উৎপত্তিবিনাশরহিত, স্থতরাং অব্যয় পুরুষ; অতএব, আসক্তিপূর্ণ কর্ত্তৃত্বরহিত বলিয়া বাস্তবিকপক্ষে অকর্ত্তা ॥১৩॥

(কর্ত্তা হইয়া কেন অকর্ত্তা, তাহাই বলিতেছেন)—

সৃষ্টি ইত্যাদি যাবৎ কর্ম আমাকে লিগু করিতে পারে না। আমি সৃষ্টিকর্তা হইলেও প্রকৃতপক্ষে দেব মহয়াদি এই বিচিত্র জগৎস্থি তত্তৎ জীবের নিজ নিজ কর্মফলজনিত, অতএব, মংকৃত নহে আমি অকর্তা। যাবৎ বস্তুই আমার করতলগত বলিয়া আমার সৃষ্ট্যাদি কোন কর্মফলে ইচ্ছাও নাই। জগৎসৃষ্টি প্রভৃতির কর্তা হইয়াও আমাকেপ্রকৃতপক্ষে অকর্তা বলিয়া যে জানে সে কাম্য-কর্মজনিত পুণ্য-পাপ দারা সংসারে আবদ্ধ থাকে না অর্থাৎ সে মৃক্তিলাভ করে ॥১৪॥

পুনরায় কর্মযোগ বিশদভাবে উপদেশের উদ্দেশ্যে কর্মযোগের কর্ত্ব্যতার কথা স্মরণ করাইতেছেন।

পুর্বোক্ত প্রকারে (৬—১৩ শ্লোকে উক্ত প্রকারে) আমাকে আপ্রিতবংসল, কর্মে কর্তৃত্ব দ্ধি-রিছত এবং কর্মফলে স্পৃহাশৃত্য—এইভাবে জানিয়া বৈবস্বত মত্ম জনক প্রভৃতি প্রাচীন মৃমৃক্ষ্ প্রক্ষরণ কর্মযোগের অনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন। অতএব তুমিও প্রাচীন মৃমৃক্ষ্-দিগের আচরিত অতি প্রাতন সেই কর্মযোগের অনুষ্ঠান কর ॥১৫॥

রামানুজভায়—

সর্ব এব পুরুষাঃ কর্মণাং ফলং
কাজ্জমাণা ইন্দ্রাদি দেবতা যথাশাস্ত্রং যজনে আরাধ্যন্তি। ন তু
কশ্চিদ্ অনভিসংহিতফল ইন্দ্রাদিদেবতাত্মভূতং সর্বযজ্ঞানাং ভোক্তারং
মাং ষজতে। কুত এতৎ ? যতঃ
ক্রিপ্রম্ অস্মিন্ এব মান্নুবে লোকে
কর্মজা পুরুপশ্মাতা দিদ্ধিঃ ভবতি।

## বঙ্গান্থবাদ-

(এই সংসারে প্রায়) সকল লোকই
কর্মের ফল লাভ করিবার আকাজ্জায়
শাস্ত্রবিধিমতে ইন্দ্রাদি দেবতার পূজা-আরাধনা করিয়া থাকে। কিন্তু কেহই ফলাভিসন্ধিরহিত হইয়া সেই ইন্দ্রাদি দেবতার
পরমাত্মারূপী সর্বযজ্ঞের ভোক্তা আমাকে
(সাক্ষাৎভাবে) আরাধনা করে না। কেন
তাহারা এইরূপ করিয়া থাকে ? তাহার
কারণ এই যে, এই মহ্নয়লোকেই (ইন্দ্রাদির আরাধনার দ্বারা) পুত্র পশু অয়
প্রভৃতি ভোগ্যবস্তুর প্রাপ্তিরূপ কর্মজনিতদিন্ধি সন্থরই লাভ হইয়া থাকে। এস্থলে

কশ্চিৎ

তু

মনুষ্যলোকশব্দঃ স্বর্গাদিলোকপ্রদর্গনার্থঃ।
সর্ব এব হি লোকিকাঃ পুরুষ।
অক্ষীণানাদিকালপ্রব্রভানন্তপাপসঞ্চয়তয়া অবিবেকিনঃ ক্ষিপ্রফলাভিকাজ্ফিণঃ, পুরুপশ্বমাজস্বর্গান্তর্থতয়া
সর্বাণি কর্মাণি ইন্দ্রাদিদেবতারাধন-

সংসারোদিগ্নন্থদরো মুমুক্ষুঃ উক্ত-লক্ষণং কর্মহোগং মদারাধনভূত্য্ আরভতে ইত্যর্থঃ॥ ১২ ॥

মাত্রাণি কুর্বতে; ন

যথোক্তকর্মবোগারম্ভবিরোধিপাপ-ক্ষয়হেতুম্ আহ—

চাত্র্বণ্যপ্রস্থাং ব্রহ্মাদিস্তব্দপর্যন্তং
কৃৎস্নং জগৎ সম্বাদিগুণবিভাগেন
তদকুগুণশমাদিকর্ম্মবিভাগেন চ
প্রবিভক্তং ময়। স্বইম্। স্বষ্টিগ্রহণং
প্রদর্শনার্থম্, ময়া এব রক্ষ্যতে, ময়া
এব চ উপসংক্রিয়তে। তম্ম বিচিত্রস্বষ্ট্যাদেঃ কর্তারং অপি অকর্তারং
নাং বিদ্ধি ॥ ১৩ ॥

'মন্থয়লোক' এই শব্দটি স্বর্গাদি লোকেরও বাচক।

এই শ্লোকের অভিপ্রায় এই যে—

সমস্ত সাংসারিক লোকেরই অনাদিকাল

হইতে প্রবৃত্ত অনন্ত পাপরাশির ক্ষয় না

হইয়া কেবল সঞ্চিত হইতে থাকে বলিয়া

তাহারা বিবেক বা বিচারশূন্য হয় এবং

সেইজন্য সজর ফলসিদ্ধি কামনা করে।

সেইজন্য সজর ফলসিদ্ধি কামনা করে।

সেইজন্য তাহারা পুত্র পশু অন্ধ এবং স্বর্গ

প্রভৃতি (ভোগ্যবস্তা) লাভের উদ্দেশ্যে কেবল

ইন্দ্রাদি দেবতার আরাধনার্দ্ধপ যাবৎ কর্ম

করিয়া থাকে। পরস্ত কেহই এই ঘোর

সংসারভয়ে ব্যাকুল হইয়া মৃক্তিলাভের

ইচ্ছায় পূর্বোক্ত লক্ষণযুক্ত আমার আরাধনা
রূপ কর্মযোগ আরম্ভ করে না ॥১২॥

( অতঃপর ছুইটি শ্লোকে ) পুর্বোক্ত লক্ষণযুক্ত কর্মযোগারভের বিরোধী পাপ-রাশির নাশের কারণ বলিভেছেন—

রান্ধণাদি চতুর্বণপ্রধান ব্রহ্মা হইতে
তথ্য পর্যন্ত সমগ্র জগৎ সন্ত রজঃ প্রভৃতি
ভণের এবং তত্তৎ গুণাহ্যায়ী শম দম
(সান্ত্বিক) বীর্য শৌর্য (রাজসিক) প্রভৃতি
কর্ম্মের বিভাগ করিয়া আমার দারা স্বঃ
হইয়াছে। এন্থলে 'স্টুম্' এই শন্ধটির
দারা জগৎ-স্টুর সহিত জগৎরক্ষা ও
সংহারের কথাও বলা হইতেছে। শ্রুতি
প্রভৃতি শাস্ত্রে ঈশরই জগৎ-স্টুটি-স্থিতি
সংহারকর্তারূপে বিহিত আছেন। আমার
দারাই এই সমগ্র জগৎ রক্ষিত হয় এবং
মৎকর্ত্বকই আবার ইহার সংহারও হয়।
এই বিচিত্র স্টে স্থিতি প্রভৃতির কর্তারূপ
আমাকে আবার অকর্তা বলিয়াও জানিবে।

115011

কথম ইতি অত্ৰ আহ—. যত ইমানি বিচিত্তপষ্ট্যাদীনি ন ক্যাণি লিম্পন্তি, ন **মাং** ন মৎপ্রযুক্তানি সংবধৃত্তি । रेगानि (प्रवमनुषापिदेविज्जानि স্জ্যানাং পূণ্যপাপরপকর্যবিশেষ-প্রযুক্তানি ইত্যর্থঃ। অতঃ প্রাপ্তা-প্রাপ্তবিবেকেন বিচিত্রস্থ্যাদেঃ যতশ্চ স্থাঃ অহং কর্তা । ক্ষেত্রজাঃ স্ষ্টিলব্ধকরণকলেবরাঃ স্ষ্টিলব্ধং ভোগ্যজাতং ফলসঙ্গাদি-হেতৃত্বকর্মানুগুণং ভূঞ্জতে, স্ষ্ট্যা-দিফলে কর্মকলে চ তেষাম এব **र्भश है** जि न (म स्पृशं।

তথা मृक्कांतः ' देवमग्रदेनपूर्ण ন সাপেকজাৎ' ( ব্রঃ স্থঃ ২।১।৩৪) ইতি। তথা আহ ভগবান পরাশরঃ-'নিমিন্তমাত্রমেবায়ং স্জ্যানাং সর্গ-কর্ম ণি । প্রধানকারণীভূতা যতে স্জ্যপক্তয়ঃ ॥ देव নি**মিন্ত**মাত্রং मुत्कृतः नाग्रु९िक क्षिप्रत्भक्तार्ज নীয়তে তপতাং শ্রেষ্ঠ স্বশক্ত্যা বস্ততাম ॥' (বিঃ পুঃ ১।৪।৫১-৫২) ইতি। স্জ্যানাং দেবাদীনাং ক্ষেত্ৰ-জ্ঞানাং স্বষ্টেঃ কারণমাত্রম্ এব ভায়ং পরমপুরুষঃ, দেবাদিবৈচিত্ত্যে তু প্রধানকারণং স্জ্যভূতক্ষেত্রজ্ঞানাং , প্রাচীনকর্মাক্তয় এব। অভো নিমিত্তমাত্রং মুক্ত্র। স্বষ্টেঃ কর্তারং। ঈশ্বর কর্ত্তা হইয়াও কি জন্ম **অকর্ত্তা** তাহাই বলিতেছেন—

যেহেতু এই সমস্ত বিচিত্র সৃষ্টি প্রভৃতি
আমার কর্ম আমাকে লিপ্ত করিতে পারে
না—অতএব আমার বন্ধনরূপ হয় না।
এ কথার তাৎপর্য এই যে, আমার এই
বিচিত্র সৃষ্টিকার্য দেব মনুষ্য প্রভৃতি বিবিধ
স্জ্য-জীবের নিজ নিজ পুণ্যপাপরূপ কর্মের
অনুগুণই হইয়া থাকে, (আমার. যথেচ্ছা
অনুগুণ নহে) স্বতরাং এইরূপ বিচার দ্বারা
আমি যে এই বিচিত্র সৃষ্টি প্রভৃতির কর্ত্তা
নহি তাহা উপলব্ধি হয়।

প্নরায় যেহেত্, এই স্বষ্ট জীবগণ
(নিজপূর্বকর্যান্ত্রণ) করণকলেবর প্রাপ্ত
হইয়া এবং (ধনজনগৃহবিস্তাদি বিবিধা)
ভোগ্যবস্তু লাভ করিয়া (পূর্বজন্মার্জিভ)
ফলাকাজ্যোযুক্ত নিজ কর্যান্ত্রণ সেই সকল
ভোগ্যবস্তু উপভোগ করে, সেইজক্স (পূর্বকর্যান্ত্রণ) স্বষ্টি এবং সাংসারিকভোগ
প্রভৃতি সমস্ত কর্মফলে তাহাদেরই স্পূহা
পাকে, আমার পাকে না।

বেদান্তহ্ত প্রণেতাও (বেদব্যাসও)
এইরপ বলিয়াছেন — "ঈশরের বিষমতা
এবং নির্দয়তারূপ দোষ নাই"। ভগবান
পরাশর মুনিও এইরূপ বলিয়াছেন —
"নিমিন্তমাত্রমেবায়ং……বস্তুতাম্"।
দেবাদিস্ট জীবের স্টির জন্ম পরমেশ্বর
কেবল অপ্রধান কারণ মাত্র, এই বিচিত্র
স্টির প্রধান কারণ কিন্ত তথ্বৎ স্ট জীবের
পূর্বপূর্বজন্মের (সঞ্চিত) প্রাচীন কর্মশক্তিই। স্নতরাং স্ট জীবের এই পূর্ব
কর্মরূপ কারণ ব্যতীত এবং স্টিকর্জা

পরমপুরুষং মুক্ত্যা ইদং ক্ষেত্রজ্ঞবস্তু দেবাদিবিচিত্রভাবে ন অন্তদ্ অপে-ক্ষতে; স্বগতপ্রাচীনকর্মাক্ত্যা ছি দেবাদিবস্তভাবং নীয়তে ইত্যৰ্থঃ। এবম্ উক্তেন প্রকারেণ স্প্ট্যাদেঃ কর্তারম্ অপি অকর্তারং স্ষ্ট্যাদিকর্ম-ফলসঙ্গরহিতং চ যো মামু অভি-জানাতি স কর্মধোগারম্ভবিরোধিভিঃ ফলসঙ্গাদিহেতুভিঃ প্রাচীনকর্মভিঃ ন সংবধ্যতে ; মুচ্যতে ইত্যর্থঃ ॥১৪॥ এবং মাং জ্ঞাত্বা অপি বিমুক্তপার্টপঃ পুর্বৈঃ অপি মুমুক্ষুভিঃ উক্তলক্ষণং কর্ম কতম্। তত্মাৎ ছম্ উক্তপ্রকারমদ্বি-যয়জ্ঞানবিধূতপাপঃ পূর্বৈঃ বিবস্বন্ম-দাদিভিঃ ক্বতং পূর্বতরং পুরাতনং তদা-নীম্ এব ময়া উক্তং বক্ষ্যমাণাকারং कर्म धव कुक ॥५६॥

পরমেশ্বর ব্যতীত এই বিচিত্র জগৎস্ষ্টিতে অন্ত কোনও কারণের অপেক্ষা থাকে না। অর্থাৎ নিজ নিজ পূর্বকর্মের শক্তিকে অব-লম্বন করিয়াই (পরমেশ্বর কর্তৃক) দেবাদি জীবভাবরচিত হইয়া থাকে।

অতএব এইরূপ বিচার দারা স্টিস্থিতি প্রভৃতির কর্তা হইলেও তাহাদের অকর্তা এবং সেই স্টি প্রভৃতি কার্যের ফলাভিলাষ ও আসক্তিরহিত বলিয়া যে আমাকে জানে সে পুরুষকে কর্মযোগারজের বিরোধী এবং কর্মফলাভিসন্ধি ও কর্মে আসক্তির হেতৃ-রূপ পূর্ব পূর্ব জন্মাজিত কর্মের দারা সম্বদ্ধ থাকিতে হয় না, অর্থাৎ সে কর্ম-বন্ধন হইতে বিমৃক্ত হয় ॥১৪॥

এইরপে মদিযয়ক পুর্বোক্তপ্রকার (১৪ মোকোক্ত) জ্ঞান দ্বারা পাপ বিনিমুক্ত হইরা পুর্বাকালেও মুমুক্ষুপুরুষগণ কর্তৃক পুর্বোক্ত লক্ষণয়ুক্ত (তৃতীয় অধ্যায়ে ক্ষিত ফলসম্বকত্ত্বিরহিত মদারাধানারূপ) কর্ম- যোগের অমুষ্ঠান করিয়াছিলেন। অতএব তৃমিও মদিযয়ক এই প্রকার জ্ঞান দ্বারা পাপ বিনিমুক্ত হইয়া বিবস্থান মহ প্রভৃতি পুর্বকালীন মুমুক্ষুপুরুষগণ কর্তৃক অমুষ্ঠিত এবং তত্তৎকালে আমাকর্তৃক উপদিষ্ট সেই অতি প্রাচীন কর্ম (কর্মযোগ) করিতে থাক ॥১৫॥

বক্ষ্যমাণস্থ কর্মণে। তুর্জ্জনিতাম্ আহ—

ত্ত কর্মবাগের উপদেশ দেওয়া হই-তেছে সেই কর্মবোগান্তর্গত কর্মের স্বরূপ যে ছর্ম্বোধ্য তাহাই বলিতেছেন—

কিং কর্ম কিমকর্মেতি কবয়োহপ্যত্র মোহিতাঃ। তত্তে কর্ম প্রবক্ষ্যামি যজ্জাত্বা মোক্ষ্যসেহশুভাৎ ॥১৬॥

## কর্মণো অপি বোদ্ধব্যং বোদ্ধব্যঞ্চ বিকর্মণঃ। অকর্মণশ্চ বোদ্ধব্যং গহন। কর্মধো গতিঃ॥ ১৭॥

সরলার্থ-

এখন এই কর্মযোগবিষয়ক প্রকৃত জ্ঞান যে ছুর্বোধ্য তাহাই বলিতেছেন—

মৃমুক্ষুগণের অহুষ্ঠেয় এই কমের স্বরূপ কি প্রকার এবং কর্ম যোগের অঙ্গরূপ ও তদন্তর্গত আত্মজ্ঞানরূপ (জ্ঞানাকারতারূপ) অকমের স্বরূপই বা কি তাহা বিদ্বান পুরুষেরাও যথার্থরূপে জানেন না। সেই জ্ঞানাকার মদারাধনারূপ কর্মের যথার্থ তত্ত্ব আমি তোমাকে উপদেশ দিতেছি। পেই তত্ত্বজ্ঞানামুগুণ কর্মানুষ্ঠান দারা তুমি সংসার-বন্ধনদ্ধপ অমঙ্গল হইতে বিমুক্ত হইবে ॥১৬

কর্ম যোগের স্বন্ধপ কি জন্য ত্র্বোধ্য তাহাই বলিতেছেন---

কর্ম যোগরূপ কমের ধনজন দ্রব্য সংগ্রহ প্রভৃতি, নিত্যনৈমিত্তিক বিকমের অর্থাৎ বিবিধ কমের এবং আছচিন্তা বা আত্মযাথাত্ম্যজ্ঞানরূপ কর্মরাহিত্য বা অকমের প্রত্যেকেরই ভিন্ন ভিন্ন স্বরূপ আছে যাহা কর্ম যোগী মুমুকু ব্যক্তির অবশ্যজ্ঞাতব্য। অতএব অনুষ্ঠেয় কর্ম যোগান্তর্গত কমের জ্ঞাতব্য রহস্তের মধ্যে প্রবেশ করা কঠিন (ইহা ত্বোধ্য) ॥১৭॥

রামান্তজভাষ্য—

यूगुक्कूना जन्द्रक्षेत्रः कर्ग किःश्वतानाम् অকর্ম চ কিন্? ফলাভিসন্ধিরহিতং ভগবদারাধনরূপং কর্ম ; অকর্ম ইতি আত্মনো যাথাত্ম্যজ্ঞানম্ কতুঃ উচ্যতে। অনুষ্ঠেয়ং কর্ম তদন্তর্গতং জ্ঞানং চ কিংম্বরপম্ ? ইতি উভয়ত্র কবয়ঃ বিদ্বাংসঃ অপি মোহিতাঃ, যথার্থ-তয়া ন জানন্তি। এবম্ অন্তর্গ ভজানং যৎ কর্ম তৎ তে প্রবক্ষ্যামি; যদ্ জ্ঞাত্বা

## বঙ্গান্থবাদ---

মুমুকু ব্যক্তির অহুষ্ঠেয় কর্মের (কর্মযোগের) স্বরূপ কি প্রকার ? আবার অকর্মেরই বা স্বন্ধপ কি ? (এ বিষয়ে কর্মযোগপ্রকরণে পুর্বে বলা হইয়াছে যে) ফলাভিসন্ধি-রহিত ভগবদারাধনারূপ হইতেছে 'কর্ম' এবং কর্মযোগান্নপ্তানকর্তার যে আত্মস্বরূপ-চিন্তা বা আত্মজ্ঞান তাহাই 'অকর্ম'। অমুঠেয় কর্মের এবং তদন্তর্গত আত্মজ্ঞানের প্রকৃত স্বরূপ যে কি, সে বিষয়ে কবিরাও বিদান পুরুষেরাও মোহগ্রন্ত আছেন, অর্থাৎ কর্ম এবং অক্ম এই ছুইটিরই প্রকৃত স্বরূপের বিষয় ইহারা অবগত নহেন। অতএব যে কমের মধ্যে আত্মচিন্তা বা আছে সেই কৰ্ম-আত্মজ্ঞান নিহিত যোগান্তর্গত কর্ম্মের বিষয় আমি তোমায় বলিব। যে কর্মের স্বরূপ যথায়থ জ্ঞাত অমুষ্ঠায় অগুভাৎ সংসারবন্ধাৎ গোল্যমে । কর্তব্যকর্ম্মজ্ঞানং হি অনুষ্ঠানফলম্ ॥১৬॥ • কুতঃ অস্থা তুর্জ্ঞানতা ? ইতি অত্র

আহ—

যন্ত্রাৎ মোক্ষসাধনভূতে কর্মণঃ
স্থাপে বােদ্বাম্ অস্তি; বিকর্মণি
চ, নিত্যনৈমিত্তিককাম্যকর্মপেণ
তৎসাধনজ্ব্যাজ নাভাকারেণ চ,
বিবিধতাম্ আপন্ধং কর্ম বিকর্ম।
অকর্মণি জানে চ বােদ্ধব্যম্ অস্তি।
গহনা ছবিজ্ঞানা মুমুক্ষোঃকর্মণো গতিঃ।
বিকর্মণি চ বােদ্ধব্যম্—নিত্যনৈমিত্তককাম্যজ্ব্যাজ নাদৌ কর্মণি
ফলভেদকৃতং বৈবিধ্যং পরিত্যজ্য মোক্ষকফলতয়া একলাস্ত্রাজ্বান্দ্রান্ত্রাস্থ্রসন্ধানম্; তদেতদ্ 'ব্যবসায়ালিকাবৃদ্ধিরেকা' (২০৪১) ইত্যক্ত এব উক্তম্
ইতি ন ইহ প্রপঞ্চতে ॥১৭॥ হইরা সেই জ্ঞানাম্বারী কর্মের অম্ঠান করিরা অমঙ্গল বা সংগার বন্ধন হইতে মৃক্তিলাভ করিবে। এস্থলে কর্ত্তব্যক্ষের জ্ঞান — এই বাক্যে, সেই জ্ঞানাম্প্রণ অম্ঠান বুঝিতে হইবে ৪১৬॥

কি কারণ কর্মযোগান্তর্গত কর্মের ছুর্বোধ্যতা তাহাই বলিতেছেন—

যে হেতু, মোক্ষমাধনরূপ (কর্ম্মযোগান্তর্গত) কর্মের স্বরূপের বিষয়েও
জ্ঞাতব্য আছে, ধনজন অর্থাদি বিভিন্ন
কাম্য-দ্রব্য সংগ্রহরূপ নিত্যনৈমিন্তিক বিবিধ
কর্মের বিকর্মেরও (এই কাম্য-কর্ম বিবিধপ্রকার দেইজন্ম ইহাকে বিকর্ম বলা হইল)
স্বরূপবিষয়েও জ্ঞাতব্য আছে এবং (এই
কর্মযোগান্তর্গত) অকর্মরূপ (আত্মচিস্তারূপ
নৈক্র্ম্য) আত্মজ্ঞানেরও স্বরূপবিষয়ে জ্ঞাতব্য
আছে; অতএব মৃমুক্স্পুরুষের কর্মের স্বরূপজ্ঞান বড়ই গহন— এই জ্ঞানের মধ্যে
প্রবেশ করা বড়ই কঠিন স্ব্যের্ম মান্ত্র্য

কৰ্মাকৰ্মণোঃ বোদ্ধব্যম্ আহ—

কর্ম এবং অকর্মের জ্ঞাতব্য প্রকৃত তত্ত্বের বিষয় বলিতেছেন—

কর্মণ্যকর্ম যঃ প্রেছদকর্মণি চ কর্ম যঃ। স বুদ্ধিমান্ মনুয়েয়ু স যুক্তঃ কৃৎস্পকর্ম কৃৎ ॥১৮॥

সরলার্থ-

গে ব্যক্তি কর্মযোগ আত্মজ্ঞানেরও সাধন বলিয়া কর্মযোগান্তর্গত কর্মামুষ্ঠানের মধ্যে আত্মতি স্থারূপ অকর্ম দেখেন অর্থাৎ এই কর্মযোগ জ্ঞানাকার বলিয়া উপলব্ধি করেন, এবং যিনি সাত্ময়াথাত্মজ্ঞান আবার কর্মযোগামুষ্ঠানের দারা লভ্য বলিয়া এই আত্মতিস্থারূপ অকর্ম বা নৈক্ষর্ম্যের মধ্যেও কর্মযোগামুষ্ঠানরূপ কর্মাকার উপলব্ধি করেন, তিনিই মম্ব্যুণ গণের মধ্যে বুদ্ধিমান (কর্মবিষয়ে প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞ) তিনিই মোক্ষলাভের উপযুক্ত এবং তিনিই সম্ভ ক্ম শাস্ত্রবিধি অনুযায়ী করিয়া থাকেন ॥১৮॥

রামাহজভাষ্য-

কিষ্ উক্তং ভবতি ?

অকর্মশব্দেন, তাত্ত কর্মেতরৎ প্রস্তুতম্ আত্মজ্ঞানম্ উচ্যতে। কর্মণি ক্রিয়মাণে এব আত্মজ্ঞানং যঃ পশ্যেৎ অকর্মণি চ আত্মজ্ঞানে বর্তমান এব যঃ কর্ম পশ্যেৎ।

ক্রিয়নাণম্ এব কর্ম আত্মযাথাত্ম্যানুসন্ধানেন জ্ঞানাকারং যঃ
পশ্যেৎ, তৎ চ জ্ঞানং কর্মাণি
ত্মন্তবিভয়া কর্মাকারং যঃ পশ্যেদ্
ইতি উক্তং ভবতি; ক্রিয়মাণে হি

কর্মণি কর্ত্তভাত্মযাথাত্ম্যানুসন্ধানেন

তদ্ উভয়ং সম্পন্নং ভবতি।

এবম্ আত্মযাথাত্ম্যক্ষানগর্ভং
কর্ম যঃ পশ্যেৎ স বুদ্ধিমান্ কুৎম্নশাস্ত্রার্থিবিৎ, মহুংয়য়্ম ম্কুঃ মোক্ষার্হঃ,
স এব কুংম্মকর্মকং কুৎম্নশাস্ত্রার্ক্তিৎ ॥১৮॥

বঙ্গান্তবাদ—

এন্থলে 'অকর্ম' শব্দে কর্ম হইতে অভিরিক্ত (কর্ম্মোগপ্রকরণে) ইভিপুর্বে উপদিষ্ট আত্মজ্ঞান বুঝাইতেছে। ক্রিয়মান কর্মে (কর্মযোগরূপ নিদ্ধাম কর্ম্মে) যিনি আত্মজ্ঞান দেখেন এবং অকর্মরূপ আত্ম-জ্ঞানের মধ্যেও যিনি কর্ম বর্জ্মান আছে বলিয়া দেখেন।

এই বাক্যের প্রকৃত অভিপ্রায় কি তাহা বিশদভাবে বলিতেছেন। অভিপ্রায় এই যে—

(কর্মধোগীর) ক্রিয়মান কর্মের কর্মকর্ত্তা আত্মার যথার্থ স্বরূপের অমু-সন্ধান বা পুনঃপুনঃ চিন্তা অন্তনিহিত আছে वित्रा এই कर्मर्यागरक यिनि छानाकात বলিয়া উপলব্ধি করেন এবং আত্মচিন্তা বা আল্পজ্ঞান কর্মযোগীর ক্রিয়মান কর্মের অন্তৰ্গত আছে বলিয়া (কৰ্মাসুষ্ঠান সৰ্বদাই আত্মচিন্তাযুক্ত বলিয়া) এই আত্মজ্ঞানকেও যিনি কর্মাকার বা কর্মস্বরূপ বলিয়া উপ-লব্ধি করেন (তিনিই কর্মযোগের যথার্থ তত্ত্বিদূ) অর্থাৎ ক্রিয়মান কর্মে (কর্মধোগের षश्धानकाता) कर्यकर्छ। আত্মার যথার্থ-স্বরূপের অমুসন্ধান বা পুনঃপুনঃ চিস্তা ও অমু-ভবের দারা কর্মযোগের কর্মকারতা ও জ্ঞান-কারতা উভয়প্রকার আকারই তাহার मिक्र रहा। এই প্রকার কর্মানুষ্ঠানের মধ্যে যিনি আত্মস্বরূপের ধ্যান অন্তনিহিত বলিয়া জানেন তিনি বৃদ্ধিমান ও সমস্ত শাস্ত্রের প্রকৃত অর্থ জ্ঞাত আছেন, তিনি মনুষ্যগণের মধ্যে মোক্ষের উপযুক্ত অধিকারী। তিনিই याव १ कर्म यथार्थकार भ कतिया थारकन धवः সমন্ত শান্তের যথার্থ অভিপ্রায় অহুযায়ী আচরণ করেন ॥১৮॥

প্রত্যক্ষেণ ক্রিয়মাণস্থ কর্মণো জ্ঞানাকারভা কথম্ উপপত্ততে ? ইত্যত্র আহ— কেবলমাত্র চিন্তা বা অমুসন্ধানরূপ জ্ঞান (নিক্রিয়তা) এবং প্রত্যক্ষভাবে ক্রিয়মান-কর্ম এই ছুইটির স্বরূপ বিভিন্ন। স্বত্তএব কর্মের জ্ঞানাকারতা কিরূপে প্রতিপন্ন হইতে পারে ? এই প্রশ্নের সমাধান স্বতঃপর ৫টি শ্লোকে (১৯—২৩) বলিতেছেন।

যন্ত্র সর্বের সমারন্তাঃ কামসংকল্পবর্জিতাঃ।
জ্ঞানাগ্রিদ্ধাকম গিং তমান্তঃ পণ্ডিতং বুধাঃ ॥১৯॥
ত্যক্ত্যা কম কলাসঙ্গং নিত্যতৃপ্তো নিরাশ্রেয়ঃ।
কম গ্যিভিপ্রবৃত্তোহপি নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সং॥২০॥
নিরাশীর্যতিচিত্তাত্মা ত্যক্তসর্বপরিগ্রহঃ।
শারীরং কেবলং কম কুর্বন্নাপ্নোতি কিল্লিষম্॥২৯॥
যদ্চ্ছালাভসন্তুপ্তো দন্দাতীতো বিমৎসরঃ।
সমঃ সিদ্ধাবসিদ্ধো চ কৃত্বাহপি ন নিবধ্যতে॥২২॥
গতসঙ্গস্তা মুক্তস্তা জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ।
যজায়াচরতঃ কম সমগ্রং প্রবিলীয়তে॥২৩॥

সরলার্থ---

নিত্যনৈসিন্তিক যাবৎ কর্ম কলাভিদন্ধিরহিত এবং দেহান্ধবৃদ্ধিরহিত (অহন্ধাররহিত বা কর্তৃত্বৃদ্ধিরহিত) এবং কর্মে এই প্রকার ফল, সঙ্গ এবং কর্তৃত্বাহিত্যরূপ জ্ঞানপূর্বক অফুটিত কর্মের কর্ম ফল এই জ্ঞানাগ্লি দারা বিদগ্ধ বা বিনষ্ট হইয়া যায় এবং এইরূপ নিদ্ধান কর্মের অফুটাতাকে কর্ম ফল ভোগ করিতে হয় না। ক্রিয়মান কর্মের মধ্যেই উক্ত জ্ঞানযুক্ত অফুটাতা সেই যথার্থবিদ্ পণ্ডিত প্রক্ষের পূর্বজন্মার্জিত প্রাচীন কর্ম সকলও তাঁহার উক্ত জ্ঞানরূপ শ্লিদারা দগ্ধ হইয়া বিনষ্ট হইয়া যায় অর্থাৎ যাবৎ প্রাচীনকর্মেরও প্রগ্রাপাপরূপ ফল বিনষ্ট হইয়া যায়। এই কথা তত্ত্ব্ পুরুষেরা বলিয়া থাকেন ॥১৯॥

যে প্রুষ কোনও প্রাকৃত বস্তুর অপেক্ষা রাখেন না এবং নিত্যবস্তু আত্মার অমৃতবেই পরিভূপ্ত থাকেন বলিয়া ফলাসকিরছিত হইয়া যাবং কম করিয়া থাকেন তিনি কমের অমুঠান করিলেও প্রকৃতপক্ষে কোনও কম করেন না — অর্থাং, তিনি নাম মাত্র কমের অমুঠান করিয়া থাকেন, কম কৈ উপলক্ষ্য করিয়া প্রকৃতপক্ষে তিনি কমান্তির্গত জ্ঞানেরই অভ্যাস করেন।

অতএব, এই শ্লোকে কমের জ্ঞানাকারতা প্রতিপন্ন হইতেছে ॥২০॥

যে প্রদে কমে ফলাসক্তিরহিত হইয়া বৃদ্ধি ও মন সংযত করিয়া এবং সমস্ত প্রাকৃতবস্তুতে মমতারহিত হইয়া কেবলমাত্র শরীর দ্বারা কমের অনুষ্ঠান করেন তিনি জ্ঞানযোগ
সাধন না করিলেও কমান্তর্গত (ফলাভিসন্ধিরহিত এবং আত্মচিন্তারূপ) জ্ঞানানুসন্ধানের
নিমিন্ত কর্মফলজনিত কোন পাপেরভাগী হন না, অর্থাৎ, তাঁহাকে সংসার ভোগ করিতে
হয় না॥২১॥

যিনি বিনা চেষ্টায় প্রাপ্ত যদৃচ্ছালক দ্রব্যতেই সম্ভষ্ট থাকেন, শীতল এবং উষ্ণ, স্থ এবং ছৃঃখ প্রভৃতি দদ্দের কোনটিতেই বিচলিত হন না, যিনি পরস্থ অসহিষ্ণুতারূপ মাৎসর্যবন্ধিত এবং কার্যের সিদ্ধি বা অসিদ্ধি এই উভয় অবস্থাতেই নির্বিকার থাকেন, তিনি নির্লিপ্ত থাকেন বলিয়া কম করিয়াও সংসারবন্ধন প্রাপ্ত হন না অর্থাৎ, তিনি মুক্তিলাভ করেন॥২২॥

যাহার আত্মতত্ত্বজ্ঞান এবং সাংসারিক ভোগ্যবস্তুতে বৈরাগ্যবান অতএব যাহাদের ভোগের বাসনা পর্যন্ত নিবৃত্ত হইয়া গিয়াছে, সেই পুরুষ কেবলমাত্র ঈশ্বরের আরাধনার জ্যুষ্ট যজ্ঞাদি যাবৎ কমের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। সেই সকল পুরুষের সংসার-বন্ধনের হেতুভূত পুণ্যপাপরূপ ফলদায়ী পুর্বজন্মাজিত প্রাচীন কর্ম ও সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হইয়া যায়॥২৩॥

রামানুজভাষ্য— गर्व खन्यां ज नानि-यण गुगुदकां লৌকিককর্মপূর্বকনিভ্যনৈমিত্তিকরা-ग्राज्ञशकर्ममगात्रखाः ক।মবজিতাঃ ফলসঙ্গরহিতাঃ সংকল্পবজিতা: চ। প্রকৃত্যা তদ্গুণৈঃ চ আগ্ৰানম্ একীকৃত্য অনুসন্ধানং भःकन्नः। প্রকৃতিবিযুক্তাত্মস্বরপানুসন্ধানযুক্ত-তদ্রহিতাঃ। তম্ এবং কর্ম কুৰাণং পণ্ডিতং কৰ্মান্তৰ্গভাত্মযাথাত্ম্য-

#### বঙ্গানুবাদ—

জিয়মান কর্ম যাহা প্রত্যক্ষভাবে সকলে দেখিতেছে তাহা যে আল্লচিম্বারুপ (নিজ্রিয়) জ্ঞানাকার ইহা কিরূপে প্রতিপন্ন হইতে পারে গুএই প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন—

বে মৃমৃক্ পুরুষের (ধন জন গৃহ বিত্তাদি) দ্রব্য সংগ্রহ প্রভৃতি নিত্য নৈমিত্তিক কাম্যরূপ আরক সমস্ত কর্ম কামবর্জিক অর্থাৎ, ফলাভিসন্ধিরহিতভাবে এবং সঙ্কল্ল-বর্জিভভাবে অফুটিত হয়;—দেহাদি প্রকৃতি এবং সন্তাদি প্রাকৃত গুণের সহিত অপ্রাকৃত আত্মবস্তর অভিনতারূপ বা একজ্বনপ ভ্রান্ত কল্পনাকে এ স্থলে সঙ্কল্ল বলা যাইতেছে—

এই রূপ ফলাভিদন্ধিরহিত এবং (দেহান্ধাবোধরূপ) ভ্রান্ত কল্পনা বর্জিত কর্মের অমুষ্ঠাতা যথার্থবিদ্ পণ্ডিতদিগের (পূর্ব-জন্মার্জিত পুণ্যপাপ-ফলদায়ী) প্রাচীন কর্মণ্ড জ্ঞানাগ্নিনা দগ্ধপ্রাচীন কর্মাণম্ আন্তঃ তত্ত্বজ্ঞাঃ। অতঃ কর্মণো জ্ঞানাকার-ত্বম্ উপপদ্মতে॥ ৯॥

এতদ্ এব বির্ণোতি—

কর্মফলাসঙ্গং ত্যক্তা নিত্যভূপ্থো
নিত্যে স্বাত্মনি এব ভৃপ্তঃ, নিরাশ্রয়ঃ
অন্থিরপ্রকৃতে আশ্রেমবৃদ্ধিরহিতো
যঃ কর্মাণি করোতি। স কর্মণি আভিন্
মুখ্যেন প্রবুতঃ অপি ন এব কিঞ্চিৎ
কর্ম করোতি, কর্মপিদেশেন জ্ঞানাভ্যাসম্ এব করোতি ইত্যর্থঃ ॥২০॥
পুনঃ অপি কর্মণো জ্ঞানাকারতা
এব বিশোধাতে—

নিরাশী: নির্গতিফলাভিসন্ধিং, যতচিন্তাত্মা যতচিন্তমনাঃ, তাক্তমর্বপরিগ্রহঃ
আবৈদ্ধকপ্রয়োজনতয়া প্রকৃতিপ্রাকৃতবস্তানি মমতারহিতো যাবজ্জীবং
কেবলং শারীরম্ এব কর্ম কুর্মন্ কিল্লিয়ং
সংসারং ন আপ্রোতি! জ্ঞাননিষ্ঠাব্যবধানরহিতকেবলকর্মযোগেন এবং
ক্রপেণ আত্মানং পশ্যতি ইত্যর্থঃ॥২১॥

এই নিদ্ধাম কর্মের অন্তর্গত আত্মস্বরূপজ্ঞান-রূপ অগ্নিদারা দগ্ধ বা বিনষ্ট হইয়া যায়. এই কথা তত্ত্বজ্ঞ পুরুষেরা বলিয়া থাকেন। মতএব কর্মের জ্ঞানাকারতা উপপন্ন গইতেক্টে॥:১॥

পূর্বোক্ত অর্থ ই পুনরায় বিস্তৃতরূপে বিতেচেন—

কর্মদলে আদক্তি ত্যাগপুর্বক নিত্য
নৃপ্ত — নিতাবস্তু আপার অনুভবেই পরিভৃপ্ত 

দ্বীয়া এবং নিরাশ্রম — অনিত্য প্রাক্ত
নস্তকে আশ্রয়বহিত হইয়া (অনিত্য 
সাংসারিক বিষয়ভোগের স্পৃহা পরিত্যাগ 
করিয়া) যিনি কর্ম করিয়া যান, তিনি 
কর্মপরায়ণ হইলেও প্রকৃতপক্ষে কর্ম করেন 
না, অর্থাৎ, ক্রিয়মান সমস্ত কর্মের মধ্যেই 
(কর্মকর্ডা আল্লার স্বন্ধপ অনুসন্ধান করেন 
বলিয়া) আল্পজ্ঞানেরই অভ্যাস করিয়া 
গাকেন ॥২০॥

পুনরায় প্রকারান্তরে কর্মের জ্ঞানাকার-তাই বলিতেছেন—

যিনি আশারহিত, ফলাভিসন্ধিরহিত, যতিন্তাল্লা অর্থাৎ চিন্ত (বুদ্ধি অহঙ্কারাদি)ও সনকে সংগত করিয়াছেন এবং সমস্ত পরি-গ্রহ ত্যাগ করিরাছেন—একমাত্র আত্মবস্ত-লাভের প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়া দেহ এবং দেহসম্বন্ধীয় সাংসারিক প্রাকৃত বস্তুতে মমতা রহিত হইয়াছেন: তিনি যাবজ্জীবন কেবল শরীর দ্বারা (মনের আসব্ভির সহিত নহে) কর্ম করিলেও পাপভাগী হন না, অর্থাৎ, তাঁহাকে সংসার ভোগ করিতে হয় না। তিনি জ্ঞানযোগ সাধন না করিলেও কেবল কর্মযোগ সাধনার দ্বারাই আত্মবস্তুর দর্শন লাভ করিয়া থাকেন ॥২১॥

যদৃচ্ছোপনতশরীরধারণহেতুবস্ত-সন্তই: দ্বন্দাতীত: যাবৎ সাধনসমাপ্ত্য-বজ নীরশীতোক্ষাদিসহঃ বিমৎসর: আনিষ্টোপনিপাতহেতুভূতস্বকর্ম -নিরূপণেন পরেষু বিগতমৎসরঃ সমঃ সিদ্ধৌ অসিদ্ধো চ যুদ্ধাদিকর্মস্থ জ্য়াদিসিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমচিত্তঃ কর্ম্ম এব কৃদ্ধা অপি জ্ঞাননিষ্ঠাং বিনা অপি ন নিবধ্যতে, ন সংসারং প্রতি-পঞ্জতে ॥১২॥

আত্মনিষয়জ্ঞানাবস্থিতমনস্থেন নিগততদিতরসঙ্গস্থ তত এন নিখিলপরিগ্রন্থনিমু ক্তিস্থ উক্তলক্ষণমজ্ঞাদিকর্মনির ব্রয়ে বর্তমানস্থা-পুরুষস্থ বন্ধহৈতুস্তুতং প্রাচীনং কর্ম সমগ্রং প্রনিলীয়তে দ্বি

যিনি বিনা চেষ্টায় আগত কেবল শরীর ধারণের উপযোগী বস্তু প্রাপ্ত হইয়াই সস্তুষ্ট পাকেন, দ্বনাতীত অর্থাৎ, সাধন অবস্থায় সিদ্ধিলাভ না হওয়া পর্যন্ত স্থুও ছু:খু শীত উষ্ণ প্রভৃতি দ্বন্দ অবজনীয় জানিয়া তাহাদের সহ্থ করেন, যিনি বিমৎসর অর্থাৎ, নিজ কর্মকেই নিজ অনিষ্টেম্ম কারণ জানিয়া অপবের প্রতি মাৎসর্যপরায়ণ হন না এবং যিনি যুদ্ধ প্রভৃতি কার্যে জয়পরাজয়রূপ সিদ্ধিবা অসিদ্ধি উভয়ই তুল্য মনে করিয়া থাকেন; তিনি কর্ম করিলেও এবং জ্ঞান-যোগসাধন না করিলেও ভাঁচাকে সংসার-বন্ধনে বন্ধ হইতে হয় না॥২২॥

আত্মবিষয়ক জ্ঞানে মন মগ্ন থাকার জন্ম আত্মব্যতিরিক্ত যাবং (প্রাক্কত ভোগ্য) পদার্থে আসক্তিরচিত, এমনকি দেই আস-ক্রির মূল কারণ অনাদি বাসনা হইতেও বিনিম্ক্ত প্রুষেরা পৃর্বোপদিষ্টরূপে প্রাকৃত কাম্য বাসনা রহিত হইয়া (কেবল ভগবদারামনার জন্ম) সজ্ঞাদি কর্ম সম্পাদন করিয়া থাকেন। এই সকল প্রুষের সংসার-ক্রেরে হেতুভূত জন্ম-জনান্তরের সঞ্চিত প্রাচীন কর্ম সমাক্রেপে লয়প্রাপ্ত হয় — সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট হয়॥২৩॥

প্রকৃতিবিযুক্তাত্মস্বরূপানুসন্ধানযুক্ততয়া কর্মণো জ্ঞানাকারত্বম্ উক্তম্।
ইদানীং সর্বস্থা সপরিকরস্থা কর্মণঃ
পরব্রহ্মভূতপরমপুরুষাত্মকত্বামুসন্ধানযুক্ত হয়া জ্ঞানাকারত্বম্ আহ—

(কর্মণাগ সাধন কালে) প্রত্যেক
মর্মে দেহাদি প্রাক্বতবস্তু হইতে অতিরিক্ত
আত্মবস্তর (কর্মকর্তার) অক্সপ অনুসন্ধান
বা চিন্তন অন্তর্নিহিত আছে বলিয়া কর্মের
জ্ঞানাকারতা ইতিপুর্বে বর্ণিত হইয়াছে।
এখন, বিভিন্ন অক্সমহিত সমন্তর্কর্মই যে তগবদ্আরাধনারূপী, অতএব সমন্ত কর্মই যে পরব্রহ্মভূত পরমপুরুষাত্মকর্মপে অনুসন্ধান করা
কর্তব্য; এবং সেইজন্ম সর্বকর্মই যে জ্ঞানাকার তাহা (প্রকারান্তরে) বলিতেছেন—

## ব্ৰহ্মাৰ্পণং ব্ৰহ্ম হবিত্ৰ হ্মাণ্গো ব্ৰহ্মণা হুতম্। ব্ৰক্ষৈব তেন গন্তব্যং ব্ৰহ্মকৰ্ম সমাধিনা ॥২৪॥

সরলার্থ-

পূর্ব পঞ্চ শ্লোকে আজ্জ্ঞানামুসন্ধানে পূর্ণ বলিয়া, কর্মবোগ জ্ঞানাকারক্সপে প্রতিপন্ন হইরাছে। এই শ্লোকে সমস্ত কর্ম ই এবং ক্মের বিভিন্ন অঙ্গও ব্রহ্মাত্মক, অতএব কর্ম ব্রহ্মাত্মকত্বযুক্ত বলিয়া অভ্যপ্রকারেও যে জ্ঞানাকার তাহাই বলিতেছেন)।

যজের 'ফ্রক্' 'সব' প্রভৃতি অর্পণ পাত্র, হবনীয় তিল, বৃত প্রভৃতি হোমাগ্নিতে অর্পনীয় নৈবেছ, যজ্ঞকর্তা বা যজ্ঞমান যাহাতে হবনীয় দ্বারের আহুতি দেওয়া হয় যজ্ঞের সেই অগ্নি— যজ্ঞরপ কমের এই প্রত্যেক অঙ্গগুলি ব্রহ্মাত্মক, অত্তব যজ্ঞরূপ সমগ্র কম টিও ব্রহ্মাত্মক বলিয়া যিনি অত্মহান করেন, তিনি ব্রহ্মাত্মক বা ব্রহ্মভূত আত্মস্করপ লাভ করিয়া থাকেন। এন্থলে যজ্ঞকম একটা উপলক্ষ মাত্র — ইহার হারা সমস্ত কম ই হে ব্রহ্মাত্মক বা ব্রহ্মময় তাহাই বলিতেছেন। প্রত্যেক কমে ই ব্রহ্মাত্মকভ্রমপ জ্ঞানাকারতা অত্মহান হারা নৈক্ম ক্রিপ জ্ঞানিযোগসাধন বিনাও যে আত্মাবলোকন সাধিত হয়, তাহাই বলিতেছেন)॥ ৪॥

রামান্তজভাষ্য—

হবি: বিশেষ্যতে ; অপ্য তৈ অনেন ইতি অর্পণং শ্রুগাদি, তদ্ ব্রহ্মকার্য-যস্ত হবিষঃ ত্বাদ্ ব্ৰহ্ম, ব্ৰহ্ম অৰ্পণং তদ্ ব্ৰহ্মাপণ্ম্ ব্ৰশ र्विः স্বয়ং চ ব্রন্মভূতং ব্রনায়ো বন্ধভূতে অগ্নো বন্ধণা কর্ত্রা হত্য; ইতি সৰ্বং কৰ্ম ব্ৰহ্মাত্মকত্বাদ্ ব্ৰহ্ম-ময়ম্ ইতি যঃ সমাধতে, স ব্ৰহ্মকৰ্ম-मगांशिः। তেন ব্ৰহ্মকর্মসমাধিনা ব্ৰহ্ম এব গস্বাম্। ব্ৰশাত্মকত্য়া ব্ৰশ-ভুত্ৰ আত্মস্বরূপং গন্তব্যম্ ।

#### বঙ্গান্তুবাদ—

'ব্রহ্মার্পণং' শব্দ 'হবিঃ' শব্দের বিশেষণ অর্থাৎ যে হবির অর্পণ (পাত্র) ব্রহ্ম তাহাই 'ব্রহ্মার্পণ'। যে সকল পাত্রেরদারা যজ্ঞের হ্বন সামগ্রা যজাগ্নিতে আহতি দেওয়া হয় সেই শ্ৰুক্ প্ৰভৃতি পাত্ৰকে 'অৰ্পণ' বলা হইতেছে। এই পাত্র ব্রেরই কার্য্যরূপী ( यखा नि बन्ना अभी कार्या ज वन ) वनिश्रा ব্ৰমাত্মক বা ব্ৰহ্ম। (তিল, দ্বত, ধাঞাদি যেসকল বস্তু যজ্ঞের হোমে আহুতি দেওয়া হয়) সেই হবি ও স্বয়ং ব্রহ্মভূত, এই হবি বা খাহুতি ভ্রমণা ভ্রমরূপ কর্তারম্বারা ব্রসাংগ্লী ব্রসভূত বা ব্রস্তরপী যজাগ্লিতে নিক্সিপ্ত হইয়াছে। এইপ্রকার অঙ্গসহিত) ব্রহ্মাত্মক বলিয়া (বিভিন্ন ব্ৰহ্মময়—এইরূপ যিনি সমাধান করেন বা অমুসন্ধানদারা নিশ্চয় করেন তিনি 'ব্রন্ধান কর্মসাধি' অর্থাৎ 'কর্মব্রহ্মাত্মক অহুসন্ধান-এই 'व्यक्त कर्ममगाधि' श्रुक्र एवत কারী'। গন্তব্যস্থান বা প্রাপ্যবন্তও বন্ধই। অর্থাৎ মুমুকুণাং ক্রিয়মাণং কর্ম পরভক্ষাত্মকম্ এব ইত্যকুসন্ধানমুক্ততয়া
ভ্যানাকারং সাক্ষাদাত্মাবলোকনসাধনম্, ন ভ্যাননিষ্ঠাব্যবধানেন
ইত্যর্থঃ ॥২৪॥

স্বরূপতঃ পরংব্রহ্মাত্মক বা পরংব্রহ্মভূত দেই আত্মবস্তুই তিনি প্রাপ্ত হন। তাৎপর্য্য এই যে—মুক্তিকামী পুরুষের সমস্ত ক্রিয়মান কর্মই পরব্রহ্মাত্মক এই অহুসন্ধানযুক্ত বলিয়া সকল কর্মই জ্ঞানাকার; এবং এইরূপ জ্ঞানাকার ভাবনাযুক্ত কর্মই (কর্মযোগই) আত্মা সাক্ষাৎকারের সাধন বা উপায়স্বরূপ—কিন্তু এই ভাবনাবিহীন কর্ম উপায় নহে ॥২৪॥

এবং কর্মণো জ্ঞানাকারতাং প্রতিপান্ত কর্মযোগভেদান্ আহ—

ইতিপূর্বে কমের জ্ঞানাকারতা প্রতিপাদন করিয়া এখন কম যোগের বিবিধ ভেদ বলি-তেছেন-

দৈবমেবাপরে যজ্ঞং যোগিনঃ পযু পাসতে। ব্রহ্মাগ্নাবপরে যজ্ঞং যজেনৈবোপজুহ্বতি॥ ২৫॥

সরলার্থ—

পূর্বাবধি কমের জ্ঞানাকারতা প্রতিপাদন করিয়া এখন কর্মযোগের বিবিধ ভেদ বলিতেছেন—

কোন কোন কম যোগী ইন্দ্রাদি দেবতার আরাধনায় নিষ্ঠাবান থাকেন। অতএব তাঁহারা তত্তৎ দ্বেতার অর্চনারূপ যজের সম্যক্ অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন॥২৫॥

: রামানুজভাগ্য

দৈবং দেবার্চনরপং যজ্ঞম্ অপরে
কর্মযোগিনঃ পর্যুপাদতে সেবন্তে;
তত্ত্র এব নিষ্ঠাং কুবন্তি ইত্যর্থঃ।
অপরে ব্রহ্মাগ্লৌ যজ্ঞং যজ্ঞেন এব
উপজ্জাতি যজ্ঞং যজ্ঞরপং ব্রহ্মাত্মকন্ম্ আজ্যাদিদ্রব্যং যজ্ঞেন যজ্ঞসাধনসাধনভূতেন ক্রমণাদিনা জুহ্বতি।

#### বঙ্গান্তবাদ—

কোনও কোনও কন যোগী দেব সম্বনীয়
—দেবার্চ্চনারূপ যজ্ঞের সম্যক্ অমুষ্ঠানম্বারা
উপাসনা সেবা করিয়া থাকেন, অর্থাৎ এই
দেবার্চ্চনারূপ যজ্ঞেই তাহারা নিষ্ঠাবান।
কোন কোন কর্মযোগীরা আবার ব্রহ্মরূপ
অগ্নিতে যজ্ঞমারাই যজ্ঞের হবন করিয়া
থাকেন — অর্থাৎ, যজ্ঞস্বরূপ ব্রহ্মাত্মক
ব্রতাদি দ্রব্য যজ্ঞসাধনরূপ শ্রুক্ প্রভৃতি
পাত্রের ম্বারা (যজ্ঞাগ্লিতে নিক্ষেপ করিয়া)
হোম করিয়া থাকেন। এই শ্লোকে 'যজ্ঞ'

অত্র যজ্ঞশব্দে। হবিঃক্রগাদিযজ্ঞ-

সাধনে বৰ্ততে। ত্রনার্পণং ত্রন্ধ

হবিঃ ইতি ভায়েন যাগহোময়ো-

निष्ठाः कूर्वन्ति ॥२०॥

শক্ষ ন্বত তিল প্রভৃতি হবনীয় ক্ষব্য বা হবি
অর্থে এবং ক্রগ্ প্রভৃতি যজ্ঞসাধক ক্ষব্যের
অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। এই বাক্যের
তাৎপর্য:এই যে, 'ব্রহ্মাপণিং ব্রহ্ম হবিঃ'
এই বাক্যে পূর্বোক্ত ক্সায় অমুসারে কর্মযোগীদের মধ্যে কেহ বা যজ্ঞনিষ্ঠ কেহ বা
হোমনিষ্ঠ থাকেন। ('যজ্ঞ' শক্ষে যজ্ঞনিষ্ঠ
এবং 'জুহবতি' শক্ষে হোমনিষ্ঠ ক্ষিত
হইয়াছে ॥২৫॥

## শ্বোত্রাদীনীন্দ্রিয়াণ্যন্তে সংযমাগ্নিযু জুহ্বতি শব্দাদীন্ বিষয়ানতে ইন্দ্রিয়াগ্নিযু জুহ্বতি ॥২৬॥

সরলার্থ-

কোন কোন কম যোগী শ্রোত্রাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলিকে সংযমরূপ অগ্লিতে আহতি
দিয়া থাকেন অর্থাৎ চক্ষু প্রভৃতি জ্ঞানেন্দ্রিগুলির সংযম অভ্যাস করেন। আবার
কোন কোন কম যোগী রূপরসশব্দাদিগুণবিশিষ্ট ভোগ্যবিষয় ইন্দ্রিয়াগ্লিতে আহতি দেন,
অর্থাৎ, ভোগ্যবিষয়কে চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয় হইতে দূরে রাখেন অর্থাৎ, আনিচ্ছাসত্ত্বেও ভোগ্যবিষয় সন্নিকটবন্তী হইলেও ইন্দ্রিয়গণ তাহাতে লিপ্ত হন না ॥২৬॥

রামান্ত্জভাগ্য-

অত্যে শ্রোত্রাদীনান্ ইন্দ্রিয়াণাং সংযমনে প্রযতন্তে। শক্ষাদীন্ বিষয়ান্ অত্যে যোগিনঃ ইন্দ্রিয়াণাং শব্দাদি-বিষয়প্রবণতানিবারণে প্রযতন্তে ॥২৬॥ বঙ্গান্তুবাদ —

অন্ত কর্মযোগীরা চক্ষ্ প্রভৃতি জ্ঞানেন্রিয়ের সংযম (জ্ঞানেন্রিয়ের দমনরূপ মনঃসংযম) অভ্যাস করেন ৷ আবার অন্ত যোগীরা রূপ রস শব্দ গুণবিশিষ্ট ভোগ্যবিষয়ে প্রবণতা নিবারণরূপ ইন্রিয়-সংযম
অভ্যাস করেন ॥২৬॥

## সবাণীব্রুয়কর্মাণি প্রাণকর্মাণি চাপরে। আত্মসংযমযোগাগ্নে জুহ্বতি জ্ঞানদীপিতে ॥২৭॥

সরলার্থ -

অপর কম যোগীরা আবার আত্মজ্ঞানবিশিষ্ট সংঘত মনের ছারা গমন গ্রহণাদি কমে ক্রিয়ের সমস্ত ব্যাপার এবং শ্বাস প্রশ্বাস প্রভৃতি প্রাণাদি পঞ্চবায়ুর সমস্ত কার্য ২১ নিয়মন করিতে যত্নবান হন, ইহার তাৎপর্য, অপরে আবার কর্মেন্ত্রিয়ের এবং খাস প্রখাসাদির সংয্যে প্রযত্ন করেন০১ ॥২৭॥

রামান্ত্রজভায্য—

অন্তে জ্ঞানদীপিতে মনঃসংয্যযোগাগ্নী
সর্বাণি ইন্দ্রিয়কর্মাণি প্রাণকর্মাণি চ জ্ব্বতি
- মনসা ইন্দ্রিয়প্রাণানাং কর্মপ্রবণতানিবারণে প্রয়তন্তে ইত্যর্থঃ ॥২৭॥

বঙ্গানুবাদ—

অন্ত কর্মবোগীরা আত্মন্তান দারা প্রদীপ্ত মনের সংযমরূপ অগ্নিতে সমস্ত ইন্দ্রির-ব্যাপারকে এবং প্রাণাদি বায়ুর ব্যাপারকে আহতি দেন। অর্থাৎ, জ্ঞানদীপ্ত মনের দারা ইন্দ্রিয়ের এবং প্রাণের কর্মপরায়ণভা নিবারণ করিতে প্রযুত্ব করেন॥২৭॥

## জব্যযজ্ঞান্তপোযজ্ঞা যোগযজ্ঞান্তথাপরে। স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞান্চ যতয়ঃ সংশিতব্রতাঃ॥২৮॥

সরলার্থ
দ্যুসম্বন্ধ এবং যত্নশীল কর্মযোগী পুরুষগণের মধ্যে কেছ কেছ ( ছারাজিত) দ্রুবাছার।
দ্যুসম্বন্ধ এবং যত্নশীল কর্মযোগী পুরুষগণের মধ্যে কেছ কেছ (ছারাজিত) দ্রুবাছার।
( অর্থছারা ) দান দেবপূজা হোম প্রভৃতি কর্ম করিয়া থাকেন। কেছ কেছ (পুণ্যতীর্থযোগ বা প্রাপ্তি)
পুণ্যতীর্থে বাস করিয়া থাকেন। আবার কেছ কেছ বেদাধ্যায়ন এবং বেদার্থ বিচারক্ষপ
জ্ঞানের অভ্যাস করিয়া থাকেন॥২৮॥

#### রামানুজভাষ্য—

কেচিৎ কর্মবোগিনো দ্রব্যজ্ঞাঃ,
দ্যায়তো দ্রব্যাণি আদায় দেবার্চনে
প্রযতন্তে, কেচিৎ চ দানেষু, কেচিৎ
চ যাগেষু, কেচিৎ চ হোমেষু, এতে
সর্বে দ্রব্যয়জ্ঞাঃ।

কেচিৎ তলোযজ্ঞাং, কুচ্ছু চান্দ্রায়ণোপ্রাসাদিষু নিষ্ঠাং কুর্বন্তি। যোগযজ্ঞাঃ
চ অপরে পুণ্যতীর্থে পুণ্যন্থানপ্রাপ্তিষু
নিষ্ঠাং কুর্বন্তি। ইহ যোগশব্দঃ
কর্মনিষ্ঠাভেদপ্রকরণাৎ তিষ্বিয়ঃ।

#### বঙ্গান্তবাদ-

কোন কোন কর্মানা দ্রব্যযজ্ঞের অহঠান করিয়া থাকেন। নায্য উপায়ে
অর্থোপার্জন করিয়া সেই অর্থে দেবতার
অর্ধনা, দান, যজ্ঞ, হোমের অহ্নঠান করিতে
প্রযত্ন করেন। ইহারা সকলেই দ্রব্যযজ্ঞকারী। কেহ কেহ তপঃযজ্ঞকারী ক্লম্ছ চাল্রায়ণ উপবাস প্রভৃতি শারীরিক ক্লেশরূপ তপস্থায় নিরত থাকেন। আবার
কেহ কেহ যোগযজ্ঞের অহ্নঠাতা — পুণ্যতীর্থ পুণস্থানে বাস করিতে যত্মবান হন।
এত্মলে বিভিন্ন কর্মনিষ্ঠার ভেদ বা প্রকার
বিবেচিত হইতেছে বলিয়া 'যোগ' শব্দ
তীর্থপ্রাপ্তি অর্থেই ব্যবস্থৃত হইয়াছে।

<sup>\*:—</sup> २७ এবং ২৭ শ্লোকে কর্মবোগীদের ইন্দ্রিয়সংযম অভ্যাসের ক্রম বর্ণিত হইয়াছে ( গীতা ২—৫৫—৫৮ শ্লোকের স্থায়) কেহ কেহ কর্মেন্দ্রিয়ের চেষ্টা'রূপ স্থাব্যাপার, গমনাদিরপ স্থাব্যাপার ভোগ্য-বিষয় হইতে (কূর্মাঙ্গের মত বলপূর্বক) সংযম অভ্যাস করেন, কেহ কেহ চক্ষুরাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সংযম অভ্যাস করেন, আবার অপরে আত্মজানামুসন্ধান দ্বারা মনঃসংযমের অভ্যাস করেন।

কেচিৎ স্বাধ্যায়পরাঃ স্বাধ্যায়াভ্যাস-পরাঃ, কেচিত্তদর্থজ্ঞানাভ্যাসপরাঃ যতমঃ যতনশীলাঃ, সংশিতব্রতাঃ দৃঢ়-সংকল্পাঃ ॥২৮॥ অপরে বেদাধ্যয়ন অভ্যাসে রত থাকেন, কেহ কেহ সেই অধীতবেদের অর্ধজ্ঞান লাভের অভ্যাস করেন। এই সকল পুরুষগণ 'যতী' অর্থাৎ যত্নশীল এবং 'সংশ্রিতব্রতা' অর্থাৎ দৃঢ়সংস্কল্পযুক্ত ॥২৮॥

অপানে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণেহপানং তথাপরে। প্রাণাপানগতী রুদ্ধা প্রাণায়ামপরায়ণাঃ ॥২৯॥ অপরে নিয়তাহারাঃ প্রাণান্ প্রাণেষু জুহ্বতি। সর্বেহপ্যেতে যজ্ঞবিদো যজ্ঞক্ষপিতকল্মষাঃ॥৩০॥

সরলার্থ-

অতঃপর দেড়টী শ্লোকে পুরক রেচক কুম্ভকাদি বিবিধ প্রাণায়ামন্ধপ কর্ম যোগের কথা বলিয়া শেষের অন্ধশ্লোকে পূর্বোক্ত দ্রব্যয়জ্ঞ হইতে প্রাণায়াম পর্যান্ত দাদশপ্রকার কর্ম যোগের ফল কি তাহা বলিতেছেন —

পরিমিত ভোজী প্রাণায়াম-পরায়ণ পুরুষদের মধ্যে কেছ কেছ অপানবায়ুতে প্রাণবায়ু মিশাইয়া 'পুরক' করেন কেছ কেছ প্রাণবায়ুতে অপানবায়ু মিশাইয়া 'রেচক' করেন। আবার কোন কোন কম য়োগী প্রাণবায়ুর উদ্ধাণতি এবং অপানবায়ুর অধাগতি নিরোধ পুর্বেক 'কুন্তক' রূপ প্রাণায়াম করিয়া থাকেন। দ্রবায়্য়র ভাষায়াম পর্যাস্ত সমস্ত কম য়োগনিষ্ঠ পুরুষেরা সকলেই যজ্ঞবিদ্। এই সকল যজ্ঞদারা ভাষাদের

সমস্ত পাপ বিনষ্ট হইয়া:যায় ॥২৯, ৩০॥

রামান্তজভাষ্য—

অপরে কর্মযোগিনঃ প্রাণায়ানেষু
নিষ্ঠাং কুবন্তি। তে চ ত্রিবিধাঃ
পুরকরেচককুন্তকভেদেন। অপানে
জ্লতি প্রাণম্ ইতি পূরকঃ, প্রাণে
অপানম্ ইতি রেচকঃ, প্রাণাপানগতী
কদ্ধা প্রাণান্ প্রাণেষু জ্লতি ইতি
কুন্তকঃ। প্রাণায়ামপরেষু ত্রিষু
অপি অনুষ্জ্যতে নিষ্তাহারা ইতি।

বঙ্গান্তুবাদ—

অন্তর্কাযোগীরা বিবিধ প্রাণায়ামে
নিঠাবান। সেই প্রাণায়াম প্রক, রেচক,
কুন্তক ভেদে তিনপ্রকার। অপানবায়ুতে
প্রাণবায়ুর আহুতি বাট্ট একীকরণের নাম
'পুরক',প্রাণবায়ুতে অপানবায়ু একীকরণ
'রেচক', প্রাণবায়ুর উর্দ্ধগতি এবং অপানবায়ুর অধোগতি নিরোধর্মপ সমন্ত প্রাণবায়
ও সমন্ত অপানবায়ুর একীকরণের নাম
'কৃন্তক'। এই ত্রিবিধ প্রাণায়ামপবায়ণ
প্রাধেরা সকলেই পরিমিত ভোজী। দ্বা-

জব্যযজ্ঞপ্রভৃতিপ্রাণায়ামপর্যন্তেমু
কর্মযোগভেদেমু স্বসমীহিতেমু প্রবৃত্তা
এতে সর্বে 'সহযহজ্ঞ: প্রজা: স্ট্রা'(৩)১০)
ইতি অভিহিতমহাযজ্ঞপূর্বকনিত্যনৈমিত্তিককর্মরপযজ্ঞবিদঃ, তন্নিষ্ঠাঃ,
তত এব ক্ষপিতকল্মযাঃ ॥২৯-৩০॥

যজ্ঞ হইতে প্রাণায়াম পর্যন্ত বিভিন্নরূপ
নিজ নিজ কর্মযোগে প্রবুত্ত কর্মযোগীগণ
'সকলেই যজ্ঞসমূহের সহিত প্রজা স্থাষ্টি
করিয়া' (গীতা—৩।১০), এইপ্রকার পূর্বোক্ত
উপদেশামুযায়ী মহাযজ্ঞ সহিত নিত্যনৈমিত্তিক
কর্মরূপ যজ্ঞের যথার্থনেতা এবং এই নিত্যনৈমিত্তিক কর্মরূপ যজ্ঞে নিষ্ঠাবান; সেইজ্ঞ্য
তাঁহাদের সমস্ত পাপ বিনপ্ত হইয়া যায়॥

२३,७०॥

যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজো যান্তি ব্ৰহ্ম সনাতনম্। নায়ং লোকোহস্ত্যযজ্ঞস্য কুতোহন্তঃ কুরুসত্তম॥৩১॥

সরলার্থ-

( এই শ্লোকের পূর্বাদ্ধ পূর্বশ্লোকের সহিত অমিত বা সম্বন্ধযুক্ত )।

যাঁহারা যজ্ঞাবশিষ্ট অমৃতরূপী অনাদি প্রসাদ ভোজন করিয়া জীবন ধারণ করেন, তাঁহারা সনাতন ব্রহ্মভূত (প্রমন্ত্রহাত্মক) আত্মবস্ত প্রাপ্ত হন। হে কুরুসন্তম যাহারা নিতানৈমিন্তিক কমারূপ যজ্ঞ পরিত্যাগ করেন তাহাদের ইহলোকেই ধ্যাহিকান ফিদ্দ হয় না, অত্ঞব খোক্ষপ্রাপ্তিরূপ প্রমপুর্ষার্থ কি প্রকারে ফিদ্দ হইতে পারে ৪ ॥৩১।

রামান্তজভায্য—

यक्तिशिम्हां का भारतिस्थाति । कूर्यस

এব কর্মধোগে ব্যাপৃতাঃ সনাতনং চ

बन्न गान्छ। व्यक्कण गरायकां निभूर्वक-

নিত্যনৈমিত্তিককর্ম্রহিতস্থ ন অয়ংষ্ট্র

লোকঃ ন প্রাকৃতলোকঃ প্রাকৃত-

বঙ্গান্তুবাদ—

যজ্ঞাবশিষ্ট অমৃতস্বরূপ প্রসাদ (অনাদি)
ভোজন করিয়া বাঁহারা জীবনধারণ করেন
দেই কম যোগে ব্যাপৃত পুরুষেরাই সনাতন ব্রন্ধ (পরমব্রন্ধাত্মক ব্রন্ধ—জীবাত্মা)
প্রাপ্ত হন। (অভিপ্রায় এই যে, প্রাণায়াম
প্রভৃতি আত্মধাননিষ্ঠ পুরুষদেরও যজ্ঞাদি
কম অবশ্য কর্ত্বা, 'এব' শব্দে বুবাইতেছে
যে, এইরূপে জীবনধারণ আত্মাবলোকন
বিরোধী নহে উপরস্ক আত্মাবলোকনের
উপযোগীই নটে ) যজ্ঞাদি কম রিছিত গে
পুরুষ (কেবল প্রাণায়ামরূপ কম যোগনিষ্ঠ
বলিয়া) সামাত্মধর্ম ভূত নিত্যনৈমিত্তিক
কম পরিত্যাগ করিয়া থাকেন, সেই পুরুব্বের এই প্রাকৃতলোকও লাভ হয় না,

লোকসম্বন্ধিধর্মার্থকামাখ্যঃ পুরুযার্থঃ ন সিদ্ধ্যতি; কুতঃ ইতঃ অচঃ
মোক্ষাখ্যঃ পুরুষার্থঃ। পরমপুরুষার্থ
তয়া মোক্ষশু প্রস্তুতত্বাৎ তদিতরপুরুষার্থঃ 'ডায়ং লোকঃ' ইতি
নির্দিশ্যতে স হি প্রাক্কতঃ॥৩১॥

অর্থাৎ তাহার ইহলোকে ধর্ম অর্থ ও কামরূপী পুরুষার্থ ই (প্রার্থনীয় বস্তু) লাভ
হয় না, অতএব তাহার মোক্ষর্রপ পরম
পুরুষার্থ কিপ্রকারে লাভ হইতে পারে ?
শাস্ত্রে 'মোক্ষফলটি' পরমপুরুষার্থ বলিয়া
কীতিত হইরাছে। অতএব তদ্যতিরিক্ত
অন্ত পুরুষার্থকে (জীবের কাম্যবস্তকে)
'অয়ং লোকঃ' এই বাক্যে নির্দেশ করা
হইরাছে, কারণ ধর্ম অর্থ ও কামরূপী
ঐহিক কাম্যবস্তমাত্রই প্রাক্ত ॥৩১॥

# এবং বছবিধা যজ্ঞা বিভতা ব্রহ্মণো মুখে। কর্মজান্ বিদ্ধি তান্ সর্বানেবং জ্ঞাত্বা বিমোক্ষ্যসে॥৩২॥

সরলার্থ—

(উপরোক্ত দাদশপ্রকার কর্ম যোগবিষয়ক উপদেশের উপসংহার করিতেছেন)।—
হে অজুন, এবদিধ বহুপ্রকার কর্ম যোগ আত্মসাঙ্গাংকারের উপায়রূপে বিস্তৃতরূপে
উপদিপ্ত হইল। নিত্যনৈমিন্তিকাদি কর্মের নিকাম অনুষ্ঠানের দারা সেই সমস্তপ্রকার
কর্ম যোগেরই উৎকর্ম সাধিত হয় তাহা জানিবে, (অহ্রহঃ এই নিজাম অনুষ্ঠানের দারা
ক্রমশঃ পাপক্ষয়জনিত সান্ত্রিকগুণের বুদ্ধি হইয়া প্রাণায়ামাদি সর্বপ্রকার কর্ম যোগেরই
উৎকর্ম সাধিত হয়)। কর্ম যোগকে এইপ্রকারে জানিয়া এবং তদম্প্রণ অনুষ্ঠান করিলে
সংসার হইতে তুমি মুক্তিলাভ করিবে ॥৩২॥

রামানুজভাষ্য—

এবং হি বহুপ্রকারাঃ কর্মবোগাঃ
রন্ধণো মুখে বিততাঃ আত্মমাথাত্ম্যাবাপ্তিসাধনতয়া স্থিতাঃ, তান্ উক্তলক্ষণানুক্তভেদান্ কর্মবোগান্ সর্বান্
কর্মজান্ বিদ্ধি। অহরহঃ অনুষ্ঠীয়মাননিত্যনৈমিত্তিককর্মানুষ্ঠানজান্
বিদ্ধি। এবং জ্ঞাত্বা যথোক্তপ্রকারেণ
অনুষ্ঠায় বিমোক্ষ্যসে ॥৩২॥

বঙ্গান্থবাদ—

এইরপ বহুপ্রকার কর্মবোগ ব্রন্ধের
মৃথে বিস্তৃত আছে, অর্থাৎ, আত্মস্বরূপ
মাক্ষাৎকারের উপায়রূপে অবস্থিত আছে।
পূর্বোক্ত লক্ষণমুক্ত : বিভিন্নপ্রকারের সমস্ত
কর্মবোগই কর্মজনিত বলিয়া জানিবে।
অর্থাৎ, প্রতিদিন ক্রিয়মান্ট্রিভাইনমিত্তিক
কর্মের অমুষ্ঠান দ্বারা উৎপন্ন বলিয়া
জানিবে। (নিত্যনৈমিত্তিক কর্মের নিদ্ধাম
অমুষ্ঠানের দ্বারা ক্রমশঃ পাপক্ষম হইয়া
সাত্ত্বিক গুণের বুদ্ধি এবং চিত্তগুদ্ধিদ্বারা
প্রাণায়ামাদি ়াস্বপ্রকার কর্মবোগেরই
উৎকর্ম সাধিত হয় )॥৩২॥

অন্তর্গতজ্ঞানতয়৷ কর্মণো জ্ঞানাকারত্বম্ উক্তম্; তত্ত অন্তর্গতজ্ঞানে
কক্ষণি জ্ঞানাংশস্থ এব প্রাধান্তম্
আহ—

(নিষ্কাম) কমের অন্তর্গত (আত্মবিষয়ক জ্ঞানচিন্তারূপ) জ্ঞান নিহিত আছে বলিয়া কমের জ্ঞানাকারতা কথিত হইয়াছে; এইরূপ জ্ঞানগভ (নিষ্কাম) কমে কমাংশ হইতে জ্ঞানাংশই যে শ্রেষ্ঠ তাহাই বলিতে-ছেন---

# শ্রেয়ান্ দ্ব্যময়াদ্ যজ্ঞাৎ জ্ঞানযজ্ঞঃ পরন্তপ। সর্বাং কর্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে ॥৩৩॥

সরলার্থ—
আত্মস্বরূপিটিন্তা (নিকাম) কর্ম বোগের অন্তর্গত বলিয়া কর্ম যোগ যে জ্ঞানাকার তাহা ইতিপুর্বে উক্ত হইয়াছে, এখন এই জ্ঞানগভ কর্ম যোগের এই জ্ঞানাংশই যে প্রধান অংশ তাহাই বলিতেছেন—

হে পরস্তপ, অর্জ্বন, কর্ম যোগে ক্রিয়াংশ এবং জ্ঞানাংশ এই ছুইপ্রকার অংশ আছে।
তন্মধ্যে দ্ব্যসংগ্রহাদি ক্রিয়াপ্রচ্র কর্মাংশ হইতে বেদার্থ অভ্যাসাদি শাস্তজ্ঞান এবং
আত্মিন্তিরারপ জ্ঞানাংশই শ্রেষ্ঠ। হে পার্থ। যথার্থভাবে অন্তিত সর্বপ্রকার কর্মাংশ
(ক্রেন্শ: পাপক্ষয় এবং চিত্তশুদ্ধি করিয়া) আত্মস্বরূপজ্ঞানে (প্রাপ্রবৃত্ত আত্মনাক্ষাৎকারে)
পর্যবৃদ্ধিত হয়॥৩৩॥

রামানুজভাষ্য —

উভয়াকারে কর্মণি দ্রব্যময়াদ অংশাদ্ জ্ঞানময়: অংশঃ শ্রেয়ান্। সর্বস্থা কর্মণঃ তদিতরস্থা চ অখিলস্থা উপাদেরস্থা জ্ঞানে পরি-

তদ্ এবং সবৈঃ সাধনৈঃ প্রাপ্যভূতং জানং কর্মান্তর্গতত্বেন অভ্যস্ততে। তদ্ এব হি অভ্যস্তমানং দ্রক্রমেণ প্রাপ্যদশাং প্রতিপঞ্তে॥৩৩॥ বঙ্গান্তুবাদ—

দ্রাসংগ্রহ এবং আল্ল-জ্ঞানচিন্তারূপ উভয় অংশবিশিষ্ট (निष्ठाम) कर्मात ख्वा-गत्र जार्म इहेरान खानगत्र जार्महे ट्यार्थ। करगत দ্ৰ ব্যসংগ্ৰহাদি যাবৎ কেননা ( অনাসক্তি প্রভৃতি ) অহুষ্ঠান এবং তদতিরিক্ত অন্থ যাহা কিছু উপাদেয় বা উৎকृष्ठे जार्भ जार्छ छ९ममछहे পাপক্ষয় এবং চিত্তশুদ্ধি উৎপাদন করিয়া আত্মবিষয়জ্ঞানে পর্যবসিত হয় অথাৎ, আত্ম-বিষয়ক জ্ঞান উপলব্ধি করায়। তখন সাধক বিবিধপ্রকার সাধন দারা প্রাপ্য এই আয়-জ্ঞান যে (নিম্বাম) কমে রই অন্তর্গত তাহা বুঝিতে পারিয়া সেই আত্মজ্ঞানের চিন্তা এইরূপে আত্মচিন্ত। ष्य छात्र करत्न। অভ্যাস করিতে করিতে ক্রমে তিনি আত্ম-সাক্ষাৎকাররূপ সিদ্ধদশা লাভ করেন।।৩৩॥

# তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া। উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥৩৪॥

সরলার্থ—

এই প্রকার আত্মজ্ঞানের ত্বর্লভতা বলিতেছেন—

এই আত্মবিষয়ক জ্ঞান তুমি যথার্থ আত্মজ্ঞানীপুরুষের (গুরুর) নিকট শুশ্রাষার দারা তাঁহাকে সম্ভষ্ট করিয়া প্রশ্নের উপযুক্তকাল প্রতীক্ষা করিয়া সাষ্টান্ধ প্রণিপাতপূর্বক জিজ্ঞাস্করপে জিজ্ঞাস্থ বিষয়ে সর্বপ্রকার প্রশ্ন করিয়া জানিয়া লইবে। তোমার এই প্রকার শুশ্রাষা প্রণামাদিতে সম্ভষ্ট হইয়া তত্ত্বদশী জ্ঞানীপুরুষ (শুরু) তোমাকে এই আত্মবিষয়ক জ্ঞানের বিশদভাবে উপদেশ দিয়া প্রত্যক্ষবৎ প্রতিভাত করাইবেন ॥৩৪॥

#### রামামুজভাষ্য—

তদ্ আত্মবিষয়ং জ্ঞানম্ 'অবিনাদি তু তদ্ বিদ্ধি' (২।১৭) ইতি আরভ্য 'এষা তেহভিহিতা' (২।৩৯) ইত্যন্তেন ময়া উপদিষ্টম্ মন্ত্রক্তকম লি বর্তমানঃ ত্বং বিপাকামুগুলং কালে প্রাণিপাত-পরিপ্রশ্বাভিঃ বিশাদাকারং জ্ঞানিজ্যো বিদ্ধি।

সাক্ষাৎকৃতাত্মস্বরূপাঃ তু জ্ঞানিনঃ প্রাণিপাতাদিভিঃ সেনিতাঃ জ্ঞানবুজুৎ-সরা পরিতঃ পৃচ্ছতঃ তব আশর্ম আলক্ষ্য জ্ঞানম উপদেক্ষ্যন্তি ॥৩৪॥

## বঙ্গান্তবাদ---

'অবিনাশী তৃ তদিদ্ধি' হইতে আরম্ভ করিয়া 'এবা তেহভিহিতা সাঙ্খো' এই পর্যন্ত আত্মবিধয়ক জ্ঞানের উপদেশ আমি তোমায় দিয়াছি। মন্থপদিষ্ট এইরূপ (নির্দাম) কর্ম করিতে করিতে চিন্ত ক্রমশঃ শুদ্ধ হইতে থাকিলে তুমি প্রণাম, সেবাদির দারা সন্তুষ্টিসাধন করতঃ সেই সমন্ত বিষয় সর্বতোভাবে প্রশ্ন করিয়া জ্ঞানীপুরুষের (গুরুর) নিকট হইতে জ্ঞানিয়া লইবে।

প্রণিণাত ও সেবাদির দারা সন্তষ্ট হইয়া জ্ঞানীপুরুষগণ ঘাঁহারা আত্মসক্ষপের সাক্ষাৎ করিয়াছেন (যথার্থ আত্মসক্ষপজ্ঞ) তাঁহারা জ্ঞানলাভের আকাজ্ফায় তোমার এই সমস্ত প্রশ্নের আশা বা অভিপ্রায় সম্যক্রূপে জ্ঞাত হইয়া তোমাকে তদম্গুণ উপদেশ দিবেন ॥৩৪॥ আত্মযাথাত্ম্যবিষয়সাক্ষাৎকার**রপশু** লক্ষণম্ আহ— (উক্তপ্রকারে গুরুর নিকট হইতে পরিজ্ঞাত) আগস্বরূপের প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিষয় বলিতেছেন—

যজ জাত্বা ন পুনমে হিমেবং যাম্মসি পাগুব। যেন ভূতাশ্যশেষেণ জক্ষ্যম্মাত্মগ্যাম্ব

সরলার্থ---

হে পাণ্ডব, এই আত্মস্বরূপের বিষয় বিশদ জ্ঞানলাভ করিলে তুমি পুনরায় আর দেহাত্মবোধরূপ মোহ প্রাপ্ত হইবে না। আত্মস্বরূপের প্রত্যক্ষবৎ এইরূপ বিশদ জ্ঞানের দারা তুমি দেবমন্থ্যাদি জীবের শরীরস্থ সমস্ত আত্মবস্তুকে (প্রথমে) তোমার নিজ আত্মাতে সম্যক্রূপে দর্শন করিবে। তদনস্তর আমাতেও প্রত্যক্ষ করিবে। (প্রকৃতি বিমৃক্ত আত্মবস্তু জ্ঞানাকার হিসাবে স্বরূপতঃ সকল জীবের গ্রুমধ্যেই পরস্পর একই-প্রকার এবং পরমেশ্বরের সহিত্ত সমানাকার)॥৩৫॥

রামাত্বভাগ্য —

যদ্ জ্ঞানং জ্ঞাত্বা পুনঃ এবং দেহাত্বাত্মাভিনানরপং তৎকৃতং নমতাত্বাস্পদং চ গোহং ন যাস্ত্রদি, যেন
দেবমনুষ্যাত্বাকারেণ অননুসংহিতানি
সর্বাণি ভূতানি স্বাত্মনি এব দ্রুক্রানাং
প্রকৃতিবিযুক্তানাং জ্ঞানৈকাকারতয়া
সাম্যম্। প্রকৃতিসংসর্গদোষবিনিমুক্তিম্ আত্মস্করূপং সর্বং সমম্ ইতি
চ বক্ষ্যতে 'নিদেশিং হি সমং ব্রহ্ম'
(গীতা ৫০১৯) ইতি।

#### বঙ্গান্থবাদ—

(य छान अवगठ हहेल जूगि श्रनताश পুর্বের মত দেহ এবং দৈহিক বস্তুতে প্রহন্ধার এবং মমতা অভিমানরূপ অজ্ঞানতা বা মোহত্ব প্রাপ্ত হইবে না; যে জ্ঞানের দারা তুমি দেবসম্খ্যাদি জীবের দেহাভান্তর-স্থিত পৃথক্ পৃথক্ সমস্ত আত্মবস্ত নিজ আত্মাতেই দর্শন করিবে, কারণ তোমার এবং অন্তান্ত জীবের দেহবিমুক্ত সমস্ত আত্ম-বস্তুই জ্ঞানাকার বলিয়া স্বরূপতঃ স্মান; (परमयस रहें एक प्रक रहें ल मगल आध-अक्रिशेह रय जमान जाहा निर्द्धायः हि जमः (প্রকৃতি সংসর্গরূপ দোষর হিত मगछ जान्नवस्त्र छानाकात हिमारव मगान, অতএব ব্রহ্ম নামে কথিত হয়) এই বাক্যে গীতায় পরেও বলা হইবে।

অথো ময়ি সৰ্বাণি ভূতানি অশেযেণ দ্রুক্যসি, মৎস্বরূপসাম্যাৎ চ পরি-শুদ্ধস্ম সর্বস্থ আত্মবস্তনঃ। 'इनः সাধর্যমাগতাঃ' জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মুম (গীতা ১৪।২) ইতি হি বক্ষ্যতে। 'তথা বিদান্ পুণ্যপাপে বিধুয়, নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যুইপতি' (মুঃ উঃ তাচাৎ) ইত্যেবগাদিষু নামরূপবিনিমু ক্রিস্থ পরং স্বরপসাম্য্ আত্মবস্তুনঃ অবগন্যতে ; অতঃ প্রকৃতিবিনিমু ক্তং সর্বম্ আত্মবস্ত পরস্পরং সর্বেশ্বরেণ চ সমম্ ॥৩৫॥

তদনন্তর সমস্ত জীবগণকে আমার মধ্যে অশেষরূপে দর্শন করিবে; কারণ (দেহ-সম্বন্ধজনিত দোষবিমৃক্ত ) পরিশুদ্ধ সমস্ত আগ্রবস্তই স্বরূপত আমার সহিত স্থান আকারবিশিষ্ট (জ্ঞানাকার)। এই কথাই পুন-রায়'এই জ্ঞান লাভ করিয়া আমার সমান ধর্ম বিশিষ্ট হইয়াছে' আগে বলা হইবে। 'পুনরায় সেই সময় জ্ঞানবান পুরুষ পুণ্য ও পাপ উভয়ই বিনিমুক্ত হন এবং নিলিপ্ত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া প্রমপুরুষের সহিত रग' এইপ্রকার প্রাপ্ত শ্ৰত প্রভৃতি শাস্ত্রবচনাত্রসারে নাম এবং রূপ বিনিমুক্তি আত্মবস্তার পরমপুরুষের সমতালাভের কথা অবগত হওয়া যায়। অতএব দেহাদি প্রকৃতি বিনিমৃক্তি সমস্ত আত্মবস্তু পরস্পর সমান এবং সর্কেশ্বরের সহিতও সমান ॥৩৫॥

# অপি চেদসি পাপেভ্যঃ সর্বেভ্যঃ পাপকৃত্তমঃ। সর্বং জ্ঞানপ্লবেনৈব বৃজিনং সন্তরিষ্কাসি॥৩৬॥

## সরলার্থ—

উক্ত জ্ঞানের মাহাত্ম্য বলিতেছেন—

সমস্ত পাপীগণের মধ্যে তুমি যদি সর্বাপেক্ষা অধিক পাপীও হও তথাপি তুমি এই জ্ঞানরূপ নৌকার দ্বারা সেই পাপ-সমৃদ্র সম্যক্রূপে উত্তীর্ণ হইয়া যাইবে ॥৩৬॥

#### রামানুজভায্য—

যদি অপি সর্বেভ্যঃ পাপেভ্যঃ পাপক্তমঃ

অসি সর্বং পূর্বাজিভং বুজিন
রূপং সমুদ্ধেম্ আত্মবিষয়জ্ঞান
রূপথবেন এব সংভরিয়সি ॥৩৬॥

#### বঙ্গান্থবাদ—

যদি তৃমি সমস্ত পাপীদের অপেক্ষা
অধিক পাপও করিয়া থাক, তথাপি তৃমি
পূর্বাজিত সমস্ত পাপরূপ সমুদ্রও আত্মবিষয়ক জ্ঞানরূপী নৌকার দ্বারাই সম্যক্
উত্তীর্ণ হইয়া যাইবে ॥৩৬॥

# যথৈধাংসি সমিদ্ধোহগ্নিভিম্মসাৎ কুরুতেইজুন। জ্ঞানাগ্নিঃ সর্বকর্মাণি ভম্মসাৎ কুরুতে তথা ॥৩৭॥

সরলার্থ — হে অজ্জুন, প্রজ্ঞালিত অগ্নি থেমন ইন্ধনের কাঠগুলিকে ভত্মসাৎ করিয়া দেয়, সেইরূপ এই আত্মনিয়াক জ্ঞানরূপ অগ্নি অনারন্ধ সঞ্চিত এবং প্রারন্ধ যাবৎ পুণ্যপাপর্মপী ক্ম ভত্মীভূত অর্থাৎ বিনষ্ট করিয়া দেয় ॥৩৭॥

#### রামানুজভাষ্য—

সগ্যক্ প্রবৃদ্ধ গরিঃ ইন্ধনসমুচ্চরম্ ইব আত্মযাথাত্ম্যজ্ঞানরপঃ অগ্নিঃ জীবাত্মগতম্ অনাদিকালপ্রবৃত্তানেক-কর্মসঞ্চরং ভক্মীকরোতি ॥৩৭॥

### বঙ্গান্ত্বাদ—

পূর্ণ প্রজ্ঞলিত অগ্নি যেমন ইন্ধনর্মপী (জ্ঞালানি) কাঠসমূহকে ভঙ্গসাৎ করিয়া ফেলে, সেইরূপ আত্মস্বরূপের জ্ঞানরূপ অগ্নিও জীবের অনাদিকাল হইতে প্রবৃত্ত সমস্ত সঞ্চিত কর্মকে ভঙ্গীভূত করিয়া দেয় ॥৩৭॥

ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিছতে। তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি॥৩৮॥

#### সরলার্থ---

ইহজগতে আত্মন্বরূপবিষয়ক জ্ঞানের তুল্য শুদ্ধিকর বস্তু আর নাই। কর্ম যোগ অনুষ্ঠানের দ্বারা পুরুষ বহুকালপরে সিদ্ধিলাভপুর্ব্বক নির্মলান্তঃকরণ হইয়া আত্মবিষয়ক সেই পবিত্র জ্ঞান (জ্ঞানযোগাদি অন্ত সাধন বা উপদেশের অপেক্ষা না রাথিয়াই) আপনা আপনিই লাভ করিয়া থাকেন॥৩৮॥

### রামান্তজভাষ্য—

যশ্মাদ্ আত্মজ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রং
শুদ্ধিকরম্ ইহ জগতি বস্ত্বরুং
ন বিছতে, তস্মাদাত্মজ্ঞানং সর্বং পাপং
নাশয়তি ইত্যর্থঃ। তং তথাবিধং
জ্ঞানং যথোপদেশমহরহরনুস্ঠীয়মানং
জ্ঞানাকারকর্ম যোগেন সংদিদ্ধঃ কালেন
স্থাত্মনি স্বয়মেব লভতে ॥ ৩৮॥

#### বঙ্গান্তবাদ—

যেহেতু ইহজগতে আত্মজ্ঞানের তুল্য শুদ্ধিকর অক্সবস্তু আর নাই, সেজক্ত অত্মজ্ঞান সমস্ত পাপই বিনপ্ত করিতে সমর্থ হয়। যথোপদিষ্ট প্রকারে প্রতিদিন এইরূপ জ্ঞানাকারবিশিষ্ট কর্ম যোগের অন্তুষ্ঠানদারা সাধক সম্যকরূপে সিদ্ধিলাভ করিয়া (পরিশুদ্ধ অন্তঃকরণ হইয়া) যথাসময়ে এই আত্মবিষয়ক জ্ঞান আপনা আপনি লাভ করিয়া থাকেন॥৩৮॥ তদ্ এব স্পষ্টন্ আহ—

পূর্বোক্ত আত্মজ্ঞানলাতের সাধন এবং ফল স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন—

শ্রেদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতে শ্রিসঃ। জ্ঞানং লব্ধু। পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি ॥৩৯॥

সরলার্থ-

এই জ্ঞানলাভের সাধন বা উপায় এবং ফল স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন।

তত্তদুশী গুরুর উপদিষ্ট এই সকল বিনয়ে বিশ্বাসশালী পুরুষ সেই সকল উপদিষ্ট আত্মবিষয়কজ্ঞানে মন নিবিষ্ট করিয়া এবং তদ্বাতিরিক্ত সমস্ত প্রাক্তবস্ত হইতে ইন্দ্রিয়-গণকে সংযত করিয়া (প্রাকৃতবস্ত বিমূখ হইয়া) এই আন্দনিয়কজ্ঞান বিশদভাবে প্রত্যক্ষবৎ উপলব্ধি করেন। এইরূপ প্রত্যক্ষবৎ বিশদ জ্ঞানলাভ করিয়া তথন তিনি সত্বরই নোক্ষরণ অত্যন্ত নিবৃত্তি বা নির্বাণ প্রাপ্ত হন ॥৩৯॥

রামান্তজভায্য-

এবম্ উপদেশাদ্ জ্ঞানং লক্ষা চ छ्रेशिष्टे छ। नवुष्को अक्षावान् ७९ पतः তত্র এব নিয়সিভমলাঃ তদিতরবিষ-যাৎ সংযুক্ত নিয়ঃ অচিরেণ কালেন উক্তলক্ষণবিপাকদশাপন্নং ভাগং লভতে। তথাবিধং জ্ঞানং লকু। পরাং শান্তিম অচিরেণ অধিগচ্ছতি পরং নিৰ্বাণং প্রাপ্থোতি ॥৩৯॥

বঙ্গান্তবাদ—

(গুরুপদিষ্ট 'বিষয়ে বিশ্বাসশালী) ষে শ্রদাবান পুরুষ পুর্বোক্তরূপ উপদেশের দারা আস্বিষয়ক জ্ঞানলাভ করিয়া সেই জ্ঞানের বুদ্দির জন্ম তৎপর হইয়া সেই বিবয়েই করেন এবং তদ্যুতিরিক गतानिद्वभ প্রাকৃত বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়গণকে সংযত রাখেন (ইন্দ্রিমংযমী হন) তিনি শীঘই নিদ্ধানতা. প্রাপ্ত ইয়া পুর্বোক্তলক্ষণযুক্ত আত্মজ্ঞান লাভ করেন। এইরূপ জ্ঞানলাভ করিলে তিনি শীঘ্র পর্ম শান্তির স্থানে উপগত হন অর্থাৎ নোক্ষর্রাপ পর্ম নির্বাণ লাভ করেন ॥৩৯॥

অজ্ঞকাশ্রদ্ধানক সংশয়াত্মা বিনশ্যতি। লায়ং লোকোহন্তি ল পরে। ল স্থুখং সংশয়াল্মনঃ ॥৪०॥

সরলার্থ-

(ইতিপুর্বে জ্ঞানাধিকারীর কথা বলিয়া এখন তদিপরীত অধিকারীর কথা

বলিতেছেন) >

গুরুপদিষ্ট জ্ঞানবিহীন, ঐ জ্ঞানে শ্রদাবিহীন এবং গুরুপদিষ্ট অর্থ বথার্থ কিনা এইরপ সন্দেহযুক্ত পুরুষ বিনষ্ট হয়। কারণ এইরপ সংশয়যুক্ত পুরুষের ইহলোক পরলোক বা মোক্ষরপ স্থ কিছুই থাকে না ॥৪০॥

রামান্তজভায্য—

অজ্ঞ: এবম্ উপদেশলক্ষজানর হিতঃ
উপদিষ্টজানবৃদ্ধ্যপায়ে চ অশ্রদ্ধানঃ
অত্বরমাণঃ উপদিষ্টে চ জ্ঞানে সংশয়াদ্ধা
সংশয়িতমনা বিনশুতি, নষ্টো ভবতি।
অস্মিন্ উপদিষ্টে আত্মযাথাত্ম্যবিষয়ে
জ্ঞানে সংশয়াদ্ধনঃ অয়ম্ অপি প্রাক্তত-লোকোন অন্তি, ন চ পরঃ, ধর্মার্থকান্দাদিপুরুষার্থঃ চ ন সিদ্ধ্যন্তি, কুতো
মোক্ষ ইত্যর্থঃ।

শান্ত্রীয়কর্ম সিদ্ধিরপত্বাৎ সর্বেষাং
পুরুষার্থানাং শান্ত্রীয়কর্ম জন্যসিদ্ধেঃ
চ দেহাতিরিক্তাত্মনিশ্চয়পূর্বকত্বাৎ;
অতঃ প্রখলবভাগিত্বম্ আত্মনি
সংশয়াত্মনা ন সংভবতি ॥৪০॥

#### বঙ্গান্তবাদ—

যাহারা অজ্ঞ গুরুবর্ত্তক উপদিষ্ট উক্তব্ধপ আত্ম-জ্যানরহিত, যে উপায়ে এই উপদিষ্ঠ জ্ঞানের পরিপুষ্টি সাধিত হয় সে বিষয়ে শ্রদ্ধারহিত এবং এই উপদেশ যথার্থ কি না সে বিষয়ে সংশয়যুক্ত ভাহারা বিনষ্ট হইয়া যায়। উপদিষ্ট এইরূপ আলম্বরূপজ্ঞানে সংশয়াপন পুরুষের প্রাকৃত ইহলোকও নাই পর-লোকও नाई अर्था९ তाहारात भर्म अर्थ छ কামরূপ পুরুষার্থ কিছুই লাভ হয় না। অতএব তাহাদের পক্ষে মোক্ষলাভ কি প্রকারে সম্ভব ? (কিছুতেই সম্ভব নহে)। কেন না শাস্ত্রীয়কর্মে সিদ্ধিলাভ করিলে তবে गन्या धर्मार्थकागरगोक्षत्रभ यातः भूकवार्थ আবার লাভ করিয়া থাকে। কর্মের (নিদ্ধাসরূপ অমুষ্ঠানদারা) সিদ্ধিলাভ দেহাতিরিক আত্মস্বরূপ বিষয়ক-জ্ঞানে দুঢ়ভা থাকিলে তবে সম্ভব হয়। অতএব আত্মবিষয়ক জ্ঞানে সংশ্যবুক্ত পুরুষের পক্ষে কণামাত্র স্থেরও ভাগী হওয়া মন্তব নয় ॥৪০॥

# যোগসংগ্রস্তকর্মাণং জ্ঞানসংচ্ছিন্নসংশয়ম্। আত্মবন্তং ন কর্মাণি নিবপ্পত্তি ধনঞ্জয় ॥৪১॥

সরলার্থ

কর্মবানীর কর্মের তিন্টী লক্ষণ—কর্তৃত্ব ফল ও আসক্তির বর্জন, আত্মশ্বরপের অনুসন্ধান এবং পরমেশ্বরে সর্বকর্ম অর্পণ। এইরপ জ্ঞানযুক্ত কর্মের অনুষ্ঠানকর্তা কর্মবানী পুরুষ কর্ম করিয়াও প্রকৃতপক্ষে (কর্মফলদায়ী) কোন কর্ম করেন না। যিনি এইরপ ভাবনাযুক্ত জ্ঞানাকার কর্মের অনুষ্ঠাতা অতএব প্রকৃতপক্ষে কর্মত্যাণী, যিনি আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া সমস্ত সংশয় রহিত হইয়াছেন এইরপ আত্মজ্ঞানী পুরুষ এবং যিনি সমস্ত সংশয়রহিত হইয়া প্রশান্তচিত্ত হইয়াছেন হে অর্জ্ঞ্ন, এইপ্রকার গুণবিশিষ্ট পুরুষকে কোন কর্ম সংগারে নিবদ্ধ রাখিতে পারে না অর্থাৎ উক্তপ্রকার জ্ঞানাস্থ্যসন্ধানযুক্ত কর্মসংসার বন্ধনের কারণ হয় না ॥৪১॥

রামানুজভাষ্য—
যথোপদিষ্টবোবেশন সংক্রন্তকর্মাণং
জ্ঞানাকারভাপন্ধকর্মাণং যথোপদিষ্টেন
চ আত্মজ্ঞানেন আত্মনি সংছিলসংশ্রম্

দৃঢ়াবন্থিতমনসং বন্ধহেতুভূতপ্রাচীনা-নন্তকর্যাণি ন নিবধন্তি ॥৪১॥

গল স্থিলম্

#### বঙ্গান্থবাদ

উক্তপ্রকার উপদেশামুগুণ অনুষ্ঠিত কর্মযোগের দ্বারা যিনি কর্মকে সম্পূর্ণক্রপে ত্যাগ করিয়াছেন অর্থাৎ যিনি সর্বকর্মেই কতু ত্ব ফল ও আসক্তি বজন, এবং যিনি আত্মচিন্তন এবং সর্বেশ্বরে সর্বকর্ম অর্পণ এই লক্ষণত্রয়যুক্ত জ্ঞানাকাররূপ অহুসন্ধান कतिया कर्म करतन, এবং यिनि উপদिष्ट এই আত্মজ্ঞান উপলব্ধি করিয়া মনের সমস্ত সংশয় ছিন্ন করিয়াছেন এইরূপ আপবান্ উপদিষ্ট खारन पृष्ठिशामभानी এবং পুরুষকে সংগার-বন্ধনের কারণরূপী ( পুর্ব পূর্ব জনাজ্জিত ) অনন্ত প্রাচীন কর্ম আর সংসারবন্ধনের কারণ হয় না অর্থাৎ ভাঁহার সে সমস্ত কর্মই বিনষ্ট হইয়া যায় ॥৪১॥

# তশ্মাদজ্ঞানসম্ভূতং হৃৎস্থং জ্ঞানাসিনাত্মনঃ। ছিত্ত্বৈনং সংশয়ং যোগমাতিষ্ঠোতিষ্ঠ ভারত ॥৪২॥

উপদিষ্টার্থে

সরলার্থ

আন্নবন্তং

ণ্যপান (এইরূপে বিশদভাবে কর্মের জ্ঞানাকারতা প্রতিপন্ন করিয়া মেই উপদেশারুগুণ জ্ঞানা-কারিত। অনুসন্ধানপূর্বক যে কর্ম করা কর্ত্তব্য অধ্যায় শেষে তাহাই অর্জ্নকে বলিতেছেন।)

হে ভরতশ্রেষ্ঠ অর্জুন, উক্তপ্রকার জ্ঞানগর্ভ কর্মযোগের অম্প্রান বিনা পুরুষার্থ লাভ অত্যন্ত মৃক্র অতএব দেহাত্মবোধরূপ অজ্ঞানজনিত তোমার মনের পূর্বোক্ত আত্মবিষয়ক সন্দেহ মৃত্পদিষ্ঠ জ্ঞানদারা ছেদন করিয়া (সম্পূর্ণরূপে দ্র করিয়া) মৃত্ক্তপ্রকারে কর্মযোগের আচরণ করিতে থাক এবং এইরূপ ভাবনাযুক্ত হইয়া যুদ্ধরূপ কর্ত্বব্যকর্মের অমুষ্ঠান করিবার উদ্দেশ্যে উথিত হইয়া প্রস্তুত হও ॥৪২॥

#### রামান্তুজভাষ্য—

ত্মাদ্ অ**নাগ্য**জ্ঞানসংভূতং হুৎস্থ্য আত্মবিষয়ং সংশন্ধ ময়া উপদিষ্টেন আত্মজ্ঞানাদিনা ছিত্তা ময়া উপদিষ্টং কর্মযোগম্ আতিষ্ঠ তদর্থম্ উত্তিষ্ঠ ভারত ইতি ॥৪২॥

#### বঙ্গান্থবাদ

অতএব অনাদি অজ্ঞানজনিত হৃদমের এই আত্মবিষয়ক সংশয় মত্পদিষ্ট আত্মজ্ঞানরূপ খড়গদারা ছিন্ন করিয়া মত্পদিষ্ট প্রকার কর্মযোগের আচরণ কর এবং হে অর্জ্জুন সেই উদ্দেশ্যে উথিত হও॥৪২॥

॥ ইতি জ্ঞানযোগ নামক চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ॥

# পঞ্চম অধ্যায়

#### কর্মন্ত্রাস্থোগ

চতুর্থে অধ্যায়ে কর্মযোগস্থ জ্ঞানাকারতাপূর্বকস্বরূপভেদে। জ্ঞানাংশস্থ
চ প্রাধান্তর্য উক্তর্। জ্ঞানযোগাধিকারিণঃ অপি কর্মযোগস্থ অন্তর্গভাব্মজ্ঞানস্বাদ্ অপ্রমাদস্বাৎ স্থকরত্বাৎ
নিরপেক্ষত্বাদ্ জ্যায়স্বং ভৃতীয়ে এব
উক্তর্। ইদানীং কর্মযোগস্থ
আত্মপ্রাপ্তিসাধনত্বে জ্ঞাননিস্ঠায়াঃ
শৈষ্যাৎ কর্মযোগান্তর্গভাকত্ ত্বালুসন্ধানপ্রকারং চ প্রতিপাত্ত ত্ব্যুলং
জ্ঞানং চ পরিশোধ্যতে —

চতুর্থ অধ্যায়ে কর্মযোগের জ্ঞানাকারতা উপদেশ করিয়া, কর্মের যথার্থ স্বরূপ, এবং ( দ্রব্যযক্ত তপযজ্ঞ প্রভৃতি ) কর্মযোগের বিবিধ ভেদ এবং ( কর্মের মধ্যে জ্ঞানাংশ ও অনুষ্ঠানাংশের মধ্যে) জ্ঞানাংশেরই শ্রেফ্টতার বিষয় বলিয়াছেন। কর্মযোগ যে আল্পজ্ঞানসমন্বিত প্রমাদরহিত, সহজসাধ্য বলিয়া এবং (জ্ঞানযোগাদি) অক্সমাধনের অপেকাই রাখে না বলিয়া জ্ঞানযোগে অধিকারী পুরুষের পক্ষেও কর্মযোগই শ্রেষ্ঠ তাহা ভূতীয় অধ্যায়ে বলিয়াছেন। এখন এই অধ্যায়ে বলিভেছেন যে আলুসাক্ষাৎ-কর্মযোগ জ্ঞানযোগ कारतत माधनक्राप শীঘ্র ফলদায়ী। তদনন্তর কর্মবোগের অন্তর্গত (পুর্বোক্ত) অকভৃ ছ অনুসন্ধানের প্রকার বা রীতি কি তাহা প্রতিপন্ন করিয়া যে জ্ঞান নিজের (আত্মার) অকত ত্ব অনুসন্ধানের মূল কারণরূপ সেই **छा**रनत नियंश বিশদ এবং বলিতেছেন।

ভার্জু ন উবাচ সংক্যাসং কর্মণাং কৃষ্ণ পুনর্যোগঞ্চ শংসসি। যচ্ছেনুয় এতয়োরেকং তল্পে ক্রহি স্থানিশ্চিতম্ ॥১॥

সরলার্থ

অর্জুন বলিলেন, হে ক্ষ্ণ 'নহি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহবিভাতে' + ১ ইত্যাদি বাক্যদারা একবার কর্মের সম্যক্ ত্যাগরূপ সন্যাসের প্রশংসা করিতেছ, আবার 'কর্মজ্ঞায়োহ্যকর্মণঃ' + ২ ইত্যাদি বাক্যের দারা কর্মযোগের প্রশংসা করিতেছ। এই দ্বী (বিরুদ্ধ) যোগসাধনের মধ্যে কোনটা শ্রেষ্ঠ (বেশী সহজ্ঞসাধ্য এবং শীঘ্র ফলদায়ক) সেটী যাহাতে আমার দৃঢ্ধারণা হয় সেইক্লপ আমায় বল ॥১॥

<sup>×</sup> ১—গীতা—৪০৮ × ২— " —০৮

## রামান্তজভায্য—

কর্মণাং সংস্থাসং জ্ঞানযোগং পুনঃ কর্মযোগং চ শংসি। এতদ্ উক্তং ভন্তি দিতীয়ে তাধ্যায়ে 'মুমুক্ষোঃ প্রথমং কর্মবোগ এব কার্যঃ, কর্ম-মুদিভান্তঃকরণক্যায়স্থ যোগেন জ্ঞানযোগেন আত্মদর্শনং কার্যম্' ইতি প্রতিপান্ত, পুনঃ তৃতীয়চতুর্থয়োঃ 'জানবোগাধিকারদশাম্ আপল্পস্থ অপি কৰ্মনিষ্ঠা এৰ জ্যায়সী; সা এব জ্ঞাননিষ্ঠানিরপেক্ষা তাত্ম-প্রাপ্ত্যেকসাধনম্' ইতি কর্মনিষ্ঠাং প্রশংসসি; ইতি। তত্ত এত্যোঃ জ্ঞানযোগকর্মযোগয়োঃ আত্মপ্রাপ্তি-এकः भोकर्या সাধনভাবে যদ্ শ্রেঃ শ্রেষ্ঠম্ ইতি শৈঘ্যাৎ চ স্থনিশ্চিতম্ তৎ মে ক্রছি॥১॥

#### বঙ্গান্থবাদ

তুমি একবার কর্মের সন্যাসরূপ জ্ঞান-र्यारभत अभःमा कतिया भूनताय कर्मर्यारभत প্রশংসা করিতেছ। অর্জুনের এই কথার তাৎপর্য এই যে—দিতীয় অধ্যায়ে প্রথমে কর্মথোগই মুমুক্সুপুরুষের কর্ত্তব্য। कर्भरयां व्यक्षेत्रात्व द्वाता यथन मरनत गालिक नष्टे इरेबा यात्र उथन खानरयारगत দারা আত্মদর্শন করা উচিত, প্রতিপন্ন করিয়া পুনরায় ভূতীয় এবং চতুর্থ व्यव्याद्य नित्यांक वहन द्वांता कर्यानिष्ठं वा कर्मः यादगद अभः मा कतियाद । ज्ञानस्यादग অধিকারী পুরুষের পক্ষেও কর্মনিষ্ঠাই শ্রেষ্ঠ, কারণ এই কর্মনিষ্ঠা জ্ঞাননিষ্ঠার সাধনের कानश्रकात जालका ना ताथियाहे निष्क-নিজেই সাধককে আত্মপ্রাপ্তি করাইতে मगर्थ। জ্ঞানযোগ এবং **অতএ**ব कर्मरयान এই ছुইটी সাধনের মধ্যে यেটी সহজে এবং শীঘ্র আত্মপ্রাপ্তি করাইতে সমর্থ অতএব নিশ্চয়ই শ্রেষ্ঠ সেইটী আমার वल ॥३॥

## <u> এভগবান্থবাচ</u>

সংখ্যাসঃ কর্ম্মযোগশ্চ নিঃশ্রেম্মনকরাবৃত্তী। তমোক্ত কর্মসংখ্যাসাৎ কর্মযোগ্যে বিশিষ্ণতে॥২॥

#### সরলার্থ

শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন।

জ্ঞানযোগ এবং কর্মযোগ উভয়ই শ্রেয়স্কর অর্থাৎ মোক্ষপ্রাপ্তি কারণ। কিন্ত জ্ঞানযোগ অপেক্ষা কর্মযোগই অধিকতর শ্রেয়স্কর ॥২॥ রামানুজভায্য—

সংস্থাসঃ জ্ঞানযোগঃ, কর্মযোগঃ চ জ্ঞানযোগশক্তস্থ অপি উভৌ নির-পেক্ষো নিঃশ্রেয়সকরো। তয়োঃ তু কর্মসংস্থাসাদ্ জ্ঞানযোগাৎ কর্মযোগঃ এব বিশিশ্যতে ॥২॥ বঙ্গান্ত্বাদ

জ্ঞানযোগ অভ্যাসে সমর্থ পুরুষের
পক্ষেও কর্মসন্ত্রাস অর্থাৎ জ্ঞানযোগ এবং
কর্মযোগ উভয়ই কেহ কাহারও অংশক্ষা
না রাথিয়া শ্বতস্ত্রভাবে পরম কল্যাণকারক।
তথাপি এই ছ্টীর মধ্যে কর্মসন্ত্রাসক্রপ
জ্ঞানযোগ অপেক্ষা কর্মযোগই শ্রেষ্ঠ। ॥২॥

জ্ঞেয়ঃ স নিত্যসন্ম্যাসী যো ন দেষ্টি ন কাজ্জাতি। নিৰ্দ্ধ দ্বো হি মহাবাহো স্থখং বন্ধাৎ প্ৰযুচ্যতে ॥৩॥

সরলার্থ

(কর্মযোগ কিজন্ম জ্ঞানযোগ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তাহা বলিতেছেন)

়েহ অর্জ্বন, যে পুরুষ কর্মযোগান্তর্গত আত্মাহ্মভবে তৃপ্ত থাকেন বলিয়া তদ্যতিরিক্ত কোনবিষয়ে (প্রাকৃতবিষয়ে) আকাজ্জা করেন না অথবা প্রাকৃতবস্ত লাভে বিদ্ন হইলে বিদ্নকারীর প্রতি দ্বেষ করেন না, অতএব যিনি স্থুখ ছংখ আকাজ্জা দ্বেষ, শীত উষ্ণ প্রভৃতি দ্বন্দ্ররহিত সেই পুরুষ (কর্মযোগ অনুষ্ঠান করিলেও) নিত্যসন্ত্র্যাসী বা জ্ঞাননিষ্ঠ বলিয়া অভিহিত (কথিত) হন। তিনি অক্লেশেই সংসার বন্ধন হইতে বিনিমূক্ত হন॥৩॥

রামানুজভাষ্য—

কুত ইত্যত আহ—

য়: কর্মযোগী তদস্তর্গতাত্মান্মভবতৃপ্তঃ তদ্ব্যতিরিক্তং কিমপি ন
কাজ্ফতি, তত এব কিমপি ন ছেটি,
তত এব দ্বসহঃ চ; স নিত্যসংস্থাসী
নিত্যজ্ঞাননিষ্ঠ ইতি জ্ঞেয়:। স হি
স্থকরকর্মযোগনিষ্ঠতয়া প্রথং বন্ধাৎ
প্রমূচ্যতে ॥৩॥

বঙ্গান্থবাদ

যে কর্মযোগী কর্মযোগের অন্তর্গত আত্মান্থভবে ভূপ্ত থাকেন এবং তদ্যতিরিক্ত অন্ত কোনও সাংসারিক বস্তুরই আকাজ্ফা-করেন না এবং সেইজন্ত ( বস্তুর অলাভে ) বিদ্নকারীর প্রতি কোনও দেষও করেন না, তিনি লাভ অলাভ জনিত স্থুখ ছঃখ, শীত উষ্ণ প্রভৃতি, সমস্ত দুন্দু সন্থু করিয়া থাকেন। এইরূপ দুন্দাতীত পুরুষকে নিত্যসন্মাসী বা নিত্যজ্ঞাননিষ্ঠ বলা হয়। তিনি সহজ্ঞাধ্য কর্মযোগের সাধানদারা অনাস্মানে সংসার-বন্ধন হইতে বিমৃক্ত হন ॥৩॥

জ্ঞানযোগকর্মবোগয়োঃ আত্ম-প্রাপ্তিসাধনভাবে অক্যোক্সনৈর-পেক্ষ্যম্ আহ—

আত্মলাভের সাধন হিসাবে জ্ঞানযোগ এবং কর্মযোগ যে কেহ কাহার অপেকা রাখে না (ত্বতন্ত্রভাবে উভয়েই আত্মপ্রাপ্তি করাইতে পারেন), তাহাই বলিতেছেন—

সাংখ্যবোগে পৃথগ্বালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ। একমপ্যান্থিতঃ সম্যগুভারোর্বিন্দতে ফলম্॥৪॥

সরলার্থ-

বাঁহারা কর্মযোগ এবং জ্ঞানযোগকে পৃথক্ পৃথক্ ফললাভের উপায় মনে করিয়া এই ছুইটি যোগসাধনকে পৃথক্ বলিয়া থাকেন তাঁহারা পণ্ডিত নহেন, অর্থাৎ তাঁহারা ইহাদের যথার্থ তত্ত্ব জ্ঞানেন না, তাঁহাদের বালক বলিলেই চলে। যেহেতু এই ছুটির মধ্যে যে কোনটির সাধন দারাই আ্থাবলোকনন্ধপ সম্পূর্ণ ফললাভ করা যায় ॥৪॥

রামান্তজভাষ্য -

জ্ঞানযোগকর্গবোগে ফলভেদাৎ
পৃথগ্ভূতো বে প্রবদন্তি তে বালাঃ
অনিস্পন্ধজ্ঞানাঃ; ন পণ্ডিতাঃ, ন ভু
ক্বৎস্পবিদঃ। কর্মযোগো জ্ঞানযোগম্
এব সাধ্য়তি, জ্ঞানযোগস্ত এক
ভাষ্মাবলোকনং সাধ্য়তি ইতি
ভয়োঃ ফলভেদেন পৃথক্ত্বং বদজ্ঞো
ন পণ্ডিতা ইত্যর্থঃ।

উভয়ো:, আত্মাবলোকনৈকফলয়োঃ একফলত্বেন একম্ অপি আস্থিতঃ তদ্ এব ফলং লভতে ॥৪॥

## বঙ্গান্তবাদ---

জ্ঞানযোগ এবং কর্মযোগকে বাঁহারা বিভিন্ন ফলের দাতার্মপে সাধন বলিয়া থাকেন তাঁহারা বালক জ্ঞানহীন, তাঁহারা পণ্ডিত নহেন—যথার্থ তত্ত্বজ্ঞ নহেন।

তাৎপর্য এই যে, বাঁহারা, কর্মষোগ (মন
নির্মল করাইরা) কেবল জ্ঞানযোগেরই
সাধক (পুরুষকে জ্ঞানযোগ সাধনের উপযুক্ত
করিয়া দেন) এবং কেবল জ্ঞানযোগই
আত্মদর্শনলাভের একমাত্র উপায় এইপ্রকার
উভয় যোগসাধনের ফল পৃথক বলিয়া
থাকেন, তাঁহারা পণ্ডিত নহেন। বিষহেতু
কর্মযোগ এবং জ্ঞানযোগ উভয়েই আত্মাবলোকনক্রপ একই ফলদানে সমর্থ বলিয়া
এই ছটির মধ্যে যে কোন একটি সাধনের
দ্বারাই আত্মদর্শনক্রপ একই ফল লাভ
হইয়া থাকে॥৪॥

# শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা – রামান্তজভায়

396

এভদ্ এব বির্ণোতি—

উক্তার্থ ই স্পষ্টরূপে বলিতেছেন —

যৎ সাংবৈখ্যঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্ যোগৈরপি গন্যতে। একং সাংখ্যং চ যোগং চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি॥ ৫॥

সরলার্থ--

জ্ঞানযোগের সাধকগণ যে আত্মসাক্ষাৎকাররূপ ফললাভ করেন কর্মযোগের সাধকগণ সেই একই ফল লাভ করেন। এইরূপ আত্মাবলোকনরূপ একই এक हे विनिश जातन जिनिहे সম্যক্দশী হিসাবে জ্ঞানযোগ এবং কর্মধোগকে যিনি পণ্ডিত ॥৫॥

রামান্ত্রজভাষ্য-

मारदेशः क्लाननिर्देशः यम् जासाय-লোকনরপফলং প্রাপ্যতে, তদ্ এব কর্মবেগানিষ্ঠেঃ অপি প্রাপ্যতে। ध्वयम् धककलाद्यन धकः देवकश्चिकः সাংখ্যং যোগং চ যঃ পশ্বতি, স পশ্বতি, স এব পণ্ডিত ইত্যর্থঃ॥ ৫॥

বঙ্গান্থবাদ-

সাংখ্যযোগীদিগের অর্থাৎ জ্ঞানযোগীদিগের আত্মসাক্ষাৎকাররূপ যে ফল লাভ হয় সেই ফলই কর্মােগীরাও লাভ করিয়া থাকেন। অতএব উভয়প্রকার যোগ-সাধকের একই ফলপ্রাপ্তির জন্ম, যিনি माःथा **এবং যোগকে देवक** ब्लिक क्राप्त (खान-(यांगरक कर्मर्यांग धदः कर्मर्यांगरक छान-যোগ বলিয়া কল্পনা করেন) একই কল্পনা করেন, তিনি যথার্থ তত্ত্বদর্শী, তিনিই পণ্ডিত ॥৫॥

ইয়ান্ বিশেষ ইত্যাহ—

কর্মথোগের এবং জ্ঞানখোগের কি প্রভেদ তাহা এক্ষণে বলিতেছেন--

সংগ্রাসম্ভ মহাবাহো তুঃখমাপ্ত মর্যোগতঃ। বোগযুক্তো মুনিত্র ন্ধা ন চিরেণাধিগচ্ছতি ॥৬॥

সরলার্থ-

দ্বিতীয় শ্লোকে 'কর্মযোগো বিশিয়তে' (কর্মযোগকে শ্রেষ্ঠ) বলিবার হেডু যে কি তাহাই দেখাইতেছেন--হে অজুন, কর্মযোগ ব্যতীত কেবল (কর্মন্ন্যাসপুর্বক আত্মচিন্তা-রূপ) জ্ঞানযোগেরসাধন হুঃসাধ্য। কিন্তু কর্মযোগের সাধক ( কর্মযোগের অলরপ) আত্মমননশীল মূনি হইয়া অচিরেই আত্মবস্তুর সাক্ষাৎলাভ করিয়া থাকেন ॥৬॥

## রামাত্রজভাষ্য—

সংকাসঃ জ্ঞানবোগঃ ভূ খবোগতঃ
কর্মবোগাদ্ খতে প্রাপ্ত মু ভ্রান্টঃ।
বোগবৃক্তঃ কর্মবোগাযুক্তঃ স্বর্ম এব

যুনি: আত্মননশীলঃ স্থখেন কর্মবোগং সাধয়িদ্ধা ন চিরেণ এব অল্পকালেন এব ব্রন্ম অধিগচ্ছতি, আত্মানং
প্রাপ্তোতি । জ্ঞানবোগযুক্তঃ জু

মহতা সুংখেন জ্ঞানবোগং সাধয়তি;

তুঃখসাধ্যভাদ্ ছুঃখপ্রাপ্যত্বাদ্ আত্মানং

চিরেণ প্রাপ্তোতি ইত্যর্কঃ ॥ ৬ ॥

#### বঙ্গাবানুদ—

অবোগপূর্বক অর্থাৎ কর্মবোগের অন্থঠান ব্যতীত সন্ধাস অর্থাৎ জ্ঞানবোগের
সাধন অসাধ্য । কর্মবোগরত পুরুবেরা
সভাবতঃই আত্মমননশীল মূনি— (কারণ
কর্মবোগের ইহা একটি বিশেব অঙ্গ)। সেই
কর্মবোগী মূনিরা অক্লেশে কর্মবোগের
সাধন করিয়া অবিলম্বে অল্পকালের মধ্যেই
ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন অর্থাৎ আত্মবস্তর সাক্ষাৎকার
করেন। জ্ঞানবোগনিষ্ঠ পুরুব কিন্ত অত্যক্ত
ক্লেশের সহিত জ্ঞানবোগের সাধনা করেন।
এইপ্রকার জ্ঞানঘোগ বহুক্টসাধ্য বলিয়া
এবং সাধনকালে বহু তৃঃথ ভোগ করিতে
হয় বলিয়া সাধক বহুকাল পরে আত্মদর্শন
লাভ করেন॥৬॥

# বোগযুক্তো বিশুদ্ধাত্ম। বিজিতাত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ। সর্বভূত।ত্মভূতাত্মা কুর্বব্লপি ন লিপ্যতে ॥৭॥

## স্বলার্থ—

কর্মযোগ কি জন্ম স্থাসাধ্য এবং শীঘ্র ফলদায়ী তাহাই বলিতেছেন—

কর্মবোগরত পুরুষ নিজের মন্ এবং ইন্দ্রিয়ণণকে সম্যক্ জয় করিয়া সর্বভূতের বা সর্বজীবের অন্তরভূত আলার সহিত নিজ দেহগত আলাকে অভিন্ন মনে করেন (সমস্ত আল্মবস্তুই জ্ঞানাকার বলিয়া পরস্পার সমান্ত)। এইরূপ পুরুষ কর্মানুষ্ঠান করিয়াও তাহাতে লিপ্ত হন না (সংসারবন্ধনের হেতু হন না)॥৭॥

#### ৰামানুজভাষ্য —

কর্মনোগযুক্তঃ তু শাস্ত্রীয়ে পরমপুরুষারাধনরূপে বিশুদ্ধে কর্মণি
বর্তমানঃ তেন বিশুদ্ধমনাঃ
বিজিতালা স্বাভ্যক্তে কর্মণি
ব্যাপ্তমনস্থেন স্থপেন বিজিতমনাঃ
তত এব জিতেন্দ্রিঃ; কতুর্ আত্মনো

## নঙ্গানুবাদ—

কর্মযোগী সাধক পরমপুরুষের আরাধনারূপ শাস্ত্রীয় বিশুদ্ধ কর্মের অসুষ্ঠানে
রত পাকেন। এইরূপ বিশুদ্ধ কর্মের দারা
নির্মলান্তঃকরণ এবং বিজিতাত্মা হন অর্থাৎ
নিজ অভ্যন্ত কাজে (বিমল) স্থুখ অমুভবের
জন্ম মন প্রাকৃত বিষয়ভোগে বিমুখ হয়;
এই হেতু তিনি-জিতেন্দ্রিয় হন। এইরূপ

যাথান্ম্যানুসন্ধাননিষ্ঠতয়া সর্বভ্তান্মভূতান্মা সর্বেষাং দেবাদিভূতানাম্ আত্মভূত আত্মা যস্ম অসো সর্বভূতাত্মভূতাত্মা ; আত্মযাথান্ম্যম্ অনুসন্দধানস্থ হি দেবাদীনাং স্বস্থ চ
একাকার আত্মা ; দেবাদিভেদানাং
প্রকৃতিপরিণামবিশেষরূপতয়া আত্মাকারত্বাসম্ভবাৎ।

প্রকৃতিবিযুক্তঃ সর্বত্র দেবাদিদেহেমুজ্ঞানৈকাকারতয়া সমানাকার
ইতি 'নির্দোবং হি সনং ব্রহ্ম'
(গীতা এ১৯) ইতি অনন্তরমেব
বক্ষ্যতে। স এবংজুতঃ কর্ম কুর্বন্
অপি অনাত্মনি আত্মাভিমানেন ন
লিপ্যতে ন সংবধ্যতে; অতঃ অচিরেণ
আত্মানম্ আপ্রোতি ইত্যর্থঃ॥ ৭॥

কর্মযোগী কর্মের প্রকৃত কর্ত্তা জীবাত্মার ব্থার্থ স্বরূপ অনুসন্ধানে নিয়ত নিমগ্ন বলিয়া ' সর্বভূতান্তরভূতান্না ' অর্থাৎ ভাঁহারা ভাবেন যে আত্মা দেবসমুয়াদি **मर्व**जीत्वत অন্তর্গত বা সর্বভূতের প্রত্যেক আন্নবস্তুর সহিত একাকার (জ্ঞানা-আলাই अग्रह কাররূপে দেব নহুষ্য প্রভৃতি জীবের বিভিন্ন শরীর (পঞ্ভূতালক) প্রকৃতির পরিণামরূপ। অতএব এই সকল বিভিন্ন দেহের আত্মা-কারত্ব অসম্ভব অর্থাৎ বিভিন্ন দেহ কখনও আত্মবস্ত হইতেই পারে না। দেবাদি সমস্ত দেহে প্রকৃতিবিনিমুক্তি সমস্ত আন্ধ-বস্তুজ্ঞানাকাব হিসাবে পরস্পর স্মান। 'ব্ৰন্ম বা সমস্ত আল্লবস্তুই নিৰ্দ্দোষ এবং मगान এই क्षाई পরে পরস্পর **ब्रिशकात कर्मत्याणी याव९ कर्म** इहेर्द ! করিয়াও (আলুস্করপজ্ঞানের জন্ম) অনাত্ম-বস্তুতে আলাভিমান করিয়া তাহাতে **লিপ্ত** হন না—তাহাতে বদ্ধও হন না; অতএব শীঘ্ৰই আগদৰ্শন লাভ কৰেন; ইহাই তাৎপর্য ॥৭॥

৮ হইতে ১৫ শ্লোকে কর্মধাণীদিগের অকভূ ভি অনুসন্ধানের প্রকার বা রীতি বর্ণনা করিতেছেন।

যতঃ সৌকর্যাৎ শৈল্যাচ্চ কর্ম-যোগ এব শ্রেয়ান্, অতঃ তদ-পেক্ষিতং শৃণু— কর্মযোগ স্থকর এবং শীঘ্র ফলপ্রদ বলিয়া যে শ্রেষ্ঠ তাহা বলা হইল। এই কর্মযোগের অপেক্ষিত কি তাহা এখন বলিতেছেন—

নৈব কিঞ্চিৎ করোগীতি যুক্তো মন্মেত তত্ত্ববিৎ। পশ্যন্ শৃথন্ স্পৃশন্ জিছন্নশ্ধন্ গচ্ছন্ স্বপন্ শ্বসন্ ॥৮॥

প্রলপন্ বিস্জন্ গৃহ্ন নিষ্ট্রিমিন্দ্রপি। ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থের বর্ত্ত ইতি ধার্য়ন্॥৯॥

#### সরলার্থ-

ইন্দ্রিরগণই কর্মে প্রব্নত্ত হয়, আত্মা হয় না — তাহাই এই তুই শ্লোকে বলিতেছেন— আত্মস্বরূপজ্ঞ উক্ত লক্ষণবিশিষ্ট কর্মনোগনিষ্ঠ পুরুষ রূপ রস শব্দ স্পর্শ এবং গন্ধযুক্ত বিষয় দর্শন, আত্মাদন, শ্রেবণ, স্পর্শন, আণ করিয়া এবং সম্ভাষণ, গ্রহণ, গমন, মল-মূত্র ত্যাগ, নিখাস-প্রখাস ক্রিয়া নেত্রোন্মীলন, নিমীলন (প্রাণের কার্য) করিয়া এই সকল কার্য চক্ষুকর্ণাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং বাক্ পাণি প্রভৃতি কর্মেন্দ্রিয়ের দারাই কত হয় এইপ্রকার দৃঢ় ধারণা করিয়া থাকেন এবং (অহংরূপী) আত্মবস্তু প্রকৃতপক্ষে নিদ্রিয় কোন কার্যই করে না এইপ্রকার অনুসন্ধান করেন ॥৮,১॥

#### রামান্তজভাগ্য-

এবম্ আত্মতত্বিং শ্রোত্রাদীনি
জ্ঞানেন্দ্রিয়ানি বাগাদীনি কর্মেন্দ্র য়ানি প্রাণাঃ চ স্থানিষ্ট্রের বর্ত্তর ইতি ধার্মন্ অনুসন্দর্ধানো ন অহং কিঞ্চিৎ করোমি ইতি মহেত। জ্ঞানৈক-স্থভাবস্থা মম. কর্মনুলেন্দ্রিয়প্রাণ-সম্বন্ধকৃত্রম্ উদ্দাং কর্তৃত্বম্, ন স্বরূপপ্রযুক্তম্, ইতি মহ্যেত ইত্যর্থঃ॥৮-৯॥

#### বঙ্গান্তবাদ---

উক্তপ্রকার আত্মস্বরূপজ পুরুষ চক্ষু, कर्ग প্রভৃতি জ্ঞানেন্দ্রিয়, এবং বাক্ আদি প্রাণ ইহারা কর্মেন্দ্রিয় এবং (রূপরসাদি, গমন গ্রহণাদি এবং নিখাস-প্রশ্বাসাদি) নিজ নিজ বিনয়ে অবস্থিত পাকে। এইপ্রকার দৃঢ় ধারণা করিয়া 'गाभि (याजनस्त्र) त्कान छ कर्ग है कति ना' वर्शा९ (म धरे এইরূপ অনুসন্ধান করে। অফুসন্ধান করে যে আমি (আত্মবস্তু) কেবল জ্ঞানস্বভাববিশিষ্ট দর্শনাদি সমস্ত ব্যাপারের কর্তৃত্ব আমার (জ্ঞানস্বভাব আত্মনস্তর) স্বাভাবিক বা স্বরূপত: নহে কিন্তু কর্মের হেতুভূত জ্ঞানেন্দ্রিয় কর্মেন্দ্রিয় এবং প্রাণের (অচিৎ বস্তুর) সহিত আমার ( চৈতন্তুযুক্ত আত্মবস্তুর ) সংযোগ বা সম্বন্ধের দারাই কৃত হয়॥৮,৯॥

# ব্রহ্মণ্যাধার কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ। লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রনিবাস্তসা ॥১০॥

#### সরলার্থ—

আত্মার এই অকভূত্বি অনুসন্ধানের ফল বলিতেছেন—

যিনি পুর্বশ্লোকোক্ত দর্শনাদি যাবৎকর্মের কর্তৃ ত্ব প্রকৃতিতেই (প্রাকৃত ইন্দ্রিষদমূহে )
আরোপ করিয়া এবং নিজ কর্তৃত্ব ফল ও আসক্তি ত্যাগ করিয়া অনুষ্ঠান করেন; পদ্মপত্র

যেমন জলে থাকিয়াও ভাহার দারা সিক্ত হয় না, সেইরপে যাবৎ সাংসারিক কর্মের
অস্টান করিয়াও (দেহাদ্মাভিমান রহিত বলিয়া) তিনি সংসার দক্ষনের হেতুভূত পাপে
লিপ্ত হন না ॥১০॥

বামানুজভাগ্য-

ব্ৰহ্মশব্দেন প্ৰকৃতিঃ ইহ উচ্যুতে, যোনিৰ্মহদ্ৰকা' (গীভা ১৪।৩) 'ম্ম হি বক্ষাতে। ইন্দ্রিয়াণাং ইতি প্রকৃতিপরিণামবিশেষরূপত্বেন ইন্দ্রি-স্বাকারেণ অবস্থিতায়াং প্রকৃতে 'পশাৰ শ্বৰ্' ইত্যাদিনা উক্তপ্ৰকা-কর্মাণি আধায় ফলসঙ্গং তাজা 'নৈব কিঞ্চিৎ করোমি' ইতি যঃ কর্মাণি করোতি, দ প্রকৃতিসংস্প্টতরা অপি প্রকৃত্যাত্মাভিমান-বর্তমানঃ সম্বাহতুনা পাপেন ক্রপেণ লিপ্যতে, পদ্মপত্রমিবান্তমা—বথা পদ্ম-পত্ৰম্ অন্তুস। সংস্পুম্ অপি ন লিপ্যতে লিপ্যতে, তথা ন ইত্যৰ্থঃ॥ ১০॥

## বঙ্গান্তুবাদ—

এন্থলে 'ব্ৰদ্ধ' । শক্তে 'প্রকৃতি' বুঝাই-তেছে; কারণ 'মহৎব্রদ্ধা প্রেকৃতিই) আমার যোনিস্বদ্ধপ' এই কথা পরেও বলা হইবে।

ই ক্রিয়গণ মূল প্রকৃতিরই পরিণাম-বিশেষ, অতএব পূর্বশ্লোকছয়ে স্পর্ণ করিয়া, শ্রবণ করিয়া ইত্যাদি বর্ণিত इ लिय कारी কৰ্ম প্রকারে যাবৎ আরোপ করিয়া প্রকৃতিতে পরিণত অর্থাৎ বাস্তবিকপকে সমস্ত কর্ম ইন্দ্রিয়রূপী প্রকৃতি কর্ত্কই কৃত হয় এইরূপ ভাবনা করিয়া এবং কর্মফলে আগক্তি বজন कतिशा 'आि (कान कर्महे कति ना' এইরাপ অনুসন্ধানপূর্বক যিনি যাবৎ কর্ম कतिया यान, जिनि प्लट्टिस्यापि मध्यूक হইয়া অবস্থান করা সত্ত্বেও দেহাভিগান ন্ধপ বন্ধনের হেতুভূত পাপে লিপ্ত হন না। कांग निनिश তিনি জলে পদপতের थात्कन, व्यर्शा (यमनं পत्रभव क्राल छे९भन्न এবং অবস্থিত বলিয়া জলের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিয়াও তাহাতে লিপ্ত হন না, সেইরূপ দেহাদি প্রকৃতির সহিত সংশিষ্ট হইয়াও তাহাতে লিপ্ত হন না ॥১০॥

> \*'ব্রন্ধণি'—পূর্বশ্লোকদরে (প্রাকৃত) ইন্দ্রিয়গণের কভৃত্ব বর্ণিত হইরাছে বলিয়া এস্থলে 'ব্রন্ধ' শব্দে প্রকৃতি বুঝাইতেছে।

# কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা কেবলৈরিজ্ঞিরৈরপি। বোগিনঃ কর্ম্ম কুর্বনিত্ত সঙ্গং ত্যক্ত্বাত্মশুদ্ধয়ে॥১১॥

সরলার্থ-

কর্মবোগী পুরুষগণ চিত্তভদ্ধির জন্ম অর্থাৎ সংসার-বন্ধনের হেতুভূত চিত্তের প্রাচীন কর্মবাদনা বিনষ্ট করিবার জন্ম স্বর্গাদি ফলাস্তিক্তর্ছিত হইয়া, শরীর মন বৃদ্ধি এবং বিষয়ে অভিনিবেশর্ছিত ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা কর্ম করিয়া থাকেন ॥১১॥

রাগান্তজভাষ্য--

কায়মনোবৃদ্ধীন্দ্রিয়সাধ্যং কর্ম স্বর্গাদিফলসঙ্গং ত্যক্ত্বা যোগিনঃ আত্ম-বিশুদ্ধয়ে কুর্বন্তি, আত্মগতপ্রাচীনকর্ম-

বন্ধনবিনাশায় কুৰ্বস্তি ইত্যৰ্থঃ ॥১১॥

#### বঙ্গান্তবাদ—

কর্মবাগিগণ চিত্তকে বিশুদ্ধ করিবার জন্ম, কর্মফলে আসন্ধি ত্যাগ করিয়া (অভিনিবেশরহিত) শরীর, মন, বৃদ্ধি এবং ইন্দ্রিয় দ্বারা কর্ম নিম্পান করিয়া থাকেন, অর্থাৎ তাহারা আত্মন্থ প্রাচীন বাসনাজনিত কর্মবন্ধন বা সংসারবন্ধন বিনাশ করিবার জন্ম এইপ্রকার আসন্ধিরহিত ভাবনাবৃক্ত হইয়া যাবৎ কর্ম করিয়া থাকেন ॥১১॥

যুক্তঃ কর্মফলং ত্যক্ত্বা শান্তিমাপ্পোতি নৈষ্টিকীম্। ভাযুক্তঃ কামকারেণ ফলে সক্তো নিবধ্যতে ॥১২॥

সরলার্থ---

আত্মান্ত্সন্ধানে স্থাহিত্চিত কর্মধোগী পুরুষ কর্মদল পরিত্যাগপুর্বক উদ্ধ্রেকারে কর্মের অনুষ্ঠান করিয়া আত্মদর্শনরূপ স্থির নিবৃত্তিলাভ করিয়া থাকেন। কিন্ত আত্মবিষরে অন্তত্তবরহিত বিষয়াসক্ত পুরুষ প্রাচীন বাসনাজনিত কর্মদলে আসক্ত হইয়া সংসারে আবদ্ধ হন।১২।

রামান্তজভাষ্য—

যুক্ত: আত্মব্যতিরিক্তফলেমু অচপলঃ
আত্মৈকপ্রবণঃ কর্মফলং ত্যন্ত্র্ব কেবলাত্মশুদ্ধয়ে কর্মানুষ্ঠায় নৈষ্টিকীং শান্তিম্ আগ্নোতি; দ্ধিরাম্ আত্মানুক্তব-

#### বঙ্গান্তবাদ--

কর্মথোগে যুক্তপুরুব আলাহভব ভিন্ন অক্স ফলে চপলতারহিত এবং কেবলমাত্র আলাহভবে অহ্যরক্ত হইয়া থাকেন, ভাঁহারা কর্মফল পরিত্যাগ করিয়া কেবল চিত্তভদ্ধির জক্ত কর্মের অহুঠান করিয়া সুস্থির শান্তিলাভ করেন, অর্থাৎ, আলাহ- রূপাং নির্ তিম্ আপ্লোতি। অযুক্তঃ
আত্মব্যতিরিক্তফলেয় চপলঃ
আত্মাবলোকনবিমুখঃ কামকারেণ
ফলে সক্তঃ কর্মাণি কুর্বন্ নিত্যং
কর্মভিঃ বধ্যতে নিত্যসংসারী ভবতি।
আতঃ ফলসঙ্গরহিত ইন্দ্রিয়াকারেণ
পরিণতায়াং প্রকৃতো কর্মাণি সংগ্রম্ম
আত্মনো বন্ধমোচনায় এব কর্মাণ
কুর্বীত ইতি উক্তং ভবতি॥১২॥

ভবরূপ নিবৃত্তি লাভ করেন, কিন্তু অযুক্তপুরুষ বাহারা আত্মাব্যতিরিক্ত অন্ত প্রাকৃত বা সাংসারিক) ফললাভের জন্ত লালায়িত এবং আত্মাযুভববিমুখ, তাহারা কামনাজনিত ফলে আসক্ত হইয়া কর্মের অমুষ্ঠান করিয়া সর্বদা কর্ম্মের দ্বারা বন্ধ হইয়া বায়—নিত্য সংসারী হয়। অতএব ফলাসক্তিরহিত হইয়া এবং ইন্দ্রিয়ালারে পরিণত প্রকৃতিতে (ইন্দ্রিয়গণের উপরে) কর্মের কত্ত্ব আরোপ করিয়া আত্মাকে সংসারবন্ধন হইতে বিমুক্ত করিবার জন্তই কেবল কর্ম করা কর্তব্য ॥১২॥

অথ দেহাকারপরিণতায়াং প্রকৃতে ক্র

অনন্তর দেহাকারে পরিণত প্রকৃতিতে
কর্তৃত্ব অর্পণের বিষয় বলিতেছেন—

সর্ব্বকর্মাণি মনস। সংগ্রস্থান্তে স্থং বশী। নবদ্বারে পুরে দেহী নৈব কুর্ববন্ ন কার্য়ন্ ॥১৩॥

সরলার্থ-

জিতেন্দ্রিপুরুষ দেহাত্মবিবেকযুক্ত মনের দারা সর্বাকর্মের কর্ত্ ছ (চক্ষু—২, কর্ণ—
২, নালিকা—২, মূখ—১, পায়ু—১, উপস্থ—১) নয়টি ছিদ্রযুক্ত শরীরে অর্পণ করিয়া
এবং নিজ কোন কর্ম করিতেছি না বা কিছুই করিতেছি না এইরূপ দৃঢ়নিশ্চয় হইয়া
স্থাধ বাস করেন ॥১৩॥

রামান্তজভায় —

'আত্মনঃ প্রাচীনকর্মনুলদেহসম্বন্ধপ্রযুক্তম্ ইদং কর্মণাং কর্তৃ জং
ন স্বন্ধপপ্রযুক্তম্' ইতি বিবেকবিষয়েণ মনসা সর্বাণি কর্মাণি নবদারে
প্রে সংস্কু বশী দেহী স্বয়ং দেহাধিষ্ঠান-

#### বঙ্গানুবাদ—

কর্মে আত্মার কর্তৃত্ব অন্নসন্ধান, তাহার প্রাচীন কর্মজনিত দেহ-সম্বন্ধের জন্মই হইয়া থাকে, কিন্তু (প্রকৃতপক্ষে) স্পন্ধপতঃ (শুদ্ধ) আত্মার এই কর্তৃত্ব নাই — এই প্রকার বিচারবিশিষ্ট মনের দ্বারা সমস্ত কর্ম নবছিদ্রমৃক্ত দেহপুরে (শরীরে) অর্পণ করিয়া এই সংযতেন্দ্রিয় দেহী (সাধক) কোন কর্মসাধন ব্যাপারে দেহে অধিষ্ঠিত- প্রয়ন্ত্র্কন্ দেকেন ন এব কার্যন্ পুখন্ আন্তে ॥১৬॥ রূপে নিজেও করেন না বা (অধিষ্ঠানরূপ)
নিজ দেহদ্বারাও করান না। এইরূপ যথার্থ
ভাবনাযুক্ত হইয়া তিনি স্থথে বাস
করেন॥১৩॥

রামাত্রজভাষ্য—

সাক্ষাদ্ আত্মনঃ স্বাভাবিকরপুষ্ আহ—

বজান্তবাদ—

দেহবিনিমুক্তি পরিশুদ্ধ আশ্বার নিজ স্বাভাবিক স্বন্ধপের বর্ণনা করিতেছেন—

ন কর্জু ত্বং ন কর্মাণি লোকস্থ স্থজতি প্রস্তুঃ। ন কর্মফলসংযোগং স্বভাবস্ত প্রবর্ত্ততে ॥১৪॥

সরলার্থ-

দেহ ও ইন্দ্রিমের প্রস্কৃ হবা স্বামী—(জীবান্ধা); দেহধারী এই জীবের কর্দ্ধা নহেদ এবং ভত্ত কর্মফলেরও স্ফের্ম্ডা নধেন। পূর্ব পূর্ব জন্মাজিত প্রাচীন কর্ম ও তৎকৃত প্রাচীন বাসনামুগুণ ত্রিগুণমন্ধী স্থভাব বা নিজ নিজ প্রকৃতিই কর্মে প্রবৃত্তির কারণ ॥১৪॥

রামান্তজভাগ্য-

অশু দেবতির্যঙ্ মসুম্বান্থাবরাত্মনা প্রকৃতিসংসর্কোণ বর্ত্তমানস্থ লোকস দেবাগুসাধারণং কন্তৃত্বং ভত্তদসাধা-রগানি কর্মাণি ভত্তৎকর্ম জন্মদেবাদি-ফলসংযোগং চ অয়ং প্রভুঃ অকর্মবন্দ্যঃ স্বাস্থাবিকস্বরূপেণ অবস্থিত আত্মা ন স্বজতি, নোৎপাদয়তি।

কঃ তর্হি ? সভাবঃ তু প্রবর্ততে, স্বভাবঃ প্রকৃতিবাসনা ; অনাদিকাল-প্রস্তুপূর্বপূর্বকর্মজমিতদেবাছাকার- বঙ্গানু বাদ-

तिव जिर्वक् मञ्च युक्त का निकाल वर्षमान এই জীব তত্তৎ দেহ বারা যে সমন্ত कर्म
कतिया था क्रम এবং সেই কেই কর্মান্ত গ্
কর্মদলক্ষণী দেবাদি দেহ প্নরাম প্রাপ্ত
হন, তত্তৎ দেহের প্রভু (দেহবিনিম্কি)
পরিশুক এই আত্মা, যিনি স্বরূপতঃ কর্মের
বশীস্তৃত নহেন, সেই সমন্ত কর্মের কর্তা
দহেন এবং তত্তৎ কর্মদলের স্পষ্টিও
করেন লা। তবে করেন কে । নিজ নিজ
স্বতাবই কর্মে প্রবৃত্ত হয়। এক্লে সন্তঃ
রজঃ তমঃ এই বিশুণমন্নী প্রকৃতিজনিত প্রাচীন বাসনাকেই স্বভাব বলা
হইরাছে। অর্থাৎ অনাদিকাল হইতে প্রবৃত্ত
পূর্ব পূর্ব জন্মের কর্মের জন্ম দেবমন্থ্যাদি

<sup>%</sup>১—প্রভূ—জীবাজাপ্রকরণ ( পূর্বাপর জীবাল্মা বিষয়ক বিবরণ ) বলিয়া এ হলে 'প্রভূ' শব্দ জীবাল্মাবাচী, পরমান্মান্মান্টী নহে।

প্রকৃতিসংসগক্ততত্ত্বদাঝাতিমান-

জনিতবাসনাকৃত্য ঈদৃশং কভৃত্বা-

मिकः मन्य, न चक्तभश्रयुक्तम्

ইত্যৰ্থঃ ॥১৪॥

দেহ ও তদম্ভণ ত্রিভণময়ী শ্বভাববৃক্ত ইন্দ্রিয় ও মন) প্রাপ্ত হইয়া জীব (দেহ-বিশিষ্ট আত্মা) তত্তৎ দেহকেই আত্মা বলিয়া অভিমান করেন। প্রতি জন্মে এই দেহাত্মা-ভিমানের জ্বন্ত পুনরায় এই জীবের কর্মে রুচি ও বাসনা উৎপন্ন হয়। এই স্পৃচি-বাসনাই সমস্ত কর্মের প্রকৃত কর্তা। বিশুদ্ধ আত্মা শ্বন্ধপত্তঃ এই সকল কর্মের কর্ত্তো নহেন এবং কর্মফলও উৎপন্ন

নাদত্তে কল্মচিৎ পাপং ন চৈৰ পুকৃতং বিছুঃ। জন্তানেনাৰ্তং জ্ঞানং তেল মুক্তি জন্তবঃ ॥:৫॥

সরলার্থ-

প্রাকৃতিবিযুক্ত বিশুদ্ধ আছা (বিজ্ \*) কাহারও সুখ বা ত্রে কিছুই গ্রহণ করেন না অর্থাৎ তিনি কোনও প্রির প্রধের পাপ নিজে গ্রহণ করিরা তাহাকে পাপ ভোগ হইতে অব্যাহতি দিতে পারেন না এবং অপ্রিয় পুরুবের পুণ্যও গ্রহণ করিয়া তাহাকে পুণ্যও গ্রহণ করিয়া তাহাকে পুণ্যও গ্রহণ করিয়া তাহাকে পুণ্যভোগ হইতে বঞ্চিত করেন না। তিনি নিরপেক্ষ, জ্ঞানবিরোদী প্রাচীন কর্মন অজ্ঞানের ছারা জীবের আছাবিষয়ক জ্ঞান আছাদিত থাকে, অর্থাৎ সে পুর্ক্ষনাজিত কর্মের ফলভোগের উল্থোগী করণ (মন ও ইন্সিম) এবং কলেবর (দেহ) প্রাপ্ত হয়। সেইজ্ঞা জীবালার আবরণয়পী পুর্ব্বকর্মজনিত এই অজ্ঞানের জ্ঞুছ তাহাকে দেহাল্পাতিমানরন নোহগ্রত থাকিতে হয়॥১৫॥

রামান্ত্রভাগ্য —

কণ্ডাৎ সমস্বন্ধিওয়া অভিয়তপ্ত পুত্রাদেঃ পাপং ছঃখং ন আদতে, ন অপক্দতি, কম্মাচিৎ প্রতিকূলতয়া অভিয়তস্থা হারুতং স্থাং চ ন আদত্তে ন অপক্দতি। যতঃ জায়ং বিভূং, ন কাচিৎকঃ, ন দেবাদিদেহান্ত- বন্ধানুবাদ--

এই জীবাল্লা নিজ দৈহের দৰ্শবৃক্ত পুত্র পরিবার প্রভৃতি নিজ অভিমত কোনও লোকের পাপ বা ছঃখ গ্রহণ করেন না, অর্থাৎ নিজ ভোগের জন্ম গ্রহণ করিবা তাহার ভোগ নিবৃত্তি করেন না এবং নিজ প্রভিক্ল ব্যক্তির পুণ্য বা প্রথ গ্রহণ করিব। ভাহাকে দেই পুণ্যভোগ হইতে বঞ্চিতও করেন না। কেননা এই আল্লা বিভ্বস্তাদ কোনও এক বিশেষ গদার্থের সহিত সম্বন্ধ

<sup>\*</sup>বিভূ - আত্মপ্রকরণ বলিয়। এখানে 'বিভূ' শব্দে আত্মবস্তুই বুঝাইতেছে। কিন্তু আত্মবস্তু সরূপতঃ 'অপু' 'বিভূ' নহে, সেইজন্ম এই বিভূ অর্থে ( আত্মবস্তুর ) কুজ-বৃহৎ নির্বিচারে পিপীলিকা হন্তী প্রভৃতি সমন্ত দেহেই প্রবেশযোগ্যতা ক্ষিত হইতেছে।

সাধারণদেশঃ, ছাত এব ন কন্মচিৎ সৰ্জী ন কন্মচিৎ প্ৰতিকূল: 51 नर्यम् द्वेनः वाननाकुछम्। এবং স্বভাবতা কথ্য ইয়ং বিপরীত-বাসনা উৎপত্ততে ? বজানেন বাবৃতং क्षानम, खानविद्वाधिन। श्रूवशूवकर्मन। স্বকলানুভব্বোগ্যন্থায় অস্থা छा नग আবৃতং সংকৃচিতম্, তেন জানাবরণ-ऋटभग कर्मगा (मवामिटम्बन्धरायानः তত্তদালাভিমানরপরোহ: চ জায়তে। তথাবিধাত্মাভিমানবাসনা ভত: ভত্তিতক পৰিলালনা চ। বাসনাতে। বিপরী ভাত্মাভিমানঃ কর্মারন্ত শ্চ

উপপ্রতে ॥১৫॥

রাখেন না, দেব মহয়াদি কোন একটি
নির্দ্ধারিত দেহের সঙ্গেও সম্বন্ধ রাখেন না।
স্তরাং তিনি দেহধারী কোনও জীবেরই
সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট নহেন অর্থাৎ, প্রিম্ন
অথবা তত্বিপরীত অপ্রিম্ন বা প্রতিক্ল ও
নহেন। অমুক্ল প্রতিক্ল প্রভৃতি সম্ব্রু
অবস্থাই নিজ পূর্ব কর্মাস্থ্রণ বাসনাজনিত।
এইপ্রকার নিরপেক্ষ স্বভাববিশিষ্ট আন্ধন্ধবিদ্রাত বাসনা কি কারণে
উৎপর হম ? তত্ত্বেরে বলিতেছেন—

এই আপ্ৰস্তৱ স্বাভাবিক জ্ঞান অল্লানের দারা আবৃত অর্থাৎ, পূর্বপূর্ব জন্মের কর্মের অনুগুণ ফলভোগের উপযোগী কবি-वात छन् वाज्ञवञ्चत चानादिक ख्वानति (नेरे ক্মানুর প অজ্ঞানের বাবা আবৃত ক্রিয়া मक्रुिक कता स्हेगारक। (तमहे यात्रवय जनस्कार मन उ हे जिय शास हहे गाहि)। कर्मत क्ला जारात क्लाहे अकानावृष्ट धरे খালাব দেব-মগুলাদি শবীর প্রাপ্তি হয (पर्करे वाद्या विवा ভক্ত এবং উপজাত হয়। অভিযানরূপ অজ্ঞানও পুর্বকর্মান্ত্রণ বাসনা হারা ( অজ্ঞানঘটিত প্রবৃত্তিপূর্ণ ইন্দ্রিয় ও মনের দারা ) তত্তৎ तिरहत छेभत अखिनिर्दर्भ वदः जनसूक्रभ কর্মেরও বাসনা উপজাত হয়। এইরূপ পূর্বকর্যান্ত্রণ বাসনাই (জ্ঞানের আবরণরাপী অজ্ঞান) বিপরীত বস্তুকে (প্রাকৃত দেহকে) (অপ্রাক্তবস্তু) সান্না বলিষা অভিনিবেশ করায় এবং প্নবায় (তদমুদ্ধণ) কর্মে প্রবৃত্ত করায় ॥১৫॥

রামানুজভায়—

'সর্বং জ্ঞানপ্লবেনির বৃজ্ঞিনং সংতরিশ্রসি'

( গীতা ৪।৩৬); 'জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব-কর্মাণি

কমসাৎ ক্রতে তথা' (গীতা ৪।৩৭) 'ন হি

জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রম্' (গীতা ৪।৩৮)

ইতি পূর্বোক্তং স্থকালে সংগ্রম্নতি—

#### বঙ্গান্থবাদ-

'জ্ঞাদরূপী নোকার দারাই তুমি সমশ্র পাপ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া যাইবে'। 'সেইপ্রকার জ্ঞানরূপ অগ্নি সমস্ত কর্মকে ভন্মাৎ করিয়া ফেলে'। 'জ্ঞানের তুল্য পবিত্র আর কিছুই নাই'। পূর্বক্থিত এই বাক্যগুলির উপযুক্তস্থলে পূনরায় সঙ্গতি করিতেছেন—

জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং যেষাং নাশিতমাল্মনঃ! তেষামাদিত্যবজ্ঞানং প্রকাশয়তি তৎপর্ম ॥১৬॥

#### সরলার্থ—

যথার্থ আদ্বরপজানের -ছারা যে সকল আদ্বরস্তুর সঞ্চিত প্রাচীন কর্মাছ্তুণ জ্ঞানাবরণরূপ এই অজ্ঞান বিনষ্ট হয়; তাহাদের সেই স্থাভাবিক অপরিচ্ছিন্ন জ্ঞান স্থের স্থান্ন যাবৎ প্রাত্বত ও অপ্রাকৃত বস্তুকে যথার্থরূপে প্রকাশিত করিয়া থাকে ॥১৬॥

রামান্তুজভাগ্য-

এবং বর্তমানেষু সর্বাত্মন্থ বেনাম্
তাত্মনাম্ উক্তলক্ষণেন আত্মহাথাত্ম্যোপদেশজনিতেন আত্মহিষয়েণ
অহরহঃ অভ্যাসাধেয়াতিশয়েন নিরতিশয়পবিত্রেণ জানেন তদজানাবরণম্
অনাদিকালপ্রবৃত্তানন্তকর্মসংশয়রপং
অজানং নাশিতং তেবাং তৎ স্বাভাবিকং
পরং জ্ঞানম্ অপরিমিতম্ অসংকুচিতম্

## বঙ্গান বাদ—

পূর্বোক্ত প্রকারে অজ্ঞানাবৃত হইরা
অবন্ধিত সমন্ত জীবাত্মার মধ্যে কোন কোন
জীব আত্মজ্ঞানবিষয়ক উপদেশের দারা
আত্মন্তর্কাবিষয়ক জ্ঞানলাভ করিয়া প্রতিদিন
বিশেষ অভ্যাসের দারা সেই অতি পবিত্র
আত্মজ্ঞানের অভিবৃদ্ধি করিয়া থাকেন।
এইরূপ অভিবৃদ্ধ আত্মজ্ঞান অনাদিকাল
হইতে জন্মে জন্মে প্রবৃত্ত অনন্ত কর্মদারা
উৎপন্ন (বিভ্রান্তিকারী) সংশ্মরূপী সেই
অজ্ঞানকে বিনপ্ত করিয়া দেয়। তথন সেই
সকল জীবের অনাবৃত (অসক্ত্রিত) স্বাভাবিক এই অপরিমিত (আত্মবিষয়ক) শ্রেষ্ঠ
জ্ঞান স্থর্বের মতন সমন্ত বস্তুকেই ম্বার্থরূপে

আদিত্যবং সর্বং যথাবন্ধিতং প্রকাশমতি।
তেষাম্ ইতি বিনপ্তাজ্ঞানানাং বছত্বাভিধানাদ্ আত্মস্করপবন্ধত্বম্— 'ন
ক্বোহং জাতু নাসং ন তং নেমে' (গীতা
২০২) ইতি উপক্রমাবগতং অত্র
ল্পপ্ততিরম্ উক্তম।

न ह रेनः वक्षवम् उभाधिक्षा

विनष्टीकानामाम् উপाधिशकाङावाद।

'্তেষাম্ আদিত্যবজ্জানম্' ইতি

ব্যতিরেকনির্দ্দেশাৎ জ্ঞানস্থ স্বরূপা-

सूर्विक्वम् উक्तम्, जानिज्यमृष्टीरसन

চ জাতৃজ্ঞানয়োঃ প্রভাপ্রভাবতোঃ

ইব অবস্থানং চ। তত এব সংসার-

দশায়াং জ্ঞানন্ত কর্মণা সংকোচঃ

মোক্ষদশায়াং বিকাসঃ চ উপপন্নঃ ॥১৬ সিদ্ধ হইল ॥১৬॥

প্রকাশ করিয়া পাকে। এই স্নোকে अलाग विनष्ठे इहेब्राट्ड (महे যাহাদের **जी**टवत উদ্দেশ্যে 'ভেষাম' সকল পদে বছবচনের প্রয়োগ থাকায় জীবাদ্ধা তাহা সিদ্ধ হইতেছে। যে বহু কথা ঠিক নছে যে ইভিপূৰ্বে আমিও ছিলায नां, जूमिख किर्ल ना वर् সকল রাজারাও ছিল এই বাক্যে 'ইহারা' এই পদের ছারা পূর্বে (২।১২) আত্মবস্তু বহু বলিয়া যে বণিত হইরাছিল তাহা একলে আরও व्यक्ति वास्त श्रेन।

আত্মার এই বহন্ধ যে উপাধিকত ভাছাও বলিতে পারা যায় না। কারণ আবরণক্রপ অজ্ঞান বিনষ্ট হইবার পরে তথন আর (অনাবৃত সাতাবিক) আছ-বস্তুর উপাধির গন্ধ পর্যন্ত থাকিতে পারে না। 'তেষাং আদিত্যবজ্ঞানং'--তাহাদের (८एट्ट लियानि विनिम् कि शति छन व्याध-वंखत) खान स्टर्पत महन, अहे वास्का আত্মবস্তু এবং তাহার জ্ঞান এই ছটি পদের পৃথক পৃথক নির্দেশ আছে। জ্ঞানকে আত্মস্বরূপসম্বন্ধীয় (আ**ত্মবন্ত**র ন্ত্ৰণ) বলিয়া কথিত হইমাছে। 'আনিত্যের স্থায়' এই দৃষ্টান্তের স্বারাও প্রভা এবং প্রভাবান্ এই ছটি (গুণী এবং এবং তদ্ভণবাচক) বস্তুর মতন ভাতা (জ্ঞানগুণক আত্মবস্তু) এবং তাহার জ্ঞান शृथककार निर्मिष्ठे हहेगारह। সংসারদশায় (কর্মজনিত অজ্ঞানের হারা) এই আত্মস্বরূপবিষয়ক উজ্ঞানের সংকাচ এবং বোক্ষদশায়::এই আনের বিকাশ ও

# ভদ্বুদ্ধমন্তদাস্থানন্তন্ত্রিষ্ঠান্তৎপরায়ণাঃ। গচ্ছন্ত্যপুনরাবৃত্তিং জ্ঞাননিধূ তকল্মধাঃ॥১৭॥

সরলার্থ-

(এই শ্লোকে প্রকৃতিবিষ্কু সাম্বরপের উপাসকদিগের ফলের বিষয় বলা হইতেছে।)

আত্মত্মপ বিষয়কজানে গাছাদের মন ও অধ্যবসায়ালক বৃদ্ধি সম্পূর্ণ পাৰ্ত্বিত এবং সেই আত্মজানকেই বাঁছারা প্রম-প্রয়োজনীয় বলে মনে করেন, অর্থাৎ আত্মপ্রমপ বিষয়ক জ্ঞান প্রম প্রয়োজন স্থির করিয়া বাঁছারা মন এবং বৃদ্ধি দিয়া সেই আত্মজানের অভ্যাসে নিরত থাকেন, তাঁছারা নর্বদা এই দ্ধপ জ্ঞানাভ্যাসের হারা সম্প্রপাপ বিনিম্ভি হইছা আত্মসাক্ষাৎকার লাভ করিয়া সংসাবে গতাগতি হইছে অব্যাহতি পান ॥১৭॥

রামাতুজ্ভায়া—

তহ, দ্ব: তথাবিধারদর্শনাধ্যবসায়াঃ,
তনালান: তদিব্যুমনসঃ, তদিঠাঃ
তদভ্যাসনিরতাঃ, তংপবায়ণাঃ তদ্
এব পরম্ অয়নং যেষাং তে; এবমত্যভ্যানেন জ্ঞানেন নিধ্তপ্রাচীনক্রানাঃ তথাবিধম্ আয়ানম্ অপ্নরাবৃতিং গছতি। যদবস্থাদ্ আয়ানঃ
পুনরাবৃত্তিঃ দ বিভতে স আয়া
অপুনরাবৃত্তিঃ, স্বেন রূপেণ অবস্থিতঃ,

उम् बाबानः शक्ति है जार्बः ॥,२॥

বঙ্গান বাদ—

वाहाता वाज्यकर्ग दिश्दत वृक्षियुक वर्षा९, भूत्सांक चन्नभिष्ठे बाब्दयन দর্শনলাভের জন্ম বাঁহারা দৃঢ় অধ্যবসামযুক এই बाद्यविवास वाहारमत मन निविष्टे, বাঁহারা এই আয়বিষয়ে বিশেষরূপে স্থিত (নিঠাবান) অর্থাৎ; গাঁহারা নিয়মিতক্সণে আম্ব্যান অভ্যাস করেন এবং হাঁহারা ज्रभताम् वर्षार वह बाम्बानहे गैरिन्त প্রম আশ্রয় এবং সেই আত্মজ্ঞান অভ্যাসের জন্ম বাঁহাদের সমত (পূর্বে পূর্বে-জন্ম সঞ্চিত) প্রাচীন পাপ বিনষ্ট হইয়াছে- এইপ্রকার পুরুষেবা পুনরাবৃত্তিবহিত আত্মাকে লাভ যে অবস্থ कतिया थात्कन व्यर्गार, পৌছাইলে আত্মাকে আর পুনরায় সংসাবে (मरे व्यवशा-ফিরিয়া আসিতে হয় না প্রাপ্ত আত্মাকে অপুনরাবৃত্তিযুক্ত আত্মা বলা হ্য --- নিজস্বরূপে ক্তিত আয়া। ढेखः: প্রকার স্বরূপবিশিষ্ট পুরুষেরা (প্রকৃতি বিনিম্কি ) নিজ স্বরূপে অবস্থিত আমার দর্শনলাভ করিয়া থাকেন ॥১৭॥

# বিজ্ঞাবিনয়সম্প্রে রাশ্বণে গবি হস্তিনি। শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিডাঃ সমদর্শিনঃ ॥১৮॥

সরলাথ-

( প্রকৃতি বিনিমৃতি স্বরূপে অবস্থিত আস্মবস্তদর্গনের ফল বলিতেছেন।)

যথার্থ আত্মন্তর্মপদশী ব্যক্তিরা জ্ঞানী ও গুণীপুরুষ, সাধারণ ব্রাহ্মণাদি ব্যক্তি, গৃহ্ন, হন্তী, কুকুর এবং চণ্ডালাদি যাবৎ প্রাণীর মধ্যে অভেদ দর্শন করেন। অর্থাৎ উৎকৃষ্ঠনিকৃষ্ট বিভিন্নাকার দেহবিশিষ্ট অথিল প্রাণীর দেহমধ্যে অবস্থিত সমন্ত আত্মনজ্ঞ লিই যে
স্বন্ধপতঃ জ্ঞানাকার, অতএব এই জ্ঞানাকারতার জ্ঞা সমন্ত আত্মনজ্ঞই যে সমান ভাষা
সম্যক্ উপলব্ধি করেন॥ ১৮॥

রামান জভাষ্য —

বিভাবিনয়দশ্যনে ত্রাজনে গোছন্তিস্থপচাদিষ্ অত্যন্তবিষ্মাকারতয়া
প্রতীয়য়ালেষ্ চ আত্মন্তবিষ্মাকারতয়া
আত্মযাথাত্মানিদো জ্ঞানৈকাকারতয়া
সর্বত্ত সমদ্দিন: ৷ নিষ্মাকার: ভু
প্রকৃতে:, ন আত্মনঃ, 'আত্মা ভু
সর্বত্ত জ্ঞানৈকাকারতয়া সমঃ'
ইতি পশ্যন্তি ইভাবিঃ॥১৮॥

#### বঙ্গান্তুবাদ---

বিভা এবং বিনরবৃদ্ধ, আহ্মণ, গান্তী হন্তী এবং চণ্ডাল প্রভৃতি প্রাণী অভ্যন্ত বিভিন্ন আকারবিশিষ্ট হুইলেও সেইসমন্ত দেহের মধ্যন্তিত যাবং আহ্মবন্তই যে জ্ঞানা-কার হিসাবে পরস্পার সমান যথার্থ আহ্ম-ভত্ত্বক্ত পণ্ডিভগণ ভাহা দেখিতে পান। ভাঁহারা উপলন্ধি করেন যে, জীবের এই বিভিন্ন আকার বা দেহ (পঞ্চভূভাত্মক) প্রকৃতির হারা গাঁইত কিন্তু ইহা আহ্মবন্তু নহে, আহ্মবন্তু কিন্তু (বিভিন্নাকারবিশিষ্ট্র প্রহে) জ্ঞানাকার বিশিশ্ব সর্ব্বপ্রাণিতেই সমান॥১৮॥

ইট্ছব তৈজিতঃ স্বৰ্গো যেষাং শাহ্যে শ্বিডং মনঃ। নিৰ্দেশিকং ছি সমং প্ৰক্ষা তত্মাদ্ প্ৰকাশি তে স্থিতাঃ ॥১৯॥

সরকাথ---

( উক্ত সাংখ্যদর্শনের (জ্ঞানলাতের) ফল বলিভেছেন)

বাঁহাদের মূল সমন্ত জীবের দেহে অবস্থিত যাবৎ আস্ববন্ধ গুলি ভানাকার বলিয়া শরস্পার সমান দর্শনক্ষণ সাম্যে অবস্থিত ভাঁহাদের এই সাধন অবস্থাতেই সংসার বিন্ত ইইয়াছে অর্থাৎ ভাঁহারা মৃক্ত পুরুষ। কারণ প্রস্কৃতিবিনিমৃক্তি পরস্পার সমান এই সকল আস্বান্তকে ব্রহ্ম বলা হয়, অতএব উক্ত সাম্যদশিগণ ব্রহ্মতে অবস্থিত। ১৯॥ রামান্ত্রজভাষ্য-

ইছ এব সাধনামুঠানদশায়াম্ এব ভৈ: দর্গো জিত: সংসারে। জিতঃ; থেষাম্ উক্তরীত্যা সর্বেমু আত্মন্থ দায়ে ছিতং মনঃ; নির্দোষং হি সমং এম প্রকৃতিসংসর্গদোষবিযুক্ততয়া সমন্ আত্মনত হি প্রকা; আত্মসায়ে ছিতাঃ চেন্ এমণি ছিতা এব তে। এজানি ছিতি: এব ছি সংসারজয়ঃ। আত্মন্থ ভামৈকাকারতয়া সাম্যু এব অক্সক্রধানা যুক্তা এব ইত্যর্থঃ॥১৯॥ বঙ্গান্তবাদ--

উপরি উক্ত লক্ষণের জক্ত সমস্ত আছা-বস্তুর (পরস্পর) সমতাতে বাঁহাদের মন অবস্থিত (ঘাঁহারা সাম্যদর্শী) ভাঁহারা এই সাধনামুষ্ঠান অবস্থাতেই স্বর্গ (স্থাষ্ট) অর্থাৎ সংসার জয় করিয়াছেন, কেননা নির্দোষ এবং পরস্পর সমান সমস্ত আত্মবস্তুই ব্রহ্ম অর্থাৎ প্রকৃতি সংসর্গরূপ (দেহেন্দ্রিয়াদি) লোধরছিত বলিয়া সমস্ত আত্মবস্ত (কেবল জ্ঞানাকার, অতএব) পরস্পর সমান এবং এই नमान जाञ्चनखरे उसा। এই আলুসায্যে অবস্থিত ভাঁহার (প্রকৃতপক্ষে) ব্রন্ধেতেই অবস্থিত। স্থিত হইলেই সংসার জয় হয়। অভিপ্রায় (य, সমস্ত আত্মবস্তাই জ্ঞানাকার অভএব ভাঁহারা পরস্পর সমানই-এইরূপ খাহারা অমুভৰ করেন ভাঁহারা আত্মনাম্য-দশী বা মুক্ত পুরুষ ॥১৯॥

রামাল্পজভায়—
বেন প্রকারেণ অবস্থিতস্থা কর্মযোগিনঃ সমদর্শনক্ষপো জ্ঞানবিপাকো ভবতি, তং প্রকারম্
উপদিশতি—

#### বঙ্গান্তবাদ---

বে রীতি অবলম্বন করিলে কর্মবোশী (ব্রাহ্মণ, গাভী, হন্তী প্রভৃতিতে) সর্বত্র সমদর্শনক্ষণ জ্ঞানের বিপাকদশা প্রাপ্ত হয় সেই রীতির উপদেশ দিভেছেন।

ন প্রস্করেৎ প্রিয়ং প্রাপ্য লোভিডেৎ প্রাপ্য চাপ্তিয়ন্। স্থিরবৃদ্ধিরসংমুঢ়ে। ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মিনি স্থিতঃ ॥২০॥

সরলার্থ-

সদ্ভক্ষর উপদেশলন আগজ্ঞানে জ্ঞানবান প্রথ সেই অক্সজ্ঞান অফুশীলনে নির্ভ হইয়া এই স্থির বা নিত্য আত্মবস্তুতে নিষ্ঠাবান হইবেন, এদং তম্যতিরিক্ত দেহকেই আত্মা বলিয়া অভিযানরূপ অজ্ঞান বা মোহ বজান করিবেন। তিনি প্রিয়বস্তা লাভে আনন্দিত হইবেন না কিংবা অপ্রিয়লাতে উদিগ্ন হেইবেন না।২০॥ রামানুজভাষ্য—

যাদৃশদেহস্থপ্ত যদবস্থপ্ত প্রাচীনকর্মবাসনয়া যৎ প্রিয়ং যচ্চ অপ্রিয়ং
তদ্ উভয়ং প্রাপ্য হর্ষোদ্বেগৌ ন
কুর্যাৎ।
কথম্ ? স্থিরবৃদ্ধিঃ—স্থিরে আত্মনি
বৃদ্ধিঃ যত্ত্ব স স্থিরবৃদ্ধিঃ। অসংমৃঢ়ঃ—

অন্থিরেণ শরীরেণ স্থিরম্ আত্মানম্ একীকৃত্য মোহঃ সংমোহঃ,

ভদ্রহিতঃ।

তৎ চ কথম ? বন্ধবিদ্ বন্ধণি স্থিত: ; উপদেশেন ব্ৰহ্মবিৎ সৰ তিম্মিৰ ব্রহ্মণি অভ্যাসযুক্তঃ। এতদ উক্তং ভবতি — তত্ত্ববিদাম উপদেশেন আত্মবাথাত্ম্যবিদ ভূত্বা তত্ত্ৰ এব যত-মানো দেহাভিমানং পরিত্যজ্য স্থিররূপাত্মাবলোকনপ্রিয়ানুভবে ব্যবন্থিতঃ অন্থিরে প্রাকৃতপ্রিয়াপ্রিয়ে হর্ষোদ্বেগৌ প্রাপ্য কুৰ্যাদ ইতি ॥২০॥

বঙ্গানু বাদ--

কর্মবোগী নিজ নিজ পূর্ব কর্মান্তণ দেহে এবং অবস্থায় স্থিত হইয়া পূর্ব-জনাজিত প্রাচীন কর্মা ও বাসনার অমুগুণ প্রিয় অথবা অপ্রিয় প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। কিন্তু তিনি প্রিয়লাভে হর্ষ এবং অপ্রিয় প্রাপ্তিতে উদ্বেগ উভয় বর্জন করিবেন। ইহার কারণ হইতেছে তিনি স্থিরবুদ্ধিসম্পন্ন অর্থাৎ তিনি স্থির বা নিত্য আত্মবস্তুতে অধ্যবসায়পূর্ণ বৃদ্ধিযুক্ত এবং তিনি অসংমৃঢ় অর্থাৎ অস্থির বা অনিত্য শরীরের সহিত স্থির আত্মার অভেদবৃদ্ধিরূপ যে অজ্ঞান বা মোহ সেই মোহরহিত। কিপ্ৰকাৱে এই স্থিরবৃদ্ধি এবং অজ্ঞাননাশ সম্পন্ন হয় প ব্ৰহ্মজ্ঞ হইয়া এবং ব্ৰহ্মেস্থিত হইয়া অৰ্থাৎ উপদেশলক বন্ধজ্ঞানে জ্ঞানবান হইয়া এইরূপ ব্রন্ধজ্ঞানের অনুশীলনে নির্ভ হইলে এইরূপ স্থিরবৃদ্ধি এবং অসংমূঢ় হওয়া যায়।

ইহার তাৎপর্য এই যে, যথার্থ তত্ত্বজ্ঞ পুরুবের (সদ্গুরুর) উপদেশের দারা আদ্মার যথার্থ স্বরূপ জ্ঞাত হইয়া সেই অজ্ঞানের অমুশীলনে যত্ত্বশীল হইলে (সেই কর্মযোগী ক্রমশঃ) দেহাভিমান পরিত্যাগপুর্বক স্থিররূপ আদ্মার দর্শনে এবং প্রিয় অমুভবে অবস্থিত থাকেন। তখন অস্থির বা অনিত্য সাংসারিক প্রিয় বা অপ্রিয় প্রাপ্ত হইলে তিনি হর্ষ বা উদ্বেগ কিছু করেন না ॥২০॥

# বাহ্যস্পর্শেষসক্তাত্মা বিন্দ্ত্যাত্মনি যৎ স্থখন্। স ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা সুখনক্ষয়নগু,তে ॥২১॥

সরলার্থ—

পুর্বোক্তপ্রকারে ( প্রিয়-অপ্রিয়লাভে হর্ষ-উদ্বেগশৃত্য এবং অসংমৃচ হইয়া) যে পুরুষের মন আত্মব্যতিরিক্ত রূপস্পর্শদিপ্রাকৃত বাহুবিষয়ে থাসক্তিরহিত হইয়া কেবল আত্মামুভবেই স্থুপলাভ করেন. তিনি (সেই কর্মযোগী ) প্রকৃতি-বিনিম্ক্তি আত্মস্কর্প ব্রেম অভ্যাস-পরায়ণ হইয়া অক্ষয় সুখ অর্থাৎ মোক্ষলাভ করিয়া থাকেন ॥২:॥

রামানুজভাষ্য এবম্ উক্তেন প্রকারেণ বাছস্পর্শেষ্ আত্মব্যতিরিক্তবিষয়ানুভবেষু অন্তরাগ্ননি এব যঃ অসক্তমনাঃ সুখং বিন্দতি লভতে স প্রকৃত্যভ্যাসং ব্ৰহ্মাভ্যাস-বিহায় বৃদ্ধবোগযুকালা যুক্তমনা ব্রহ্মানুভবরূপম্ অক্ষয়ং সুখং **প্রাপ্তো**তি ॥২১॥

বঙ্গানুবাদ---

এইরপে প্র্লোকোক্ত প্রকারে যিনি বাহস্পর্শে অর্থাৎ আত্মব্যতিরিক্ত প্রাকৃত বিষয়ের অনুভবে অনাসক্ত হইয়া কেবলমাত্র অন্তরাত্মাতেই স্থলাভ করিয়া থাকেন, তিনি রূপরসাদিযুক্ত যাবং সাংসারিক পরিত্যাগপুর্বাক ভোগচিন্তা বিষয়ের ব্রন্মযোগ বা ব্রন্ধের অভ্যাসপ্রায়ণ হইয়া ব্রহ্মসাক্ষাৎ প্রাপ্ত হইয়া অক্ষয় বা নিত্যস্থ প্রাপ্ত হন ॥২১॥

রামানুজভাষ্য-প্রাকৃতস্থ ভোগস্থ স্থত্যজতাম্ ত্যাগ কেন সহজ্বসাধ্য তাহা বলিতেছেন— আহ—

যে হি সংস্পর্শজা ভোগা ছঃখযোনয় এব তে। আগুত্তবন্তঃ কোন্তেয় । ন তেষু রমতে বুধঃ ॥২২॥

সরলার্থ--

( প্রাক্বত বিষয়ভোগ কেন যে ত্যাজ্য তাহা বলিতেছেন। )

ইন্দ্রিয়ভোগ্য প্রাকৃত ( সাংসারিক ) বিষয়ের ভোগ অনিত্য এবং কেবল ছু:খের কারণ। হে কৌন্তেয়, সেইজন্ম এই সকলপ্রাকৃত বিষয়ের স্বরূপজ্ঞ বিদ্বান পুরুষ এই সকল ভোগে প্রীতিলাভ করেন না অর্থাৎ প্রাক্কত বিষয়ের ভোগ পরিত্যাগ করেন ॥২২॥

রামানুজভায্য--

বিষয়েন্দ্রিয়ম্পর্শজা যে ভোগাঃ,

বঙ্গানুবাদ—

(রূপরসাদিসম্পন্ন) বিষয়ের সহিত চক্ষু-রাদি ইন্দ্রিয়ের সংযোগ দারা যে সকল ভোগ সাধিত হয় তাহারা ছঃখেরই যোনি বা 'ছঃখবোনয়: তে ছঃখোদক। আগন্তবন্তঃ কারণ অর্থাৎ তাহার। ভবিষ্যতে ছঃখদায়ক

অল্পকালবর্তিনো হি উপলভ্যন্তে;

ন তেযু ভভাথাত্ম্যবিদ্ রমতে ॥২২॥

এবং আদি ও সত্তযুক্ত বা অল্পকালস্থায়ী এইরূপই দেখা যায়। এই প্রাকৃত
ভোগের যথার্থস্বরূপ বাঁহারা জ্ঞাত আছেন
সেই পণ্ডিতগণ এইরূপ ভোগে নিরত
থাকেন না অর্থাৎ তাঁহারা প্রাকৃতবিষয়ের
ভোগ পরিত্যাগ করেন ॥২২॥

শকোতীহৈব যঃ সোঢ়ুং প্রাক্শরীরবিমাক্ষণাৎ। কামকোধোদ্ভবং বেগং স যুক্তঃ স স্থখা নরঃ॥২৩॥

সরলার্থ-

রামানুজভাষ্য-

সংপৎস্তুতে ॥২৩॥

( পূর্বোক্ত ছুইটী শ্লোকে বিষয়ভোগে আসজিশৃত্য এবং আত্মান্নভবেই আনন্দমগ্ন অবস্থার কণা বলিয়া এখন দেই সিদ্ধদশা প্রাপ্তির যোগ্যভার কণা বলিভেছেন।)

সাধনদশাতে কাম এবং ক্রোধ জয় করা অত্যন্ত কঠিন। তাহা সত্ত্বেও দেহত্যাগের পূর্বে এই সাধনদশাতেই যে কর্মযোগী পূরুষ এই ছটি প্রবল রিপুর বেগ সন্থ করিতে সমর্থ হন অর্থাৎ কাম ও ক্রোধের কারণ থাকা সত্ত্বেও যিনি কায়মনোবাক্যে অবিচলিত থাকেন, তিনি আত্মান্থভবের উপযুক্ত পাত্র এবং তিনি সেই অনুভবজনিত স্থখ লাভ করিয়া থাকেন ॥২৩॥

শরীরবিমোক্ষণাৎ প্রাগ্ ইহ এব
সাধনানুষ্ঠানদশায়াম্ এব আত্মানুভবপ্রীভ্যা কামক্রোধোন্তবং বেগং
সোচুং নিরোদ্ধ্রং মং শক্রোভি স যুক্তঃ
আত্মানুভবায় অহঃ। শরীরমোক্ষণোত্তরকালম্ আত্মানুভবৈকস্থখঃ

## বঙ্গানুবাদ—

দেহত্যাগের বা মৃত্যুর পূর্বে ইহলোকেই
সাধন অবস্থায় বা অমুষ্ঠানদশায় আত্মামভববিষয়ে প্রীতি বা অতিশয় আগ্রহ থাকার
জন্ম কাম এবং ক্রোধের বেগ সন্থ করিতে
বা নিরোধ করিতে যিনি সমর্থ হন, তিনি
যুক্ত অর্থাৎ আত্মাম্বভবের উপযুক্ত পাত্র।
দেহত্যাগ হইবার পরে তিনি কেবলমাত্র
আত্মাম্বভবরূপ স্থের ভাগী হন॥২৩॥

# যোহন্তঃস্থখোহন্তরারামন্তথান্তজে ্যাতিরেব যঃ। স যোগা ব্রহ্মনির্ব্বাণং ব্রহ্মভূতোহধিগচ্ছতি ॥২৪॥

#### সরলার্থ-

যিনি বাহ্যবিষয়ের ভোগ পরিত্যাগপূর্বক কেবলমাত্র (দেহস্থিত) আত্মান্থভবেই সুখী হন, আত্মান্থভবেই নিরত থাকেন এবং আত্মবিষয়ক জ্ঞানে যিনি জ্ঞানবান, সেই ব্রহ্মনিষ্ঠ যোগীপুরুষ (দেহাস্থে) ব্রহ্মনির্বাণ বা আত্মান্থভবজনিত পরম সুখ লাভ করিয়া থাকেন॥ ২৪॥

#### রামান্তজভাগ্য-

যো বাছবিষয়ানুতবং সর্বং বিহায়
অন্তঃ হুখ: আত্মানুতবৈকস্থা: অন্তরারাম: আত্মৈকাধীনঃ স্বগুণৈঃ আত্মা
এব স্থখবদ্ধিকো যস্ত স তথোক্তঃ,
তথা অন্তর্জ্যোতি: আত্মৈকজ্ঞানো যো
বর্ত্ততে স ব্রন্ধভূতো যোগী ব্রন্ধনির্বাণম্
আত্মানুতবস্থুখং প্রাপ্নোতি ॥২৪॥

#### বঙ্গান্তুবাদ---

যিনি সমস্ত বাহ্যবিশরের ভোগ পরিত্যাগ করিয়া কেবল মাত্র অন্তঃ প্রথ অর্থাৎ কেবলমাত্র আদ্মান্থভবেই স্থ খী হন, যিনি অন্তরারাম অর্থাৎ যিনি একমাত্র আত্মার অধীন, আত্মার আনন্দবর্দ্ধক গুণগণের দ্বারা যিনি মৃগ্ধ থাকেন এবং যিনি অন্তর্জ্যোতি অর্থাৎ একমাত্র আত্মজ্ঞানে যিনি জ্ঞানবান সেই ব্রহ্মভূত (ব্রহ্মনিষ্ঠ) যোগী ব্রহ্মনির্বাণ অর্থাৎ আত্মান্থভবর্মণ পরম স্থখ লাভ করিয়া থাকেন ॥২৪॥

# লভত্তে ব্ৰহ্মনিৰ্বাণয়ুষয়ঃ ক্ষীণকল্মষাঃ। ছিম্মদৈধা যতাত্মানঃ সৰ্ব্বভূতহিতে রতাঃ॥২৫॥

#### সরলার্থ-

ইতিপূর্বে পাঁচটি শ্লোকে আত্মদর্শনের সাধনারূপে হর্ষোদ্বেগের নিবৃত্তি বাহ্যবিষয়ে অনাসক্তি, কামক্রোধের বেগ নিবারণ এবং আত্মান্থভবেই একমাত্র ভোগ্যভার কামনা বর্ণনা করিয়া এই শ্লোকে উক্ত সাধনার সর্বজীবে সর্বদর্শিত্বরূপ সিদ্ধদশা প্রাপ্তির উপদেশ দিতেছেন।

শীতোঞ্চাদি দ্বন্থতিত আত্মসননশীল ব্যক্তি সর্বজীবে আত্মবৎ সমদশী হইয়া তাহাদের কল্যাণসাধনে নিরত থাকিয়া ঋষি হইয়া অর্থাৎ অতীন্দ্রিরবিষয়ের দ্রন্থী হইয়া আত্মসাক্ষাৎকারের বিরোধী পাপসমূহ হইতে বিনিমুক্তি হইয়া ব্রহ্মান্তব বা আত্মান্থভব-রূপ স্থুখ লাভ করিয়া থাকেন অর্থাৎ, তাঁহারা অনিষ্ট নিবৃত্তিপূর্বক ইষ্টবস্তু লাভ করিয়া থাকেন ॥২৫॥

#### রামান্তজভায্য-

ছিন্নবৈধাঃ শীতোঝাদিদ্বল্ডৈঃ বিমুক্তাঃ,
যতাত্থানঃ আত্মনি এব নিয়মিতমনসঃ, সর্বভূতহিতেরতাঃ আত্মবৎ
সবেষাং ভূতানাং হিতেষু নিরতাঃ,
খৃষয়ঃ দ্রপ্তারঃ, আত্মাবলোকনপর।
যে এবং ভূতাঃ তে ক্ষাণাদোষাত্মপ্রাপ্তিবিরোধিকল্মষাঃ ব্রন্সনির্বাণং লভন্তে ॥২৫॥

#### বঙ্গান্থবাদ---

বাঁহারা ছিন্ন হৈধ অর্থাৎ বাহারা
শীতোকৃত্বথছঃখাদিদদ্বের অতীত হইয়াছেন.
এবং আত্মবপ্ততেই বাহাদের মন নিরত
থাকে (বতাত্মা), বাঁহারা সর্বভূতহিতেরত
অর্থাৎ বাঁহারা সর্বভূতে আত্মবৎ সমদর্শী
হইয়া সমস্ত জীবের কল্যাণসাধনে নিরত
থাকেন,তাঁহারা খারি অর্থাৎ বাঁহারা এই রূপে
আত্মসাক্ষাৎপরায়ণ হইয়া আত্মবস্তর প্রত্যক্ষ
ক্রপ্তা হন, সেই সকল প্রক্রবেরা আত্মপ্রাপ্তিরবিরোধী সমস্ত পাপ হইতে বিনিমুক্তি হইয়া ব্রন্ধনির্বাণ (আত্মান্থভবজনিত
অক্ষরস্বথ) লাভ করিয়া থাকেন ॥২৫॥

### রামান্তজভাষ্য-

উক্তগুণানাং ব্রহ্ম অত্যন্তস্থলভম্ ইত্যাহ—

## বঙ্গান্ত্বাদ—

উক্তলক্ষণযুক্ত পুরুষের পক্ষে ব্রহ্মত্বথ যে অত্যন্ত স্থলভ তাহাই বলিতেছেন—

কামক্রোধবিযুক্তানাং যতীনাং যতচেতসাম্ ॥ অভিতো ব্রহ্মনির্বাণং বর্ততে বিজিতাত্মনাম্ ॥২৬॥

#### সরলার্থ—

আত্মানুভবে যতুশীল কামক্রোধরহিত সংযতমনা জিতেন্ত্রিয় পুরুষদিগের নিকট স্থান্ধপ আত্মবস্তু করতলম্ভ থাকে অর্থাৎ, তাঁহাদের অতি স্থলভেই আত্মবস্তু লাভ হইরা থাকে ॥২৬

#### রামানুজভাষ্য--

কামক্রোধবিযুক্তনাং বতীনাং **যতন-**শীলানাং যতচেতসাং নিয়মিত্মনসাং
বিজিতাল্পনাং বিজিত্মনসাং ব্রন্ধনির্বাণম্
শুভিতো বর্ত্তত । এবংভূতানাং
হস্তম্বং ব্রন্ধনির্বাণম্ ইত্যর্থঃ ॥২৬॥

#### বঙ্গান্তুবাদ---

বাঁহারা কাম ও ক্রোধরহিত হইরাছেন, বাঁহারা যতি অর্থাৎ যত্নশীল, যতচিত্ত অর্থাৎ সংযতচিত্ত এবং বাঁহারা জিতাত্মা অধাৎ জিতেন্দ্রির তাঁহাদের চারিদিকেই ব্রহ্মস্থথ বর্ত্তমান থাকে, অর্থাৎ এইপ্রকার পুরুষের ব্রহ্মস্থথ হস্তস্থই থাকে ॥২৬॥ রামানুজভাষ্য—

উক্তং কর্মযোগং স্থলক্ষ্যভূতযোগ-শিরস্কন্ উপসংহরতি—

#### বঙ্গানুবাদ-

এই জ্টীশ্লোকে (আত্মবস্ত দর্শনের)
সাধন হিসাবে আত্মচিন্তারূপ প্রাণায়ামের
স্থচনা করিয়া উপদিশ্রমান শ্রেষ্ঠ কর্মযোগের উপসংহার করিতেছেন—

স্পর্শান্ রূপা বহির্বাহ্যাংশ্চম্মুন্দ্রবান্তরে ক্রবাঃ। প্রাণাপানো সমৌ রূপা নাসাভ্যন্তরচারিণো ॥২৭॥ যতেক্রিয়মনোবৃদ্ধিমু নির্মোক্ষপরায়ণঃ। বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধো যঃ সদা মুক্ত এব সঃ॥২৮॥

,সরলার্থ-

এই ছ্টি শ্লোকে প্রাণায়ায় বর্ণনার স্টনা করিয়া কর্ম্যাগের উপসংহার করিতেছেন।
অতঃপর ষষ্ঠ অধ্যায়ে বর্ণিত প্রাণায়ায়সম্বন্ধী শ্লোকগুলির সহিত ইহার সম্পতি
করিতে হইবে। যে কর্মযোগী পুরুষ আত্মযাতিরিক্ত যাবৎ বাহাবিষয়ের স্পর্শ বা ভোগ
পরিত্যাগপুর্বাক চক্ষুবয়কে ভ্রাযুগলের মধ্যস্থলে অবস্থিত করিয়া নাসিকার মধ্যে নিশ্বাদপ্রশাসরূপে বিচরণশীল প্রাণ এবং অপান বায়ুকে সমভাবে গতিশীল করিয়া, ইন্দ্রিয়,
মন ও বৃদ্ধিকে বশীভূত করতঃ কাম, ক্রোধ এবং ভয়শ্রু হইয়া কেবলমাত্র মোক্ষলাভের
জক্ম আত্মমননশীল হন, অর্থাৎ, মৃনি হন, তিনি সিদ্ধদশার স্থায় সাধ্বামুঠান দশাতেও
সর্বাদা সংসারনিবৃত্তিরূপ মৃক্রয়পেই বর্ত্যান থাকেন॥২৭, ২৮॥

#### রামানুজভায্য-

বাহ্যান্ বিষয়স্পর্ণান্ বহিঃ রুছা
বাহ্যেন্দ্রিয়ব্যাপারং সর্বম্ উপসংস্কৃত্য
যোগযোগ্যাসনে ঋজুকায় উপবিশ্য
চক্ষ্: ভ্রবাঃ অন্তরে নাসাগ্রে বিশুশু
নাসাভ্যন্তরচারিণো প্রাণাপানো সমৌ
কুছা উচ্ছ্বাসনিঃশ্বাসো সমগতী কৃষা
আত্মাবলোকনাদ্ অশুত্র প্রবৃত্ত্যনর্হেন্তিয়মনোবৃদ্ধিঃ তত এব বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধো মোক্ষপরায়ণো মোক্ষক-

## বঙ্গানুবাদ—

মোক্ষপরায়ণ মূনি বাছবিধয়ের ভোগ পরিত্যাগ করিয়া অর্থাৎ চক্ষু কর্ণাদি বাহেন্দ্রিয়ের সমস্ত ব্যাপার নিবৃত্ত করিয়া (যাগসাধনের (ধ্যানের) উপযুক্ত আসনে সরলভাবে উপবেশন করিয়া, চক্ষুদ্বয় ভ্রমুগলমধ্যে নাসামূলে অবস্থিত করিয়া নাসাপথে বিচরণশীল নিশ্বাস এবং প্রশাসরূপ প্রাণ এবং অপানবায়ুকে সমান-ভাবে গতিশীল (গ্রহণ ও ত্যাগ ) করিয়া থাকেন। তদনস্তর তিনি আত্মাবলোকন্ ভিন্ন অন্ত কোনও প্রবৃত্তিরহিত ইন্দ্রিয় মন এবং বুদ্ধিযুক্ত হইয়া এবং তজন্ম কাম কোধ এবং ভয়শৃত্য হইয়া একমাত্র মোক্ষলাভের

প্রয়োজনো মৃনি: আত্মাবলোকন-শালো য: সদা মৃক্ত এব; সাধ্যদশা-য়াম্ ইব সাধনদশায়াম্ অপি মুক্ত এব স ইত্যর্থঃ ॥২৭-২৮॥

উদ্দেশ্যে আত্মদর্শনে (আত্মধ্যানে) যত্নবান হন।

ষিনি এইরূপে আগদর্শনে যত্নশীল তিনি সর্বদা মৃক্তপুরুষই অর্থাৎ সিদ্ধদশার স্থায় সাধনদশাতেও তিনি মৃক্তই থাকেন ॥২৭,২৮॥

রামানুজভাগ্য—

উক্তস্থ নিত্যনৈমিত্তিক কর্মেতি-কর্ত্তব্যতাকস্থ কর্মযোগস্থ যোগ-শিরস্কস্থ স্থশকতাম্ আহ—

#### বঙ্গান্তবাদ---

ইতিপুর্বে কথিত অবর্জনীয় নিত্য-নৈমিত্তিক সমস্ত কর্ম কিপ্রকার বুদ্ধিযুক্ত হইয়া যোগপ্রধান কর্মযোগক্ষপে অমুঠান করিলে সহজসাধ্য হয় তাহা বলিতেছেন—

ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্বলোকমহেশ্বরম্। স্থন্ধদং সর্বভূতানাং জাদ্বা মাং শান্তিমূচ্ছতি ॥২৯॥

সরলার্থ-

উক্ত কর্মযোগ যে কি প্রকারে স্থসাধ্য হয় তাহাই বলিতেছেন—

যে কর্মযোগী পুরুষ আমাকে সর্বজীবের মহেশ্বর এবং সর্বজীবের স্থন্থ অতএব যজ্ঞাদির এবং ক্বচ্ছ্র চান্দ্রায়ণাদি কঠোর কর্মাদির ভোক্তা বা আরাধ্য বলিয়া জ্ঞানেন (কর্মাযোগান্মুষ্ঠান ছঃসাধ্য হইলেও) তিনি আমার আরাধনারূপী এই কর্মযোগের অন্মুষ্ঠানে মনঃক্রেশের শান্তি বা স্থাই পাইয়া থাকেন॥২১॥

রামান্তজভাষ্য-

যজ্ঞতপদাং ভোক্তারং সর্বলোক্মহেশ্বরং
সর্বভূতানাং স্থল্গ মাং জ্ঞাভা শান্তিম্
খূচ্ছতি কর্মযোগকরণ এব স্থখ্য
খুচ্ছতি।

#### বঙ্গানুবাদ—

আমাকে সমস্ত যজের এবং কারক্রেশঘটিত ব্রতাদি তপস্থার ভোক্তা, সর্বলোকের
মহেশ্বর এবং সর্বজীবের স্বন্থদ্ জানিয়া
মানব শান্তিলাভ করে অর্থাৎ এই বুদ্ধিতে
কর্মযোগ সম্পাদন করিয়া (মানসিকক্রেশের
শান্তিরূপ) সুখ লাভ করিয়া থাকেন।

সর্বলোকমহেশ্বরং সর্বেষাং লোকেশ্বরাণাম্ অপি ঈশ্বরম্ 'ত্মীশ্বরাণাং
পরমং সহেশ্বরম্' (শ্বেতাঃ উঃ ৬।৭)
ইতি হি শ্রেরতে। মাং সর্বলোকমহেশ্বরং সর্বস্থহদং জ্ঞাত্বা মদারাধনরূপঃ কর্মযোগ ইতি স্থাখন তত্ত্র প্রবর্ত্তে ইত্যর্থঃ, সুহ্বদাম্
জারাধনায় সর্বে প্রবর্ত্তে ॥২৯॥

এন্থলে 'সর্বলোক-মহেশ্বর' শক্টি, সমস্ত লোকের বাঁহারা ঈশ্বর তাঁহাদেরও ঈশ্বর এই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

"সেই ঈশ্বরদেরও প্রমেশ্ব।"—
এই কথা শ্রুতি বলিতেছেন। তাৎপর্য
এই যে—আমাকে সর্বলোকের মহেশ্বর
এবং সর্বলোকের স্থহদ্ জানিয়া আমার
আরাধনা হিসাবে সকল কর্মের অন্টানই
কর্মযোগ, এই বৃদ্ধি লইয়া মহয়্য স্থপ ও
শান্তির সহিত কর্মে প্রবৃত্ত হয়। কারণ
প্রকৃত স্থহদের সেবাতে সকলেই স্থথে
প্রবৃত্ত হয়া থাকে॥২৯॥

॥ ইতি কর্মসম্যাসযোগ নামক পঞ্চমোইধ্যায়ঃ সমাপ্ত ॥

# ষষ্ঠ অধ্যায়

# আত্মসংযমযোগ — ধ্যানযোগ

উক্তঃ কর্মবোগঃ সপরিকরঃ, ইদানীং জ্ঞানকর্মবোগসাধ্যাত্মাবলো-কনরপ্রোগাভ্যাস্বিধিঃ উচ্চ্যতে। তত্র কর্মবোগন্থ নিরপেক্ষযোগসাধন-ত্বং জ্ঞান্যাক্ষর কর্মবোগো বোগশিরক্ষঃ অনুভাতে—

ইতিপূর্বে বিভিন্ন অন্তসহিত কর্মযোগ বর্ণিত হইরাছে। এখন (এই ষষ্ঠ অধ্যায়ে) জ্ঞানযোগ এবং কর্ম্মযোগের দ্বারা লভ্য আত্মদর্শনরূপ যোগাভ্যাস করিবার প্রণালী কথিত হইতেছে। এই প্রসঙ্গে, জ্ঞান-যোগাদির অপেক্ষা না রাখিয়া, কর্মযোগ নিজেই যে আত্মদর্শনসাধনে সমর্থ সে বিবয়ে দৃঢ়নিশ্চয় করিবার জন্ম কর্মযোগে য়ে একটি জ্ঞানাংশও আছে, অতএব ইহা য়ে প্রেষ্ঠ যোগ ভাহাই বলিতেছেন—

# শ্ৰীভগবানুবাচ

অনাশ্রিতঃ কর্মফলং কার্যং কর্ম করোতি যঃ। স সন্ন্যাসী চ যোগা চ ন নিরগ্নিন চাক্রিয়ঃ ॥১॥

#### সরলার্থ -

প্রথম ছটি শ্লোকে আত্মাবলোকনের সাধনরূপে নৈম্বর্যুরূপ কেবল আত্মধ্যান অপেক্ষা কর্মযোগের প্রশংসা করিতেছেন— শ্রীভগবান বলিলেন—

যিনি কর্মফলে স্পৃহা না রাখিয়া কেবল কর্ত্তব্য হিসাবে (সর্বস্থস্থদ্ পরমপুরুষের আরাধনার্রপে সমস্ত কর্ম করিয়া যান তাঁহাকেই জ্ঞানযোগনিষ্ঠ সন্মাসী এবং তাঁহাকেই কর্মযোগনিষ্ঠ যোগী বলা হয়। কিন্ত যিনি অগ্নিসম্পর্কিত বা অক্সাক্ত কর্ম হইতে বিরত্থাকেন তিনি সন্মাসী বলিয়া অভিহিত হন না॥ ১॥

### রামান্তজভাষ্য—

কর্মফলং স্বর্গাদিকম্ অনাশ্রিতঃ কার্যং কর্মানুষ্ঠানমের কার্যং সর্বাত্ম-নাস্মৎস্কৃষ্কৃতপরমপুরুষারাধনরূপ -

#### বঙ্গান্তুবাদ---

স্বর্গাদি কর্মফলের অভিসন্ধি পরিত্যাগ করিয়া কর্জব্যহিসাবেই কর্মের অস্থান করা উচিত এবং 'সর্বপ্রকারে আমাদের স্বন্ধৃ যে পরমপুরুষ ভাঁহার সেবাই আমার এক্মাত্র

**ज्यां** करेबेंव गम श्रद्यांजनः তৎসাধ্যং কিঞ্চিদ্ ইতি যঃ কর্ম করোতি, मरनामी ह ज्ञानरयाभनिक मह (यागी চ কর্মযোগনিষ্ঠ শ্চ। আত্মাবলোকন-রূপযোগসাধনভূতোভয়নিষ্ঠ ইত্যর্থঃ। ন নিব্নিন চাক্রিয়:—ন চোদিত্যজ্ঞাদি-কর্মস্থ অপ্রবৃত্তঃ, কেবলজ্ঞাননিষ্ঠঃ, তস্তু ছি জ্ঞাননিষ্ঠা এব, কর্মযোগ-নিষ্ঠন্ম তু উভয়ম্ অস্তি ইতি অভিপ্রায়ঃ ॥১॥

প্রয়োজন কিন্ত সেই কর্মজনিত অক্স কোনরূপ ফলে কিছুমাত্রও আমার প্রয়োজন নাই'— এইরূপ বুদ্ধি লইয়া যিনি সমস্ত কর্ম করিয়া थाटकन जिनिहे मन्नामी, जिनिहे खानरयान-निष्ठे शूक्षय ; वर्षा ९ जिनि वाश्वमाका ९-কারের সাধনরূপ জ্ঞানযোগ এবং কর্মযোগ এই উভয় যোগেরই যোগী পুরুষ। কিন্ত নিরগ্নি এবং অক্রিয় বা কর্মহীন পুরুষ অর্থাৎ যিনি শান্ত্রীয় যজ্ঞাদি কর্মে প্রবৃত্ত নহেন সেই পুরুষ সন্ন্যাসী নহেন। তাৎপর্য জ্ঞাননিষ্ঠ কিন্তু কর্মবোগনিষ্ঠ পুরুষের কর্ম-र्यान এবং জ्ঞानर्यान এই উভয় यোগেই নিষ্ঠা বৰ্ত্তমান ॥১॥

রামানুজভায্য—

অস্তি, ইত্যাহ—

বামানুজভাষ্য—

উক্তলক্ষণে কর্মযোগে জ্ঞানম্ অপি

স্বিক্থিত লক্ষণযুক্ত কর্মযোগে যে জ্ঞানও
অস্তি, ইত্যাহ—

অস্তিনিহিত আছে তাহাই বলিতেছেন—

যং সংশ্ল্যাসমিতি প্রান্তর্যোগং তং বিদ্ধি পাণ্ডব। ন হুসংগ্ৰস্তসংকল্পে। যোগা ভবতি কশ্চন ॥২॥

সরলার্থ-

কর্মধোগে যে জ্ঞান অন্তর্নিহিত আছে তাহাই বলিতেছেন—

পণ্ডিত্রণ যাহাকে সন্যাস বা জ্ঞানযোগ বলিয়া নির্দেশ করেন তাহাকেই কর্মযোগ বলিয়া জানিবে অর্থাৎ জ্ঞানযোগ প্রকৃতপক্ষে কর্মযোগেরই অন্তর্গত থাকে ইহার বহিভূতি নহে। কারণ কর্মে দেহাখাভিমানজনিত কত্ত্ব মুমুখ এবং ফলাভিসন্ধিরূপ <mark>সকল্প</mark> পরিত্যাগ না করিলে কেহই কর্মযোগী হইতে পারেন না। (এই দেহাল্মাভিমানর্মপ অজ্ঞান বর্জ্জন এবং আত্মবস্তার যথার্থ জ্ঞানবিষয়ে চিস্তাই কর্মযোগের সারাংশ বা खानाःम)॥२

রামানুজভাষ্য-

জ্ঞানম্ ইতি প্রাহঃ তং কর্মবোগম্ এব

রামান্ত্জভায়—
ভানযোগ ইতি আত্মযাথাত্ম্যভানম্ইতি প্রাহঃ তং কর্মথোগম্ এব তাহাকেই কর্মথোগ বলিয়া জানিবে— এই

বিদ্ধি। তদ্ উপপাদয়তি, ন হসংখভসংকল্পো যোগী তবতি কক্ষন ইতি।
ভ্যাত্মযাথাত্ম্যান্মসন্ধানেন অনাত্মনি
প্রক্তি আত্মসংকল্পঃ সংগ্রস্তঃ
পরিত্যক্তো যেন স সংগ্রস্তসংকল্পঃ,
ভানেবংজুতো যঃ সঃ অসংগ্রস্তসংকল্পঃ। ন হি উক্তেমু কর্মযোগেষু
অনেবংজুতঃ কশ্চন কর্মযোগা ভবতি
'যস্ত সর্বে সমারস্তাঃ কামসংকল্পবিজ্ঞাঃ।'
(গীতা ৪।১৯) ইতি হি উক্তম্ ॥২॥

সার বাক্যটি বিচার দ্বারা পুনরায় সিদ্ধ করিতেছেন। (কর্জু, মমজ্ব এবং ফলাভি-সন্ধিক্রপ) সঙ্কল্প পরিত্যাগ না করিলে কেহই কখনও যোগী যে হইজে পারেন না তাহাই বলা হইল।

(অপ্রাক্ত) আত্মস্বরপের অনুসন্ধানের দারা তদিপরীত অনাত্মবস্তু মূল প্রকৃতি হইতে পরিণত অর্থাৎ নির্মিত প্রাকৃত শরীরে আত্মাভিমানরূপ সঙ্কল্ল (শরীরকে আলা বলিয়া ভাবনা ) যিনি তাঁহাকেই পরিত্যাগ করেন 'সংগ্রন্তসঙ্কল্ল' বলা হয়। যিনি এইপ্রকার চিন্তাযুক্ত নহেন তিনিই 'অসংগ্রন্তমঙ্কল্প'। পুর্বোক্ত লক্ষণযুক্ত কর্মবোগে কোনও কর্মযোগী পুরুষই এইরূপ 'অসং-গ্রন্থসঙ্গল্প হন না। কেননা পূর্বেই বলা যে, 'কর্মযোগীপুরুষের সমস্ত হইতে কামনার সম্বল কর্মারস্তই বঞ্চিত' 11211

রামান্মজভাষ্য—
কর্মযোগ এব অপ্রমাদেন যোগং
সাধ্যতি ইত্যাহ—

#### বঙ্গানুবাদ—

কর্মবোগই যে বিনাপ্রমাদে আছসাক্ষাৎকাররূপ ধ্যানযোগে সিদ্ধিলাভ
করাইয়া থাকে ভাহা বলিতেছেন—

আরুরুক্টেকাযুনের্যোগং কর্ম কারণমুচ্যতে। যোগারুচ্ন্স তক্ষ্মিব শমঃ কারণমুচ্যতে॥৩॥

সরলার্থ-

আত্মাবলোকনত্মপ যোগসাধনে প্রবৃত্ত হইতে অভিলাষী মননশীল প্রুষের পক্ষে
কর্মযোগের সাধনাই যে কর্ত্তব্য তাহাই শাস্ত্রে বলা হইয়াছে। যিনি আত্মসাক্ষাৎকার
লাভ করিয়াছেন তাঁহার পক্ষেই কর্মনিবৃত্তি মোক্ষসাধন। অর্থাৎ যতদিন আত্মসাক্ষাৎকার না হয় ততদিন পর্যন্ত নিজামভাবে কর্ম (কর্মযোগ) করা কর্ত্তব্য ॥।

রামান্তজভাষ্য—

যোগম্ আত্মাবলোকনং প্রাপ্ত, মৃ
ইচ্ছোঃ মুমুক্ষোঃ কর্মযোগ এব কারণম্
উচ্যতে; তম্ম এব যোগারুচ্ম প্রতিষ্ঠিতযোগম্ম এব শমঃ কর্মনিবৃত্তিঃ কারণম্
উচ্যতে। যাবদাত্মাবলোকনরূপমোক্ষপ্রাপ্তিঃ, তাবৎকর্ম কার্যম্
ইত্যর্থঃ॥৩॥

বঙ্গানুবাদ—

আত্মসাক্ষাৎকাররূপ যোগে প্রবৃত্ত इट्रेंट जिलानी गुगुक् श्रुक्रियत জন্ম. कर्माशिक कात्र वर्षा कर्वार कर्वना, এবং যাঁহাদের এই আত্মাবলোকনরপ যোগ সম্পান হইয়াছে (আলুসাক্ষাৎকার লাভ इहेबाएक) (कवन छाँहारमत्रहे भग अर्था९ কর্মনিবৃত্তি কর্ত্ব্য এই কথা শাস্ত্রে বলা হইয়াছে। যে অবধি আলুসাক্ষাৎকার-ক্লপ নোক্ষ প্রাপ্তি না হয় সেই কর্ম্ম করাই কর্ত্ব্য ॥৩॥

রামানুজভাষ্য — কদা প্রতিষ্ঠিভ্রেষাগো ভবতি ? ইত্যত্র আহ— বঙ্গান্তবাদ—

এই কর্মনোগী পুরুষকে কখন যে আত্মা-বলোকনক্সপ যোগে প্রতিষ্ঠিত বা সিদ্ধ বলা যাইতে পারে তাহাই বলিতেছেন—

যদা হি নেন্দ্রিয়ার্থেয়ু ন কর্মসমুসজ্জতে। সর্ববসম্বল্পসংস্থাসী যোগারুত্তদোচ্যতে ॥৪॥

সরলার্থ-

বখন উক্ত কর্মবোগী পুরুষের আত্মান্থভবে অত্যন্ত প্রীতি বা আসক্তির জন্ম ই দ্রিয়
তেলাগ্য রূপরসাদিযুক্ত বিষয়ভোগের স্পৃহা এবং তদর্থে যাবং ব্যাপারে আসক্তি নিজ

হইতেই ত্যাগ হইয়া যায়, কেবল তখনই সেই সর্বসঙ্কলত্যাগী কর্মযোগীকে যোগার্ক্ত
বলা হইয়া থাকে ॥৪॥

রামানুজভায্য-

যদা অয়ং বোগী আবৈদ্বকানুভবস্বভাবতরা ইলিরার্থের আত্মব্যতিরিক্তপ্রাক্কতবিষয়ের তৎসম্বন্ধিয় কর্ম
চন অহ্বজ্জতে ন সঙ্গম্ অর্হতি, তদা
হি সর্বসংকল্পসংন্যাদী যোগারুচঃ ইতি
উচ্যতে।

#### বঙ্গানুবাদ-

যখন এই যোগী কেবল আত্মান্তবপরায়ণ হন এবং দেইজন্ত আত্মব্যতিরিক্ত
যাবং প্রাক্বত ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ে এবং
তৎসম্বন্ধী যাবং কার্যেও অন্তরক্ত হন না,
অর্থাৎ সেই সমস্ত বিষয়ের আসক্তি নিজ
হইতেই ত্যাগ হইয়া যায়, কেবল তখনই
তাঁহাকে সর্ব্বসঙ্কল্পত্যাগী এবং যোগারা
বা যোগসিদ্ধ বলা হইয়া থাকে।

তক্মাদ্ আরুরুক্কে।ঃ বিষয়ান্মভবা-হৃতয়। তদনন্মক্সাভ্যাসরূপঃ কর্ম-যোগ এব নিষ্পত্তিকারণম্, অতো বিষয়ানন্মক্সাভ্যাসরূপং কর্মযোগম্ এব আরুরুক্ষুঃ কুর্যাৎ ॥৪॥

সেইজন্য এই যোগে প্রতিষ্ঠিত হইতে অভিলাষী বা সিদ্ধিলাতে অভিলাষী পুরুষের (অপরিপক অবস্থায়) বিষয় অন্থ-ভবের আসক্তির সন্থাবনা থাকে বলিয়া সেই বিষয়ে অনাসজ্ঞির অভ্যাসরূপ কর্মযোগই কর্ত্তব্য এবং এই কর্মযোগই সিদ্ধিলাভের কারণ। অভএব আত্মাবলোকন লাভে অভিলাষী পুরুষের বিষয়ভোগে অনাসক্তির অভ্যাসরূপ কর্মযোগই কর্ত্তব্য ॥৪॥

রা**মানুজভায্য**— ভদ্ এব আহ— বঙ্গানুবাদ— উক্ত অর্থ ই পুনরায় বিশ্লেষণ করিতেছেন—

উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ। তাতিত্মব <mark>হাত্মনো বন্ধুরাত্মব রিপুরাত্মনঃ॥৫॥</mark>

সরলার্থ—

পূর্বোক্ত বিষয় অক্তভাবে বুঝাইতেছেন।

বিষয়ে অনাসক্ত মনের দ্বারা নিজ আত্মাকে সংসার হইতে উদ্ধার করিবে এবং বিষয়াসক্ত মনের দ্বারা আত্মাকে সংসারে বন্ধ রাখিয়া কন্ত দিবে না। কারণ মন বিষয়ে অনাসক্ত থাকিলে তখন সে নিজ আত্মার হিতকারী বন্ধু আবার বিষয়াসক্ত হইলে তখন সেই মনই নিজ আত্মার শক্ত হয় ॥৫॥

রামান্ত্রজভায়—
আর্না মনসা বিষয়ানন্ত্রত্তন
মনসা আ্রানন্ উদ্ধরেও। তদিপরীতেন মনসা আ্রানং ন অবসাদয়েও।
আ্রা এব মন এব হি আ্রানো বন্ধুঃ,
তদ্ এব আ্রানো রিপুঃ॥৫॥

#### বঙ্গানুবাদ—

বিষয়ে অনাসক্ত মনের হারা নিজ আত্মাকে উদ্ধার (দেহ-বিমুক্ত) করা কর্তব্য। তদিপরীত বিষয়াসক্ত মনের হারা সেই আত্মার অধঃপতন করিবে না। কেননা (অবস্থা বিশেষে) আত্মাই অর্থাৎ মনই নিজ আত্মার বন্ধু, আবার এই মনই আত্মার শক্ত ॥৫॥

<sup>\*</sup> আত্মনা—এন্থলে 'আত্মা' শদের অর্থ হইতেছে 'মন'

# বন্ধুরাত্মাত্মনস্তস্ত যেনাইত্মবাত্মনা জিতঃ। অনাত্মনস্ত শত্ৰুত্বে বৰ্ত্তেভাৱৈত্বৰ শত্ৰুবৎ ॥৬॥

সরলার্থ-পুনরায় উক্ত অর্থ বিবৃত করিতেছেন।

পুরুষ নিজের মনকে বশীভূত অর্থাৎ বিষয়বিম্থ করিতে পারিলে তখন সেই মন তাহার বন্ধু বা হিতকারী হয়। আবার সেই মনকে যদি বণীভূত করিতে না পারা যায় তথন দেই স্বেচ্ছাচারী বিষয়প্রবণ মন নিজের শত্রুর তুল্য অর্থাৎ সংসারে নিমগ্ন वाथिया दक्वन प्रःथे किया थाटक ॥७॥ বঙ্গানুবাদ-

রামানুজভাষ্য —

যেন পুরুষেণ স্থেন এব স্থমনো বিষয়েভ্যো জিতং তন্মনঃ তম্ম বন্ধুঃ, অনান্ন: অজিতমনসঃ স্বকীয়ম্ এব শক্ৰছে বৰ্ত্তেত, মনঃ স্বস্থা শক্তবৎ স্থনিঃশ্রেয়সবিপরীতে বর্ত্তেত हेर्जार्थः। যথোক্তং ভগবতা পরাশরেণ অপি—'মন এব মহয়াণাং कात १ वक्तरमाक्र साः। वक्ता स विवसामि मूरेकु निविवयः मनः॥' (विः शूः ७।१।२৮) ইতি ॥৬॥

তখন সেই মন ভাহার বন্ধু হয়। অনাত্মা পুরুষের অর্থাৎ যে মনকে স্ববশে আনিতে পারে নাই ভাহার সেই মনই ভাহার শক্তর ভায় শক্তাই পরাশর বিষ্ণুপুরাণে ভগবান शांक। "মহুষ্যের নিজ **এই कथा** इं तिनशाहिन। गन्हे जाहात वसन धनः (गाक छल्रातहे বন্ধনের कातन, विवशानक गन

বিষয়াসক্তিরহিত মন মুক্তির কারণ হইয়া

यथन त्य श्रुक्व निकारहिशेश निकामनत्क

বিষয়বিম্খ করিয়া স্ববশে আনিতে পারে

थाटक ॥७॥

রামানুজভায়-যোগারম্ভযোগ্যাবন্থা উচ্যতে—

# বঙ্গানুবাদ—

আত্মধ্যানরূপ যোগ আরন্তের উপযুক্ত (মনের) অবস্থা কথিত হইতেছে—

জিতাত্মনঃ প্রশান্তস্ত পরমাত্মা সমাহিতঃ। শীতোক্ষসুখতুঃখেষু তথা মানাপমানয়োঃ ॥৭॥

সরলার্থ—

(নৈষ্ম্যক্রপ) ধ্যানযোগের প্রক্রিয়া বলিবার জন্ত সেই যোগের বা আধ্যাত্মন আরস্তের উপযোগী মানসিক অবস্থার কথা বলিতেছেন—

যে পুরুষের মন শীতোঞ্চ, স্থে, ছঃখ এবং মান অপমানরূপ দক্ষের অতীত হইরাছে সেইরূপ প্রশান্তমনা পুরুষের মনে নিজ বিশুদ্ধ আত্মাধ্যানের বিষয় হইয়া থাকেন, অর্থাৎ মন যখন দুন্দাতীত হইয়া প্রশান্ত এবং স্থির ইয় তৃথনই তাহা আত্মধ্যানের উপযুক্ত হয় ॥৭॥

রামাজমুভায়—
শীতোঞ্চন্নথত্বংথেয় মানাপসানয়োঃ চ
জিতাত্মনঃ জিত্মনসঃ, বিকাররহিত্তমনসঃ; প্রশান্তম্ম মনসি পর্যাত্মা সমাহিতঃ সম্যুগাহিতঃ । স্বরূপেণ
অবস্থিতঃ প্রত্যুগাত্মা অত্র পর্যাত্মা
ইত্যুচ্যতে, তম্ম এব প্রকৃতত্বাৎ,
তম্ম জপি পূর্বপূর্বাবস্থাপেক্ষয়া
পর্যাত্মতা আমা পরং সমাহিত
ইতি বা সম্বন্ধঃ ॥৭॥

### বঙ্গান বাদ—

শীত উষ্ণ সুখ ছু:খ এবং মান অপ-মানের বিষয়ে যিনি জিতাল্পা — যাহার মন জয়ী হইয়াছে অর্থাৎ যাহার মন বিকাররহিত, এইরূপ প্রশান্তপুরুষের মনে প্রমাত্মা সম্পূৰ্ণভাবে অৰম্থিত থাকেন। স্বরূপে অবস্থিত ( প্রকৃতি বা দেহ হইতে বিযুক্ত) প্রত্যগাত্বাকে (জীবাত্বাকে) পর্যাত্মা শব্দে কথিত रहेशार्छ, कार्त्रण अथन कीतान्नात्रहे श्रकत्रण বা জীবাত্মাবিষয়ক উপদেশ চলিতেছে এবং প্রকৃতপক্ষে কর্মযোগী জীবের আছা সাধনা দারা পুর্ব পুর্ব অবস্থা অপেকা ক্রমশঃ উপাধিযুক্ত হয় বলিয়া শ্রেষ্ঠ আত্মা বা বিশুদ্ধ-আত্মা পর্যাত্মা নামে অভিহিত। অথবা আত্মা পরং সমাহিত—বা প্রকৃষ্টভাবে এইরূপ যোজনাও অবস্থিত যাইতে পারে ॥৭॥

# জ্ঞানবিজ্ঞানভূত্মাত্মা কূটন্ছো বিজিতেব্দ্রিয়ঃ। যুক্ত ইত্যুচ্যুতে যোগী সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ॥৮॥

সরলার্থ-

এই শ্লোকে ধ্যানি যোগাভ্যাসের উপযুক্ত গুণাবলীর বিষয় কথিত হইতেছে—
বে প্রথবের মন আত্মার স্বর্ধপজ্ঞান এবং প্রকৃতি হইতে তাহার বিভিন্নতার বিলক্ষণ
জ্ঞান পরিজ্ঞাত হইয়া এবং এই \*১জ্ঞান এবং বিজ্ঞান\*২ দ্বারা ভৃপ্ত হইয়া সেই কৃটস্থ\*৩
আত্মবস্তুর চিস্তাতেই সর্বদা নিমগ্ন থাকে, যখন তিনি প্রকৃতি হইতে বিভিন্ন এই আত্মস্বর্ধপে নিঠাবান হইয়া যাবৎ প্রাকৃতবস্তুতে ভোগ্যতাবৃদ্ধিরহিত হইয়া থাকেন তথ্

<sup>\*</sup>১জান—আত্মসরপ জান।

<sup>\*ং</sup>বিজ্ঞান—বিবিক্তজ্ঞান অর্থাৎ যে যে লক্ষণ দ্বারা প্রকৃতি হইতে আত্মবল্তর প্রভেদ প্রতিপন্ন হর তাহার জ্ঞান।

<sup>\*</sup>তক্টিছ—দেব মনুস্থাবি সর্বাসাধারণ দেহে সর্বাদা জ্ঞানাকাররপে একইপ্রকারে অবস্থিত (আত্মবন্ত)

তাঁহার লোষ্ট্র প্রস্তর বা স্থবর্ণ প্রভৃতি বিভিন্ন উত্তম বা অধম বস্তুতে আর কোন প্রভেদ থাকে না, অর্থাৎ তিনি সমস্ত পদার্থেই সমদর্শী হন। এইরূপ অবস্থায় সেই কর্ম-যোগীকে আত্মধ্যানের উপযুক্ত \*১ বলিয়া তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিরা বলিয়া থাকেন ॥৮॥

# রামানুজভায্য—

জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা আত্মস্বরূপবিষয়েণ
জ্ঞানেন তন্ত চ প্রকৃতিবিসজাতীয়াকার বিষয়েন বিজ্ঞানেন চ তৃপ্তমনাঃ,
কৃটস্থ:—দেবাত্যবন্থাস্থ অনুবর্ত্তমানঃ
সর্বসাধারণজ্ঞানৈকাকারাত্মনি স্থিতঃ,
তত এব বিজিতেন্দ্রিয়ঃ, সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ—প্রকৃতিবিবিক্তস্বরূপনিষ্ঠতয়া
প্রাক্ষতবন্তবিদাষেষু ভোগ্যন্থাভাবাৎ
লোষ্টাশ্মকাঞ্চনেষু সমপ্রয়োজনো যঃ
কর্মযোগী স যুক্ত ইতি উচ্যতে—
আত্মাবলোকনরূপযোগাভ্যাসার্হ
উচ্যতে ॥৮॥

# বঙ্গানুবাদ—

যিনি জ্ঞান-বিজ্ঞান-ভৃপ্তাত্মা অর্থাৎ আত্মাম্বরূপের জ্ঞান এবং প্রকৃতি হইতে পৃথক আকারবিশিষ্ট এই আল্পবিষয়ক বিলক্ষণ বিজ্ঞান পরিজ্ঞাত হইয়া যাহার मन जृश्व ट्टेबाट्ड, यिनि कृष्टेच वर्षाद দেবমমুখ্যাদি সমস্ত দেহেই জ্ঞানাকার যে আত্মবস্তু তাহাতে যাঁহার মন স্থিত থাকে এবং এই হেতু যিনি জিতেন্দ্রিয় এবং লোষ্ট্র অশা (পাথর) এবং কাঞ্চনে সমদৃষ্টিযুক্ত অর্থাৎ প্রকৃতি হইতে পৃথক আত্মস্বরূপে দৃঢ়নিষ্ঠার জন্ম বাবৎ প্রাকৃত ভোগ্যপদার্থে ভোগ্যতাবুদ্ধি বিনষ্ট হইয়া যায় বলিয়া যিনি ঢিল, পাথর, কাঞ্চনে ( বিভিন্নউত্তম-অধন বস্তুতে ) একইপ্রকার আকাজ্ঞাযুক্ত, সেই কর্মযোগী যুক্ত বলিয়া কথিত হইয়া থাকে অর্থাৎ তিনি আ্লা অবলোকনরূপ যোগাভ্যাসের উপযুক্ত পুরুষ ॥।।।

# সুহৃদ্মিত্রাযু দাসীনমধ্যস্থদেয়্ববন্ধু । সাধুদ্বপি চ পাপেষু সমবুদ্ধিবিশিয়তে ॥৯॥

# সরলার্থ---

স্থাদ, মিত্র, উদাসীন, মধ্যস্থ, হিংসাকারী, বন্ধু, সাধু এবং পাপী প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকৃতিযুক্ত ব্যক্তিদের সহিত কোনও প্রয়োজনাভাবে প্রিয় বা অপ্রিয় বুদ্ধিরহিত বলিয়া যিনি সমবুদ্ধিযুক্ত সেই পুরুষ আত্মধ্যানরূপ যোগাভ্যাসের অতি বিশিষ্ট যোগ্যপাত্র ॥১॥

<sup>\*&</sup>gt;মৃক্তঃ—উপমৃক্ত—আত্মধ্যান-যোগের অধিকারীবিশেষের প্রকরণ বলিয়া এখানে 'মৃক্ত' শব্দে উপমৃক্ত অর্থ বলা হইতেছে।

রামান্ত্জভাষ্য—

বয়োবিশেষানজীকারেণ স্বহিতৈ-ষিণঃ \*ত্মহৃদঃ, সবয়সো হিতৈষিণে। মিক্রাণি, অরয়ো নিমিন্ততঃ অনর্থে-চ্ছবঃ, উভয়হেত্বাভাবাদ্ উভয়রহিতা উদাসীনাঃ জন্মত এব উভয়রহিতা মধ্যন্থাঃ, জন্মত এব ভানিষ্টেচ্ছবো হিতৈষিণো দ্বেষ্যাঃ, জন্মত বন্ধবঃ, সাধবো ধর্মশীলাঃ, পাপাঃ পাপশীলাঃ, আবৈত্মকপ্রবেয়াজনতয়া স্বন্ধাত্রাদিভিঃ প্রয়োজনাভাবাদ বিরোধাভাবাচ্চ नगर्काः, তেষু যোগাভ্যাসাইছে বিশিয়তে ॥৯॥

বঙ্গান্থবাদ—

এইরূপই (পূর্বশ্লোকবর্ণিত উপদেশের व्यक्षण ) यिनि वशः (जार्थ বা বিচার না করিয়া স্বভাবতই সকলের हिटेज्यो তিনি 'প্ৰহৃদ', যিনি সমবয়ক্ষে হিতাকাজ্জী তিনি 'যিত্ৰ', যিনি কোন কারণবশতঃ অন্তের অনর্থ চিন্তা করেন তিনি 'অরি', যে পুরুষ কেবল আত্মদর্শনের জন্মই ব্যগ্র তাঁহার এতদ্যতি-রিক্ত অন্ত কোনও প্রয়োজন নাই বলিয়া তিনি উপরোক্ত কোনরূপ থাকার জন্ম হিত এবং অহিত এই উভয়ভাব বজ্জিত তিনি 'উদাসীন', যিনি জন্ম হইতেই হিত ও অহিত ভাববজ্জিত তিনি 'মধ্যস্থ', যিনি জন্মকাল হইতেই অন্তের অনিষ্ট কামনা করেন তিনি 'দ্বেমী', যিনি জন্মকাল হইতে হিত কামনা করেন তিনি 'वसू', यिनि धर्मीन व्यर्था९ माधू, এবং यिनि পाপी वा পाপশীল। ইহাদের সকলের প্রতি (কোন প্রকার প্রয়োজনের অভাব হেতু ) যে পুরুষ প্রিয় বা অপ্রিয় ভাবরহিত বা সমবুদ্ধিবিশিষ্ট হইয়া থাকেন —তিনি ( আত্মধ্যানরূপ ) যোগাভ্যাসের विभिष्ठे वा त्यके व्यक्षिकाती श्रुक्ष विनिष्ठा কথিত হন ॥১॥

# যোগী যুঞ্জীত সততমাত্মানং রহসি ছিতঃ। একাকী যতচিত্তাত্মা নিরাশীরপরিগ্রহঃ॥১০॥

সরলার্থ--

আত্মধ্যানযোগের অধিকারীর বিষয় বলিয়া অতঃপর ৬টি শ্লোকে এই অধ্যায়ের প্রধান প্রতিপান্ন বিষয় আত্মধ্যানরূপ যোগের অঙ্গসহিত উপদেশ দিতেছেন—

যে কর্মযোগী পুরুষ মন ও বুদ্ধিকে (চিন্তকে) সংযত করিতে পারিয়াছেন এবং আত্মব্যতিরিক্ত কোনও বস্তুর প্রয়োজন নাই বলিয়া সেই সমন্ত বিষয়েই মমতা বর্জন করিতে পারিয়াছেন তিনি নিজন দেশে একাকী স্থিত হইয়া প্রতিদিন যোগাভ্যাসকালে আত্মসাক্ষাংকারের জন্ম (আত্মার সহিত যুক্ত হইবার জন্ম) প্রযত্ন করিবেন ॥১০॥

# রামানুজভায্য—

যোগী উক্তপ্রকারকর্মযোগনিষ্ঠঃ
সততম্ অহরহঃ যোগকালে আত্মানং
যুঞ্জীত, আত্মানং যুক্তং কুর্বীত;
স্বদর্শননিষ্ঠং কুর্বীত ইত্যর্থঃ। রহসি
জনবর্জিতে নিঃশব্দে দেশে হিতঃ,
একাকী তত্রাপি ন সদ্বিতীয়ঃ, তত্রাপি
বতচিন্তালা যতচিন্তমনক্ষঃ, নিরাশীঃ
আত্মব্যতিরিক্তে কৃৎস্পে বন্তনি
নিরপেক্ষঃ, অপরিগ্রহঃ তদ্ব্যতিরিক্তে
কিন্মংশ্চিদ্ অপি মমতারহিতঃ ॥১০॥

### বঙ্গান্থবাদ---

যোগী—অর্থাৎ পূর্বোক্তপ্রকার কর্মযোগনিষ্ঠ পুরুষ নির্জন এবং নিঃশব্দ স্থানে
একাকী স্থিত হইয়া মন ও বুদ্ধিকে (চিন্তকে)
সংযত করিয়া আত্মব্যতিরিক্ত কোনও
বস্তুর অপেক্ষা না রাখিয়া এবং অপরিগ্রহ
হইয়া অর্থাৎ আত্মব্যতিরিক্ত কোনও
বস্তুতেই মমতা না রাখিয়া সতত অর্থাৎ
প্রতিদিন যোগাভ্যাস করিবে এবং এই
যোগাভ্যাসকালে নিজ চিন্তকে আত্মার
সহিত যুক্ত করিবে অর্থাৎ আত্মদর্শনের
জন্ম যথাসাধ্য প্রযত্ম করিবে ॥১০॥

শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসনমাত্মনঃ।
নাত্ম্যাচ্ছ্রতং নাতিনীচং চৈলাজিনকুশোত্তরম্ ॥১১॥
তত্তিকাগ্রং মনঃ কৃত্বা যতচিত্তেন্দ্রিয়াক্রিয়াঃ।
উপবিশ্যাসনে যুঞ্জ্যাদ্যোগমাত্মবিশুদ্ধয়ে ॥১২॥

সরলার্থ--

পূর্বশ্লোকোক্ত আত্মধ্যানরপ যোগে অধিকারী পুরুষ পবিত্রস্থলে প্রথমে কুশ
তত্ত্বপরি বস্ত্র এবং সর্বোপরি মৃগচর্ম রাখিয়া অতি উচ্চ বা অতি নিয় না হয় এইভাবে
নিজ আসন পাতিয়া তত্ত্বপরি স্থিরভাবে উপবেশনপূর্বক বাহ্য বিষয়ভোগের জন্ম যাবৎ
ব্যাপার হইতে মন এবং ইন্দ্রিয়গণকে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া একাগ্রমনে আত্মন্তির জন্ম
অর্থাৎ সংসারবন্ধন হইতে মৃক্ত হইবারণ্ডন্ম আত্মাবলোকনে প্রবৃত্ত হইবে ॥১১, ১২॥

### রামানুজভাষ্য—

ভাচে দেশে অশুচিভিঃ পুরুষ্টেই অনথিষ্ঠিতে অপরিগৃহীতে চ অশুচিভিঃ বস্তুভিঃ অস্পৃষ্টে চ পবিত্রীভূতে দেশে দার্বাদিনির্মিতং নাত্যচ্ছি,তং নাতিনীচং চৈলাজিন-কুশোত্তরম্ আসনং প্রতিষ্ঠাপ্য তন্মিন্ মনঃপ্রসাদকরে সাপাশ্রেয়ে উপনিশ্র যোগৈকাগ্রম্ অব্যাকুলম্ মনঃ রুড়া যতিভিন্তিম্রক্রিয়ঃ সর্বাত্মনা উপসংস্কৃত-চিত্তেশ্রিমক্রিয়ঃ আত্মবিশুদ্ধয়ে বন্ধ-বিমুক্তয়ে যোগং যুঞ্জাৎ, আত্মাব-লোকনং কুর্বীত ॥১১-১২॥

### বঙ্গান্তবাদ—

পবিত্রস্থানে অর্থাৎ যেখানে অপবিত্র পুরুষ বাস করেন না এবং তাহার কোনরূপ সংস্পর্শও নাই, এবং কোনও প্রকার অশুদ্ধ বস্ত সংস্পর্শ দারা যাহা দূষিত হয় না, পবিত্রস্থলে নাতিউচ্চ নাতিনিয়ভাবে অবস্থাপিত কুশ, বস্ত্র এবং মুগচর্মের উপর কাষ্ঠাদি নিমিত পাতিয়া মনের পবিত্রতা 8 আনন্দ-দায়ক সেই পবিত্র আসনে উপবেশন করিবে। তদনন্তর মনকে আত্মাবলোকন-রূপ যোগের উপযুক্ত একাগ্র বা স্থির এবং যতচিত্তে ক্রিয় ক্রিয় হইয়া অর্থাৎ চিত্ত এবং ইন্দ্রিয়গণকে বিষয় ভোগের জন্ম যাবৎ ব্যাপার হইতে নিবুত্ত করিয়া, আত্ম-শুদ্ধির জন্ম আলাকে সংসারবন্ধন হইতে मुक कतिवात क्य भागत्यारा श्रवुष रहेरव वर्शा९ এই প্রকার बाजावरना कननिष्ठ वाकि আত্মাবলোকনে প্রবৃত্ত হইবে।॥১১, ১২॥

সমং কায়শিরোগ্রীবং ধারয়য়চলং স্থিরম্। সংপ্রেক্ষ্য নাসিকাগ্রং স্বং দিশশ্চানবলোক্য়ন্ ॥১৩॥ প্রশান্তাত্মা বিগতভীত্র ক্ষচারিত্রতে স্থিতঃ। মনঃ সংযায় মচিত্রো যুক্ত আসীত মৎপরঃ ॥১৪॥

#### সরলার্থ-

উক্তরপে আত্মাবলোকনে প্রবৃত্ত যোগী মন্তক, কণ্ঠ, এবং শরীর অবক্র নিশ্চল ও দৃঢ়ভাবে ধারণ করিয়া এবং অন্ত কোনও দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া নাসিকার অগ্রভাগে (ক্রেরর মধ্যন্থিত স্থানে) অর্দ্ধনিমীলিত নেত্রে) অন্তঃদৃষ্টি করিয়া আত্মধান অভ্যাস করিলে ক্রমশঃ তিনি ভয়শূন্ম, প্রশান্তচিত্ত এবং ব্রন্দ্রচর্যব্রতে দৃঢ়ভাবে অবন্থিত হইয়া বিষয় হইতে মনকে সংযত করিয়া আত্মদর্শনের জন্ম সম্পূর্ণ অবহিত্রিত্ত হইবেন। আত্মধ্যানযোগীপ্রাধের এইরূপে যথন মন সম্পূর্ণ নির্মল হইয়া যাইবে তখন এইপ্রকার মনোনৈর্মল্যের কারণ যে কল্যাণময় ভগবানই তাহা পরিজ্ঞাত হইয়া মদ্গত্রিত্ত এবং মংপরায়ণ হইয়া অবস্থান করিয়া থাকে ন ॥১৩, ১৪॥

### রামানুজভায্য-

কায়শিরোগ্রীবং সমম্ অচলং সাপাশ্রেয়তয়া স্থিরং ধারয়ন্ দিশক অনবলোকয়ন্
ত্বং নাসিকাগ্রং সংপ্রেক্ষ্য প্রশান্তাত্বা
আত্যন্তনির্বিতমনাঃ বিগতভীঃ ব্রেক্ষাচর্যযুক্তো মনঃ সংঘ্যা মচিনতো যুক্তঃ
অবহিতো মৎপর আসীত মাম্ এব
চিন্তর্যন্ আসীত ॥১৩-১৪॥

# বঙ্গানু বাদ—

পরস্পরসংযুক্ত দেহ কণ্ঠ এবং মন্তক্কে অবক্র এবং অচল বলিয়া স্থিরভাবে ধারণ করিয়া নাসিকাগ্রভাগে অন্তঃদৃষ্টি করিয়া এবং অন্থ কোনও দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া, বিষয়স্পৃহাবর্জিত অতএব অত্যন্ত প্রশান্তচিত্ত হইয়া, ভয়শৃন্থ এবং ব্রহ্মচর্যযুক্ত হইয়া (ধ্যানযোগীপুরুষ) মনকে সম্পূর্ণরূপে সংযত করিয়া থাকেন। তিনি মদ্গতচিত্ত অবহিতচিত্ত এবং মৎপরায়ণ হইয়া থাকেন, অর্থাৎ তথন তিনি কেবলমাত্র আমাকেই এবং আমার বিষয়েই চিন্তা করিয়া অবস্থান করেন। ॥১৩, ১৪॥

# যুঞ্জন্মেবং সদাত্মানং যোগা নিয়তমানসঃ। শান্তিং নিবাণপরমাং মৎসংস্থামধিগচ্ছতি ॥১৫॥

# সরলার্থ—

উক্ত যোগাভ্যাসের ফল বলিতেছেন—

যে পুরুষ পূর্বস্নোকোক্ত প্রকারে মন সর্বদা পরমত্রক্ষ আমাতে নিশ্চল চিত্তে সমাহিত করিয়া থাকেন তিনি শান্তি বা সংসারনিবৃত্তিরূপ মৃক্তিলাভ করিয়া পরম স্থাস্তরূপ আমাকে প্রাপ্ত হন ॥১৫॥

#### রামানুজভায়া—

এবং ময়ি পরিমান্ ব্রহ্মণি পুরুষো-

ত্তমে মনসঃ শুভাশ্রের সদা আত্মানং

यदना युक्षन् निम्नजगानमः: निम्कलयानमः

মৎ**স্পর্শ**পবিত্তীকৃতমানসতয়া নি**শ্চ**ল-

यानमः यरमःचाः निर्वागनवर्गाः गालिम्

# বঙ্গান্তুবাদ—

(পূর্বশ্লোকোক্তরূপে) এইরূপে মচ্চিত্ত ও মৎপর হইয়া (সর্বজীবের আত্মবস্তু অর্থাৎ পর্মাত্মবস্তু ) **য**ধ্যগত পুরুষোত্তম শুভাশ্রয় আমাতে পর্যব্রহ্ম অর্থাৎ আত্মা বা সর্বদা পারিলে তিনি সর্বদা নিবিষ্ট রাখিতে পবিত্র একান্ত আমার ধ্যানরূপ আমার স্পর্শের দারা নিয়তমনা বা নিশ্চলচিত্ত হন। তখন তিনি আমাতে সম্যক্রপে হইয়া পরমস্থক্রপ শান্তি লাভ

অধিগচ্ছতি নির্বাণকান্ঠারপাং মৎসংস্থাং অধাৎ স্থথের পরাকান্ঠারপ 'মৎসংস্থার' বা আমাতে সম্যক্রপ অবস্থিতির জন্ম শান্তি ময়ি সংস্থিতাং শান্তিম্ অধিগচ্ছতি॥ৢ৫

নাত্যশ্বতন্ত যোগোহন্তি ন চৈকান্তমনশ্বতঃ।
ন চাতিম্বপ্নশীলম্ম জাগ্রতাে নৈব চার্জ্জুন ॥১৬॥
যুক্তাহারবিহারম্ম যুক্তচেষ্ঠম্ম কর্মসু।
যুক্তম্বপ্নাববােধম্ম যোগো ভবতি ছঃখহা ॥১৭॥

# সরলার্থ—

পূর্বোক্ত ছটি শ্লোকে আত্মধ্যানযোগের অভ্যাসকাবী ক্রমশঃ মললময় ভগবানে মনোনিবেশ করিয়া তৎক্বপায় পরম স্থেক্সপ মুক্তিলাভের কথা বলিয়াছেন। অভঃপর ছটি শ্লোকে সেই যোগাধিকারীর প্রতিক্ল এবং অমুক্ল আহারবিহারাদির কথা বলিতেছেন।

অতিশয় ভোজনকারী, অত্যন্ত অল্লাহারী, অত্যন্ত জাগরণশীল বা অত্যন্ত নিদ্রাশীল পুরুষেরা অর্থাৎ অত্যন্ত আহার-বিহারশীল বা অত্যন্ত আয়াস-অনায়াসশীল পুরুষেরা এই আল্লাবলোকনযোগে বা আল্পয়ানযোগে সিদ্ধিলাভ করিতে পারে না ॥১৬॥

যে পুরুষের আহার, বিহার, কর্মে পরিশ্রম, নিদ্রা এবং জাগরণ এই সমন্তই নিয়মিত বা পরিমিত তিনিই সর্বত্বঃখহারী (ভববন্ধনহারী) এই যোগে সিদ্ধ হন ॥১৭॥

রামানুজভান্ত—
এবম্ আত্মযোগম্ আরভমাণস্ত
মনোনৈর্মল্যহেতুভূতাং মনসো
ভগবতি শুভাশ্রেমে স্থিতিম্ অভিধার
অন্তদিপি যোগোপকরণম্ আহ—
অত্যশনানশনে যোগবিরোধিনী,
অতিবিহারাবিহারে চ তথাতিমাত্রস্থপ্রজাগর্যে, তথা চ অত্যায়াসানায়াসোঁ ॥১৬॥

# বঙ্গানু বাদ—

পূর্বোক্ত ছটী শ্লোকে) এইরূপ আত্মধ্যানরূপ যোগের অভ্যাসকারীর মন যে
মঙ্গলময় ভগবানে নিবিষ্ট রাখিলে তৎকৃপায়
সেই মন নির্মল হইরা যায় (এবং পরম
স্থারূপ শান্তি লাভ করে) সেই কথা
বলিয়া অতঃপর এই যোগসাধনের
প্রতিকৃল ও অমুকৃল বিষয়ের কথা
বলিতেছেন।

অতিশয় অধিক এবং অতিশয় অল্লাহার উভয়ই উক্তযোগবিরোধী, সেইরূপ অত্যস্ত বিহার বর্জন অর্থাৎ অত্যধিক জাগরণ বা নিদ্রা এবং অত্যধিক পরিশ্রমণীলতা বা পরিশ্রমবর্জন—এ সমস্তই এই যোগের বিরোধী ॥১৬॥

শিতাহারবিহারশু মিতায়াসশু মিতস্বপাববোধশু সকলত্ব:খহা বন্ধনাশনো
থোগঃ সংপ্রাে ভবতি ॥১৭॥ .

বিহার, পরিশ্রম আহার, যাহার প্রভৃতি কাৰ্য্য সমন্তই জাগরণ শয়ন তাহারই ছঃখহারী পরিমিত সকল এই যোগ ভববন্ধনাশক সম্পন্ন বা সিদ্ধ হয় ॥১৭॥

# যদা বিনিয়তং চিত্তমাত্মত্যেবাবতিষ্ঠতে। নিঃস্পৃহঃ সৰ্বকামেভ্যে। যুক্ত ইত্যুচ্যতে তদা ॥১৮॥

সরলার্থ—

যখন পুরুষের মন নিজ আত্মবস্ততেই একান্ত নিশ্চলভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে তখন তিনি আত্মব্যতিরিক্ত সমত্ত বাহুভোগ্যবিষয়ে নিস্পৃহ হইয়া আত্মধ্যানরূপ যোগের উপযুক্ত অধিকারী বলিয়া কথিত হন ॥১৮॥

#### রামানুজভায়—

যদা প্রয়োজনবিষয়ং চিত্তম্ আজনি

এব বিনিয়তং বিলেষেণ নিয়তং

নিরতিশায়প্রয়োজনতয়া তত্ত্রৈব

নিয়তং নিশ্চলম্ অবতিঠতে তদা

সর্বকামেভ্যো নিঃস্পৃহঃ সন্ যুক্ত ইতি

উচ্যতে যোগার্হ ইতি উচ্যতে ॥১৮॥

#### বঙ্গানুবাদ-

যখন নিজ প্রয়োজনীয় বিষয়ে চিন্তাকারী চিন্ত কেবলমাত্র আত্মবস্তুতেই বিনিয়ত বা বিশেষভাবে নিয়ত থাকে, অর্থাৎ আত্মবস্তু অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া তাহাতেই নিশ্চলভাবে অবস্থিত থাকে তখন তিনি সমস্ত ভোগলালমা বর্জ্জিত হইয়া থাকেন, এবং তখন সেই সাধককে 'যুক্ত' বলা হইয়া থাকে অর্থাৎ (আত্মধ্যানক্সপ) যোগের উপযুক্ত অধিকারী বলা হইয়া থাকে ॥১৮॥

# যথা দীপো নিবাতস্থো নেঙ্গতে সোপমা স্মৃতা। যোগিনো যতচিত্তস্থ যুঞ্জতো যোগমাত্মনঃ ॥১৯॥

সরলার্থ---

দীপশিখার দৃষ্টান্তদার৷ সংযতচিত্ত যোগীদের আত্মন্বরূপের নিশ্চলতার বিষয় পরিস্ফুট করিতেছেন—

যেনন বায়ুচলাচলরহিত ভানে বায়ু স্থির থাকে বলিয়া দীপের প্রভা দীপশি<mark>খা</mark> অবিচলিত হইয়া স্থিরভাবে জ্বলিতে থাকে, সেইক্লপ বিষয়স্পৃহাহীন সংযতি জ্ব আত্মাবলোকনক্লপ যোগাভ্যাসকারী যোগীদিগের পরিশুদ্ধ আত্মস্বরূপের জ্ঞানক্রপ প্রভা নিশ্চলভাবে অবস্থিত থাকে অর্থাৎ তাঁহাদের মনোবৃত্তি সংযত বা স্থির বলিয়া তাহার আত্মার জ্ঞানরূপ প্রভা বিবিধ ভোগ্য বিষয়ে প্রসারিত না হইয়া কেবল আত্মস্বরূপেই নিবদ্ধ থাকে ॥১৯॥

রামানুজভাষ্য—
নিবাতত্বো দীপো যথা ন ইঙ্গতে ন
চলতি, অচলঃ সপ্রভঃ তিন্ঠতি,
যতচিত্তস্থ নিবৃত্তসকলেতরমনোবৃত্তঃ
যোগিনঃ আত্মনি যোগং যুঞ্জতঃ আত্মস্বরূপশ্য সা উপমা।

নিবাতস্থতয়া নিশ্চলসপ্রত-দাপবিশ্ববৃত্তসকলেতরমনোবৃত্তিতয়া নিশ্চলো জ্ঞানপ্রভ আত্মা তিন্ঠতি ইত্যর্থঃ ॥১৯॥

সরলার্থ-

# বঙ্গানুবাদ---

যেমন বায়ুচলাচলরছিত স্থানে স্থিত দীপের শিখা কম্পিত বা বিচলিত হয় না অর্থাৎ সেই দীপশিখা একভাবে নিশ্চল হইয়া প্রকাশমান থাকে, সেইরূপ:যাহাদের আত্মব্যতিরিক্ত যাবৎ বিষয়ভোগ হইতে নিবুত্ত হইয়াছে এইরূপ সংযত্তিত্ত আত্মাবলোকনের জন্ম অভ্যাসকারী যোগী-দের আত্মন্বরূপও স্থিরপ্রভ থাকে। স্থিরপ্রভ নিশ্চল দীপশিথাই এইরূপ যোগীদের আত্ম-স্বরূপের দৃষ্টান্ত। ইহার তাৎপর্য এই যে, যেমন চঞ্চল বায়ুৱহিত স্থানে স্থিত বলিয়া দীপের শিখা নিশ্চল এবং একভাবেই প্রকাশমান থাকে সেইরূপ আত্মান্তত্ব ব্যতিরিক্ত অন্থ সমস্ত মনোবুত্তি হইতে নিবুত হইয়া যায় বলিয়া জ্ঞানরূপ প্রভা-জ্ঞানপ্রভা নিশ্চলক্ষপে আত্মার প্রকাশমান থাকে ॥১৯॥

যত্রোপরমতে চিত্তং নিরুদ্ধং যোগসেবরা।
যত্র চৈবাত্মনাত্মানং পশুস্পাত্মনি ভুষ্মতি ॥২০॥
ত্মখমাত্যন্তিকং যত্তদ্বৃদ্ধিগ্রাহ্মতীব্রুম্ম।
বেত্তি যত্র ন চৈবায়ং স্থিতশ্চলতি তত্ত্বতঃ॥২১॥
যং লব্ধা চাপরং লাভং মন্সতে নাধিকং ততঃ।
যন্মিন্ স্থিতো ন ত্বঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে॥২২॥
তং বিত্যাদ্ধুঃখসংযোগবিয়োগং যোগসংজ্ঞিতম্।
স নিশ্চয়েন যোক্তব্যো যোগোহনিবিপ্লচেতসা॥২৩॥

ইতিপূর্বে আত্মধ্যানরূপ যোগের স্বরূপের উপদেশ দিয়া অতঃপর চারিট শ্লোকে এই যোগের অবশ্য কর্ত্তব্যতার কথা বলিতেছেন—

উক্ত যোগাভ্যাস দ্বারা মন আত্মব্যতিরিক্ত সমস্ত বিষয় হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া যে অবস্থাতে স্থিত হইয়া নিরতিশয় স্থথ অহুভব করে এবং যে অবস্থায় স্থিত হইলে মন আত্মদর্শনলাভ করিয়া সেই মন কেবলমাত্র আত্মবস্তুতেই পরিতুষ্ট থাকে, যে অবস্থাতে ইন্দ্রিয়াতীত কেবল বৃদ্ধিগ্রাহ্ম আত্যন্তিক স্থথ অহুভব হইয়া থাকে এবং পুরুষ সেই স্থাস্বরূপ ভাব হইতে আর বিচলিত হন না, যে অবস্থা লাভ করিলে পুরুষ তদপেক্ষা অহ্য কোনও লাভকে অধিক বিবেচনা করেন না এবং দুঃসহ দুঃখেও বিচলিত হন না, সেই সর্বদ্বঃখহারী অবস্থা 'যোগ' নামে কথিত হয় জানিবে। এইপ্রকার 'যোগ' নিরুদ্বেগচিন্তে নিশ্চয়পূর্বক অভ্যাস করিবার উপযুক্ত ॥২০—২৩॥

### রামানুজভায্য—

যোগদেবয়া হেতুনা সর্বত্ত নিরুদ্ধং

চিন্তং যত্ত যোগে উপরমতে অতিশারিতস্থাম্ ইদম্ এব ইতি রমতে, যত্ত চ

যোগে আত্মনা মনসা আত্মানং পশুন্

অস্থানিরপেক্ষম্ আত্মনি এব তুগতি।

যন্তদ্ অতীন্দ্রিয়ন্ আত্মবুদ্দ্যেকগ্রাহ্ন্ আত্যন্তিকং স্থাং যত্র চ যোগে বেন্তি অনুভবতি যত্র চ যোগে স্থিতঃ স্থাতিরেকেণ তন্ত্তঃ তন্তাবাৎ ন চলতি।

যং যোগং লকা যোগাদ্ বিরতঃ
তম্ এব কাজকমাণো ন অপরং লাভং

# বঙ্গানুবাদ-

উপরোক্ত যোগদশা যে অত্যন্ত আদর
শীর এবং নিরতিশর পুরুষার্থপ্রদ তাহা

প্রতিপাদন করিবার জন্ম পুনরায় এই
যোগদশার বিশেষ বর্ণনা করিতেছেন।

যোগাভ্যাদের জন্ম (আত্মব্যতিরিক্ত)
সর্কবিষয় হইতে নিবৃত্ত হইয়া মন যে
যোগে আনন্দের সহিত উত্তরোত্তর প্রবৃত্ত
হইতে থাকে অর্থাৎ এই যোগদশা যে
অত্যন্ত স্থখরূপ তাহা অন্থভব করিয়া
তাহাতেই আনন্দের সহিত নিরত থাকে
এবং যে যোগে যোগী আত্মার দ্বারা অর্থাৎ
মনের দ্বারা আত্মবস্তর দর্শনলাভ করিয়া
তদ্যতিরিক্ত অন্থ বস্তর অপেক্ষা না রাখিয়া
কেবল আত্মবস্ততেই পরিতৃ্ই থাকেন (২০)

সেই অবস্থা এইরূপ ইন্দ্রিয়াতীত কেবলমাত্র আত্মবিষয়ক বৃদ্ধির দারাই গ্রহণযোগ্য
আত্যন্তিক স্থপরূপ বলিয়া যে যোগের
দারা জানা যায় বা অমুভব করা যায়
এবং যে যোগে স্থিত যোগী আত্মাগ্রভবরূপ
স্থের আতিশয্য উপলব্ধি করিয়া সেই
স্থপরপ আত্মস্বরূপ হইতে বিচলিত
হন না (২১); এবং যে যোগদশা প্রাপ্ত
হইয়া যোগাভ্যাস হইতে বিরতকালেও
যোগী সেই যোগাভ্যাসেরই আক্মাজ্যা

মৃক্সতে, যশ্মিন্ চ ঝোগে স্থিতঃ অবিরতঃ।
অপি গুণবৎপুত্রবিয়োগাদিনা গুরুণা।
অপি ছঃখেন ন বিচাল্যতে।

তং ছঃখসংযোগবিয়োগং ছঃখসংযোগপ্রভ্যনীকাকারং যোগশব্দাভিধেরং
জ্ঞানং বিভাৎ, স এবংভূতো যোগঃ
ইত্যারক্তদশায়াং নিশ্চয়েন অনির্বিধ্নচেতসা স্থপ্ত চৈতসা যোগো যোক্তব্যঃ।
॥২০—২৩॥

কোনও লাভকে তদপেক্ষা অধিক বলিয়া করেন না এবং যে যোগ-দশায় স্থিত হইলে অর্থাৎ সেই যোগাভ্যাসে নিরতকালেও যোগীকে গুণবান পুত্রের মৃত্যু প্রভৃতি গুরুতর ছঃখেও বিচলিত করিতে পারেনা (২২)—সেই ছঃখসংযোগের विसाधकारी वर्षा प्रश्यमः एपात्र विस्तारी गन नामकाती (मर्खप्र: थहाती) व्यवचारक 'যোগ' শব্দে অভিহিত জ্ঞান বলিয়া এই जानित्व । যোগকে উক্তপ্রকার (এই চারিটি শ্লোকে বণিত প্রকার) জানিয়া আরম্ভদশা হইতেই নিশ্চয়পুর্বাক উদ্বেগরহিতচিত্তে—সম্বষ্টচিত্তে এই যোগ অভ্যাস করা কর্ত্ব্য ॥২০—২৩॥

সংকল্পপ্রভবান্ কামাংস্ত্যক্ত্বা সর্বানশেষতঃ। মনসৈবেন্দ্রিয়গ্রামং বিনিয়ম্য সমন্ততঃ ॥২৪॥ শবৈঃ শবৈরুপরমেদ্ বুদ্ধ্যা শ্বতিগৃহীতয়া। আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ ॥২৫॥

#### সরলার্থ-

সঙ্গল্পভাত সমস্ত কামনা নিমূলভাবে (বাসনা সহিত) পরিত্যাগ করিয়া এবং মনের ছারা ইন্দ্রিয়সকলকে বিষয় হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া, বিচারশীল স্থিরবৃদ্ধির ছারা ধীরে ধীরে আত্মব্যতিরিক্ত সমস্ত বিষয় হইতে বিরত হইবে এবং মনকে একান্ত আত্মনিষ্ঠ করিয়া তদ্যতিরিক্ত অন্ত কিছুই চিন্তা করিবে না ॥২৪, ২৫॥

# রামানুজভায্য—

স্পর্শজাঃ সঙ্কল্পজান্চ ইতি দ্বিবিধাঃ
কামাঃ । স্পর্শজাঃ শীতোঞ্চাদয়ঃ,
সঙ্কল্পজাঃ পুত্রপৌত্রক্ষেত্রাদয়ঃ, তত্র
সঙ্কল্পপ্রভবাঃ স্বরূপেণ এব ত্যক্তঃ
২৮

#### বঙ্গান্মবাদ-

ভোগের কামনা ছই প্রকার — (চক্ষ্রাদি) ইন্দ্রিয়স্পর্শজনিত এবং (মানসিক)
সঙ্কল্পজনিত। তন্মধ্যে শীতোঞ্চ প্রভৃতি
স্পর্শজনিত এবং পুত্র পোত্র গৃহাদি সঙ্কল্পজনিত এই ছইপ্রকার ভোগের মধ্যে
সঙ্কল্পজনিত ভোগ, পুত্রাদি পরিজন সমস্তই

শক্যাঃ, তালু স্বান্ মনসা ज्ञान-তদনম্বয়ানুসন্ধানেন ত্যকু 1 অবর্জনীয়েষু তন্নিমিত্তহর্ষো-दघटगी ত্যক্ত্ৰা সর্বস্থাদ সমন্ততঃ বিষয়াৎ সর্বম্ ইন্দ্রিয়গ্রামং বিনিয়্ম্য শনৈঃ শনৈঃ ধৃতিগৃহীতয়া বিবেকবিষয়য়া সর্বস্থাদ্ আত্মব্যতিরিক্তাদ্ উপরম্য আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞিদ্ অপি চিন্তয়েৎ ॥২৪-২৫॥

অনিত্য দেহসম্বন্ধী আত্মসম্বন্ধী নহে এইরূপ ভাবনাদারা, মনে মনে স্বরূপতঃ ত্যাগ করিয়া ইন্দ্রিয়স্পর্শজনিত অবর্জ নীয় ভোগ্য-বিষয়ের ভোগের জন্ম হর্ষ অথবা উদ্বেগ উভয়ই পরিত্যাগ করিয়া তদ্পশ্চাৎ সম্বন্ধ দিক হইতে অর্থাৎ সমস্ত ভোগ্যবিষয় হইতে সম্পূর্ণরূপে ইন্দ্রিয়গণকে প্রতিনির্ত্ত করিয়া ধৈর্যযুক্ত বিচারশীল বৃদ্ধি দারা আত্মব্যতিরিক্ত সমস্ত বস্ত হইতে ভোগবাসনা ধীরে ধীরে বিরত করিয়া মনকে আত্মনিষ্ঠ করিয়া তদ্যতিরিক্ত অন্ত কিছুই চিন্তা করিবে না ॥২৪,২৫॥

# যতো যতো নিশ্চরতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরম্। ততস্ততো নিয়বৈগ্যতদাত্মগ্রেব বশং নয়েৎ॥২৬॥

### সরলার্থ—

(রাজসিক প্রবৃত্তি হেড়ু) চঞ্চল স্বভাব, অস্থির মন যে যে প্রাক্বত ভোগ্যবিষয়ে ধাবিত হয় সেই সেই বিষয় হইতে এই মনকে সংযত বা নিবৃত্ত করিয়া কেবল আত্মবিষয়ে নিবন্ধ রাখিবে ॥২৬॥

রামামুজভায্য—

চলস্বভাবতয়া আত্মনি অন্থিরং

মনঃ যতো যতো বিষয়প্রাবণ্যহেতোঃ

বহিঃ নিশ্চরতি ততঃ ততো যত্নেন মনো

নিয়ম্য আন্মনি এব অতিশয়িতপ্রখ-

ভাবনয়া বশং নয়েৎ ॥২৬॥

### বঙ্গান্থবাদ—

মন স্বভাবতঃ চঞ্চল বলিয়া আছাবস্তুতে স্থির থাকিতে পারে না। এইরূপ
চঞ্চল এবং অস্থির মন বিষয়প্রবণ হইয়া
আছাব্যতিরিক্ত যে যে বাহ্যভোগ্য বিষয়ে
ধাবিত হয়, সেই সেই বিষয় হইতে এই
মনকে, যত্নপূর্বক সংযত করিয়া
(আছাহ্মভব) অত্যস্ত স্প্রথকর ভাবিয়া
আছাবস্তুতেই বশীভূত অর্থাৎ নিবদ্ধ
রাখিবে॥২৬॥

# প্রশান্তমনসং ছেনং যোগিনং স্থখমুত্তমন্। উপৈতি শান্তরজসং ব্রহ্মভূতমকল্মধম্॥২৭॥

### সরলার্থ-

বোগাভ্যাস দারা পুনঃপুনঃ ইন্দ্রিয়সংযমের চেষ্টার ফলে ক্রমশঃ সংযত মন রজোগুণ বিবর্জিত হইয়া যায়; এবং তজ্জ্ঞ সেই বোগীর পাপ বিনষ্ট হইয়া তিনি প্রশান্তচিত্ত হন। সেই রজোগুণবর্জিত ক্ষীণপাপ এবং প্রশান্তচিত্ত যোগী তখন ব্রহ্মভূত হন অর্থাৎ তখন আত্মবস্তুতেই নিত্য অবস্থিত থাকেন। স্বভাবতঃ অত্যন্ত স্থখস্করপ বলিয়া এইরূপ যোগীপুরুদের এই আত্মস্থিত বা ব্রহ্মভূত অবস্থায় পরম স্থখলাভ হইয়া থাকে॥২৭॥

# রামান্তজভায্য—

প্রশান্তমনসম্ আত্মনি নিশ্চলমনসম্ আত্মন্তস্তমনসং তত এব হেতোঃ দক্ষাশোষকলানং তত এব শান্তরজসং বিনপ্টরজোগুণং তত এব ব্হসভূতং স্বস্থরপোবস্থিতম্ এনং যোগিনম্ আত্মানুভবরূপম্ উন্তমং স্থম্ উদৈতি, হি ইভি হেতৌ, উত্তমস্থারূপম্ উপৈতি ইত্যর্থঃ ॥২৭॥

### বঙ্গান্থবাদ—

যাহার মন প্রশান্ত হইরাছে অর্থাৎ
যাহার মন আত্মবস্তুতেই দ্বিরভাবে
অবস্থিত আছে, সেইজক্ত যাহার সমন্তপাপ
বিনষ্ট হইরা গিরাছে, পাপের এই ক্ষীণতা
হেতু যাহার রজোগুণ বিনষ্ট হইরাছে,
এইরূপ (রজোগুণবজিত ক্ষীণপাপ প্রশান্ত
চিন্ত) যোগী ব্রহ্মভূত হইরা যান অর্থাৎ
নিজ আত্মস্বরূপেই অর্থিত থাকেন।
এইরূপ ব্রহ্মভূত যোগীর উত্তম স্থখনাভ
হইরা থাকে, যেহেতু আত্মান্থভব উত্তম
স্থখস্বরূপ। 'হি' শব্দ এম্বলে 'হেতু' অর্থে
ব্যবহাত হইরাছে॥২৭॥

# যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী বিগতকল্ময়ঃ। স্থানে ব্ৰহ্মসংস্পৰ্শমত্যন্তং স্থামশ্লুতে ॥২৮॥

# পরলার্থ-

এইরপে মনকে আত্মবস্তুতে সম্যক্রপে অবস্থিত করিলে নিম্পাপ হইরা তখন সেই যোগী অনায়াসে স্বতঃই সর্বাদা ব্রহ্মাত্মভবরূপ (প্রকৃতি বিযুক্ত আত্মস্বরূপের অন্নভবরূপ) অপরিমিত সুথ অন্নভব করেন ॥২৮॥

# রামানুজভাগ্য—

এবম্ উক্তপ্রকারেণ আল্লানং যুঞ্জন্ তেন এব বিগতপ্রাচীনসমস্তকলাবঃ ব্রহ্মসংস্পর্শং ব্রহ্মানুভবরূপং স্থখম্ অত্যন্তম্ অপরিমিতং স্থখন অনায়াসেন সদা অগ্লুতে ॥২৮॥

### বঙ্গান্থবাদ—

এইরপে—পূর্বোক্তপ্রকারে যিনি যোগসাধনদারা আত্মদর্শন অভ্যাস করেন এবং সেইজন্ম ঘাঁহার সমস্ত প্রাচীন পূর্ব-সঞ্চিত পাপ বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে তিনি ব্রহ্মসংস্পর্শ বা ব্রহ্মান্থভবরূপ অপরিমিত স্থে দ্বিনাচেষ্টায় অনায়াসে সর্বদা ভোগ করিয়। থাকেন ॥২৮॥

# রামানুজভায্য—

অথ যোগবিপাকদশা চতুষ্প্রকারা উচ্যতে—

# বঙ্গানুবাদ—

ইতিপূর্বে যোগাভ্যাসের বিবিধ উপদেশ করিয়া এখন যোগীর চারি প্রকার (উন্তরোন্তর) পরিপক্ক অবস্থার কথা বলা হইতেচে—

# সর্বভূতস্থমাত্মানং সর্ববভূতানি চাত্মনি। ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্বত্র সমদর্শনঃ ॥২৯॥

সরলার্থ-

ইতিপূর্বে যোগাভ্যাদের বিধি যোগফল পর্যন্ত বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইল। এখন চারিটি শ্লোকে উক্ত যোগীর যোগবিপাকের চারিটি উন্তরোত্তর উন্নত অবস্থা বর্ণিত হইতেছে।

যে যোগীপুরুষ আত্মদর্শন লাভ করিয়াছেন তিনি দেহবিমুক্ত সমস্ত আত্মবস্তুই জ্ঞানাকাররূপে পরস্পর সমান, তাহাদের বৈষম্য কেবল বিভিন্ন প্রাক্বত দেহেন্দ্রিয়াদি জনিত এইরূপ বৃদ্ধিবিশিষ্ট হন। তখন তিনি সর্ব্বআত্মবস্তুতে এইরূপ সাম্যদর্শনের জন্ম নিজ আত্মাকে সর্বজীবমধ্যে অবস্থিতরূপে এবং সর্বজীবস্থিত আত্মবস্তু নিজমধ্যে অবস্থিত বলিয়া দর্শন করেন বা অন্থভব করেন ॥২৯॥

রামান্ত্জভায্য—

স্বাত্মনঃ পরেষাং চ ভূতানাং প্রকৃতিবিযুক্তস্বরূপাণাং জ্ঞানৈকাকা-রতয়া সাম্যাদ্ বৈষম্যস্থ চ প্রকৃতি-

### বঙ্গান্তবাদ—

(এই শ্লোকে প্রথমদশার কথা বলিতেছেন প্রকৃতিবিযুক্ত নিজের আত্ম- ও স্বরূপ এবং অপর জীবগণের বিভিন্ন আত্ম-স্বরূপ সমস্তই জ্ঞানাকার এবং এই জ্ঞানাকার হিসাবে সমস্ত আত্মবস্তুই পরস্পর সমান, বিভিন্ন জীবের যা কিছু বৈব্যা গতত্বাদ্ যোগযুক্তাত্মা প্রাকৃতিবিযুক্তেয়ু তাাত্মস্থ দর্বত জ্ঞানৈকাকারতয়া দন-দর্শনঃ দর্বভূতত্বং স্বাত্মানং দর্বভূতানি চ স্বাত্মনি ঈক্ষতে। সর্বভূতসমানাকারং স্বাত্মানং স্বাত্মসমানাকারাণি চ সর্বভূতানি পশ্যতি ইত্যর্থঃ।

একস্মিন্ আত্মনি দৃষ্টে সর্বস্থ আত্মবস্তুনঃ তৎসাম্যাৎ সর্বম্ আত্ম-বস্তু দৃষ্টং ভবতি ইত্যর্থঃ। সর্বত্র সমদর্শনঃ ইতি বচনাৎ 'যোহয়ং যোগ-স্থয়া প্রোক্তঃ সাম্যেন' (গীতা ৬।০০) ইত্যকুভাষণাচ্চ 'নির্দ্ধোষং হি সমং ব্রহ্ম' (গীতা ৫।১৯) ইতি বচনাচ্চ ॥২৯॥ দৃষ্ট হয় তাহা কেবল বিভিন্ন শরীর-সম্বন্ধের জন্মই। যে যোগী নিবিষ্টমনা আত্মসাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছেন, তিনি সর্বজীবস্থ প্রকৃতিবিযুক্ত সমস্ত আত্মবস্তুই জ্ঞানাকার অতএব পরস্পর সমান এইরূপ সমদর্শন লাভ করিয়া থাকেন। আত্মদর্শীপুরুষ তখন নিজ আত্মাকে সর্ব-জীবাত্মায় অবস্থিত এবং সর্বজীবের আত্মাকে নিজ আত্মায় অবস্থিতরূপে দর্শন করেন। অর্থাৎ নিজ আত্মাকে সর্বভৃতস্থিত সমস্ত আত্মবস্তর সমান আকারসম্পন্ন সর্বজীবালাকে নিজ:আত্মার সমান আকার-मम्भन्न विनिश्चा (मर्थन। जा९ भर्य अहे (य, একটি আত্মবস্তুর সাক্ষাৎলাভ করিলে সমস্ত वाज्यवस्ट नेम्भ এই खानजग्र ममस वाज्र-বস্তুরই দর্শন লাভ হইয়া থাকে। বিভিন্ন শাস্ত্রবাক্যেও সর্বজীবে এই সমদর্শন দৃষ্ট হয় — 'সর্বত্র সমদর্শন'। আত্মবস্তুর এই সাম্যের বিষয়ে (গীতায় ৫৷১৯ প্লোকে) ইতিপুৰ্বে বলা হইয়াছে এবং (৬।৩৩ শ্লোকে) পরেও বলা হইবে ॥২৯॥

যো মাং পশ্যতি সৰ্বত্ৰ সৰ্বং চ ময়ি পশ্যতি। তস্তাহং ন প্ৰণশ্যামি স চ মে ন প্ৰণশ্যতি ॥৩০॥

সর্ব্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ।
সর্ব্বথা বর্ত্তমানেহিপি স যোগী ময়ি বর্ততে ॥৩১
আত্মেপিন্যেন সর্ব্বত্ত সমং পশ্যতি যোহর্জ্জুন।
স্থুখং বা যদি বা ছঃখং স যোগী পরমো মতঃ॥৩২

সরলার্থ—

পুর্বোক্ত দশা হইতে উন্নততর দশা বলিতেছেন—

যে সিদ্ধযোগী আমার স্বরূপের সহিত প্রকৃতিবিনিম্ ক্ত সমস্ত আত্মবস্তুর জানৈকা-কারতারূপ সাম্যভাব উপলব্ধির জন্ম সমস্ত জীবের আত্মস্বরূপের ভিতর আমার পেরমাত্মার) স্বরূপের উপলব্ধি করেন এবং আমার (পরমাত্মার) মধ্যে সমস্ত আত্মবস্তুও দর্শন করেন, অর্থাৎ আত্মা এবং পরমাত্মা পরস্পর সাম্যহেতু একটির স্বরূপদর্শনে অক্সটিও এইরূপ, এইপ্রকার উপলব্ধি হয়। তখন সেই সিদ্ধযোগীর নিকট আমি অদৃশ্য থাকি না এবং তিনিও আমার ক্লপাদৃষ্টি হইতে বঞ্চিত থাকেন না ॥৩০॥

পুর্বাপেক্ষাও অধিক পরিপক অবস্থা বর্ণনা করিতেছেন।

যে সিদ্ধযোগী সর্বজীবে অন্তর্যামীরূপে অবস্থিত আমাকে দেব-মন্থ্যাদি বিভিন্ন শরীরে ভিন্ন জিন রূপে না ভাবিয়া অসঙ্কুচিত জ্ঞানাকার হিসাবে সর্বদেহেই আমার একত্ব উপ্লব্ধি করিয়া আমাকে ভজনা করে সেই যোগী সর্বঅবস্থাতেই আমাকে চিন্তাকরত: অব্স্থান করে ॥৩১॥

যোগীর সর্বাধিক পরিপক দশা বর্ণনা করিতেছেন—

যে যোগী আত্মস্বরূপ সাক্ষাৎ করিয়াছেন এবং যিনি অসমুচিত জ্ঞানাকাররূপ সমস্ত পরিশুদ্ধ আত্মবস্তুকেই সম বা তুল্যরূপে উপলব্ধি করেন এবং সেইজন্ম যিনি আপনাতে বা অপরে বর্ত্তমান স্থথ বা ছঃখকে সমানভাবে দর্শন করেন তিনি এই যোগের পরাকাষ্ঠা অবস্থা লাভ করিয়াছেন এই আমার অভিমত। সর্বত্ত স্থথ বা ছঃখে এই সাম্যদর্শন অসম্বন্ধজনিত বা উদাসীনতাজনিত অর্থাৎ সাংসারিকভাবে যেমন অপর ব্যক্তির সহিত নিজের কোনও সম্বন্ধ না থাকার জন্ম অপরের পুত্ত জন্ম বা মরণ নিজের কোনও স্থথ বা ছঃখের কারণ হয় না, এবং নিজ পুত্রের জন্ম বা মরণ অন্থেরও স্থা বা ছঃখের কারণ হয় না, এবং নিজ পুত্রের জন্ম বা মরণ অন্থেরও স্থা বা ছংখের কারণ হয় না, সেইরূপ যিনি পরপুত্র জন্মসরণাদিরে সমানই নিজ পুত্র জন্মসরণাদিতেও অনভিভূত বা উদাসীন থাকেন সেই যোগী এই যোগের পরাকাষ্ঠা অবস্থা লাভ করিয়াছেন ॥৩২॥

রামান্তজভাষ্য---

ততো বিপাকদশাম্ আপয়ো মম
সাধর্ম্যম্ উপাগতঃ 'নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমৃপৈতি' ( মৃঃ উঃ ৩/১/০ ) ইজু্যুচ্চমানং
সর্বস্ত আত্মবস্তনোঃ বিধূতপুণ্যপাপস্ত
'স্বরূপেণ অবস্থিতস্ত মৎসাম্যং পশ্যন্
যঃ সর্বত্র আত্মবস্তনিং মাং পশ্যতি, সর্বম্
আত্মবস্ত্র চ ময়ি পশ্যতি, অক্যোন্য-

#### বঙ্গান্তবাদ--

ইহা হইতেও উন্নত পরিপক দশা প্রাপ্ত , যোগী আমার সমান ধর্মলাভ করে, অর্থাৎ '(প্ণ্যপাপরহিত) নিরঞ্জন বা নির্লেপ হইরা পরমপুরুষের সমতা প্রাপ্ত হন।'—এইরূপ বচনাত্মসারে যে যোগী আমার সহিত (পরমাত্মার সহিত) প্ণ্যপাপবিবর্জিত নিরঞ্জন অতএব স্বরূপে অবস্থিত সমস্ত আত্মস্বরূপের (নিরঞ্জন এবং জ্ঞানাকাররূপ) সাম্যদর্শন করিয়া সর্ব্ব আত্মবস্তুতেই আমাকে দর্শন করেন এবং (এই সাম্যদর্শন জন্ম) আমার মধ্যেও সমস্ত আত্মবস্তুকে দর্শন করেন অর্থাৎ পরস্পর সমান বলিয়া এক্টিকে দেখিলে অক্সটিও ঈদৃশ এইরূপ

माग्राप অন্যতরদর্শনেন অন্তাতর্দ অপি ঈদুশম্ ইতি পশাতি, তশ্য স্বাত্মস্বরূপং পশ্যতঃ অহং তৎসাম্যাৎ ন প্রণশ্রামি, ন তাদর্শনম্ উপ্যামি, মম অপি মাং পশ্যতঃ, মৎসাম্যাৎ স্বাত্মানং মৎসমম্ অবলোকয়ন্স ন অদর্শনম উপযাতি ॥৩০॥ ততো বিপাকদশাম্ আহ— যোগদশায়াং সর্বভূতস্থিতং যায অসঙ্কুচিভজানৈকাকারতয়া একত্বমূ পাস্থিত: প্রাকৃতভেদপরিত্যাগেন স্থদুতং যো ভজতে স যোগা ব্যুখান-কালে অপি যথা বর্ত্তগানঃ তথা স্বাত্মানং সর্বভূতানি চ পশ্যন্ ময়ি বৰ্ত্তে মাম এব পশ্যতি। স্বাত্মনি সর্বভূতেষু চ সর্বদা মৎসাম্যম্ এব পশ্যতি ইত্যৰ্থঃ ॥৩১॥

যিনি দেখিতে পান, সেই আত্মদর্শী যোগীর নিকট যেহেতু আমি তাঁহার আত্মার তুল্য আকারবিশিষ্ট সেইজন্ম আমি তাহার नर्गनकाती । जागात जनर्गतनत আমাকে বিষয় হয় না অর্থাৎ সমস্ত আত্মবস্তুই ( নিরঞ্জন এবং জ্ঞানাকারক্সপে ) আমার সহিত मगान । এইজন্ম যিনি নিজ আগ্নবস্তুকে আ্াার मगान विलिशा पर्यन করেন তিনিও আমার দৃষ্টির বাহিরে থাকেন না (আমিও তাহার প্রতি কুপা-দৃষ্টি করি) ॥৩০॥

পুর্বাবস্থা হইতেও অধিক পরিপক অবস্থার কথা বলিতেছেন—

সমস্ত পরিশুদ্ধ আত্মবস্তু এবং সমস্ত আত্মবস্ততেই (ভিন্ন ভিন্ন জীবাত্মাতে) পর্যাত্মারূপে অবস্থিত আমি, সকলেই অসম্কৃচিত পুর্ণ প্রকাশমান জ্ঞানাকারবস্ত हिमारित ममाने चल्वत वक्हे, वहेन्नर्भ ভাবনাযুক্ত হইয়া নিজ নিজ কর্মানুগুণ प्रदिख्यानि खाश्च হইয়া বিভিন্নভাবে সন্ধুচিত জ্ঞান তারতম্য বিশিষ্ট বিভিন্ন জীবাত্মার এই ঔপাধিক ভেদ পরিত্যাগপুর্বক যে যোগী সমাধিদশাতে স্বুঢ়ভাবে আমার এই সাম্য বা ভজনা করে অর্থাৎ একত্ব অবলোকন करत, महे यात्री अज्रुषानकात्म (यथन যোগসমাধি না থাকে তখনও) যেক্নপ অবস্থাতেই থাকুন না কেন আমাতেই অবস্থান করেন, অর্থাৎ সর্বা অবস্থাতেই তিনি নিজ আত্মা এবং সর্বভূতের আত্মার (যথার্থ জ্ঞানাকার) অসংকৃচিত করিয়া থাকেন এবং সেই আকারে আমা-কেও দর্শন করেন। তাৎপর্য এই যে, তিনি সর্বদাই নিজ আত্মাকে, সমস্ত প্রাণীর আত্মাকে এবং আমাকে তুল্যরূপে দর্শন করেন ॥৩১॥

ভতোহপি কাষ্ঠাম্ আহ—

আত্মনঃ চ অন্তেষাং চ আত্মনাম্

অসম্কুচিভজ্ঞানৈকাকারতয়া ঔপন্যেন

স্বাত্মনি চ অন্তেম্ব সর্বত্ত বর্ত্তমানং পুত্র-

জন্মাদিরপং অখং তন্মরণাদিরপং চ

ছ:খম্ অসম্বন্ধসাম্যাৎ সমং যঃ পশুতি

পরপুত্রজন্মমরণাদিসমং স্বপুত্রজন্ম-

মরণাদিকং यः পশ্যতি ইত্যর্থঃ।

দ যোগী পরমযোগকান্ঠাং গতে

यणः ॥७२॥

যোগীর উৎকৃষ্ট পরিপকদশার প্রাকাষ্টা বর্ণনা করিতেছেন—

যে যোগী নিজ আত্মা এবং অক্সান্ত (পরিশুদ্ধ) জীবাত্মা সকল (দেহ বিনিমুক্তি এবং) অসংকুচিত জ্ঞানাকার হিসাবে পরস্পার সমান বলিয়া উপলব্ধি করিয়া নিজ আত্মার এবং অক্ত সমস্ত জীবাত্মারও সর্বত্র অবশুস্তাবী পুত্র জন্মাদিরূপ স্থখ এবং তৎমরণাদিরূপ ছঃখ কোনটির সহিত সংশ্লিষ্ট হন না (অন্তের বা নিজের স্থথে বা তুঃখে সৰ্বত্ৰ সম্বন্ধবিহীন বা উদাসীন পাকেন), অতএব সর্বত্র স্থােও ছঃখে উদাসীনতারূপ সমতা প্রাপ্ত হন, সে যোগী এই যোগের\* পরাকাষ্ঠা অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন এই আমার অভিমত। অর্থাৎ সাংসারিকভাবে যেমন অপর ব্যক্তির সহিত নিজের কোনও সম্বন্ধ না থাকার জন্য অপরের পুত্র জন্ম বা মরণে যেমন নিজের কোনও সুখ বা ছঃখের কারণ হয় না এবং নিজের পুত্র জন্ম মরণও যেমন অন্যের ত্বথ বা ছঃখের কারণ হয় না, সেইরূপ জন্ম-মরণাদির স্মানই যিনি পরপুত্র নিজ পুত্র জন্ম-মরণাদিতে অনুভব করেন (কোনটিতেই অভিভূত হন না; সর্বত্রই উদাসীন থাকেন) তিনি এই যোগের পরাকাষ্ঠা অবস্থা লাভ করিয়াছেন এই আমার অভিমত ॥৩২॥

\*যোগ—এইস্থলে 'বোগ' শব্দে জীবাত্মাবিষয় যোগের
কথ। বলা হইতেছে, কারণ পরমাত্মাবিষয়ক যোগের কথা এই অধ্যায়ের শেষে
বর্ণিত হইবে। ৬।৪৭

# অজু ন উবাচ —

যোহরং যোগস্থয়়। প্রোক্তঃ সাম্যেন মধুসূদন।
এতস্থাহং ন পশ্যামি চঞ্চলত্বাৎ স্থিতিং স্থিরাম্॥৩৩
চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ম্।
তম্মাহং নিগ্রহং মত্যে বায়োরিব স্থত্করম্॥৩৪

সরলার্থ-

এই উপদেশ শ্রবণ করিয়া অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিতেছেন—

হে মধুস্থান, দেব-মন্থ্যাদিভেদে এবং জীব-ঈশ্বরভেদে বিভিন্নরপে প্রতীয়্মান সমস্ত জীবাত্মা এবং পরমাত্মা জ্ঞানাকারতা এবং পুণ্যপাপবিরহিতরূপ নির্দ্দোবতা হিসাবে পরস্পর সমান এইরূপ যে যোগের তুমি উপদেশ করিয়াছ, আমার মনের চঞ্চল স্বভাবের জন্ম এইরূপ যোগের বা সাম্যদর্শনের চিরস্থায়ী স্থিতি হইতে পারে বলিয়া বুঝিতে পারিতেছি না ॥৩৩॥

হে কৃষ্ণ, এই মন অনাদি বাসনাজনিত ইতস্ততঃ বিভিন্ন ভোগলালসায় দৃঢ়ভাবে নিরত, অতএব ইহা স্বভাবতই অতি চঞ্চল এবং দেহেন্দ্রিয়কে নিজ ইচ্ছাত্মগুণ বলপূর্বক চালিত করে, অতএব ইহা অতি বলবান। এইরূপ মনের নিগ্রহসাধন বা বশীকরণ চঞ্চল বায়ুর নিগ্রহের মতন অত্যন্ত ছ্কর মনে করি। তাৎপর্য এই যে, এইরূপ চঞ্চল বলবান মন কি উপায়ে বশীভূত করা যায় তাহা বল ॥৩৪॥

রামান্তজভায্য—

যাঃ অয়াং দেবমন্তুয়া দিভেদেন জীবেশ্বরভেদেন চ অত্যন্তভিন্ধতয়া এতাবন্তং কালম্ অনুভূতেয়ু সর্বেয়্ব
আাত্মস্থ জ্ঞানৈকাকারতয়া পরস্পরসাম্যেন অকর্মবশ্যতয়া চ ঈশ্বরসাম্যেন সর্বত্র সমদর্শনরূপো যোগঃ
ছয়া উক্তঃ, এতস্থ যোগস্থা স্থিরাং স্থিতিং
ন পশ্যামি মনসঃ চঞ্চলছাং ॥৩৩॥

### বঙ্গান্তবাদ---

তথাহি অনবরতাভ্যস্তবিষয়েষু
আপি স্বত এব চঞ্চলং পুরুষেণ একত্র
স্থাপয়িতুম্ অশক্যং ননঃ পুরুষং
বলাৎ প্রমথ্য দৃঢ়ন্ অশুত্র চরতি।
তশু স্বাভ্যস্তবিষয়েষু অপি চঞ্চলস্বভাবস্থ মনসঃ তিরপরীতাকারাত্মনি
স্থাপয়িতুং নিগ্রহং প্রতিকূলগতেঃ
মহাবাতস্থ ব্যজনাদিনা ইব স্বর্দরম্
অহং মন্তে। মনোনিগ্রহোপায়ো
বক্তব্য ইত্যভিপ্রায়ঃ॥৩৪॥

কেননা এই চঞ্চল মন স্বভাবতই অনবরত নানাবিধ অভ্যন্তবিষয়ে (ভোগ-লালসায়) ঘুরিয়া বেড়ায় অতএব জীব সেই মনকে একই বিষয়ে স্থিরভাবে নিবদ্ধ রাখিতে পারে না। এইরূপ পুরুষকে বল-পুর্বক বশীভূত করিয়া মন দৃঢ়ভাবে বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে চালিত করে। নিজের অহুকুল অভ্যস্ত ভোগ্য বিষয়েও চঞ্চলম্বভাব মনকে বশীভূত করিয়া তদ্বিপরীত অর্থাৎ প্রতিকূল অনভ্যস্ত আত্মবিষয়ে পরিস্থিতি করা অত্যন্ত কঠিন বলিয়া আমি মনে করি। যেমন ব্যজনের পাখা প্রভৃতির দারা প্রতিকূল গতিশীল প্রচণ্ড বায়ুর বেগ বন্ধ করা অত্যন্ত কঠিন, এই মননিগ্রহও অভিপ্রায় এই যে এই চঞ্চল তদ্ৰপ। মনকে বশীভূত করার উপায় আমায় বল ॥৩৪॥

# <u> প্রীভগবান্থ</u>বাচ

অসংশয়ং মহাবাহো মনো তুর্নিগ্রহং চলম্। অভ্যাসেন তু কোন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহুতে ॥৩৫ অসংযতাত্মনা যোগো তুপ্পাপ ইতি মে মতিঃ। বশ্যাত্মনা তু যততা শক্যোহবাপ্তমুমুপায়তঃ॥৩৬

সরলার্থ— শ্রীভগবান কহিলেন—

হে মহাবাহো অজুন, মন যে স্বভাবতঃ চঞ্চল এবং সেজন্ম তাহাকে বশীভূত করা যে অত্যন্ত কঠিন সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। কিন্ত হে কৌন্তেয়, আত্মবস্তার জ্ঞানাকারত্ব নির্দোষত্ব এবং কল্যাণগুণাকরত্ব অমুসন্ধানের অভ্যাদের দ্বারা এবং তন্ত্যতিরিক্ত প্রাকৃত বিষয়ের দোবামুসন্ধানজনিত বৈরাগ্যের দ্বারা সেই মনকে বশে আনিতে পারা যায় ॥৩৫॥

যে পুরুষদের চিন্ত সংযত হয় নাই তাহাদের দারা সর্বত্ত সমদর্শনরূপ এই যোগ লাভ করা অত্যন্ত কঠিন। কিন্তু যাহারা পুর্বশ্রোকে কথিত অভ্যাস এবং বৈরাগ্যের দ্বারা মনকে বশীভূত করিয়া নিদ্ধাম কর্মের অন্তর্গত জ্ঞানাংশের অনুসন্ধানপুর্বক আমার আরাধনারূপে কর্মযোগের অভ্যাসে যত্ত্বান হন তাঁহারা এই সমদর্শনরূপ যোগ লাভ করিতে সমর্থ হন, এই আমার অভিমত ॥৩৬॥ রামান্থজভায়—
চলস্বভাবতরা মনো ছনিগ্রহম্ এব
ইত্যত্ত্ব ন সংশয়ঃ, তথাপি আত্মনো
গুলাকরত্বাভ্যাসজনিত আভিমুখ্যেন
আত্মব্যতিরিক্তেমু বিষয়েমু অপি
দোষাকরত্বদর্শনজনিতবৈতৃক্ষ্যেন চ
কথঞ্চিদ্ গৃহতে ॥৩৫॥

অসংযতান্ত্রনা অজিতমনস। মহতা

অপি বলেন যোগো ছপ্রাপ এব।

উপায়তঃ তু বশ্চাদ্যনা পূর্কোক্তেন

মদারাধনরূপেণ অন্তর্গতজ্ঞানেন

কর্মণাজিতমনসা যতমানেন অয়ম্

এব সমদর্শনরূপো যোগঃ অবাপ্তঃ

শক্যঃ ॥৩৬॥

রামানুজভায়—
তথ 'নেহাভিক্রমনাশোহন্তি' (গীতা।

২া৪০) ইত্যাদৌ এব শ্রুতং

যোগমাহান্ম্যং যথাবৎ শ্রোভুম্

ভাজুনিঃ পৃচ্ছতি। ভান্তর্গতান্মজানতয়া

#### বঙ্গান্থবাদ—

মন স্বভাবতঃ অতি চঞ্চল, অতএব তাহাকে বশীভূত করা যে অত্যন্ত কঠিন সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। তথাপি আত্মবস্তু (নিত্যত্ব, জ্ঞানত্ব, আনন্দত্ব, অকর্মবশুত্ব, অমলত্ব প্রভৃতি) বহুগুণের আকর পুনঃপুনঃ এই অত্মন্ধানের জন্তু আত্মবস্তুতে আভিম্খ্য হারা এবং আত্মব্যতিরিক্ত যাবং প্রাক্বতবস্তু অশেষ দোষের আকর এই অত্মন্ধানজনিত এই সকল বিষয় বৈরাগ্য হারা এই ত্ব্নিগ্রহ মনকে কিছু কিছু বশীভূত করা যায় ॥৩৫॥

অসংযতাত্বা পুরুষ অর্থাৎ নিজ মনকে বশীভূত করিতে পারেন নাই এমন পুরুষ বহু বল প্রয়োগ করিলেও আত্মদর্শনজনত সর্বত্ত সমদর্শনরূপ এই যোগে সিদ্ধি লাভ করা অত্যন্ত কঠিন। কিন্তু (পুর্বোক্ত) উপায় অবলম্বনপূর্বক যিনি মনকে বশীভূত করিয়াছেন অর্থাৎ যিনি পূর্বোপদিষ্ট নির্লিপ্ত কর্মের অন্তর্গত জ্ঞানাংশের অন্ত্রসন্ধানপূর্বক আমার আরাধনাব্ধনে কর্মযোগের অভ্যাস দ্বারা মনকে বশীভূত করতঃ এই আত্মাবলাকনরূপ থোগে যত্ত্বশীল হন তিনি আত্মদর্শনজনিত সর্বত্ত সমর্গ হন ॥৩৬॥

বঙ্গানুবাদ—

অর্জুন ইতিপুর্বে যোগের সাধন যথাযথ
প্রবণ করিলেন। এখন 'নেহাভিক্রমনাশোহন্তি' ইত্যাদি পূর্ব কথিত বাক্যে
যোগের মাহাত্ম্যবিষয়ে অল্ল যাহা কিছু
শুনিয়াছিলেন তাহাই বিশদরূপে জানিবার
ইচ্ছায় প্রশ্ন করিতেছেন। কর্মযোগের
অনুষ্ঠানে আত্মন্ত্রমপের চিন্তাকে প্রধান
অংশ বলিয়া এবং কর্মযোগ জ্ঞানযোগাদি
অক্সান্থ যোগেরও সাধক বলিয়া এই কর্ম-

যোগশিরস্কতয়া চ হি কর্মযোগস্থ মাহাত্ম্যং তল্লোদিতং তচ্চ যোগ-মাহাত্ম্যম্ এব—

যোগ সমস্ত যোগের শিরোভাগরূপে অভিহিত হইয়াছে বলিয়া যে মাহান্ম্য কথিত হইয়াছে প্রকৃতপক্ষে ইহাই আত্ম-দর্শনরূপ জ্ঞানযোগেরও মাহান্ম্য।

অযতিঃ শ্রেদ্ধরোপেতো যোগাচ্চলিত্মানসঃ।
অপ্রাপ্য যোগসংসিদ্ধিং কাং গতিং কৃষ্ণ গচ্ছতি ॥৩৭॥
কচিন্ধোভয়বিজ্ঞপিছন্ধাজনিব নশ্যতি।
অপ্রতিষ্ঠো মহাবাহো বিমূঢ়ো ব্রহ্মণঃ পথি॥৩৮॥
এতং নে সংশয়ং কৃষ্ণ ছেত্তুমূর্যস্তাশেষতঃ।
ত্বদন্তঃ সংশয়স্তাস্ত ছেত্তা ন স্ত্যপপন্ততে॥৩৯॥

সরলার্থ—

পূর্বকথিত অভ্যাদ এবং বৈরাগ্যের অভাবের জন্ম এই যোগী দিদ্ধিলাভ করিতে
না পারিলে তাহার কি দশা হয় তাহাই অজুন জিজ্ঞাদা করিতেছেন।—

হে কৃষ্ণ, যদি কোনও পুরুষ শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া আত্মাবলোকন রূপ এই যোগাভ্যাসে প্রবুত্ত হইয়া দৃঢ়ভাবে অভ্যাস করিতে অসমর্থ হইলে তাহার মন এই যোগ হইতে বিচ্যুত হয় তথন সে পুরুষের কি গতি হয় ? ॥৩৭॥

হে মহাবাহু কৃষ্ণ, এইরূপ ভ্রন্ট কর্মযোগী পুরুষ একদিকে ফলাভিসন্ধিরহিত বলিয়া ঐশ্বর্যলাভে বঞ্চিত প্রতিষ্ঠাবিহীন এবং অন্তদিকে আত্মদর্শনরূপ যোগমার্গ হইতে ভ্রন্ট, অতএব ভোগ এবং মোক্ষ উভয় পুরুষার্থশৃক্ত হইয়া, বিচ্ছিন্ন মেঘখণ্ডের মত বিনষ্ট হয় না কি ? অর্থাৎ বিচ্ছিন্ন মেঘখণ্ড যেমন বৃহৎ মেঘ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া অক্ত মেঘখণ্ডেও মিলিত না হইয়া মধ্যেই বিনষ্ট হইয়া যায়, এইপ্রকার পুরুষও ইতঃনষ্ট ততোভ্রন্ট হইয়া সেইভাবে বিনষ্ট হইয়া যায় না কি ? ॥৩৮॥

হে কৃষ্ণ, আমার এই সংশয় নিঃসন্দেহভাবে ছেদন করিতে তুমিই সমর্থ। কেননা তুমি ভিন্ন অক্ত কেহ এই সংশয় ছেদন করিতে পারে এরূপ সম্ভাবনা নাই ॥৩৯॥

রামানুজভাষ্য—
শ্রদ্ধরা যোগে প্রবৃত্তো দৃঢ়তরাভ্যাসরূপযত্নবৈকল্যেন যোগসংসিদ্ধিস্
অপ্রাপ্য যোগাৎ চলিত্যানসঃ কাং
গ্রিং গচ্ছতি ॥৩৭॥

### বঙ্গান্থবাদ—

অজুন প্রশ্ন করিতেছেন — যে পুরুষ
আত্মাবলোকন যোগ শ্রদ্ধাপুর্বক আরম্ভ
করিয়া এ বিষয়ে দৃঢ় অভ্যাসরূপ প্রযন্ত্র
করিতে সমর্থ হয় না এবং সেজ্জ
পুর্ণসিদ্ধি লাভের পুর্বেই যাহার মন এই
যোগসাধন হইতে বিচ্যুত হইয়া যায় সে
ব্যক্তির ত্থন কি গতি হয় ৽ ॥৩৭॥

উভয়বিভ্ৰষ্টঃ ভায়াং ছিলাজ্ৰম্ ইব কচিঙ ন নশ্রতি যথা নেঘশকলঃ পূর্বস্থাৎ নেঘাৎ ছিন্নঃ পরং মহাত্তং মহতো অপ্রাপ্য गदभा विनद्धे। গেঘ্য ভবতি, তথা এব কচ্চিৎ উভয়বিজ্ঞপ্ততা, নশ্যতি, কথ্য অপ্রতিষ্ঠো বিমৃঢ়ো ব্রন্ধণঃ পথি ইতি, ষথাবন্থিতং স্বৰ্গাদিসাধনভূতং কৰ্ম ফলাভিসন্ধিরহিতত্ত তাত্তা পুরুষত্তা স্বফলসাধনত্বেন প্রতিষ্ঠা ন ভবতি ইতি অপ্রতিষ্ঠঃ। প্রক্রান্তে ব্রহ্মণঃ পথি বিমূঢ়ঃ তস্থাৎ পথঃ প্রচ্যতঃ, উভয়ভপ্টভয়া ভাত কিয় নশ্যতি এব, উত ন নশ্যতি॥৩৮॥ তম্ এনং সংশয়ম্ অশেষতঃ ছেত্ত, য অর্হসি স্বতঃ প্রভ্যক্ষেণ যুগপৎ সর্বং সর্বদা স্বত এব পশ্যতঃ ত্বতঃ অগ্যঃ সংশয়স্ত অস্ত ছেন্তা ন হি উপপ্রতে ॥৩১॥

ভোগ এবং মোক্ষ এই উভয় পুরুষার্থ-विशीन इहेशा छेळ यागजहे भूक्य विष्क्रि মেঘখণ্ডের মতন বিনষ্ট হয় না কি ? অর্থাৎ रयमन এक ी रमघर्य ७ क की वृह९ स्मघ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া অপর একটি বুহৎ মেঘের সহিত সংযুক্ত হুইতে না পারিলে মধ্যে বিনষ্ট হইয়া যায় সেইপ্রকার এই যোগভাষ্ট পুরুষও উভয়ভাষ্ট হইয়া বিনষ্ট হন না কি 

 উভয়বিভ্ৰষ্ট বলিবার হেড় অপ্রতিষ্ঠমার্গ এবং ব্রহ্মমার্গ হইতে বিচ্যুত এই ছইটী বাক্য। অপ্রতিষ্ঠ মানে — স্বৰ্গাদিসাধনভূত বিবিধ কৰ্ম ফলাভিসন্ধি-যুক্ত হইয়া বিধিপুর্বক অনুষ্ঠিত হইলে তবে কিন্ত ফলাভিসন্ধিরহিত হয়. ফলদায়ী निकाम कर्मरयांनी श्रुक्रस्तत এই क्रि कल-প্রাপ্তিতে সিদ্ধিলাত হয় না। আবার বন্ধ (জীবাল্বা) অবলোকনরূপ যোগপথের এই সাধক বিমৃত হওয়ার জন্ত (শিথিলমনা হইয়া সুদৃঢ় অধ্যবসায় না থাকার জন্ম) এই যোগপথ হইতেও বিচ্যুত হন। উভয়ভ্ৰষ্ট হইয়া এই সাধকপুরুষ বিনষ্টই इहेशा यान किश्वा विनष्ठे इन ना ? 101

আমার এইরূপ সংশয় তুমিই নি:সন্দেহভাবে ছেদন করিতে সমর্থ। কেননা
তুমিই স্বভাবত: সমগ্র তত্ত্বেই সর্বদা
যুগপৎ প্রত্যক্ষরূপে দর্শন করিতে সমর্থ।
অতএব তুমি ভিন্ন স্বস্থা কেহ যে এই সংশয়
ছেদন করিতে পারিবে এরূপ কোনও
সম্ভাবনা নাই॥৩৯॥

# শ্রীভগবান্মবাচ—

৪০ হইতে ৪৬ পর্যন্ত এই সাতটি শ্লোকে আত্মধ্যানরূপ এই যোগের মাহাত্ম্য বিস্তৃতরূপে বলিতেছেন—

> পার্থ নৈবেহ নামুত্র বিনাশস্তম্ম বিছতে। ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্দুর্গতিং তাত গচ্ছতি ॥৪০॥

সরলার্থ-

শ্রীভগবান্ বলিলেন—হে পার্থ এই আত্মাবলোকনরূপ যোগ শ্রদ্ধার সহিত একবার আরম্ভ করিয়া পরে যদি ইহা হইতে কোন পুরুষ বিচ্যুত হয় তাহা হইলে ইহলোকে বা স্বর্গলোকে কোথাও তাহার বিনাশ নাই। যেহেতু হে প্রিয়, যোগসাধনারূপ কল্যাণকর্মের অমুঠাতা কোন পুরুষেরই তুর্গতি হয় না ॥৪০॥

রামান্তুজভাগ্য-

প্রদ্বান্য বোগে প্রক্রান্তস্থ তক্ষাৎ
প্রচ্যুতস্থ ইহ চ অমূত্র চ বিনাশঃ ন
বিভাতে, প্রাক্তস্বর্গাদিভোগান্মভবে
ব্রহ্মান্মভবে চ অভিলম্বিভানবাপ্তিরূপঃ
প্রত্যবায়াখ্যঃ অনিষ্ঠাবাপ্তিরূপশ্চ
বিনাশো ন বিভাতে ইত্যর্থঃ। ন হি
নিরতিশয়কল্যাণরূপযোগকং কন্চিং
কালত্রয়ে অপি হুর্গতিং গছতি ॥৪০॥

বঙ্গানু বাদ—

শ্রদ্ধাপুর্বক এই যোগসাধন করিতে করিতে কোন কারণবশতঃ ধদি কেহ তাহা হইতে বিচ্যুত হয়, তাহা হইলে তাহার ইহলোক বা স্বর্গাদি পরলোক কোণাও বিনাশ হয় না, অর্থাৎ প্রাক্বত স্বর্গাদি ভোগের অন্তব্য এবং ব্রহ্মান্থভবরূপ অভীপ্ত বিষয় অপ্রাপ্তিরূপ প্রত্যবায় নামক বিনাশ নাই এবং অনিপ্তপ্রাপ্তিরূপ বিনাশও নাই। নিরতিশয় কল্যাণময় এই আত্মন্ধনির সাধনারূপ যোগের সাধক কোনও পুরুষই ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান কোনও কালেই দ্বর্গতি প্রাপ্ত হয় না ॥৪০॥

প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং লোকানুষিত্বা শাশ্বতীঃ সমাঃ। শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগলপ্তোইভিজায়তে ॥৪১॥

সরলার্থ—

অল্পকাল অভ্যন্ত যোগভ্রম্ভের কি গতি হয় তাহাই বলিতেছেন—

এই যোগভ্রপ্ট পুরুষ (মৃত্যুর পরে) স্বর্গাদিলোক প্রাপ্ত হইরা সেখানে বহুবৎসর স্থভোগ করিয়া তদনন্তর পুনরায় এই পৃথিবীতে সদাচারশীল এবং ধনজনাদি ঐশ্বর্যসম্পন্ন ব্যক্তিদের গৃহে, অর্থাৎ পুনরায় এই যোগ আরম্ভ করিবার উপযোগী কুলে জন্মগ্রহণ করেন॥৪১॥

### রামান্তজভায্য—

যজ্জাতীয়ভোগাতিকাজ্জয়া যোগাৎ
প্রচ্যুতঃ অয়ম্ অতিপুণ্যক্তাং প্রাপ্যান্
লোকান্ প্রাণ্য তজ্জাতীয়ান্ অতিকল্যাণভোগান্ জ্ঞানো যাবৎ
অন্তোগতৃষ্ণাবসানং শাখতীঃ সনাঃ তত্ত্র
উষিদ্ধা তল্মিন্ ভোগে বিভৃষ্ণঃ
শুচীনাং শ্রীনতাং যোগোপক্রমযোগ্যানাং কুলৈ যোগোপক্রমে শুষ্টো
যোগমাহান্ম্যান্ জায়তে ॥৪১॥

# বঙ্গান্তবাদ—

যে প্রকার (প্রাকৃত) স্থভোগের लालमात्र এই मास्टकत मन त्यानमार्ग इहेटज অট হইয়াছিল তদমুরূপ স্বর্গাদি পুণ্যলোক, यांश (कवन चाजुल श्राकर्ग। वाकिएन तरे नजा, (महे लाक প्राश्च हहेगा खानजनक আত্মধ্যানরূপ যোগের প্রভাবে সেখানে তদম্গুণ পর্য কল্যাণদায়ক স্থভোগ করিতে थाटकन। বহুকালপৰ্য্যন্ত-বে পর্য্যন্ত এই যোগভ্রম্ভ পুরুষের ভোগভৃষ্ণা পরিভৃপ্ত না হয় দেইকাল পর্যন্ত দেস্থলে বাস করিয়া সেই ভোগবাসনাশূভ হইয়া যোগমার্গ হইতে ভ্রন্ত সাধক এই যোগের শক্তি বা প্রভাবের জন্মই পুনরায় যোগাভ্যাস আরভের ঐশ্ব্সম্পন্কুলে জন্মগ্রহণ করেন॥৪১॥

# জাথবা যোগিনামেব কুলে ভবতি ধীমতাম্। এতদ্ধি ত্বল্ল ভতরং লোকে জন্ম যদীদৃশম্॥৪২॥

#### সরলার্থ—

এখন বহুকাল অভ্যন্ত যোগভ্রষ্ট পুরুষের কি গতি হয়, তাহাই বলিতেছেন—কিংবা, যে সকল পুরুষ বহুকাল যোগাভ্যাস করিয়া যোগভ্রষ্ট হইয়াছেন, তাঁহারা
যোগোপদেশদানে সমর্থ ধীমান্ যোগীপুরুষের গৃহেই পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন। এইরূপ
কুলে জন্ম যে জগতে ছ্র্ল ভ তাধা নিশ্চিত ॥৪২॥

বামানুজভাগ্য---

পরিপক্ষযোগঃ চলিতঃ চেদ্ যোগিনাং

ধীমতাং যোগং কুর্বতাং স্বয়ম্ এব,

स्वादगाश्रदम्<mark>ष्ट्रे</mark> नाः क्रल ভवि ।

# বঙ্গানুবাদ—

যদি কোনও যোগী যোগের পরিপক বা অত্যন্ত উন্নত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াও বিচ্যুত হইয়া পড়েন, তখন তিনি পুনরায় বৃদ্ধিমান যোগীদের গৃহে অর্থাৎ যাঁহারা যোগের সাধনা করেন এবং এই যোগ বিষয়ে উপদেশদানেও সমর্থ এইরূপ যোগীদের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। পুর্ব- তদ্ এতদ্ উভয়বিধং যোগষোগ্যানাং যোগিনাং চ কুলে জন্ম (लारक প্রাকৃতানাং ছ্ল'ততরম্, এতৎ যোগমাহাত্ম্তম্॥৪২॥

শ্লোকোক্ত যোগসাধনের উপযোগী (শুচী ও শ্রীমন্ত) গৃহে জন্ম এবং প্রকৃত যোগীর **बहे উভয়প্রকার জনাই** গৃহে জন্ম, সাংসারিক লোকের পক্ষে অত্যন্ত ছলভ। কেননা এইরূপ জন্মলাভ কেবল যোগের প্রভাবেই সম্ভব ॥৪২॥

# তত্র তং বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌর্বদৈহিকম্। যততে চ ততে। ভূয়ঃ সংসিদ্ধৌ কুরুনন্দন ॥৪৩॥

সরলার্থ—

হে অজুন, যোগসাধনের উপযোগী শুচী ও শ্রীমন্তের গৃহে কিংবা ধীমান্ যোগীর গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া এই যোগভাই পুরুষের পুর্বসংস্কারবশতঃ পুর্বজন্মের অভ্যন্ত এই যোগবিষয়ক বুদ্ধির উদ্রেক হয়। তথ্ন পুনরায় এই যোগসিদ্ধির জন্ম প্রথত্ন করে॥৪৩॥

রামান্থজভাষ্য—

তত্ৰ জন্মনি তম্ এব পৌৰ্বদৈহিকং **বোগবিষয়ং** বুদ্ধিসংযোগং লভতে। **ञ्च अथ तुष्क तम्** ज्यः मः निष्को ততঃ যততে। যথা ন অন্তরায়হতো ভবতি তথা যততে ॥৪৩॥

### বঙ্গান্মবাদ—

দেইপ্রকার জন্মে (শুচী ও শ্রীমন্ত অথবা ধীমান যোগীর গৃহে জন্মে) সংস্কারবশতঃ পূর্বজন্মের শরীরে অভ্যন্ত যোগবিষয়ক বুদ্ধির উদ্রেক হয়। সেইহেতু সে স্বপ্তো-খিত পুরুষের ভায় পুনরায় সেই যোগের সিদ্ধিলাভের জন্ম যত্নবান হয়। যাহাতে কোনপ্রকার বিদ্ন আসিয়া পুনরায় যোগভ্র করিতে না পারে সে বিষয়ে সে বিশেষ (हड़ी करत ॥४०॥

পূৰাভ্যাসেন তেনৈব হ্ৰিয়তে ছবশোহপি সঃ। জিজাম্বরপি যোগস্থ শব্দব্রক্ষাতিবর্ত্ততে ॥৪৪॥

সরলার্থ— এইরূপ যোগভাট পুরুষ পুর্বসংস্কারবশতঃ অনিচ্ছা সত্ত্তে অবশ হইয়া পুর্বাভ্যন্ত যোগ বিষয়ে নিশ্চয়ই পুনরায় আরুষ্ট হয়। এমন কি প্রকৃতপক্ষে প্রবৃত্ত না হইয়া যদি কোনও পুরুষ কেবল যোগসাধনা করিবার অভিপ্রায়ে এই যোগের বিষয় জানিতে ইচ্ছাও করেন, তাহা হইলেও তিনি (ক্রমশঃ) যোগবিষয়ক জ্ঞানলাভ করিয়া তদ্মরূপ যোগসাধন করিয়া ব্রহ্মপদবাচ্য প্রকৃতিরূপ বন্ধন বা সংসার হইতে মৃ্জি-লাভ করেন ॥৪৪॥

### রামান্তজভায্য—

তেন পূৰ্বাভ্যাসেন পূৰ্বেণ যোগবিষয়েণ তাভ্যাসেন সঃ যোগল্ঞপ্তো হি অবশঃ অপি যোগে এব হ্রিয়তে, প্রাসিদ্ধং হি এতদ যোগমাহাত্ম্য ইত্যর্থঃ। অপ্রব্তবোগো যোগজিজাম্ব: অপি ততঃ চলিতমানসঃ পুনরপি তাম এব জিজ্ঞাসাং প্রাপ্য কর্মযোগাদিকং যোগম ভালুষ্ঠায় শক্ত বন্ধ অভিবর্ততে। দেবমনুষ্যপৃথিব্যন্তরিক্ষ-শব্দব্দা স্বৰ্গাদিশব্দাভিলাপযোগ্যং প্রকৃতিঃ, প্রকৃতিসম্বন্ধাদ বিমুক্তো দেবমনুষ্যাদিশব্দাভিলাপানর্হং জ্ঞানা-নক্ষৈকভানম্ আত্মানং প্রাপ্তোতি ইত্যৰ্থঃ ॥৪৪॥

#### বঙ্গান্তুবাদ-

এই যোগভাষ্ট পুরুষ পুর্যাভ্যাসের জন্ম व्यर्था९ शूर्वजत्म এই यांगविषयक नाधन সংস্কারের প্রভাবে নিশ্চয়ই অবশ হইয়া দেই যোগ বিষয়েই (পুনরায়) আকৃ**ষ্ট** হয়। যোগের এইরূপ নাহান্ম্য যে বিশেষ প্রসিদ্ধ তাহাই 'হি' শব্দের দারা ব্যক্ত হইয়াছে। (এমন কি পূর্বজন্মে) যাহারা প্রকৃত পক্ষে এই যোগে প্রবৃত্ত নাই কেবলমাত্র এ বিষয় জিজ্ঞাস্থ তাহারাও এই যোগ জিজ্ঞাসা আগ্রহচ্যত হন তথাপি তাহারাও পুনরায় যোগবিবয়ে ভাৰ লাভেরআকাজ্যায় আগ্রহান্বিত হইয়া ক্রমশঃ কর্মগোগাদির অমুঠান করিয়া শক্ত্রহ্মরূপ বন্ধন অতিক্রম করিয়া বিমৃক্ত হন অর্থাৎ বিশুদ্ধ আত্মবস্ত জানানন্ত্রপ क्रबन ॥ ८८॥

# প্রযন্ত্রাদ্ যতমানস্ত যোগা সংশুদ্ধকিল্পিয়:। অনেকজন্মসংসিদ্ধস্ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥৪৫॥

#### সরলার্থ-

বিচলিত্যনস্বযোগী যোগভ্রপ্ত হইলেও প্রকৃত্তরূপে চেষ্টার দারা এই যোগে উন্তরোন্তর অধিক যত্নশীল হন। এইরূপে ক্রমশঃ সমন্ত পাপ বিনিমুক্ত হইয়া অনেক জন্মের পরে এই যোগী সম্যক্ সিদ্ধিলাভপূর্বক উৎকৃত্ত গতি লাভ করেন ॥৪৫॥

### রামান্তজভাষ্য—

যত এবং যোগমাহাদ্ম্যম্; ততঃ— অনেকজনার্জিতপুণ্যসঞ্চরঃ সংশুদ্ধ-কিন্ত্রিয়ঃ সংসিদ্ধঃ সংজাতঃ প্রয়াদ্ যতমানঃ তু যোগী চলিতঃ অপি পুনঃ পরাং গতিং যাতি এব ॥৪৫॥

#### বঙ্গানুবাদ—

যোগবিচলিতমনস্কযোগা যোগস্ৰষ্ট হইলেও প্ৰকৃষ্টক্ষপে চেষ্টাদ্বারা (উন্তরোত্তর) যত্মশীল হইয়া অনেক জন্মাজিত পুণ্যের দ্বারা পাপবিনাশপুর্বক পরিশুদ্ধ হইয়া পুনরায় পরাগতি বা উৎকৃষ্টগতি লাভ করেন॥৪৫॥ 208

রামান্তজভায্য-

অতিশয়িতপুরুষার্থনিষ্ঠতয়া যোগিনঃ সর্বস্মাদ্ আধিক্যম্ আহ— বঙ্গানুবাদ—

(আত্মধ্যান পরায়ণ) যোগীর অত্যুত্তম প্রক্ষবার্থলাভের নিষ্ঠা থাকার জন্ম ইতর-ফলাকাজ্জী অক্সান্ত অধিকারী অপেক্ষা যোগীর শ্রেষ্ঠভের কথা বলিতেছেন—

তপস্বিভ্যোহধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোহপি মতোহধিকঃ। কর্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তম্মাদ্ যোগী ভবার্জুন ॥৪৬॥

সরলার্থ-

অন্তান্ত সর্বপ্রকার অধিকারী পুরুষ অপেক্ষা যোগীপুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিয়া জীবাত্মধ্যানরূপ যোগমাহাত্ম্যের বিষয় উপসংহার করিতেছেন—

আত্মাবলোকনশীল যোগী কৃচ্ছ চান্দ্রায়ণ ব্রত প্রভৃতি কায়ক্লেশযুক্ত তপোনিষ্ঠ পুরুষ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, অধিকারীতেদে বিভিন্ন শাস্ত্রকথিত জ্ঞানে জ্ঞানবান পুরুষ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ এবং কৃপ খননাদি অশ্বনেধ যজ্ঞাদি ঐশ্বর্যদি ফলদাতা কর্মের কর্মীগণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। কেন না আত্মধ্যান-পরায়ণ পুরুষেরা তপত্মী, জ্ঞানী এবং কর্মী অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ফললাভ করেন। অতএব হে অর্জুন, তুমি আত্মবলোকনরূপ যোগনিষ্ঠ হও ॥৪৬॥

রামানুজভাষ্য—

কেবলতপোভিঃ যঃ পুরুষার্থঃ
সাধ্যতে আত্মজ্ঞানব্যতিরিইজঃ
জ্ঞানৈঃ চ যঃ, যঃ চ কেবলৈঃ অশ্বনেধাদিভিঃ কর্মভিঃ, তেভ্যঃ সর্বেভ্যঃ
অধিকপুরুষার্থসাধনত্বাৎ যোগস্থ
তপস্বিভ্যঃ জ্ঞানিভ্যঃ ক্মিভ্যুক্চ অধিকো
যোগী তক্মাদ্ যোগী ভব অজুন ॥৪৬॥

বঙ্গান্তবাদ---

কেবল তপ বা কায়ক্লেশযুক্ত ব্রতাদির দারা, আত্মজ্ঞান ব্যতিরিক্ত অন্ত জ্ঞানদারা বা অশ্বনেধ প্রভৃতি কাম্য কর্মদারা যে সকল পুরুষার্থ সিদ্ধ হয় বা যে সকল ফললাভ করা যায় সেই সমস্ত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পুরুষার্থ এই আত্মাবলোকন রূপ যোগের দারা সাধিত হয়। স্বতরাং তপস্বী জ্ঞানী এবং কর্মী হইতে যোগীই শ্রেষ্ঠ। অতএব হে অর্জুন, তুমি যোগনিষ্ঠ হও ॥৪৬॥

রামানুজভায্য-

তদ্ এবং পরবিত্যাঙ্গভূতং প্রজাপতি-

वादकरामिजः अञ्जाभाषमर्भनम् छेळ्नम्।

বঙ্গান্তবাদ---

পুর্বে উপনিষদে বা বেদান্তে প্রজাপতি বাক্যের দারা এই পরাবিভার (সর্বশ্রেষ্ঠ পরমাত্ম-বিভার) অঙ্গরূপে জীবাত্মার বিষয় প্রতিপাদিত হইয়াছে। গীতার প্রথম বট্কে পুর্বশ্লোক পর্যন্ত এই পরবিভার অঙ্গরূপ জীবাত্মার স্বরূপ, গুণাবলী এবং তাহার সাক্ষাৎকারের বিষয় বর্ণিত হইল।

অথ পরবিষ্ঠাং প্রস্তোতি—

এখন এই অন্তিমশ্লোকে সেই অন্তীরূপী পরা-বিভার প্রস্তাবনা করিতেছেন। (অভঃপর মধ্যম ঘটুকে এই পরবিভাই বিশদভাবে বর্ণিত হইবে।)

# যোগিনামপি সর্বেষাং মদগতেনান্তরাত্মনা। শ্রেদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ ॥৪৭॥

#### সরলার্থ-

প্রথম ছয়টি অধ্যায়ে ভগবদ্ ভজনের অঙ্গরূপ জীবাদ্মার স্বরূপ ও সাক্ষাৎকারের বিষয় কথিত হইরাছে। এখন বঠ অধ্যায়ে এই অন্তিম শ্লোকে ভগবদ্ভজনরূপ-পরাবিভার (ভক্তিযোগের) প্রস্তাবনা করিতেছেন। মধ্যম বটকে এই ভক্তিযোগের বিষয় বিশেষভাবে বর্ণিত হইবে।

যে পুরুষ আমার প্রতি অত্যন্ত প্রীতির জন্ম মদ্গতচিত হইরা এবং আমাকে লাভ করিবার জন্ম অত্যন্ত আগ্রহান্বিত হইরা আমার (ভগবানের) ভজনা করে, সে (পুর্বশ্লোকোক্ত) যোগী, তপন্থী, কর্মী প্রভৃতি সকল শ্রেণীর ভজনশীল পুরুষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম, এই আমার মত ॥৪৭॥

### রামানুজভায্য---

যোগিনাম্ ইতি পঞ্চম্বর্থে ষষ্ঠী।
সর্বভূতস্থম্ ইত্যাদিনা চতুর্বিধা
যোগিনঃ প্রতিপাদিতাঃ, তেমু
অনন্তর্গতত্বাদ্ বক্ষ্যমাণস্থ যোগিনঃ,
ন নির্ধারণে ষষ্ঠী সংভবতি।
অপি সর্বেশাম্ ইতি সর্বশব্দনিদিষ্টাঃ
তপস্থিপ্রভূতয়ঃ, তত্র অপি উক্তেন
স্থায়েন পঞ্চম্যর্থো গ্রহীতব্যঃ,

## বঙ্গান্তুবাদ---

'যোগিনাম' এই পদে পঞ্মী বিভক্তির অর্থে বৃষ্ঠা বিভক্তি আছে। 'সর্বভূতস্থং' প্রভৃতি এই চারিটী শ্লোকে (৬।২৯-৩২) যে চার প্রকার (যোগের পরিপক দশাপন্ন সর্বত্র সমদর্শনবিশিষ্ট) যোগীর বিষয় প্রতিপাদিত হইয়াছে এই শ্লোকে ক্ষিত যোগী সেই চারিপ্রকার যোগীদের অন্তর্গত নহে। অতএব এস্থলে 'যোগীনাং' এই 'নির্দ্ধারণে যগ্রী" (অর্থাৎ উক্ত চারিপ্রকার (यागीरमत गर्धा धकथकात (यांगी धहे) নির্দ্ধারণের জন্ম এখানে ষষ্ঠী বিভক্তি হইতে 'অপি সর্বেষাম' এস্থলে शादत ना। 'সর্ব' শব্দের দারা তপত্মী প্রভৃতির (৬।৪৩) এই 'সর্বেষাং' নির্দেশ করা হইতেছে। পদেও উপরিউক্ত কারণে ষষ্ঠা বিভক্তিটি পঞ্মীর অর্থে গ্রহণ করিতে হইবে। যোগিভ্যঃ অপি সর্বেভ্যো বক্ষ্যমাণো
যোগী যুক্ততমঃ, তদপেক্ষয়া অবরত্বে
তপস্বিপ্রভৃতীনাং বোগিনাং চ ন
কশ্চিদ্ বিশেষ ইত্যর্থঃ। মের্বপেক্ষয়া
সর্বপাণাম্ ইব যজপি সর্বপেষ্
অভ্যোগ্রন্যনাধিকভাবো বিজতে,
তথাপি মের্বপেক্ষয়া অবরত্বনির্দ্দেশঃ
সমানঃ।

**মৎপ্রিয়ত্বাতিরেকে**ণ অনন্য-সাধারণস্বভাবতয়া মদ্গতেন অন্তরাল্বনা যনসা বাহ্যাভ্যন্তরসকলরত্তি-বিশেষাপ্রাম্বভুতং মনো হি অন্তরাত্মা, অত্যর্থমৎপ্রিয়ত্বেন বিনা **ম্যা** স্বধারণালাভাৎ **মদগতেন** যন্ত্ৰ শ্রদাবান্ অত্যর্থমৎপ্রিয়ত্বেন क्क |-মাত্রবিয়োগাসহতয়া মৎপ্রাপ্তি-প্রবৃত্তো স্বরাবান্ যো মাং ভজতে;

ভাৎপর্য এই যে পূর্বোক্ত সমস্ত যোগীদিগের অপেক্ষা এখন যে যোগীর কথা বলা হইতেছে সে যোগী যুক্ততম অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠ। (যদিও পুর্বশ্লোকে তপত্বী জ্ঞানী এবং কর্মী হইতে জীবাত্মার ধ্যান-পরায়ণ যোগী শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত হইয়াছে তবুও) এই শ্লোকোক্ত (যুক্তম) যোগী অপেক্ষা পূৰ্বকথিত তপন্বী জ্ঞানী কৰ্মী এবং যোগী এই সমস্ত প্রকার অধিকারীই নিম্শেণীর, স্থতরাং এই হিসাবে তাহাদের মধ্যে কোনও তারতম্য নাই। সরিযার দানা প্রস্পারের মধ্যে বা বুহৎ হিসাবে তারতম্য থাকিলেও যখন পর্বতের সহিত তুলনা করা হয় তখন সমস্ত সরিবা দানাই কুদ্রত হিসাবে সমানই, সেইরূপ নিমূতা হিসাবে তপত্বী জ্ঞানী कर्गी এवः জीवाज्ञा-रागी हेहाता नकरलहे जगान ।

মদিবয়ে প্রীতির উৎকর্ষহেতু যে পুরুষের স্বভাব সাধারণ মহুষ্য অপেকা উন্নত, এবং যাহার মন বা অন্তরালা মৎপরায়ণ হইয়া গিয়াছে — এস্থলে বাহ্ সমস্ত বুত্তিবিশেষের অভ্যন্তরের আশ্রয়রূপ মনই অন্তরাত্মাপদবাচ্য-এবং আমি অত্যন্ত প্রিয় বলিয়া আ্যার অমুভবাদি বিনা **जीवनशांतर** जनगर्थ বলিয়া (সর্বদা) যে মকাতচিত্ত হইয়া শ্রদ্ধা-পুর্বক আমার ভজনা করে সে আমার মতে শ্রেষ্ঠ পুরুষ।

ষষ্ঠ অধ্যায়—আত্মসংযমযোগ, ধ্যানযোগ

२०१

মাং বিচিত্রানন্তভোগ্যভোক্ত্বর্গভো-গোপকরণভোগন্থানপরিপূর্ণনিখিল-জগত্বদয়বিভবলয়লীলম্ অস্পৃষ্টানো-ষদোষানবধিকাতিশয়ক্তানবলৈশ্বর্য-বীর্যশক্তিতেজঃপ্রভূত্যসংখ্যেয়কল্যা-ণগুণগণনিধিং স্বাভিমতানুর্রপৈক-রূপাচিন্ত্যদিব্যান্তুতনিত্যনিরবছা-নিরতিশয়োজ্জ্বল্যসোন্দর্যসোগন্ধ্য-সৌকুমার্যলাবণ্যযৌবনাজনন্তগুণ-নিধিদিব্যরূপম্ বাঙ্মনসাপরিচ্ছেত্ত-স্বরূপস্বভাবম্ অপারকারুণ্যসৌ-मीलाउवार्मिटनार्भादेश्यर्थम्यान्यम् অনালোচিভবিশেযাশেষালোক-প্রণতার্তিহরম **मज्ञना**र আঞ্ৰিত-বাৎসলৈয়কজলধিম অখিলমনুজ-নয়নবিষয়তাং গতম্ অজহৎস্বস্থভাবং বস্থদেবগৃহে অবতীর্ণম্ অনবধিকাতি-শয়তেজসা নিখিলং জগদ্ ভাসয়ন্তম্ |

(ভায়কার এখন শ্লোকোক্ত 'মাং' এই পদের বিশদ ব্যাখ্যা করিতেছেন।)

যে পুরুষ আমাকে ভজনা করে অর্থাৎ যে আমাকে — বিচিত্র অনস্ত ভোগ্যপদার্থ, ভোক্তৃবর্গ (জীবসমূহ), ভোগের উপকরণ এবং ভোগস্থানসমূহ দারা পরিপূর্ণ সমগ্র জগতের উৎপত্তি পালন এবং সংহাররূপ লীলাকারী; অশেষ কোনপ্রকার দোষের গন্ধলেশরহিত এবং জ্ঞান, বল, ঐশ্বর্য, শক্তি, বীর্য, তেজ প্রভৃতি অশেব কল্যাণগুণময়, অচিন্তা দিব্য, অভুত, নিত্য, নির্মল, নিরতিশয় উজ্জ্বল, অতি স্থন্দর স্থগন্ধময় স্থকুমার লাবণ্যময় এবং নিত্য যৌবনাদি অনন্ত-ন্তণের আশ্রয় সদা একরূপ স্বেচ্ছাধ্বত বিগ্রহবান; বাক্য মনের অগোচর স্বরূপ ও স্বভাববান; অপার করুণাময়, অনস্ত रगोगीना वारमना छेनार्य ७ अश्वर्यत महा-माগর; উচ্চ-নীচ নিবিচারে সর্বলোক-শরণ্য; শরণাগত জনগণের আর্তিত্রাণ-পরায়ণ এবং বাৎদল্য-গুণসাগর বলিয়া জানে; উক্ত স্বরূপ রূপগুণ স্বভাববিশিষ্ট আমি কোনও স্বভাবটি পরিত্যাগ না করিয়া বস্থদেব-গৃহে ঐীকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়া সকল মহুয়োর নয়নগোচর হইয়াছি এবং আমার দিব্য-অপরিমিত ভাস্বর তেজের দারা সমগ্র জগৎকে উদ্ভাসিত করিতেছি বলিয়া যে জানে; এইভাবে

আত্মকান্ত্যা বিশ্বম্ আপ্যায়ন্তং
ভজতে, সেবতে উপান্তে ইত্যর্থঃ।

স মে যুক্তমো মতঃ, স সর্বেক্ত্যঃ

শ্রেষ্ঠতম ইতি সবং সর্বদা যথাবস্থিতং
স্বত এব সাক্ষাৎ কুর্বন্ অহং
মন্ত্যে॥৪৭॥

ভাবিত হইয়া প্রমেশ্বর আমাকে যে ভজনা করে অর্থাৎ উপাসনা করে, সেই প্রুষই যুক্ততম বা শ্রেষ্ঠতম এই আমার অভিমত—অর্থাৎ সে সমগ্র তত্ত্ব যথাযথ সর্বাদা যুগপৎ সাক্ষাৎ করিতে সমর্থ। আমি মনে করি যে এইরূপ পুরুষ পূর্বোক্ত সমস্তপ্রকার সাধক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম ॥৪৭॥

॥ ইতি আত্মসংযমযোগ, ধ্যানযোগ নামক ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত॥

# সপ্তম অধ্যায়

### বিজ্ঞানযোগ

প্রথমেন অধ্যায়ষট্কেন পরমপ্রাপ্যভূতস্থ পরস্থ ব্রহ্মণো নিরবজ্ঞ 
নিখিলজগদেককারণস্থ সর্বজ্ঞ 
সর্বভূতস্থ সত্যসঙ্কল্প মহাবিভূতেঃ
শ্রীমতো নারায়ণস্থ প্রাপ্ত্যুপায়ভূতং
তত্তপাসনং বক্তুং তদঙ্গভূতম্ আত্মজ্ঞানপূর্বককর্মানুষ্ঠানসাধ্যং প্রাপ্ত্যুঃ
প্রত্যাগাত্মনো যাথাত্ম্যদর্শনম্
উক্তম্ ।

পরমত্রন্ধের উপাসনাই তাঁহাকে লাভ করিবার উপায়; এই পরম প্রাপ্যবস্তু সর্বদোববিবর্জিত, সমগ্র জগতের একমাত্র কারণ, সর্বজ্ঞ, সর্বজীরের অভ্যন্তরে স্থিত সর্বাস্তর্বামী, সত্যসঙ্কল্ল এবং অনন্তবিভূতিমান পরত্রন্ধ শ্রীমন্নারায়ণকে প্রাপ্তির উপায়স্বরূপ, তাঁহার উপাসনার বিষয় উপদেশ দিবার উদ্দেশ্যে এই উপাসনার অঙ্গ হিসাবে সেই পরম প্রাপ্যবস্তর প্রাপ্তিকর্ত্তা জীবাপ্লার যথার্থ আত্মস্বরূপের দর্শনের বিষয় এবং এই আত্মদর্শনের সাধনরূপ আত্মজ্ঞানযুক্ত নিদাম কর্মের বিষয় শুতিপূর্বে প্রথম ষট্ক বা প্রথম ছয়টি অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে।

ইদানীং মধ্যমেন ষট্কেন পরব্রহ্ম-ভূতপরমপুরুষস্বরূপং ততুপাসনং চ ভক্তিশব্দবাচ্যম্ উচ্যতে। তদেতদ উত্তরত 'যতঃ প্রবৃত্তিভূ তানাং যেন সর্বিদং ততম্। স্বর্মণা তমভার্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ ॥' (১৮।৪৬) ইত্যারভ্য 'বিমুচ্য নির্মমঃ শান্তো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে। ব্ৰশভূতঃ প্ৰদনাত্মান শোচতি ন কাজ্ফতি॥ সমঃ দর্বেষু ভূতেষু মন্তক্তিং লভতে পরাম্॥' (১৮।৫৩, ৫৪) ইতি বক্ষ্যতে। উপাসনং তু ভক্তিরূপাপন্নম্ এব পরমপ্রাপ্যপায়ভূত্য ইতি বেদান্ত-

বাক্যসিদ্ধন্ 'তমেব বিদিম্বাতিমৃত্যুমেতি'

উপস্থিত এই মধ্যম ষটুকে ( ৭ হইতে ১২ অধ্যায়ে) পরব্রহ্ম পরমপুরুষের স্বরূপ এবং ভক্তিরূপ তাঁহার উপাসনার বিষয় वर्णिত इहेरत। এই ভক্তির বিষয়ে वर्गना করিতে করিতে উত্তরোত্তর ক্রমশঃ অষ্টাদশ অধ্যায়ে "যে পুরুষ হইতে প্রাণিগণের প্রবৃত্তির উদ্ভব, যিনি সমস্ত জগতের অন্তরাত্মারূপে ব্যাপ্ত হইয়া আছেন সেই পর্মপুরুষকে নিজ নিজ বর্ণাশ্রমোচিত কর্ম দারা অর্চনা করিয়া মহন্য সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকে" এই শ্লোক (১৮;৪৬) হইতে "অহন্ধারাদি সর্বপরিগ্রহ পরিত্যাগপূর্বক শান্তপুরুষ ব্রন্ধভাব প্রাপ্ত হন। এই ব্ৰন্মভাবপ্ৰাপ্ত প্ৰসন্ন্যনা পুরুষ কোনও শোকও করেন না এবং কোনও আকাজ্জা क्दबन ना। তিনি সর্বভূতে সমবুদ্ধি হইয়া আমার প্রতি পরাভক্তি লাভ করেন।" (১৮।৫৩,৫৪)—এই পরাভক্তি লাভের বিষয় বর্ণিত হইবে।

এই উপাসনাই যখন (প্রীতিযুক্ত)
ভক্তিরূপে পরিণত হয় তখন ইহা পরমপুরুষলাভের উপায়স্বরূপ হয় — এই
দিদ্ধান্ত বেদান্ত বাক্যের দারা প্রতিপাদিত
হয়। তাঁহাকে জানিয়া সমুষ্য মৃত্যুর

(শ্বেতাঃ ৩৮) 'তমেবং বিদ্বানমৃত ই্হ ভবতি' (নৃঃ পুঃ তাঃ ১০া৬) অভিহিতং বেদনম্ ইত্যাদিনা 'আত্মা বা অরে দ্রপ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ' (বৃঃ. উঃ ২।৪।৫) 'আত্মানমেব লোকমুপাসীত (বৃঃ উঃ 318136) 'मङ्ख्यको শৃতি:, ধ্ৰুবা শ্বতিলন্তে **সর্বগ্র**হীনাং বিপ্রমোকঃ? '(ছা: উ: ৭।২৬।২) 'ভিন্ততে হৃদয়গ্রন্থি:' ইত্যাদিভি: गुः উ: शशि ) ঐকার্থ্যাৎ ম্মৃতিসংতানরূপং দর্শন-नमानाकां तः भारताश्री जनमक्ताहाम ইতি অবগম্যতে। পুনশ্চ—

<sup>4</sup>নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধ্য়া ন বছনা শ্রুতেন। যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ

তখ্যৈষ আলা বির্ণুতে তন্ং স্বাম্॥' ( মুঃ উঃ ৩,২।৩ )

ইতি বিশেষণাৎ পরেণ আত্মনা

পরপারে চলিয়া যায়, 'তাঁহাকে যিনি जारनन ইश्लारक रमरे विद्यान পুরুষ (জন-মৃত্যুরহিত মুক্ত) অমৃত হইয়া যান।' ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে কথিত (পর্যাত্মবিষয়ক) জ্ঞানের সহিত, নিয়োক্ত "হে খেতকেতু, আত্মাই দর্শনযোগ্য व्यवनर्याना, यननर्याना वनः निषिशामन-যোগ্য।" 'আত্মবস্তুরই উপাসনা করা কর্ত্ব্য' 'অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইলে (প্রমাত্ম-বিষয়ে) অবিচ্ছিঃ শৃতি লাভ হয়। এইরূপ শ্বতি লাভ হইলে সমস্ত গ্রন্থির অত্যন্ত বিনাশ সাধিত হয়', এই অবিচ্ছিন্ন শ্বতিরূপ দর্শন দারা সমস্ত হৃদয়গ্রন্থির ভেদ रुहेशा याश, সর্বদংশয়ের ছেদন হইয়া যায়. সর্বকর্মের বিনাশ হইয়া যায়।' প্রভৃতি শ্রুতিবাক্যসমূহের একই অর্থ প্রতিপন্ন হওয়ার জন্ম ইহাই অবগত হওয়া যায় যে প্রমান্নার সাক্ষাৎকারেরই তুল্য এই প্রমাত্মাবিষয়ক অবিচ্ছিন্ন চিন্তাপ্রবাহই ধ্যান ও উপাদনা নামে অভিহিত।

পুনরায় শ্রুতি বলিতেছেন — "এই আত্মাকে (কেবল) প্রবচনের দারা লাভ করা যায় না, এই আত্মা যে পুরুষকে বরণ করেন সেই তাঁহাকে (আত্মাকে) লাভ করিতে পারে। সেই পুরুষেরই নিকট এই আত্মা নিচ্ছ রূপ প্রকট করিয়া থাকেন।" এই বিশেষণ বাক্য দারা এই সিদ্ধান্ত নিশ্চত হয় যে—

বরণীয়তাহেতুভূতং স্মর্থমাণবিষয়স্ত অত্যৰ্থপ্ৰিয়ত্বেন স্বয়ম অপি অত্যৰ্থ-প্রিয়ন্ত্রপং স্মৃতিসংতানম্ এব উপাসন-শব্দবাচ্যম ইতি হি নিশ্চীয়তে, তদ এব ভক্তিঃ ইত্যুচ্যতে 'মেহপ্র্যমু-ধ্যানং ভক্তিরিভ্যুচ্যতে বুধৈঃ' ( লৈঙ্গঃ উঃ খংঃ) ইতি বচনাৎ। 'অতন্তমেবং বিদানমৃত ইহ ভবতি' ( নৃঃ পৃঃ উঃ ১।৬ ) নাম্মঃ পন্থা বিষ্যতেহ্যনায়' (খেতা ৩৮) 'নাহং বেদৈন তপসা ন দানেন ন চেজ্যয়া। भका जवश्वित्था जहे , मृहेवानिम गाः यथा। ভক্ত্যা ছনশ্রমা শক্য অহমেবংবিধোহজুন। জ্ঞাতুং দ্রষ্টুং চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুং চ পরংতপ ॥ (১১/৫৩-৫৪) ইত্যনয়োঃ একার্যস্থ সিদ্ধং ভবতি। তত্ত मश्रा তাবদ্ উপাস্তভ্ত পরমপুরুষম্বরূপযাথাত্ম্যং প্রকৃত্যা তত্তিরোধানং: তন্নিবৃত্তয়ে

ভগবান স্বয়ং অত্যন্ত প্রীতির বস্তু বলিয়া তাঁহার বিষয় অত্যন্ত প্রীতি বা প্রেমের সহিত নিরন্তর চিন্তার নামই উপাসনা এবং এইরূপ উপাসনার দারাই পর্মাত্মা কর্ত্তক বর্ণীয় হন। এই উপাদনাই আবার ভক্তি নামে কথিত হইয়াছে।

"স্বেহপূর্বক পুনঃ পুনঃ 'ভক্তি' চিন্তাকেই পণ্ডিতগণ অভিহিত করেন" এইপ্রকার শাস্ত্রবাক্য হইতেও ইহা জানা যায়—'অতএব তাঁহাকে এইপ্রকার বিদিত হইয়া ইহলোকে वमृ ( मृजुर्शन ) रहेश यात्र। পুরুষকে প্রাপ্তির জন্ম অন্ত কোনও পথ আমার যে রূপ ( বিশ্বরূপ ) দর্শন করিলে সেইপ্রকার যথার্থক্সপে—কেবলমাত্র বেদ অধ্যয়ন অধ্যাপনা দারা, কেবলমাত্র কৃচ্ছ-চান্দ্রণাদি কায়ক্লেশযুক্ত তপস্থার দারা, কেবল দানের দারা, কেবলমাত যাগ হোমাদির দারা কেহ আমায় করিতে পারে না; কিন্তু হে অজ্জ্বন, অন্যভক্তির দারা এইভাবে আমাকে অবগত হওয়া যায়, দর্শনকরা যায় এবং আমাকে লাভও করা যায়। এই সকল শ্রত এবং শ্বতিবাক্যগুলি উত্তমরূপে विरवहना कतिल हैशहै निक इस रय শ্রুতিক্থিত 'বেদন' শব্দের এষং শ্বতি (পুরাণ, গীতা ইত্যাদি) কথিত 'ভক্তি' শব্দের অর্থ একই।

এখন (মধ্যম ষট্কের প্রারম্ভে) এই সপ্তম অধ্যায়ে (জীবের) উপাস্থ বস্তু পরমপুরুষের যথার্থ স্বরূপ, প্রকৃতি वा माग्रात जग जीवत त्मरे তিরোধান, সেই **মায়ানিবৃত্তির** জন্ম

ভগবৎ-

প্রপত্তিঃ উপাসকবিধাভেদে৷ জ্ঞানিনঃ শ্রৈষ্ঠ্যং চোচ্যতে—

ভগবানের শরণাগতি, উপাসকদের বিভিন্ন প্রকারভেদ এবং তদ্মধ্যে জ্ঞানী উপাসক বা ভক্তের শ্রেষ্ঠতার বিষয় বর্ণনা করিতেছেন।

## শ্ৰীভগবাৰ উবাচ—

মধ্যাসক্তমনাঃ পার্থ যোগং যুঞ্জন্ মদাশ্রেয়ঃ। অসংশয়ং সমগ্রং মাং যথা জ্বাশ্রসি ভচ্চূ গু॥১॥

সরলার্থ--

হে অজুন, আমি যাহাদের একমাত্র আশ্রয় এবং আমার বিষয়েই যাহাদের মন আসক্ত হইয়াছে, তাহারা যোগসাধনে প্রবৃত্ত হইয়া এই যোগের বিষয়ীভূত আমার সমগ্র স্বরূপ যে জ্ঞানের দারা নিঃসন্দেহভাবে জানিতে পারে সেই জ্ঞানের বিষয় বলিতেছি শ্রবণ কর॥১॥

## রামানুজভায্য---

ময়ি আভিমুখ্যেন আসক্তমনাঃ
নংপ্রিয়ড়াতিরিকেণ নংস্করপেণ
তঠনঃ চ চেষ্টিতেন মন্বিভূত্যা
বিশ্লেষে সতি তৎক্ষণাদ্ এব
বিশীর্যমাণস্বজাবতয়া ময়ি স্থগাঢ়ং
বন্ধমনাঃ মদাপ্রায়ঃ তথা স্বয়ং চ ময়া
বিনা বিশীর্যমাণতয়া মদাশ্রয়ঃ
মদেকাধারঃ মভোগং মৃঞ্জন্ যোজ্ঞ্যং
প্রক্রো যোগবিষয়ভূতং মাম্ অসংশয়ং
নিঃসংশয়ং সমগ্রং সকলং যথা জ্ঞাশুনি
যেন জ্ঞানেন উজ্জেন জ্ঞাশুনি তদ্
জ্ঞানম্ অবস্থিতমনাঃ শৃণু ॥১॥

## বঙ্গান্থবাদ—

অভিমুখ হইয়া যাহারা আমার আমাতে মন আসক্ত রাখে অর্থাৎ অত্যন্ত প্রীতি বশতঃ আমার আমাতে স্বরূপ গুণ লীলা এবং বিভূতির অহুভব হইতে বিচ্যুত হইলেই যাহাদের তখনই অত্যন্ত শিথিল হইয়া অতএব যাহাদের মন আমাতে দৃঢ়ভাবে নিবন্ধ এবং আমিই যাহাদের আশ্রয় वर्था९ याद्याता निष्कु वामात विद्यार्ग বিশেষরূপে শীর্ণ হইয়া পড়ে স্মতরাং আমি যাহাদের একমাত্র আধার তাহারা वागात यार्ग वर्षा९ मश्लाशि माधनक्र যোগে প্রবুত্ত হইয়া এই যোগের লক্ষ্যভূত चागारक मगश्रद्धार निःमस्ट्राट स्य প্রকার জ্ঞানের দারা জানিতে সেই জ্ঞানের বিষয় বিশেষ মনোযোগ-সহকারে স্থিরভাবে শ্রবণ কর।

## জ্ঞানং তেইহং সবিজ্ঞানমিদং বক্ষ্যাম্যশেষতঃ। যজ্জাত্বা নেহ ভূয়োহস্তজ্জাতব্যমবশিষ্যতে ॥২॥

সরলার্থ-

এই জ্ঞানের কথা বলিতেছেন—

আমি তোমাকে মদিবয় এই জ্ঞান-বিজ্ঞানের সহিত অর্থাৎ সমগ্র চিৎ এবং অচিৎবস্তু বিষয়ক বিভিন্ন জ্ঞানের সহিত সম্পূর্ণরূপে বলিতেছি, যাহা জ্ঞাত হইলে আমার বিষয় জ্ঞানিবার আর অক্স কোনও তত্ত্ব অবশিষ্ট পাকিবে না ॥২॥

রামান্তজভাষ্য—

অহং তে মদ্বিষয়ং ইদং জ্ঞানং বিজ্ঞা-নেন সহ অশেষতো বক্ষ্যামি। বিজ্ঞানংহি বিবিক্তাকারবিষয়ং জ্ঞানম, যথা অহং মধ্যতিরিক্তাৎ সমস্তচিদচিধস্ত-নিখিলহেয়প্রত্যনীকতয়া জাতাৎ অনবধিকাতিশয়াসংখ্যেয়কল্যাণগুণ-গণানন্তমহাবিভূতিতয়া চ::বিবিক্তঃ বিবিক্তবিষয়জানেন তেন মৎস্বরূপবিষয়জ্ঞানং বক্ষ্যামি। কিং বন্তনা যদ্ জ্ঞানং জ্ঞাজা ময়ি পুনঃ অক্সদ্ জ্ঞাতব্যং ন অবশিশ্যতে ॥২॥

## বঙ্গান্তবাদ-

আমার বিষয় এই জ্ঞান বিজ্ঞানের সহিত অশেষরূপে আমি তোমার বলিতেছি। বিভিন্ন চিৎবস্ত বা আ্মরস্ত বিষয়ের জ্ঞান এবং বিভিন্নপ্রকার অচিৎবস্ত বিষয়ের জ্ঞানকে বিজ্ঞান\* বলে।

আমি যেপ্রকার অশেষ দোষের গন্ধলেশরহিত বলিয়া অসীম অতিশয় অসংখ্য
কল্যাণগুণময় বলিয়া এবং অনস্ত
মহাবিভূতিয়ুক্ত বলিয়া ময়্যতিরিক্ত সমস্ত
আত্মবস্ত এবং অচিৎবস্ত হইতে যে ভাবে
বিভিন্ন সেই বিভিন্নপ্রকার জ্ঞানের মহিত
(অনস্তবিভূতিরূপী চিৎ ও অচিৎবস্তর
জ্ঞানের মহিত) আমার স্বরূপবিষয়ক
জ্ঞানের বর্ণনা করিতেছি। অধিক আর
কি বলিব যে যে তত্ত্বের জ্ঞান হইলো
আমার বিষয় জ্ঞানিবার আর কিছুই বাকী
থাকেনা সেই সমস্ত তত্ত্ব বলিতেছি॥২॥

<sup>\*</sup> বিজ্ঞান — বিচার ধার। বিভিন্ন চিৎবস্তু বা আত্মবস্তু বিষয়ের এবং বিভিন্নাকার অচিৎবস্তু বিষয়ের বিভক্ত জ্ঞান।

রামানুজভায়— বক্ষ্যমাণস্থ জ্ঞানস্থ হুস্থাপভাষ্ আহ—

বঙ্গান্থবাদ—

যে জ্ঞানের বিষয় বণিত হইতেছে ভাহা যে কত ত্বলভ তাহাই বলিতেছেন—

মনুষ্যাণাং সহস্থেমু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে। যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিমাং বেত্তি তত্ত্বতঃ॥৩॥

সরলার্থ— এই জ্ঞান যে অত্যন্ত ত্বল ভ তাহাই বলিতেছেন—

সহস্র-সহস্র মন্থ্যের মধ্যে কখনও বা একজন (পূর্ব-পুণ্যফলে) আমার দর্শনলাভরূপ দিদ্ধির জন্ম বত্ব করে অর্থাৎ এইরূপ চেষ্টা বড়ই ছল ভ। এইরূপ বত্বশীল সহস্র সহস্র পুরুষের মধ্যে কদাচ কেহ আমায় জানিতে পারে, অর্থাৎ এইরূপ অধিকারী আরও ছল ভ। আবার মংবিষয়ক জ্ঞানে যাহারা দিদ্ধিলাভ করে এইরূপ সহস্র পুরুষের মধ্যেও কোনও একজন আমার সম্পূর্ণ রূপ জানিতে পারে, অর্থাৎ শেষোক্ত অধিকারী নিতান্তই ছল ভ ॥৩॥

রামান্তজভায্য---

বক্ষ্যতে ॥৩॥

মনুষ্যাঃ শান্ত্রাধিকারযোগ্যাঃ ভেষাং
সহস্রেষ্ কন্চিদ্ এব সিদ্ধিপর্যন্তং
যততে। সিদ্ধিপর্যন্তং যতমানানাং
সহস্রেষ্ কন্চিদ্ এব মাং বিদিদ্ধা মন্তঃ
সিদ্ধয়ে যততে। মদ্দিদাং সহস্রেষ্
তত্ত্বতো যথাবৎস্থিতং মাং বেত্তি ন
কন্চিদ্ ইতি অভিপ্রায়ঃ। 'দ মহাত্মা
স্বন্ধ্বর্ভঃ' (৭।১৯) 'মাং তু বেদ
ন কশ্চন' (৭।২৬) ইতি হি

বঙ্গান্তুবাদ—

य मकल भञ्गा भारत अधिकारतत উপযুক্ত পাত্র অর্থাৎ যাহারা শাস্ত্রোক্ত জ্ঞান অর্জনপূর্বক সিদ্ধিলাভের জন্ম চেষ্টা আরম্ভ করে সেইরূপ সহস্র সহস্র মহয়ের কোনও একজন (কদাচ কেহ) সিদ্ধিলাভ না করা পর্য্যন্ত এই প্রয়ত্ব ত্যাগ সিদ্ধিলাভ পর্যন্ত যতুশীল করে না। সহস্র সহস্র পুরুষদের মধ্যেও আবার কোনও একপুরুষ আমার বিষয় জ্ঞানলাভ করিয়া আমার নিকট হইতে সিদ্ধিপ্রাপ্তির टिह्री क्रता वागात विषय खानवान এইরূপ সহস্র সহস্র পুরুষদিগের মধ্যেও আমার যথার্থ তত্ত্ব যথার্থ স্বরূপ কদাচ বিশিষ্টরূপে জানিতে भारत । অভিপ্রায় এই যে, সামান্তভাবে আমাকে জানিতে পারিলেও আমার বিষয় বিশেষ-জ্ঞানে खानवान পুরুষ (কহ (অতিত্লভ)। কারণ, 'এইরূপ মহাত্মা অত্যন্ত ত্ল ভ' 'আমাকে কিন্তু কেহই জানে না'-এই সকল বাক্য পরে বলা হইবে ॥৩॥

ভূমিরাপোহনলো বায়ুঃ খং মনো বৃদ্ধিরেব চ। অহংকার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরপ্টধা ॥৪॥ অপরেয়মিতস্থল্যাং প্রাকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্। জীবভূতাং মহাবাছো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ॥৫॥

### সরলার্থ-

উপরে, বিজ্ঞান সহিত যে জ্ঞান সেই জ্ঞানের ছুল ভিতার কথা বলিয়া এখন সেই প্রকৃষ্ট জ্ঞানের বিষয় বলিতে আরম্ভ করিতেছেন—

পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, মন (একাদশ ইন্দ্রিয়বর্গ) ও বৃদ্ধি (সাত্ত্বিক রাজসিক এবং তামসিকভেদে ত্রিবিধ) এবং অহঙ্কার — এই অইপ্রকারে বিভক্ত তত্ত্বগুলি আমার প্রকৃতি (জড়প্রকৃতি)। (এই জড় প্রকৃতি সর্বসমেত ২৪ তত্ত্বে বিভক্ত হইলেও তাহারা সমস্তই মূলতঃ উক্ত আটটি তত্ত্বেরই অন্তর্গত)।

অষ্টপ্রকারে বিভক্ত এই প্রকৃতি অচেতন বা জড় বলিয়া তাহার অপরা বা নিকৃষ্ট। হে অজুন, এই জড়প্রকৃতি হইতে বিলক্ষণ আমার আর একটি জীবরূপী প্রকৃতি আছে। কিন্তু সেটি চৈতক্সবিশিষ্ট বা অজড় বলিয়া আমায় উৎকৃষ্ট প্রকৃতি বলিয়া জানিবে। জীবরূপী এই অজড় প্রকৃতি দেহীরূপে অন্বঃস্থিত হইয়া এই স্থাবর জলমাত্মক জড় প্রকৃতিকে ধারণ করিয়া আছে॥৪-৫॥

#### রামানুজভাষ্য—

, অস্থা বিচিত্রানন্তভোগ্যভোগোপকরণভোগস্থানরপেণ অবস্থিতস্থা
জগতঃ প্রকৃতি: ইয়ং গন্ধাদিগুণকপৃথিব্যপ্তেজোবায়্বাকাশাদিরপেণ
মনঃপ্রভৃতীন্দ্রিয়রপেণ চ মহদহংকাররপেণ চ অইয়া ভিয়া মদীয়া ইতি
বিদ্ধি॥৪॥

ইয়ং মম অপরা প্রকৃতিঃ, ইতঃ তু অভান্ ইতঃ অচেতনায়াঃ চেতন-ভোগ্যভূতায়াঃ প্রকৃতেঃ বিসজাতী-য়াকারাং জীবভূতাং পরাং তম্মাঃ

#### বঙ্গান্তবাদ---

বিচিত্র অনন্ত ভোগ্যবস্ত ভোগের উপকরণ দ্রুব্য, এবং ভোগস্থানরূপে অবস্থিত পরিদৃশ্যান্যান সমগ্র জগতের কারণরূপ এই প্রকৃতি, (রূপ, রস) গন্ধ প্রভৃতি গুণবিশিষ্ট পৃথিবী জল বায়ু তেজ এবং আকাশরূপে মন প্রভৃতি একাদশ ইন্দ্রিয়রূপে এবং মহন্তত্ত্ব ও অহংকার তত্ত্ব রূপেঅষ্ট প্রকার ভেদে বিভক্ত। এই-শুলিকে আমারই প্রকৃতি বলিয়া জানিবে ॥৪॥

এটি আমার অপরা বা নিকৃষ্ট প্রকৃতি।
ইহা ভিন্ন আমার অক্স আর একটি
প্রকৃতি আছে অর্থাৎ চেতনবস্তুর ভোগ্যরূপ এই অচেতন প্রকৃতি হইতে বিলক্ষণ
জীবরূপী আর একটি উৎকৃষ্ট প্রকৃতি
আছে। এই জড়প্রকৃতির ভোক্তা বলিয়া

ভোক্ত ভেন প্রধানজুতাং চেতনরপাং। তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ চেতনরপ জীবকে আমারই মদীয়াং প্রকৃতিং বিদ্ধি যয়া ইদস্ অচেতনং ক্রৎস্পং জগণ ধার্যতে ॥৫॥

পরাপ্রকৃতি বলিয়া জানিবে। জীবরূপ এই পরাপ্রকৃতি এই সমগ্র জড়জগতকে

## এতদ্ যোনীনি ভূতানি স্বাণীভ্যুপধারয়। অহং কৃৎস্বস্থ জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা ॥৬॥

## সরলার্থ—

(চেত্র অচেত্র প্রকৃতিধয়কে সমগ্র জগতের উপাদান কারণক্রপে বর্ণনা করিয়া প্রীভগবান বলিতেছেন—"তাহাদের স্ষ্টি-স্থিতি-সংহারও আমারই অধীন।")

( আমার ) এই পরা ও অপরা প্রকৃতি ব্রন্ধাদিত্তম পর্যন্ত চিদ্চিৎমিশ্রিত সমগ্র প্রাণীর যোনিস্বরূপ অর্থাৎ উৎপত্তিস্থল বা উপাদানকারণ। আবার আমি এই প্রকৃতি-দয়ের উৎপত্তিস্থল বা উপাদানকারণ। অতএব আমাকেই এই সমগ্র চেতনাচেতনাত্মক জগতের উৎপত্তি ও প্রলয়ের কারণ বলিয়া জানিবে ॥৬॥

#### রামানুজভাষ্য—

এতচ্চেত্রনাচেত্রসমষ্ট্রিরপমদীয়-প্রকৃতিদয়যোনানি ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্যন্তানি উচ্চাবচভাবেন অবস্থিতানি চিন্মিশ্রাণি ভূতানি মদীয়ানি ইতি উপধারয়, মদীয়প্রকৃতিদয়-यानीन हि जीन मनीयानि এव। তথা প্রকৃতিদ্বয়যোনিত্বেন কুৎমুস্ত জগতঃ, তয়োঃ দ্বয়োঃ অপি মত্যো-নিত্বেন মদীয়ত্বেন চ কংমস্ত জগতঃ অহম্ এব প্রভবঃ অহম্ এব व्यवशः

## বঙ্গানুবাদ---

পূর্ব ছুইটি শ্লোকে উক্ত পরাপ্রকৃতি চেতনের এবং অপরাপ্রকৃতি অচেতনের সমষ্টিরূপ এই তুইটি (মূল) প্রকৃতি যোনি-স্বরূপ বা উৎপত্তির দার স্বরূপ। উচ্চনীচরূপে অবস্থিত ব্রন্মাদিশুম্ব পর্যস্ত এবং অচিদবস্ত মিশ্রিত সমস্ত চিদবস্ত্ব প্রাণিগণ এই ছুইটি মূল প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন। অতএব এই সমস্ত প্রাণিগণকে আমারই বলিয়া कानित्व । যখন উৎপত্তির কারণভূত এই ছুইটি মূল প্রকৃতিই আগার, তখন তাহা হইতে উৎপন্ন সমস্ত প্রাণিবর্গও আমারই। প্রকৃতি ছুইটি সমগ্ৰ জগতের কারণ, আবার আমি এই ত্বইটি মূল প্রকৃতির উৎপত্তির কারণ এবং এই ছুইটি আমারই; অতএব আমিই এই সমগ্র জগতের প্রভব বা উৎপত্তির কারণ,

অহম্ এব চ শেষী ইতি উপধারয়। চিদচিৎসম্বষ্টিভূতয়োঃ ভয়োঃ প্রকৃতিপুরুষয়োঃ অপি পরমপুরুষ-যোনিত্বং শ্রুতিস্মৃতিসিদ্ধন্। লীয়তে অব্যক্তমক্ষরে 'মহানব্যক্তে লীয়তে অক্ষরং তমসি লীয়তে তমঃ পরে দেৰে একীভবজি' ( স্থ: উ: ২ ) 'বিষোঃ স্বরূপাৎপরতোদিতে দে রূপে প্রধানং পুরুষশ্চ' (বিঃ পুঃ ১।২।২৪), 'প্রকৃতির্যা ব্যক্তাব্যক্তস্বরূপিণী। **ময়া** খ্যাতা পুরুষশ্চাপ্যভাবেতো লীয়েতে পরমান্সনি॥ পরমাত্মা চ সর্বেঘামাধারঃ পরমেশ্বরঃ। विक्नामा म दराम्ब द्वारख्यू ह नीया ॥ (বিঃ পুঃ ৬।৪।৩৮, ৩৯ ইত্যাদিকা হি শ্রুতিমৃত্য়ঃ ॥৬॥

প্রলয় বা বিনাশের কারণ এবং আমিই এই সমগ্র জগতে 'শেষী' বা 'স্বামী'— এই বলিয়া জানিবে।

এই সমষ্টি জড়চেতনরূপ প্রকৃতি এবং পুরুষের উৎপত্তিস্থল যে পরমপুরুষ তাহা শ্রুতি শাস্ত্র) প্রতিপন্ন করিতেছে। উদাহরণস্বরূপ বলিতেছি—'মহত্তত্ত্ব অব্যক্তে नीन इहेशा यात्र, व्यताक वक्तरत नीन इहेशा অক্ষর তমঃতত্ত্বে লীন হইয়া যায়, এই তসঃ তত্ত্ব আবার প্রম্-যায়. পুরুষে ( नीन इहेंग्रा ) এक हहेगा यात्र।' "বিষ্ণুর স্বরূপ হইতে ছুইটি রূপ উদ্ভূত হইয়াছে — একটির নাম 'প্রধান' (জড়-প্রকৃতি ) অপর একটির নাম 'পুরুষ' (চেতন প্রকৃতি)।" 'আমার দ্বারা বৃণিত ব্যক্ত এবং অব্যক্তরূপ যে প্রকৃতি এবং 'পুরুষ' এই ছটিই পরমান্মাতে লীন হইয়া পর্মাত্মা পর্মেশ্বর সমগ্র পদার্থেরই আধারম্বরূপ। বেদে এবং বেদান্তে এই পরমাত্মা পরমেশ্বর 'বিষ্ণু' নামে কীর্তিত হইয়া থাকেন।' ॥৬॥

# মত্তঃ পরতরং নাগ্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়। ময়ি সর্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব ॥৭॥

## সরলার্থ—

আমি সর্বজ্ঞগৎকারণ, মূল প্রকৃতিদ্বরেরও কারণরূপ এবং আমি যাবৎ চেতন-অচেতন সকল বস্তুরই 'শেষী') অতএব হে ধনঞ্জয়, আমা অপেক্ষা অন্ত কোনও শ্রেষ্ঠবস্তু আর নাই। (আমিই সর্বশ্রেষ্ঠ তত্ত্ব)। মণিমালাতে যেমন সমস্ত মণিগুলি একই স্থতায় গাঁথা:পাকে ব্রন্থের এই সমস্ত জ্গৎই আমাতে আশ্রিত থাকে ॥१॥

রামান্ত্রজভান্য—

যথা সর্বকারণস্থ অপি প্রকৃতিদ্বয়স্তা

কারণত্বেন সর্বচেতনবস্তুশেষিণঃ

#### বঙ্গান্তবাদ—

আমি সমগ্র জগতের কারণরূপী মূল প্রকৃতিদ্বরেরও কারণ এবং সমগ্র জগতের যাবং অচেতনবস্তুর 'শেষীরূপ' বা 'স্বামী-

চেত্তনস্থ অপি শেষিত্বেন কারণত্যা শেষিত্য়া চ তাহং পরতরঃ, তথা জ্ঞানশক্তিবলাদিগুণযোগেন Б ভাহম এব পরতরঃ মতঃ অক্ত गमन् । जिल्ला कि कि कि का निवासि-গুণান্তরযোগি পরতরং ন অন্তি। **দর্বং ইদং চিদচিদ্বস্তুজাতং কার্যাবস্থুং** কারণাবন্থং চ মচ্ছরীরভূতং খত্তে মণিগণবদাত্মতায়া অবস্থিতে गशि প্রোত্য আঞ্জিভম্। 'যস্ত পৃথিবী শরীরম্' (বঃ উঃ ৩।৭।৩) 'যস্তাত্মা শরীরম্' ( শঃ ব্রাঃ ১৪|৫|৬|৫|৩০)

বিশ্ব পৃথিবা শরারম্' (বঃ ডঃ তাবাত)
'বস্থাপা শরীরম্' (শঃ বাঃ ১৪।৫।৬।৫।৩০)
'এব সর্বভূতান্তরাত্মাপহতপাপ্মা, দিব্যো
দেব একো নারায়ণঃ' (স্থঃ উঃ ৭)
ইতি আত্মশরীরভাবেন অবস্থানম্
চ জগদ্রক্ষণোঃ অন্তর্যামিব্রাহ্মণাদিষু
সিদ্ধম্ ॥৭॥

রূপ' এবং চেতনবস্তরও 'শেষী বা স্বামী'।
অতএব সর্বকারণের কারণ বলিয়া এবং
যাবৎ চেতনাচেতন সমস্ত বস্তরই শেষী
বলিয়া যেমন আমি সমগ্র পদার্থ হইতেই
শ্রেষ্ঠতর, সেইরূপ জ্ঞান, শক্তি, বল, ঐশ্বর্য
প্রভৃতি অসংখ্য গুণযুক্ত বলিয়াও আমি
শ্রেষ্ঠতর। সেই জ্ঞান, শক্তি, বল প্রভৃতি
গুণেতেও আমা হইতে অক্ত কোন শ্রেষ্ঠতর
গুণী আর কেহই নাই।

কারণ অবস্থায় স্থিত (মূল প্রকৃতিদ্বয়)
এবং কার্যাবস্থায় পরিণত যাবৎ চেতন
অচেতন বস্তুমাত্রই আমার শরীরক্ষপী।
মণিমালাতে মণিগণ যেমন (মধ্যস্থিত)
স্ত্রে গ্রথিত থাকে, এই সমস্তই বস্তুই
সেইক্সপ প্রমাত্মাক্রপে অবস্থিত আমাত্রেই
আপ্রিত থাকে।

'পৃথিবী যাহার শরীর' 'আত্মবস্ত যাহার শরীর', 'সর্বজীবের অস্তরাত্মা এবং সর্ব-পাপরহিত ইনি দিব্যদেব এক নারায়ণ।' এই সকল অন্তর্যামী ব্রাহ্মণ শ্রুতিবাক্য দারা সিদ্ধ হইয়াছে যে জগৎ শরীরক্রপে অবস্থিত এবং ব্রহ্ম (শরীরক্রপী এই জগতের) শরীরী বা আত্মরূপে অবস্থিত ॥৭॥

(শ্রুতিবাক্য বা বেদান্তবাক্য তিন প্রকার। 'অভেদশ্রুতি' বা জীব ও ঈশবের অভেদবাচক; 'ভেদশ্রুতি' বা জীব ও ঈশবের ভেদবাচক এবং 'ঘটকশ্রুতি' বা এই ভেদ এবং অভেদবাচক বাক্যগুলির সমন্বয়কারী শ্রুতি। 'ভূমিরাপ' ইত্যাদি শ্লোকে ভেদশ্রুতির বিস্তার করিয়াছেন।

<sup>'ময়ি</sup> সর্বং ইদং প্রোতং' এই শ্লোক ঘটকশ্রুতির অর্থ প্রতিপাদন করিয়াছেন। <sup>এখন ৮</sup> হইতে ১১ এই চারিটি শ্লোকের বিবরণ অভেদশ্রুতির অর্থ বিস্তার করিতেছেন)— রামানুজভায়া—

অতঃ সর্ববস্থ পরমপুরুষশরীরত্বেন আত্মভূতপরমপুরুষপ্রকারত্বাৎ সর্ব-প্রকারঃ পরমপুরুষ এব অবস্থিত ইতি সর্বৈরঃ শক্ষৈঃ তস্থ এব অভি-ধানম্ ইতি তত্ত্বৎসামানাধিকরণ্যেন আহ রসঃ অহম্ ইতি চতুর্ভিঃ—

## বঙ্গানুবাদ—

পুর্বোক্ত শ্লোকগুলি হইতে জ্ঞানা যায়
যে, চিদ্-অচিদ্ সর্ববস্তই পরমপুরুষের শরীররূপী এবং পরমপুরুষ সর্ববস্তর আত্মারূপী
বা শরীরীরূপী। এই সম্বন্ধের জন্ত শরীরী
পরমপুরুষই তাঁহার শরীর বা বিশেষণ
হিসাবে (চিদ্চিৎ) সর্ববস্তরপে অবস্থিত।
অতএব সমস্ত শক্ষই (তাঁহারই) বিশেষণরূপে বা ম্খ্যবৃত্তিরূপে যে তাঁহারই বর্ণনা
তাহাই বলা হইতেছে। সমস্ত বস্তর এবং
তাহাদের আত্মারূপী পরমাত্মারই সমানাধিকরণ্যের\* জন্ত বলিতেছেন, 'জলে
আমিই রুস' ইত্যাদি চারিটি শ্লোকে।

রসোহহমপ্স, কোন্তের প্রভাহিন্ম শশিসূর্য্যরোঃ।
প্রণবঃ সর্ববেদের শব্দঃ খে পৌরুষং নৃরু ॥৮॥
পূণ্যো গদ্ধঃ পৃথিব্যাং চ তেজশ্চান্মি বিভাবসো।
জীবনং সর্বভূতের তপশ্চান্মি তপস্বিরু ॥৯॥
বীজং মাং সর্বভূতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনম্।
বৃদ্ধিবু দ্বিমতামন্মি তেজস্তেজস্বিনামহম্ ॥১০॥
বলং বলবতাং চাহং কামরাগবিবর্জিতম্।
ধর্মাবিরুদ্ধে। ভূতের কামোহন্মি ভরতর্বভ ॥১১॥

## সরলার্থ—

ইতিপূর্বে উপদেশ দিয়াছেন যে, সমস্ত চেতন এবং অচেতন বস্তু পরমেশ্বরের শরীর-রূপী। অতঃপর চারিটি শ্লোকে বলিতেছেন যে, এই শরীর-শরীরী সম্বন্ধ হেতু সমস্ত চিদ্-অচিদ্ বস্তুই পরমান্ত্রা পরমেশ্বর-পদবাচ্য।

হে কৌন্তেয়, জলে মধুরাদি বিভিন্ন রস আমিই, চন্দ্র ও স্থর্বের কাস্তি ও তেজ আমিই, সমস্ত বেদের মধ্যে প্রণব, আকাশের শব্দ এবং পুরুষের গৌরুষও আমি

<sup>\* &#</sup>x27;দামানাধিকরণা'— "ভিন্ন ভিন্ন প্রবৃত্তিনিমিন্তানাং শন্দানাং একস্মিন্ অর্থে ব্যবহারঃ।" অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন প্রবৃত্তিযুক্ত বা ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত শন্দের (শন্দবাচক পদার্থের) একই অর্থে ব্যবহার। বিশেষ্য-বিশেষণক্রপে সম্বন্ধবিশিষ্ট ভিন্নার্থবাচক পদার্থসমূহ এইরূপে ব্যবহৃত হয়।

পৃথিবীর সৌগধ্ব. অগ্নির তেজ, সর্বজীবের জীবন এবং তপস্বীদের তপস্থারূপে আমিই বিভামান আছি।

হে পার্থ, আমাকে দর্বজীবের আদি বীজ বা আদিকারণ বলিয়া জানিবে। বুদ্ধিনান-দিগের বুদ্ধি এবং তেজস্বীদিগের তেজও আমিই।

বলবান্গণের কামনা ও অন্বরাগবিবর্জিত বল আমিই। হে ভরতর্বভ, দেব-মনুষ্যাদি জীবগণের মধ্যে ধর্মের অবিরুদ্ধ কামনার্রপে আমি অবস্থিত আছি বলিয়া জানিবে ॥৮-১১॥

রামান্তজভায্য—

এতে সর্বে বিলক্ষণা ভাবা মন্ত এব উৎপদ্ধাঃ মচ্ছেষজুতা ট্রচ্ছরীরতয়া ময়ি এব অবস্থিতাঃ, অতঃ তৎপ্রকারঃ অহম্ এব অবস্থিতঃ ॥৮-১১॥

### বঙ্গান্থবাদ—

এই সমস্ত বিলক্ষণ ভাব আমা হইতেই উৎপন্ন আমার শেষদ্মপী\* আমার শরীরদ্ধপী এবং আমাতেই অবস্থিত। অতএব জলের রস, পৃথিবীর গন্ধ, বেদের প্রণব ইত্যাদি প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে তাহাদের বিলক্ষণ গুণদ্ধপে আমিই অবস্থিত আছি ॥৮—১১॥

# যে চৈব সান্ত্ৰিকা ভাবা রাজসাস্তামসাশ্চ যে। মত্ত এবেতি তান্ বিদ্ধি ন ত্বহং তেযু তে ময়ি ॥১২॥

সরলার্থ-

শমদমাদি সমস্ত সাত্ত্বিক বা সত্ত্বপ্রধান ভাব, হর্ষ ও দর্প প্রভৃতি রাজসিক বা রজো-প্রধানভাব, এবং শোক মোহ প্রভৃতি তামসিক বা তমঃপ্রধান ভাব এ সমস্ত ভাবই আমা হইতে উৎপন্ন। কিন্তু আমি তাহাদের অধীন থাকি না— তাহাদের স্থিতি আমার অধীন ॥১২॥

রামান্তজভাগ্য—

কিং বিশিষ্য অভিধীয়তে; সান্থিকা:

রাজসা: তামসা: চ জগতি
ভোগ্যত্বেন দেহত্বেন ইন্দ্রিয়ত্বেন
তত্তদ্বেত্বিন চ অবস্থিতা যে ভাবা:
তান্ সর্বান্ মন্ত এব উৎপন্ধান্ বিদ্ধি,

### বঙ্গান্থবাদ—

বিশেষ আর কি বলিব, ভোগ্যবস্তুরূপে, শরীররূপে, ইন্দ্রিয়রূপে এবং এই
সকলের কারণরূপে যে সমস্ত সান্ত্বিক,
রাজসিক এবং তামসিক ভাব আছে, সে
সমস্তই আমা হইতে উৎপন্ন বলিয়া
জানিবে। আরও এই জানিবে যে সেই
সকল ভাব আমা হইতে উৎপন্ন বলিয়া

<sup>\* &#</sup>x27;শেষ'—'বংশস্টবিনিয়োগার্হ ত্বং অচিংবৎপারতন্ত্রাং' অর্থাৎ ব্যথচ্ছা ব্যবহারের উপবৃক্ত বস্তুকে 'শেষবস্তু' বলে। জীব ঈশবের এই রূপ শেষবস্তু। চেতনবস্তু হইলেও সে অচিংবস্তুর স্থায়ই উশবের পরতন্ত্র।

তে মচ্ছরীরতয়া ময় এব অবস্থিতা।
ইতি চ। ন তু অহং তেয়ু ন অহং
কদাচিদ্ অপি তদায়ন্তস্থিতিঃ, অন্যত্র
আত্মায়ন্তস্থিতিয়ে অপি শরীরস্থ
শরীরেণ আত্মনঃ স্থিতো অপি
উপকারো বিভাতে, মম তু তৈঃ ন
কশ্চিৎ তথাবিধ উপকারঃ কেবলং
লীলা এব প্রয়োজনম্ ইত্যর্থঃ ॥১২॥

তাহারা আমার শরীরক্ষপী এবং সেই কারণেই তাহারা আমাতেই অবন্থিত ( আगात्रहे अधीन ) थाटक । किन्छ आगि তাহাদের মধ্যে স্থিত নহি অর্থাৎ কোন-কালেই আমি তাহাদের অধীন থাকি না। অভিপ্রায় এই যে, অग्रञ्जल (জীব এবং জীবের দেহের বিষয়ে) যেমন দেহের স্থিতি व्याचात व्यथीन श्रष्टाल्ख भंतीरतत दाता ও আত্মার কিছু উপকার সাধিত हहेशा थाटक, आगात किस এই সমস্ত পদার্থ দ্বারা (সান্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভাবযুক্ত ভোগ্যবস্ত শরীর ও ইন্দ্রিয়াদির দারা) সেইরূপ কোনপ্রকারই উপকার সাধিত হয় না। আমার (এই সকল ভাব উৎপন্ন করিবার ) প্রয়োজন কেবল नीनागाज ॥१२॥

ত্রিভিগু ণমর্বৈর্জাবৈরেভিঃ সর্বনিদং জগৎ। মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ প্রম্ব্যয়ম্ ॥১৩॥

চরাচর বিশ্ব ক্লগৎ সম্ভাদি ত্রিবিধ এই ভাবের দারা মোহিত থাকে। সেইজ্বন্ত তাহারা, এইসকল গুণময় ভাব হইতে উৎকৃষ্ট এবং অব্যয় (সদা একরপে স্থিত) আমাকে জানিতে পারে না॥১৩॥

রামান্তজভাগ্য-

ভদেবং চেতনাচেতনাত্মকং কৃৎস্পং
জগৎ মদীয়ং কালে কালে মন্ত এব
উৎপত্মতে ময়ি চ প্রলীয়তে ময়ি এব
অবস্থিতং মচ্ছরীরভূতং মদাত্মকং
চ, ইতি অহম্ এব কার্যাবস্থায়াং
কারণাবস্থায়াং চ সর্বশ্রীরতয়া
সর্বপ্রকারঃ অবস্থিতঃ। অতঃ কারণ-

### বঙ্গান্মবাদ—

অতএব চেত্রাচেত্রাত্মক এইপ্রকার সমগ্র জগৎ আমারই। প্রতি প্রলয়ের অতে স্টিকালে এই জগৎ আমা হইতেই উৎপন্ন হয়, আমাতেই স্থিত থাকে আমাতেই লয়প্রাপ্ত হয়। তাহারা আমার শরীররূপী এবং আমিই তাহাদের আলা বা শরীরী। এই শরীর-শরীরী সম্বন্ধহেতু সর্বশরীরী আমিই প্রলয়কালে স্ক্রম বা কারণ-অবস্থায় এবং স্ষ্টিকালে স্থল বা কার্যাবস্থায় সগন্ত শরীরক্ষপে দান্তিকাদিভাব প্রভৃতি বিভিন্ন সমস্ত গুণ विटमयगक्रात्र অবস্থিত আছি।

ত্বেন শেষিত্বেন চ জ্ঞানাত্যসংখ্যেয়-কল্যাণগুণগণৈঃ চ অহম্ এব সর্বৈঃ প্রকারেঃ পরতরঃ। মত্তঃ অন্তৎ কেন অপি কল্যাণগুণগণেন পরতরং ন বিভাতে। এবংভূতং गাং ত্রিভ্যঃ সাত্ত্বিকরাজসভাষসগুণময়েভ্যঃ ভাবেভ্যঃ পরং মদসাধারগৈঃ কল্যাণ-গুণগণৈঃ তত্তভোগ্যতাপ্রকারেঃ চ পরম্ উৎকৃষ্টতমম্ অব্যায়ং সদা এক-রূপম্ অপি তৈঃ এব ত্রিভিঃ গুণমুরেঃ निश्रेन जरेतः कार्गिवश्वरित्रिः কর্মানুগুণদেহেন্দ্রিয়ভোগ্যত্বেন অব-স্থিতৈঃ পদাবৈগঃ গোহিতং দেবতির্য-গ্রন্থাস্থাবরাত্মন। অবস্থিতমৃ इ दः জগৎ ন অভিজানাতি ॥১৩॥

অতএব,(চিদ্-অচিদ্ সমস্ত বস্তর)কারণরূপে, শেষী বা স্বামীরূপে এবং জ্ঞান প্রভৃতি অসংখ্য কল্যাণগুণময়রূপে আমি সকল প্রকারেই শ্রেষ্ঠতর। नकल কল্যাণগুণে অগ্য কেহই আমা হইতে नाई। শ্রেষ্ঠতর উক্ত প্রকার (পর্মেশ্বর) সাত্তিক রাজসিক তামিদক এই তিন প্রকার গুণময় ভাব শ্রেষ্ঠ, এবং আমার অসাধারণ হইতে গুণগণও কল্যাণময় বলিয়াঅত্যন্ত ভোগ্য-ভূত এবং শ্রেষ্ঠ বা উৎকৃষ্টতম। ইহা অন্যয় বা সদা একরূপ স্ত্তরাং অবিনাশী। তত্রাপি সন্থাদি ত্রিগুণের দারা চালিত হইয়া এই চরাচর জগৎ, অর্থাৎ অত্যন্ত হীনতর ক্ষণভঙ্গুর এবং পুর্বকর্যাহ্বরূপ (ত্রিগুণময়) শরীর ও ইন্তিয় প্রাপ্ত তত্তৎ দেহেন্দ্রিয়ের ভোগ্যরূপে অবস্থিত যাবৎ পার্থিব পদার্থের দারা মোহিত হইয়া দেবতির্ঘক মহুয়া স্থাবরাদি-উক্তরূপে জানিতে পারে না ॥১৩॥

## রামান্থজভায়া—

কথং স্থত এব অনবধিকাতিশয়ানন্দে নিত্যে সদা একর্মপৈ লৌকিকবস্তুভোগ্যতাপ্রকারিঃ চ উৎকৃষ্টতমে
দ্বিয়ি স্থিতে অপি অত্যন্তনিহীনেযু
শুণময়েষু অস্থিরেষু ভাবেষু সর্বস্থ ভোক্ত্বর্গস্থ ভোগ্যন্তবৃদ্ধিঃ উপজায়তে ইত্যক্ত আহ—

### বঙ্গান্ত্বাদ—

পরমপুরুষ আপনি স্বভাবতঃ অসীম এবং অতিশয় আনন্দর্মপ, নিত্য, সর্বদা একর্মপ এবং লৌকিক প্রাক্কতবস্তুর ভোগ্যতা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতম ভোগ্যবস্তু। তথাপি আপনি থাকিতে সমন্ত ভোক্তা-জীবের অত্যন্ত হীন অনিত্য এই ত্রিগুণময় ভাবযুক্ত বস্তুসমূহে কি কারণ ভোগ্যতাবৃদ্ধি উৎপন্ন হয় ? এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন—

## দৈবী ছেষা গুণময়ী মম মায়া ছুরভ্যয়া। মামেব যে প্রপদ্মন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥১৪॥

সরলার্থ-

আমার এই মারা বা বিচিত্র কার্যকারিণী শক্তি জগৎ স্ষ্টাদি ক্রীড়াপ্রবৃত্ত আমার দারাই নির্মিত। ইহা অত্যস্ত দুরতিক্রমণীয়, অর্থাৎ জীবের সাধ্য নাই যে সে নিজশক্তি বলে আমার এই মায়াকে অতিক্রম করে। কিন্তু যাহারা আমারই শরণাগত হয় কেবল তাহারাই আমার কুপায় এই মায়া হইতে উত্তীর্ণ হইতে সমর্থ হয় ॥১৪॥

রামানুজভায্য-

মম এষা গুণমরী সম্বরজস্তমোমরী

মারা যম্মাদ্ দেবী দেবেন ক্রীড়াপ্রবৃত্তেন ময়াএব নির্মিতা তম্মাৎ
সবৈঃ ছরত্যয়া তুরতিক্রমা।

অস্তাঃ মায়াশব্দবাচ্যত্বম্ আস্তররাক্ষসান্ত্রাদীনাম্ ইব বিচিত্রকার্যকরত্বেন, যথা চ 'ততো ভগবতা তস্ত রক্ষার্থং চক্রমুন্তমম্। আজগাম সমাজ্ঞপ্তং জালামালি স্বদর্শনম্॥ তেন মায়াসহস্রং তচ্ছম্বরস্থান্তগামিনা। বালস্ত রক্ষতা দেহমেকৈকাংশেন স্থান্তম্॥' (বিঃ পুঃ ১০১১১১,২০) ইত্যাদৌ।

ञादा भाग्नामादना न निश्रार्थनाही। केल्प्रजानिकानियू जिल्ला किन्हिन्

माद्रीयशानिन। गिश्रार्थितियग्नाग्नाः

शात्रमार्थिका अन नूद्धः छेरशानक
एवन माग्नानी देखि श्राद्रागः। छथा

माद्रीयशानिः अन ह छक्त माग्ना, বঙ্গান্থবাদ---

বেহেতু আমার এই সত্ত রজ তমোক্সপী ত্রিগুণমাী মায়া দৈবী অর্থাৎ দেবী লীলা করিবার জক্ত প্রবৃত্ত পরম দেবতা এবং আমার দারা নির্মিত হইয়াছে সেই জক্ত ইহা সর্বজীবেরই ছন্তর অর্থাৎ এই মায়া অতিক্রম করা অত্যন্ত ছঃসাধ্য।

অপ্নর, রাক্ষম ও অন্ত্রশন্ত্র প্রভৃতির স্থায়
বিচিত্র কার্যকারী শক্তির জন্ম ইহা 'মারা'
নামে অভিহিত হইয়াছে। এইরূপ বিচিত্র
কার্যকারিতা অর্থে শান্তে অক্সত্রও 'মারা'
শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। যেমন—
"তৎপরে সেই বালকের রক্ষার জন্ম
ভগবানের ঘারা আদিপ্ত হইয়া প্রজ্ঞলিত
লেলিহান অগ্নির স্থায় দেনীপ্যমান উত্তম
স্বদর্শনচক্র সেইখানে উপস্থিত হইলেন।
তখন সেই ক্রতগামী চক্র সেই বালকের
শরীর রক্ষায় নিযুক্ত হইয়া শ্বরাস্করের
সহস্র সহস্র মারা ছিন্নভিন্ন করিরা বিনষ্ট
করিলেন।"

অতএব 'মারা' শব্দ মিথ্যা বস্তুর বাচক
নহে । বাজীকর প্রভৃতি লোকেরাও
মন্ত্র বা ঔষধের দ্বারা মিথ্যাবস্তুর বিষয়ে
সত্যতাবৃদ্ধি উৎপদ্দ করে বলিয়াই ভাষা
দিগকে 'মায়াবী'বলা হইয়া থাকে । প্রকৃতপক্ষে এইম্বলে তাহাদের মন্ত্র এবং ঔষধ
প্রভৃতিই 'মায়া'। সর্বত্রই এই 'মায়া'

সর্বপ্রয়োগেষু অনুগতস্থ একস্থ এব শব্দার্থত্বাৎ। তত্র মিথ্যার্থেষু মায়া-শব্দপ্রবেগা মায়াকার্যবুদ্ধিবিষয়ত্বেন ঔপচারিকঃ, 'মঞ্চাঃ ক্রোশন্তি' ইতিবৎ। গুণময়ী পারমাথিকী এযা এব 'মায়াং তু প্রকৃতিং ভগবন্ধায়া বিভানায়িনং তু মহেশ্বম্'(শ্বেতাঃ উঃ৪।১০) ইত্যাদিষু অভিধীয়তে। অস্তাঃ কার্যং ভগবৎস্বরূপতিরোধানং স্বস্থরপভোগ্যন্থবুদ্ধিঃ অতো ভগবন্ধায়য়া মোহিতং সর্বং জগদ ভগবন্তম্ অনবধিকাতিশয়ানন্দস্বরূপং ন অভিজানাতি।

মায়াবিমোচনোপায়ম্ আহ—

মাম্ এব সত্যসংকল্পং পরমকারুণিকম্

অনালোচিভবিশেষাশেষলোকশরণ্যং

যে শরণং প্রপদ্যন্তে তে এতাং মদীয়াং

শুণময়ীং মায়াং তরন্তি। মায়াম্
উৎস্ক্য মাম্ এব উপাসত ইত্যর্থঃ

॥ ১৪॥

শব্দ এইরূপ অন্তগত একটি বস্তরই অর্থে ব্যবহৃত হইরা থাকে। অতএব মিথ্যা অর্থে যে 'মারা' শব্দের প্রয়োগ দেখা যার তাহা উপরি উক্ত মন্ত্র বা ঔষধাদি মারা বস্তর বিচিত্র কার্যকারিতার দ্বারা উৎপন্ন বিভিন্ন মিথ্যাবস্তর প্রতি সত্যতাবৃদ্ধির বিষয়েই হইরা থাকে। অতএব এরূপ প্রয়োগ ঔপচারিক। যেমন বলা হইরা থাকে 'মঞ্চ বা মাচা চীৎকার করিতেছে' (মাচা অচেতন বস্তু হইলেও তাহার শব্দকে যেন চেতন বস্তু চীৎকার করিতেছে এইরূপ বৃদ্ধির অভিব্যক্তি হিসাবে 'মঞ্চা ক্রোশন্তি' শব্দ ছটি ব্যবহৃত হইরাছে)।

অতএব এই ত্রিগুণমন্ত্রী সত্যবস্তুই ভগবানের 'মায়া'। 'প্রকৃতিকে মায়া এবং মহেশ্বরকে মায়াবী বলিয়া জানিবে।' ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে এইরূপ প্রয়োগ দেখা যায়।

ভগবৎস্বরূপের তিরোধানকরী বৃদ্ধি এবং
নিজস্বরূপের প্রতি (প্রাক্বত বস্তুর প্রতি)
ভোগ্যতাবৃদ্ধি উৎপাদন করা—এই ছুইটি
মায়ার কার্য । অতএব ভগবৎমায়ার
দারা মোহিত বা আচ্ছন্ন হইয়া চরাচর
বিশ্বজ্ঞগৎ অপরিসীম অতিশয় আনন্দস্বরূপ
ভগবানকে জানিতে পারে না।

এই মায়া হইতে নিম্বতির উপায় যে কি তাহাই বলিতেছেন—

যে মহন্য কেবলমাত্র সত্যসংশ্বল্প পরমদয়ালু এবং উচ্চ নীচ নির্বিচারে সমস্ত
লোকেরই শরণস্থল পরমেশ্বর আমারই
শরণ গ্রহণ করে, সে আমার এই গুণময়ী
মায়া হইতে উদ্দার্গ হইয়া থাকে।
অভিপ্রায় এই যে, তাহারা মায়া হইতে
পরিত্রাণ পাইয়া আমারই উপাসনা করিয়া
থাকে ॥১৪॥

রামানুজভায্য-

কিমিতি ভগবছপাসনাপাদিনাং ভগবৎপ্রপত্তিং সর্বে ন কুবন্তি ? ইত্যত্ত আহ— বঙ্গানুবাদ--

তবে কেন যে ভগবৎ-উপাসনা-জননী মঙ্গলপ্রদ এই ভগবৎ-প্রপত্তি (শরণাগতি) সকলে করে না তাহাই বলিতেছেন—

ন মাং ছফ্ তিনো মূঢ়াঃ প্রপত্তত্তে নরাধমাঃ। মায়য়াহপহৃতজ্ঞানা আস্কুরং ভাবমাশ্রিতাঃ ॥১৫॥

সরলার্থ-

মৃচ অর্থাৎ আমার স্বরূপবিবয়ে অজ্ঞপুরুষ, নরাধম অর্থাৎ ইহাদের অপেক্ষা অধম পুরুষ নায়ামোহিত অর্থাৎ সর্বাপেক্ষা অধম পুরুষ এবং আমার বিষয় জানিয়াও আমার প্রতি হিংসাকারী অস্থাপ্রকৃতি পুরুষ — এই চারিপ্রকার ছৃদ্ধৃত অর্থাৎ পাপাচারী পুরুষেরা শরণাগত হয় না ॥১৫॥

রামানুজভাষ্য—

মাং হ্নত্ন পাপকর্মাণো হ্নফ্তভারভম্যাৎ চজুর্বিধা ন প্রপদ্যন্তে ম্চা
নরাধনাঃ, মায়য়া অপহৃতজ্ঞানা আম্বরং
ভাবম্ আশ্রিতাঃ ইতি। মূচাঃ বিপরীতজ্ঞানাঃ পূর্বোক্তপ্রকারেণ মৎস্বরূপাপরিজ্ঞানাৎ প্রাক্তপ্রকারেণ ভগবচ্ছেযতৈকরসম্ আত্মানং ভোগ্যজাতং চ
স্বশেষভয়া মন্তুমানাঃ।

নরাধমাঃ সামাল্যেন জ্ঞাতে অপি মৎস্বরূপে মদৌমুখ্যানহাঃ।

## বঙ্গান্থবাদ—

মৃঢ়, নরাধম, মায়ামোহিত এবং আসু-রীম্বভাবযুক্ত এই চারি প্রকারের ছ্দ্ধর্যত বা পাপাচারী পুরুষ আমার শরণ গ্রহণ করে না। অতঃপর এই চারিপ্রকার পাপা-চারী পুরুষের স্বভাব বর্ণনা করিতেছেন— তন্মধ্যে যাহারা পুর্বোক্তপ্রকারে আমার স্বরূপ বিষয়ে অজ্ঞ বলিয়া প্রাকৃত বিষয়ে আসক্ত थारकन এবং পূর্বোক্ত প্রকারে (শ্লোক ৬, ৭) আত্মবস্তু যাবৎ ভোগ্যবস্তু যাহা কেবলমাত্র ভগ-वारनत्रहे अशीन वा 'स्यवख' তाहा मिगरक নিজ শেষভূত বা অধীন বলিয়া যাহারা মনে করে, দেইরূপ বিপরীতজ্ঞানযুক্ত পুরুষেরা 'মৃঢ়' নামে অভিহিত। যাহারা (ইতিহাস পুরাণাদি পঠনে বা শ্রবণে) সাধারণভাবে আমার স্বরূপ জ্ঞাত হইয়াও আমার অভিমুখ হয় না বা প্রতি শ্রদাযুক্ত হয় না তাহারা 'নরাধন' আমার স্বরূপ এবং ঐশ্বর্য

মায়য়া অপদ্ধতজ্ঞানাঃ তু মদ্বিয়ং মদৈশ্বৰ্যবিষয়ং চ জ্ঞানং প্ৰস্তুতন্ যেষাং তদসংভাবনাপাদিনীভিঃ কুটযুক্তিভিঃ অপদ্বতং তে তথোক্তাঃ।

আস্থরং ভাবম্ আঞ্রিতাঃ ভু মদিষয়ং মদৈশ্বর্যবিষয়ং চু জ্ঞানং স্থাকৃচ্ম্ উপপন্নং যেযাং দ্বেষায় এব ভবতি তে আস্থরং ভাবম্ আঞ্রিতাঃ। উত্তরোত্তরাঃ পাপিষ্ঠতমাঃ ॥১৫॥ বিষয়ে পরস্পর কথোপকথনকালে বিচিত্র
মোহরূপী মায়াজনিত কুট্যুক্তির দ্বারা
যাহারা আমার এই স্বর্নপকে এবং এশ্র্য
বা বিভূতিকে অসম্ভব বলিয়া প্রতিপর
করিবার চেষ্টা করে তাহারা 'মায়ার দ্বারা
অপহৃতজ্ঞানমুক্ত পুরুষ' বলিয়া কথিত হয়।
আমার স্বর্নপ এবং ঐশ্বর্যবিষয়ে উত্তয়রূপে পরিজ্ঞাত হইরাও আমার উৎকর্ষ
বিষয়ে যাহাদের এই স্বদূচ জ্ঞানই আমার
প্রতি হিংসারই কারণ হয় — তাহারাই
'আস্থ্রিভাবযুক্ত'। এই চারি প্রকার
পাপাচারী পুরুষ উত্তরোত্তর অধিকতর
পাপী ॥১৫॥

## চতুর্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ স্থকৃতিনোহজুন। আর্ত্তে। জিজ্ঞাস্থরথার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্বভ ॥১৬॥

সরলার্থ---

হে ভরতকুলশ্রেষ্ঠ অজুন, চারিপ্রকার পুণ্যকারী পুরুষেরা আমার শরণাগত হট্য়া আমার ভজনা করে। তাহারা যথাক্রমে ঐশ্বর্ত্ত হট্য়া আর্ড, অর্থার্থী জিজ্ঞাস্ক্ বা গাস্বলাভেচ্ছু এবং মদ্বিয়ক জ্ঞানে জ্ঞানী ॥১৬॥

রামানুজভায়া—

স্কৃতিনঃ পুণ্যকর্মাণো নাং শরণম্

উপগম্য মাম্ এব ভজন্তে। তে চ

স্থকৃততারতম্যেন চত্রিধাঃ, স্থকৃত-

গরীয়স্থেন প্রতিপত্তিবৈশেয়াদ্

উত্তরোত্তরাধিকতমাঃ ভবন্তি।

#### বঙ্গান্তবাদ—

পূর্বশ্লোকে কোন্ কোন্ চতুরিধ পুরুষ
আমার শরণাগত হয় না এবং আমাকে
ভজনা করে না তাহা বলিয়া এই শ্লোকে
কোন্ কোন্ চতুর্বিধ পুরুষ প্রপত্তিপূর্বক
আমার ভজনা করে তাহা বলিতেছেন—

স্কর্মকারী পুণ্যকর্মা পুরুষেরা আমার
শরণাগত হইরা কেবল আমাকেই ভজনা
করিরা থাকে। তাহারা স্ক্রুতির তারতম্য হিসাবে চারি প্রকারের। স্ক্রুতির
শ্রেষ্ঠতার জন্ম ফলাকাজ্জার পার্থক্য
হেতু প্রপত্তিরও বৈশিষ্ট্য হইরা থাকে
বলিয়া এই চতুর্বিধ অধিকারী পুরুষ
উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠ হন।

करिश्चर्यः প্রতিষ্ঠাহীনো আর্ড: পুনন্তৎপ্রাপ্তিকামঃ। অর্থার্থী অপ্রাইপ্রশ্বর্যতয়া ঐশ্বর্যকামঃ, তয়োঃ ঐশ্বর্যবিষয়তয়। মুখভেদমাত্রম্, ঐক্যাদ্ এক এব অধিকারঃ। প্রকৃতিবিযুক্তাত্মস্বরূপা-জিজাম: বাপ্তীচ্ছঃ, জ্ঞানম্ এব অস্থ্য স্বরূপম্ ইতি জিজাম্বঃ ইতি উক্তম্। জ্ঞানী চ 'ইতস্থক্তাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরামৃ' (৭া৫) ইত্যাদিনা অভিহিত-ভগবচ্ছেষতৈকরসাত্মস্বরূপবিৎ প্রকৃতিবিযুক্তকেবলাত্মনি অপর্যবস্তন্ ভগবন্তং প্রেঞ্সা; ভগবন্তম্ পরম-প্রাপ্যং মন্থানঃ ॥১৬॥

'আর্দ্ধ' শব্দে প্রতিষ্ঠা এবং ঐশ্বর্য হইতে ভ্রন্থ হইরা যাহারা পুনরায় সেই সব লাভের জন্ম ব্যাকুল তাহাদের বুঝাই-তেছে। যাহাদের কোনকালেই ঐশ্বর্য ছিল না অথচ যাহারা ঐশ্বর্য কামনা করে তাহারা 'অর্থার্থী'। উক্ত স্থই প্রকার পুরুষের ভেদ নাম মাত্র, ঐশ্বর্য লাভের কামনা উভয়ের সমানই, অভএব উভয়ের অধিকার একই (ইহারা উভয়েই বাহ্য-পুরুষার্থের অভিলাষী।)

যাহারা প্রকৃতিসংসর্গরহিত বিশুদ্ধ আত্মস্বরূপের অহতব বা দর্শনলাভেচ্ছু তাহারা 'জিজ্ঞাস্ক'। 'ক্ষিত্যপ্তেজ প্রভৃতি অচিংবস্তু হইতে ভিন্ন আমার আর একটি পরা বা শ্রেষ্ঠ প্রকৃতি আছে বলিয়া জানিবে' ইত্যাদি শ্লোকে উপদিষ্ট আত্ম-বস্তু ভগবং-অধীন এবং ভগবানের 'শেষবস্তু' হিসাবে সদা এক রসাত্মক বস্তু । আত্মার এই বিশেষ স্বরূপের জ্ঞাতা এবং সেই বিশিষ্ট জ্ঞানের জন্ম প্রকৃতিবিযুক্ত কেবল বিশুদ্ধ আত্মবস্তুতে (শেষবস্তুতে) আসক্ত না হইয়া বাঁহারা (শেষী) ভগবানকে পরম প্রাপ্যবস্তু বলিয়া মনে করেন তাঁহারাই 'জ্ঞানী' নামে অভিহিত । শেষোক্ত ত্বই প্রকার অধিকারী মৃক্তিকামী ॥১৬॥

তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে। প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোহত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ॥১৭॥

সরলার্থ—
(উক্ত চতুর্বিধ ভজনকারী পুরুষদের মধ্যে জ্ঞানীই যে শ্রেষ্ঠ এবং তাহার হেতু যে কি
তাহাই বলিতেছেন।)

পূর্বশ্লোকোক্ত চতুর্বিধ আমার ভজনকারীর মধ্যে 'জ্ঞানী' নিত্যযুক্ত অর্থাৎ নিরন্তর আমার চিন্তায় মগ্ল এবং কেবল আমারই প্রতি ভক্তিমান। আমার অন্তান্থ ভজনকারীরা স্বাভীষ্টলাভ পর্যন্তই আমার চিন্তা করে, জ্ঞানী কিন্তু স্বাভীষ্টফলে এবং সেই ফলদাতারূপে আমাকেও ভক্তি করে। অতএব উক্ত চতুর্বিধ অধিকারীর মধ্যে "জ্ঞানীই" সবস্রেষ্ঠ। এই জ্ঞানীদের আমি অত্যন্ত প্রিয়বস্তু এবং জ্ঞানীরাও আমার অত্যন্ত প্রিয়বস্তু ॥১৭॥

রামানুজভাষ্য--

তেবাং জ্ঞানী বিশিশ্যতে, কুতঃ নিত্যযুক্ত
একভক্তিঃ ইতি চ। তম্ম হি মদেকপ্রাপ্যম্ম ময়া যোগো নিত্যঃ। ইতরয়োঃ তু যাবৎস্মাভিল্মিতপ্রাপ্তি ময়া
যোগঃ। তথা জ্ঞানিনো ময়ি একশ্মিন্ এব ভক্তিঃ, ইতরয়োঃ তু
স্মাভিল্মিতে তৎসাধনত্বেন ময়ি চ।
অতঃ স এব বিশিশ্যতে।

কিং চ প্রিয়ো হি জ্ঞানিনাহত্যর্থন্

অহন্—অত্ত অত্যর্থশব্দো অভিধেয়বচনঃ; জ্ঞানিনঃ অহং যথা প্রিয়ঃ
তথা ময়া সর্বজ্ঞেন সর্বশক্তিনা অপি
অভিধাতুং ন শক্যতে ইত্যর্থঃ;
প্রিয়ত্বস্থা ইয়ত্তারহিতত্বাৎ । যথা
জ্ঞানিনাম্ অত্যেসরস্থা প্রক্রাণস্থা—

'দ ভাদক্রমতিঃ ক্লে দশুমানো
মহোরগৈঃ। ন বিবেদাত্মনো গাতাং তংশ্বত্যাহ্লাদসংস্থিতঃ' (বিঃ পুঃ ১।১৭।৩৯)
ইতি সং অপি তথা এব মম প্রিয়ঃ ॥১৭॥

## বঙ্গানুবাদ—

यागारक ज्ञनकाती पूर्ताक हज्तिश অধিকারীর गर्धा 'জানী' অধিকারী সর্বশ্রেষ্ঠ, কেননা সে আমাতে নিত্যযুক্ত এবং কেবলমাত্র আমাতেই ভক্তিমান। সেই জানী আমাকেই একমাত্র 'প্রাপ্যবস্তু' বা প্রমপুরুষার্থ বলিয়া জানে এবং সেইজন্ম আমার সহিত তাহার সংযোগও নিতা। किन्छ अन्य जिन প্রকার অধিকারীর, নিজ অভিলমিত বস্তুর প্রাপ্তি পর্যন্ত আমার সহিত যোগ থাকে। জ্ঞানীরা একমাত্র আমাকেই ভক্তি করিয়া থাকে, অন্য অধি-কারীরা কিন্তু নিজ অভীষ্টফলেতে এবং टमहे कलत প्राप्त वा कलनाजा हिमादा আমাতে ভক্তি করে। অতএব জ্ঞানীই সর্বশ্রেষ্ঠ অধিকারী।

(জ্ঞানীগণের এই সর্বশ্রেষ্ঠতার অন্য হেতুও বলিতেছেন )—

পুনরায় 'এই জ্ঞানীদের আমি অত্যন্ত প্রিয়। এম্বলে 'অত্যন্ত' শব্দ অভিধেয়বাচক অর্থাৎ প্রিয়ত্বের অবধি বা পরিমাণ নির্দেশ জ্ঞানীদের যে আমি কত করিতেছে। অধিক প্রিয় তাহা সর্বজ্ঞ এবং সর্বশক্তিমান আমিও পরিমাণ করিতে অশক্ত, কেননা সেই প্রিয়ত্বের কোনও ইয়তা বা অবধি नार्छ । खानी त्यष्ठ প্রহ্লাদের যেরূপ বিষয় বণিত হইয়াছে— 'সেই প্রহলাদ শ্রীক্লয়ে এতই আসক্তচিত্ত ছিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণ-চিন্তানন্দে এতই তন্ময় হইয়া গিয়া-ছিলেন যে মহাকাল সর্প তাঁহাকে দংশন করিলেও তিনি নিজ দেহের বেদনা অমুভব পারেন নাই।' জ্ঞানী পুরুষও করিতে এইরপ **নিরবধিক** আমার প্রিয় हहेबा थाटक ॥>१॥

## উদারাঃ সর্ব এবৈতে জ্ঞানী ত্বাবৈদ্ধব মে মতম্। আস্থিতঃ সঃ হি যুক্তাত্মা মামেবানুত্তমাং গভিম্॥১৮॥

সরলার্থ-

পূর্বোক্ত আমার চত্রিধ উপাসকরাই উদার—বদান্ত বা দানী। (যাহারা আমার নিকট কিছু গ্রহণ করে এবং আমাকে সর্বস্থ দান করে, তাহারাই দানী, ইহাদের মধ্যে জ্ঞানী কিন্তু আমার আত্মাই. অর্থাৎ আমার ধারক বলিয়াই আমি মনে করি। যেহেতু তাহার আত্মা কেবলমাত্র আমাতেই যুক্ত এবং আমারই আয়জাধীন এবং সে আমাকেই পরমগতি বলিয়া আশ্রম করিয়াছে ॥১৮॥

### রামানুজভায্য—

সর্বে এব এতে মাম্ এব উপাসতে
ইতি উদারা: বদান্তাঃ যে মত্তো বৎ
কিঞ্চিদ্ অপি গৃহুন্তি, তে হি মম
সর্বস্থদায়িনঃ। জ্ঞানী তু আল্লা এব
দে মতং তদায়ত্তাল্মধারণঃ অহম্
ইতি মত্তো।

কশ্মাদ্ এবং যশ্মাদ্ অয়ং ময়া
বিনা আত্মধারণাসংভাবনয়া মাম্ এব
অনুত্তমং প্রাপ্যম্ আন্থিতঃ, অতঃ
তেন বিনা মম অপি আত্মধারণং ন
সংভবতি, ততো মম অপি আত্মা
হি সঃ ॥১৮॥

#### বঙ্গান্তুবাদ—

পূবোক্ত চতুর্বিধ অধিকারীরাই আমার উপাসনা করিয়া থাকে। অতএব ইহারা সকলেই উদার বা বদান্ত; অথাৎ যাহারা আমার নিকট হইতে যৎকিঞ্চিৎ গ্রহণ করে কিন্তু আমাকে সর্বস্ব স্বর্পণ করে তাহারা সকলেই দানী বা উদার। ইহাদের মধ্যে জ্ঞানীকে কিন্তু আমার আত্মা বলিয়াই আমি মনে করি, অর্থাৎ আমার ন্তিতি তাহাদেরই আয়ন্তাধীন বলিয়া আমি মনে করি।

এইরূপ মনে করিবার কারণ কি
তাহা বলিতেছেন— 'যেহেতু এই জ্ঞানী
আমার বিশ্লেষে জীবনধারণে অসমর্থ এবং
যেহেতু সে আমাকেই পরম প্রাপ্য বা
পরমগতি ভাবিয়! একমাত্র আমাতেই
অবস্থিত থাকে, সেইজক্ত আমিও তাহার
বিশ্লেষে জীবনধারণে অসমর্থ। এইজক্ত
সেই জ্ঞানী অধিকারী আমারও আত্মস্বরূপই
॥১৮॥

<sup>\*&#</sup>x27;আত্মা' — শরীরের প্রতি আত্ম। যেমন ধারক জানী-পুরুষও আমার দেইরপ ধারক— এই অর্থে এতলে 'আত্ম' শব্দ ব্যবহৃত হইযাছে। ভিন্ন পুরুষ হিসাবে শ্লোকে উল্লেখ থাকায় 'ত্যদাত্মা' অর্থে তথা ব্যবহৃত হয় নাই।

রামানুজভায্য—

ন অল্পসংখ্যাসংখ্যাতানাং পুণ্য-জন্মনাং ফলম্ ইদং যন্মচ্ছেষ্ঠত-করসাত্মযাথাত্মজানপূর্বকং মৎ-প্রপদনম্ অপি তু—

#### বঙ্গানুবাদ—

আমাকে আপন 'স্বামী বা শেষী'রপে জানিয়া এবং নিজ আত্মস্বরূপকে ভগবানের 'শেব'বস্তু এবং নিত্য এই এক রসমুক্ত জানিয়া আমার শরণাপন হওয়া — ইহা কখনও অল্পসংখ্যক পুণ্যজ্ঞন্মের ফল নহে,' পরস্ত ইহা বহু বহু পুণ্যজ্ঞন্মের ফল।

বছুনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপত্ততে। বাস্থদেবঃ সর্বনিতি স মহাত্মা স্বত্তুল ভিঃ ॥১৯॥

সরলার্থ-

বহু পুণ্যজন্মের পরে. পুরুষ প্রকৃত জ্ঞানবান হইয়া, ভগবান বাস্থদেবই আমার সর্বস্ব অর্থাৎ পরমপ্রাপ্য ও প্রাপক এবং আমার স্থিতি ও প্রবৃত্তি তাঁহারই অধীন এইরূপ জ্ঞানিয়া আমার শরণাগত হয় এবং আমার উপাসনা করে। এইরূপ জ্ঞানী মহাদ্মা অত্যন্ত হুল্ভ ॥১৯॥

#### রামান্তজভাগ্য—

বহুনাং জন্মনাং পুণ্যজন্মনাম্
অন্তে অবসানে বাস্থদেবশেষ্ঠেতকরসঃ
অহং তদায়ত্তস্বরপস্থিতিপ্রবৃত্তিঃ চ,
স চ অসংখ্যেইয়ঃ কল্যাণগুঠনঃ
পরতরঃ ইতি জ্ঞানবান্ ভূজা বাস্থদেব
এব মম পরমপ্রাপ্যং প্রাপকং চ
অক্তদিপি যন্মনোরথবর্ত্তি স এব মম
তৎ স্বম্ ইতি মাং যো প্রপল্লতে মাম্
উপাত্তে স মহান্মা মহামনাঃ স্কর্ল্ভঃ
ত্বল্ভিতরঃ লোকে।

'বাস্থদেবঃ সর্বম্' ইত্যক্ত অয়ম্ এব অর্থঃ। 'প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোহত্যর্থ-মহম্' (৭।১৭) 'আস্থিতঃ স হি যুক্তাপ্লা মামেবার্থ্বমাং গতিম্' (৭।১৮) ইতি প্রক্রমাৎ।

#### বঙ্গানুবাদ—

বহু পুণ্যজন্মের পরে পুরুষ 'আমার আত্মা ভগবান বাস্থদেনেরই শেষবস্তু এবং নিত্য এই এক শেষজ্বসমূক্ত আমার স্থিতি প্রবৃত্তি সমস্তই এই বাস্থদেবেরই অধীন এবং এই বাস্থদেবই অসংখ্য কল্যাণগুণময় এবং সর্বশ্রেষ্ঠ তত্ত্ব — এইরূপ জ্ঞানসম্পন্ন ইইয়া বাস্থদেবই আমার পরম প্রাপ্য ও প্রাপক এবং অভ্য যা কিছু আমার মনোরথ আছে সে সমস্তও বাস্থদেবই' এইপ্রকারে যে আমার শরণাগত হয় ও আমার উপাননা করে সেরূপ মহাত্মা অর্থাৎ মহামনাজ্ঞানীভক্ত সংসারে অত্যন্ত তুল্ভ।

শ্লোকগত 'বাস্থদেবঃ দর্বং' এই পদটি যে উক্ত অর্থেরই বাচক নিম্নে তাহার কারণ দশিত হইতেছে—

'আমি জ্ঞানীদিগের অত্যন্ত প্রিয়','তাহার আত্মা আমাতেই যুক্ত অর্থাৎ আমারই আয়তাধীন এবং সে আমাকেই পরমগতি বলিয়া আশ্রয় করিয়াছে', এই সকল ভাব ইতিপুর্বে ১৭, ১৮ শ্লোকে ব্যক্ত হইয়াছে।

ূজানবান্চ অয়ষ্ উক্তলক্ষণ এব, অস্ত এব পূৰ্বোক্তজ্ঞানিত্বাৎ। 'ভূমিরাপঃ' ইতি আরভ্য 'অহলার প্রকৃতিবইধা। ভিন্না ইতীয়ং প্রকৃতিং বিদ্ধি অপরেয়ণিতস্থ্যাং পরান্॥ জাবভূতাম্' (৭।৩,৪,৫) ইতি হি চেতনাচেতনস্থ প্রকৃতিদরস্থ পরম-পুরুষশেষতৈকরসতা উক্তা 'অহং কুৎস্মস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়ন্তথা। **নতঃ** পরতরং নাতাৎ কিঞ্চিদন্তি ধনঞ্জয়' (৭।৬,৭) ইতি আরভ্য 'যে চৈব সাত্ত্বিকা ভাবা এবেতি রাজসান্তাসসাশ্চ যে। গত তান্ বিদ্ধি ন স্বহং তেযু তে ময়ি॥ (१।১২) কার্যকারণো-ইতি প্রকৃতিদয়স্থ পরমপুরুষায়ত্তস্বরূপ-ভয়াবস্থপ্ত স্থিতিপ্রবৃতিত্বং পরমপুরুষস্থ 5 সর্বৈঃ প্রকার্টরঃ সর্বস্থাৎ পরতরত্বম্ উক্তম্ ; অতঃ স এব অত্র জ্ঞানী ইতি উচ্যতে ॥১৯॥

জ্ঞানীদিগের এইপ্রকার প্রসঙ্গক্রম পূর্ব
ছইটি শ্লোকে উক্ত হইরাছে। অতএব
বুঝা যার যে এই শ্লোকে উক্ত এই
'জ্ঞানবান' পুরুবও পূর্বোক্ত লক্ষণবিশিষ্টই।
আবার এই অধ্যায়ের ৪র্থ শ্লোক হইতে
আরম্ভ করিয়া চিৎবস্তুর, অচিৎবস্তুর এবং
ঈশ্বরবিষয়ক যে সমস্ত তত্ত্বের উপদেশ
দেওয়া হইয়াছে সেই সকল জ্ঞানসম্পন্ন
পুরুবকেই 'জ্ঞানী' নামে অভিহিত করা
হইয়াছে।

পৃথিবী জল' এই বাক্য হইতে আরম্ভ করিয়া 'অহংকার' এই আমার অষ্টবিধ অপরা প্রকৃতি' "জীবকে আমার অন্থ আর একটি প্রকৃতি অর্থাৎ পরাপ্রকৃতি বলিয়া জানিবে।" এই ভাবে সমস্ত চিৎবস্ত এবং অচিৎবস্তকে প্রমপুরুষের কেবল শেষবস্ত বা একান্ত অধীন বলিয়া উপদিষ্ট হই-য়াছে। 'হে ধনঞ্জয়, আমিই সমগ্র জগতের উৎপত্তি এবং প্রলয়ের কারণ 'আমা হইতে শ্রেষ্ঠবস্তু অন্ত কিছুই নাই' এম্বল হইতে আরম্ভ করিয়া 'সান্ত্বিক রাজসিক এবং তামসিক যে সমস্ত ভাব আছে সে সমস্তই আমা হইতেই উদ্ভূত বলিয়া জানিবে। কিন্তু আমি তাহাদের মধ্যে স্থিত নহি তাহারাই আমার মধ্যে স্থিত অর্থাৎ আমি তাহাদের অধীন নহি তাহারাই আমার व्यशीन।' এই সমস্ত বাক্যে কথিত হইয়াছে যে, কার্য-অবস্থা এবং কারণ-অবস্থা এই উভয় অবস্থাতেই অচিৎরূপ এবং চিৎরূপ (চতন বস্তু এবং অচেতনবস্তু) ছুইটি প্রকৃতিরই স্বরূপ স্থিতি এর্বং প্রবৃত্তি প্রমপুরুযেরই অধীন এবং পরমপুরুষ সর্বপ্রকারে সর্ববস্ত হইতে শ্রেষ্টতম। অতএব এইপ্রকার জ্ঞানযুক্ত বা জ্ঞানসম্পন্ন পুরুষকেই এস্থলে 'জ্ঞানী' বলিয়া কথিত হইয়াছে ॥১৯॥

ামানুজভায়--- বঙ্গান্ধবাদ-- বঙ্গান্ধবাদ-- এইরূপ জ্ঞানীব্যক্তি যে কত ত্র্লভ ভপ্স জ্ঞানিনে। তুলাভিত্ব এব এইরূপ জ্ঞানীব্যক্তি যে কত ত্র্লভ ভপ্সাদয়তি--রামানুজভায়্য-উপপাদয়তি-

কাবৈষ্ঠিস্তম্ভ ভজানাঃ প্রপদ্মন্তেই ভাদেবভাঃ। তং তং নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া ॥২০॥

সরলার্থ-

সমস্ত সাংসারিক লোকেরাই নিজ নিজ প্রকৃতি বা প্রাচীন বাসনার দারাই পরিচালিত হইয়া থাকে। তত্তৎ কাম্য বিষয়ই তাহাদের যথার্থ জ্ঞানকে আবৃত করিয়ারাথে। তাহারানিজ নিজ কামনাসিদ্ধির জক্ত মন্তিম তদম্বরপ অভ দেবতার আশ্রয় গ্রহণ করে এবং তাহাদের প্রীক্টির জন্ম তক্রপ নিয়ম পালন করিয়া তাহাদের আরাধনা: করে ॥২০॥

রামানুজভায্য-

সর্বে এব হি লৌকিকাঃ পুরুষাঃ স্বয়া প্রকৃত্যা পাপবাসন্যা গুণ্ময়-ভাববিষয়য়৷ নিয়তা নিত্যান্বিতাঃ তৈঃ তৈঃ স্ববাসনান্ত্ররূপৈঃ গুণমধ্য়ঃ এব কানে: ইচ্ছাবিষয়ভূতৈঃ হাতমৎ-স্বরূপবিষয়জ্ঞানাঃ তত্তৎকামসিদ্ধ্যর্থম্ অন্তুদেবতাঃ মদব্যভিরিক্তাঃ কেবলে-ल्कां पिदनवजाः जः जः नियम् वाद्याय তত্তদ্দেবতাবিশেষমাত্রপ্রীণনায় অসা-ধারণং নিয়মম্ আস্থায় প্রপল্ভে তা এব আঞ্রিভ্য অর্চয়ন্তে ॥২০॥

বঙ্গান্থবাদ—

সমল্ড সাংসারিক ব্যক্তিরাই (পূর্বকর্মাত্র-রূপ) নিজ নিজ প্রকৃতির অমুগুণ বা পাপ-বাসনার অনুগুণ সাত্তিকাদি ত্রিগুণময় প্রাকৃত বিষয়ে নিত্য সংশ্লিষ্ট হইয়া থাকে। (নিজনিজ প্রকৃতি অন্বন্তণ ত্রিগুণময় প্রাকৃত विষয়ভোগে সর্বদা লিপ্ত থাকে। সেই নিজ নিজ গুণময় বাসনা অনুরূপ তাহাদের কাম্যবিষয় ভোগের ইচ্ছ। আমার স্বরূপ বিষয়ক জ্ঞানকে আবৃত করিয়া দেয়। (এইরপে অজ্ঞানাচ্ছন্ন হইয়া) তাহারা নিজ নিজ কাম্যবস্তুলাভের জন্ম মদ্যভিরিক্ত ইন্দ্রাদি অন্থ দেবতাগণের আশ্রয় গ্রহণ করে। সেই সকল দেবতার প্রীতি-সাধনের জন্ম যে সকল বিশেষ ুনিয়ম আছে তাহা অবলম্বন করিয়া তাহাদের আবাধনা করিয়া থাকে ॥২০॥

# েযো যো যাং যাং তকুং ভক্তঃ শ্রেদ্ধরার্চিতুমিচ্ছতি। তস্ম তস্মাচলাং শ্রেদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্ ॥২১॥

সরলার্থ-

সমস্ত দেবতাগণ আমারই তমু (দেহ) ইহা না জানিয়া কামাপহৃতজ্ঞান হইয়া যে যে পুরুষ ইন্দ্রাদিরূপ আমারই তমুকে বা মূর্তিকে ভক্তিযুত হইয়া শ্রদ্ধার সহিত আরাধনা করিতে ইচ্ছা করে আমার তমুরূপ তত্তৎ দেব'তার প্রতি তাহাদের শ্রদ্ধা আমি নিশ্চলা বা নিবিঘা করিয়া থাকি ॥২১॥

## রামানুজভাষ্য—

তা অপি দেবতাঃ মদীয়াঃ তনবঃ 'য
আদিত্যে তিঠন্ যম্ আদিত্যোন বেদ, য্স্থাদিত্যঃ শরীরম্' (বঃ উঃ তাণান্ন) ইত্যাদিশ্রুতিভিঃ প্রতিপাদিতাঃ মদীয়াঃ
তনবঃ ইতি, অজানন্ অপি যো যো
যাং যাং মদীয়াম্ ইন্দ্রাদিকাং তহং
তক্ষঃ শ্রদ্ধয়া অচিত্ন্ ইচ্ছতি, তস্থ তস্থ
অজানতঃ অপি মন্তন্নবিষয়া এষা
শ্রেদ্ধা ইতি অহম্ এব অনুসন্ধায়
তাম্ এব অচলাং নির্বিদ্ধাং বিদধামি
অহম্ ॥২১॥

#### বঙ্গান্থবাদ—

সকল দেবতারা আমারই তমু বা
শরীর। 'যিনি স্থের মধ্যে অবস্থিত হইরা
তাহাকে শাসন করেন কিন্তু স্থা যাহাকে
জানে না, স্থা যাহার শরীর বা তমু'
ইত্যাদি শুতিবাক্য দ্বারা প্রতিপাদিত
সমস্ত দেবতারা আমারই শরীর। এই
তত্ত্ব না জানিয়াও যে যে পুরুষ ইন্রাদি
দেবতারপ আমার শরীরকে তল্তিপুর্বক
শ্রদ্ধার সহিত আরাধনা করিতে ইচ্ছা
করে, যথাতত্ত্ব জ্ঞানবিহীন হইলেও সেই
ভক্তগণের (অক্স দেবতার প্রতি) এই
শ্রদ্ধাও যে আমার শরীরেরই প্রতি এই
জানিয়া তাহাদের এই শ্রদ্ধাকেও আমি
নিশ্চলা বা নিবিল্লা করিয়া দিই॥২১॥

# স তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তস্তস্থারাধনমীহতে। লভতে চ ততঃ কামান্ ময়ৈব বিহিতান্ হি তান্ ॥২২॥

### সরলার্থ-

অন্তদেবতার ভজনশীল সেই পুরুষ আমার দারা সম্পাদিত নিশ্চলা শ্রদ্ধাযুক্ত হইরা তখন আমার শরীররূপী ইন্দ্রাদিদেবতার আরাধনার প্রবৃত্ত হয়। তখন এই আরাধনার দারা যে তাহারা সেই দেবতা হইতে অভিলবিত কাম্যবস্তু সকল লাভ করিয়া থাকে ইহা প্রনিশ্চিত। প্রকৃতপক্ষে সেইসকল দেবতার শরীরী বা অন্তর্যামীরূপে আমিই সেইসকল ফলদানের কর্তা॥২২॥

### রামান্থজভায্য—

স তরা নির্বিদ্বরা শ্রদ্ধরা যুক্তঃ
তক্ত ইন্দ্রাদেঃ আরাধনং প্রতি ঈহতে
চেপ্ততে ততঃ মত্তন্মজুতেন্দ্রাদিদেবতারাধনাৎ তান্ এব হি স্বাভিল্মিতান্
কামান্ ময়া এব বিহিতান্ লভতে।

যজপি আরাধনকালে ইন্দ্রাদয়ো মদীয়াঃ তনবঃ, তত এব তদচ নং চ মদারাধনম্ ইতি ন জানাতি, তথাপি তম্ম বস্তুতো মদারাধনতাদ্ আর। ধকাভিল্যিতম্ অহম্ এব বিদ্ধামি ॥২২॥

#### বঙ্গান্থবাদ—

সেই পুরুষ এই নির্বিদ্বীকৃত শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া সেই ইন্দ্রাদি দেবতার আরাাধনায় প্রবৃত্ত হয়। তথন আমার শরীরক্ষপী সেই ইন্দ্রাদি দেবতার আরাধনার দারাই নিজ নিজ অভীষ্ট কাম্যবস্তু সকল (প্রকৃত-পক্ষে) আমার দারাই বিহিত হইয়া বা প্রদত্ত হইয়া লাভ করিয়া থাকে।

যদিও (সেই ভক্ত) উক্ত আরাধনার সময়ে জানে না যে ইন্দ্রাদি দেবতা আমারই শরীরক্ষপী এবং সেইজন্ম তাহার আরাধনা (প্রকৃতপক্ষে) আমারই আরাধনা, তথাপি সেই আরাধনা বান্তবিক আমারই আরাধনা ধনা বলিয়া আমিই সেই আরাধকের অভন্তীই ফল প্রদান করিয়া থাকি ॥২২॥

## অন্তবন্ত, ফলং তেষাং তদ্ভবত্যল্পমেধসাম্। দেবান্ দেবযজো যান্তি মদ্ভক্তা যান্তি মামপি ॥২৩॥

### সরলার্থ-

কিন্তু অন্ত দেবতার ভজনশীল সেই অল্পবৃদ্ধি পুরুষদের আরাধনার ফল ক্ষণভঙ্গুর হয়। দেবতান্তর ভজনকারী পরিমিতকালের জন্ম সেই সেই দেবতার সাযুজ্য প্রাপ্ত হয়। কিন্তু আমার ভজনকারী আমার ভক্তেরা আমাকে প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ, মৎসাযুজ্য-রূপ অক্ষয় ফললাভ করিয়া থাকে ॥২৩॥

### রামান্তজভাগ্য—

তেবাম্ অল্পনেধসাম্ অল্পবৃদ্ধী নাম্
ইন্দ্রাদিমাত্রযাজিনাং তদারাধনফলং
স্বল্পম্ অন্তবং চ তবতি। কুতঃ?
দেবান্ দেবযজো যান্তি যত ইন্দ্রাদীন্
দেবান্ তত্তাজিনো যান্তি। ইন্দ্রাদম্যো

#### বঙ্গান্তবাদ---

পরস্ক কেবল ইন্দ্রাদি দেবতার ভজন-কারী অল্পমেধা অল্পবৃদ্ধি পুরুষদের সেই আরাধনার ফল অল্প এবং অস্থির বা ক্ষণ-ভঙ্গুর হইয়া থাকে। ইহার কারণ এই যে—

দেবতার ভজনকারী সেই দেবতাকে প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ ইন্দ্রাদি দেবতার ভজন-কারী ইন্দ্রাদি দেবতাকেই প্রাপ্ত হন। হি পরিচ্ছিশ্পভোগাঃ পরিমিতকাল-বতিনশ্চ। ততঃ তৎসাযুজ্যং প্রাপ্তাঃ তৈঃ সহ প্রচ্যবন্তে।

মন্তক। অপি তেষাম্ এব কর্মণাং
মনারাধনরপতাং জ্ঞাত্বা পরিচ্ছিন্নফলসঙ্গং ত্যক্ত্বা মৎপ্রীণনৈকপ্রয়োজনাঃ মান্ এব প্রাপ্তা, ন চ
পুনর্নিবর্তন্তে 'মান্পেত্য তু কৌন্তেয়্
পুনর্জন্ম ন বিছাতে' (৮।১৬) ইতি
বক্ষ্যতে ॥২৩॥

ইন্দ্রাদি দেবতারা নিজেরাই পরিমিতকাল অবধি জীবিত থাকিয়া পরিমিত ভোগের অধিকারী অতএব যেসকল পুরুষ ভাঁহাদের সাযুজ্য প্রাপ্ত হয় তাহারাও সেই ইন্দ্রাদি দেবতার সঙ্গে সংক্ষই স্বর্গচ্যুত হইয়া থাকে।

কিন্ত আমার ভজনকারী ভক্তেরা এই সকল ভজনাদি কর্ম যে আমার আরাধনারূপ তাহা জানিতে পারে। তখন তাহারা পরিমিত ফলের আকাজ্জা পরি-ত্যাগ করিয়া এই সকল কর্ম একমাত্র আমার প্রসন্নতার বা সন্তোবের জন্মই করিয়া থাকে। আমার এই ভক্তেরা আমাকেই প্রাপ্ত হয় (মৎসাযুজ্য লাভ করে) এবং তাহাদের তখন আর সংসারে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয় না। 'হে কৌন্তেয়, আমাকে লাভ করিলে কিন্তু আর প্নজ্জ ন হয় না।' এই কথা—অন্তম অধ্যায়ে পরে বলিবেন॥২৩॥

রামানুজভায্য—

ইতরে তু সর্ব্বসমাশ্রেয়ণীয়ত্বায় মম
মন্মুম্যাদিয়ু অবতারম্ অপি অকিঞ্চিৎকরং কুর্ববন্তি ইত্যাহ—

#### বঙ্গান্তবাদ—

মন্তক্ত ভিন্ন অক্স ব্যক্তিরা, বৃথিতে পারে
না যে, সর্বজীবের নয়নগোচর মহুযারপে
আমার এই অবতার তাঁহাদের আমাকে
সমাশ্রমণের বা শরণ লইবার স্থবিধার জন্ত।
আমার এই অবতারকে তাহারা যে
অকিঞ্চিৎকর মহুযারপে ভাবিয়া থাকে
তাহাই অতঃপর বলিতেছেন—

অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্ত্রত্তে মামবুদ্ধয়ঃ। পরং ভাবমজানন্তো মমাব্যয়মনুত্রমম্ ॥২৪॥

দেবতান্তর ভজনে অল্প ও অন্থির ফল এবং তোমার ভজনে মোক্ষরপ নিত্য ফললাভ ইহা জানিয়াও লোকে কেন তোমার ভজনা করে না, এই শঙ্কা নিবারণের জন্ম এই শ্লোক উক্ত হইয়াছে।

বৃদ্ধিহীন পুরুষেরা পরণেশ্বর আমার সতত একরূপ অব্যয় অত্যুৎকৃষ্ট এবং অপ্রাকৃত দিব্যস্বভাব জানিতে পারে না। তাহারা মনে করে যে আমি পূর্বে অভিব্যক্ত বা প্রকট ছিলাম না অধুনা কর্মবশে জন্ম লইয়া অভিব্যক্ত বা মহয়গোচর হইয়াছি। অর্থাৎ আমার অবতার তত্ত্ব জানে না বলিয়াই তাহারা আমার ভজনা করে না॥২৪॥ রামানুজভাষ্য-

সবৈঃ কর্মভিঃ আরাধ্যঃ অহং সর্বেশ্বরঃ বাদ্মনসাপরিচ্ছেত্তস্বরূপ-স্বভাবঃ পরমকারুণ্যাদ্ আঞ্রিত-বাৎসল্যাৎ চ : সর্বসমাঞ্জয়ণীয়ত্বায় অজহৎস্বভাব এব বস্থদেবসূন্তঃ অবতীর্ণ ইতি মম এবং পরং ভাবম্ व्यवासम् वर्षमम् অজানন্ত: প্রাকৃত-রাজসূনুসমানষ্ ইতঃপূর্বম্ অনভি-वाङ्य देनानीः कर्मवभान् जना-বিশেষং প্রাপ্য ব্যক্তিম্ আপরং প্রাপ্তং যাম্ অবৃদ্ধয়ো মশ্লে, আতো মাং ন শ্রেয়ন্তে, ন কর্মভিঃ আরাধয়ন্তি ह ॥२८॥

বঙ্গানুবাদ---

যিনি সর্বকর্ম দারা আরাধনীয় পুরুষ বাঁহার স্বরূপ এবং স্বভাব বাক্য ও মনের অগোচর, এইরূপ সর্বেশ্বর আমি অত্যন্ত কারণ্য হেতু এবং শর্ণাগতবংসল হেতু আমার দিব্যস্বভাব পরিত্যাগ না করিয়া সর্বজীবের সমাশ্রয়ণের বা শরণের উপযুক্ত (নয়নগোচর) হইয়া বস্থদেবপুত্ররূপে অব-**जीर्व हहेबाहि। वृक्तिहीन मञ्चर**ग्रजा आगात निराजारक व्याप्त व्यज्रादक्षे रिलया জানিতে পারে না। তাহারা মনে করে যে আমি প্রাকৃত বা সাংসারিক রাজপুত্রের शाय, शूर्व अकरे हिलाग ना हेनानीः कर्यवर्भ এই জন্মলাভ করিয়া ব্যক্ত হইয়াছি বা মহ্যাগোচর হইয়াছি। অতএব তাহারা আমার আশ্রয় বা শ্রণ গ্রহণ করে না এবং কর্মদারা আমার আরাধনাও করে न। (व्यर्शा पर्वकर्मरे य वामातरे श्रीजार्थ কর্ত্তব্য বা আমার আরাধনারূপী এই ভাবিয়া कर्ग करत ना ) ॥२॥॥

রামান্তুজভায়া— কুত এবং ন প্রকাশ্যতে ইতি, অত্র আহ— বঙ্গান্থবাদ—

কি জন্ম আপনি সকলের নিকট প্রকাশ হন না, এই বিষয় বলিতেছেন—

নাহং প্রকাশঃ সর্ববস্ত যোগমায়াসমার্তঃ। মুঢ়োহয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্ ॥২৫॥

সরলার্থ-

দেবমন্থ্যাদি বিবিধ শরীরের সংযোগরূপ যোগমায়ার দ্বারা আমার স্বরূপ আচ্ছাদিত পাকে বলিয়! আমি সকলের নিকট যথার্থরূপে পরিস্ফৃট নহি। অতএব অজ্ঞ লোকেরা মন্থ্যের স্থায় শরীরধারী বস্থদেবপ্তারূপে অবতীর্ণ আমাকে উৎপত্তি বিনাশরহিত সদা একরূপ অব্যয় প্রুষ্ বলিয়া জানিতে পারে না ॥২৫॥

রামান্থজভায়— ক্ষেত্রজাসাধারণমনুষ্যন্তাদি-

সংস্থানযোগাখ্যমায়য়া সমার্তঃ

অহং ন সর্বস্থা প্রকাশঃ। ময় মন্তুয়া

দ্বাদিসংস্থানদর্শনমাত্রেণ মৃচঃ অয়ং
লোকো মান্ অতিবায়্বিজ্রকর্মাণম্
অতিসূর্যায়িতেজসম্ উপলভ্যমানম্
অপি অজম্ অব্যয়ং নিখিলজগদেককারণম্ সবেশ্বরং মাং সর্বসমাশ্রেয়ভায়
মন্তুয়াল্বসংস্থানম্ আস্থ্রতং ন

অভিজ্ঞানাতি ॥২৫॥

বঙ্গানুবাদ—

জীব হইতে বিলক্ষণ অন্য প্রাকৃত দেবসমুখ্যজাতীয় অপাকৃত শরীরের সংযোগরূপ 'যোগ' নামক বে (বিচিত্র শুষ্টিকারিতা) সেই যোগমায়ার স্বাচ্ছাদিত সম্যক্রপে বলিয়া অনে সকলের নিকট (যথার্থক্সপে) আগাতে সম্য্য প্রভৃতি প্রকট नहि। জীবের আকৃতি দর্শন করিয়াই এই অজ্ঞ জগৎ বুঝিতে পারে না যে সর্বেশ্বর আমি वाग् हेलानि (नवर्गन इहेरज्ख কর্মকর্ত্তারূপে, সূর্য ও অগ্নি অপেক্ষাও অধিক দীপ্তिশালীক্সপে এবং অখিল একমাত্র কারণরূপে (বেদবেদাস্তাদি শাস্ত্রে) নিৰ্ণীত হইয়াও সমস্ত জীবকে আশ্ৰয় প্রদান করিবার নিমিত্তই তত্বপযুক্ত মহয়-শরীর স্বীকার করিয়াছি ॥২৫॥

বেদাহং সমতীতানি বর্ত্তমানানি চার্জুন। ভবিস্থানি চ ভূতানি মাস্ত বেদ ন কশ্চন ॥২৬॥

সরলার্থ-

(ম্পার্থ জ্ঞানী পুরুষ যে স্কছল ভ তাহাই বলিতেছেন)—

হে অর্জুন, যে সকল জীব অতীতকালে ছিল, বর্ত্তমানে আছে এবং ভবিষ্যতে উৎপন্ন হইবে এই ত্রিকালবর্ত্তী সমস্ত জীবকেই আমি জানি কিন্তু এই জীবসমূহের মধ্যে কেহই আমায় যথার্থক্রপে জানিতে পারে না। অর্থাৎ পরমপুরুষ পরমেশ্বর আমি আমার নিজ স্বভাব পরিত্যাগ না করিয়া সর্বলোকের সমাশ্রয়ণের উপযুক্ত মহ্য্যস্বজাতীয় শরীর অবলম্বনপূর্বক অবতীর্ণ হইয়াছি তাহা জানিতে পারে না ॥২৬॥

রামানুজভায্য-

অতীতানি বর্তমানানি **অনাগ**তানি

চ স্বাণি ভূতানি অহং বেদ জানামি

गाः जू (वह न कम्छन। सम्रा जानू मसीम-

বঙ্গানুবাদ--

বেসকল জীব অতীতকালে ছিল, যাহারা বর্ত্তমানকালে আছে এবং যাহারা ভবিশ্বতে উৎপন্ন হইবে সেই সমস্ত জীবকেই আমি জানি। পরস্ত আমাকে কেহই জানিতে পারে না। অভিপ্রায় মানেষু কালত্তয়বর্তিষু ভূতেষু মান্
এবংবিধং বাস্থদেবং সর্বসমাগ্রেয়ণীয়তয়া অবতীর্ণং বিদিন্ধা মান্ এব
সমাগ্রেয়ন্ ন কশ্চিদ্ উপলভ্যত
ইত্যর্থঃ। অতো জ্ঞানী স্বত্বলভি
এব ॥২৬॥

এই যে, আমি সর্বদা ত্রিকালবর্তী সমস্ত জীবেরই অমুসন্ধান করিয়া থাকি। কিন্তু তাহাদের মধ্যে কেহ যে — আমি সর্ব-লোকের সমাশ্রয়ণের উপযুক্ত মন্থ্যজ্ঞাতীর শরীর অবলম্বন করিয়া বন্ধদেবপুত্ররূপে অবতীর্ণ হইয়াছি এই তত্ত্ব অবগত হইয়া আমাকে সমাশ্রয়ণ করে বা আমার শরণ গ্রহণ করে এরূপ উপলব্ধি হয় না। অত্তব্র যথার্থ জ্ঞানীপুক্রব নিতান্তই ত্বল ত ॥২৬॥

## ইচ্ছাদ্বেযসমুখেন দ্বন্দ্রনোহেন ভারত। সর্বভূতানি সম্মোহং সর্গে যান্তি পরস্তুপ॥২৭॥

সরলার্থ —

(কোনও জীব তাঁহাকে কেন জানিতে পারে না তাহাই বলিতেছেন)—

হে অর্জুন, সমস্ত জীব পূর্ব পূর্ব জন্মের অভ্যস্ত রাগজনিত এবং দ্বেষজনিত মোহের অম্প্রণ, এই জন্মেও জন্মকাল হইতেই তাহারা সেই রাগ এবং দ্বেষ্ফু সভাব প্রাপ্ত হয়। এই স্বভাবই তাহার আত্মাকে জন্মকাল হইতেই সমাক্রপে নোহিত বা আঞ্চন্ন করিয়া রাখে ॥২৭॥

রামানুজভায়া—

তথাহি ইচ্ছাদেনাভ্যাং সম্থেন
শীতোক্ষাদিন্তন্দাখ্যেন সোহেন সর্বভূতানি সর্গে জন্মকাল এব সংমোহং
যান্তি। এতদ্ উক্তং ভবতি গুণময়েম্ব
স্থেত্বঃখাদিন্তন্দে,মু পূর্বপূর্বজন্মনি
যদিমমো ইচ্ছাদেমৌ রাগদেমৌ
অভ্যন্তৌ তদাসনম। পুনরপি
জন্মকাল এব তদেব দল্দ্যুম্
ইচ্ছাদেমবিষয়ত্বেন সমুপন্থিতং
ভূতানাং মোহনং ভবতি তেন
মোহেন সর্বভূতানি সংমোহং যান্তি,

বঙ্গানুবাদ—

জন্মকাল হইতেই জীব ইচ্ছা এবং

দেষ হইতে উৎপন্ন শীতোঞাদি ছন্দরপ
বিপরীত মোহের দারা সম্যক্রপে আচ্ছন

হইরা থাকে। তাৎপর্য এই যে, ত্রিগুণমন

স্থছঃখরূপ দন্দ বা বিপরীত ভাবের জন্ম
তৎসম্বনীয় যে যে বিষয়ে ইচ্ছা বা আসক্তির

এবং দেষ বা বিরক্তির অভ্যাস চলিয়া
আসে সেই প্রাচীন বাসনার জন্ম পুনরায়
জন্মকাল হইতেই তত্তৎ বিভিন্ন বিষয়ে
আসক্তি বা বিরক্তিরূপ দন্দ বা বিপরীতভাব নামক মোহ আসিয়া উপস্থিত হয়।

এই মোহই স্মস্ত জীবকে মোহিত
করিয়া রাখে। তাহাদের (পূর্ব মভ্যাসাম্প্র-

ভদিষয়েচ্ছাদ্বেষস্বভাবানি ভবন্তি,
ন মৎসংশ্লেষবিয়োগস্থুখতুঃখস্বভাবানি। জ্ঞানী তু মৎসংশ্লেষবিয়োগৈকস্থুখত্বঃখস্বভাবঃ, ন তৎস্বভাবং
কিমপি ভূতং জায়তে ইতি ॥২৭॥

যায়ী) তত্তৎ বিষয়ে আসজি বা ছেম স্বাভাবিক হইয়া পড়ে। এই স্বভাবের জন্ম আমার সংশ্লেষে তাহারা স্থথী অথবা আমার বিয়োগে ছঃখী স্বভাবযুক্ত হয় না। জ্ঞানী কিন্ত স্বভাবতঃ কেবল আমার সংশ্লেষেই স্থথী এবং আমার বিশ্লেষেই ছঃখী হন। জ্ঞানী ভিন্ন স্বন্ত কোনও জীবের এইরূপ স্বভাব জন্মায় না॥২৭॥

# যেষাং স্বন্তগতং পাপং জনানাং পুণ্যকর্মণাম্। তে দ্বন্ধমোহনিমুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতা॥২৮॥

সরলার্থ

পরস্ক যে সকল পুণ্যবান লোকের অনেক জন্মাজিত পুণ্যের দ্বারা সকল পাপ বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে তাহারা প্রাকৃত বিনয়ে রাগ বা দেবরূপ) দল্দ নামক মোহপাশ ছেদন করিয়া দৃঢ়সংকল্লযুক্ত হইয়া আমারই ভজনা করে ॥২৮॥

রামানুজভায্য-

বেবাং তু অনেকজন্মার্জিতেন
উৎকৃষ্টপুণ্যসঞ্চয়েন গুণময়ং দলেন্
চ্ছাবেষহেতুভ্তং মদৌন্মুখ্যনিরে।ধি
চ অনাদিকালপ্রবৃত্তং পাপম্ অন্তর্গতং
ক্ষীণম্ তে পূর্বোক্তেন স্থক্ততারতম্যেন মাং শরণম্ অনুপ্রপত্ত
গুণময়ান্মোহাদ্ বিনিমুক্তাঃ জরামরণমোক্ষায় প্রকৃতিবিযুক্তাত্মস্বরূপদর্শনায় মহতে চ ঐশ্বায় মহপ্রাপ্তরে
চ দৃঢ়ব্রতাঃ দৃঢ়সংকল্পা মাম্ এব
ভজন্তে॥২৮॥

## বঙ্গানুবাদ—

किछ रय পूक्षपात जानक जनार्जि ज जिएक प्रे प्रांगत हाता जना मिकान श्रव छ अगम भाभतामि, याहा हम्द नामक हेक्छा- एए रसत कातन এবং याहा जामात जाजि- म्रांगत विरतासी, विनष्ठ हहेगाः शिमार्छ जाहाता भूनः भूनः जामात मंत्रनाभनः हहेगां এই छनमम रमाह हहेराज विम्कः हहेशां जता मतनः हिहेराज भित्रजारातः (जिन्न, महा अर्थ ना जिल्ल जन्मे ज्यान श्रव विम्कः विश्व विश्व विश्व जामारक नाज करितात जन्म प्रांगत ज्या अरांगत मिरांग जामारक नाज करितात जन्म प्रांगत ज्या कर्म प्रांगत ज्या कर्म ज्यामात कर्म जिल्ला कर्म करितात जन्म प्रांगत ज्या कर्म ज्यामात कर्म करितात जनम प्रांगत कर्म हहेशां जामात है जनम करित ॥ २ ।।

রামানুজভায্য—

তত্ত্ৰ তেষাং ত্ৰয়াণাং ভগবন্তং ভজ-মানানাং জ্ঞাতব্যবিশেষান্ উপা-দেয়াংশ্চ প্ৰস্তোতি—

## বঙ্গান্মবাদ—

এখন ভগবানের উক্ত তিনপ্রকার ভজন-কারীর (আর্ড, অর্থার্থী, জিজ্ঞাস্থর) অবশ্য-জ্ঞাতব্য এবং উপাদেয় তত্ত্ত্তলির স্চনা করিতেছেন—

জরামরণমোক্ষায় মামাগ্রিত্য যতন্তি যে। তে ব্রহ্ম তদ্বিদ্রঃ কৃৎস্নমধ্যাত্মং কর্ম চাখিলম্॥২৯॥

সরলার্থ-

(এই শ্লোকে আত্মদর্শন অভিলাষীর পক্ষে অবশুজ্ঞাতব্য বিষয় তিনটির কথার হুচনা করিতেছেন পরের অধ্যায়ে ইহা বিবৃত হইবে)। যাহারা আমাকে আশ্রয় করিয়া জরা মরণ হইতে বিমুক্ত হইবার জন্ম অর্থাৎ বিশুদ্ধ আত্মস্বরূপ দর্শনের জন্ম প্রযাত্ম করে, তাহারা সেই ব্রহ্মকে অর্থাৎ প্রকৃতিবিমূক্ত বিশুদ্ধ আত্মস্বরূপকে, সমগ্র অধ্যাত্মবস্তুকে এবং অথিল কর্মকেও জানে ॥২১॥

রামানুজভায্য---

জরামরণমোক্ষায় প্রাকৃতিবিযুক্তাত্ম-

স্বরূপ দর্শনায় মাম্ আশ্রিত্য যে যতন্তে

তে তদ্ ব্রহ্ম বিহুঃ, অধ্যাত্মং চ কুৎস্ননং

বিদ্বঃ কর্ম চ অখিলং বিদ্বঃ ॥২৯॥

বঙ্গানুবাদ—

যে ভক্তেরা জরামরণরূপ সংসার হইতে
মৃক্তিলাভের আশায় অর্থাৎ প্রকৃতিসংসর্গরহিত আত্মক্ষরূপ দর্শন লাভের জন্য
আমার আশ্রিত হইয়া প্রযত্ন করে, তাহারা
দেই ব্রহ্মকে (আত্মবস্তুকে) জানিতে পারে।
তাহারা সম্পূর্ণ অধ্যাত্ম এবং সমগ্র কর্মকেও
জানে॥২৯॥

সাধিজুতাধিদৈবং মাং সাধিযজ্ঞ যে বিছঃ। প্রয়াণকালেহপি চ মাং তে বিছযু ক্তচেতসঃ॥৩০॥

সরলার্থ—

( এই শ্লোকে ঐশ্বর্থপার্থীর জ্ঞাতব্য তিনটি বিষয় বলিতেছেন)—

যাহারা ঐশ্বর্যপ্রাপ্তির জন্ম অধিভূত, অধিদৈব এবং অধিযজ্ঞের সহিত আমাকে জানে তাহারা মরণকালেও মালাতচিত্ত হইয়া আমাকে জানিয়া থাকে, অর্থাৎ তাহারা মরণকালেও আপনার প্রার্থনাম্বর্তণ অভীষ্টপ্রদ স্তৃণবিশিষ্টরূপে অ-মায় জানিয়া থাকে॥৩০॥

রামানুজভায্য—

অত্র য ইতি পুনর্নির্দ্দেশাৎ পুর্ব-নির্দিষ্টেভ্যঃ অন্যে অধিকারিণো জায়ন্তে।

সাধিভুতং সাধিদৈবং মাম্ট্ঐশ্বর্যার্থিনো যে বিছঃ ইত্যেতদ্ অনুবাদস্বরূপম্ অপি অপ্রাপ্তার্থত্বাৎ তদ্বিধায়কম্ এব।

তথা সাধিয়জ্ঞন্ ইত্যপি ত্রয়াণান্
অধিকারিণান্ অবিশেষেণ্ বিধীয়তে,
অর্থস্বাভাব্যাৎ ত্রয়াণাং হি নিত্যনৈমিত্তিকরপুনহাযক্তাজনুষ্ঠানন্
অবজ্লীয়ন্।

তে 6 প্রয়াণকালে২পি স্বপ্রাপ্যান্ত্র-গুণং মাং বিদ্রঃ।

'তে চ' ইতি চকারাৎ পূবে জরামরণমোক্ষায় যতমানাশ্চ বঙ্গানুবাদ—

'যে' এই পদটি পূর্ব শ্লোকে উক্ত হইয়া পুনরায় এই শ্লোকে উল্লিখিত হওয়ায় প্রতীত হইতেছে যে ইহা এই শ্লোকের উপদেশ পূর্ব শ্লোকোক্ত অধিকারী হইতে:ভিন্ন অধিকারীর বোধক।

যে ঐশ্বৰ্যকামী ভক্ত আধিভৌতিক এবং আধিদৈবিক বিষয়বস্তর সহিত वागारक कारन,:यिन विश्व विश्व वाशिरेनव এই পদগুলি অমুবাদ অর্থাৎ বিশেষণক্ষপ তথাপি বিশেষ্যপদেরই অর্থবোধক বলিয়া বাস্তবিকপক্ষে এগুলি বিশেয়পদেরই विशायक, (अर्था९ आधिकृठ, आधिरिवन পদে প্রকৃতপক্ষে 💹 আধিভৌতিক: এবং মাধিদৈবিক বিষয় বুঝাইতেছে)। সাধিযজ্ঞ শস্টি তিনপ্রকার (আর্ত্ত অর্থার্থী এবং এবং জিজ্ঞাস্থ) ভজনকারীর উদ্দেশ্যেই সমানভাবে কথিত হইয়াছে। কারণ আর্ত্ত অর্থার্থী এবং জিজ্ঞাস্থ এই:: তিন প্রকার অধিকারীরই স্বভাবতঃ যজ্ঞের প্রয়োজন থাকে। এই তিনপ্রকার অধি-কারীর পক্ষেই-নিত্যনৈমিত্তিকরূপ মহা-यखानि अञ्छान अवश्र कर्डवा। তাহারা गत्रगर्वाता जागात्क निक निक जाजीहे অহুরূপ গুণযুক্ত বলিরা উপলব্ধি করে।

এম্বলে 'তে চ' এই চ-কারের প্রয়ো-গের জন্ম প্রতীত হইতেছে যে পূর্ব লোকোকু জরা মরণ হইতে মৃক্তিকামী প্রয়ানকালেইপি বিত্তঃ, ইতি
সমূচ্চীয়ন্তে। অনেন জ্ঞানিনঃ অপি
অর্থস্বাভাব্যাৎ সাধিবজ্ঞং মাং বিত্তঃ
প্রেয়ানকালে অপি স্বপ্রাপ্যান্মগুণং
মাং বিত্তঃ ইতি উক্তং ভবতি ॥৩০॥

নাধকও প্রয়াণকালে যে আমাকে তাহার
অভীষ্টপ্রদ বলিয়া জানিতে পারে সেই
ভাবটিও এই বাক্যে অন্তর্নিহিত আছে।
এই সাধিয়জ্ঞ তত্ত্বটি জ্ঞানীগণের বিষয়েও
প্রযোজ্য। কারণ তাহাদেরও স্বভাবতঃ
(ভগবৎ-কৈছর্য হিসাবে) যজ্ঞাদির প্রয়োজন হয়। অতএব তাহারাও অধিয়জ্ঞের
সহিত আমাকে জানে এবং দেহত্যাগকালেও স্বপ্রাপ্য-অন্তর্গ অর্থাৎ নিজ অভীষ্ট-প্রদর্মণে আমাকে জানিয়া থাকে ॥৩০॥

ইতি বিজ্ঞানযোগনামক সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত

# অফ্টম অধ্যায়

### অক্ষর-পরমব্রহ্ম যোগ

সপ্তমে পরস্থ ত্রহ্মণো বাস্ত্দেবস্থ নিখিলচেতনাচেতনবস্ত-উপাস্থস্থ শেষিত্বং কারণত্বম্ আধারত্বং সর্ব-শরীরতয়া সর্বপ্রকারত্বেন সর্বশন্ধ-**मदेवं** क সর্বনিয়ন্ত, ত্বং বাচ্যত্বং কল্যাণগুণগণৈঃ একাশ্রয়ত্বং তস্ত এব পরতরত্বং চ, সম্বরজস্তমোমরেঃ দেহেন্দ্রিয়ত্বেন ভোগ্যত্বেন অবস্থিতৈঃ ভাবেঃ অনাদিকালপ্রবৃত্ত-পুষ্কৃতপ্রবাহহেতুকৈঃ তম্ম তিরো-অত্যুৎকৃষ্টহেতুকভগবৎ-धानम्, তন্নিবর্ডনম্, স্থকৃত-প্রপত্যা চ ह अभि खिदेव देन साम् তারতযেগ্র ঐশ্বধাক্ষরযাথাত্ম্যভগবৎপ্রাপ্ত্যপে-ভগবন্তং উপাসকভেদ্য, ক্ষয়া প্রেক্স্ট্র নিত্যযুক্ততয়া একভক্তিতয়া চ অভ্যর্থপরমপুরুষপ্রিয়ত্বেন লৈষ্ঠ্যং তুল ভদ্বং চ প্ৰতিপাছ এষাং জ্ঞরাণাং জ্ঞাভব্যোপাদেরভেদাংশ্চ প্রান্তোষীৎ

সপ্তম অধ্যায়ে প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, পরব্রদ্ধ শ্রীবাম্বদেবই উপাস্থ দেবতা। তিনি সমগ্র জড়বস্তু ও সমগ্র চৈতভাবস্তুর (भवी वा चागी, এতৎসমুদয়ের কারণ এবং আধারস্বরূপ। সমগ্র চিদ্চিৎ (চেতনবস্তু এবং জড) বস্তুই তাঁহার শরীরক্ষপী, অতএব তাঁহারই বিশেষণস্বরূপ এবং এই শরীর-শরীরি সম্বন্ধের জন্ম তিনিই 'সর্ব' শব্দবাচ্য, সর্ববস্তুর নিয়ন্তা এবং তিনিই অখিল কল্যাণগুণের একমাত্র আশ্রয়স্থল। অতএব, তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ তত্ত্ব। অনাদি-কাল হইতে কৃত ত্বন্ধর্জনিত পাপপ্রবাহের জন্ম তদম্গুণ ভাব জীব প্রাপ্ত मञ्जलः এবং তমোময় দেহ ইন্দ্রিয় এবং ভোগ্যবস্তুসমূহও তাহারা প্রাপ্ত হয়। এই जिञ्जनाश्चक प्राटिख्या शांतर कीरवत मिषयाक এই यथार्थ छान आह्न थारक। এই মায়াময় জীব অত্যন্ত পুণ্যবলে আমার শরণাগত হইলে তখন তাহার এই মায়ার বন্ধন ছিন্ন হয়। পুণ্যের তারতম্যজনিত বিভিন্ন ফললাভের আকাজ্জায় বিভিন্ন विधिकाती कीत भत्रगांत्रक हम । প্রাপ্তি, আত্মপ্রাপ্তি এবং ভগবৎপ্রাপ্তিরূপ **जिला**(येत ভেদে এই উপাসকদেরও তেদ দৃষ্ট হয়! ভগবৎপ্রাপ্তিকামী ভক্ত আমাতে নিত্যযুক্ত এবং অনক্সভক্তিযুক্ত। তাহারা পরমপুরুষ আমার অত্যন্ত প্রিয় হয় বলিয়া এইরূপ উপাসক সর্বোত্তম এবং ইতিপূর্বে উক্ত তত্ত্বসমূহ প্রতি-পাদিত হইয়াছে এই অধ্যায় এখন তিনপ্রকার উপাসকের বিভিন্ন জ্ঞাতব্য এবং উপাদেয় বিষয়ের স্থচনা করিতেছেন।

রামানুজভায্য—

বঙ্গান্তবাদ---ইদানীম্ অষ্ট্ৰমে প্ৰস্তুতান্ ইদানীং অষ্ট্ৰম অধ্যায়ে এই প্ৰস্তাবিত জ্ঞাতব্যাপাদেয়ভেদান্ বিবিনক্তি— বিশ্লেষণ করিতেছেন—

অৰ্জুন উবাচ—

কিং তদ্ব্ৰহ্ম কিমধ্যাত্মং কিং কর্ম পুরুষোত্তম। অধিভূতং চ কিং প্রোক্তমধিদৈবং কিমুচ্যতে ॥১॥ <mark>অধিযজ্ঞঃ কথং কোহত্ত দেহেহিন্মিম্ মধুসূদন।</mark> প্রয়াণকালে চ কথং জ্বেয়োহসি নিয়তাত্মভিঃ ॥২॥

সরলার্থ-

অজুন বলিলেন—হে পুরুষোত্তম! জরামরণ নিবৃত্তিকামা অর্থাৎ, আত্মদর্শনা-ভিলাষী তোমার শরণাগত ভক্তগণের জাতব্যরূপে কথিত সেই ব্রহ্ম বা আত্মা কি বস্তু ? অধ্যাত্ম কি এবং কর্মই বা কি বস্তু ? ঐশ্বর্যকানী উপাদকের জ্ঞাতব্যন্ধপে উক্ত অধিভূত কি বস্তু এবং অধিদৈবই বা কাহাকে বলে ? ॥১॥

হে মধুস্দন এই গীতার ইতিপূর্বে তোমার উপদিষ্ট 'যো যো যাং যাং তমুং', ইত্যাদি ৭৷২১ শ্লোকোক্ত বাক্যে নিদিষ্ট উপদিষ্ট এই সকল তোমার তত্মরূপ বা দেহরূপ অধিযক্ত কে এবং কি প্রকার ? প্রয়াণকালে পূর্বোক্ত সংযতচিত্ত আত্মকামী এবং ঐশ্বর্যার্থী উপাসকের দারা তুমি কি প্রকারে জ্ঞের হইয়া থাক ? পূর্বাধ্যায়ে অন্তিম ছ্ইটি শ্লোকে স্চিত এইসব বিষয়গুলি পরিক্ষুটরূপে জানিতে ইচ্ছা করি ॥২॥

রামানুজভাগ্য---

জরামরণমোক্ষায় ভগবন্তম্ আঞ্রিত্য যত্মানানাং জ্ঞাতব্যত্মা উক্তং তদ্ অধ্যাত্মং চ কর্ম চ কিম্ ইতি বক্তব্যম্ ঐশ্বর্যার্থিনাং জ্ঞাতব্যম্ অধিভূতম্ অধিদৈবং চ কিং ত্রয়াণাং জাতব্যঃ অধিযজ্ঞশব্দনির্দিষ্টশ্চ কঃ তস্ত চ অধিযজ্ঞভাবঃ কথং প্রয়াণকালে বঙ্গান্তবাদ---

অর্জুন প্রশ্ন করিতেছেন — জরা মরণ হইতে নিবুত্ত হইবার জন্ম ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া (শরণাগত হইয়া) ভজনশীল পুরুষদের (উপাসকদের) জ্ঞাতব্যরূপে ( সপ্তম অধ্যায়ের শেষে ) তোমাকত ক উপদিষ্ট সেই ব্রহ্ম, অধ্যাত্ম এবং कर्भ की वस्त, जाहा वूबाहेश वन। ঐশর্যকামী উপাসকদের জ্ঞাতব্য অধিভূত এবং অধিদৈব কী এবং এই উভয়প্রকার উপাসকদেরই জ্ঞাতব্য অধিযক্ত নামে ক্থিক বস্তুই বা কী ? অধিযক্ত ভাবই 

চ এভিঃ ত্রিভিঃ নিয়তাদ্বভিঃ কথং

(खब्र: व्यति ॥५-२॥

সকল সংযতিত উপাসকদের ঘারা তুমি কি প্রকারে জ্বের হইরা থাক ?—এই সব বিষয়গুলি পরিস্ফুটরূপে আমায় বুঝাইরা দাও ·॥ ১, ২॥

# শ্রীভগবান্ উবাচ— অক্ষরং ব্রহ্ম পরমং স্বভাবোহধ্যাত্মমূচ্যতে। ভূতভাবোদ্ভবকরে। বিসর্গঃ কর্মসংজ্ঞিতঃ॥৩॥

সরলার্থ-

শ্রীভগবান বলিলেন—

প্রকৃতি হইতে পরবস্ত্র বা শ্রেষ্ঠবস্ত্র এবং প্রকৃতি সংস্পর্ণরহিত অক্ষর বা নাশরহিত আত্মবস্তু ব্রহ্ম শব্দে নির্দ্ধিই হইয়াছে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রাচীন কর্মান্ত্রণপ্রাপ্ত জীবের নিজ নিজ বিগুণমন্ত্রী প্রকৃতি এবং তদহুগুণ স্ক্র্ম কৃচি বাসনার স্বভাব, যাহা জীবাস্থাতে সংশ্লিই থাকে সেই স্বভাবকে অধ্যাত্ম বলে। জীবের দেব মহ্ব্যাদি বিভিন্ন ভূতভাবের বা দেহ প্রাপ্তির হেতৃভূত স্ত্রাপ্রক্র সম্বন্ধটিত বিবিধ স্থাইকে কর্ম' বল। হয়। অতএব মৃম্কু ব্যক্তির উপাদের হিসাবে এই 'ব্রহ্ম' জ্ঞাতব্য এবং পরিহরণীর হিসাবে এই 'অধ্যাত্ম' এবং 'কর্ম' জ্ঞাতব্য ॥৩॥

রামানুজভাষ্য-

তদ্ ব্রহ্ম ইতি নির্দিষ্টং পর্যম্ অক্ষরং

ন ক্ষরতি ইতি অক্ষরং ক্ষেত্রজ্ঞং

সমষ্টিরূপম্; তথা চ শ্রুতিঃ 'অব্যক্ত-

মক্ষরে লীয়তে অক্ষরং তমসি লীয়তে'

( স্ববালোঃ ২ ) ইত্যাদিকা। প্রমম্

অক্ষরং প্রকৃতিবিনিমু ক্তাত্মস্বরূপন্।

### বঙ্গান্থবাদ—

'তদ্রক্ষা' (৭।২৯) বাক্যে — যাহার
নির্দেশ করা হইয়াছে সেই 'ব্রক্ষা' পরম
অক্ষর বস্তা। যে বস্তার ক্ষর নাই বা
নাশ নাই তাহাই অক্ষর। এই নাশরহিত ক্ষেত্রজ্ঞ সমষ্টি বা জীবসমষ্টিকে
'ব্রক্ষা' নামে অভিহিত করা হয়।
নাশরহিত বস্তার অর্থে 'অক্ষর' পদের
প্রয়োগ শ্রুতিতেও দৃষ্ট হয়। যেমন—
(প্রলয়কালে) অব্যক্ত (স্ক্ষ্ম, মূলপ্রকৃতি)
অক্ষরে (স্ক্ষতর মূলপ্রকৃতিতে) লীন হয়
এবং (পরিশেষে) এই অক্ষর স্ক্ষ্মতম
প্রকৃতি 'তম' বস্তাতে লয়প্রাপ্ত হয়,ইত্যাদি।
পরম অক্ষর বাক্যে প্রকৃতিবিনিম্ ক্ত (নাশরহিত) আত্মস্বরূপ বুঝাইতেছে।

স্বভাবঃ অধ্যাদ্মন্ উচ্যতে স্বভাবঃ
প্রকৃতিঃ অনাত্মভুতম্ আত্মনি
সংবদ্ধ্যমানং ভূতসূক্ষ্মভদ্বাসনাদিকং
পঞ্চাগ্মিবিছ্যায়াং জ্ঞাতব্যতয়া উদিতম্; তত্মভয়ং প্রাপ্যতয়া ত্যাজ্যতয়া
চ মুমুক্ষুভিঃ জ্ঞাতব্যম্।

ভূতভাবো মনুষ্যাদিভাবঃ, তহুন্তবকরো
যো বিসর্গঃ 'পঞ্চম্যামাহতাবাপঃ পুরুষবচসো ভবন্তি' (ছাঃ উঃ এতাত)
ইতি শ্রুতিসিন্ধো যোষিৎসংবন্ধজঃ,
স কর্মগঞ্জিতঃ তৎ চ অখিলং সানুবন্ধম্
উদ্বেজনীয়তয়া পরিহরণীয়তয়া চ
মুমুক্ষুভিঃ জ্ঞাতব্যম্। পরিহরণীয়তয়া
চ অনন্তরম্ এব বক্ষ্যতে, 'বিচ্ছন্তো
বন্ধচর্যং চরন্তি' (৮।১১) ইতি॥৩॥

'অধ্যাত্মকে' স্বভাব বলা হয়। এই चारतत नागरे श्रकृष्ठि, रेश जनाष्ट्रतस्त्र বা আত্মবস্তু হইতে ভিন্ন কিন্তু আত্মবস্তুতে সংশ্লিষ্ট (অধ্যাত্ম)। এই স্থন্দপ্রকৃতি এবং সেই প্রকৃতিজনিত বাসনা ( সত্তু, রজ তুমোরূপী ) ত্রিগুণাত্মক হৃদ্মভাবকে জ্ঞাতব্য বস্তু বলিয়া ( শ্রুতির অন্তর্ভুক্ত ) পঞ্চাগ্লি বিভাতে कथिত श्रेशार्छ। मृगुक् वाक्तित প্রাপ্যবস্ত হিসাবে পরিশুদ্ধ আত্মবস্ত (ব্রহ্ম) এবং ত্যাজ্য হিসাবে স্থন্দ্র পাঞ্চভৌভিক তত্ত্ব এবং তদীয় বাসনাদি ( স্বভাব ) এই ष्टि विषय् जाना कर्त्वा।

মহন্য পশু পক্ষী আদি ভাবকে 'ভূত-ভাব' বলা হয়। এই মহ্ন্যাদি যে বিসর্গ বা বিভিন্ন স্থষ্টি তাহা স্ত্রীপুরুষ সংযোগ-ঘটত বলিয়া শ্রুতি প্রতিপাদন করিয়া-ছেন। যেমন 'পঞ্চম আহুতিতে জল পুরুষ-বাচী হইরা যায়।'এই:বিভিন্ন স্থষ্টিরূপ যে বিসর্গ (বিভিন্ন স্থষ্টির) তাহা 'কর্ম' নামে অভিহিত হয়। এই বিসর্গরূপ কর্মবিষয়ে উদ্বেগ এবং বিরক্তি উৎপাদনের উদ্দেশ্যে ম্মুক্র্ ব্যক্তির পক্ষে সাজেপাঙ্গ এই কর্মকে সম্যক্রপে জানা কর্ত্ব্য। এই কর্মের ত্যাজ্যতার বিষয় পরে এই অধ্যায়ে বলা হইবে যে—' আত্মবস্তু প্রাপ্তির জন্ম জীব ব্রন্মচর্ম্ পালন করেন '। ॥৩॥

অধিভূতং ক্ষরো ভাবঃ পুরুষশ্চাধিদৈবতম্। অধিযক্তোহহমেবাত্র দেহে দেহভূতাং বর ॥৪॥

সরলার্থ—

হে দেহধারী শ্রেষ্ঠ অজ্জুন, আকাশাদির পঞ্চতের নাশশীল যেসব ভাব বা রূপ-বুসাদি যেসব গুণ সেই পাঞ্ভৌতিক গুণসমূহকে অধিভূত :(ভূত সম্বন্ধীয়) বলা হয়। এইগুলি অভীপ্ত বলিয়া এশ্বর্যার্থীদের অবশ্য জ্ঞাতব্য। ব্রহ্মাইন্দ্রাদি দেবতারা সাধারণ হিসাবে যজ্ঞভোক্তা, এই ভোক্তৃত্ব অবস্থাসম্পন্ন দেবতাকে পুরুষ বলা হয় এবং সেই পুরুষ অধিদৈব (দেবতাসম্বন্ধীয়) নামে অভিহিত হয়। এইরূপ ভোক্তৃত্ব অবস্থা-সম্পন্ন দেবতা (ব্রদ্ধ ইন্দ্রাদি) ঐশ্বর্যার্থী যজ্ঞকারী জীবগণের অবশ্য জ্ঞাতব্য। এই সকল দেবতারা আমার শরীররূপী (অঙ্গানি অক্সদেবতাঃ)! আমার শরীররূপী এই ইন্দ্রাদি দেবতার ভিতরে অবস্থিত আমিই অধিযক্ত (যজ্ঞসম্বনীয় শ্রেষ্ঠ পুরুষ—যজ্ঞেশর। বেদ বলিতেভেন, বিফুই যজ্ঞরূপী (যজ্ঞোবৈ বিফুরিতিশ্রুতেঃ)। তিনপ্রকার অধিকারী-রই যজ্ঞাদি নিত্যনৈয়িত্তিক কর্মামুষ্ঠান সময়ে এই অধিযজ্ঞপুরুষ অবশ্য অনুসদ্বেষ ॥৪॥

## রামান্তজভায্য-

ঐশ্বর্যার্থিনাং জ্ঞাতব্যতয়া
নির্দিষ্টম্ অধিভূতং করো ভাবঃ বিয়দাদিভূতেমু বর্তমানঃ তৎপরিণামবিশেষঃ ক্ষরণস্বভাবে। বিলক্ষণঃ
শব্দস্পর্শাদিঃ সাক্রেয়ঃ বিলক্ষণাঃ
সাক্রেয়াঃ শব্দস্পর্শরপরসগন্ধাঃ
ঐশ্বর্যার্থিভিঃ প্রাপ্যাঃ, তৈঃ
অনুসন্ধেয়াঃ।

পুরুষণ্ট অধিদৈবতন্ অধিদৈবতশব্দনিদিষ্টঃ পুরুষঃ, অধিদৈবতং
দৈবতোপরি বর্তমানং ইন্দ্রপ্রজাপতিপ্রভৃতিকৃৎস্মদৈবতোপরিবর্তমানঃ,
ইন্দ্রপ্রজাপতিপ্রভৃতীনাং ভোজা
জাতাদ্ বিলক্ষণশব্দাণেঃ ভোজা
পুরুষঃ, সাচ ভোক্তৃত্বাবন্থা ঐশ্বর্যার্থিভিঃ প্রাপ্যতয়া অনুসঙ্গেয়া।

অধিযক্ত: অহম্ এব অধিযক্তশব্দনির্দিষ্টো অহম্ এব, অধিযক্ত যকৈঃ

## বঙ্গান্তবাদ—

ঐশ্বর্যার্থীদের জ্ঞাতব্য হিসাবে 'অধিভূত' নামে যাহা নিদিষ্ট হইয়াছে তাহা ক্ষরণ-শীল (বিনাশশীল) ভাববস্তু বা গুণবস্তু। অর্থাৎ আকাশাদি পঞ্জুতে বর্ত্তমান এবং তাহা হইতে. উদ্ভত ক্ষরণশীল বা বিনাশ-भील विलक्षण भक्तन्त्रभी पिछन्त्रन वदः वहे বিভিন্ন গুণগণের আশ্রয়বস্তু পাঞ্চভৌতিক ভোগ্যপদার্থ অধিভৃত নামে কথিত হয়। তত্তৎ আশ্রয়বস্তুর সহিত এই বিভিন্ন রূপ রুস শব্দ স্পর্শ গদ্ধ (অর্থাৎ বিভিন্ন ভোগ্যবস্তুসমূহ) ঐশ্বর্যার্থীদের অতএব তাহাদের অনুসন্ময়। व्यक्षिटेनव नारम याहा निर्मिष्ठे हहेबार्क जाहा श्रुक्य। व्यक्षिरे एवं व বলিতে সর্বদেবতার উপরে दर्खगान পুরুষ বুঝায়, অর্থাৎ. প্রজাপতি প্রভৃতি যে সমস্ত দেবতার বৰ্ত্তমান পুরুষ আদি দেবতা ব্ৰহ্মা এবং যিনি ইন্দ্রাদি দেবতাদিগের হইতেও ভোগ্যবস্ত উৎকৃষ্ঠ বস্তুর ভোক্তা ভাঁহাকে বুঝায় (ভোক্তৃত্ব অবস্থাবিশিষ্ট এই দেবতা বা পুরুষকে অধিদৈব বলে।) যজ্ঞাধিষ্ঠাভূ-দেবভার এই ভোকৃত্ব অবস্থা নিজ অভীষ্ট হিসাবে ঐশ্र्यार्थीरमत व्यूगरकता।

অধিযক্ত আমিই—অধিযক্ত নামে যাহা
নির্দিষ্ট হইয়াছে তাহা আমি অয়ংই।

আরাধ্যতয়া বর্তমানঃ, অত্তেজ্রাদৌ

মম দেহভূতে আত্মতয়। অবস্থিতঃ

অহম্ এব যজৈঃ আরাধ্য ইতি

गरायळानिनिज्यदेनगिखिकानूर्शन-

বেলায়াং ত্রয়াণাম্ অধিকারিণাম্

অনুসন্ধেয়ম্ এতৎ ॥৪॥

অথাৎ, যজের দারা আরাধনার যিনি উপযুক্ত দেবতা তিনিই অধিযক্ত পুরুষ। আমার শরীররূপী ইন্দ্রাদি দেবতার মধ্যে আমিই আলারূপে অবস্থিত। অতএব যক্তদারা (মূলতঃ) আমিই আরাধ্য বস্তু।

উপরিক্থিত প্রকারে ত্রিবিধ অধিকারী বা উপাসকের দারা যজ্ঞাদি নিত্যনৈমিত্তিক অনুষ্ঠান সময়ে আমি অন্থ্যন্দের। অর্থাৎ, তিনপ্রকার (ঐশ্বর্যকামী, আত্মপ্রাপ্তিকামী, ভগবৎপ্রাপ্তিকামী) যজ্ঞকারী উপাসকই যজ্ঞানুষ্ঠান সময়ে অন্থসন্ধান করিবে যে ইন্দ্রাদি যজ্ঞাধিষ্ঠিত দেবতা সকল পরমেশ্বর আমার শরীরক্ষপী এবং তাহাদের ভিতরে আমি আত্মাক্রপে অবস্থিত থাকি। অত্যব্য আমিই প্রকৃতপক্ষে সকল যজ্ঞের আরাংগ্য দেবতা ॥৪॥

অন্তকালে চ মামেব স্মরন্ মুক্ত্বা কলেবরম্।

যঃ প্রয়াতি স মন্তাবং যাতি নাস্ত্যক্র সংশয়ঃ ॥।॥

যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমেবৈতি কোন্তেয় সদা তন্তাবভাবিতঃ ॥৬॥

তন্মাৎ সর্কেষু কালেষু মামনুষ্মর যুধ্য চ।

ময্যপিত মনোবুদ্ধির্মামেবৈষ্যস্তসংশয়ম্॥৭॥

## সরলার্থ—

প্রয়াণকালে কিপ্রকারে তুমি জ্ঞের ? (৮।২) অজুনের এই প্রশ্নের উত্তর এই তিনটি শ্লোকে দিতেছেন—

যে পুরুষ মরণকালে সর্বাত্মভূতরূপী বস্তুদেবতনয়রূপে অবতীর্ণ আমাকে স্থান করিয়া দেহত্যাগ করে সে আমার স্থভাব প্রাপ্ত হয় এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই ৯৫॥

# ত্রীমদ্ভগবদগীতা – রামানুজভাষ্য

হে কৌন্তের, জীবিতকালে পুরুষ দেবমন্থ্য তির্যক্ স্থাবর যে কোনও বস্তুর ভাবনায় নিরস্তর অভ্যস্ত থাকে এবং তজ্জ্ম মরণকালে সেই ভাব অনুসন্ধান করিতে করিতে দেহত্যাগ করে, সে মরণান্তেও সেই ভাবাপন হইয়া থাকে। (পুনর্জনাকালে তদ্জাতীয় অবস্থা প্রাপ্ত হয়, যেমন আদি ভরতের হরিণজন্ম হইয়াছিল।) ॥৬॥

আজীবন অত্যন্ত বিষয়েরই অন্তিমশ্বৃতি হইরা থাকে ! অতএব আজীবন আমার বিষয় প্নঃ প্নঃ চিন্তা অত্যাস কর এবং স্ববর্ণ শোচিত যুদ্ধাদি কর্মও করিতে থাক। এইরূপ অত্যাস: ঘারা তোমার মন ও বৃদ্ধি আমাতেই সর্বদা নিবিষ্ট থাকিবে এবং মরণকালে, আমার বিষয় চিন্তা করিতে করিতে দেহত্যাগ: করতঃ তদনন্তর আমাকেই প্রাপ্ত হইবে, ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই ॥৭॥

রামান্থজভাগ্য— ইদমপি ত্রয়াণাং সাধারণম্—

অন্তকালে চ মাম্ এব সরন্ কলেবরং ত্যক্ত্বা যঃ প্রযাতি স মন্তাবং যাতি।
মম যো ভাবঃ স্বভাবঃ তং যাতি,
তদানীং যথা মাম্ অনুসংধত্তে তথাবিধাকারো! ভবতিঃ ইত্যর্থঃ। ই মথা
আদিভরতাদয়ঃ তদানীং স্মর্যমাণমুগসজাতীয়াকারাঃ
ইসংভুতাঃ ॥৫॥

শ্বাতু র্থ স্ববিষয়সজাতীয়াকারতা-পাদনম্ অন্ত্যপ্রত্যয়স্থ স্বভাব ইতি স্বস্পপ্তম্ আহ—

অন্তে অন্তকালে মং মং বা অপি ভাবং
পারন্ কলেবরং ত্যজতি তং তং ভাবম্
এব মরণান্তরম্ এতি। অন্ত্যপ্রত্যমশ্চ
পূর্বভাবিতবিষয় এব জায়তে ॥৬॥

# বঙ্গান্থবাদ—

পূर্বোক্ত অধিযজ্ঞাদি বিষয়ের ভাবনা ত্রিবিধ অধিকারীর পক্ষেই সমান অর্থাৎ, একইরূপ ফলদায়ক।

যে প্রুষ মরণকালে আমাকেই স্মরণ করিতে করিতে দেহত্যাগ করে সে মরণান্তর আমার ভাব প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ আমার
যে ভাব বা স্বভাব তাহা: প্রাপ্ত: হয়।
তাৎপর্য এই যে, মরণকালে যে প্রকার
ভাবনা করে তদনন্তর সে সেই প্রকার
আকারবিশিপ্ত হইয়া য়য়। যেমন আদিভরত প্রভৃতির অন্তঃকালে মৃগ প্রভৃতির
স্মরণ ভুকরিবার ভন্ত ভাহারা তিদনন্তর
জন্ম মুগাদি আকারবিশিপ্ত: হইয়াছিল ॥৫॥

শরণকর্ত্তা অন্তকালে যে বিষয় শরণ করে তদনন্তর তদ্জাতীয় (আকার:প্রাপ্ত হয়—এইটিই.যে অন্তকালীয় চিন্তার:স্বভাব তাহা স্মুস্পষ্টভাবে বলিতেছেন—

মৃত্যুর সময়ে মন্থা যে কোনও ভাব
খারণ করিতে করিতে::দেহত্যাগ করে,
সে তদনন্তর জন্মে সেই সেই ভাব
প্রাপ্ত হয়। অন্তিমকালের এই খুতি
জীবিতকালের অভ্যন্ত বিষয়েই হইয়া
থাকে॥৬॥

যন্মাৎ পূর্বকালাভ্যস্তবিষয়ে এব অন্ত্যপ্রভায়ো জায়তে,

তশাং সর্বেষ্ কালেষ্ আপ্রয়াণাদ্ আহরহঃ মান্ অহশর আহরহঃ অনু-শ্বৃতিকরং যুদ্ধাদিকং বর্ণাপ্রানানুবন্ধি-শ্রুতিশ্বৃতিচোদিতনিত্যনৈমিন্তিকং চ কর্ম কুরু। এতদ্পায়েন ম্যাপিত্যনো-বৃদ্ধিঃ অন্তকালে চ মান্ এব শ্বারন্ যথাভিল্যিতপ্রকারং মাং প্রাঞ্চ্যসি ন অত্র সংশয়ঃ॥।॥ জীবদ্ধার অভ্যন্ত বিষয়ই অন্তিমকালে

মারণ হইরা থাকে, অভএব তুমি মৃত্যুকাল
পর্যন্ত প্রতিদিন আসার বিষয় চিন্তা কর
এবং (চিন্ত নির্মল করে বলিয়া) সদ্বিষয়ক
এইরপ চিন্তার সহায়ক শ্রুতিমৃতিবিহিত

ম্বর্ণাশ্রমোচিত নিত্যুনৈসিত্তিক কর্মও
করিতে থাক। এই উপায় দ্বারা তোমার
মন ও বুদ্ধি মদ্যাত হইবে এবং অন্তিমকালে
তুমি আমাকেই চিন্তা করিতে করিতে
দেহত্যাগ করিয়া তদনন্তর নিজ্ব অভীষ্টপ্রকারে আমাকে (পর্মেশ্বরকে) প্রাপ্তি

রামানুজভাষ্য---

এবং সামান্তোন সর্বত্র স্বপ্রাপ্ত্যা-বাপ্তিঃ অন্ত্যপ্রত্যয়াধীনা ইতি উল্জ্যা তদর্থং ত্রয়াণাম্ উপাসনপ্রকারভেদং বল্জুম্ উপক্রমতে। তত্র ঐশ্বর্যার্থি-নাম্ উপাসনপ্রকারং যথোপাসনম্ অন্ত্যপ্রত্যয়কারকং চ আহ—

# বঙ্গানুবাদ---

ইতিপূর্বে তিনটি শ্লোকে নিজের অভীষ্ট-বস্তু প্রাপ্তির উপায় যে সেই বস্তুর আজী-বন অভ্যাস ও তাহার অস্তিমশ্বতি সেটি সাধারণভাবে উক্ত হইরাছে। অতঃপর ৮—১৪ এই সাতটি শ্লোকে তিনপ্রকার অধিকার এই অভ্যস্থান বিষয়ের ভেদ বা উপাসনার কথা বিশেষভাবে বলিতেছেন।

অভ্যাসযোগযুক্তেন চেতসা নান্তগামিনা। পরমং পুরুষং দিব্যং যাতি পার্থাকুচিন্তয়ন্ ॥৮॥

সরলার্থ---

এই শ্লোকে ঐশ্বর্যাথাদের ×১ উপাসনাপ্রকার এবং তদমুগুণ অন্তিমশ্বতির কথা বলিতেছেন।

আজীবন নিজ অভীষ্টামূর্যপ মদিষয়ক চিন্তার অভ্যাসের বলে এবং যোগামুষ্ঠানের বলে অক্ত সর্ববিষয় হইতে বিমূখ হইয়া অন্তকালেও অপ্রাক্ত সর্বশ্রেষ্ঠপুরুষ আমাকে স্মরণ করিতে করিতে দেহত্যাগ করিয়া (অর্থার্থী) পুরুষ নিজ অভিলবিতর্মপে আমাকে প্রাপ্ত হয় ॥৮॥

<sup>× &</sup>gt;—পূর্ব অধ্যায়ের ১৬ শ্লোক হইতে এই অধ্যায়ের অন্তিম শ্লোকাবধি পূর্বাপর ধীরচিত্তে বিচার করিলে
তথন এই অধ্যায়গত শ্লোকের মধ্যে অর্থকামী আত্মকামী এবং ভগবংকামী এই তিন অধিকারীর
পক্ষে কোন কোন শ্লোক প্রযোজ্য এবং শ্লোকের উপবৃক্ত ব্যাখ্যা যে কি তাহা প্রষ্টি
প্রতীয়মান হয়।

রামানুজভায়—

অহরহঃ অভ্যাসযোগাভ্যাং

যুক্ততয়া নান্তগামিনা চেতসা অন্তকালে
পরমং পুরুষং দিব্যং মাং বক্ষ্যমাণপ্রমং পুরুষং দিব্যং মাং বক্ষ্যমাণপ্রমং পুরুষং দিব্যং মাং বক্ষ্যমাণপ্রমং পুরুষং দিব্যং মাম্ এব যাতি
আদিভরতয়ুগত্বপ্রাপ্তিবং ঐশ্বর্যবিশিপ্ততয়া মৎসমানাকারো ভবতি।
অভ্যাসো নিত্যনৈমিত্তিকাবিরুদ্ধেয়ু
সর্বেয়ু কালেয়ু মনসা উপাস্তাসংশীলনম্, যোগঃ তু অ্হরহঃ যোগকালে অনুষ্ঠীয়মানং যথোক্তলক্ষণম্
উপাসনম্॥৮॥

বঙ্গান্ত্বাদ—

প্রতিদিন সর্বদা অভ্যাসে এবং যোগে
নিরত থাকার জন্ম চিন্ত অন্মত্র বিক্ষিপ্ত
হইতে পারে না। এইরূপ সংযতিন্ত
পুরুষ মরণকালেও পরে আমার যে স্বরূপ
বর্ণিত হইবে তদপ্ররূপ অপ্রাক্কত দিব্যপুরুষ আমাকে চিন্তা করিতে করিতে
মহয় আমাকেই প্রাপ্ত হইরা থাকে —
অর্থাৎ যেমন আদিভরত তাহার জীবিতকালে তাহার সর্বদা চিন্তার অন্মরূপ মৃগরূপতা হইয়াছিল তদ্ধপ এই উপাসকগণ
নিজ নিজ অভিলয়িত উপাসনার অন্তর্গত
আমার বিষয় চিন্তা করিতে করিতে
দেহান্তের পরে আমার মতন আকারবিশিষ্ট হইয়া যায়।

নিত্য নৈ নিতিক কর্মের অবিক্লদ্ধভাবে সব সময়ে মনে উপাস্থাদেবতার চিন্তাকে 'অভ্যাস' বলা হয়। (ষষ্ঠ অধ্যায়ে বণিত প্রকারে) প্রতিদিন যোগ সাথনায় যে অহুষ্ঠান করা হয় সেই সাধ্না বা উপা-সনার নাম 'যোগ'॥৮॥

কবিং পুরাণমনুশাসিতারম্ অণোরণীয়াংসমনুমারেদ্ যঃ। সর্ববস্থ ধাতারমচিন্ত্যরূপম্ আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ ॥১॥

প্রয়াণকালে মনসাহচলেন ভক্ত্যা যুক্তোযোগবলেন চৈব। ক্রবোর্মধ্যে প্রাণমাবেশ্য সম্যক্ স তং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্ ॥১০॥ সরলার্থ

এই ছটি শ্লোকে পূর্বশ্লোকোক্ত ভোগৈশ্ব্যার্থীদের উপাস্য পরমন্ত্রন্ধের স্বরূপ এবং তাহাদের সন্তিমস্থতির প্রকার বর্ণনা করিতেছেন।

বে পুরুষ আমাতে ভক্তিযুক্ত হইরা যোগগলের দারা অন্তিমকালে ভ্রাযুগলের মধ্যে প্রাণকে সম্যকরপে স্থাপিত করিয়া সর্বজ্ঞ পুরাতন সর্বনিয়ন্তা ক্ষম সর্বস্রস্থা অচিন্তা স্বর্মণ দিব্যজ্যোতির্ময় পরমপুরুষ আমার বিষয় একাগ্রচিন্তে পুনঃ পুনঃ চিন্তা করেন তিনি মরণান্তর সেই পরমপুরুষের ভাবপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন অর্থাৎ নিজ অভিলাযম্প্রণ তৎসমান ঐশ্বর্যাবিশিষ্ট হইয়া থাকেন॥৯, ১০॥

### রামান্তজভায্য—

কবিং সর্বজ্ঞং পুরাণং পুরাতন্য অহুশাসিতারং বিশ্বস্থ প্রশাসিতারম্ অণো: অণীয়াংসং জীবাদ্ অপি সৃক্ষতরং সর্বস্থ ধাতারং সর্বস্থ অষ্টারম্ অচিন্ত্য-সকলেতরবিসজাতীয়স্বরূপম্ আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ অপ্রাকৃত-স্বাসাধারণদিব্যরূপম্ তম্ এবংভূতম্ অহরহঃ অভ্যস্তমানভক্তিযুক্তযোগ-আরুচুসংস্কারতয়া বলেন गनमा श्रेषानकारल ज्याः गर्या श्रानम আবেশ্য সংস্থাপ্য তত্ত্ৰ ভ্ৰুবোৰ্মধ্যে দিব্যং পুরুষং যঃ অহুস্মরেৎ স তম্ এব উপৈতি ভদ্ভাবং যাতি,তৎসমানৈশ্বর্যো ভবতি ইত্যৰ্থঃ ॥৯-১০॥.

রামান্ত্রজভায়— অথ কৈবল্যার্থিনাং স্মরণপ্রকারম্ আহ—

#### বঙ্গান্মবাদ—

পরমপুরুষ হইতেছেন কবি অর্থাৎ সর্বজ্ঞ, পুরাণ অর্থাৎ পুরাতন, অনুশাসিতা অর্থাৎ সমগ্র বিশ্বের শাসনকর্তা, হইতেও অণু—সৃক্ষ জীব হইতেও সৃক্ষ, সর্ববস্তুর ধাতা অর্থাৎ সর্বস্রুষ্টা, অচিন্ত্যুরূপ অর্থাৎ সর্ববস্তু হইতে বিলক্ষণ স্বরূপবিশিষ্ট এবং অন্ধকারের অতীত স্থের দীপ্তিমান — অপ্রাকৃত অসাধারণ দিব্যরূপবিশিষ্ট। এইপ্রকার রূপগুণযুক্ত তাঁহাকে যে উপাসক, প্রতিদিন অভ্যস্ত-ভক্তিযুক্ত যোগবলের দারা দৃঢ়সংস্কারযুক্ত একাগ্রচিত্তে অন্তিমকালে ক্রযুগলের মধ্যে প্রাণকে সংস্থাপিত করিয়া সেই জ্রমধ্যে **मिरा प्रकारक प्राः प्राः** हिन्ता करत (म সেই পরমপুরুবকেই প্রাপ্ত হন। অভিপ্রায় এই যে, তিনি নিজ অভিলাবানুগুণ তাঁহার नगान अश्रविभिष्ठे इन ॥ ३, ১०॥

## বঙ্গানুবাদ—

কৈবল্যার্থীগণের অন্তিমন্মরণ প্রকারের কথা অতঃপর তিনটি শ্লোকে বলিতেছেন—

যদক্ষরং বেদবিদো বদন্তি বিশন্তি যদ্যতয়ো বীতরাগাঃ। যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্যং চরন্তি তৎতে পদং সংগ্রহেণ প্রবক্ষ্যে॥১১॥

সবদ্বারাণি সংযম্য মনো হৃদি নিরুধ্য চ।
মূর্দ্ধ্যাধারাত্মনঃ প্রাণমান্থিতো যোগধারণাম্ ॥১২॥
ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্ মামসুস্মরন্।
যঃ প্রয়াতি ত্যজন্ দেহং স যাতি প্রমাং গতিম্ ॥১৩॥

## সরলার্থ—

বেদার্থজ্ঞ পুরুষগণ যে বস্তুকে অক্ষর (ক্ষরণস্বভাবরহিত, অস্থূল, অণু ইত্যাদি গুণযুক্ত) বলিয়া থাকেন, বিরক্ত মুনিগণ যে অক্ষরবস্তু লাভ করেন যে বস্তুলাভের আকাজ্জায় পুরুষরা ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করেন, সেই প্রোপ্যবস্তু অক্ষরবস্তুর বা আত্মার বিষয় তোমাকে সংক্ষেপে বলিব ॥১১॥ ষে সাধক ( কৈবল্যার্থী ) ভোগ্যবিষয় হইতে চক্ষুকণাদি ইন্দ্রিয়গণকে নিবৃত্ত করতঃ হাদরকমলে অবস্থিত অক্ষরস্থারণ পরমাত্মবস্তু আমাতে × ১ মনকে যোগধারণাদারা নিশ্চলব্ধপে স্থাপিত করিয়া মদাচক 'ওম্' এই একাক্ষরী প্রণবশস্কটি উচ্চারণপূর্বক বাচ্য আমাকে × ২ অনুসন্ধান করিতে করিতে ( যোগবলে ) প্রাণবায়ুকে নিজমন্তকে সুষুমামার্গে প্রবেশ করাইয়া দেহত্যাগ করেন, তিনি অচ্চিরাদিমার্গ অবলম্বন পূর্বক পরাগতি অর্থাৎ নিজ অভিলবিত প্রকৃতি বিনিমৃক্তি বিশুদ্ধ আত্মবস্তু প্রাপ্ত হন ॥১২,১৩॥

#### রামান্তজভাষ্য—

যদ্ অক্ষরম্ অস্থ্রলত্বাদিগুণকং বেদবিদো বদন্তি বীতরাগাঃ চ যতরো যদ্ অক্ষরং বিশন্তি যদ্ অক্ষরং প্রাপ্তুম্ইচ্ছন্তো ব্রস্কচর্যং চরন্তি তৎ তে পদং সংগ্রহেণ প্রবক্ষ্যে।

পভতে গম্যতে অনেন ইতি পদং
তদ্ নিখিলবেদান্তবেজং মৎস্বরূপম্
অক্ষরং যথা উপাস্তং তথা সংক্ষেপেণ
প্রবক্ষ্যামি ইত্যর্থঃ ॥১১॥

সবাণি শ্রোত্রাদীনি ইন্দ্রিয়াণি জ্ঞানদ্বারভূতানি সংখ্যা স্বব্যাপা-রেভ্যো বিনিবত্য হৃদয়কমলনিবিষ্টে ময়ি অক্ষরে মনো নিরুধ্য যোগাখ্যাং ধারণাং আস্থিতঃ ময়ি এব নিশ্চলাং স্থিতিম্ আস্থিতঃ।

ওম্ইতি একাক্ষরং ব্রন্ধ মন্থাচকং
ব্যাহরন্ বাচ্যং মাম্ অহুম্মরন্ আন্ধনঃ
প্রাণং মৃর্যাধায় দেহং ত্যজন্ যঃ প্রযাতি
স যাতি প্রমাং গতিং প্রকৃতিবিযুক্তং
মৎসমানাকারম্ অপুনরাবৃত্তিম্
আন্থানং প্রাপ্রোতি ইত্যর্থঃ যঃ স
সর্বের্ ভূতের্ নশুংস্থ ন বিনশুতি॥
অব্যক্রোহক্ষর ইত্যুক্তন্তাহঃ প্রমাং
গতিম্। (৮। ২০, ২১) ইতি
অনন্তরম্ এব বক্ষ্যুতে॥১২-১৩॥

## বঙ্গানুবাদ—

বিষয়ের জ্ঞানের স্বারম্বরূপ চফুকণাদি ই ক্রিয়গণকে করিয়া সংযত অর্থাৎ বাহ্ ভোগ্যপদার্থ হইতে নিজ নিজ দৃষ্টি এবণ প্রভৃতি কার্য নিবৃত্ত করিয়া হাদয় কমলস্থিত অক্ষরবস্তু পর্যাত্মারূপ নিরুদ্ধ করিয়া আমাতে गन অক্ষরবস্তুতে যোগ নামক ধারণাযুক্ত হইয়া অর্থাৎ আমাতেই'নিশ্চলভাবে স্থিত হইয়া 'ওম' (প্রণবন্ধপী) এই একাক্ষরী মদাচক ব্রহ্ম, উচ্চারণ করতঃ এবং বাচ্য বা নামী আমার অহুসন্ধান করিতে করিতে নিজ প্রাণবায়ু শিরোদেশে স্বয়ুয়া স্থাপিত করিয়া দেহত্যাগপুর্বক প্রস্থান করেন তিনি পরমগতি লাভ করিয়া থাকেন অর্থাৎ তিনি (নিজ অভিলবিতবস্তু) আমার সমান আকারবিশিষ্ট প্রকৃতি-বিনিমুক্ত এবং পুনজনারহিত আত্মস্বরূপ লাভ করিয়া থাকেন। (পুনরাবৃত্তিরহিত বলিয়া এই আত্মপ্রাপিকে পর্মাগতি বলা रुहेशार्क) এই অর্থ ই এই অধ্যায়ে পরে বলা হইবে — "সমস্ত পাঞ্চভৌতিক বস্তু-नगृह विनष्टे हहेटला याहा विनष्टे हा ना সেই অব্যক্ত এবং অক্ষরবস্তুকেই প্রমা-গতি বলা হয় (৮।২০,২১)।"॥ ১২, ১৩॥

<sup>×&</sup>gt;--এস্থলে অক্ষররূপ পরমান্ত্রার উপাদনা অক্ষরস্কুরপ জীবাল্বা প্রাপ্তির জন্ম।

<sup>×</sup> ২ — এম্বলে নামের ধারা নামীর নির্দেশ হইতেছে।

রামানুজভায়—

এবম্ ঐশ্বর্যাথিনঃ কৈবল্যার্থিনশ্চ স্বপ্রাপ্যান্মগুণঃ ভগবত্বপাসনপ্রকার উক্তঃ। অথ জ্ঞানিনো ভগবত্বপাসন-প্রকারং প্রাপ্তিপ্রকারং চ আহ—

## বঙ্গানুবাদ---

ইতিপূর্বে ঐশ্বর্যপ্রার্থী এবং কৈবল্য-প্রার্থী বা আত্মাসাক্ষাৎকার-প্রার্থীদের নিজ নিজ অভিলবিত প্রাপ্যবস্তুর অমুগুণ উপাসনাপ্রকার কথিত হইয়াছে। অতঃ-পর জ্ঞানিগণ কর্তৃক ভগবানের উপাসনার প্রকার এবং ভগবৎপ্রাপ্তির প্রকার বলিতেছেন—

জনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ। তস্থাহং স্থলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তম্ম যোগিনঃ॥১৪॥

## সরলার্থ

অতঃপর জ্ঞানীদিগের ভগবৎ-উপাসনার প্রকার এবং ভগবানকে প্রাপ্তির প্রকার বলিতেছেন।

হে অর্জ্বন ঐশ্বর্যা এবং আত্মবস্তু লাভের কামনা পরিত্যাগ করিয়া, কেবলমাত্র মদ্গতিচিত্ত হইয়া যে ভক্ত প্রত্যহ সদা সর্বদা আমায় স্মরণ করে এবং আমার স্মৃতিবিনা আগ্মধারণে অসমর্থ, আমার নিত্য যোগাকাজ্জী সেই জ্ঞানীর পক্ষে আমি সহজেই লভ্য। ( ঐশ্বর্যার্থী এবং কৈবল্যার্থী বা আত্মার্থীদের সিদ্ধিলাভের ত্বর্লভিতা ইহাতে প্রভীতি হইতেছে।) ॥১৪॥

# রামানুজভায্য---

নিত্যশো যাম্ উত্যোগপ্রভৃতি সততং সর্বকাল্ম **স্মর**তি অন্তাচেতাঃ অত্যৰ্থং মৎপ্ৰিয়ত্ত্বেন মৎস্মৃত্যা বিনা আত্মধারণম্ অলভমানো নিরতিশয়-প্রিয়াং স্মৃতিং যঃ করোতি তশ্ত নিত্যযুক্তভা নিত্যযোগং কাজ্জমাণভা যোগিনঃ অহমৃ এব অহং সুলভঃ প্রাপ্যঃ এশ্বর্যাদিকঃ মন্তাব न স্থাপশ্চ। তদ্বিয়োগন্ অসহমানঃ অহম্ এব তং বুণে ; মৎপ্রাপ্ত্যনু-

### বঙ্গানুবাদ---

যে ভক্ত উদ্যোগকাল হইতে আরম্ভ করিয়। প্রত্যহ সদাসর্বদা অনক্রচিত্ত হইয়া অর্থাৎ কেবল মদাতচিত্ত হইয়া আমাকে স্মরণ করে, অর্থাৎ আমি তাহার অত্যন্ত প্রীতিরবস্ত বলিয়া আমার স্মরণ বিনাজীবন ধারণ করিতে অসমর্থ হইয়া মদ্বিরে নিরতিশয় প্রীতিমুক্তভাবে যে আমাকে স্মরণ করে, সেই নিত্যমুক্ত অর্থাৎ আমার সহিত নিত্যযোগে অভিলাষী সেই যোগীরপক্ষে, আমার ঐশ্বর্যাদি ভাব নহে, আমিই স্বয়ং প্রাপ্য হইয়া থাকি। প্রাপ্যরম্ভ আমি তাহার কাছে সহজেই লভ্য হই। তাৎপর্য এই যে, আমিও এই ভক্তের বিরহ সহ্ব করিতে পারি না সেইজন্ত আমিই তাহাকে বরণ করি। সেই জন্ত আমিই তাহাকে

গুণোপাসনবিপাকং তদ্বিরোধিনিরসনম্ ভাত্যর্থং মৎপ্রিয়ন্তাদিকং
চ অহম্ এব দদামি ইত্যর্থঃ।
'যমেবৈষ বুণ্তে তেন লভ্যঃ' (মৃঃউঃ ৩।২।৩)
ইতি হি শ্রেয়তে। বক্ষ্যতে চ
'তেষাং সতত্যুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্বক্র্ম। দদামি বৃদ্ধিযোগং তং যেন
মামুপযান্তি তে॥ তেষামেবাক্লকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ। নাশরাম্যাত্মভাবত্তো
জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা॥' (১০।১০,১১)
ইতি॥১৪॥

আমার প্রাপ্তির উপযুক্ত পরিপক উপাসনা প্রদান করিয়া এবং তাহার প্রতিকূল-বিষয়সমূহকে সমূলে নাশ করিয়া মদিবয়ে অত্যর্থপ্রীতি বা প্রেম আদি প্রদান করি। শ্রুতি বলিয়াছেন, 'এই পরমপুরুষ যাহাকে नत्र करत्र नाहात माताहे हैनि नजा हन, অর্থাৎ সেই আমাকে লাভ করিতে সমর্থ হয়।' গীতায়ও পরে বলিবেন, 'যাহারা সতত আমাতে যুক্ত হইয়া (নিরন্তর আমার স্মরণপূর্বক ) প্রীতিপূর্বক আমার ভজনা করে তাহাদের আমি বৃদ্ধিযোগ প্রদান করি. এই বুদ্ধিযোগের দারা আমার সেই ভক্তেরা আমার নিকট আসিতে সমর্থ হয়। তাহা-দেরই অনুগ্রহ করিবার জন্ম আমি আছা-ভাবে স্থিত হইয়া উজ্জল জ্ঞানালোকের দারা তাহাদের অজ্ঞানান্ধকার দূর করিয়া शांकि। (১०।১०,১১) ॥১८॥

রামানুজভায়—
আতঃপরম্ অধ্যায়শেষেণ জ্ঞানিনঃ
কৈবল্যার্থিনশ্চ অপুনরার্ত্তিম্
ঐশ্বার্থিনঃ পুনরার্ত্তিং চ আহ—

## বঙ্গান্তুবাদ---

অতঃপর এই অধ্যায় সমাপ্তি পর্যন্ত জ্ঞানী এবং কৈবল্যার্থী (আত্মপ্রাপ্তিকামী) ব্যক্তিদের পুনর্জনানিবৃত্তি এবং ঐশ্বর্যার্থীদের পুনর্জন্মপ্রাপ্তির কথা বলিতেছেন—

মামুপেত্য পুনর্জন্ম ছঃখালয়মশাশ্বতম্। নাপ্লুৰন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ ॥১৫

# সরলার্থ-

আমাকে প্রাপ্ত হইলে আর পুনরায় ধ্বঃখাস্পদ অনিত্য জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। কেননা মংস্কর্মপজ্ঞ সেই মহাত্মাগণ (জ্ঞানীগণ) প্রমপ্রুষার্থরাপ আমাকে লাভ করিয়াছেন। (ঐশ্ব্যার্থীদিগের পুনরাবৃত্তির বিষয় এতদ্বারা কথিত হইল।) ॥১৫॥ রামান্তজভাষ্য—

নাং প্রাপ্য প্নঃ নিখিলছুঃখালয়ম্
অন্থিরং জন্ম ন প্রাপ্ত্রন্থি যত এতে
মহাত্মানঃ মহামনসো যথাবস্থিতমৎস্থর্রপজ্ঞানাঃ অত্যর্থমৎপ্রিত্ত্বন নয়া
বিনা আত্মধারণম্ অলভমানা ময়ি
আসক্তমনসো মদাপ্রায়াঃ মাম্
উপাস্থ্য পরমসংসিজিরপং মাং
প্রাপ্তাঃ ॥১৫॥

রামানুজভাষ্য—

ঐশ্বর্যাতিং প্রাপ্তানাং ভগবন্তং প্রাপ্তানাং চ পুনরাবৃত্তো অপুনরা-বৃত্তো চ হেতুম্ অনন্তরম্ আহ—

### বজানুবাদ —

আমাকে প্রাপ্ত হইলে তখন আর
সমস্ত তৃংখের আলয়য়প এই অনিত্য
জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। কেননা এই
সকল মহামনা মহাত্মাগণ আমার স্বরূপ
বর্ণার্থরূপে পরিজ্ঞাত আছেন এবং আমি
ইহাদের অতিশয় প্রিয় বলিয়া আমার
বিরহে জীবনধারণে ইহারা অসমর্থ।
ইহারা মদাতচিত্ত হইয়া এবং আমাকে
আশ্রয় করিয়া আমার উপাসনা করে
এবং পরমসিদ্ধিরূপ পরমেশ্বর আমাকে
লাভ করে॥১৫॥

# বঙ্গানুবাদ---

অনন্তর বাঁহারা ঐশ্বর্যগতি লাভ করিরাছেন ভাঁহাদের পুনরাবৃত্তি এবং বাঁহাদের ভগবৎপ্রাপ্তি হইয়াছে ভাঁহাদের অপুনরাবৃত্তির হেতু বলিতেছেন—

আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোহজ্জুন। মামুপেত্য তু কোন্তেয় পুনর্জ ক্ম ন বিছতে ॥ ১৬॥

সরলার্থ—

হে অজ্বন, চতুর্দশ ভ্বনাত্মক ভোগৈশ্বর্য্যের আলয় এই ব্রহ্মাণ্ডের ব্রহ্মলোক পর্যন্ত সমন্ত লোক হইতেই জীবগণকে প্নঃ প্নঃ জন্মগ্রহণ করিতে হয়। (ব্রহ্মলোকও সমন্ত অধিবাসিগণ সহ ব্রহ্মার আয়ৢড়ালের অন্তে বিনষ্ট হইয়া যায়।) কিন্ত যাহারা আমাকে প্রাপ্ত হন তাহাদের আর প্নঃ প্নঃ জন্ম মরণ নাই। অর্থাৎ তাঁহারা মৃক্তজীব হইয়া আমার সহিত নিত্যধাম বৈকুপ্তে বাস করেন। (বৈশ্বর্যার্থীগণও অপ্রাকৃত কেবল আত্মস্বরূপ লাভ করিয়া ব্রহ্মলোকের অতীত অপ্রাকৃত লোকে বাস করেন, সেইজ্ব্রু তাঁহাদেরও প্নরাবৃত্তি হয় না।) ॥১৬॥

বন্ধাণ্ডান্তর্গত সমস্ত জগতের উৎপত্তি এবং প্রলয়কালের ব্যবস্থার কথা অতঃপর তিনটি শোকে বলিতেছেন—

রামাহজভায্য-

বন্ধলোকপর্যন্তাঃ ব্রহ্মাণ্ডোদর-বর্তিনঃ সর্বে লোকাঃ ক্তোগৈশ্বর্যালয়াঃ পুনরাবর্তিনঃ বিনাশিনঃ। অত ঐশ্বর্য-

### বঙ্গান্সুবাদ—

ব্রন্মাণ্ডের ভিতরে ব্রন্মলোক পর্যন্ত সমস্ত লোক বা স্থানই ভোগ এবং ঐশর্যের আলয় এবং পুনরাবৃত্তিশীল অর্থাৎ নাশবান। অতএব যাহারা ঐশ্র্যগতি লাভ করিয়াছে গতিং প্রাপ্তানাং প্রাপ্যস্থানবিনাশাদ্
বিনাশিত্বম্ অবর্জনীয়ম্ ৷ মাং
সর্বজ্ঞং সত্যসংকল্পং নিখিলজগত্তৎপত্তিস্থিতিলয়লীলং পরমকারুণিকং
সদা একরূপং প্রাপ্তানাং বিনাশপ্রসঙ্গাভাবাৎ তেষাং পুনর্জনা ন
বিগতে ॥১৬॥

তাহাদের (এই ভোগৈশ্বর্যের আলয়রূপ)
প্রাপ্যস্থান যথন বিনষ্ট হইয়া যায় তখন
সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের বিনাশও অবশুদ্ধানী।
কিন্তু সর্বজ্ঞ সত্যসংকল্প অথলজগতের
উৎপত্তি-স্থিতি-প্রলয়রূপ লীলাময় পর্ম
করুণাময় সদা একইপ্রকার রূপবিশিষ্ট
আমাকে প্রাপ্ত হইলে তখন আর তাহার
বিনাশের কোনও প্রসন্ধর্ম হয় না॥১৬॥

রামান্জভায়—
ব্রহ্মলোকপর্যন্তানাং লোকানাং
তদন্তবর্তিনাং চ পরমপুরুষসংকল্পকৃতাম্ উৎপত্তিবিনাশকালব্যবস্থাম্
আহ—

#### বঙ্গান্তুবাদ—

ব্রন্ধলোক পর্যন্ত সমস্ত লোকের (জগ-তের) এবং তদন্তর্গত জীবসমূহের পরম-পুরুষের সঙ্কল্পকৃত স্প্রির এবং প্রলয়কালের ব্যবস্থার কথা বলিতেছেস—

সহস্রাপর্যন্তমহর্যদ্ ব্রহ্মণো বিছঃ।
রাত্রিং যুগসহস্রান্তাং তেহুহোরাত্রবিদো জনাঃ ॥১৭॥
অব্যক্তাদ্ ব্যক্তয়ঃ সর্বাঃ প্রভবত্যহরাগমে।
রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্ত্বোব্যক্তসংজ্ঞকে ॥১৮॥
ভূতগ্রামঃ স এবায়ং ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে।
রাত্র্যাগমেহবদঃ পার্থ প্রভবত্যহরাগমে ॥১৯॥

যাহারা ব্রহ্মা প্রভৃতি সকলের দিন এবং রাত্তিরূপ কালের বিভিন্ন ব্যবস্থার বিষয় পরিজ্ঞাত আছেন সেই কালতত্ত্বজ্ঞ আহোরাত্রবিদ্ পুরুষগণ ব্রহ্মার একদিনকে সহস্র-যুগকালব্যাপী এবং একটি রাত্তিকে সহস্রযুগকাল্যাপা বলিয়া জানেন ॥১৭॥

ব্রস্নার দিনের উদয় হইলে তখন অব্যক্ত প্রকৃতি হইতে জড়চৈতভাত্মক সমগ্র ব্রস্নাগুরুর্গত জগং নাম এবং রূপবিশিষ্ট হইয়া ব্যক্ত বা চক্ষুগোচর হয়। আবার ব্রস্নার রাত্রির উদয় হইলে তখন এই ব্যক্ত বা প্রকটজগংনাম ও রূপহীন হইয়া ক্ষমঅবস্থায় অব্যক্ত বা অপ্রকট হইয়া তাহার উৎপত্তিস্থলে লীন হইয়া যায়। (ব্র্হ্মার রাত্রিই জগতের প্রলম্কাল) ॥১৮॥

হে পার্থ, স্ক্ষেত্রবস্থার অব্যক্তরূপেস্থিত সেই সমগ্র জগৎই এই পরিদৃশ্যমান জীব-সমূহরূপে ব্যক্ত হইয়াছে। ইহারা কর্মপরবশ বলিয়া বাধ্য হইয়া ব্রহ্মার প্রত্যেকদিনের উদয়ে পুনঃপুনঃ উৎপন্ন হয়। তাঁহার রাত্রি আসিলে লয় প্রাপ্ত হয়। পুনরায় দিন আসিলে পুনরায় উৎপন্ন হয়॥১৯॥ রামান্তজভাষ্য—

যে সমুস্থাদিচভুমু খান্তানাং
মৎসংকল্পকৃতাহোরাত্রব্যবস্থাবিদো
জনাঃ, তে ব্রহ্মণঃ চভুমু খিস্থ যং অহঃ
চভুমু গসহস্রাবসানং বিহুঃ, রাত্রিং
চ তথারূপাম্ ॥১৭॥

তত্ত্ৰ ব্ৰহ্মণঃ অহরাগমসময়ে ত্রৈলোক্যান্তর্বর্ভিন্যো দেহেন্দ্রিয়-ভোগ্যভোগস্থানরূপা ব্যক্তয়ঃ চতুরুখ-**দেহাবস্থাদ্** অব্যক্তাৎ প্রভবন্তি। এব অব্যক্তাবস্থাবিশেষে চতুমু খ-দেহে রাত্র্যাগমসময়ে প্রলীয়ত্তে ॥১৮॥ এব অয়ং কর্মবশ্যো ভূতগ্রামঃ অহরাগমে ভূত্বা ভূত্বা রাত্র্যাগমে প্রলীয়তে পূনঃ ভাপি অহরাগণে প্রভবতি। তথা বর্ষশভাবসানরপযুগসহস্রান্তে ব্রহ্ম-লোকপর্য্যন্তা লোকাঃ ব্ৰহ্মা চ, পৃথিবী অঞ্জু প্রলীয়তে আপঃ তেজসি লীয়ন্তে ইত্যাদিক্ৰমেণ অব্যক্তাক্ষরতমঃপর্যন্তং **শ**য়ি এব थनी मृद्ध।

# বঙ্গান্ত্বাদ—

যে ব্যক্তিরা আমার সঙ্কল্পদারা স্ট মহুষ্য দেবতা চতুমুখ ব্রহ্মা দিন এবং রাত্রিরূপ কালের বিভিন্ন ব্যবস্থার বিষয়ে পরিজ্ঞাত আছেন. তাঁহারা জানেন যে চতুমুখ ব্রহ্মার যেটি দিন সেটি যুগসহস্র পর্যন্ত প্রমাণান্তরে চতুমুগ সহস্র) পর্যন্ত স্থায়ী এবং ব্রহ্মার একটি রাত্রিও এইরূপ স্থায়ী ॥১৭॥

এই ত্রিভ্নের যত কিছু দেহ ইন্দ্রিনভোগ্য পদার্থ এবং ভোগস্থলরপ দ্ব্য
ব্যক্ত বা পরিদৃশ্যমান হইরা আছে সে
সমস্তই ত্রন্ধার দিবসের আরস্তের সময়
এই চতুমুখ ত্রন্ধার দেহস্থিত উক্ত পদার্থসম্হের অব্যক্ত বা ক্ষম অবন্ধা হইতে
উৎপন্ন হয়। পুনরায় ত্রন্ধার রাত্তির
আরম্ভ সময়ে এই সব ব্যক্ত (স্থ্ল) পদার্থ ই
(ক্ষম অবন্ধা প্রাপ্ত হইরা) অব্যক্তরূপে
চতুমুখ ত্রন্ধার দেহেই লয় হইরা যায় ॥১৮॥

দেই ( ক্ষা চিদ্চিৎ বস্তু নিচয়ই ) এই ভূতসমূহ (ব্রহ্মার) প্রতিদিবদেরারছে কর্ম-পরবশ বলিয়া বাধ্য ছইয়া প্রতিবার উৎপন্ন হইয়া তাঁহার প্রতি রাত্রির আরছে লম হইয়া তাঁহার প্রতি রাত্রির আরছে লম হইয়া যায়। আবার তাঁহার দিনের আরছে উৎপন্ন হয়। এই প্রকারে ব্রহ্মার (আয়ৄঃ) শতবর্ষ অবসান হইলে ব্রহ্মানাক পর্যান্ত লমত্ব অবং ব্রহ্মা সমস্ত ভূবন এবং ব্রহ্মা সমস্ত ভ্বন এবং ব্রহ্মা সমস্ত ভ্বন এবং ব্রহ্মা সমস্ত ভ্বন এবং ব্রহ্মা সমস্ত ভ্বন এবং ব্রহ্মা ক্রম হয়, জল অয়িতে লয় হয় ইত্যাদি ক্রম অহুসারে (ক্রমশঃ ক্ষম হইতে ক্ষেত্র হইয়া) অব্যক্ত, অক্ষর, তমঃ পর্যান্ত (ক্ষমতম) অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া সমগ্রবস্তুই আমাতে লীন হইয়া বায়।

এবং মদ্যতিরিক্তস্থ ক্রৎস্কস্থ কালব্যবস্থয়া মন্ত উৎপত্তেঃ ময়ি প্রলয়াৎ চ উৎপত্তিবিনাশয়োগিত্বম্ অবর্জনীয়ম্ ইতি ঐশ্বর্যগতিং প্রাপ্থানাং পুনরাবৃত্তিঃ অপরিহার্ষা। মাম্ উপেতানাং তু ন পুনরাবৃত্তি-প্রসঙ্গঃ ॥১৯॥ এই প্রকারে আমি ভিন্ন (চিং ও অচিৎবিশিষ্ট) সমগ্রজগৎ কালের ব্যবস্থা অন্তঃগ আমা হইতে উৎপন্ন এবং আমাতেই লয় প্রাপ্ত হয়, স্ত্রোং তাহাদের এই উৎপত্তি ও বিনাশ অবশ্রভাবী। অতএব যাহারা ঐশ্বর্য্যতিরূপ স্বর্গাদিস্থান প্রাপ্ত হইয়াছে তাহাদের প্ররায় উৎপত্তি বা প্রকর্ম অবশ্রভাবী। কিন্তু যে সকল ভক্ত আমাকে প্রাপ্ত হয় তাহাদের প্র-জন্মের কোনও প্রস্কাই নাই॥১৯॥

রামানুজভাষ্য—

অথ কৈবল্যপ্রাপ্তানামপি পুনরা-বৃত্তিঃ ন বিছতে ইতি আহ—

#### বঙ্গানুবাদ-

( বাঁহারা ভগবানকে লাভ করিয়াছেন তাঁহাদের অপুনরাবৃত্তির কথা পুর্বশ্লোকে কথিত হইয়াছে।). অতঃপর (এই ছটি শ্লোকে) কৈবল্যপ্রাপ্ত জীবগণেরও অপুন-রাবৃত্তির কথা বলা হইতেছে।

পরস্তস্মান্ত, ভাবোহয়োহব্যক্তোহব্যক্তাৎ সনাতনঃ।
যঃ স সর্বেষু ভূতেষু নশ্যৎস্থ ন বিনশ্যতি ॥২০॥
অব্যক্তোহক্ষর ইত্যুক্তস্তমান্তঃ পরমাং গতিম্।
যং প্রাপ্য ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥২১॥

# সরলার্থ—

(এই ছটি শ্লোকে কৈবল্যপ্রাপ্ত জীবগণেরও অপুনরাবৃত্তির কথা বলিতেছেন।)
সেই অব্যক্ত স্ক্র অচেতন পদার্থ হইতেও শ্রেষ্ঠতর অপর একটি যে অব্যক্ত নিত্যবস্তু আছে (আত্মবস্তু আছে) তাহা সমস্ত পাঞ্চতৌতিক জড়বস্তু বিনষ্ট হইলেও বিনষ্ট হয় না॥২০॥

পূর্বশ্লোকে উক্ত হইরাছে যে স্ক্র অচেতন প্রকৃতিরূপ অব্যক্ত বস্তু হইতেও
আর একটি শ্রেষ্ঠ আত্মবস্তুরূপ অব্যক্ত নিত্যবস্তু আছে। অতএব অব্যক্ত এবং অক্ষর
এইপ্রকারে বর্ণিত সেই বিশুদ্ধ আত্মবস্তুকেই বেদজ্ঞ পণ্ডিতগণ পর্মাগতি বলিয়া
থাকেন যাহাকে লাভ করিলে আর পুনরাবৃত্তি করিতে হয় না। সেইটি আমার
পর্মধাম বা পর্মস্থান। অর্থাৎ প্রকৃতিসংশ্লিষ্ট বদ্ধ আত্মবস্তু এবং প্রকৃতি বিনির্মৃতি
বিশুদ্ধ আত্মবস্তু আমার পর্ম নিয়্মন স্থান॥২১॥

### রামান্তজভাষ্য—

অব্যক্তাদ্ অচেতনপ্রকৃতি-তশাদ্ রূপাৎ পুরুষার্থতয়। পর উৎকৃষ্টে। ভাব: অভো জ্ঞানৈকাকারতয়া তম্মাদ বিসজাতীয়ঃ কেনচিৎ অব্যক্তঃ প্রমাণেন ন ব্যজ্যত ইতি অব্যক্তঃ, স্বসংবেগুস্বাসাধারণাকার ইত্যর্থঃ। উৎপত্তিবিনাশানহত্যা সনাতনঃ নিত্যঃ। यः मर्तिष् विश्रमानिषु ভূতেष् সকারণেষু সকার্যেষু বিনশ্যৎস্থ তত্ত্র তত্র স্থিতে। অপি ন বিনশুতি ॥২০॥ সঃ অব্যক্তঃ অক্ষর ইতি উক্তঃ 'যে ত্বকরমনির্দেশ্রমব্যক্তং পর্যুপাসতে।' ( ১২।७ ) 'क्टेट्शरुक्षत উठाएं ॥'(১৫।১৬) हे छा निसू जः दबनिवनः भवगाः गिष्म् আহঃ অয়ম্ এব 'যঃ প্রয়তি ত্যজন্ দেহং স যাতি পরমাং গতিম ॥' ইত্যত্ত পরমগতিশক্ষনিদিষ্টঃ তাক্ষরঃ প্রকৃতিসংসর্গবিযুক্তস্বরূপেণ অবস্থিত আত্মা ইত্যৰ্থঃ।

### বঙ্গান্থবাদ—

**कौरनत প্রয়োজনীয় বা প্রাপ্তব্য বস্তু** হিসাবে অব্যক্ত ( স্ক্ষ ) জড়প্রকৃতি হইতে অভ আর একটি অব্যক্ত পদার্থ (বিশুদ্ধ আত্মবস্তু) আছে। সেঁই বস্তু কেবলমাত্র জ্ঞানাকার বলিয়া এই অচেতন প্রকৃতি হইতে বিলক্ষণ বা বিশিষ্ট। যাহাকে কোনও প্রকার প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের দারা জ্ঞাত হওয়া যায় না তাহাকে অব্যক্ত নামে অভিহিত করা হয়। এই আলুবস্তু স্বয়ং প্রকাশমান এবং অসাধারণ আকারবিশিষ্ট। ইহা উৎপত্তি বিনাশ রহিত অতএব সনাতন বা নিত্যবস্তু। কার্যাবস্থা এবং কারণা-বস্থাপর আকাশাদি পঞ্মহাভূত হইলেও ( অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইলেও) তন্মধ্যে স্থিত বা প্রবিষ্ট থাকা সত্ত্বেও এই बाज्यरख विनष्टे इय ना ॥२०॥

'অকর' এই আত্মবস্ত বলিয়া কথিত হইয়াছে। 'কিন্তু বে অনির্দেশ্র অব্যক্তবস্তুর ( আত্মবস্তুর ) করে' 'অকর উপাসনা नक-निनिष्ठ পুরুষকে कृष्टेश्र वन। হয়' ইত্যাদি वहरन এই ज्ञान वर्ष पृष्ठे इत्। বিশুদ্ধ আত্মবস্তুকে বেদজ্ঞ পণ্ডিতগণ 'প্রম-গতি' বলিয়া থাকেন। এই অধ্যায়ে ১৩ শ্লোকে এই রূপেই ইহা বণিত হইয়াছে— 'যিনি শরীর ত্যাগ করিয়া প্রকৃষ্টমার্গে গমন करतन जिनि প्रत्मांशिज लाज करतन।' এই বচনে প্রমাগতি শব্দে নির্দিষ্ট অক্ষর (বিনাশরহিত) বস্তু যাহা প্রকৃতিসংসর্গ-বিনিমুক্ত হইয়া স্বস্থ রূপে অবস্থিত তাহাই সেই (বিশুদ্ধ) আত্মবস্ত – এইরূপ কথিত

<sup>\*</sup>কৃটস্ — মুক্ত আত্মা।

যম্ এবংভুতং স্বরূপেণাবস্থিতম্ প্রাপ্য ন নিবর্তন্তে তদ্ মম পরমং ধাম পরমং নিয়মনস্থানম্। অচেতন-প্রকৃতিঃ একং নিয়মনস্থানম্, তৎসংস্প্তরূপা জীবপ্রকৃতিঃ দ্বিতীয়ং নিয়মনস্থানম্ অচিৎসংসর্গবিযুক্তং স্বরূপেণাবস্থিতং যুক্তস্বরূপং পরমং নিয়মনস্থানম্ ইত্যর্থঃ। তৎ চ অপুনরাবৃত্তিরূপম্। প্রকাশবাচী ধামশব্দঃ, অথবা প্রকাশঃ চ ইহ জানম্ অভিপ্রেতং প্রকৃতিসংস্প্রাৎ পরিচ্ছিন্নজানরপাদ অপরিচ্ছিন্নজানরপতয়া আত্মনঃ মুক্তস্বরূপং পরং ধাম ॥২১॥

হইয়াছে। এবস্তৃত স্বস্বরূপে অবস্থিত যে বস্তুকে (আত্মবস্তুকে) লাভ করিলে আর প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয় না তাহাই আমার পরমধাম, অর্থাৎ আমার সেই পরম নিয়-তভিপ্রায় এই যে, অচেতন ম্নজান# | প্রকৃতি আমার একটি নিয়মনস্থান, সেই অচিৎসংশ্লিষ্ট জীবরূপী প্রকৃতি আমার দ্বিতীয় নিয়মনস্থান। অচিৎসংসর্গবিনিমুক্ত স্বরূপে অবস্থিত মুক্তস্বরূপ আত্মবস্ত আমার পরম (উৎকৃষ্ট) নিয়মনস্থান। এটি আবার পুনরাবৃত্তিরূপ সংসারসম্বন্ধ-গন্ধ-রহিত ৷

অথবা ধাম শব্দ এন্থলে প্রকাশ বা তেজবাচক। এন্থলে প্রকাশ শব্দের অভিপ্রায় জ্ঞান। অর্থাৎ প্রকৃতিসংশ্লেষ জন্ম আত্মবস্তার জ্ঞান সমুচিত থাকে, প্রকৃতি সংশ্লেষরহিত (বিশুদ্ধ) মুক্ত আত্মা অপরিচ্ছিন্নপ্রকাশ বাপুর্ণ প্রকাশ জ্ঞানস্বরূপ, অতএব এই মৃক্ত আত্মা পর্মধাম ॥২১॥

\*নিয়মনস্থান-মৎপরতন্ত্রস্থান।

রামানুজভাষ্য—

জ্ঞানিনঃ প্রাপ্যং তু তম্মাদ্ অত্যন্তবিভক্তম্ ইত্যাহ –

কিন্ত জ্ঞানিগণের প্রাপ্যবস্তু (পরমপুরুষ) যে এই মৃক্তস্বরূপ আত্মবস্তু হইতে অত্যন্ত বিলক্ষণ তাহাই বলিতেছেন—

পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যস্থনন্তায়া। যস্তান্তঃস্থানি ভূতানি যেন সর্বমিদং ততম্ ॥২২॥

সরলার্থ-

( ঐশ্বর্যার্থী দিগের এবং আত্মার্থী দিগের প্রাপ্যবস্তু অপেক্ষা জ্ঞানী দিগের প্রাপ্যবস্তুর শ্ৰেষ্ঠতা দেখাইতেছেন। )

হে অর্জুন, কার্য্যক্রপী চিদচিদবিশিষ্ট সমস্ত প্রাণিবর্গ যে পুরুষের দেহাভ্যম্বরে অবস্থিত আবার যিনি এই চেতনাচেতন পুঞ্জমধ্যে ব্যাপ্ত রহিয়াছেন তিনি কিন্তু সর্বশ্রেষ্ট পুরুষ। তাঁহাকে কেবলমাত্র অন্তা ভক্তির দারা লাভ করা যায় ॥২২॥

### রামানুজভাষ্য-

'মন্তঃ পরতরং নান্তৎ কিঞ্চিদন্তি ধনঞ্জয়। ময়ি সর্বমিদং প্রোতং স্থ্রে মণিগণা ইব॥' (৭।৭) 'মামেল্যঃ পরমব্যয়ম্' (৭।১৩) ইত্যাদিনা নির্দিষ্টস্থ যস্তান্তঃস্থানি সর্বাণি ভূতানি, যেন চ পরেণ পুরুষেণ সর্বম্ ইদং ততং স পরপুরুষো 'অনন্তচেতাঃ' সততম্' (৮।১৪) ইতি অনন্তয়া ভক্ত্যা লভ্যঃ ॥২২॥

### বঙ্গান্থবাদ—

'হে ধনঞ্জয়, আমাপেক্ষা শ্রেষ্ঠবস্ত কিছুই নাই। এই চিদচিৎবিশিষ্ট সমগ্র বস্ত স্তাতে মণিমালার স্থায় আমাতেই গাঁথা আছে।' এই 'ত্রিগুণময় ভাব হইতে উৎকৃষ্ট পরম অব্যয়বস্ত আমাকে জানিতে পারে না।' এই সকল বাক্যে নির্দিষ্ট যে প্রুষের অভ্যন্তরে সমস্ত প্রাণিবর্গ অবস্থিত আছে এবং যে পরমপ্রুষের দ্বারা ইহারা সমস্তই ব্যাপ্ত আছে সেই পরমপ্রুষ 'সর্বদা অনস্থাচিত্ত বা কেবল তল্গত চিত্ত হইয়া' এইপ্রকার অনস্থা ভক্তির দ্বারা লভ্য হন॥২২॥

# যত্র কালে ত্বনাবৃত্তিমাবৃত্তিঞ্চৈব যোগিনঃ। প্রয়াতা যান্তি তং কালং বক্ষ্যামি ভরতর্যভ ॥২৩॥

### সরলার্থ-

অতঃপর অধ্যায় শেবে আত্মনিষ্ঠ এবং পরমপুরুষনিষ্ঠ সিদ্ধ পুরুষদের অপুনরাবৃত্তি গতির মার্গ (অচিচরাদিমার্গ ) এবং ঐশ্বর্যপীদিগের পুনরাবৃত্তিস্ফচক ধুমাদিমার্গ বলিবার জন্ম এই শ্লোক তাহার স্ফচনা করিতেছেন।

হে ভরতকুলতিলক অজ্জ্ন, যে মার্গে গমন করিলে আল্পজ্ঞ যোগিগণ এবং ভগবৎপ্রাপ্ত জ্ঞানিগণ আর পুনরায় ফিরিয়া আচেন না সেই অচিচরাদিমার্গের বিষয় এবং যে মার্গে গমন করিলে ঐশ্বর্থপ্রার্থী পুণ্যকামিগণ পুণ্যফল ভোগ অন্তে আবার এই সংসারে ফিরিয়া আদেন সেই ধুমমার্গের কথা বলিতেছি ॥২৩॥

## রামান্তজভাগ্য---

অথ আত্মযাথাত্ম্যবিদঃ পরমপুরুষনিষ্ঠস্থ চ সাধারণীম্ অর্চিরাদিকাং
গতিম্ আহ ধয়োঃ অপি অচিরাদিকা
গতিঃ শ্রুতে শ্রুতা, সা চ অপুনরাবৃত্তিলক্ষণা।

### বঙ্গানুবাদ —

অতঃপর আত্মস্বরূপজ্ঞগণের এবং
পরমপুরুষনিষ্ঠগণেরপক্ষে সাধারণ গমনীয়
যে অচিরাদি\* মার্গ তাহার বিষয়
বলিতেছেন। উক্ত ছুই অধিকারীর বিষয়ে
অচিরাদি গতি শ্রুতিতে দৃষ্ট হয়। সেই
মার্গ অপুনরাবৃত্তি লক্ষণযুক্ত (সেই মার্গপ্রাপ্ত পুরুষ পুনরায় সংসারে প্রত্যাবর্ত্তন
করেন না।)

\*> অচি-অগ্নিরূপ জ্যোতি।

যথা পঞ্চাগ্নিবিত্তারাং 'তভ ইখং

বিছঃ যে চেমেহরণ্যে শ্রদ্ধাং তপ ইত্যুপা-

সতে তেহচিষমভিসংভবক্যচিষোহহঃ' (ছাঃ

উ: ৫।১০।১) ইত্যাদে অর্চিরাদিকয়া

গত্যা গতস্থ পরব্রহ্মপ্রাপ্তিঃ অপুনরা-

বৃত্তিঃ চ উক্তা 'স এনান্ বন্ধা গময়তি'

'এতেন প্রতিপ্রমানা ইমং মানবমাবর্তং

নাবর্ত্তে' (ছাঃ উঃ ৪।১৫।৫ ) ইতি।

বেদান্তে উপদিষ্ট পঞ্চাগ্নিবিভাতে এই-ক্ষপ বলা হইয়াছে — ' তাঁহাকে (আত্ম-স্বরূপকে) যাহারা এইপ্রকারে (দেহাদি বিলক্ষণ প্রকৃতিবিযুক্ত এবং ব্রহ্মাত্মক-স্বরূপ \* বলিয়া) জ্ঞাত হয়, এবং যাহারা অরণ্যে বাস করিয়া শ্রদ্ধাসহকারে তপঃ#১ শব্দবাচ্য ত্রন্ধের উপাসনা করে তাহারা (অচিচরাদিপথে গ্রমনকরতঃ) অচিকে (অর্চিলোকের অভিমানী দেবতাকে) অচি হইতে দিনকে ২ প্রাপ্ত হন, ইত্যাদি'। वर्षितािमार्श यांशाता গ্ৰন তাঁহাদের ত্রন্মপ্রাপ্তি হয় এবং তাঁহাদের সংসারে পুনরাবৃত্তি হয় 'তিনি (অটি দিন প্রভৃতি লোকের অভি-মানী তত্তৎ দেবতা) এই সকল উপাসককে প্রমন্ত্রন্ধ অবধি লইয়া যান, ইঁহাদের দারা নীত এই উপাসককে আর এই মন্নয়-লোকে ফিরিয়া আসিতে হয় না'।

'ভাহাকে (আত্মস্বরূপকে) যাহারা এইপ্রকার জানে তাহাদের (পর্যব্রশ-প্রাপ্তি পর্যন্ত) গতিবিষয়ক এই শ্রুতির প্রজাপতিবাক্য প্রভৃতিতে বণিত পরা-বিদ্যার অঙ্গরূপ আত্মপ্রাপ্তিবিষয়ক শ্রুতির সহিত অভেদ নহে। (অর্থাৎ যাঁহারা (कवन (महामि<sup>1</sup>) विनक्षन श्रक्तिवियुक्त আত্মস্বরূপের উপাসক এবং যাঁহারা দেহাদি বিলক্ষণ প্রকৃতিবিযুক্ত আত্মবস্তুকে ব্ৰশাত্মক জ্ঞানে উপাসনা করেন আত্মোপাসকের ফলপ্রাপ্তি উভয়প্রকার আত্মস্বরপের একরূপ नरह। কেবল উপাসক কেবল আত্মস্বরূপ বা 'কৈবল্য'

<sup>#</sup> ব্ৰহ্মাত্মক—ব্ৰহ্ম যাহার আত্মা।

<sup>\*</sup>১তপঃ—তপঃ শব্দ এন্থলে 'ব্রহ্মবাচী' যথ। 'তপোব্রহ্ম', 'পরমঃ যো মহত্তপঃ'

<sup>\*</sup>২—অর্চি এবং দিন শব্দে এন্থলে উহাদের অভিমানী দেবতা বুঝাইতেছে।

ন চ প্রজাপতিবাক্যাদে শ্রুত-পরবিত্যাঙ্গভূতাত্মপ্রাপ্তিবিষয়া ইয়ন্ 'ভত ইথং বিহুঃ' ইতি গতিশ্রুতিঃ 'যে চেমেহরণ্যে শ্রদ্ধাং তপ ইত্যুপাসতে' (ছাঃ উঃ এ১০০১) ইতি পরবিত্যায়াঃ পৃথক্শ্রুতিবৈয়র্থ্যাৎ।

পঞ্চাগ্নিবিজ্ঞারাং চ 'ইতি তু পঞ্চ্যা-মাহুতাৰাপঃ পুরুষৰচমো ভৰন্তি' (ছাঃ উঃ ৫।৯।১) ইতি 'রমণীয়চরণাঃ' কপুয়চরণাঃ (ছাঃ छेः ७।५०।१) পূণ্যপাপহেতুকো মনুষ্যাদি-ভাবো অপাম্ এব ভূতান্তর-সংস্প্রানাম আত্মনস্ত 🖟 তৎপরিষঙ্গ-মাত্রম ইতি চিদচিতোর্বিবেকম্ অভিধায় "ডভ ইখং বিদ্বংতেইটিষমভি-সংভবন্তি' (ছাঃ উঃ ৫।১০।১ ) 'ইমং মানব-गावर्जः नावर्जस्य ( हाः छः ८।५०।०) ইতি বিবিক্তে চিদচিধস্তনি ত্যাজ্য-প্রাপ্যতয়া চ 'তত্ত ইখং ভয়া বিছ্নস্তেইর্চিরাদিনা গচ্ছন্তি ন পুনরাবর্ত্তন্তে' ইতি উক্তম্ ইতি গ্ৰাতে 1

প্রাপ্ত হন কিন্তু এই আত্মবস্তুকে ব্রহ্মাত্মক-রূপে উপাসনা করেন তাঁহারাও সাক্ষাৎ পরত্রন্ধের উপাদকের স্থায় পরত্রন্ধকেই প্রাপ্ত হন\* )। যদি প্রজাপতিবাক্যে পরাবিভার অঙ্গভূত বণিত প্রাপ্তির বিষয় শ্রুতির সহিত পর্যব্রন্ধ-প্রাপ্তিরূপ গতিবিষয়ক এই শ্রুতির না হয় তাহা হইলে 'যাহারা অরণ্যে বাস করিয়া শ্রদ্ধাসহকারে 'তপঃ' শব্দবাচী ব্রন্মের উপাসনা করে' (অঙ্গীরূপ) পরা-বিভার এই পৃথক শ্রুতির অর্থ ব্যর্থ হইয়া পড়ে। পুনরায় পঞ্চাগ্নি বিভাতে 'পঞ্চম আহতিতে জল পুরুষবাচ্য হইয়া পড়ে' আচরণকারী সুন্দর প্রাপ্ত হন ও মন্দ আচরণকারী মন্দ শরীর প্রাপ্ত হন' — এইছটি শ্রুতিবাক্যে বিবে-চিত হইয়াছে যে পুণ্যপাপজনিত মনুষ্যাদি বিভিন্ন পাঞ্চভৌতিক দেহ জলজনিতই। বিভিন্ন জীবদেহ সংশ্লিষ্ট আলবস্তুর দেহের সহিত সম্বন্ধ কেবল সম্পাত্র। এইপ্রকারে চেতনবস্তু (আত্মা) এবং অচে-তন বস্তুর (দেহাদির) বিভিন্নতা উপদেশ দিয়া 'উহাকে (আত্মবস্তুকে) যিনি এই প্রকারে জানেন, তিনি অর্চিকে প্রাপ্ত হন', 'তিনি এই মনুষ্যলোকে প্রত্যাবর্ত্তন করেন না', এই শ্রুতিবচন দ্বারা উক্ত পুথক্-কৃত চেতন এবং জড়বস্তুর মধ্যে একটিকে ত্যাজ্যরূপে অক্টাকৈ প্রাপ্যরূপে প্রতিপন্ন করিয়া উপসংহার করা হইয়াছে যে 'যিনি এই আত্মবস্তুকে এইপ্রকার জানেন তিনি व्यक्तितानिमार्श गमन करतन धवः श्रुनतात्र এই সংসারে ফিরিয়া আসেন না'--এইরূপ বুঝিতে হইবে।

\*—এ বিষয়ে বিশেষ যুক্তি এবং বিচার গীতার এই শ্লোকের (৮।২৩) রামানুজভাষ্কের টিপ্পনীতে এবং বেদাস্তস্ত্ত্তের ৪।৩।১৪ স্তত্তের ঞ্জিভাষ্কেও ঞ্জিভাষ্কের শ্রুতপ্রকাশিত টীকায় দ্রষ্টব্য।

আত্মযাথাত্ম্যবিদঃ পর্মপুরুষনিষ্ঠপ্ত চ 'দ এনান্ বন্দ্র গণয়তি' (ছাঃ উ: ব্ৰহ্মপ্ৰাতিবচনাৎ ইতি 815010) অচিদিযুক্তম্ আত্মবস্ত ব্ৰহ্মাত্মকতয়া ব্রদ্ধবৈতকরসম্ ইত্যুমুসংধেয়ম্। তৎক্রতুন্তায়াচ্চ পরশেষতৈকরসত্বং চ 'য আগুনি তিষ্ঠন্যসাথা শরীরম্' ইত্যাদি-(শঃ বাঃ ১৪/৬/৫/৫/৩০ ) শ্রুতিসিদ্ধম্। অত্র কালশব্দো মার্গস্থ অহঃপ্রভৃতি-সংবৎসরান্তকালাভিমানিদেবতাভূয়-खग्ना गार्ट्या नक्षार्थः, यित्रान् गार्ट्य প্রযাতা যোগিনো অনার্ত্তিং পুণ্যকর্মাণঃ চ আবুজিং যান্তি, তং মার্গং বক্যামি

ইত্যৰ্থঃ গংখা

'তিনি ইহাদিগকে ব্রশ্নপ্রাপ্তি করাইরা দেন', এই শ্রুতি যখন যথার্থ আত্মস্বন্ধজ্ঞ এবং পরমপুরুষনিষ্ঠ এই উভরপ্রকার উপাসকদিগেরই ব্রশ্নপ্রাপ্তি উপদেশ দিতে-ছেন, তখন পুর্বোক্ত এই অচিৎবিযুক্ত আত্মবস্তু যে ব্রশ্নাত্মক এবং একমাত্র পরম-ব্রশ্নের শেববস্তুরূপ গুণযুক্ত এইরূপ অন্থ-সন্ধান করিতে হইবে।

'তৎক্রতুষ্ঠায়ের'\* হিসাবেও সিদ্ধ হয় যে (পঞ্চাগ্লিবিত্যানিষ্ঠ পুরুষ কেবল আত্মার উপাসক নহেন, তিনি পর্ম-ব্রহ্মাত্মকর্মপে নিজ আত্মার অন্তুসদ্ধান করিয়া থাকেন।) শুদ্ধ আত্মা একমাত্র পর্মব্রহ্মের শেষবস্তুরূপ গুণ্যুক্ত এবং 'থিনি আত্মার অভ্যন্তরে অবস্থিত থাকেন (অতএব) আত্মা বাঁহার শরীর' ইত্যাদি শ্রুতিও এই সিদ্ধান্ত প্রতিপাদন করিতে-ছেন।

এন্থলে (অর্চিরাদিমার্গে) 'দিন' হইতে আরম্ভ করিয়া 'দংবৎসর' পর্যন্ত বহুপ্রকার কালাভিমানী দেবতাগণের বর্ণনা থাকার জন্ত 'কাল' শব্দ ব্যবন্তত হইয়াছে। যে মার্গে গমনকরতঃ যোগিগণ (আত্মাথা এবং পরমপুরুষকে প্রাপ্তিকামী) অপুনরাবৃত্তি বা সংসারে পুনরাগমনরহিত অবস্থা প্রাপ্ত হন এবং পুণ্যকর্মী (ঐশ্বর্যকামী) পুরুষগণ যে মার্গে গমন করতঃ পুনরায় সংসারে প্রত্যাবর্ত্তন করেন সেই মার্গছয় আমি তোমাকে বর্ণনা করিব॥২৩॥

<sup>\* &#</sup>x27;তৎক্রতু স্থায়' — উপাসক উপাসনার (ক্রতুর) অনুগুণ ফ্রল প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

জানিজ্যোতিরহঃ শুক্লং যথাসা উত্তরায়ণম্।
তত্ত্ব প্রয়াতা গচ্ছন্তি ত্রন্ধ ত্রন্ধবিদো জনাঃ ॥২৪॥
ধূনো রাত্রিস্তথা কৃষ্ণঃ যথাসা দক্ষিণায়নম্।
তত্ত্ব চাক্রমসং জ্যোতির্যোগী প্রাপ্য নিবর্ত্ততে ॥২৫॥
শুক্রকৃষ্ণে গতী ছেতে জগতঃ শ্বাশ্বতে মতে।
একয়া যাত্যনাবৃত্তিমগুয়াবর্ত্ততে পুনঃ ॥২৬॥
নৈতে স্থতী পার্থ জানন্ যোগী মুক্ততি কশ্চন।
তক্ষাৎ সর্বেষু কালেষু যোগমুক্তো ভবার্জুন ॥২৭॥

### সরলার্থ-

( আত্মনিষ্ঠ এবং পরমপুরুষনিষ্ঠগণের সাধারণ অচিরাদিগতির কথা বলিতেছেন।)
যে মার্গে অগ্নি দিন, শুরুপক্ষ, উত্তরায়ণ ও যন্মাস প্রভৃতির অভিমানী দেবতা অবস্থিতি
করিতেছেন সে পথে (দেবখান বা ব্রহ্মপথে) গমন করতঃ ব্রহ্মোপাসক ব্রহ্মজ্ঞপুরুষণণ
(নিজ নিজ অভিলযিত প্রকারে) ব্রহ্মবস্তুকে প্রাপ্ত হন। অর্থাৎ জ্ঞানী পুরমব্রহ্মের
উপাসক পরমব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন এবং আত্মার্থীর্মপে ব্রহ্মউপাসক প্রকৃতি বিযুক্ত আত্মস্বর্মপ
রূপ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন॥২৪॥

(এই শ্লোকে ঐশ্বর্যার্থী পুণ্যকর্মকারীগণের গতি বলিতেছেন)

ধূম রাত্রি কৃষ্ণপক্ষ এবং দক্ষিণায়ন ও বন্মাস এই সকলের অভিমানী দেবতাগণ যে স্থানে অবস্থান করেন, সেই পথে গমন করিয়া ইষ্টপুর্তখননাদি পুণাক্ষী যোগী চন্দ্র সম্বনীয় জ্যোতিলোক (স্বর্গলোকে) প্রাপ্ত হন। এবং (পুণ্যফলভোগের অবসানে) পুনরায় মর্ত্তলোকে প্রত্যাবর্তন করেন॥২৫॥

শুক্রমার্গ ( অর্চিরাদি মার্গ ) এবং কৃষ্ণমার্গ (ধুমাদিমার্গ) এই ছটি জগতের আবহমান-কাল হইতে শ্রুতি-প্রসিদ্ধই আছে। তন্মধ্যে একটিতে ( শুক্রমার্গে ) গমন করিলে আর পুনরায় ফিরিয়া আসিতে হয় না, এবং অপরটিতে (ধুমমার্গে) গমন করিলে পুনরায় এই সংসারে ফিরিয়া আসিতে হয় ॥২৬॥

হে অর্জ্বন, অর্চিরাদিমার্গের অপুনরাবৃত্তিরূপ গুণ এবং ধূমাদিমার্গের পুনরাবৃত্তিরূপ নোষ বিচারপূর্বক অর্চিরাদিগতি উপাদেয় এবং ধূমাদিগতি ত্যাজ্য এই জ্ঞান উৎপন্ন হইলে প্রয়াণকালে কোনও উপাসকই মোহাচ্ছন্ন হন না। অতএব তুমি সর্বদা অর্চিরাদিমার্গ চিন্তনরূপ যোগযুক্ত হও ॥২৭॥

## রামান্তজভাষ্য-

অগ্নি: জ্যোতিরহ: শুক্ন: বগাসা উওরায়ণম্, ইতি সংবৎসরাদীনাং প্রদর্শনম্॥২৪॥

## বঙ্গান্তুবাদ—

অগ্নিরূপ জ্যোতি দিন শুক্লপক্ষ এবং উত্তরায়ণের ছয়নান — এইরূপ উক্তি সংবৎসর প্রভৃতিরও অর্থবোধক॥২৪॥ এতৎ চ ধূমাদিমার্গস্থ পিতৃলোকাদেঃ প্রদর্শনম্। অত্র যোগিশব্দঃ পুণ্যকর্ম-সম্বন্ধিবিষয়ঃ ॥২৫॥

শুক্লা গতিঃ অচিরাদিকা কৃষ্ণা চ ধূমাদিকা। শুক্লয়া অনাবৃতিং যান্তি কৃষ্ণয়া তু প্ন: আবর্তন্তে। শুকুকুফে গতী জ্ঞানিনাং বিবিধানাং পুণ্যকর্মণাং চ শ্রুতো শাখতে মতে। 'তম্ম ইখং বিছুর্বে চেমেহরণ্যে শ্রদ্ধাং তপ ইত্যুপাসতে তেহটিবমভিসংভবন্তি।' ( हाः छः ८।००।०) अथ य हेर्न जारम ইষ্টাপুর্ত্তে দত্তমিত্যুপাদতে তে ধূমমভি-সম্ভবন্তি' ( ছা: উ: ৫।১০।৩ ) ইতি॥২৬॥ এতো गार्जी जानन् যোগী প্রেরাণকালে কশ্চন ন মৃষ্ঠতি অপি তু স্বেন এব দেবযানেন পথা যাতি। তশাদ অহরহঃ অর্চিরাদিগতিচিত্ত-নাখ্যবোগযুক্তো ভব ॥২৭॥

. এই শ্লোকে কথিত ধুম রাত্রি প্রভৃতি
শব্দও ধুমাদিমার্গে অবস্থিত পিভৃলোকাদিরও অর্থবাধক এবং এই শ্লোকোক্ত
'যোগী'শব্দ পুণ্যকর্মা পুরুষদের বাচক ॥২৫॥

অটিরাদিমার্গ গুক্লা (জ্যোতির্ময়) এবং ধুমাদিমার্গ কৃষ্ণা (অন্ধকারময়), শুক্লামার্গের দারা অপুনরাবৃত্তি প্রাপ্ত হয় এবং কৃষ্ণা-गार्जित चाता श्रनतातृष्ठि হয়। छानी-দিগের এই শুক্লামার্গে গমন এবং প্ণ্য-क्यांतित এই कुकामार्ल जमन त्य व्यनानि-কাল হইতে ব্যবস্থিত আছে তাহা শ্রুতি-সিদ্ধ। যথা, এক শ্রুতি বলিতেছেন— 'দেই আত্মবস্তুকে যিনি এইপ্রকারে জানেন এবং অরণ্যে শ্রদ্ধার সহিত তপঃরূপ ব্রহ্মকে যিনি উপাদনা করেন তিনি অচিকে প্রাপ্ত হন এবং অন্ত একটি শ্রুতি বলিতে-ছেন— যে এই সকল গ্রামে অবস্থানকরতঃ इंहे पूर्ख (कृप पूक्र तिनी चानि यनन) धनः नानानि नकाम भुगुकर्म कतिया थाटक रम धृमगार्ल गमन करत ॥२७॥

এই ছটি মার্গকে জ্ঞাত আছেন এইরূপ কোনও যোগী পুরুষ মরণকালে মোহাচ্ছর হন না। উপরস্ক তিনি নিজ দেবষানমার্গে (অর্চিরাদিলোকাভিমানিনী দেবতাচিছিত মার্গ) দিয়া গমন করেন। অতএব হে অর্জুন, তুমি সর্বদা অর্চিরাদিগতির চিন্তা-রূপ যোগে \* বুফু হও॥২৭॥

श्वात—व्यात 'शात' मक 'शान' त्वाधक।

রামান্তজভাষ্য—

অ্থ অধ্যায়ন্বয়োদিতশাস্ত্রার্থ-

বেদনফল্ম আহ—

বঙ্গান্তবাদ---

( এই অধ্যায় এবং এতৎপূর্ব অধ্যায়ের উপদিষ্ট ভগবানের মাহাজ্যরূপ শাস্ত্রার্থ জ্ঞানের ফল পরিশেষে উপদেশ দিয়া অধ্যায়ের সমাপ্তি করিতেছেন)

বেদেয় যজ্ঞেয় তপঃস্থ চৈব
দানেয় যৎ পুণ্যফলং প্রদিষ্টম্।
অত্যেতি তৎ সর্বামিদং বিদিত্বা
যোগী পরং স্থানমুপৈতি চাঞ্চম্ ॥২৮॥

সরলার্থ—

বেদাভ্যাসে বিবিধ শাস্ত্রীয় যজ্ঞাত্মন্তানে অনশন চান্দ্রায়ণাদি কায়ক্লেশরূপ
তপস্তাদিতে যে সব পুণ্যফলের কথা শাস্ত্রে কথিত হইরাছে এই অধ্যায়ে এবং
পূর্বঅধ্যায়ে উপদিষ্ট অক্ষরতত্ত্ব পরব্রহ্মতত্ত্ব এবং ভগবন্মাহাল্ম বিদিত হইলে জ্ঞাতাপুরুষ
সেইসকল পুণ্যফল অতিক্রুম করেন এবং সেই জ্ঞানীভক্ত (যোগী) আদিভূত বিষ্ণুর
পরমপদ প্রাপ্ত হন ॥২৮॥

রামানুজভায্য—

ঋগ্যজুংসামাথর্বরূপবেদাভ্যাস্যজ্ঞতপোদানপ্রভৃতিষু সর্বেষু পুণ্যেষু যৎ
ফলং নির্দিষ্টম্ ইদ্য্ অধ্যায়দ্বয়োদিতং
ভগবন্ধাহাদ্ম্যং বিদিদ্ধা তৎ সর্বম্
অত্যেতি এতদ্বেদনস্থখাতিরেকেণ
তৎ সর্বং ভূণবৎ মন্মতে। যোগী
জ্ঞানী চ ভূদ্বা জ্ঞানিনঃ প্রাপ্যং পরম্
আ্যাং স্থানম্ উপৈতি ॥২৮॥

বঙ্গান্তুবাদ---

ঋক্ বজু সাম এবং অথর্ব এই চতুর্বেদের
অভ্যাস বজ্ঞ তপ এবং দানে যে সকল
পুণ্যফলের কথা শাস্ত্রে নির্দিষ্ট হইয়াছে,
এই অধ্যায়দ্বয়ে উপদিষ্ট ভগবন্মাহাদ্ম্য
বিদিত হইয়া জ্ঞাতাপুরুষ সেই সমস্ত
পুণ্যফল অতিক্রম করিয়া যান অর্থাৎ
ভগবৎবিষয়ের এই সকল জ্ঞানের জন্ম
অতিশয় আনন্দ উপভোগ করতঃ তিনি
এইসব পুণ্যফলকে ভৃণবৎ জ্ঞান করেন।
এই জ্ঞাতাপুরুষ যোগী এবং জ্ঞানী হইয়া
জ্ঞানীর উপযুক্ত পরম আদিস্থান প্রাপ্ত
হন ॥২৮॥

অক্ষর-পরমব্রহ্মযোগনামক অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত

# নব্ম অধ্যায়

রাজবিত্যা-রাজগুহ্ যোগ

রামানুজভায়া—

উপাসকভেদনিবন্ধনা বিশেষাঃ

প্রতিপাদিতাঃ, ইদানীম্ উপাস্তস্থ

পরমপুরুষশু মাহাত্ম্যং জ্ঞানিনাং চ

বিশেষং বিশোধ্য ভক্তিরপস্থ

উপাসনস্থ স্বরূপম্ উচ্যতে—

#### বঙ্গান্মবাদ—

উপাসনার বিভিন্ন অধিকারীভেদের জন্ম তাহাদের প্রজ্যেকের পক্ষে বিশেষ জ্ঞাতব্য এবং উপাদের বিষয়ের কথা গত ছটি অধ্যায়ে প্রতিপাদন করা হইয়াছে। এখন এই নবম অধ্যায়ে উপাস্থ পরমপুরুষের মাহাল্ম্য এবং জ্ঞানী অধিকারিগণের সম্বন্ধে বিশিষ্ট বিষয়গুলি বিশোধন\* করিয়া ভক্তিরূপ উপাসনার স্বরূপ বলিতেছেন।

\*বিশোধন—কোনও বিষয়ে অনুক্ত জ্ঞাতব্য তথ্য-গুলি মুখান্তরে বর্ণনা করিয়া তদ্বিষয়ক বিবৃতিকে পূর্ণতর করণ।

ইদস্ত তে গুহুতমং প্রবিক্ষ্যাম্যনসূয়বে। জ্ঞানং বিজ্ঞানসহিতং যজ্জাত্বা মোক্ষ্যসেহশুভাৎ ॥১॥

সরলার্থ-

শ্রীভগবান কহিলেন— হে অজ্জুন, তুমি অস্থারহিত অর্থাৎ শাস্ত্রবিশ্বাসশালী, অতএব আমি তোমায় এখন ভগবন্ত জিরূপ উপাসনানামক গুছতম জ্ঞান এই উপাসনার অন্তর্গত বিশেষজ্ঞানের সহিত প্রকৃষ্টরূপে উপদেশ দিতেছি। এই জ্ঞান লাভ করিলে এবং তদম্বায়ী অন্তর্গান করিলে তুমি মৎপ্রাপ্তি বিরোধী অম্লল হইতে মুজিলাভ করিবে॥>॥

রামান্তজভায্য---

ইদং তু তে শুহৃতমং ভক্তিরূপম্ উপাসনাখ্যং জ্ঞানং বিজ্ঞানসহিত্য উপাসনগতিবিশেষজ্ঞানসহিত্য অন-স্বয়বে তে প্রবক্ষ্যামি। মদ্বিষয়ং

### বঙ্গানুবাদ---

(হে অজুন) তৃমি আমার অদোষদশী বিশ্বাসী ভক্ত সেজক্স আমি তোমাকে
এই শুক্তম ভক্তিরূপ উপাসনা নামক
জ্ঞানের বিষয় এই উপাসনার অন্তর্গত
বিশেষ জ্ঞানের সহিত প্রকৃষ্টরূপে
বলিতেছি—

সকলেতরবিসজাতীয়ন্ অপরিমিত-প্রকারং নাহান্ম্যং শ্রুত্বা এবন্ এব সংভবতি ইতি নন্ধানায় তে প্রবক্ষ্যামি ইত্যর্থঃ। যদ জ্ঞানন্ অনুষ্ঠানপর্যন্তং জ্ঞাত্বা মৎপ্রাপ্তি-বিরোধিনঃ সর্বস্মাদ্ অগুভাৎ গোক্ষ্যসে ॥১॥

অভিপ্রায় এই যে, অন্তান্ত সমন্ত
পদার্থ ইইতে বিলক্ষণ মদিবয়ক অনন্ত
মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া 'এই বস্ত নিশ্চিত
এইপ্রকার' এইরূপ বিশ্বাসশালী মন্তক্ত
ভোমাকে প্রকৃষ্টরূপে উপদেশ দিব, যে
জ্ঞান অমুষ্ঠান পর্যন্ত জ্ঞাত হইয়া তৃমি
আমার প্রাপ্তিবিরোধী সকল অমঙ্গল বা
পাপ হইতে বিমৃক্ত হইবে॥১॥

# রাজবিত্তা রাজগুহুং পবিত্রমিদমুত্তমম্। প্রত্যক্ষাবগমং ধর্ম্যং কর্ত্তুমব্যয়ম্॥২॥

(পুর্বশ্লোকোক্ত জ্ঞানের প্রশংসা করিতেছেন। )

পূর্বশ্লোকোক্ত ভক্তিরূপ উপাসনা বিষয়ক এই জ্ঞান যাবংবিদ্যার মধ্যে এবং যাবং গোপনীয় রহস্তজ্ঞানের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং পরম পবিত্র। এই জ্ঞান এবং তদমুখারী উপাসনা বা অমুষ্ঠান উপাস্ত বস্তুকে উপাসকের প্রত্যক্ষগোচর করিয়া দেয়। অতএব ইহা শ্রেয় বস্তুর শ্রেয়সাধনরূপ ধর্ম এবং অত্যন্ত প্রীতির সহিত অমুষ্ঠানযোগ্য। এই জ্ঞানের কথনও বিনাশ নাই অর্থাৎ জীবের মৃক্ত অন্স্থাতেও এই জ্ঞান অমুবর্তন করে॥২॥

### রামানুজভায্য-

রাজনিভা বিভানাং রাজা রাজভহং শুহ্মানাং রাজা, রাজ্ঞাং বিভেতি বা রাজবিভা, রাজানো হি বিস্তীর্ণাগাধ-মনসঃ, মহামনসাম্ ইয়ং বিভা ইত্যর্থঃ।

মহামনস এব গোপনীয়গোপনকুশলা ইতি তেষাম্ এব গুছম্
ইদম্। উত্তমম্ পবিত্রং মৎপ্রোপ্তিবিরোধ্যশেষকল্মযাপহং প্রত্যক্ষাবগমম্, অবগম্যতে ইতি অবগমো
বিষয়ঃ, প্রত্যক্ষভূতঃ অবগমো

### বঙ্গান্তবাদ—

(বক্ষামান এই জ্ঞান) রাজবিত্যা, সকল
বিভার রাজা, এবং রাজগুরু সমন্ত গোপনীয় বা রহস্তজ্ঞানেরও রাজা। অথবা
রাজাদিগের বিভা অতএব রাজবিভা
কারণ রাজাগণই বিশাল এবং অগাধ
মনবিশিপ্ত হইয়া থাকেন, অতএব এই বিভা
মহামনা পুরুষদের জন্মই। এইরূপ মহামনা পুরুষগণই গোপনীয় বিষয়কে গোপন
রাখিতে নিপুণ। এইরূপ গোপন-কুশল
মহামনাদেরই এটি গোপনীয় জ্ঞান। এই
জ্ঞান পরম পবিত্র অর্থাৎ মৎপ্রাপ্তিবিরোধী
অনন্ত পাপের নাশক। ইহা উপান্ত বস্তকে
প্রত্যক্ষ করাইতে সমর্থ।

বিষয়ো যশ্য জানশ্য তৎ প্রত্যক্ষাবগমন্, ভক্তিরপেণ উপাসনেন
উপাশ্যমানঃ অহং তদানীম্ এব
উপাসিতুঃ প্রত্যক্ষতাম্ উপাগতো
ভবামি ইত্যর্থঃ।

ধর্ম্যং ধর্মাদ অনপেতং निः (अंग्रजनाथनवम् ; হ ধর্মত্বং এব অত্যর্থপ্রিয়ত্বেন স্বরূপেণ তদানীম্ এব মদদর্শনাপাদনভয়া চ নিঃশ্রেয় সরূপম্ অপি নির-স্বয়ং তিশয়নিঃশ্রেয়সরপাত্যন্তিক মৎ-প্রাপ্তিসাধনম্ ইত্যর্থঃ। অত এব স্মুখং কতুং স্মুস্থোপাদানম্,অভ্যর্থ-প্রিয়ত্বেন উপাদেয়ম্ ; অব্যয়ম অক্ষয়ং মৎপ্রাপ্তিং সাধয়িত্বা অপি ন কীয়তে। এবংরপ্র স্থয়ং উপাসনং কুর্বতো মৎপ্রদানে কুতে অপি ন কিঞ্চিৎ কুতং ময়া ইতি মে প্ৰতিভাতি ইত্যৰ্থঃ ॥২॥

(ব্যাকরণোক্ত পদগঠনদারা অর্থ নির্ণয়
করিতেছেন।) 'অবগম্যতে' এই পদের
দারা বুঝা যায় যে 'অবগম' শব্দের অর্থ
হইতেছে জ্ঞাতব্য বিষয়, এই অবগম বা
জ্ঞাতব্য বিষয় যে জ্ঞানের দারা প্রত্যক্ষীকৃত হয় সেই জ্ঞানই 'প্রত্যক্ষাবগম'।
তাৎপর্য এই যে, ভক্তিরূপ উপাসনাদারা
উপাস্থবস্তু আমি তৎকালেই উপাসকের
প্রত্যক্ষগোচর হই।

এতম্যতিরিক্ত এই জ্ঞান ধর্ম্য অর্থাৎ ধর্ম হইতে বিচ্যুত নছে। যে উপায় দারা শেয়বস্তু প্রাপ্ত হওয়া যায় সেই উপায়কে धर्म वर्ला এই छान अज्ञ পতः आगात অত্যন্ত প্রিয় বলিয়া তৎকালেই আমার দর্শনলাভ করাইয়া দেয়। অভিপ্রায় এই যে, এই জ্ঞান স্বয়ং অত্যন্ত শ্রেয়রূপ এবং তছপরি নিরতিশয় কল্যাণকর আমার যে আত্যন্তিক প্রাপ্তি সেই প্রাপ্তির সাধনস্বরূপ বা উপায়স্বরূপ। অতএব এই জ্ঞানের অজ্জন ও অনুষ্ঠান সুখস। ध বা স্থগম এবং অতিশয় প্রিয়বস্ত বলিয়া এই জ্ঞান উপাদের। ইহা অব্যয় বা অক্ষয় वर्था९ वागात প्राश्चिमाधन করাইবার পরেও এই জ্ঞান ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না। অভিপ্রায় এই যে, এইরূপ (গুণবিশিষ্ট) উপাসনার অমুষ্ঠানকর্তাকে নিজেকে প্রদান করিলেও আমার মনে হয় যে আমি এই উপাসকের কিছুই জন্ম করিলাম না ॥২॥

# অপ্রেদ্ধানাঃ পুরুষ। ধর্মস্তাস্ত পরন্তপ। অপ্রাপ্য মাং নিবর্ততে মৃত্যুসংসারবল্প নি ॥৩॥

# সরলার্থ-

হে পরন্তপ অজ্জুন, এই ভক্তিরূপ উপাসনানামক ধর্মের প্রতি যাহাদের শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস নাই তাহারা আমাকে লাভ করিতে পারেনা এবং তাহারা স্বরূপনাশক মৃত্যুক্রপ এই সংসারচক্রে নিরন্তর ভ্রমণ করিতে পাকে ॥৩॥

রামান্থজভায্য-

ত্রিপাসনাখ্যন্ত ধর্মন্ত

নিরতিশয়প্রিয়মিদ্বিয়তয়া স্বয়ং

নিরতিশয়প্রিয়রপক্ত পরম
নিঃপ্রেয়সম্বর্রপমৎপ্রাপ্তিসাধনন্ত

অব্যয়ন্ত উপাদানযোগ্যদশাং প্রাপ্য

অব্যয়ন্ত উপাদানযোগ্যদশাং প্রাপ্য

অব্য়ন্ত উপাদানযোগ্যদশাং প্রাপ্য

অব্য়ন্ত উপাদানযোগ্যদশাং প্রাপ্য

অব্য়ন্ত উপাদানযোগ্যদশাং প্রাপ্য

অব্য়ন্ত উপাদানযোগ্যদশাং প্রাপ্ত

অব্য়ন্ত বিশ্বলাগ্র

অব্য়ন্ত উপাদানযোগ্যদশাং প্রাপ্ত

অব্য়ন্ত বিশ্বলাগ্র

অব্য়ন্ত বিশ্বল

# বঙ্গানুবাদ—

এই উপাসনা নামক ধর্ম নিরতিশয় প্রীতির বস্তুরূপ আমার সম্বন্ধীয় উপাসনা। যাহা প্রং ও নির্ভিশয় প্রীতিরূপ এবং পর্ম কল্যাণ্ময় আমার প্রাপ্তির অক্ষয় উপায়ম্বরূপ। এবম্বিধ ধর্ম অবলম্বনের উপযুক্ত অবস্থা (মহুয়া জনা) প্রাপ্ত হইয়াও যদি মহুষ্য এ বিষয়ে अफ्राविशेन हश, जाश हहेल अहे शर्भव প্রতি বিখাস নাই বলিয়া ইহার অর্জনে काहारता भुता ना निरमय आश्रह शारक ना। এরূপ পুরুষেরা আমাকে লাভ কবিতে পারে না, মৃত্যরূপ সংসারচক্তে নিরন্তর ভ্রমণ করিতে পাকে। (অর্থাৎ এইরূপ পর্ম কল্যাণকর উপায় থাকিতেও সে মহ্য তাহার প্রতি অবিশাসী হইয়া সংসার-সমৃদ্রে ডুবিয়া থাকে।) অহো! এটি মহা আশ্চর্যের বিষয় ॥৩॥

রামানুজভায্য—

শূণু তাবৎ প্রাপ্যভূতভা মম

অচিন্ত্যমহিমানম্—

### বঙ্গান্তবাদ—

অতঃপর ১০ম শ্লোক পর্যন্ত পরমপুরুষ ভগবানের অসাধারণ মহিমার কথা বলিতেছেন। ৪র্থ, ৫ম শ্লোকে এই মহি-মার বিশেষ বর্ণনা করিতেছেন। ময়া ততমিদং সর্বাং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা।
মংস্থানি সর্বাভূতানি ন চাহং তেম্বস্থিতঃ ॥৪॥
ন চ মংস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্।
ভূতভূম চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ ॥৫॥

সরলার্থ-

এ জগতে চেতন ও অচেতনবিশিষ্ট সমগ্র বস্তুর মধ্যে আমার অপ্রকাশিত স্বরূপের দার। আমি, (অস্তর্যামী, নিয়মনকর্ত্তা, ধারক এবং শেবীরূপে) ব্যাপ্ত হইয়া আছি। অতএব বিশ্বচরাচর সর্বভূত আমাতেই স্থিত। অর্থাৎ অস্তর্য্যামীরূপ আমারই আয়ন্তাধীন। আমার স্থিতি কিন্তু তাদের আয়ন্তাধীন নহে॥৪॥

জল প্রভৃতি স্থুলবস্তু যেমন ঘটপ্রভৃতি স্থুলবস্তুর ভিতরে থাকে বলিয়া ঘটাদি পাত্রকে জলাদি তরলবস্তুর আধার বা ধারক বলা হয়,এই ভূতবর্গ আমার মধ্যে কিন্তু ঠিক সেভাবে স্থিত নহে এবং আমি ভূতবর্গের সেভাবে ধারক নহি। কিন্তু আমার সঙ্কল্প বা ইচ্ছার দ্বারাই অপ্রকাশিত স্থন্দরপে আমি এই ভূতবর্গের ধারক হইয়া আছি। আমার এই শ্রুম্বরিক যোগ বা অঘটনঘটনপটিয়সী আশ্চর্যাশক্তি লক্ষ্য কর। আমি ভূতগণের ভর্তাবা ভরণকর্তা কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ভূতগণের মধ্যে আমি স্থিত নহি অর্থাৎ আমি ইহাদের সহিত সঙ্গরহিত এবং ইহাদের দ্বারা কোন উপকারের প্রয়োজন আমার নাই। উপরস্তু আমি মৎসঙ্কল্পদারা এই ভূতবর্গের ভাবয়িতা বা ধারক ও নিয়ন্তা ॥৫॥

ধর্ধ শ্লোকে বলিয়াছেন—হে অর্জ্জুন 'সর্বভূতানি মংস্থানি' সর্বভূতবর্গ আমাতে দ্বিত। আবার এই ৫ম শ্লোকে বলিতেছেন 'ভূতানি মং স্থানি চ ন' ভূতবর্গ কিন্তু আমাতে স্থিত নহে। এই ছুটি বচন আপাততঃ বিরুদ্ধরূপে প্রতীত হইলেও প্রকৃত অর্থ অমুধাবনে ইহার সমাধান হইনে। যথা—আমি অন্তর্য্যামীরূপে সর্ববস্তুতেই ব্যাপ্ত বলিয়া সর্ববস্তুই আমার আয়ন্তাধীন এবং আমিই সর্ববস্তুর ধারক, অতএব জগৎ আমা তেই অবস্থিত বলিতে পার। কিন্তু আমার ভিতর তাহাদের এই স্থিতি, একটি স্থুলবস্তু (জল) যেমন আর একটি স্থুলবস্তু ঘটের আধারে থাকে এবং এই স্থিতির জন্ম ঘটটী জলের ধারক হয়, আমার ধারকত্ব সে প্রকার নহে। আমি জগতের মধ্যে নিজ সম্বন্ধরাই স্ক্রেরপে স্থিত বা ব্যাপ্ত হইরা ইহাদের ধারকরূপে অবস্থিত

वहेक्रभ वृवित्त।

রামানুজ ভায্য—

ইদং চেতনাচেতনাত্মকং ক্বৎস্নং জগদ্

অব্যক্তমূর্তিনা অপ্রকাশিতস্বরূপেণ

বঙ্গান্তবাদ--

এখন প্রাপ্যবস্তু আমার অচিন্ত্য-মহি-মার বিষয় শ্রবণ কর—

চেতন এবং অচেতন পদার্থবিশিষ্ট এই সমগ্র জগৎ অব্যক্তমৃত্তি আমাকতৃ কি ব্যাপ্ত

ময়া অন্তর্যামিণা তত্য। অস্ত জগতে। ধারণার্থং নিয়মনার্থম্ চ শেষিত্বেন ব্যাপ্তম ইত্যৰ্থঃ। যথা অন্তৰ্যামি-**लाकार**ण 'यः शृथिवाः जिष्ठेन्...यः পৃথিবী ন বেদ' (বুঃ উঃ ৩।৭।৩) 'য আত্মনি তিঠন্…যমাত্মা न दनक' ্ৰাঃ পঃ বাঃ ১৪।৬।৫।৫।৩০) ইভি চেতনা-চেত্ৰবস্তুজাতৈঃ অদৃষ্টেন অন্তর্যা-মিণা- তত্ত্ৰ তত্ত্ৰ ব্যাপ্তঃ উক্তা। ভতে যংস্থানি সর্বভূতানি সর্বাণি ভুতানি ময়ি অন্তর্যামিণি স্থিতানি, তত্ত এব ব্ৰাহ্মণে 'যস্ত পৃথিবী শরীরং যঃ পৃথিবীমন্তরো যময়তি' (বুঃ উঃ ভাগত) 'যস্তাত্মা শরীরং য আত্মানমন্তরো যময়তি' (শঃ পঃ বাঃ ১৪।৬।৫।৫।৩০) ইতি শরীরত্বেন নিয়াম্যত্বপ্রতিপাদনাৎ। তদায়ত্তে স্থিতিনিয়ননে প্রতিপাদিতে শেষিত্বং চ, ন চ অহং তেষু অবস্থিত: অহং তু ন তদায়ত্তস্থিতিঃ, মৎস্থিতৌ তৈঃ ন কশ্চিৎ উপকার ইত্যর্থঃ ॥৪॥

— অপ্রকাশিতস্বরূপ অন্তর্যামীরূপে আমি
র্যাপ্ত হইয়া আছি। তাৎপর্য এই যে
আমিই এই সমগ্র জগতের ধারক নিয়ামক
এবং শেষী (স্বামী), সেইজক্স আমি এই
জগতের যাবৎ চেতনাচেতন পদার্থমধ্যে
ব্যাপ্ত হইয়। আছি। 'যিনি পৃথিবীমধ্যে
অবস্থিত কিন্ত পৃথিবী বাঁহাকে জানে না'
'যিনি আত্মার ভিতরে অবস্থিত, কিন্তু
আত্মা বাঁহাকে জানে না।' এইপ্রকারে
চেতনাচেতনাত্মক যাবৎ বস্তুতেই অদৃষ্টরূপ
অন্তর্যামীর দ্বারা ব্যাপ্তি শ্রুতি প্রভৃতি শাস্তে
বহুস্থলে ক্থিত হইয়াছে।

আমি জগতের ধারক এবং নিয়ামক এইজন্ম সমস্ত ভূতবর্গ অন্তর্যামিরূপী আমার মধ্যে স্থিত আছে। অন্তর্যামী শ্রুতিতেও এইপ্রকারে বণিত হইয়াছে। यथा- 'পृथिवी याहात भतीत, यिनि প्रथ-বীতে ব্যাপ্ত থাকিয়া তাহাকে নিয়মন করেন'। 'আত্মা যাঁহার भंतीतं, यिनि আত্মার মধ্যে ব্যাপ্ত থাকিয়া তাহাকে নিয়মন করেন।' এইপ্রকারে আত্মা (চেতনবস্তু) এবং পৃথিবী (অচেতনবস্তু) উভয়ই ঈশবের শরীর এবং এই শরীরক্সপে তাঁহার নিয়াম্য বস্তু বলিয়া প্রতিপাদিত হইয়াছে। ইহাদের স্থিতি এবং নিয়মন যে পরমপুরুষের অধীন তাহা প্রতিপাদিত হওয়ার জন্ম এই পরম পুরুষের শেষিত্বও (স্বামিত্বও) প্রতিপন্ন रहेन। कि**ख जा**मि हेराप्तत (coon-চেত্রাত্মক জগতের) মধ্যে অবস্থিত নহি, অভিপ্রায় এই যে, তাহাদের মধ্যে আমার এই স্থিতি তাহাদের আয়ন্তাধীন नहरं, অর্থাৎ আমার এইরূপ স্থিতিতে উহাদের দারা আমার কোনও উপকার নাই ॥॥॥

ন চ মংস্থানি ভূতানি ন ঘটাদীনাং জলাদেঃ ইব মম ধারকত্বম্; কথম্? মৎসংকল্পেন।

পশ্য মম ঐশবং যোগম্ জান্যত্ত্র
কুত্রচিদ্ অসংভবনীয়ং মদসাধারণম্ আশ্চর্যং যোগং পশ্য।
কঃ অসৌ যোগঃ? ভৃতভ্ন চ
ভূতস্থো মমাদ্মা ভূতভাবনঃ। সবেষাং
ভূতানাং ভর্তা অহং ন চ তৈঃ
কশ্চিদ্ অপি মম উপকারঃ।
মম আাদ্মা এব ভূতভাবনঃ. মম

এই ভূতবর্গও আবার আমাতে স্থিত
নহে—অর্থাৎ যেপ্রকারে ঘট প্রভৃতি (স্থূল
বস্তু) জল প্রভৃতির (স্থূল বস্তুর) ধারক হয়,
সেইপ্রকারে আমি ইহাদের ধারক নছি—
তবে কিপ্রকারে আমার এই ধারকত্ব 
থ এই প্রশ্নের উত্তরে বলি—আমার সঙ্কল্প
ঘারাই (ইচ্ছাদারাই) আমি ইহাদের
ধারক।

আমার ঐশ্বরিক যোগ দেখ। যোগ যাহা অন্তত্ত্ত্ত্বাপি সম্ভব নহে, সেই আমার অসাধারণ আশ্চর্য যোগ লক্ষ্য কর । যদি প্রশ্ন কর — এই वाक्षर्य (यांगिं की ? উत्तरत विनिवानि সর্বভৃতের ধারক এবং এই ভৃতবর্গের মধ্যে স্থিত নহি এবং আমার মন সর্বভূতের এই শ্লোকগত ভাবয়িতা। অভিপ্রায় এই যে, আমিই সর্বভূতের ভর্তা (ভরণপোষণের কর্তা) ইহাদের দারা আমার কিছুই উপকার আমার মানসিক স্কল্পই (আত্মা) ভূতবর্গের ভাবয়িতা (ভবন কর্তা—সৃষ্টি-স্থিতি কর্ত্তা), धातनकर्छ। **এवः नि**ष्ठस्था ॥ ८॥

রামানুজভাষ্য—

সবস্ত অস্ত স্বসংকল্পায়ত্তন্তিত-প্রবৃত্তিত্বে নিদর্শনম্ আহ—

মনোময়ঃ সংকল্প এব ভূতানাং

ভাবয়িতা ধারয়িতা নিয়ন্তা চ॥৫॥

বঙ্গান্থবাদ—

এই সমগ্র পৃথিবীর স্থিতি-প্রবৃত্তি নিজ সঙ্কল্পের অধীন কি প্রকারে হয়, এই ্শ্লোকে তাহাই বলিতেছেন—

যথাকাশন্তিতে নিত্যং বায়ুঃ সর্বত্রগো মহান্। তথা সর্ব্বাণি ভূতানি মৎস্থানীত্যুপধারয়॥৬॥

म्ब्रह्मार्थ— ( हेन्द्रम्बर्धमाना मुप्तत क्रम्बर्जन वि

( উদাহরণম্বারা সমগ্র জগতের স্থিতি প্রবৃত্তির নিদর্শন দিতেছেন )

বেমন আমারই সঙ্গল্পে বায়ু (একটি অচেতনবস্তু) নিরালম্ব আকাশে অবস্থিত হইয়া সর্বত্র বিচরণ করিতে থাকে অর্থাৎ বায়ুর এই স্থিতি ও প্রবৃত্তিসকলের অবলম্বন-ক্লপী আমারই সঙ্গলাধীন, সেইক্লপ চেতনাচেতনাম্মক সমস্ত ভূতবর্গের স্থিতি ও প্রবৃত্তিও আমারই সঙ্গলাধীন এইক্লপ জানিবে ॥৬॥

# নবম অধ্যায়—রাজবিক্তা-রাজগুহায়োগ প্রেফ্র

রামান্থজভাষ্য--

তালালম্বনে মহান যথা সৰ্বত্ৰ গচ্ছতি। স্থিত: বায়ঃ স ত বায়ঃ নিরালম্বনো মদায়ত্ত-ন্থিতিঃ ইতি তাবশাস্থ্যপথমনীয়ে৷ ময়া এব ধ্বত ইতি বিজ্ঞায়তে তথা এব সর্বাণি ভূতানি তৈঃ আদুষ্টে ময়ি স্থিতানি ময়া প্ৰতানি ইতি এব উপধারয়।

আন্তঃ বেদবিদঃ—'মেঘোদয়ঃ সাগরসল্লিবুজিরিন্দোবিভাগঃ স্ফুরিতানি বায়োঃ। বিদ্যুদ্বিভলে! গতিরুঞ্চরশো-বিষ্ণোবিচিত্রাঃ প্রভবন্তি সায়াঃ॥' ইতি বিষ্ণোঃ অন্যুসাধারণানি गर्-শ্চর্যাণি ইত্যর্থঃ। শ্রুতিঃ অপি— গাগি 'এতস্থ বা অক্ষরস্থ প্রশাসনে चर्गाठसमामा विश्वरको किष्ठकः' ( दः छः তাচা**৯), 'ভীষাস্মাদ্বাতঃ পবতে ভীষোদেতি** ভীষাশাদগ্নিশ্চেন্দ্রশ্চ মৃত্যুধাবতি प्रयं:। रामा) পक्षयः' : रुडः উ: ইত্যাদিকা ॥৬॥

বঙ্গান্তবাদ—

যেমন অবলম্বনরহিত আকাশে মহান বায়ু অবস্থিত থাকিয়া সর্বতা বিচরণ करत, এবং এইরূপ নিরালম্ব আকাশে স্থিত বলিয়া এই অচিৎবস্ত বায়ু নিজেও এই नितालय ( এবং অচিৎ-নিরালন্ত্র। বস্তু) বায়ুর স্থিতিপ্রবৃত্তি আবার সকলেরই অবলম্বনরূপী আমারই আয়তাধীন এইরূপ নির্ণয় করা কর্তব্য, অর্থাৎ আমিই এই বায়ুকে গারণ করিয়া আছি এইরূপ স্পষ্ট জানা অবশ্য কর্ত্তব্য। এই প্রকারে (চেতনা-চেত্রনাত্মক) আবার সমস্ত ভূতবর্গ অদুখ্য (পর্মাত্মারূপী) আমাতে অবস্থিত অর্থাৎ আমিই (পর্মাত্মরূপে) তাহাদের ধারণ করিয়া আছি, এইরূপ জানিবে।

বেদজ্ঞ পুরুষেরাও এইপ্রকার বলিতে-(इन— '(गरधत छेनয়, সমুদ্রের সীমাবদ্ধ স্থিতি, চল্লের কলারূপ বিভাগ, বায়ুর বহন, বিছ্যুতের ঝলক এবং স্থের গতি এই সকল বিভিন্ন কার্যে বিষ্ণুর বিচিত্র স্ষ্টিশক্তি নানাভাবে ফুরিত হইয়াছে।' অর্থাৎ এই সমস্ত ব্যাপারই শ্রীবিষ্ণুর বহুবিচিত্ৰ স্থষ্টি বা শক্তি। শ্রুতিও বলিতেছেন—'হে গার্গী, এই অক্ষর ব্রহ্মের শাসনে স্থা এবং চক্র উভয়েই বিশ্বত হইয়া ন্থিত আছে।' 'ইঁহার ভয়ে বায়ু বহন করে, ইঁহার ভয়ে স্থ্র উদয় হয়, ইঁহার ভয়ে অগ্নি, ইন্দ্র এবং মৃত্যু (যম) নিজ নিজ कर्खवा भानन करत्र' ॥७॥

#### রাগানুজভাষ্য—

সকলেতরনিরপেক্ষস্থ ভগবতঃ সংকল্পাৎ সর্বেষাং স্থিতিঃ প্রবৃত্তিঃ চ উক্তা; তথা তৎসংকল্পাদ্ এব সর্বেষাম্ উৎপত্তিপ্রলয়ে অপি, ইতি আহ—

#### বঙ্গানুবাদ—

অক্স কাহারও সহায়তার অপেক্ষা না রাখিয়া ভগবান যে নিজ সঙ্কল্পমাত্রই সর্ব-ভূতের স্থিতি ও প্রবৃত্তির কর্তার্মপে বর্ত্ত-মান ভাহাইতিপূর্বে কথিত হইয়াছে। সেইরূপ সর্বভূতের উৎপত্তি এবং প্রলম্বও যে তাঁহারই সঙ্কল্পমাত্রই সাধিত হইয়া থাকে ভাহা এখন বলা হইতেছে—

## সর্বভূতানি কোন্তেয় প্রকৃতিং যান্তি गামিকাম। কল্পক্ষয়ে পুনস্তানি কল্পাদো বিস্ফাম্যহম্ ॥৭॥

#### সরলার্থ-

( স্থিতি প্রবৃত্তির আয় সর্বভূতের উৎপত্তি এবং প্রলয়ও যে তাঁহার সম্বল্পাধীন তাহাই বলিতেছেন।)

হে অর্জুন, চরাচর সমস্তভূতগণ আমার সম্বল্ধহেতু আমারই শরীরক্ষপী স্ক্ষ প্রকৃতিতে লয় প্রাপ্ত হয়। পুনরায় কল্পারন্তে, স্ক্ষপ্রকৃতিতে লীন অবস্থা হইতে বিভিন্নক্রপে বিভক্ত করিয়া আমিই এই ভূতগণকে স্ফলন করিয়া থাকি ॥৭॥

#### রামানুজভায্য—

স্থাবরজঙ্গনাত্মকানি সর্বাণি ভূতানি
নামিকাং মচ্ছরীরভূতাং প্রকৃতিং
তমঃশব্দবাচ্যাং নামরূপবিভাগানর্হাং
কল্পনে চতুরুখাবসানসময়ে মৎসংকল্পাদ্ যান্তি। তানি এব ভূতানি
কল্পাদ্ থান্ত। তানি এব ভূতানি

## বঙ্গানুবাদ—

কল্পান্তে অর্থাৎ চতুমুর্থ ব্রহ্মার অবসান
কালে স্থাবর জন্ধমাত্মক সর্বজীব আমার
সঙ্কল্পের দ্বারাই মদীয় প্রকৃতিতে অর্থাৎ
আমার শরীরক্ষপী নাম ও ক্রপের বিভাগরহিত একাকার স্ক্রতম 'তমঃ' শব্দবাচ্য
প্রকৃতিতে লীন হইয়া যায়। প্নরায়,
কল্পারত্যে লয়প্রাপ্ত সেই ভূতগণকে আমিই
বিভক্ত করিয়া স্থজন করি। এইপ্রকার
শাল্রও নির্দেশ দিতেছেন। যথা—ময়
বলিয়াছেন, 'প্রথমে এই সমস্ত তমোক্রপ
ছিল', 'তিনি (পরমেশ্বর) সঙ্কল্পদারা নিজ্
শরীর হইতে সর্বজীব স্তি করিয়াছিলেন'
ইত্যাদি। শ্রুতিও বলিতেছেন—'অ্ব্যক্তন্

শরীরম' 'যস্তাব্যক্তং ( স্থ: উ: ৭) ইত্যাদিকা 'অব্যক্তমক্ষরে লীয়তে অক্ষরং ত্যসি লীয়তে, তমঃ পরে একীভৰতি' ( 3: দেবে গুঢ়মগ্রেইপ্রকেতম' 'ত্য আদীত্ত্যসা ( 41: 9 ইতি চ ॥৭॥

রূপ প্রকৃতি বাহার শরীর', 'স্ক্ল অব্যক্ত অবস্থাপর প্রকৃতি স্ক্লতর অকর অবস্থার লীন হয়, এই অক্লর আবার (স্ক্লতম অবস্থা) তম:তে লীন হয়। এই তম: পরম দেবতাতে এক হইয়া বায়।' 'প্রথমে তম: পদার্থ ই ছিল, প্রথমে সমস্তই এই তম:বস্তুর দারা আবৃত ছিল' ইত্যাদি॥৭॥

## প্রকৃতিং স্বামবপ্তভ্য বিস্কামি পুনঃ পুনঃ। ভূতগ্রামমিমং কুৎস্নমবশং প্রকৃতেশর্বাৎ ॥৮॥

#### সরলার্থ---

(কারণাবস্থাপন) আমার তমঃ নামক স্ক্রতম প্রকৃতিকে ক্ষিত্যপতেজ মরুৎ ও ব্যোম প্রভৃতিরূপে (কার্যাবস্থায়) পরিণত করিয়া (গীতা—৭।৪) জীবের পূর্ব কল্লাজিত কর্ম-জনিত নিজ নিজ প্রকৃতির বা স্বভাবের অম্পুণ এই প্রকৃতির পর্বশ হইয়া আমি প্রতিকল্লে যথাযোগ্যকালে দেবমম্যু, তির্যগ্ এবং স্থাবরাদি বিবিধ ভূতবর্গকে পুনঃ পুনঃ বিচিত্ররূপে স্জন করিয়া থাকি ॥৮॥

রামানুজভায়—
স্বলীয়াং বিচিত্রপরিণামিনীং প্রকৃতিম্
অবইভ্য অষ্ট্রধা পরিণম্য্য ইমং
চতুর্বিধং দেবতির্যঙ্মনুষ্যস্থাবরাত্মকং
ভূতগ্রামং মদীয়ায়া মোহিন্সাঃ
গুণম্য্যাঃ প্রকৃতেঃ বশাং অবশং পুনঃ
পুনঃ কালে কালে বিস্ঞামি॥৮॥

#### বঙ্গানুবাদ-

विविधकार्थ शतिनागर्यागा वागात নিজ প্রকৃতিকে অবলম্বন করিয়া তাহাকে অষ্টপ্রকারে পরিণত করিয়া (গীতা ৭।৪) আমি দেব তির্যক্ মনুষ্য এবং স্থাবরাত্মক চার প্রকার জীবসমূহের সৃষ্টি করিয়া নোহিশী ত্রিগুণমুমী থাকি। আ্বার আমি বিবশ মায়ার দারা তাহাদের পুনঃ यथार्याभा **जग**(श স্ঞ্লন করিয়া श्रृगः गागाधकारत शिक ॥৮॥

রামান্তজভাষ্য—
 এবং তর্হিং বিষমস্প্ট্যাদীনি কর্মাণি
নৈম্বস্থাস্থাপাদনেন ভগবন্তং বগ্গন্তি
ইতি, অত্র আহ—

বঙ্গান্তবাদ—

স্টিতত্ত্ব যদি এই রূপ হয়, তাহা হইলে তো (উচ্চ-নীচ) এই বিষম স্টিরূপ কর্ম নির্দয়ভা প্রভৃতি দোবে ভগবানকে সম্বন্ধ করিবে বা দোষী করিবে, এই রূপ আশঙ্কার নিরসনকল্পে বলিতেছেন—

ন চ মাং তানি কর্মাণি নিবপ্পত্তি ধনঞ্জয়। উদাসীনবদাসীনমসক্তং তেষু কর্মস্থ ॥৯॥

সরল ার্থ-

হে ধনঞ্জয়, বিষমস্টিরপ আমার এই কর্মের জক্ত বৈষম্য নৈর্প্যরূপ (পক্ষপাতিত্ব এবং নির্দিয়তারপ) দোবে আমায় ছুই করিতে পারে না। কারণ এই সকল কার্য্য আমি অনাসক্ত হইয়া উদাসীনভাবেই নিষ্পন্ন করিয়া থাকি। তাৎপর্য্য এই যে, এই সকল কর্মে আমার ইষ্টানিষ্ট কিছুই প্রয়োজন নাই, কিন্তু জীব নিজ নিজ পুণ্যপাপরপ কর্মফলের জক্তই দেবমহক্যাদি বিভিন্ন যোনিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে॥৯॥

রামানুজভায়া—

न ह जानि विसमस्टेरामीनि क्यांनि गाः गशि নিবগ্নন্তি विश्व निर्मातिकः আপাদয়ন্তি. যতঃ ক্ষেত্ৰভানাং পূৰ্বকৃত্যানি এব কৰ্মাণি দেবাদি-বিষমভাবহেতবঃ ; অহং তু তত্ত दिवस्त्रा अम्हः তত্র **উ**नाभीनवन খাদীনঃ। যথা আহ সূত্রকারঃ— 'देवसगुरेनचूर्णा न मार्शक्षां ( वः सः २। । ७१), न क्यांविভाগां विकि (हज्ञांना-দিত্বাৎ' (ব্ৰঃ স্থঃ ২।১।৩৫ ) ইতি ॥১॥

বঙ্গান্থবাদ—

বিষম সৃষ্টি প্রভৃতি এই কর্মসমূহে थागारक वाँधिष्ठ शास्त्र ना, वागारक निर्वयं जािन दिनादन दिनानी कित्रिष्ठ পারে না। কেননা জীবগণের পুর্বজনা-জিত কৰ্মই দেব মনুয়াদি (উচ্চনীচ) বিষমস্টির হেতু । এই স্থীতে আমি নিরাস**ক্ত** ( আমার (कानख लांचालांच नाहे) व्या हिना भीन-ভাবেই আমি এই সৃষ্টি রচনা করি। বেদান্ত স্ত্রকারও এইরূপ বর্ণনা করিয়া-ছেন — 'ভগবানের পক্ষপাতিত্ব এবং निर्मयाजात्राश (माय नाहें। 'यमि वन जाहां रहेर्ड भारत न। कार्त्रन, महाक्ष्र सम्भार সমস্তই একাকার হইয়া থায় তখন কর্মের বিভাগ থাকে না। ভছত্তরে বলি—'কর্ম অনাদি' মহাপ্রলয়েও हेश | নিহিত থাকে' ॥১॥

## ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্। হেতু নানেন কোন্তেয় জগদ্বিপরিবর্ততে।॥১০॥

#### স্বলার্থ--

হে কুন্তীনন্দন অর্জ্বন, 'আমি বহু হইব' এই সঙ্কলপুর্বক যখন আমি আমার স্ক্রপ্রেক্তির প্রতি ঈক্ষণ বা নেত্রপাত করি তখনই আমার এই ঈক্ষণদারা আলোড়িত হইয়া এই স্ক্রপ্রকৃতি কার্য্যাবস্থা স্থলপ্রকৃতিরূপে পরিণত হয় এবং (জীবের নিজ নিজকর্মান্ত্রণ) চরাচররূপ এই জগৎ উৎপন্ন হয়। এবং এই ঈক্ষণহেতুই এই চরাচর জগৎ পুনঃ পুনঃ (যথাযোগ্যসময়ে) পরিবর্ত্তিত হইয়া স্টিপ্রবাহ চলিতে থাকে ॥১০॥

রামানুজভাষ্য-তস্মাৎ ক্ষেত্ৰজ্ঞকর্মানুগুণং মদীয়া প্রকৃতি: সত্যসংকল্পেন ময়া অধ্যক্ষেণ ঈক্ষিতা সচরাচরং জগৎ স্মতে, অনেন ক্ষেত্ৰজ্ঞকৰ্মানুগুণমদীক্ষণেন হেতুনা জগদ্ বিপরিবর্ত্তে; ইতি মৎস্বাম্যং সত্যসংকল্পত্বং নৈঘু ল্যাদিদে বরহিত-ত্বম্ ইত্যেবমাদিকং মম বস্থদেবসূনোঃ ঐশবং যোগং পশ্য। যথা শ্রুতিঃ-"অসানায়ী সজতে বিশ্বমেতত্তসিংশ্চান্ডৌ गाववा সংনিরুদ্ধঃ ॥' 'गावाং তুং প্রকৃতিং বিভাৎ মায়িনং তু মহেশ্বম্' (শেতাঃ ৪।৯-১০) ইতি॥১০॥

#### বঙ্গান্তুবাদ---

আমি জগৎশ্রপ্তা এবং সভাসকল। (স্জন করিবার সঙ্গল্পুর্বক) আমার দারা ঈক্ষিত হইয়া এই প্রকৃতি সচরাচর জগৎ शृष्टि करत्। (अर्था९ आगि शृष्टि कतिवात সঙ্কল্প করিয়া স্ক্ষপ্রকৃতির দিকে নেত্রপাত করিলে তথ্য আমার এই স্ক্ষপ্রকৃতি আলোড়িত হইয়া সুল চরাচর জগৎক্রপে পরিণত হয়)। (বিভিন্ন জীবের সৃষ্টি-কার্যে) আমার এই ঈক্ষণ তত্তৎ জীব-গণের নিজ নিজ পূর্বকর্যাস্থ্রণ জগতে বিচিত্ররূপে পরিবন্তিত এবং হইতেছে। সমগ্র জগতের স্বামী সত্য-সংকল্পত্ব পক্ষপাত নির্দিয়াদি দোবরাহিতা প্রভৃতি কলাণগুণপূর্ণ বস্থদেবতনয় কৃষ্ণ-অবতীর্ণ আমার এইপ্রকার রূপে ঐশ্রীয়যোগ তুমি দেখ। শ্রুতিও এইরূপ বলিতেছেন — 'এই কারণক্রপী স্ক্র প্রকৃতি হইতে মায়ী (পর্মপুরুষ) এই বিশ্ব স্থজন করেন। এই স্থ**ন্টিতে অ**শ্ব এক পুরুষ (জীব) মায়াবারা বন্ধ থাকে।' 'প্রকৃতিকে 'মায়া' বলিয়া জানিবে এবং वा यात्रावी वित्रा **মহেশ্বকে** মায়ী জानि(व'। ইতি ॥>०॥

## অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তন্মমাঞ্রিতম্। পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্রম্॥১১॥

সরলার্থ—

নিজ ছদ্ধতি হেতৃ যাহাদের জ্ঞান সন্ধৃচিত হইয়াছে এইরূপ অজ্ঞানী পুরুষগণ, আমি যে জীবগণের মহেশ্বর স্বেচ্ছায় জীবের কল্যাণের জন্ম নমুয়্য-স্বজাতীয় বিগ্রহ ধারণ করিয়া প্রীকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইরাছি, মহুয়্য হইতে বিলক্ষণ আমার এই উৎকৃষ্ট-ভাব তাহারা জানে না। ভাহাদের অজ্ঞানতা হেতৃ তাহারা মনে করে যে আমি অন্যান্থ প্রাকৃত মনুষ্যের ক্যায় কর্মবশেই জন্মগ্রহণ করিয়াছি এবং এইজন্ম আমাকে অবজ্ঞা করে ॥১১॥

রামানুজভায়—

এবং নাং ভূতনহেশ্বরং সর্বজ্ঞং সত্যসংকল্পং নিখিলজগদেককারণং পরমকারুণিকতয়। সর্বসমাশ্রেয়ণীয়ত্বায়
নাহ্বীং তহুম্ আশ্রেতং স্বকৃতৈঃ পাপকর্মভিঃ মৃচ। অবজানন্তি—প্রাকৃতমনুষ্যসমং মন্তান্তে।

ভূতমহেধরশ্র মম অপারকারুণ্যৌদার্যসৌশীল্যবাৎসল্যাদিনিবন্ধনং 
মনুস্তাত্বসমাশ্রেমণলক্ষণম্ ই মং
পরং ভাবম্ অজানস্তো মনুস্তাত্বসমাশ্রেমণমাত্রেণ মাম্ ইতর[সজাতীয়ং মত্বা তিরস্কুর্বন্তি
ইত্যর্থঃ ॥১১॥

### বঙ্গানুবাদ—

এইপ্রকার আমি যে সর্বজীবের
মহেশ্বর, সর্বজ্ঞ, সত্যসঙ্কল্প সমগ্র জগতের
একমাত্র কারণ এবং পরম দয়ালু বলিয়া
সর্বজীবের শরণগ্রহণের উপযোগী মহন্দ্র প্রজাতীয় শরীর স্বীকার করিয়াছি তাহা
অজ্ঞানী লোকেরা নিজক্বত পাপকর্মদারা
মোহিত হইয়া জানিতে না পারিয়া
আমাকে অবজ্ঞা করে — অর্থাৎ সাধারণ
প্রাকৃত মহুয়্য বলিয়া আমাকে মনে করে।

অভিপ্রায় এই যে, সর্বজীবের সহেশ্বর
আমি অপার কারুণ্য, ঔদার্য, সৌশীল্য
এবং বাৎসল্য প্রভৃতি (অনস্ত কল্যাণগুণের) জন্মই যে মহুন্য-স্বজাতীয় বিগ্রহ
স্থীকার করিয়াছি, আমার এই উৎকৃষ্ট
স্থভাব না জানিয়া কেবলমান্ত: আমার এই
মহুষ্যবিগ্রহ দেখিয়া আমাকে অন্তান্ত
মহুষ্যের নিসমান মনে করিয়া আমায়
অবজ্ঞা করে ॥১১॥

## মোঘাশা মোঘকর্মাণো মোঘজানা বিচেতসঃ। রাক্ষসীমাস্থরীঞ্চৈব প্রকৃতিং মোহিনীং শ্রিতাঃ॥১২॥

সরলার্থ-

(পূর্ব শ্লোকের 'মৃঢ়া' এই পদের সহিত এই শ্লোকের অম্বয় করিতে হইবে। ভগবানকে মহুয়া বলিয়া অবজ্ঞা করার হেতু এবং তাহার ফল বলিতেছেন।)

আমাকে অবজ্ঞাকারী মৃঢ় ব্যক্তিগণ রাক্ষসের স্থায় রজোপ্রচুর গুণযুক্ত এবং অস্থরের স্থায় তমোগুণযুক্ত, অতএব তাহারা মোহিনী অর্থাৎ বুদ্ধিন্তংশকারী অভাবের দাস হইয়া পড়ে। এই স্বভাবের জন্ম তাহাদের চিন্তে যথার্থ জ্ঞানের উদয় হইতে পারে না। সেই হেতু তাহাদের সমস্ত জ্ঞানই নিক্ষল হয় এবং তজ্জন্ম তাহাদের সমস্ত মনোবাঞ্ছা এবং এই বাঞ্ছাপুত্রির উদ্দেশ্য সমস্ত কর্মও নিক্ষল হয় ॥১২॥

রামান্তজভাষ্য—

মম মনুষ্যুত্ত্বে প্রমকারুণ্যাদিপরত্ব-

তিরোধানকরীং রাক্ষসীম্ আস্থরীং চ

মোহিনীং প্রকৃতিম্ আশ্রিতাঃ, মোঘাশাঃ

নোঘবাঞ্চিতা নিক্ষলবাঞ্ছিতাঃ,

गापकर्गानः (**गाघातछा**ः, त्याघछानाः

সর্বেষু गদীয়েষু চরাচরেষু ভার্থেষু

ময়ি চ বিপরীতজ্ঞানতয়া নিক্ষল-

#### বঙ্গানুবাদ—

· আমি যে পরমকারুণ্য প্রভৃতি কল্যাণ-গুণের জন্ম মহুয়াবিগ্রহ স্বীকার করিয়াছি এই যথার্থ জ্ঞানের আবরণকারী অজ্ঞানা-চ্ছন্ন মৃঢ় ব্যক্তিরা রাক্ষসী, আপুরী এবং মোহিনী প্রকৃতিযুক্ত হয়। এই প্রকৃতি-বিশিষ্ট ব্যক্তিরা মোধাশাযুক্ত অর্থাৎ তাহা-দের মনোবাঞ্ছা নিক্ষল হয়; তাহারা যোঘকর্মা অর্থাৎ সর্বকর্মের আরম্ভই নিক্ষল হয় বা সমাপ্ত হয় না এবং তাহারা মোঘ-জ্ঞানযুক্ত অর্থাৎ আমার সমগ্র চরাচর বস্তুর বিষয়ে এবং আমার বিষয়েও বিপরীত বুদ্ধিযুক্ত হয়। তাহারা বিচেতা—বিপরীত জ্ঞানযুক্ত—অর্থাৎ (চিদটিদাত্মক সমস্ত বিশ্ব-জগতে যাবৎ সৃষ্টি-স্থিতি-প্রবৃত্তি প্রভৃতি व्याभात (य जामात्रहे ज्यीन अवर जामि त्य সর্বজগতের স্বামী এবং অখিলকল্যাণগুণ-সাগর জীবহিতের জন্ম মহযারূপে অব-তীর্ণ এই) যথার্থ জ্ঞানরহিত হইয়া (এ জগৎ পুরুষ-যোষিৎ সংসর্গজাত এখং সাধারণ মহয় এই) বিপরীত জ্ঞানযুক্ত হয়। জ্ঞানাঃ, বিচেত্স: তথা সর্বত্র বিগতযাথাত্ম্যজ্ঞানাঃ, মাং সর্বেশ্বরম্
ইতরসমং মন্থা ময়ি যৎ কতুম্
ইচ্ছন্তি, যদ্ উদ্দিশ্য আরম্ভান্ কুর্বতে,
তৎ সর্বং মোঘং ভবতি ইত্যর্থঃ ॥,২॥

তাহারা যাথাত্মজ্ঞানরহিত\*। এই বিপরীত জ্ঞানের জন্ম তাহাদের সমস্ত জ্ঞান নিক্ষল হয় এবং তাহাদের চিত্ত বা বুদ্ধিবৃত্তিও বিপরীত হয়। এইজন্ম তখন তাহারা সর্বেখর আমাকে অন্যান্ম মহুয়ের মতন মনে করিয়া:আমার সম্বন্ধে যাহা কিছু করিবার অভিলাষ করে এবং যেসকল ফলাকাজ্ফা করিয়া কর্ম আরম্ভ করে তাহা সমস্তই নিক্ষল হয় ॥১২॥

\*এই উক্তিতে যাথাক্মাজ্ঞানরাহিত্য — বিপরীত জ্ঞান— বৃদ্ধিভ্রংশ — বিপরীত অভিলাষ — তদমুগুণ বিপরীত কর্মারন্ত — নিক্ষলত্ব এই ক্রম নির্দিষ্ট আছে।

## মহাত্মানস্ত মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাঞ্রিতাঃ। ভজন্ত্যনন্তমনসো জ্ঞাত্বা ভূতাদিমব্যয়ম্ ॥১৩॥

সমলার্থ-

কিন্ত হে পার্থ, সন্থপ্রচুর দৈবীস্বভাব প্রাপ্ত হইয়া যে মহামনা পুরুষগণ তাহাদের অসমুচিত জ্ঞানের জন্ম দেব মহুষ্য প্রভৃতি সর্বজীবের আদি কারণরূপ এবং অব্যয় (অবিনাশী) পুরুষরূপে আমাকে (আমার স্বরূপ গুণ লীলা প্রভৃতিকে) যথার্থরূপে জানে ভাহারা একমাত্র মন্গতচিত হইয়া আমার ভজনা করে॥১৩॥

রামানুজভায্য-

বে তু স্বকৃতিঃ পুণ্যসঞ্চরঃ মাং

শরণম্ উপগম্য বিপ্রস্তসমস্তপাপবন্ধাঃ দেশীং প্রকৃতিম্ আশ্রিতাঃ মহালানঃ
তে ভূতাদিম্ অব্যয়ং বাঙ্ মনসাগোচরনামকর্মস্বরূপং প্রমকারুণিকতয়া
সাধু পরিত্রাণায় মন্মস্তব্দেন অবতীর্ণং

#### বঙ্গামুবাদ—

কিন্ত স্বক্ষান্ত গণ সঞ্জিত পুণ্যবলে যথন পুরুষণণ আমার শরণাগত হয় এবং তজ্জ্ঞা সমস্ত পাপ হইতে বিমৃক্ত হয়, সাত্ত্বিকস্থভাববিশিপ্ত হয়, তথন সেই মহাত্মাণণ বুঝিতে পারে যে আমি সর্বভূতের আদি কারণ এবং অব্যয়পুরুষ অর্থাৎ অবিনাশী পুরুষ এবং আমার স্বরূপ নাম কর্ম প্রভৃতি সমস্তই বাক্য এবং মনের অগোচর। তাহারা আরও বুঝিতে পারে যে, উক্তরূপে আমি পরম কারণিক বিলয়া সাধুপরিত্রাণের জন্ম মহুন্ত-স্ক্জাতীয় হইয়া

মাং জ্ঞান্থা অনক্সনসঃ সাং ভজন্তে;
মৎপ্রিয়ন্ত্বাতিরেকেণ মন্তজনেন বিনা
মনসঃ চ আত্মনঃ চ বাহ্মকরণানাং চ
ধারণম্ অলভ্যানাঃ, মন্তজনৈকপ্রযোজনাঃ ভজন্তে ॥১৩॥

(কৃষ্ণরূপে) অবতীর্ণ হইয়াছি। আমার স্বরূপ রূপ গুণ লীলা এইরূপে জানিয়া তাহারা একমাত্র মদ্গত হইয়া আমার ভজনা করে। অভিপ্রায় এই যে, আমার প্রতি অত্যন্ত প্রীতিবশতঃ আমার ভজন বিনা আগা মন এবং ইন্দ্রিয় (দেহ) ধারণে তাহারা অসমর্থ হইয়া পড়ে। অতএব আমার ভজনই একমাত্র প্রয়োজন—এইভাবে তাহারা আমার ভজনা করিয়া থাকে। (তাহারা আমি ভিন্ন অক্ত কোনও বস্তু লাভের উদ্দেশ্তে ভজনা করে না) ॥১৬॥

সততং কীর্ত্তরা মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ।
নমস্থল্ডশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে ॥১৪॥
জ্ঞানযজ্ঞেন চাপ্যন্থে যজন্তো মামুপাসতে।
একত্বেন পৃথক্ত্বেন বছধা বিশ্বতোমুখম্ ॥১৫॥

সরলার্থ—
(অতঃপর ছুইটি শ্লোকে পূর্বলোকোক্ত সান্ত্বিক মহান্নাদিগের ভজনপ্রকার বলিতেছেন।)

পূর্বোক্ত সান্তিক মহাত্মারা সর্বদা অত্যন্ত প্রীতির সহিত আমার নাম ও রূপ গুণাদির সংকীর্ত্তন দারা দৃঢ়সংকল্প হইয়া আমার অর্চনা অর্থাৎ পূজা মন্দির-প্রদক্ষিণ, মন্দির লেপন, উত্থান-নির্মাণ প্রভৃতি বিবিধ সেবাকার্য দারা আমাকে সাষ্টালে প্রণিপাতাদির দারা আমার সহিত নিত্য সংযোগ আকাজ্ফায় (পূর্ব শ্লোকোক্ত) অনম্ভ্রমনা হইয়া আমার উপাসনা করে ॥১৪॥

কোন কোন মহাত্মারা আবার এই কীর্ত্তন যজন প্রণামাদির সঙ্গে সঙ্গে মংস্করপশুণাদির জ্ঞানক্রপ যজ্ঞের দ্বারা আমার প্রীতিসাধনপূর্বক বিশ্বতোমুখ বা বিশ্বশরীরী
আমাকে, পৃথক-পৃথকভাবে বিভক্ত নানাক্রপে অর্থাৎ দেবমহয় তির্যক্ স্থাবরাখ্য বিবিধস্থল চিদচিদাত্মক বস্তুর শরীরীক্রপে, এবং অবিভক্ত একক্রপে অর্থাৎ নাম এবং ক্রপে
অবিভক্ত ক্তম্ম চিদচিদ্সমন্টির শরীরীক্রপে (এই উভয়ক্রপে আমাকেচিন্তাকরতঃ) উপাসনা
করিয়া থাকে ॥১৫॥

রামানুজভাষ্য—

অত্যর্থং মৎপ্রিয়ত্বেন মৎকীর্ত্তন-যতননমস্কারেঃ বিনা ক্ষণাণুমাত্রে অপি আত্মধারণম্ অলভমানাঃ, मन्खनिदिभवताहीनि मन्नामानि स्मृक्षा হর্ষগদগদক থাঃ পুলকিতসর্বাঙ্গাঃ, শ্রীরামনারায়ণকৃষ্ণবাস্থদেবেভ্যেবমা-দীনি সততং কীর্ত্তয়ন্তঃ তথা এব যতন্তঃ মৎকর্মস্থ অর্চনাদিকেষু বন্দনস্তবন-ভতুপকারকেষু করণাদিকেষু ভবননন্দনবনকরণাদিকেষু চ দৃড়-সংকল্পাঃ যতমানাঃ, ভক্তিভারাবন-মিতমনোবুদ্ধ্যভিমানপদ্ধয়করদ্বয়-শিরোভিঃ অষ্টার্কৈঃ অচিন্তিতপাংস্থ-कर्म्मभर्कतापित्क धताज्या पख्य প্রণিপতন্তঃ, সভতং মাং নিত্যযুক্তাঃ ভাকিভিক্ষণাণা **নিত্যযোগম্** মদ্দাস্থব্যবসায়িনঃ আত্মবন্তো উপাসতে।

অন্তে অপি মহাত্মানঃ পূর্বেতিজঃ
কীর্ত্তনাদিভিঃ জ্ঞানাখ্যেন যজেন চ
যজন্তঃ মাম্ উপাসতে, কথম্ ? বহুধা
পৃথজেন জগদাকারেণ বিশ্বতোম্থং
বিশ্বপ্রকারম্ অবস্থিতং মাম্ একছেন
উপাসতে।

#### বঙ্গান্থবাদ—

আমার ভক্তদের আমি অত্যন্ত প্রিয়-বস্তু এবং সেইজয় তাঁহারা আমার সঙ্কীর্ত্তন, যতন এবং নমস্কার বিনা এক-गृहूर्ज् छोननशात्रा व्यमपर्व। আ্াার বিভিন্ন গুণবাচক নামাবলী স্মরণ করিয়া তাঁহাদের সর্বাল পুলকিত হইয়া ওঠে। এইরূপ আমার ভক্তেরা হর্বগদ্গদ-কণ্ঠ हरेशा खीताम, नाताशन, कुख, वाञ्चरनव প্রভৃতি আমার নাম কীর্ত্তন করতঃ. সর্বদা আমার সেবাকার্যে যতুশীল হইয়া वर्शा वागात कर्ग वर्फना वनना छि মরিমিত্ত মন্দির উত্থান নির্মাণ প্রভৃতি সেবা-कार्य पृष्ठभःकल इटेशा यज्ञभीन इटेशा वतः ভক্তিভাবে অবনত হইয়া মন বৃদ্ধি অহংকার হত্তদর পদদর এবং মন্তক এই অষ্ট অন্ত লুটাইয়া ধূলি কর্দ্দম বালু প্রভৃতির বিচার না করিয়া ভূমিতলে দণ্ডবৎ প্রণিপাত-পূর্বক সর্বদা আমার সহিত নিত্যসংযোগের আকাজ্যার কার্যনোবাক্যে আমার দাস্তে দৃঢ়সংকল্ল হইয়া আমার উপাসনা করে।

কোন কোন মহাত্মাগণ (বাঁহারা পূর্ণতর উপাসক তাহারা) পূর্বোক্ত কীর্ত্তনাদি
ভজনের সহিত মদিধয়ক জ্ঞানাখ্য যজ্ঞের
দ্বারা যজনা করতঃ আমার উপাসনা করিয়া
থাকে। তাহারা কিপ্রকারে এইরূপ উপাসনা করে তাহার বিশ্লেষণ করিতেছি—
অনন্ত জীবসংকুল স্থাবর জঙ্গমাত্মক জগৎরূপে অবস্থিত সমগ্র বিশ্লজীবসমূহের
শরীরীরূপে (বিশ্বতোমুখরূপে) পৃথক পৃথক
বহুপ্রকারে অবস্থিত আমাকে অদিতীয়
একইবস্তুরূপে উপাসনা করে।

ভগবান নামরূপবিভাগা-নহাতিসূক্ষাচিদচিদ্বস্ত্রশরীরঃ जन সত্যসংকল্পঃ বিবিধবিভক্তনামরূপ-স্থ্লচিদচিবস্তশরীরঃ স্থাম ইতি সংকল্প্য একদেব এব তির্বঙ্মনুয়ান্থাবরাখ্যবিচিত্রজগ-চ্ছরীরঃ অবতিষ্ঠতে ইতি অনুসংদ-ধানাশ্চ মান্ উপাসতে ইতি ॥১৪-১৫॥

অভিপ্রায় এই যে, নামরূপ বিভাগের অনুপ্যুক্ত অত্যন্ত স্ক্ষা যাবৎ চেতনাচেতন বস্তুসমষ্টি থাঁহার শরীর, সেই (অতি কুন্দ **চিদ্**চিদাপ্তক পর্মপুরুষ) সত্যসংকল্প वाञ्चरप्वरे 'वागि विविध नात्म এवः विविध রূপে বিভক্ত (অনন্ত) সুল চেতনাচেতন বস্তু রূপ (জীবরূপ) শ্রীরবিশিষ্ট হইব' এই প্রকার সংকল্পদারা সেই (স্থল্ডম্ব স্তুস্মষ্টির শরীরী) এক দেবতাই মহুয়া দেবতা शानतामि नागक निष्ठित जगर्रक निज শরীরক্রপে স্টি করিয়া (অনন্তজীব-শরীরী হইয়া) অনন্তরূপে অবস্থান করিতেছেন। উক্ত পূর্ণ উপাসকেরা এইপ্রকারে আমাকে अञ्चलान कतिशा (कीर्जन युक्त नमञ्जाबादित সহিত) আমার উপাসনা করিয়া থাকে। 1128-2011

বামান্ত্রজভান্ত বঙ্গান্ত্রবাদ—
তথা হি বিশ্বশারীরঃ অহম্ এব
হুইয়া অবস্থান করিতেছেন —এখন তিনি
তাহাই বলিতেছেন— রামানুজভাগ্য --অবস্থিতঃ, ইতি আহ—

তাহং ক্রেত্রহং যজ্ঞঃ স্বধাহমহমৌযধম্। মল্লোহ্হমহমেবাজ্যমহমগ্নিরহং হুতম্ ॥১৬॥

#### সরলার্থ—

অতঃপর চারিটি শ্লোকে ইতিপূর্বে উক্ত তাঁহার বিশ্বশরীরত্বের বিশ্লেষণ করিতেছেন। জগতের চেতন অচেতন সমস্ত বস্তুরই শরীরীব্রপে আমিই তত্তৎ পদ্বাচ্য। (অতএব) আমিই জ্যোতিষ্টোমাদি ক্রতু, আমিই অধ্যেধাদি পঞ্মহাযজ্ঞ, আমিই স্বধা বা পিছলোকের উদ্দেশ্যে অপিত অন, আনিই ঔষধ অধাৎধাতা যৰ প্ৰভৃতি ৰজীয় वस्त्रगृह, আगिই আজ্য অর্থাৎ হবি, আফিই হবি নিবেদনের ভ্ল অগ্নি আবার হোগও আমিই ॥১৬॥

রামানুজভায়—
অহং ক্রত্: অহং জ্যোতিষ্টোমাদিকক্রেক্ত্র: অহম্ এব যজ্ঞ: মহাযজ্ঞঃ
অহম্ এব স্বধা পিতৃগণপুষ্টিদায়িনী
ঔষধং হবিঃ চ অহম্ এব। অহম্ এব
চ মস্ত্র: অহম্ এব আজ্যম্।
প্রদর্শনার্থম্ ইদম্, সোমাদিকং চ
হবিঃ অহম্ এব ইত্যর্থঃ। অহম্
আহবনীয়াদিকঃ অগ্নিঃ হোমশ্চ অহম্
এব॥১৬॥

#### বঙ্গান্তবাদ—

জ্যোতিষ্টোমাদি ক্রতু আমিই, অখমেধাদি পঞ্মহাযক্ত আমিই, পিতৃগণের
পুষ্টিদাধন স্বধা আমিই, ঔষধ বা যক্তের
হবি ধাক্তাদিও আমিই, আমিই মন্ত্র এবং
আমিই আজ্য (মৃত)। এই বস্তুসমূহ
একটি উপলক্ষণমাত্র, এই আজ্য শক্ষে
হোমাদি কবস্তু সবই আমি তাহাই বুঝাইতেছে। আমই আহবনীয় অগ্নি এবং
হোমও আমিই ॥১৬॥

## পিতাহমস্ত জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ। বেছাং পবিত্রমোন্ধার ঋক্সামযজুরেব চ ॥১৭॥

সরলার্থ—

ব্রন্ধাদিস্তম্ব পর্যন্ত এই সমগ্রজগতের আমিই পিতা মাতা ধাতা পিতামহ এবং আমিই পবিত্র বেদবেল বস্তু, আমিই ওঙ্কার, ঋথেদ, সামবেদ এবং যজুর্বেদ ॥১৭॥

রামানুজভায়া—

অশু স্থাবরজঙ্গনাত্মকন্ম জগতঃ
তত্ত্র তত্ত্র পিতৃত্বৈন নাতৃত্বেন ধাতৃত্বেন
পিতানহত্বেন চ বর্ত্তনানঃ অহন্
এব। অত্র ধাতৃশব্দো নাতৃপিতৃব্যতিরিক্তে উৎপত্তিপ্রযোজকে চেতনবিশেষে বর্ত্ততে। যৎকিঞ্চিদ্ বেদবেলং পবিত্রং পাবনং তদ্ অহন্ এব।
বেদকন্চ; বেদবীজভুতঃ প্রাণবঃ
অহন্ এব। খক্নাম্যজ্রাত্মকো
বেদন্চ অহন্ এব।১৭॥

#### বঙ্গান্তবাদ---

এই চরাচরাত্মক বিশ্বে তৎসম্বন্ধে পিতা
মাতা ধাতা পিতামহরূপে আমিই বর্ত্তমান
আছি। (এখানে এই পিতৃত্ব প্রভৃতি উক্তি
স্বরূপগত নহে কিন্তু ইহা প্রাক্ত পিতামাতা প্রভৃতির মধ্যে অন্তর্যামীরূপে অবস্থিতি প্রতিপাদন করিতেছে।)

এন্থলে 'ধাতা' শব্দে মাতাপিতা ব্যতিরিক্ত উৎপত্তিপ্রয়োজক চেতন-বিশেষকে (ব্রন্ধাদিকে) বুঝাইতেছে। বেদ-বেল্য যাহা কিছু পবিত্র জ্ঞেয় বস্তু আছে তাহা আমিই, এই জ্ঞেয় বস্তুর জ্ঞাপকও আমিই। আমিই বেদের বীজরূপ প্রণব এবং ঋক্-সাম্-যজুরূপ বেদও আমিই॥১৭॥

## গতির্ভর্তা প্রভূঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং স্কৃত্বৎ। প্রভবপ্রলয়স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্॥১৮॥

সরলার্থ-

আমিই গতি ধারক প্রভূ সাক্ষী শরণস্থান গৃহাদিবাসস্থান এবং হিতৈবী আমিই উৎপত্তি ও প্রলয়স্থল। আমিই যাবৎ চেতনাচেতন জগতের আধার এবং আমিই অবিনানী মূলীভূত কারণরাপী ॥১৮॥

রামানুজভাষ্য—

ইতি গতিঃ, গম্যত তত্ত্ৰ তত্ত প্রাপ্যন্থানম্ ইত্যর্থঃ। ভর্তা ধারয়িতা প্রভু: শাসিতা, সাক্ষী সাক্ষাদ্ দেষ্টা, নিবাসঃ বাসস্থানং চ বেশ্মাদি, শরণম্ তানিপ্লস্তা के हे जा প্রাপকতয়া নিবারণভয়া সমাশ্রেয়ণীয়ঃ চেতনঃ শরণম, স চ তাহম্ এব ; স্থং হিতৈষী, প্রভবপ্রলয়স্থানং মস্তা কপ্তা যত্র কুত্রচিৎ প্রভবপ্রলয়য়োঃ যৎ স্থানং তদ অহম এব। निशानः নিধীয়ত ইতি নিধানম উৎপাত্তম্ উপসংহার্যং চ অহম্ এব ইত্যর্থঃ। অব্যয়ং বীজং তত্ত্ৰ তত্ত্ৰ ব্যয়রহিতং যৎ কারণং তদ অহম্ এব ॥১৮॥

#### বঙ্গানুবাদ-

গতির অর্থ গন্তব্যক্ষল (প্রাপ্তির উপযুক্তস্থল) অর্থাৎ স্বর্গাদি প্রাপ্যস্থল আমি।
ভর্জা—ধারমিতা, প্রভু—শাসিতা, সাক্ষী
—সাক্ষাৎ ক্রন্তা, নিবাস—গৃহাদি বাসস্থান,
শরণ— ইপ্রপ্রাপক এবং অনিপ্রনিবারক.
শরণ্য (শরণের উপযুক্ত) চেতন এবং
হিতৈবী স্মন্তদণ্ড আমি, যে কোনও জীবের
যথাতথা উৎপত্তি এবং প্রলম্বন্থানও আমিই।
যে আধারে কোন বস্তু নিহিত বা স্থাপিত
করা হয় তাহাই নিধান—ইহাই নিধান
শক্ষের ব্যাকরণগত অর্থ—নিধানও আমিই
অর্থাৎ উৎপত্তিযোগ্য এবং উপসংহারেযোগ্য
আধারও আমি; আমিই অবিনাশী বীজ
অর্থাৎ এই উৎপত্তিও উপসংহারের কারণক্রপ্রে অবস্থিত মূল বীজ স্কর্মপ \* ॥২৮॥

<sup>\*</sup>পূর্বাপর প্রকরণ বিচারের দ্বারা ব্ঝিতে ইইবে যে,
এই শ্লোকোক্ত শব্দগুলি তত্তৎ শব্দবাচ্য প্রসিদ্ধ
প্রকট বাবৎ পদার্থের সন্তা সমস্তই ভগবৎ-অধীন।
গীতায় ১০ম অধ্যায়ে ১৯ শ্লোকে 'প্রাধান্ততঃ'
শব্দটির দ্বারা এই ভাব পরিক্ষুটিত ইইয়াছে।

## তপান্যহমহং বৰ্ষং নিগৃহ্বাযুত্তজানি চ। অমৃতক্ষৈব মৃত্যুশ্চ সদসচ্চাহমৰ্জ্জুন ॥১৯॥

সরলার্থ — আমি স্থাদিরপে তাপ দিয়া থাকি, আমি জল শোষণ করিয়া পুনরায় আমিই বৃষ্টিরপে জলসেচনদ্বারা শস্তাদি স্ফল করিয়া থাকি। আমিই জীবন মরণের সাধনবস্তু এবং আমিই সমগ্র চিদ্চিৎবস্তুর বর্ত্তমান ব্যক্ত অবস্থা এবং অতীত অনাগত অব্যক্ত অবস্থা \* ॥১ ৯॥

রামাহজভাষ্য—

অগ্ন্যাদিত্যাদিরূপেণ অহম এব তপামি, গ্রীম্বাদৌ অহম এব নিগুহানি তথা বৰ্ষাস্ত্ৰ অপি চ অহম্ এব উৎস্ঞামি। অমৃতং চ এব মৃত্যু: চ যেন জাবতি লোকে। যেন চ ত্রিয়তে, তদ্ উভয়ম্ অপি অহম্ এব। কিম্ অত্ত বহুনা উক্তেন? সদ্ অসং চ, তাপি অহম্ এব। সদ যদ্ বৰ্ত্তে, অসদ্ যদ্ অতীতম্ অনাগতং চ, সর্বাবস্থাবস্থিতচিদ-চিদ্বস্ত্রশরীরতয়া তত্তৎপ্রকারঃ অহম্ এব অবস্থিত ইত্যর্থঃ। এবং বছধা পৃথক্ত্বেন বিভক্তনাম-রূপাবস্থিতকৃৎস্কজগচ্ছরীরতয়া তৎ-

#### বঙ্গান্তবাদ---

আমি অগ্নি স্থ্ প্রভৃতিরূপে তাপ দিয়া থাকি, গ্রীম্বাদি ঋতুতে আমি বর্ষা নিবারণ করিয়া আমিই পুনরায় বর্ষা জলবর্ষণদারা শস্তাদি উৎপন্ন খতুতে করিয়া থাকি। অমৃত এবং মৃত্যু वर्शा প्रानिशन দারা যাহার জীবিভ যাহাদারা এবং থাকে মৃত হয় তছ্ভয়ই আমি। অধিক কি বলিব সমগ্র সৎবস্ত এবং অসৎবস্ত আসিই। অভিপ্রায় এই যে, সৎ বস্তরপ যাহাকিছু ইল্রিয় গ্রাহ্থ বস্তু আছে অসংরূপে অতীত এবং অনাগত যাহা-কিছু বস্তু ছিল বা ভবিষ্যতে হইবে এইক্লপ স্বাবস্থাতেই স্থিত চেত্ৰ অচেত্ৰৰপ্ত मगस्र यागात भतीतक्रभी अञ्चव भतीती हिमारत ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানকালীন यात्र हिप्ति तस वागिरे।

এইপ্রকার বহুপ্রকারে অবস্থিত পৃথক পৃথক রূপে বিভক্ত বিভিন্ন নামে এবং রূপে অভিব্যক্ত সমগ্র জগত আমারই শরীর অতএব এই শরীররূপে অবস্থিত

২ - এই লোকে নির্দেশ করিতেছেন যে বিভিন্ন বিশিষ্ট অধিকারীও সুর্য মেদ প্রভৃতি বল্পনিচয়ের
প্রবৃত্তি কার্য সমন্ত আমারই অধীন।

প্রকারঃ অহম্ এব অবন্থিত ইতি একত্বজানেন অনুসংদধানাঃ চ মাম্

উপাসতে তে এব মহাত্মানঃ ॥১৯॥

সমগ্র জগৎ আমিই। চিদ্চিদ্বিশিষ্ট পরমাজা এই একজ্জানে\* অফুসন্ধান করতঃ যাহারা আমার উপাসনা করে তাহারাই মহাজা। ১৯॥

\*>-- >ন অধ্যায়ে ১৭শোকে 'জ্ঞানযজ্ঞেন' 'একড়েন' শক্ষয়ের অর্থ এইস্থানে পরিক্ষুট হইয়াছে।

#### রামান্তজভাষ্য---

এবং মহাত্মনাং জ্ঞানিনাং ভগবদন্তুভবৈকভোগানাং বৃত্তম্ উক্ত্যা
ভেষাম্ এব বিশেষং দর্শয়িতুম্
ভ্রজানাং কামকামানাং বৃত্তম্ আহ—

#### বন্ধান বাদ-

এইপ্রকার ভগবানকে অমুভব করিতে থাকাকেই বাঁহারা একনাত্র 'ভোগ' বলিয়া জানেন সেইরূপ জ্ঞানী মহাত্মা পুরুষের সভাব এবং আচরণ সম্বন্ধে বর্ণনা করিয়া, অতঃপর এইশ্লোকে স্বর্গাদি ভোগাকাজ্জীর অজ্ঞানাচরণের সম্বন্ধে বর্ণনা করিতেছেন—

ত্তৈবিছা মাং সোমপাঃ পুতপাপা যতৈত্তরিষ্টা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে। তে পুণ্যমাসাছ স্থরেব্রুলোক-মশ্বন্তি দিব্যান্ দিবি দেবভোগান্॥২০॥

তে তং জুক্ত্যা স্বৰ্গলোকং বিশালং
ক্ষীণে পুণ্যে মৰ্ত্যলোকং বিশন্তি।
এবং ত্ৰয়ীধৰ্মমনুপ্ৰপন্না
গতাগতং কামকামা লভত্তে ॥২১॥

#### সরলার্থ—

যাহারা বেদত্রয়প্রতিপান্ত (কর্মকাণ্ডীয়) কেবল কাম্যকর্মের প্রতি **আগ্রহবান** তাহারা (বস্তুতঃ) ইন্দ্রাদিদেবতার আরাধনারূপ যজ্ঞের দ্বারা তত্তৎ দেবতার অন্তর্থামীরূপ আমারই আরাধনা করতঃ ক্ষীণপাপ হইয়া এই যজ্ঞদ্বারা স্বর্গলাভ প্রার্থনা করে। তাহারা পুণ্যক্ষেত্র স্বর্গলোক প্রাপ্ত হইয়া স্বর্গে ইন্দ্রাদির ভোগ্যবস্তু ভোগ করে॥২০॥

এইরূপ যজ্ঞফল ভোক্তাগণ সেই বিশাল স্বর্গলোক উপভোগ করতঃ পুণ্যক্ষর হইয়া গেলে পুনরায় মর্ত্ত্যলোকে প্রনেশ করিয়া থাকে। ভোগকামীগণ এই প্রকারে বেদোক্ত কর্মকাণ্ডীয় যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিয়া পুনঃ পুনঃ গমনাগমন করিয়া থাকে॥২১॥ রামানুজভায়—

শ্বগ্যজ্ঃসামরপাঃ তিন্তো বিছাঃ
ত্রিবিছান্, কেবলং ত্রিবিছানিষ্ঠাঃ
ত্রেবিছা: । ন তু ত্রয্ত্তং নিষ্ঠাঃ
ত্রেবিছা: । ন তু ত্রয্ত্তং নিষ্ঠাঃ
ত্রেবাছানিষ্ঠা হি মহাত্মানঃ পুর্বোক্তপ্রকারেণ অখিলবেদবেছাং মাম্ এব
জ্ঞাত্বা অতিমাত্রমন্তক্তিকারিতকীর্ত্রনাদিভিঃ জ্ঞানযজ্ঞেন চ মদেকপ্রাপ্যা
মাম্ এব উপাসতে।

ত্ত্রবিষ্ণাঃ তু বেদপ্রতিপান্তকেব-লেন্দ্রাদিযাগশিষ্টসোমান্ পিবন্তঃ প্তপাপাঃ স্বর্গাদিপ্রান্তিবিরোধি-পাপাৎ পূতা তৈঃ কেবলেন্দ্রাদি-দৈবত্যতয়া অনুসংহিতৈঃ যজৈঃ বস্তুতঃ তদ্রপং মাম্ ইষ্ট্রা তথা অবস্থিতং মাম্ অজানন্তঃ স্বর্গতিং প্রার্থরিং । তে প্ণ্যং তুঃখাসংভিন্নং স্বরেন্দ্রলোকং প্রাপ্য তত্ত্র দিব্যান্ দেব-ভোগান্ অমন্তি ॥২০॥

তে তং বিশালং স্বর্গলোকং ভূজ্ব।

তদ্দুভবহেতুভূতে পুণ্যে ক্ষীণে
পুনরপি মর্ত্তালোকং বিশস্তি।

বঙ্গানুবাদ—

ঋক্, সাম এবং যজু এই তিনটি বেদের नाम देविनिष्ठा ; त्करन এই जिन त्रापत যাহাদের নিষ্ঠা বা শ্রদ্ধা তাহাদের नाम दिविष किस धरे दिविष भरक বেদত্রয়ের অন্তভাগের বা বেদান্তের প্রতি নিষ্ঠাবান প্রুষকে বুঝাইতেছে না। কারণ যাহারা বেদান্তনিষ্ঠ জ্ঞানী মহাত্মা-পুরুষ তাহারা জানে যে, আমিই অথিল-একমাত্র প্রাপ্যবস্ত । অতএব বেদবেত্ত তাহারা আমার প্রতি নিরতিশয় প্রীতি-পূর্বক ভক্তিযুক্ত হইয়া কীর্ত্তনাদি দারা এবং छान्य छात्र पाता (करनगांव पागारकहे উপাসনা করিয়া থাকে। কিন্তু (কর্মকাণ্ডীয়) ত্রৈবিত্ত-পুরুষেরা যাহারা বেদপ্রতিপাত (क्वन हेन्द्रां नित्र व्याताधनाक्रिश অবশিষ্ট সোমরস পানকরতঃ ক্ষীণপাপ যাহাদের অর্থাৎ স্বৰ্গাদি-হইয়াছেন প্রাপ্তির বিরোধী পাপ বিনষ্ট হইয়াছে, তাহারা কেবল সেই ইন্দ্রাদি পুরুষগণকে দেবতাজ্ঞান করিয়া তাহাদের আরাধনা-রূপ যজের অনুষ্ঠান করে। প্রকৃতপক্ষে তাহারা সেই যজের দারা আমারই পুজা করিয়া থাকে। কিন্তু আমি যে সেই যজ্ঞে (ইন্দ্রাদি দেবতার অন্তর্যামীরূপে) অব-আছি তাহা জানে না **স্থিত** স্বৰ্গ-কামনা করিয়া করে । য্ভঃ (অতএব নিজ কামনামুসারে) তাহারা षुः थहीन भूगामय हेन्स्ताक প্राश्च हहेया সেখানে দেবতাদিগের দিব্যভোগ্যবস্ত-সমূহ ভোগ করিয়া থাকে।

সেই বিশাল স্বর্গলোকের ভোগদারা ভাহাদের পুণ্যক্ষয় হইয়া গেলে ভাহারা পুনরায় এই মর্ড্যলোকে প্রভ্যাবর্জন এবং ত্রয্ন্তসিদ্ধজ্ঞানবিধুরাঃ
কাম্যস্বর্গাদিকামাঃ কেবলং ত্রয়ীধর্মন্
অহপ্রপাঃ গতাগতং লভন্তে। অল্পান্থিরস্বর্গাদীন্ অনুভূয় পুনঃ পুনঃ নিবর্ত্তে
ইত্যর্থঃ ॥২১॥

করে। এই প্রকার বেদান্ত প্রতিপাদিত জ্ঞানবিরহিত এবং স্বর্গাদি ভোগৈশ্বর্যকামী পুরুবগণ কেবল বেদত্রয়বিহিত কর্মকাণ্ড প্রতিপাদিত ধর্মের অন্থঞ্চান করিয়া গমনা-গমন করিতে থাকে। অভিপ্রায় এই যে তাহাদিগকে অল্প এবং অনিত্য স্বর্গাদি ভোগের অন্তে (পুণ্যক্ষয় হইলে) পুনঃ পুনঃ মর্জ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয় ॥২১॥

রামানুজভাষ্য--

মহাত্মানঃ তু নিরতিশয়প্রিয়রূপং
মচিন্তনং কৃত্বা মাম্ অনবধিকাতিশয়ানন্দং প্রাপ্য ন পুনরাবর্তন্তে
ইতি তেষাং বিশেষং দর্শয়তি—

#### বঙ্গানুবাদ—

মহাত্মা ভক্তজন আমার চিন্তার দারা অতিশয় আনন্দস্বরূপ পরমেশ্বকে প্রাপ্ত হন ঞবং এইরূপ অবস্থায় তাঁহারা পুনরায় সংসারে প্রত্যাবর্ত্তন করেন না। অতঃপর এই শ্লোকে এই সমুদয়ের বিশেষত্ব সম্বন্ধে বলিতেছেন—

অনন্তাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পযুৰ্ত্যপাসতে। তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্ ॥২২॥

সরলার্থ-

(কামকামী অন্ত দেবতা উপাসক হইতে ভগবানের অনন্তভক্ত এবং উপাসকের বৈশিষ্ট্য কথিত হইতেছে। মহাত্মা ভক্তগণ তাঁহাদের নিরতিশয় প্রিয় আমার চিন্তা করিতে করিতে অপার আনন্দম্বরূপ পরমেশ্বর আমাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। তাঁহারা আর সংসারে প্রত্যাবর্ত্তন করেন না।)

আনি ভিন্ন যাহাদের প্রয়োজনান্তর নাই এইরূপ অন্য ভক্তেরা সর্বদা আমারই চিন্তায় রত থাকিয়া আমারই উপাসনা করে। আমার সহিত নিত্যযোগাভিলাধী সেই ভক্তদের জন্ম মৎপ্রাপ্তিরূপ 'যোগ' এবং সেই প্রাপ্তি যাহাতে বিচ্যুত না হয় এরূপ 'ক্ষেম' আমিই প্রাপ্ত করাইয়া থাকি, অর্থাৎ অপুনরাবৃত্তিরূপ নিত্য মৎসান্নিধ্য দান করিয়া থাকি॥ ২২॥

রামানুজভায্য—

অন্যাঃ অন্যপ্রয়োজনা মচিন্তনেন বিনা আত্মধারণালাভাৎ মচিন্তনৈক-প্রয়োজনাঃ মাং চিন্তয়ন্তো যে মহা-

#### বঙ্গান্তবাদ-

মদ্বিষয়ক চিন্তা বিনা জীবনধারণে অসমর্থ বলিয়া কেবলমাত্র আমারই চিন্তা ধাঁহাদের প্রয়োজন এইরূপ অনস্থপ্রয়োজন যে মহাত্মা পুরুষগণ সর্বতোভাবে আমার আনঃ জনাঃ পর্পাসতে সর্বকল্যাণ-গুণাম্বিতং সর্ববিভূতিযুক্তং নাং পরিত উপাসতে অন্যুনন্ উপাসতে তেবাং নিত্যাভিযুক্তানাং ময়ি নিত্যাভি-যোগং কাজ্জমাণানাম্ অহং মৎ-প্রাপ্তিলক্ষণং যোগম্ অপুনরার্ত্তি-রূপং ক্ষেম চ বহামি। ॥২২॥ উপাদনা করে অর্থাৎ অনম্ব কল্যাণগুণযুক্ত এবং অনস্ত বিভূতিযুক্ত পরমপুরুষ আমাকে দর্বতোভাবে উপাদনা করে। সেই নিত্য-অভিযুক্ত অর্থাৎ আমার সহিত নিত্যদম্বন্ধ-অভিলাষী পুরুষদের আমার প্রাপ্তিরূপ 'যোগ' এবং সংদারে অপুনরার্ত্তিরূপ 'ক্ষেম' (মোক্তর্মণ পরম শ্রেয়) আমি বহন করিয়া থাকি ॥২২॥

বৈহপ্যশুদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রেদ্ধরান্বিতাঃ।
তেহপি মামেব কোন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্বকম্ ॥২৩॥
তাহং হি সর্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।
ন তু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে ॥২৪॥
যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৃ,ন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্যাজিনোইপি মাম্ ॥২৫॥

#### সরলার্থ-

ইন্দ্রাদি দেবতার যে দকল ভক্তগণ শ্রদ্ধার সহিত তাহাদের উপাদনা করে হে কোন্তেয়, তাহারা যদিও আমারই উপাদনা করে (কেননা দর্ববস্তুর শরীরীরূপে আমিই 'দর্ব' পদবাচ্য), তথাপি তাহারা বিধিপূর্বক আমার আরাধনা করে না, কিন্তু তাহারা উক্ত যাথাত্মজ্ঞান বিরহিত হইয়া অবিধিপূর্বক আরাধনা করে॥ ২৩॥

ইন্দ্রাদি দেবতাদিগের অন্তর্থামীরূপে আমিই যে সমস্ত বৈদিক যজ্ঞাদি কর্মের প্রকৃত আরাধ্য দেবতা এবং ফলদাতা প্রভু তাহা বেদান্ত-প্রিদদ্ধ। কিন্তু এই সকল যজ্ঞাদির অন্তর্ধাতারা (প্রকৃত যজ্ঞভোক্তা এবং ফলপ্রদাতারূপ) আমার এই যথার্থতত্ত্ব জানে না অতএব তাহারা মোক্ষরূপ যোগ এবং ক্ষেম হইতে ভ্রপ্ত হয়। অর্থাৎ তাহারা নিজ নিজ প্রবৃত্তি অন্তর্গুণ পরিমিত ফল প্রাপ্ত হইরা ফলভোগান্তে পুনরায় সংসারে প্রত্যাবর্ত্তন করে॥ ২৪॥

(এই সকল বৈদিক যজ্ঞাদিকর্মের অহুষ্ঠাতারা নিজ নিজ সঙ্কল্লাহণ্ডণ যে যে ফল প্রাপ্ত হয় তাহাই বলিতেছেন)।

যাহারা ইন্দ্রাদি দেবতাপ্রাপ্তির ( তত্ত্বল্য ঐশ্বর্যপ্রাপ্তির ) সঙ্কল্প করিয়া যজ্ঞাদি করে তাহারা তত্তৎ দেবতাকে প্রাপ্ত হয়, যাহারা পিত্লোকাদি অথবা যক্ষরক্ষাদি ভূতগণের

প্রাপ্তির জন্ম যজ্ঞাদি করে তাহারা সেই পিতৃলোক অথবা যক্ষরক্ষাদি ভূতগণকে প্রাপ্ত হয়। কিন্ত যাহারা সর্বদেবতাশরীরী সর্বান্তর্যামী পরমেশ্বর আমাকে পাইবার উদ্দেশ্যে এই যজনাদি আরাধনা করে তাহারা আমাকেই প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ তাহারা সর্বেশ্বর পরমপুরুষ আমাকে প্রাপ্ত হইয়া তাহাদের আর সংসারে পুনরাবৃত্ত হইতে হয় না॥ ২৫

#### রামানুজভায্য—

বে অপি অন্তদেবতাভক্তাঃ যে তু ইন্দ্রাদিদেবতাভক্তাঃ কেবলত্ত্রী-নিষ্ঠাঃ শ্রদ্ধরা অবিতাঃ ইন্দ্রাদীন্ যজন্তে, তেংপি পূর্বোক্তেন স্থায়েন সর্বস্থ মচ্ছরীরতয়া মদাত্মত্বেন डेखानि-শৰ্কানাং চ ম্বাচিত্বাদ্ বস্তুতো মাম্ এব যজন্তে অপি তু অবিধিপূর্বকং ইন্দ্রাদীনাং দেবতানাং যজভে। তান্বয়ং যথা কর্মস্থ আরাধ্যতয়া বেদান্তবাক্যানি 'চতুর্হোতারো সংপদং গচ্ছন্তি দেবৈঃ' (তৈঃ আঃ ৪) ইত্যাদীনি বিদধতি, न তৎপূর্বকং যজত্তে।

বেদান্তবাক্যজাতং হি পরমপুরুষশরীরতয়া অবস্থিতানাম্ ইন্দ্রাদীনাম্
আরাধ্যত্বং বিদধদ্ আত্মভূতস্থ পরমপুরুষস্থ এব সাক্ষাদ্ আরাধ্যত্বং
বিদধাতি।

#### বঙ্গান বাদ--

(ইন্দ্রাদিদেবতার আরাধনাও বস্তুতঃ
তত্তৎদেবতার শরীরীরূপ ভগবানেরই
আরাধনা তবে কিজন্ত সেইরূপ
আরাধনায় যোগক্ষেমলাভ হয় না এই
আশঙ্কার উত্তর অতঃপর তিনটি শ্লোকে
বলিতেছেন।)

ইন্দ্রাদি অন্যদেবতার যে কোনও ভক্ত অর্থাৎ যে কোনও বৈদিক কর্মনিষ্ঠপুরুষ যখন শ্রদ্ধার সহিত ইন্দ্রাদি অন্তদেবতার আরাধনা করে তখন তাহারা বস্তুতঃ আমা-রই আরাধনা করে, কেননা পূর্বোপদেশ অনুসারে সর্ববস্তু বা সর্বদেবতা আমারই শরীরন্ধপ এবং আমিই সর্ববস্তুর আত্মারূপী, অতএব ইন্দ্রাদি সমস্ত শব্দই মদাচক। কিন্তু এইন্ধপ ভাবনা লইয়া তাহারা আরা-ধনা করে না, অতএব আমার এইন্ধপ আরাধনা বিধিপূর্বক নহে।

অভিপ্রায় এই যে, 'অগ্নিহোত্রাদি বৈদিক কর্মের অন্থটাতা পুরুষগণ দেবতাদিগের তুল্য সম্পদ লাভ করিয়া থাকেন।' × ১ ইত্যাদি বেদান্তবাক্য এই সকল যজ্ঞে ইন্দ্রাদি দেবতাগণকে আরাধ্য পুরুষ বলিয়া যে প্রকারে বিধান করিয়াছেন সেই বিধি অন্থসারে উক্ত সাধকরা আরাধনা করে না।

অন্ত্রপারে উক্ত সাধকরা আরাধনা করে না।
সমস্ত বেদান্তবাক্য পরমপুরুবের
শরীররূপে অবস্থিত ইন্দ্রাদি দেবতাগণের
আরাধ্যত্বের বিধান করিয়া প্রকৃতপক্ষে
তাহাদের আত্মস্বরূপ যে পরমপুরুষ তাঁহারই আরাধ্যত্বের বিধান করিয়াছেন অর্থাৎ
দেবতাগণের আরাধনার বিধান করিয়া
প্রকৃতপক্ষে তাহাদের আত্মস্বরূপ পরমপ্রুবেরই আরাধনার বিধান করিয়াছেন।

চতুর্হোতারঃ অগ্নিহোত্রদর্শপোর্ণমাসাদীনি কর্মাণি কুর্বাণা যত্ত্র
পরমাত্মনি আত্মত্রয়া অবস্থিতে সতি
এব ভচ্ছরীরস্কুতৈঃ ইন্দ্রাদিদেবরঃ
সংপদং গচ্ছন্তি, ইন্দ্রাদিদেবানাম্
আরাধনানি এতানি কর্মাণি মদিষয়াণি
ইতি মাং সংপদং গচ্ছন্তি
ইত্যর্থঃ ॥২৩॥

অতঃ তৈবিছা ইন্দ্রাদিশরীরস্থ পরমপুরুষস্থ আরাধনানি এতানি কর্মাণি, আরাধ্যঃ চ স এব, ইতি ন জানন্তি, তে চ পরিমিতফলভাগিনঃ চ্যবনস্বভাবাঃ চ ভবন্তি, তদ্ আহ— প্রভুঃ এব চ তত্র তত্র ফলপ্রদাতা চ অহম্ এবঃ ইত্যর্থঃ ॥২৪॥

অহো মহদ্ ইদং বৈচিত্র্যং যদ্
একস্মিন্ এব কর্মণি বর্ত্তমানাঃ
সংকল্পমাত্রভেদেন কেচিদ্ অত্যল্পফলভাগিনঃ চ্যবনস্বভাবাঃ চ ভবন্তি,
কেচন অনবধিকাতিশ্যানন্দপর্মপুরুষপ্রাপ্তিরূপফলভাগিনঃ অপুনরাবর্ত্তিনঃ চ ভবন্তি, ইতি আহ—

পূর্বোক্ত বেদান্তবাক্যের অভিপ্রায় এই যে) ইন্দ্রাদি সর্বদেবতার অন্তর্যাসীরূপে আমি অবস্থিত থাকি বলিয়া অগ্নিহোত্র দর্শপৌর্ণনাসাদি বৈদিক কর্মের হোতার। (হোমাদির অন্তর্যাতারা) আমার শরীর-রূপী এই ইন্দ্রাদি যজ্জদেবতাদিগের সাধ্য সম্পদ (সমান ঐশ্বর্যশালী) প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

অভিপ্রায় এই বে, ইন্রাদি দেবতা গণের আরাধনারূপ এইসকল বৈদিককর্ম প্রকৃতপক্ষে আমারই আরাধনা অতএব এইকর্মের অমুষ্ঠাতাপুরুষগণ এই সকল বৈদিককর্মের সম্পত্তিরূপ অর্থাৎ ফললাভ সম্পত্তিরূপ (মৎশরীরক ইন্রাদিদেবতারূপ) আমাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥২৩॥

বেদত্রবিহিত যজ্ঞাদি সকাম কর্মের অন্থঠাতা পুরুষ জানে না যে ইন্দ্রাদিদেবতা আমার শরীর এবং পরমপুরুষ আমি সেই দেবগণের অন্তর্যানী। অতএব এই সকল যজ্ঞাদি বৈদিক কর্মসমূহ আমারই আরাধনা এবং আমিই আরাধাবস্তু। এই অজ্ঞতারজন্য তাহারা এই আরাধনার পরিমিত ফলভোগী এবং পতনস্বভাববিশিষ্ট হইয়া থাকে (পরিমিত ফলভোগান্তে পুনরায় সংসারে পতিত হয়)। এই শ্লোকে এইকথা বলিতেছেন—প্রভুও আমিই অর্থাৎ সেই সেই যজ্ঞাদিকর্মে ফলপ্রদাতাও আমিই। ॥২৪॥

অহো, ইহা অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয়
যে একই কর্মের অন্নষ্ঠানে কেবলমাত্র
সঙ্কলভেদের জন্ত কেহ কেহ অত্যন্ত
অল্পফলভোগী হইয়া ভোগান্তে পুনঃ পতনস্বভাবযুক্ত হয়। আবার কেহ কেহ
অপার অতিশয় আনন্দস্বরূপ পরমপুরুব
প্রাপ্তিরূপ (উৎকৃষ্ট) ফলভোগী হইয়া আর
সংসারে যে পুনরাবর্ত্তন করে না এই কথা
এখন বলিতেছেন—

ত্রতশব্দঃ সংকল্পবাচী, দেবব্রতাঃ
দর্শপৌর্থসাদিভিঃ কর্মভিঃ ইন্দ্রাদীন্ যজামঃ, ইতি ইন্দ্রাদিযজনসংকল্পাঃ, যে তে ইন্দ্রাদিদেবান্ যান্তি।
যে চ পিতৃযজ্ঞাদিভিঃ পিতৃ,ন্
যজামঃ, ইতি পিতৃযজনসংকল্পাঃ, তে
পিতৃ,ন্ যান্তি।

যক্ষরক্ষঃপিশাচাদীনি

ভূতানি যজামঃ, ইতি ভূতযজন-সংকল্পাঃ, তে ভূতানি যান্তি। যে ভু ভৈঃ এব যজৈঃ দেবপিতৃ-ভূতশরীরকং প্রমাত্মানং ভগবন্তং বাস্থদেবং যজামঃ, ইতি মাং যজন্তে তে নছাজিনঃ নাম এব যান্তি। দেবাদিব্ৰত। দেবাদীন প্ৰাপ্য তৈঃ সহ পরিমিতং ভোগং ভুক্তা তেষাং বিনাশকালে তৈঃ সহ বিনষ্টা ভবন্তি, ম্ভাজিনঃ ভু মাম্ অনাদিনিধনং সর্বজ্ঞং অনবধিকাতিশয়া-সত্যসংকল্পং সংখ্যেয়কল্যাণগুণগণমহোদধিম্ অনবধিকা তিশয়া নন্দং প্রাপ্য ञ পুনঃ নিবর্তন্তে ইত্যর্থঃ ॥২৫॥

এইস্থলে 'ব্রত' শদের অর্থ সঙ্কল্প। যাহারা দেবত্রত অর্থাৎ যাহারা পৌর্ণমান প্রভৃতি কর্মের দারা দেবতার পূজা করিব' এইপ্রকার ইন্রাদি দেবতার পূজার সম্বন্ধ করে তাহারা তত্তৎ **इ**का ि দেবতাগণকে প্রাপ্ত रुश । 'পিত্যজ্ঞাদির যাহারা দারা পিতৃ-গণকে পূজা করিব' এই সম্বল্ল লইয়া কর্ম করে তাহারা পিতৃগণকে প্রাপ্ত হন। যাহারা 'যক্ষরক্ষ পিশাচাদি ভূতগণের পূজা করিব' এইপ্রকার ভূতপূজন বিষয়ক **স**ক্ষরবিশিষ্ট তাহারা ভূতগণকে প্রাপ্ত रुय ।

গরন্ত, দেই দুন্ত যক্তকর্মের দারাই 'এই দেবতা পিতৃগণ এবং ভূতগণ গাহার শরীর দেই প্রমান্না বাস্থদেব ভগ-বানের আমি পূজা করিব' এই সন্ধল্ল লইরা যাহারা আমার ভজনা করে মৎপূজনকারী তাহারা আমাকেই প্রাপ্ত হয়।

অভিপ্রায় এই যে, দেবতা প্রভৃতির উদ্দেশ্যে পূজনকারীরা তত্তৎ দেবতা প্রভ্-তিকে প্রাপ্ত হইয়া তাহাদের দহিত পরি-মিত ফল ভোগ করিয়া সেই দেবতাদির বিনাশকালে তাহাদের সহিত বিন্ট হইয়া যায়। কিন্ত যাহারা আমাকে প্রাপ্ত হইবার লইয়া পূজা আমার मक्ह তাহারা অনাদি অন্ত সর্বজ্ঞ স্ত্যসন্ধল এবং কল্যাণগুণের মহা সমূদ্র অনন্ত আনন্ধরপ অতিশয় নিরবধিক আর সংসারে আমাকে প্রাপ্ত হইয়া ফিরিয়া আসে না ॥২৫॥

রামানুজভাষ্য — মদ্যাজিনাম্ অয়ম্ অপি বিশেষঃ অস্তি ইতি আহ—

বঙ্গান্কুবাদ—
আমার ভজনকারীদের ইহাই আরো
বৈশিষ্ট্য, এই কথা বলিতেছেন —

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রয়ছতি। তদহং ভক্ত্যুপদ্ধতমশ্লামি প্রযতাত্মনঃ ॥২৬॥

সরলার্থ--

কোনও বিশুদ্ধচিত্ত পুরুষ যদি ভক্তিসহকারে আমাকে পত্র পুষ্প ফল বা জল প্রভৃতি যে কোনও বস্তু আমার উদ্দেশ্যে অর্পণ করে তথন অবাপ্তসমস্তকাম সর্বেশ্বর আমি ভক্তিসহকারে অপিত সেই পত্রপুষ্পাদি যৎকিঞ্চিৎ উপহারও প্রীতির সহিত উপভোগ করিয়া থাকি। (এই সকল উপহার তুচ্ছ হইলেও তাহাদের মদ্বিষয়ে স্বীকারের কারণ)। এই শ্লোকে ভগবৎপ্রাপ্তির প্রীতিই আমার দেখাইতেছেন ॥ ২৬ ॥

রামানুজভাষ্য—

সর্বস্থলভং পত্রং বা পূজাং বা ফলং বা তোয়ং বা যো ভক্ত্যা মে প্রয়ছতি অত্যর্থমৎপ্রিয়তয়া তৎপ্রদানেন বিনা তাত্মধারণম্ অলভমানতয়া তদেকপ্রয়োজনো যো মে পত্রাদিকং দদাতি তম্ম প্রয়তাল্পনঃ তৎপ্রদানৈক-প্রয়োজনম্বরূপশুদ্ধিযুক্তমনসঃ তথাবিধভক্ত্যুপহতম্ অহং সর্বেশ্বরো নিখিলজগত্বদয়বিভবলয়লীলঃ অবাপ্ত-সমস্তকামঃ সত্যসংকল্পঃ তানবধি-কাতিশয়াসংখ্যেয়কল্যাণগুণগণঃ স্বাভাবিকানবধিকাতিশয়ানন্দস্বানু-ভবে বর্তমানঃ অপি, মনোরথপথ-

#### বঙ্গান্তবাদ---

আমার কোনও ভক্ত যদি পত্র পুষ্প ফল অথবা জল প্রভৃতি সর্বস্থলভ কোনও বস্তু ভক্তিসহকারে আমাকে প্রদান করে অর্থাৎ আমার প্রতি অত্যন্ত প্রীতিযুক্ত বলিয়া আমাকে এই সকল পত্ৰ পুষ্পাদি निर्तिष्न विना जीवनशांत्र विमार्थ इय, অতএব এই সমর্পণরূপ কর্মই একমাত্র প্রয়োজন মনে করিয়া সেই সকল (তুচ্ছ) বস্তু আমাকে প্রদান করে তাহা হইলে निर्वपनर পত্রাদি যাহার প্রয়োজন এইরূপ পরিশুদ্ধচিত্ত ভক্তিসহকারে নিবেদিত এই সকল পত্র-পুষ্পাদি আমি আহার করি, (উপভোগ করি)তাৎপর্য এই যে যত্তাপি আমি সর্বেশ্বর লীলাহেতু সমগ্র জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়কর্তা, যদিও আমি নিজলাভপূর্ণ (অবাপ্ত সমস্তকাম) সত্যপঙ্কল্প নিরবধিক অতিশয় অনন্ত কল্যাণগুণময় এবং নিরবধিক অতিশয় স্বাভাবিক আনন্দপূর্ণ ভক্তিসহ নিবেদিত তথাপি এই

দূরবর্তিপ্রিয়ং প্রাপ্য ইব অখামি।

যথা উক্তং মোক্ষধর্মে—' যাঃ ক্রিয়াঃ

সংপ্রযুক্তাঃ স্তঃ একান্তগতবৃদ্ধিতিঃ।

তাঃ দর্বাঃ শিরদা দেবঃ প্রতিগৃহাতি

বৈ স্বয়ম্॥' (মহাঃ শাঃ ৩৪০।৬৪)

ইতি ॥২৬॥

দকল তুচ্ছ বস্তকে, কল্পনারও অতীত অত্যন্ত প্রিয়বস্তুর তুল্য, আমি উপভোগ করিয়া থাকি। মহাভারত মোক্ষধর্মেও এইরূপ উক্ত হইরাছে — 'একান্ত মদ্গতিচিত্ত অনগ্রভক্তের দ্বারা যে যে কর্ম ভগবানে অপিত হয়, তৎসমুদ্যই সেই পরমপুরুষ স্বয়ং নিশ্চিত মন্তকে ধারণ করেন।'॥২৬॥

#### রামানুজভাষ্য—

যশ্মাদ্ জানিনাং মহাদ্মনাং
বাদ্মনসাগোচরঃ অয়ং বিশেষঃ,
তশ্মাৎ ত্বং চ জ্ঞানী ভূত্বা উক্তলক্ষণভক্তিভারাবনতাত্মাআত্মীয়ঃ
কীর্ত্তনমতনার্চনপ্রণামাদিকং সততং
কুর্বাণো লৌকিকং বৈদিকং চ নিত্যবৈনিমিত্তিকং কর্ম চ ইখং কুরু ইতি
আহ—

#### বঙ্গানুবাদ-

জ্ঞানী মহাস্মাদিগের এই বৈশিষ্ট্য বাক্য এবং মনের অগোচর, অতএব তুমিও একান্ত ভক্তিভরে আমার জ্ঞানীভক্ত হইয়া নিরন্তর আমার কীর্ত্তন যতন অর্চন এবং আমার প্রণামাদি উপা-সনার সহিত যাবং বৈদিক এবং লৌকিক নিত্যনৈমিত্তিক কর্মও পূর্ব শ্লোকোক প্রকারে করিতে থাক এই শ্লোকে — ইহাই বলিতেছেন।

যৎ করোষি যদশ্লাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ। যৎ তপশুসি কোন্তেয় তৎ কুরুম্ব মদর্পণম্॥২৭॥

#### সরলার্থ---

(পূর্ব শ্লোকোক্ত উপদেশ মনে রাখিয়া তুমিও দর্বকর্ম এইভাবে করিয়া যাও)।
হে অর্জ্জ্ন, তুমি যে দমন্ত লৌকিক কর্ম করিয়া থাক, ভোজন দান হোম বা তপস্থা
প্রভৃতি যে দকল বৈদিক কর্ম করিয়া থাক দেই দমন্ত কর্ম আমাতে অর্পণ কর।
অর্থাৎ তোমা কত্ত্ ক অষ্টিত যাবৎ লৌকিক এবং বৈদিক কর্মের কর্জা ভোজা এবং
আরাধ্য আমি এইপ্রকার অমুসন্ধানপূর্বক দকলপ্রকার কর্ম করিতে থাক॥ ২৭॥

রামানুজভাষ্য—

যৎ দেহযাত্তাদিশেষভূতং লৌকিকং

কর্ম করোমি, যং চ দেহধারণায়
অশ্লাসি, যং চ বৈদিকং হোমদানতপঃপ্রভৃতি নিত্যনৈমিত্তিকং কর্ম
করোমি, তং সর্বং মদর্পণং কুরুদ।

অর্প্যত ইতি অর্পণম্, সর্বস্থ
লৌকিকস্থ বৈদিকস্থ চ কর্মণঃ
কভৃত্বং ভোক্তব্বং আরাধ্যত্বং চ
যথা ময়ি সর্বং সম্পিতং ভবতি
তথা কুরু।

এতদ্ উক্তং ভবতি—বাগদানাদিষু
আরাধ্যতয়া প্রতীয়য়ানাং দেবাদীনাং কর্মকভুঃ ভোক্তুঃ তব চ
মদীয়তয়া মৎসংকল্পায়ন্তস্বরূপস্থিতিপ্রস্থিতয়া চ ময়ি এব পরমদোষিণি
পরমকর্তরি দ্বাং চ কর্তারং
ভোক্তারয়্ আরাধকম্ আরাধ্যং চ
দেবতাজাতম্ আরাধনং চ ক্রিয়াজাতং সর্বং সমর্পয়। তব ময়য়য়য়য়ৢতাপূর্বকমচ্ছেষতৈকরসতায়্ অত্যর্থপ্রীতিধুক্তঃ অনুসংধৎস্ব ইতি ॥২৭॥

#### বঙ্গান্তুবাদ—

তুমি জীবনথাত্রা নির্ব্বাহের জন্ম যে সকল লৌকিক কর্ম করিয়া থাক, দেহ ধারণের জন্ম থাহা কিছু ভোজন করিয়া থাক এবং হোম দান তপ প্রভৃতি যে সকল বৈদিক কর্ম করিয়া থাক সে সমস্তই আমাকে অর্পণ কর। যে বস্তু অর্পিত হয় তাহার নাম 'অর্পণ', স্মতরাং লৌকিক এবং বৈদিক তোমার সমস্ত কর্মের কভূ ভূ ভোক্তৃত্ব এবং আরাধ্যত্ব এই সমস্ত যাহাতে আমাতে অর্পিত হয় তাহাই কর।

এই বাক্যের অভিপ্রায় এই বে, যজ্ঞ-দানাদি বিষয়ে আরাধ্যরূপে প্রতীয়মান দেবতা পিতৃপুরুষাদিরা সকলেই এবং (मरे मकल यखानि करा त कर्छ। जवः ভোক্তা তুমিও আমারই বস্তু এবং সক-লেরই স্থিতি ও প্রবৃত্তি আমারই সঙ্কলা-ধীন; অতএব যজ্ঞাদি এই সকল কর্মসম্বীয় আরাধক, কর্ত্তা, ফলভোক্তা তুমি, আরাধ্য দেবতাদি এবং আরাধনা-রূপ কর্ম গুলি এই সমস্তই পর্মকর্ত্তা প্রম-শেনী পরমেশ্বর আমাতে সমর্পণ কর। আমার বিষয়ে অত্যন্ত প্রীতিযুক্ত হইয়া এইরূপ অহুসন্ধান কর যে তুমি আমার (ভগবানের) নিয়াম্য এবং একমাত্র শেষত্ব\*১ গুণযুক্ত (জীব) যজ্ঞাদি বৈদিক কর্মের আরাধ্য দেবতা পিতৃগণ প্রভৃতিও এইপ্রকার সর্বকোভাবে আমার नियागा वस ववः শেववस ॥ २१॥

**<sup>\*&</sup>gt; শেষড়—অচিৎবস্তুর স্থায় পরতন্ত্র।** 

## শুভাশুভফলৈরেবং মোক্ষ্যসে কর্মবন্ধনৈঃ। সন্ধ্যাসযোগযুক্তাত্মা বিমুক্তো মামুপৈয়সি ॥২৮॥

সরলার্থ-

উক্তপ্রকারে লৌকিক এবং বৈদিক সমস্ত কর্ম আমাতে অর্পণরূপ সন্ত্যাস যোগযুক্ত হইয়া (সমস্ত কর্মই আমার আরাধনারূপ এই ভাবিয়া) অষ্টান করিলে তুমি পাপ এবং পুণ্যরূপ কর্মবন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া আমাকেই প্রাপ্ত হইবে॥ ২৮॥

র্যমানুজভাষ্য--

এবং সংস্থাসাখ্যযোগযুক্তমনা
আত্মানং মচ্ছেষভামন্নিযাম্যতৈকরসং
কর্ম চ সর্বং মদারাধনম্ অনুসংদধানো
লোকিকং চ কর্ম কুর্বন্ শুভাশুভফলেঃ
অনক্তঃ প্রাচীনকর্মাবৈধ্যঃ বন্ধনিঃ
মৎপ্রাপ্তিবিরোধিভিঃ স্বর্বঃ মোক্যাসে,
তৈঃ বিমুক্তো মাম্ এব উপৈয়সি ॥২৮॥

বঙ্গানুবাদ---

এইপ্রকার সন্ন্যাসনামক যোগযুক্ত (অন্ন্সনাম্যুক্ত) মনে (সর্বস্ব আমাকে অর্পণ করতঃ) নিজ আত্মাকে একমাত্র আমার শেব ও নিয়াম্যবস্তুরূপে অন্ন্সনানকরতঃ এবং সর্বকম ই যে আমার আরাধনারূপ তাহা অন্ন্সনান করতঃ সমস্ত লোকিক এবং বৈদিক কম করিতে থাকিলে তৃমি শুভ ও অশুভ ফলদায়ী মৎপ্রাপ্তি বিরোধী প্রাচীন কম জনিত বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিবে। এইরূপে বন্ধন বিমুক্ত হইয়া আমাকেই প্রাপ্ত হইবে॥২৮॥

রামান্ত্রজভায় — মম ইমং প্রমম্ অভিলোকং স্বভাবং শূনু—

বঙ্গানুবাদ—

এখন, আমার লোকাতীত শ্রেষ্ঠ-স্বভাবের পরিচয় শ্রবণ কর।

সমোহহং সর্বভূতেষু ন মে দেয়োহস্তি ন প্রিয়ঃ। যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্॥২৯॥

সরলার্থ---

আমার সমাশ্রয়ণে দেবমহয়াদি ব্রাহ্মণশূদ্রাদির কোনও তারতম্য নাই। নির্বি-চারে সকলের নিকটই শরণ্যরূপে আমি তুল্য\*। এই সমাশ্রয়ণ বিষয়ে জাতি আকার প্রভৃতি নিরুষ্টতাহেতু আমার নিকট কেহই দেয় বা পরিহরণীয় নহে এবং জাত্যাদির

পুল্য — সমাশ্রয়ণীয়৻ড় তুল্য। দেব-ময়য় ব্রাহ্মণ-শৃক্ত প্রী পাপী-প্ণাায়া পশু-পক্ষী প্রভৃতি নির্বিচারে
সকল জীবের কাছেই শরণ্য হিসাবে আমি তুল্য।

উৎকৃষ্টতাহেতু কেহ প্রিয়ও নহে। অর্থাৎ যাহারা আমার আশ্রয় গ্রহণ করিতে চাহে তাহাদের জাত্যাদির বিচার না করিয়া নিরপেক্ষভাবে সকলকেই আমি আশ্রয় দিয়া থাকি এবং যাহারা ভক্তিসহকারে আমার ভজনা করে তাহারা জাত্যাদি নির্বিচারে আমার নিকট বিহার করিতে থাকে আমিও তাহাদের মধ্যে তুল্যরূপে বিহার করিয়া থাকি ॥ ২৯॥

রামানুজভায্য-

দেবতির্যঙ্মনুয়ান্থাবরাত্মনা স্থিতেযু জাতিতঃ চ আকারতঃ স্বভাবতো অত্যন্তোৎকৃষ্টাপকৃষ্ট-জানতঃ Б রূপেণ বর্ত্তমানেষু সর্বেষু ভূতেরু সমা-শ্রেরণীয়ত্বেন স্মঃ वश्य ; তায়ং জাত্যাকারম্বভাবজ্ঞানাদিভিঃ নিকৃষ্ট ইতি সমাশ্রামণে ন মে দেয়ঃ অস্তি অস্তি : উদ্বেজনীয়তয়া ন ত্যাজ্যঃ তথা সমাশ্রিভত্বাতিরেকেণ জাত্যা-দিভিঃ অত্যন্তোৎকৃষ্টঃ অয়ম্ ইতি তপ্ত্যুক্ততয়া সমাশ্রয়ণে ন কশ্চিৎ প্রিয়ঃ অস্তি ন সংগ্রাহ্যঃ অস্তি।

অপি তু অত্যর্থমৎপ্রিয়ব্বন
মন্তজনেন বিনা আত্মধারণালাভাৎ
মন্তজনৈকপ্রযোজনা যে সাং ভজত্তে
তে জাত্যাদিভিঃ উৎকৃষ্টাঃ অপকৃষ্টা
বা মৎসমানগুণবৎ্যথাস্থাং ময়ি এব

#### বঙ্গান্থবাদ—

মহ্য্য তির্য্যগ্ ও স্থাবর রূপে অবস্থিত যে সমস্ত জীব আছে এবং জাতি আকার স্বভাব ও জ্ঞানের তারতম্য হেতু উৎকৃষ্ট অথবা নিকৃষ্টরূপে যাহারা বিভাষান নিকটেই আছে তাহাদের সকলের সমাশ্রয়ণীয়রূপে বা শরণ্য হিসাবে আমি তুল্য। (ইহারা আমার শরণার্থী হইলে সকলকেই সমভাবে আমি শরণ করি। ) ইহারা জাতি আকার স্বভাব জ্ঞান প্রভৃতিতে নিকৃষ্ট অতএব আমার সমাশ্রমণীয় নহে —এইভাবে কেহ আমার দ্বেযের বা বিরক্তির পাত্র নহে অর্থাৎ বিরক্তির পাত্র বলিয়া কাহাকেও আমি ত্যাগ করিনা। এ ব্যক্তি জাতি প্রভৃতিতে অত্যন্ত উৎকৃষ্ট, এইভাবে সমাশ্রমণ বিষয়ে কেহ আমার প্রিয়ও নহে। অভিপ্রায় এই যে, জাত্যাদি নির্বিচারে কেবল আমার শরণ গ্রহণের আগ্রহ লক্ষ্য করিয়াই তাহাদের সকলকেই তুল্যরূপে আমি গ্রহণ করিয়া থাকি।

উপরস্ত মদিষয়ে অত্যন্ত প্রীতিবশতঃ
আমার ভজনা বিনা জীবনধারণে অসমর্থ
হইরা এবং কেবল আমার ভজনই তাহার
প্রয়োজন বলিয়া (অন্ত কোনও দেবতার
ভজনা না করিয়া অন্ত কোনও ফলের
আকাজ্ফা রহিত হইয়া) যাহারা আমার
ভজনা বা উপাসনা করে তাহারা জাতি
আদিতে উৎকৃষ্ট হউক বা নিকৃষ্টই হউক
তাহারা আমার সমান গুণবিশিষ্ট হইয়া

বর্ত্তন্তে; অহম্ অপি তের্ মত্নৎক্বপ্তেমু ইব বর্ত্তে ॥২৯॥

যথেচ্ছা আমার মধ্যেই বর্ত্তমান থাকে এবং আমিও আমার সেইসকল ( অন্য-ভজনশীল) উৎকৃষ্ট ভক্তের মধ্যে তদ্ম-রূপ বিরাজ করিয়া থাকি ॥২৯॥

## অপি চেৎ স্থন্তরাচারো ভজতে মামনম্ভাক্। সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যক্ ব্যবসিতো হি সঃ॥৩०॥

#### সরলার্থ-

(পূর্বশ্লোকে বলিয়াছেন যে, সমাশ্রয়ণ বিষয়ে জাতি প্রভৃতি অপকর্ষতা নাই। এখন বলিতেছেন যে, এ বিষয়ে জুষ্টাচারাদিরও অপকর্ষতা নাই)।

অত্যন্ত ছ্রাচারী হইয়াও যদি কেহ আমার ভজনই একমাত্র প্রয়োজন ভাবিয়া এবং অন্ত দেবতার ভজন বা অন্ত কোনও ফলের আকাজ্ঞা না করিয়া আমার উপাসনা করে, তখন তাহাকে সাধু বলিয়াই বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। কেননা যে পর্ম পুরুষ ভগবানের ভজনারূপ স্মাচীন বিষয়ে দৃঢ় ভাবে অধ্যব্যায় করিতেছে ॥৩০॥

রামানুজভায্য—

ত্ত্র অপি তত্ত্র তত্ত্র জাতিবিশেষে
জাতানাং যঃ সমাচার উপাদেরঃ
পরিহরণীরঃ চ, তন্মাদ্ অতিবৃত্তঃ
অপি উক্ত প্রকারেণ মাম্ অন্যভাক্
ভজনৈকপ্রয়োজনো ভজতে চেং সাধঃ
এব সঃ বৈষ্ণবাত্রেসর এব মন্তব্যঃ,
বহুমন্তব্যঃ পূর্বেতিক্রঃ সম ইত্যর্থঃ।
ক্তি এতৎ ? সম্যুগ্ ব্যব্দিতো হি সঃ,

যতঃ অস্তু ব্যবসায়ঃ স্থসনীচীনঃ।

#### বঙ্গান্থবাদ—

(পূর্বশ্লোকে বলা হইয়াছে যে অপকৃষ্ট জাতিও যদি আমার শরণাগত হয় আমি তাহাদের शीकात कति), এখন বলিতেছেন, क्विवल हेराहे नरह हेराएनत गर्था क्रि যদি কোন জাতিবিশেষে জনগ্রহণ করিয়া নিজ জাতি অহুগুণ কর্ত্তন্য আচার-ব্যবহার পরিত্যাগপূর্বক তদিপরীত ছণ্ট আচরণে রত থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে অনুগুভজনশীল হইয়া অর্থাৎ আমার ভজনাই একমাত্র প্রয়োজন মনে করিয়া ভজনে রত থাকে তাহা হইলে সেই ব্যক্তিও (সেই ছুরাচারী কিন্ত गडकनमील त्राङिख। माधू-वनग्रङकनमील বৈষ্ণবপ্ৰধান – বলিয়া গণ্য হওয়া উচিত অর্থাৎ পূর্বশ্লোকোক্ত আমার ভক্তের স্থায় তাহারা অত্যন্ত गাননীয় এইরূপ বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। এইরূপ বিবেচনার কারণ তাহাই বলিতেছেন—কারণ घ्ताठाती हरेल समगीठीन विषया पृष् অধ্যবসায়যুক্ত। অর্থাৎ 'ন্যগ্রজগতের ভগবান্ নিখিলজগদেককারণভুতঃ
পরব্রহ্ম নারায়ণঃ চরাচরপতিঃ
তাশ্বংস্থামী মম গুরুঃ মম স্বন্থান মম পরং ভোগ্যম্ ইতি সর্বৈঃ তুষ্পাপঃ
তায়ং ব্যবসায়ঃ তেন কৃতঃ, তৎকার্যং
চ অনন্যপ্রয়োজনং নিরন্তরভজনং
তম্ম অস্তি, অতঃ সাধুঃ এব বন্তুমন্তব্যঃ।

অস্মিন্ ব্যবসায়ে তৎকার্যে চ উক্তপ্রকারভজনে সংপন্নে সতি তস্থ আচারব্যতিক্রমঃ স্বল্পবৈকল্যম্ ইতি ন তাবতা অনাদরণীয়ঃ. অপি তু বহুমন্তব্য এব ইত্যর্থঃ ॥৩০॥ একমাত্র কারণ পরবন্ধ নারায়ণ বিশ্ব-চরাচরপতি আমার স্বামী (প্রভু) আমার গুরু আমার হিতৈনী স্বন্ধং এবং আমার পরমভোগ্য' এইপ্রকার সর্বলোকছর্লভ দৃঢ়বিশ্বাস সে লাভ করিয়াছে এবং এই দৃঢ়বিশ্বাসের ফলস্বরূপ সে অনন্তপ্রয়োজন হইয়া নিরন্তর আমার ভজনে নিরত, অতএব সে সাধুর ভুল্যই অতি সম্বানের উপযুক্ত পাত্র।

অভিপ্রায় এই যে, এই দৃঢ়বিশ্বাস এবং
তজ্জনিত নিরন্তর অনন্তপ্রয়োজন ভজন
উপজাত হইলে এই মহৎগুণের নিকট
তাহার ছ্রাচারক্ষপ দোষ অল্পক্রটী
বলিয়াই বিবেচিত হয়, অতএব সে
অনাদরণীয় নহে। উপরন্ত এই পুরুষ বহুসন্মানের উপযুক্ত ॥৩০॥

#### রামানুজভাষ্য-

নমু 'নাবিরতো ছ্শ্চরিতারাশান্তো নাসমাহিতঃ। নাশান্তমানসো বাপি প্রজ্ঞা-নেনৈনমাপুরাও॥' (কঃ উঃ সাহাহ৪) ইত্যাদিশ্রুতঃ আচারব্যতিক্রম উত্ত-রোত্তরভজনোৎপত্তিপ্রবাহং নিরুণদ্ধি ইতি অত্র আহ—

#### বঙ্গানুবাদ—

এইস্থলে শঙ্কা হইতে পারে যে, শ্রুতি বলিতেছেন 'যে পুরুষ ছুই আচরণ হইতে বিরত নহে যে অশান্ত যে অসংযত এবং অশান্তচিন্ত সে কেবল জ্ঞানের দারা আত্মাকে লাভ করিতে পারে না।' এই প্রকার শ্রুতিসকল হইতে প্রমাণ হয় যে, বিপরীত ছুই আচার-ব্যবহার ক্রমবন্ধ মান ভজনপ্রবাহকে নিরুদ্ধ করিয়া দেয়। এই শঙ্কা নিবারণার্থে বলিতেছেন—

ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি। কৌন্তের প্রতিজানীহি ন মে গুক্তঃ প্রণশ্যতি ॥৩১॥

#### সরলার্থ-

আমার অনমভজনশীল ভক্ত যদি ছ্রাচারীও হয় তবে তাহার সেই ছ্রাচার আমার ভজনশীলতার দারা শীঘই নষ্ট হইয়া যায় এবং শীঘই তাহার ভজনপ্রবাহ বর্দ্ধিত হইয়া সে ধর্মালা । হইয়া যায়, এবং অপুনরাবৃত্তিরূপ নিত্য শান্তিলাভ করে। হে কোন্তেয়, তুমিও প্রতিজ্ঞা করিতে পার মে, আমার ভক্ত ছরাচারী হইলেও কখনও নষ্ট হয় না ( এবং জন্মসূত্যুপ্রবাহের অতীত হইয়া নিত্য শান্তিলাভ করে ) ॥৩১॥

#### রামান্তজভায্য-

মৎপ্রিয়ত্বকারিতানগুপ্রয়োজনমন্তজনেন বিধূতপাপতয়। এব
সমূলোঝূলিতরজস্তমোগুণঃ ক্ষিপ্রং
ধর্মালা ভবতি ক্ষিপ্রম্ এব বিরোধিরহিতসপরিকরমন্তজনৈকমনা
ভবতি । এবংরূপভজনম্ এব হি
'ধর্মস্থ অস্থ পরংতপ।' (৯০) ইতি
উপক্রমে ধর্মশক্ষোদিতঃ।

শশ্বচ্ছান্তিং নিগছতি। শাশ্বতীম্ অপুনরাবর্তিনীং মৎপ্রাপ্তিনিরোধ্যা-চারনিবৃত্তিং গচ্ছতি।

কৌন্তের দ্বম্ এব তান্মিন্
তার্থে প্রতিজ্ঞাং কুরু মন্তর্জ্জী
উপক্রান্তো বিরোধ্যাচারমিশ্রঃ তাপি
ন নগুতি অপি তু মন্তর্জ্জিমাহান্ম্যেন
সর্বং বিরোধিজাতং নাশয়িদ্বা
শাশ্বতীং বিরোধিনিবৃত্তিম্ অধিগম্য
ক্ষিপ্রং পরিপূর্ণভক্তিঃ ভবতি ॥৩১॥

#### বঙ্গান্তবাদ---

অম্ম ফলাভিসন্ধিরহিত হইয়া কেবল-মাত্র প্রীতিপরবশ হইয়া আমার ভজনশীল পুরুষের (তুরাচারী পুরুষেরও) সমস্ত পাপ বিধৌত হইয়া তাহার রজঃ এবং তমগুণ সমূলে বিনষ্ট হইয়া যায়। অতএব সে পুরুষ শীঘ্ৰই ধৰ্মাত্মা হইয়া যায় অৰ্থাৎ শীঘ্ৰই বিরোধীগুণ বিবর্জিত হইয়া তাহার মন আমার সর্বাঙ্গপূর্ণ ভজনে নিরত থাকে। এই অধ্যায়ের প্রথমে 'ধর্মস্ত অস্ত পরন্তপ' এইপ্রকার এই বাক্যে 'ধর্ম' শক ভজনেরই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। শান্তি প্রাপ্ত হয়—অর্থাৎ মৎপ্রাপ্তিবিরোধি ত্বরাচার হইতে নিবৃত্ত হইয়া যায়—এবং দদা অপুনরাবৃত্তিরূপ স্থিতি (শান্তি) লাভ करत। ए को छित्र, अविषय প্রতিজ্ঞা কর যে যদি কোনও পুরুষ আমার ভজন-আরম্ভকালে ছ্রাচারযুক্তও হয় তথাপি সে বিনষ্ট হয় না, পরস্ত আমার ভক্তির মহিমায় তাহার ভক্তনবিরোধীরূপ সমুদয় দোৰ নষ্ট হইয়া যায় এবং সে তখন এই বিরোধীনিবৃত্তিরূপ নিত্যশান্তি লাভ করিয়া শীঘ্রই সম্পূর্ণ ভক্তিমান অবস্থা লাভ করে ॥৩১॥

<sup>\*</sup>১ প্রতিজ্ঞা কর—(প্রতিজ্ঞানীছি) এখনে এই প্রতিজ্ঞা বিধান অত্যন্ত হিংহিখাসের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতেছে।

<sup>\*</sup> ধর্মাস্মা — এ স্থলে ভক্তিবিষয়ে উপদেশ চলিতেছে বলিয়া 'ধর্মাস্মা শব্দে 'অনস্থভজনশীল এই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রেত্য যেহপি স্থ্যঃ পাপযোনয়ঃ।
দ্রিয়ো বৈশ্যান্তথা শূদ্রান্তেইপি যান্তি পরাং গতিম্ ॥৩২॥
কিং পুনর্ত্রশিক্ষণাঃ পুণ্যা ভক্তা রাজর্ষয়ন্তথা।
তানিত্যমস্থাং লোকমিমং প্রাপ্য ভজন্ম মান্।৩৩॥

সরলার্থ-

(ভক্তিনার্নে উৎকৃষ্ট অপকৃষ্ট নির্বিচারে যে সকলেই সমান অধিকারী এবং সকলেই প্রাগতি লাভ করিয়া থাকে তাহাই এখন বলিতেছেন)।

হে পার্থ, স্ত্রী বৈশ্য শূদ্র প্রভৃতি নিরুষ্ট যোনিতে জন্মগ্রহণ করিলেও তাহারা যদি আমাকে সম্যকরূপে আশ্রয় করে তবে তাহারাও উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিয়া থাকে ॥৩২॥

পুণ্যযোনিসভূত এবং ভক্তিমান ব্রাহ্মণ ও ঋষিতুল্য রাজাদিগের কথা আর কিবলিব ? (অর্থাৎ তাহারা যে পরাগতি প্রাপ্ত হইবে ইহাতে আর দন্দেহ নাই)।
অতএব তুমি, অনিত্য ছঃখময় মর্ভ্যলোক প্রাপ্ত হইয়াছ, (তাহা নিবৃত্তির জন্ম) আমার
ভক্তনা কর ॥৩৩॥

রামানুজভাষ্য-

স্ত্রিয়ো বৈশ্যা: শৃদ্রা: **চ** পাপযোনয়: অপি মাং ব্যপাশ্রিত্য প্রাং গতিং যান্তি॥**৩২**॥

কিং পুনঃ পুণ্যবোনয়ে। ব্রাহ্মণাঃ
রাজর্ষয়ঃ চ মস্কুক্তিম্ আঞ্জিতাঃ।
অতঃ ছং রাজর্ষিঃ অস্থিরং তাপব্রয়াভিহততয়া অস্তবং চ ইয়ং লোকং
প্রাপ্য বর্তমানো মাং ভজ্ম॥৩৩॥

#### বঙ্গান্তবাদ---

স্ত্রীকুল, বৈশুকুল এবং শৃ্দ্রকুলরপ পাপযোনিতে জন্মগ্রহণ করিলেও তাহারা যদি সম্যক্রপে আমার আশ্রয় গ্রহণ করে তবে তাহারাও পরাগতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥৩২॥

অতএব, পুণ্যকুলজাত ব্রাহ্মণগণ এবং রাজ্যিগণ আমার প্রতি ভক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিলে যে পরাগতি লাভ করিয়া থাকে ইহাতে আর বক্তব্য কি থাকিতে পারে ?

অতএব (হে অর্জুন) তুমি রাজর্ষি, তুমি অনিত্য ত্রিতাপদগ্ধ. এবং স্থখহীন এই জগতে বাস করিতেছ (ভিৎকুট্ট গতি-প্রাপ্তির জন্ত) তুমি আমার ভজনা কর॥৩৩॥ রামানুজভায়— ভক্তিস্বরূপম্ আহ—

#### বঙ্গানুবাদ-

পূর্বশ্লোকে বলিয়াছেন আমাকে ভক্তি কর। এখন এই শ্লোকে ভক্তির স্বরূপ যে কি তাহাইব লিতেছেন—

মন্মনা ভব মন্তকো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু। মামেবৈয়াসি যুক্তৈবুবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ ॥৩৪॥

সরলার্থ---

পূর্বশ্লোকে 'ভজস্ব' ভজনা কর বলিয়া, এই শ্লোকে ভক্তির স্বরূপ বর্ণনা করিয়া অধ্যায়ের সমাপ্তি করিতেছেন।

ুমি মদ্বিষয়ে অত্যন্ত প্রীতিযুক্ত হইরা নিরন্তর নিরবচ্ছিন্নভাবে আমাতেই মনো-নিবেশ কর, মদ্বিবয়ে ভজনশীল হও এবং অত্যন্ত প্রীতিযুক্ত হইরা আমাকে নমস্কার কর। (সর্বদা আমার প্রতি বিনম্র থাক)। এইপ্রকার অত্যন্ত প্রীতিযুক্ত সর্বতোভাবে মদ্গতচিত্ত হইরা মৎপরায়ণ হইলে তুমি আমাকেই প্রাপ্ত হইবে ॥৩৪॥

রামানুজভাষ্য—

गगान जन गरि मर्दिश्वत निश्चिल-হেয়প্রত্যনীক কল্যাণেকতানে সর্বজ্ঞে সত্যসংকল্পে নিখিলজগদেক-কারণে পরস্থান ব্রহ্মণি পুরুষোত্তমে পুগুরীকদলামলায়তেক্ষণে নীলজীমূতসংকাশে যুগপত্নিতদিন-করসহস্রসদৃশতেজসি লাবণ্যায়ত-মহোদধো উদারপীবরচতুর্বাহৌ অভ্যুজ্জ্বলপীতাম্বরে অমলকিরীট-মকরকুগুলহারকেয়ুরকটকাদি-অপারকারুণ্যসৌশীল্য-ভূষিতে সৌন্দর্যনাধুর্যগান্তীর্যোদার্যবাৎসল্য-অনালোচিতবিশেষাশেষ-**जल**(ध) লোকশরণ্যে সর্বস্থামিনি তৈলধারা-বদু অবিচ্ছেদেন নিবিষ্টমনা ভব।

#### বঙ্গানুবাদ---

আমার বিষয়ে মনোনিবেশ কর— অর্থাৎ 'আমি সর্বজীবের ঈশ্বর অখিল হেয়-দোষরহিত ও তদ্বিপরীত অনন্ত মঙ্গল-গুণময় সর্বজ্ঞ সত্যসঙ্কল্প এবং সমগ্রজগতের একমাত্র কারণ পরব্রহ্ম পুরুষোত্তম আমার দিব্যবিগ্রহ কমলপত্র সদৃশ বিমল এবং বিশাল নেত্রবিশিষ্ট স্বচ্ছ নীলমেঘসদৃশ শ্যামবর্ণ যুগপৎ উদিত সহস্রস্থ্যসদৃশ তেজোময়, আবার স্নিগ্ধ লাবণ্যরূপ অমৃতের আমি উদার এবং মহাসমুদ্র, চতুর্বাহুযুক্ত অত্যুজ্জল পীতাম্বর নিৰ্মল কিরীট মকর কুগুল হার কেয়ুর কটক প্রভৃতি বদন-ভূষণ বিভূষিত, আমি ज्यात काक्षा मोशीला मोन्यं माधूर्या शास्त्रीया छेनाया ववः वारमनामि स्टान সমুদ্র এবং আমি নির্বিচারে সর্বলোকশরণ্য সর্বস্বামী পরংব্রদ্ধ পুরুষোত্তম।' এবম্বিধ স্বরূপ রূপ গুণ লীলা ও বিভূতিবিশিষ্ট আমাতে তৈলধারাবৎ অবিচ্ছিন্নভাবে

তদ্ এব বিশিনষ্টি—মন্তক্তঃ অত্যর্থ-মংপ্রিয়ত্বেন যুক্তো মন্মনা ভব ইত্যর্থঃ।

পুনঃ অপি বিশিনষ্টি— মভাজী
অনবধিকাতিশয়প্রিয়মদমুভবকারিতমভাজনপরো ভব।

যজনং নাম পরিপূর্ণশেষরৃত্তিঃ, ঔপচারিকসাংস্পশিকাভ্যবহারিকাদিসকলভোগপ্রদানরূপো হি যাগঃ।

যথা মদমুভবজনিতনিরবধিকাতিশয়প্রীতিকারিতমভাজনপরো ভবসি
তথা মন্মনা ভব ইত্যুক্তং ভবতি।

পুনঃ অপি তদ্ এব বিশিনষ্টি—মাং
নমস্ক, অনবধিকাতিশয়প্রিয়মদন্ত্রভবকারিতাত্যর্থপ্রিয়াশেষশেষবৃত্তো
অপর্যবস্থান্ ময়ি অন্তরাত্মনি
অতিমাত্রপ্রস্থাভাবব্যবসায়ং কুরু।

নিরস্তর মনোনিবেশ কর (আমার চিস্তা বা ধ্যান কর)।

এই উক্তিরই বিস্তার করিতেছেন—
আমার ভক্ত হও অর্থাৎ (আমার স্বরূপ
রূপ গুণ লীলা এবং বিভূতিসমুদয় অবগত
হইয়া ) আমার প্রতি অতিশয় প্রীতিযুক্ত
হও এবং প্রীতিযুক্ত হইয়া মদ্বিয়ে
মনোনিবেশ বা ধ্যান কর।

পুনরায় ইহারই বিস্তার করিতেছেন
—আমার পূজনকারী হও অর্থাৎ (উক্তচিন্তা বা ধ্যানের জন্ত) নিরবধিক অতিশয
প্রৈয়রপ আমার অহতবে মগ্ন হইয়া
আমার ক্ষজনপরায়ণ হও।

'যজন' মানে শেষবস্তর (একান্ত অধীন বস্তর) পরিপূর্ণবৃত্তি (কর্ত্তব্য, অর্থাৎ কৈম্বর্য বা সেবা। উপচারিক\*১ সাংস্পর্শিক\*২ এবং অভ্যবহারিক ভোগ\*৩ প্রভৃতি\*৪ সকলপ্রকার ভোগের প্রদানকেই 'যাগ' (পূজা) বলা হয়।

অভিপ্রায় এই থে, যাহাতে তুমি আমার অহতবদারা নিরবধিক অতিশয় প্রীতিযুক্ত হইয়া আমার পুজনপরায়ণ হইতে পার সেইরূপে তুমি আমাতে মনোনিবেশ কর (আমার স্বরূপ-রূপ-গুণ-লীলা এবং বিভৃতি পুনঃ পুনঃ চিস্তা বা ধ্যানকর।)

যজন — এপ্তলে ভক্তির সরূপ ক্ষিত হইতেছে বলিয়া 'বজন' শন্দে—আবাহন, পাঞ্চার্ঘ্য দানাদি বাহক্রিয়ারপ 'পুজন' বুঝাইতেছে।

ওপঢ়ারিক ভোগ—আবাহন পাছার্ঘ্য দান
 প্রভৃতি ইপ্টবস্তর সুখদায়ক কার্য।

<sup>\*</sup>২ সাংশ্ৰেশিক ভোগ—মালাচন্দনাদি যাহার শ্ৰেশ প্ৰথজনক সেই সকল বস্তু।

<sup>\*°</sup> অভ্যবহারিক ভোগ—ভোজ্য এবং পানীয় স্থানায়ক বস্তু।

<sup>এই প্রভৃতি—দীপাদি বস্তু ।
উক্ত চারি প্রকার শব্দে পূজার সমন্ত উপকরণেরই
বিষয় কথিত ইইয়াছে বৃঝিতে ইইবে ।</sup> 

মৎপরায়ণঃ অহম্ এব পরম্ অয়নং

যস্ত্র ভারেন মৎপরায়ণঃ, ময়া

বিনা আত্মধারণাসংভাবনয়া

মদাশ্রম ইত্যর্থঃ।

এবম্ আত্মানং যুক্ত্বা মৎপরায়ণঃ

ত্বম্ এবম্ অনবধিকাতিশয়প্রীত্যা

मन्त्र्ज्यमगर्थः मनः आश्रा गाम् वन

এয়ুসি। আত্মশব্দো হি অত্র

মলে।বিষয়ঃ।

এবংরূপেণ মনসা ঝাং ধ্যাত্বা মান্
অনুভূর মান্ ইষ্ট্রা মাং নমস্কৃত্য
নৎপরায়ণো মান্ এব প্রাপ্ভাসি
ইত্যর্থঃ।

পুনরায় উহারই বিস্তার করিতেছেন—
আমাকে নমস্কার কর অর্থাৎ নিরবধিক
অতিশয় আমার প্রিয় অহতবদ্বারা উৎপন্ন
অত্যন্ত প্রিয় অশেনপ্রকার শেষরৃত্তি বা
কৈম্বর্যে (সেবাতে) পর্যবদিত না হইয়া
তত্ত্বপরি অন্তর্যামীপুরুষ আমাতে অত্যন্ত
বিনম্রভাবের দৃঢ় অভ্যাস কর।

মৎপরায়ণ হও—আমি যাহার প্রম অয়ন (আশ্রম) সেই ব্যক্তিই মৎপরায়ণ। অর্থাৎ, আমার বিশ্লেষে জীবনধারণ অসম্ভব জ্ঞান করিয়া যে পুরুষ কেবল আমারই আশ্রম গ্রহণ করে সেই মৎপরায়ণ।

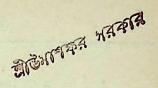
এইপ্রকারে আমার বিষয়ে মনোনিবেশ করিয়া মৎপরায়ণ হইয়া অর্থাৎ এইপ্রকার নিরবধিক অতিশয় প্রীতিপূর্বক আমার অহভবশীল মনের দ্বারা তুমি আমাকে প্রাপ্ত হইবে। এন্থলে 'আত্মা' শব্দে মনকেই বুঝাইতেছে।

তাৎপর্য এই যে—এইপ্রকার (মদ্বিষ্যক
স্বন্ধপ-ন্ধপ-গুণ-লীলা ও বিভূতির জ্ঞানযুক্ত)
মনের দারা আমার ধ্যান করিলে আমার
অম্বত্ব হইবে। এই অম্বত্তবের জ্ঞা
(প্রীতিপূর্বক) আমার পূজায় লিপ্ত হইবে।
এইরূপ পূজার দারা আমার প্রতি বিনম্র
ভাব আসিবে। তখন তুমি মৎপরায়ণ
হইবে (একমাত্র আমারই আশ্রয় গ্রহণ
করিবে—শরণ লইবে)। তখন তুমি
আমাকেই প্রাপ্ত হইবে।

ভদ্ এবং লোকিকানি শরীরধারণার্থানি বৈদিকানি চ নিত্যনৈমিন্তিকানি কর্মাণি মৎপ্রীতয়ে
মচ্ছেষতৈকরসো ময়া এব কারিত
ইতি কুর্বন্ সততং মৎকীর্ত্তনযজননমস্কারাদিকান্ প্রীত্যা কুর্বাণো
মিরিয়াম্যং নিখিলজগৎ মচ্ছেষতৈকরসম্ ইতি চ অনুসংদধানঃ
অত্যর্থপ্রিয়মদ্গুণগণং চ অনুসংধায়
অহরহঃ উক্তলক্ষণম্ ইদম্ উপাসনম্
উপাদধানো মাম্ এব প্রাপস্থ্যসি

( পূর্ব উপদেশের উপসংহার করিতেছেন।) অতএব তুমি একমাত্র আমারই সম্পূর্ণ অধীন শেষবস্তু এই উপলব্ধি করিয়া শরীর-যাতা নির্বাহের জন্ম লৌকিক কর্ম এবং নিত্যনৈমিন্তিক বৈদিক কর্মরূপ সমস্ত কর্ম (তোমার শেষী) আমিই তোমার দারা করাইতেছি এইরূপ জ্ঞান করিয়া আমার সন্তোষের জন্ম করিতে থাক। আমার কীর্ত্তন পূজন এবং নমস্কার প্রভৃতি (অন্তরঙ্গ দেবা) প্রীতিপূর্বক করিতে থাক এবং আমিই জগতের একমাত্র নিয়ামক मिरेक्ग रेश এकमांव वामांतरे वधीन এইরূপ উপলব্ধি করিতে থাক। প্রকার আমার অত্যন্ত প্রিয় গুণরাশির অহুসন্ধানপূর্বক প্রতিদিন পূর্বোক্তপ্রকারে আমার উপাদনা (কৈম্বর্য) করিতে করিতে তুমি আমাকেই প্রাপ্ত হইবে ॥৩৪॥

রাজবিত্যা-রাজগুহুযোগ নামক নবম অধ্যায় সমাপ্ত



## দশ্ম অধ্যায় বিভূতি যোগ

রামান্তজ্ভায়—
ভক্তিযোগঃ সপরিকর উক্তঃ।
ইদানীং ভক্ত্যুৎপত্তয়ে তদ্বিদ্ধয়ে চ
ভগবতো নিরশ্বুশৈশ্ব্যাদিকল্যাণগুণগণানন্ত্যং কৎস্বস্থা জগতঃ
তচ্ছরীরতয়া তদাত্মকত্বেন তৎপ্রবর্ত্যন্তং চ প্রপঞ্চতে —

#### বঙ্গান্তবাদ --

ইতিপূর্বে অঙ্গোপাঙ্গ সহিত ভক্তিয়োগ কথিত হইয়াছে। অধুনা ভক্তির উৎপত্তি এবং তাহার বিবৃদ্ধির জন্ম বিশদভাবে বলিতেছেন যে,— ভগবানের সর্বস্বতম্ব ঐশ্বর্য প্রভৃতি কল্যাণগুণগণের অন্ত নাই, সমগ্রজগৎ তদাত্মক (জগতের যাবৎ চরাচর বস্তুর মধ্যেই ভগবান আত্মারূপে বিরাজমান)। স্বতরাং সমগ্র জগৎ তাঁর শরীররূপী এবং তিনিই এই শরীররূপী সমগ্র জগতের প্রবর্ত্তক।

#### শ্রীভগবান উবাচ

ভুয় এব মহাবাহো শৃণু মে পরমং বচঃ। যত্তেহহং প্রীয়মাণায় বক্ষ্যামি হিতকাম্যয়া॥১॥

#### সরলার্থ-

শ্রীভগবান বলিলেন—হে অজুন, আমি এইবার সর্বোত্তম বাক্য বলিতেছি, তুমি প্নরায় সাবধানচিত্তে শ্রবণ কর। তুমি আমার প্রতি প্রীতিযুক্ত সেইজ্ঞ তোমার হিত কামনায় আমি বলিতেছি ॥১॥

#### রামান্তুজভাষ্য—

মম মাহাত্ম্যং শ্রুত্বা প্রীয়মানায় তে
মন্তক্ত্যুৎপত্তিবিবৃদ্ধিরপহিতকামনয়া
ভূয়ঃ মন্মাহাত্ম্যপ্রপঞ্চবিষয়ম্ এব
পরমং বচো যদ্ বক্ষ্যামি তদ্ অবহিতমনাঃ শৃণু ॥১॥

#### বঙ্গান্তুবাদ—

তুমি আমার মাহান্যের বিষয় শ্রবণ করিয়া আমার প্রতি প্রীতিযুক্ত হইয়াছ। সেইজন্য আমার প্রতি তোমার ভক্তির উৎপত্তি এবং তাহার বিবৃদ্ধিরূপ হিতের কামনায় আমার এই মাহান্যের বিস্তারিত বর্ণনারূপ পরম উৎকৃষ্ট যে সকল বাক্য বলিতেছি তাহা সাবধানচিত্তে (মনোযোগসহকারে) শ্রবণ কর॥১॥

## ল মে বিছঃ স্থরগণাঃ প্রভবং ল মহর্ষয়ঃ। অহমাদিহি দেবালাং মহর্ষীণাঞ্চ সর্বশৃঃ॥২॥

#### সরলার্থ---

( বক্ষ্যমান এই জ্ঞানের ছ্র্ল ভড়ের বিষয় বলিতেছেন )।

আমার মাহাল্যের বিষয় ব্রহ্মাদি দেবগণ এবং মহর্ষিরাও জানেন না। কারণ এই সকল দেবতা ও মহর্ষিদিগের জ্ঞানশক্তি প্রভৃতি সকল বিষয়ের আমিই আদি কারণ ॥২॥

#### রামান্তজভাষ্য—

স্বরগণা মহর্ষয়ঃ চ অতীন্দ্রিয়ার্থদর্শিনঃ অধিকতরজ্ঞানা অপি মে
প্রভবং প্রভাবং ন বিহুঃ, মম নামকর্মস্বরূপ স্বভাবাদিকং ন জানন্তি।
মতঃ তেমাং দেবানাং মহর্মীনাং চ সর্বশঃ
অহম্ আদিঃ, তেমাং স্বরূপস্থ জ্ঞানশক্ত্যাদেঃ চ অহম্ এব আদিঃ।
তেমাং দেবত্বদেবস্বামিত্বাদিহেতুভূতপুণ্যাক্ষপ্রণং ময়া দত্তং জ্ঞানং
পরিমিতম্, অতঃ তে পরিমিতজ্ঞানাঃ
মৎস্বরূপাদিকং ম্থাবৎ ন জানন্তি॥২॥

#### বঙ্গানুবাদ-

দেবতাগণ এবং মহর্ষিগণ ইন্দ্রিয়াতীত বিষয়সকলও জানিতে পারেন অতএব তাঁহারা অধিকতর জ্ঞানসম্পন। কিন্তু তাঁহারাও আমার প্রভাবকে জানিতে পারেন না — অর্থাৎ আমার নাম, কর্ম, স্বন্ধপ এবং স্বভাব প্রভৃতিকে জানেন না। কেননা ঐ সকল দেবতাগণের এবং দেবর্ষিত্বের স্ববিষয়ের, অর্থাৎ তাঁহা-দের স্বন্ধপ জ্ঞান ও শক্তি প্রভৃতির আমিই আদি।

তাঁহাদের দেবত্বের এবং দেবর্ঘিত্বের হেডুভূত পুণ্যের অহপ্তেণ যে জ্ঞান আমি তাঁহাদিগকে দিয়া থাকি সে জ্ঞান পরিমিত। অতএব তাঁহারা (জ্ঞানাধিক হইলেও) পরিমিত জ্ঞানবিশিষ্ট বলিয়া আমার স্বরূপাদি যথার্থরূপে জ্ঞানতে পারে না॥২॥

#### রামানুজভায়া—

তদ্ এতদ্ দেবাছচিন্ত্যস্বরূপ-যাথান্ব্যবিষয়জ্ঞানং ভক্ত্যুৎপত্তি-বিরোধিপাপবিমোচনোপায়ম্ আহ—

#### বঙ্গান্থবাদ---

দেবাদিরও চিস্তার অতীত এই ভগবন্মাহাম্ম্যের জ্ঞান যে ভক্তি-উৎপত্তির বিরোধী যাবৎ পাপ বিমোচনের উপায় তাহাই এখন বলিতেছেন —

# যো মামজমনাদিঞ্চ বেত্তি লোকমহেশ্বরম্। অসংমূঢ়ঃ স মর্ত্ত্যেষু সর্বপার্টপঃ প্রমূচ্যতে ॥৩॥

#### সরলার্থ---

এই সমুখ্যলোকে যে মহুখ্য আমাকে জন্মরহিত অনাদি এবং সর্বলোকের মহানিয়ন্তা বলিয়া জানেন, তিনি মৎপ্রাপ্তিবিরোধী সমস্ত পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকেন ॥৩॥ রামানুজভায্য—

ন জায়তে ইতি অজঃ, অনেন অচেতনাৎ তৎ-বিকারিজব্যাদ্ **जः**ण्रहे1९ সংসারিচেতনাৎ বিসজাতীয়ত্বম্ উক্তম্; সংসারি-চেতনশু হি কর্মকৃতাচিৎসংসর্গে। জন্ম।

व्यनामिग् देखि जातन श्रापन वानि-মতঃ অজাৎ মুক্তাত্মনঃ বিসজাতী-উক্তম্। মুক্তাত্মনো য়ড়য় তাজত্বমৃ আদিমৎ, তস্তা হেয়সম্বন্ধস্থ পূর্ববৃত্তত্বাৎ তদৰ্হতা অস্তি, অতঃ অনাদিম্ ইতি অনেন তদনহঁতয়া তৎপ্রত্যনীকতা উচ্যতে; 'নিরবগুন্' (বে উ: ৬।১৯) ইত্যাদিশ্রুত্যা চ। এবং হেয়সম্বন্ধপ্রত্যনীকস্বরূপতয়া

তদন্ধং মাং লোকমহেশরং লোকেশ্বরা-ণাম্ অপি ঈশ্বরং মর্ত্যেষু অসংমূঢ়ো যো

### বঙ্গান্তবাদ---

যাঁহার জন্ম নাই তাঁহাকে 'অজ' বলা হয়। এই 'অজ' পদের দারা, পরিণামশীল অচেতন বস্তু হইতে এবং এই অচেতন-দেহসংশ্লিষ্ট সংসারী বদ্ধচেতন হইতে, ভগবানের বিজাতীয়তা (বিশেষত্ব) কথিত হইতেছে। নিজ কর্মফলজনিত অচেতন দেহসংযোগই সংসারীজীবের জন্ম।

'অনাদি' এই পদের দারা অজ মুক্ত-জীব হইতে ভগবানের বিজাতীয়তা (বিশেবত্ব) কথিত হইতেছে। মুক্ত জীবও অজ (সংসারে জন্ম লইতে হয় না) তাহার এই অজত্ব অনাদি নহে কিন্ত আদিমান্, কারণ মুক্তাবস্থার পূর্বে বদ্ধা-বস্থায় তাহার হেয় অচিৎসম্বন্ধ (দৈহসম্বন্ধ) অতএব 'অনাদি' পদের দারা ভগবানের এই 'অজত্ব' নিরুষ্ট আদিমান্ 'অজত্ব' নহে, কিন্তু তাহা হইতে বিলক্ষণ বা উৎকৃষ্ট তাহাই বলা হইতেছে। শ্রুতিতে 'নিরব্রত্ব' (অব্রত্ব বা নিক্ট হেয়গুণরহিত) প্রভৃতি শব্দসমূহেও ভগবানের এই হেয়-গুণরাহিত্য সিদ্ধ হইতেছে।

আমি এইপ্রকার হেয় বস্তুর সম্বন্ধ-বিবজিত বলিয়া ইহার সহিত আমার থাকিতে পারে না। সংশ্লেষ কোনও श्रुक्त वरे মনুষ্যলোকে যে মোহরহিত প্রকার আমাকে লোকমহেশ্বর অর্থাৎ নিয়ন্তারও নিয়ন্তা লৌকিক

বেন্তি; ইতরসজাতীয়তয়া একীকৃত্য মোহঃ সংমোহঃ; তদ্ধহিতোৎসংমূঢ়ঃ স মদ্ভক্ত্যুৎপত্তিবিরোধিভিঃ সর্বৈঃ পাপৈঃ প্রমূচতে।

এতদ্ উক্তং ভবতি— লোকে
মনুষ্যাণাং রাজা ইতরমনুষ্যসজাতীয়ঃ
কেনচিৎ কর্মণা তদাধিপত্যং
প্রাপ্তঃ, তথা দেবানাম্ অধিপতিঃ
অপি তথা ব্রহ্মাণ্ডাধিপতিঃ অপি
ইতরসংসারিসজাতীয়ঃ, তস্থাপি
ভাবনাব্রয়ান্তর্গতত্বাৎ; 'যো ব্রহ্মাণং
বিদধাতি' (শ্বেঃ উঃ ৬।১৮) ইতি শ্রুতঃ
চ। তথা অন্তে অপি যে কেচন
অণিমাত্তৈশ্বর্যং প্রাপ্তাঃ।

জয়ং তু লোকমহেশ্বরঃ—কার্যকারণাবস্থাদ্ অচেতনাদ্ বদ্ধাৎ
মুক্তাৎ চ চেতনাদ্ ঈশিতব্যাৎ
সর্বস্থাৎ নিখিলহেয়প্রত্যনীকানবধিকাতিশয়াসংখ্যেয়কল্যাগৈকতানতয়া নিয়মনৈকস্বস্থভাবতয়া চ
বিসজাতীয় ইতি, ইতরসজাতীয়তামোহরহিতো যো মাং বেত্তি স
সর্বৈঃ পাপেঃ প্রমুচ্যতে ইতি॥৩॥

বলিয়া জানে, সে আমার প্রতি ভক্তির প্রতিবন্ধক পাপসমূহ হইতে বিমুক্ত হইয়া যায়। ভগবানকে অন্ত জীবের সহিত একজাতীয় বিবেচনা করার নাম 'মোহ' বা 'সম্মোহ', তদ্বিপরীত বুদ্ধিযুক্ত পুরুষ 'অসংমৃঢ়'।

তাৎপর্য এই যে, — পৃথিবীতে যাহারা রাজা বা নরপতি তাহারা অন্ত নরের বা মহযোরই স্বজাতীয়, তাহারা তাহাদের কোনরূপ পূর্ব কর্মের গুণে অন্ত মহযোর উপরে আধিপত্য লাভ করিয়াছে। এইপ্রকার দেবতাদের অধিপতি এবং বন্দাণ্ডের অধিপতিও অন্তান্ত জন্মসূত্যু-যুক্ত সংসারী জীবেরই স্বজাতীয়। কেননা তাহারাও ব্রন্ধ-ভাবনা কর্ম-ভাবনা এবং উভয়-ভাবনা এই ভাবনাত্রয়েরই অন্তর্গত 'যিনি ব্রহ্মাকে রচনা করেন'— এই শ্রুতি-বাক্যেও সিদ্ধ হইতেছে যে বন্দাও ঈশ্বর-স্বষ্ট জীব। এইপ্রকারে অণিমা ঐশ্বর্যসিদ্ধ প্রভৃতি যোগী পুরুষেরাও অস্তান্ত সংসারী জীবেরই স্বজাতীয়।

পরন্ত এই লোকমহেশ্বর ভগবান কার্যকারণ অবস্থাবিশিষ্ট পরিণামশীল অচেতনবস্ত হইতে এবং শাসনাধীন সমগ্র বন্ধ ও মুক্ত জীব হইতে বিজাতীয় বা বিলক্ষণ বস্তু। কারণ তিনি যাবৎ হেয় বস্তু-বিবর্জিত অতিশয় অসংখ্য কল্যাণ-গুণের আধার এবং (দেবতা মহুষ্য প্রভৃতি) সর্বজীবের শাসক।

আমি ইতরপুরুষের স্বজাতীয় এইরপ মোহ বা অজ্ঞান বিরহিত যে পুরুষ আমাকে (পুরুষোত্তমরূপে) জানিতে পারে সে সমস্ত পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া যায় ॥৩॥

### রামান্তজভায্য-

এবং স্বস্থভাবামুসংধানেন ভক্ত্যুৎপত্তিবিরোধিপাপনিরসনং বিরোধিনিরসনাদ্ এব অর্থতো ভক্ত্যুৎপত্তিং চ প্রতিপাত্ত স্বৈশ্বর্যস্বকল্যাণগুণগণপ্রপঞ্চানুসংধানেন ভক্তিবৃদ্ধিপ্রকারম্ আহ—

### বঙ্গানুবাদ—

পূর্বশ্লোকে ভক্তির উৎপত্তি-বিরোধী পাপের বিমাশের উপায় বলিয়া অতঃপর ছটি শ্লোকে সেই ভক্তির বির্দ্ধির জন্ম ভগবানের বিভিন্ন ঐশ্বর্য-চিস্তার কথা বলিতেছেন।

বুদ্ধিজ্ঞ নিমসংমোহঃ ক্ষমা সত্যং দমঃ শমঃ।
স্থং তুঃখং ভবোহভাবো ভয়ঞ্চাভয়মেব চ ॥৪॥
ভাহিংসা সমতা ভুষ্টিস্তপো দানং যশোহযশঃ।
ভবন্তি ভাবা ভুতানাং মন্ত এব পৃথগ্বিধাঃ॥৫॥

#### সরলার্থ-

কোনও বিষয়ে নিশ্চয়াত্মিকা বৃদ্ধি, জ্ঞান, সমোহবিবর্জিত ভাব, ক্ষমা, সত্য বলিবার মনোবৃত্তি, চক্ষুকর্ণাদি বাহেন্দ্রিয়-নিয়মন ও মনোনিয়মন, স্থুখ, ছঃখ, মনের প্রফুল্লতা, অবসাদ, ভয়, অভয়, হিংসা, সস্তোব, কায়ক্রেশক্রপ তপস্থার ইচ্ছা, সৎপাত্রে দান, যশ অযশ প্রভৃতি দেবমহান্তাদি জীবের বিভিন্ন প্রকার মনোবৃত্তিসকল আমারই সংকল্লাধীন বলিয়া জানিবে। (বৃদ্ধি জ্ঞান ইত্যাদি বিভিন্ন শব্দের প্রকৃত অর্থ নিয়ে এই শ্লোকের রামাত্মজভাষ্যের বঙ্গাত্মবাদে কথিত হইয়াছে) ॥৪, ৫॥

### রামান্তজভাষ্য—

বৃদ্ধি: মনসো নিরূপণসামর্থ্যম্, জানং চিদচিদ্বস্তবিশেষবিষয়ঃ নিশ্চয়ঃ। অসংমোহঃ পূর্বগৃহীতাৎ রজতাদেঃ বিসজাতীয়ে শুক্তিকাদিবস্তনি সজাতীয়তাবুদ্ধিনিবৃত্তিঃ। ক্ষমা মনোবিকারহেতো সতি অপি অবিকৃত্তনমন্ত্বম্ । সত্যং যথাদৃষ্টবিষয়ং ভূতিক্রপং বচন্ম্, তদন্ত্বগা মনোবৃত্তিঃ ইহু অভিপ্রেতা, মনোবৃত্তি-প্রকরণাৎ। দ্যঃ বাছকরণানাম্

### বঙ্গান্মবাদ—

'বৃদ্ধি' মানে — মননের নিশ্চয়াত্মিক
নিরূপণের সামর্থ্য, জ্ঞান মানে —
চিং ও অচিং-বস্তুর যথাযথ নিশ্চরকরণরূপ সম্মোহবিবর্জিত জ্ঞান (পূর্বদৃষ্ট রজতাদি হইতে বিভিন্ন শুক্তি প্রভৃতি বস্তুকে
রজতাদি বলিয়া বিবেচনা করাকে 'সম্মোহ'
বলে)। 'ক্ষমা' মানে—ঘুণা প্রভৃতির
কারণ থাকা সম্ভেও চিন্তবিকার-রাহিত্য;
'সত্য' মানে— জীবের যথার্থ হিতকারী
বচন —এস্থলে এই সকল বৃদ্ধি প্রভৃতি
শুণবাচক শব্দে তত্তং শুণের অমুশুণ
মনোবৃত্তি বুঝিতে হইবে, কেননা এই

অনর্থবিষয়েভ্যো নিয়মনম্। শমঃ অন্তঃকরণস্ত তথা নিয়মনম্। স্থ্য আত্মানুকুলানুভবঃ । ছঃখং প্রতি-কুলানুভবঃ। ভবো ভবनग् ; অনুকূলানুভবহেতুকং মনসো ভবনম্। অভাবঃ প্রতিকূলানু-ভবহেতুকো মনসঃ অবসাদঃ। ভয়ম্ আগানিনো ছঃখন্ত হেতু-দর্শনজং তুঃখম্, তন্নিবৃত্তিঃ অভয়ম্। অহিংসা পরত্বঃখাহেতুত্বম্। সমতা আত্মনি স্বন্ধৎস্থ বিপক্ষেযু চ অর্থানর্থয়ো সমমতিত্বম্। তুষ্টিঃ সর্বেষু আত্মস্থ দৃষ্টেষু ভোষ-স্বভাবত্বম্। তপঃ শান্তীয়ো ভোগ-**সংকোচরূপঃ** काश्रद्धाः। **मानः** স্বকীয়ভোগ্যানাং পরদৈয় প্রতি-পাদনম্। যশো গুণবত্তাপ্রথা, অযশঃ নৈগুণ্যপ্রথা, কীর্ত্যকীর্ত্যকুগুণ্যনো-বৃত্তিবিশেষो তথা উক্তৌ, মনোবৃত্তি-প্রকরণাৎ। তপোদানে চ তথা। এব-সর্বেষাং ভূতানাং ভাবাঃ মাতাঃ প্রবৃত্তিনিবৃত্তিহেতবো মনোবৃত্তয়ো মন্ত এব **মৎসংকল্পায়ত্তাঃ** ভবন্তি ॥৪-৫॥

ছটি শোকে মনের বৃত্তি বা ভাবের কথাই 'দ্য' অর্থাৎ চকু বর্ণিত হইতেছে। वारमञ्जूष्यभाषा वार्यकाती বিষয় হইতে সংয্যাতকরণ রূপ গুণ; 'শম' অর্থাৎ, অন্তঃকরণ বা মনের ঐরূপ সংযম; 'স্থুখ' অর্থাৎ, নিজ অমুকুল অমুভব; 'তুঃখ' মানে—প্রতিকূল অহতব। বা অবস্থিতি মানে—অমুকুল অমুভব হেতু মনের উৎসাহ, 'অভাব' মানে—প্রতিকূল অহুভব হেতু মনের অবসাদ। 'ভয়' মানে— ভাবী ছঃখের কারণ উপলব্ধিজনিত ছঃখ। 'অভয়' মানে, সেই ছঃখ নিবৃত্তি। 'অহিংসা' অর্থাৎ, পরছঃখের কারণাভাব। 'সমতা' অর্থাৎ, নিজ বিষয়ে স্বপক্ষীয় মিত্র, বিপক্ষীয় শক্র এবং লাভ ও হানির বিষয়ে সমবুদ্ধি; 'তুষ্টি' নানে—পরিদৃষ্ট সমস্ত আত্মবস্তুতে সন্তোষ স্বভাব; 'তপ' মানে—শাস্ত্রবিহিত ভোগের সঙ্কোচ-করণ বা কায়ক্রেশ; 'দান' মানে—নিজ ভোগ্যবস্তু অপরকে প্রদান করা; 'যশ' মানে—গুণবভার খ্যাতি; 'অযশ' মানে — গুণহীনতার অপযশ — 'যশ এবং অপযশ' এই ছটি শব্দে কীর্ত্তি এবং অকীর্ত্তি অহপ্তণ মনোবৃত্তিকে বুঝাইতেছে, কেননা এই প্রকরণটি মনোবৃত্তি-প্রকাশক। তপ এবং দান বিষয়েও এইক্লপ মনোবৃত্তি বুঝাই-তেছে। এই অবধি উক্ত সমস্ত জীবের ভাবসমূহ অর্থাৎ প্রবৃত্তি নিবৃত্তির কারণরূপ মনোবৃত্তিনিচয় আমা হইতেই উৎপন্ন वर्था९ वागातरे मक्काधीन ॥४, ७॥

রামানুজভাগ্য—

সর্বস্থ ভূতজাতস্থ স্বষ্টিস্থিত্যোঃ প্রবর্ত্তয়িতারঃ চ মৎসংকল্পায়ত্ত-প্রবৃত্তয় ইত্যাহ —

#### বঙ্গানুবাদ---

সমগ্র জীবমাত্রেরই ব্রহ্মাদি যে স্থষ্টি এবং স্থিতি-কর্তা তাহারা যে সকলেই আমারই সম্বল্লাহ্ন্যায়ী নিজ নিজ কার্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে তাহাই বলিতেছি।

মহর্ষয়ঃ সপ্ত পূর্বে চত্বারো মনবস্তথা। মদ্ভাবা মানসা জাতা যেষাং লোক ইমাঃ প্রজাঃ ॥৬॥

### সরলার্থ-

(পূর্ব পূর্ব ময়ন্তরে ব্রহ্মার মানসপুত্র ভৃগু প্রভৃতি সপ্তর্ধিগণ ( বাঁহারা নিত্যক্ষির প্রবর্ত্তক ) এবং ময়চতুইয় ( বাঁহারা নিত্য স্থিতির প্রবর্ত্তক )। বাঁহাদের দ্বারা এই জগতের প্রজাগণের উৎপত্তি ও স্থিতি হইতেছে, তাহাদের প্রবৃত্তিনিচয় আমারই সংকল্পাধীন ॥৬॥

রামানুজভাষ্য—

পূর্বে দপ্ত মহর্ষয়ঃ অতীতমন্বন্তরে

যে ভৃথাদয়ঃ সপ্ত মহর্ষয়ে নিত্যস্পষ্টপ্রবর্তনায় ব্রহ্মণো মনসঃ সন্তবাঃ
নিত্যন্তিপ্রবর্তনায় যে চ সাবর্ণিকা
নাম চত্বারো মনবঃ স্থিতাঃ যেয়াং
সংতানময়ে লোকে জাতা ইমাঃ সর্বাঃ
প্রজাঃ, প্রতিক্ষণম্ আপ্রলয়াদ্
ভাপত্যানাম্ উৎপাদকাঃ পালকাশ্চ
ভবন্তি, তে ভৃথাদয়ো মনবঃ চ
মস্তাবাঃ, মম যো ভাবঃ স এব যেষাং
ভাবঃ তে মদ্ভাবাঃ, মন্মতে স্থিতাঃ
মৎকল্পান্থবর্তিন ইত্যর্থঃ ॥৬॥

#### বঙ্গান্তুবাদ---

পূর্বের সনাতন মহর্ষিরা — অতীত মরন্তরে ভৃগু প্রভৃতি সপ্ত মহর্ষিগণ\***১** নিত্য সৃষ্টি প্রবর্তন করিবার জন্ম ব্রহ্মার गानममझ इरेए छे९भन इरेग्राहिलन, এবং সাবর্ণিক নামক চারজন মমু\*২ জগতের প্রজাগণের নিত্য স্থিতি প্রবর্জনের জন্ম বন্ধার মানসপুত্ররূপে উৎপন্ন হইয়া-ছিলেন। এই সকল পুরুষের সন্তান দারা এই জগৎ পরিপূর্ণ। এই সপ্তর্ষি ও মনুগণ প্রলয়াবধি আজ পর্যন্ত সর্বক্ষণই নিজ সন্তানগণের (জগতের যাবৎ ভূত-বর্গের ) উৎপাদক ও পালক। আদি ঋষিগণ ও মহুগণ আমারই ভাব-স্মূহে ভাবিত —অর্থাৎ, আমার যে ভাব ইহাদেরও সেই ভাব। অভিপ্রায় এই যে —তাহারা আমারই মতে স্থিত এবং আসারই সঙ্কল্লামুযায়ী কার্য করেন ॥৬॥

১ সপ্ত মহর্ষি — ভৃগু, ময়ীচি, অত্রি, পুলন্ত্য, পুলহ, ক্রতু ও বশিষ্ঠ।

<sup>\*</sup>२ मञ्चरुष्टेश — मक्त, बक्ता, क्रज ७ धर्म ।

এতাং বিভূতিং যোগঞ্চ মম যো বেত্তি তত্ত্বতঃ। সোহবিকস্প্যেন যোগেন যুজ্যতে নাত্র সংশয় ঃ॥৭॥

সরলার্থ—

সর্ব জীবের উৎপত্তি স্থিতি প্রবৃত্তি এবং নিয়মন—আমার এই সকল বিভূতি এবং অখিল হেয়বিবর্জিত আমার অসংখ্য যথার্থক্সপে জানিতে কল্যাণগুণগণ যে পারে, সে অচল ভক্তিযোগে∗৩ যুক্ত হইয়া থাকে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই ॥৭॥

রামানুজভাগ্য-

বিভূতিঃ ঐশ্বৰ্যন্, এতাং **মদায়ত্তোৎপত্তিস্থিতিপ্রবৃত্তিরূপাং** বিভূতিং মম হেয়প্রত্যনীককল্যাণ-গুণরপং যোগং চ যঃ তত্ত্তো বেন্ডি, সঃ অবিকম্পেন অ**প্রকম্পেন ভক্তি**-যোগেন যুজ্যতে ন অত্র সংশয়ঃ । **নদ্**-বিভৃতিবিষয়ং কল্যাণগুণবিষয়ং চ छानः ভिक्तिरागिवर्द्धनम् देवि अग्रम् এব জক্ষ্যসি ইতি অভিপ্রায়ঃ ॥৭॥

বঙ্গান্থবাদ-

'বিভূতি' অর্থাৎ, ঐশর্য ; সর্বজীবের উৎপত্তি স্থিতি ও প্রবৃত্তি যে আমারই আয়ত্বাধীন — এইরূপ আমার বিভৃতি এবং হেয়বিবর্জিত কল্যাণগুণরূপ আমার যোগকে যে যথাতত্ত্ব জানিতে পারে সে আমার প্রতি অচলা ভক্তিরূপ যোগে যুক্ত হইয়া থাকে, ইহাতে কোনও সন্দেহ नारे। তাৎপর্য এই যে, আমার বিভৃতি গণের জ্ঞান ভক্তিযোগের বিবৃদ্ধিকর। এই কথা তুমিও স্বয়ং দেখিতে পাইবে ॥৭॥

রামানুজভায়-

বুদ্ধিং দর্শয়তি —

বিভূতিজ্ঞানবিপাকরপাং ভক্তিভগবানের বিভূতিবিষয়ক জ্ঞানের
পরিপকদশারূপ ভক্তির বিবৃদ্ধ অবস্থা
বর্ণনা করিতেছেন—

অহং সর্বস্থ প্রভাবো মত্তঃ সর্বং প্রবর্ত্ততে। ইতি মত্বা ভজত্তে মাং বুধা ভাবসমন্বিতাঃ॥৮॥ মচ্চিত্তা মদগতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্। কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ ॥১॥

সরলার্থ-

( এই ছটি শ্লোকে কিরূপে ভক্তির বৃদ্ধি হয় তাহাই দেখাইতেছেন )। সর্ব জীবের উৎপত্তি ও স্থিতির আমিই কারণ এবং বিশ্বপ্রাণীর প্রবৃত্তির আমিই কারণ, এই প্রকারে আমার জগৎকারণত্ব এবং কল্যাণগুণযোগ অবগত হইয়া জ্ঞানীগণ আমার প্রতি প্রীতিযুক্ত হইয়া আমার ভজনা করে ॥৮॥

× ও যোগ — পূর্ববাপর বিচার দারা 'যোগ' শব্দ এইস্থলে ভক্তিযোগ বুঝাইতেছে।

যাহারা মদ্গতচিত্ত এবং মদ্গতপ্রাণ তাহারা নিজ নিজ অহুভূত আমার রূপ গুণ লীলা ও বিভূতির কথা পরম্পরকে বুঝাইয়া এবং পরম্পরে এ বিষয়ে আলোচনা করিয়া দর্বদা সন্তোষ ও স্থুখলাভ করিয়া থাকে ॥১॥

রামানুজ ভাষ্য—
 অহং সর্বস্থ বিচিত্র চিদচিৎপ্রপঞ্চম্য
প্রভবঃ উৎপত্তিকারণম্ : সর্বং মন্ত
এব প্রবর্ততে; ইতি ইদং মন্য স্বাভাবিকং নিরস্কুদোশ্বর্যং সৌশীল্যসৌক্ষর্যবাৎসল্যাদিকল্যাণগুণগণযোগং চ মন্ত্রা বুধাঃ জ্ঞানিনো ভাবসমন্বিতাঃ মাং সর্বকল্যাণগুণান্বিতং
ভজত্তে। ভাবো মনোবৃত্তিবিশেষঃ,
ময়ি স্পৃহয়ালবো মাং ভজত্তে

মচিত থা: মার নিবিষ্টমনসঃ, মদ্গতপ্রাণাঃ মদ্গতজীবিতাঃ ময়া বিনা
আত্মধারণম্ অলভ্যানা ইতি অর্থঃ।
স্থৈঃ স্থৈঃ অনুভূতান্ মদীয়ান্ গুণান্
পরম্পরং বোধয়তঃ, মদীয়ানি দিব্যানি
রমণীয়ানি কর্মানি চ কথয়তঃ ভ্যতি চ
রমতি চ। বক্তারঃ তদ্বচনেন অন্যা-

ইতি অৰ্থঃ ॥৮॥

# বঙ্গানুবাদ---

চিদ্ ও অচিৎবস্তুর প্রপঞ্চরপ#১ সমগ্র জগতের আমিই প্রভব অর্থাৎ, উৎপত্তির কারণ ; সমস্ত বিশ্বপ্রাণীই আমা হইতেই প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে (পূর্ব কর্মা-মুসারে তাহাদিগের মনের বিভিন্ন প্রবৃত্তি আমিই প্রদান করি )। আমার এই প্রকার স্বাভাবিক ও সর্বস্বতন্ত্র ঐশ্বর্য এবং (मोनीला मोन्पर्य वाष्मलािक खनगरात्र বিষয় অবগত হইয়া জ্ঞানীগণ আমার প্রতি ভাবযুক্ত বা প্রীতিযুক্ত হইয়া সমস্ত কল্যাণ-গুণ্যুক্ত আমাকে ভজনা করে, অর্থাৎ, অত্যন্ত স্প,হাযুক্ত হইয়া আমার ভজনা উপরোক্ত 'ভাব' শব্দে মনোরুন্তি-করে। वित्थारक वृवादेखह ॥।॥

কিরূপে আমার ভজনা করে শুন—মচ্চিত্ত যাহারা সর্বদা আমার মন নিবিষ্ট রাখে, যাহারা প্রাণ বা মদ্গতজীবন অর্থাৎ আমার অহ-তব বিনা জীবনধারণে যাহারা অক্ষম, তাহারা নিজ নিজ অহুভূত আমার গুণগণ বুঝাইয়া এবং আমার দিব্য অপরকে ও तमनीय कर्मत वा नीनात कथा कीर्खन করিয়া সন্তোষ এবং সুখলাভ করিয়া অর্থাৎ বক্তাগণ, থাকে; যাহাদের

\*১প্রপঞ্চ — এই জগং চিৎবস্ত (আস্মা) এবং ক্ষিত্যপ<sup>্</sup>তেজ-মরুৎ-ব্যোম্রুপ পাঁচটি অচিৎ-বস্তুর সংমিশ্রণে গঠিত বলিয়া জগৎকে 'প্রপঞ্চ' বলা হয়। প্রযোজনেন তুয়ান্তি, শ্রোতারশ্চ তৎপ্রবর্ণেন অনবধিকাতিশয় প্রিয়েণ রমন্তে ॥১॥ আমি ভিন্ন অস্ত কোনও প্রয়োজন নাই তাঁহারা আমার (রূপ গুণ লীলা বিভূতির) কীর্ত্তনদ্বারা সম্ভোষলাভ করে এবং শ্রোতাগণও নিরতিশয় প্রিয় সেই সকল কথা শ্রবণ করিয়া পরমানন্দ লাভ করিয়া থাকে ॥১॥

# তেষাং সততমুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্বকষ্। দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে ॥১০॥

সরলার্থ---

উক্ত ভগবৎভক্তির পরিপক অবস্থা প্রাপ্তির হেতু যে ভগ্বৎক্বপা, তাহাই বলিতেছেন —

যাহারা নিরম্ভর আমার সংশ্লেষের আকাজ্জা করিয়া আমার ভজনা করেন তাহা-দিগকে আমি তত্বপযুক্ত জ্ঞান ও বুদ্ধি প্রদান করিয়া থাকি। এই জ্ঞানবুদ্ধির দারা তাহারা আমাকে প্রাপ্ত হয় ॥১০॥

# রামান্তজভাগ্য-

তেষাং সতত্যুক্তানাং ময়ি সততযোগম্ আশংসমানানাং মাং ভজমানানাং অহং তম্ এব বৃদ্ধিযোগং
বিপাকদশাপন্নং প্রীতিপূর্বকং দদামি
যেন তে মাম্ উপযান্তি ॥১০॥

### বঙ্গানুবাদ—

যাহারা আমার দহিত নিত্য সংশ্লিষ্ট, অর্থাৎ যাহারা আমার নিত্য সংশ্লেষের জন্ম লালায়িত হইয়া আমার ভজনা করে, আমি প্রসন্ন হইয়া তাহাদিগকে ভক্তির পরিপক্ষদশা প্রাপ্তির উপায়রূপ তত্বপুক্ত বৃদ্ধি প্রদান করি, যে বৃদ্ধির দারা তাঁহার আমাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥১০॥

# তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ। নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা॥১১॥

সরলার্থ-

উপরোক্ত বৃদ্ধি-উদয়ের প্রতিবন্ধক নিবৃত্তির কথা বলিতেছেন —

যাহার। সতত আমার সংশ্লেষের জন্ম লালায়িত আমার সেই ভক্তদের অমুগ্রহ করিবার জন্মই আমি তাহাদের মনের বিষয়ীভূত হইয়া সর্বতঃ প্রকাশক মিষ্বিয়ক জ্ঞানদীপের দারা তাহাদের প্রাক্বত বিষয়ে-প্রাবণ্যজনক তমঃ বা অজ্ঞান বিদ্বিত করিয়া দেই ॥১১॥ '

# রামানুজভাষ্য-

তেষাম্ এব অনুগ্রহার্থম্ অহম্
আত্মভাবস্থঃ তেষাং মনোরতৌ বিষয়তয়া অবস্থিতো মদীয়ান্ কল্যাণগুণগণান্ চ আবিষ্কুর্বন্ মদ্বিষয়জ্ঞানাখ্যেন
ভাষতা দীপেন জ্ঞানবিরোধি প্রাচীনকর্মরূপাজ্ঞানজং মদ্ব্যতিরিক্তবিষয়প্রাবণ্যরূপং পূর্বাভ্যস্তং তমঃ নাশয়ামি।
॥১১॥

#### বঙ্গানুবাদ—

তাহাদেরই অমুগ্রহ করিবার জন্ত আমি (তাহাদের) আত্মভাবে স্থিত হইয়া অর্থাৎ তাহাদের মনোবৃত্তির বিষয়ীভূত হইয়া এবং আমার কল্যাণ-গুণরাজিকে তাহাদের নিকট প্রকট করিয়া মিদ্বিয়ক জ্ঞানরূপ প্রকাশমান দীপের দ্বারা তাহাদিগের জ্ঞানবিরোধি পূর্ব পূর্ব প্রাচীন কর্মরূপ অজ্ঞানজনিত মন্ব্যতিরিক্ত বিষয়ে প্রাব্যারূপ যে চিরাভ্যস্ত অন্ধকার তাহা বিনম্ভ করিয়া দেই ॥১১॥

# রামানুজভায্য—

এবং সকলেতরবিদ্যজাতীয়ং
ভগবদসাধারণং শৃগ্বতাং নিরতিশ্যানন্দজনকং কল্যাণগুণগণযোগং
তদৈশ্ব্যবিত্তিং চ শ্রুত্বা তদ্বিস্তারং
শ্রোতুকামঃ অর্জ্জুন উবাচ—

#### বঙ্গানুবাদ—

এইপ্রকার সর্ববিলক্ষণ এবং অতিশয় অসাধারণ <u> প্র</u>ীভগবানের আনন্দায়ক তাঁহার এবং কল্যাণগুণগণের বিষয় তাঁহার বিষয় শুনিয়া ঐশ্বর্য-বিস্তারের নিকট এ বিষয়ে আরও অধিক বিস্তৃত-ভাবে কিন্নপে জানিতে পারা যায় এই শ্রীকৃষ্ণকে তাহাই অৰ্জ্জুন শোকে নিবেদন করিতেছেন—

# অজ্জুন উবাচ—

পরং ব্রহ্ম পরং ধান পবিত্রং পরমং ভবান্। পুরুষং শাশ্বতং দিব্যমাদিদেবমজং বিভূম্ ॥১২॥ আছস্থামূষয়ঃ সর্বে দেবর্ষিন রিদন্তথা। অসিতো দেবলো ব্যাসঃ স্বয়ং চৈবং ব্রবীষি মে ॥১৩॥

# সরলার্থ---

আপনিই পরব্রহ্ম পরজ্যোতি এবং পরমপবিত্র শুদ্ধিকরবস্তু। তত্ত্বজুণী ঋষিগণ সকলেই আপনাকে সনাতন দিব্যপুরুষ, আদিদেব, জন্মরহিত এবং সর্বব্যাপক বিভূ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। দেবর্ষি নারদ, অসিত, দেবল এবং পরাশর-পুত্র ব্যাসও এইরূপ বলিয়াছেন। আপনি নিজেও এ বিষয়ে আমাকে এইরূপই বলিলেন ॥১২,১৩॥

### রামানুজভায্য—

পরংব্রহ্ম 'পরংধাম পরমং পবিত্রং ইতি যং শ্রুতয়ো বদন্তি স হি ভবান্। 'যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, য়েন জাতানি জীবন্তি, যৎপ্রয়ন্ত্যভিদংবিশন্তি, তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ ব্রন্মেতি' ( তৈঃ উঃ ৩০১) 'ব্রহ্মবিদাগ্নোতিপরম্' (তৈঃ উঃ ২।১) 'দ যোহ বৈ তৎপরমং ব্রহ্ম বেদ ব্ৰন্দৈৰ ভৰতি' (মুঃ উঃ ৩।২।৯) ইতি। তথা পরংধাম; ধামলকো জ্যোতি-র্বচনঃ, পরং জ্যোতিঃ 'অথ বদতঃ-পরো দিব্যোজ্যোতিদীপ্যতে' (ছা: উ: ११०८१० পরংজ্যোতিরূপসম্পদ্ম স্বেন রূপেণাভিনিষ্পগতে' (ছাঃ উঃ ৮।১২।২) 'তদ্ দেবা জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ' ( রঃ উঃ ৪।৪।১৬) ইতি। তথা চ পর্মং পবিত্রং পরমং পাবনম্ স্মতু : অশেষ-कवायादभ्रयकतः विनाभकतः

### বঙ্গান্থবাদ----

বেদ থাঁহাকে পরমত্রদ্ধ পরমধাম এবং পরমপবিত্র বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন আপনিই সেই পুরুষ।

"যাহা হইতে এইসকল প্রাণীগণ উৎপন্ন হয়, উৎপত্তির পরে যাঁহার দারা জীবিত থাকে এবং মৃত্যুর পরে যাঁহার মধ্যে প্রবিষ্ট হয় তাঁহাকে জানিতে ইচ্ছা কর, তিনিই ব্রহ্ম"। "যিনি এই পরমব্রহ্মকে জানেন তিনি ব্রহ্মের স্থায়ই ইইয়া থাকেন" ইত্যাদি শ্রুতি বলিতেছেন।

वरेक्रभ, 'भक्तः थाम' वरेभए শব্দে 'জ্যোতি' বুঝাইতেছে। আপনিই পরংজ্যোতি। ''এবং অতঃপর জ্যোতিরূপে প্রকাশিত থাকেন," "পরংজ্যোতিরূপ প্রাপ্ত হইয়া নিজরূপে অভিনিষ্পন্ন (প্রকট) থাকেন," "দেবতাগণ তাঁহাকে জ্যোতিম্বদিগেরও জ্যোতি বলিয়া থাকেন" ইত্যাদি শ্রুতি বাক্যে আপনি কীৰ্ত্তিত। এবং 'পরম পবিত্র' শরণকর্তার অশেষ পাপসমূহের সম্বন্ধের অসংশ্লেষের কারণ এবং সেই অধিগত পাপসমূহেরও বিনাশক পর্যপাবন । শ্রতিকীর্ত্তন করেন—'যেমন জল কমল-পত্রকে লিপ্ত করিতে পারে না সেইরূপ পাপকর্মে জ্ঞানীব্যক্তিকে লিপ্ত করিতে পারে না।" "যেমন কাঠির অগ্রভাগে মণ্ডিত তুলা অগ্নিসংযোগে তৎক্ষণাৎ ভঙ্গীভূত হইয়া যায় সেইক্লপ (এইজ্ঞানীর) সমস্ত পাপ বিন্ঠ হইয়া যায়", শ্রুতি বলিতেছেন"নারায়ণ পরংব্রহ্ম নারায়ণ

ঘণা পুকরপলাশ আপো ন শ্লিয়ন্ত এবনেবংবিদি পাপং কর্মন শ্লিয়তে'(ছাঃ উঃ ৪|১৪|৩) 'তদ্ যথেবীকাতৃলমগ্লো প্রোতং প্রদ্যেতৈবং হাস্ত সর্বং পাপ্ মানঃ প্রদ্যুন্তে' (ছাঃ উঃ ৫|২৪|৩) 'নারায়ণঃ পরংব্রহ্ম, তল্তং নারায়ণঃ পরঃ। নারায়ণঃ পরং জ্যোতিরালা নারায়ণঃ পরঃ'॥ (মহাঃ নাঃ ১৪) ইতি শ্রুত্যো বদন্তি।

ঋনরঃ চ সর্বে পরাবরতত্ত্বযাথাত্ম্যবিদঃ ত্বামেন শাখতং দিব্যং প্রুক্তং আদিদেবম্ অজং বিভূম্ আহঃ। তথাএব
দেববিঃ নারদঃ অসিতো দেবলো
ব্যাসঃ চ।

'এষ नातायणः वीगान् कीतार्गत নিকেতনঃ। নাগপর্যন্ধমুৎস্জ্য হাগতো মথ্রাপ্রীম্'॥ 'পুণ্যা দারবতী তত্ত य-वारि वृष्ट्रमनः। माकाम्रमवः পুরাণো-**२८मी म हि ४र्मः मनाजनः**॥ त्वनितिना विश्वा त्य हाथाञ्चवितना जनाः। তে বদন্তি মহান্থানং কৃষ্ণং ধর্মং সনাতনম্॥ পবিত্রাণাং হি গোবিন্দঃ পবিত্রং পর্যুচ্যতে। পूगानागि পूगार्मा गननानाः गन्नम् ॥ देवलाका श्रृ अतीकाका एनव দেবঃ সনাতনঃ। আন্তে হরিরচিন্ত্যাত্মা তত্ত্বৈব মধুস্থদনঃ'॥ ( यः तः ৮৮।২৪।২৮) তথা 'যত্রনারায়ণো দেবঃ পর্মালা সনা-তনঃ। তত্র কুৎসংজগৎপার্থতীর্থান্তায়-তনানি চ॥ তৎপুণ্যং তৎপরংব্রহ্ম তন্তীর্থং তত্তপোবনম্। · · · · তত্ত্র দেবর্ষয়ঃ সিদ্ধাঃ गर्द्व टेठव जरशाधनाः ॥ जानिरमरवा गर्श-रयां गी यं यादं मध्यमनः। श्रानामि

পর্মতত্ত্ব নারায়ণই পরংজ্যোতি নারায়ণ পরংআত্মা", উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট সমস্ততত্ত্ব যথার্থরূপে যাঁহারা আছেন দেইসকল ঋষিগণ তোমাকেই শাশত দিব্যপুরুষ, জন্মরহিত আদিদেব এবং বিভু (মহান্) বলিয়া দেববি নারদ, অসিত, দেবল, এবং ব্যাসও **এইরূপ বলিয়াছেন। यथा—ক্ষীরার্ণবশায়ী** নারায়ণই নাগশয্যা পরিত্যাগ এই মথুরাপুরীতে আগত হইয়াছেন।" 'সেখানেই পরম পবিত্র দারকাপুরী আছে সেখানে মধুস্থদন বিরাজ করেন। সেই দেবতা সাক্ষাৎ পুরাণ পুরুষ তিনিই সনাতন ধর্ম। যাঁহারা যথার্থ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ এবং গাঁহারা যথার্থ অধ্যান্মতত্ত্বজ্ঞ পুরুষ তাঁহারা মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণকে সাক্ষাৎ **সনাতনধর্ম** বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। সমস্ত পবিত্র বস্তারও পরমপবিত্র বলিয়া কীন্তিত তিনি সমস্ত পুণ্যেরও পুণ্য এবং তিনি সমস্ত **মঙ্গলের**ও পর্ম ত্রিভুবনব্যাপী সনাতন দেবদেব ভগবান কমললোচন অচিন্ত্যরূপ শ্রীহরি মধুস্থদন সেই দারকাতে নিবাস করেন।" পুনরায় "হে পার্থ যেখানে সনাতন পর্মাত্মা পরদেবতা বিরাজ নারায়ণ করেন সেইখানেই সম্পূর্ণ জগৎ এবং সমগ্রতীর্থ-স্থানসমূহও বিভাষান। তিনিই পুণ্যস্বরূপ, তিনিই পর্যব্রহ্ম তিনিই তীর্থ এবং তিনিই তপোবন। সেইখানেই দেব্যিগণ সিদ্ধগণ এবং তপোধন পুরুষগণ वाम कतिया थारकन। रयशारन महारयात्री व्यामित्पर मधुरुपन विज्ञाक करतन तमरेश्वन পুণ্য হইতেও পুণ্যময়; এবিষয় তুমি বিন্দুমাত্রও সন্দেহ করিও ना ।" \* 5

\*>--মহাভা, বনপর্ব

তৎপুণ্যং মাভূত্তে সংশ্রোহত্ত বৈ'॥
(মহাঃ বনঃ ৯০।২৮।৩২)। 'ক্লঞ্চ এব হি
লোকানামুৎপত্তিরপি চাপ্যয়ঃ। ক্লঞ্জ
হি ক্তে ভূতমিদং বিশ্বং চরাচরম্'॥
(মহাঃ সভাঃ ৩৮।২৩) ইতি।

তথা স্বয়নেব ব্রবীবি চ 'ভূমিরা-পোহনলো বায়ুঃ খং মনোবৃদ্ধিরেব চ। অহংকারইতীয়ং মে ভিন্নাপ্রকৃতিরপ্রধা'॥ (৭।৪) ইত্যাদিনা, 'অহংসর্বস্ত প্রভবো মন্তঃ সর্বং প্রবর্জতে' (১০৮) ইত্যান্তেন ॥১২-১৩॥

"কুষ্ণই সমস্ত জীবের উৎপত্তি এবং প্রলয়ের স্থল, এই সমগ্র বিশ্বচরাচর জগৎ শ্রীক্ষরে দারাই প্রকটিকত হইয়ার্ছে।\*২ এবং আপনি ইতিপূর্বে স্বয়ং আপনার বিভৃতির বিষয় এই স্বরূপ 3 বলিয়াছেন — "ভূমি জল, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি ও এই অটটি আমার বিভিন্ন প্রকৃতি"—\*৩ এইস্থল হইতে আরম্ভ করিয়া "আমিই সকলের উৎপত্তিস্থল এবং আমা হইতে সকলের প্রবৃত্তি নিঃস্ত হয়" \*৪ অবধি আমায় উপদেশ দিলেন 1132,501

# সর্বনেতদৃতং মন্তে যক্সাং বদসি কেশব ! ন হি তে ভগবন্ ব্যক্তিং বিহুর্দেবা ন দানবাঃ ॥১৪॥

সরলার্থ-

হে কেশন, তোমার এই অসাধারণ ঐশ্বর্য এবং কল্যাণগুণের কথা যাহা আমাকে বলিলে সে সমস্তই আমি সত্য বলিয়া মনে করি। হে বড়ৈশ্বর্যশালী ভগবান, সমগ্র বিশ্বচরাচরে তোমার এই ব্যাপ্তিপ্রকার অস্কর প্রকৃতি দানবেরাও জানে না এবং সান্ত্বিক প্রকৃতি দেবতারাও যে জানেন না তাহা নিশ্চিত ॥১৪॥

### রামান্তজ ভাষ্য--

অতঃ দর্বম্ এতদ্যথাবস্থিতবস্তু-কথনং মত্যে ন প্রশংসান্তভিপ্রায়ম্। যদ্ মাংপ্রতি অনন্তসাধারণম্ অনব-ধিকাতিশয়ম্ স্বাভাবিকং তব ঐশ্বর্যং কল্যাণগুণগণানন্ত্যং চ বদসি। অতো ভগবন্ নিরতিশয়জ্ঞানশক্তি-বলৈশ্ববীর্যতেজ্যাং নিধে ডে ব্যক্তিং ব্যঞ্জনপ্রকারং ন হি পরিমিভজ্ঞানা দেবা দানবাঃ চ বিছঃ ॥১৪॥

### বঙ্গানুবাদ---

অতএব আপনি আপনার যে সমস্ত অসাধারণ অতিশয় অপার স্বাভাবিক ঐশ্বর্য এবং কল্যাণগুণগণের অনন্ততার বিষয় আমাকে বলিলেন তাহা প্রশংসাবাক্য নহে সে সমস্তই যথাযথ বর্ণনা বলিয়া আমি মনে করি। অতএব হে নিরতিশয় জ্ঞান-শক্তি-বলৈশ্বর্য্যবীর্য্য-তেজোনিধি ভগবন্, আপনাার এই ব্যাপ্তিপ্রকার পরিমিত জ্ঞানবিশিষ্ট দেবতাগণ এবং দানবগণ কেহই জানে না ॥১৪॥

<sup>\*ং-</sup>মহাভাঃ-সভা

<sup>\*</sup>৩—গীতা—৭—8

<sup>\*8-</sup>গীতা->·-৮

# স্বয়নেবাত্মনাত্মানং বেখ ত্বং পুরুষোত্তম। ভূতভাবন ভূতেশ দেবদেব জগৎপতে ॥১৫॥

### সরলার্থ---

হে সর্বভূতের উৎপাদক সর্বভূতের নিয়ামক, ব্রহ্মাদি দেবতাদিগেরও দেবতা পুরুষোত্তম, কেবল ভূমি নিজেই তোমার সর্বজ্ঞতার জন্ম নিজ বিষয়ে সম্যক্ বিদিত আছ ॥১৫॥

### রামান্তুজ ভাষ্য—

হে প্রধােত্তম আগ্ননা আগ্নানং ত্বং
স্বয়নেব স্থেন এব জ্ঞানেন বেখ।
ভূতভাবন সর্বেষাং ভূতানাম্ উৎপাদয়িত্তঃ, ভূতেশ সর্বেষাং ভূতানাং
নিয়ন্তঃ দেবদেব দৈবতানাম্ অপি
পরমদৈবত, যথা মনুয়ৢয়ৢয়পক্ষিসরীস্পাদীন্ সৌন্দর্যসৌশীল্যাদিকল্যাণগুণগণৈঃ দৈবতানি অতীত্য
বর্ত্তরে তথা তানি সর্বাণি দৈবতানি
আপি তৈঃ তৈঃ গুণৈঃ অতীত্য
বর্ত্তমান, জগৎপতে জগৎস্থামিন্ ॥১৫॥

### বঙ্গানুবাদ—

হে পুরুষোত্তম, আপনার জ্ঞানের দ্বারা আপনি নিজেই আপনাকে জানেন।
ভূতভাবন — সমস্ত জীবের উৎপাদক,
ভূতেশ — সমস্ত জীবের নিয়ন্তা, দেবদেব
— সমস্ত দেবতাগণেরও পরম দেবতা,
অর্থাৎ দেবতাগণ যেমন নিজ সৌন্দর্য্য
সৌশীল্য প্রভৃতি কল্যাণগুণগণের জন্ত
মহয় মৃগ পক্ষী সরীস্থপ প্রভৃতি সকল
প্রাণী হইতে উৎকৃষ্ট সেইরূপ হে জগৎপতে
অর্থাৎ জগৎস্বামী, আপনিও ততোধিক
গুণের জন্ত সেইসকল দেবতা হইতেও
উৎকৃষ্ট ॥১৫॥

# বক্তুমহ স্থানেষেণ দিব্যাহ্যাত্মবিভূতয়ঃ। যাভির্বিভূতিভিলোকানিমাং স্থং ব্যাপ্য তিষ্ঠসি ॥১৬

# সরলার্থ---

তোমার যে সকল ঐশ্বর্যদারা তুমি এই সমগ্র বিশ্বচরাচরকে ব্যাপ্ত করিয়া আছ. তোমার নিজের সেই বিভূতিসকল সম্পূর্ণরূপে এবং বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করিতে তুমিই সমর্থ ॥১৬॥

# রামান্তজভাষ্য—

দিব্যা: **ছদসাধারণ্যো** বিভূতয়ো যাঃ তাঃ ভ্বমৃ এব অশেষেণ বক্ত**ু** অর্হসি ভ্বমৃ এব ব্যঞ্জয় ইত্যর্থঃ।

### বঙ্গান্তবাদ---

যে দকল অনম্ভ বিভৃতিসম্পন্ন বা নিয়মন-শক্তিসম্পন্ন হইয়া এই দমগ্র বিশ্ব-চরাচরের নিয়ম্ভান্ধপে আপনি ব্যাপ্ত হইয়া আছেন, আপনার সেই নিজ অসাধারণ

অনন্তাভিঃ বিভূতিভিঃ नियमनिद्रिक युक्त हेगान् लाकान् ত্বং নিয়ন্ত<sub>,</sub>ত্বেন ব্যাপ্য তিষ্ঠিস ॥১৬॥

দিব্যবিভূতি বা ঐশ্বর্যা কেবলমাত্র আপনি সম্পূর্ণরূপে বলিতে मगर्थ। তাহা বিস্তারিতরূপে

রামান্তজভায্য-

কিমর্থং তৎপ্রকাশনম্ ? ইতি অপেক্ষায়াম আহ —

বঙ্গানুবাদ—
কি প্রকারে এবং কিভাবে তাঁহাকে
প্রকাশ করা যায় ? এই শ্লোকে তাহাই

কথং বিভামহং যোগী হাং সদা পরিচিত্তয়ন। কেষু কেষু চ ভাবেষু চিন্ত্যোহসি ভগবন্ধয়া ॥১৭ বিস্তরেণাত্মনো যোগং বিভূতিঞ্চ জনার্দ্দন। ভুয়ঃ কথয় ভৃপ্তিহি শৃগতো নাস্তি নেহ্যুত্ন ॥১৮

সরলার্থ-

এই ছটি শ্লোকে অজ্জুন প্রশ্নের প্রয়োজন এবং এই বিষয়ের অর্থ জিজ্ঞাসা করিয়া উন্তর প্রার্থনা করিতেছেন।

हि छगरन जामि छिल्टियागिनिष्ठं रहेशा তোমার जनरत् किखा. कतिरात ज्रष्ट कि. প্রকারে তোমাকে জানিব ? এবং কি কি প্রকারেই বা তোমাকে চিন্তা করিব ? ॥১৭॥

হে জনাৰ্দন, ইতিপূৰ্বে সংক্ষেপে উক্ত ( অহং সর্বস্থ প্রভবো মত্তঃ সর্বং প্রবর্ত্ততে ) এই যোগের (কল্যাণগুণযোগের) এবং বিভূতির (ঐশ্বর্যের) বিষয় পুনরায় বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা কর। কারণ তোমার অত্যন্ত ভোগ্য অমৃততুল্য মাহাল্ম্যের কথা শ্রবণ করিয়া আমার তৃপ্তি হইতেছে না ॥১৮॥

রামান্তজভায্য-

वरः योगी ভক্তিযোগনিষ্ঠঃ সন্ ভক্ত্যা ত্বাং সদা পরিচিত্তয়ন্ চিত্তয়িতুং প্রবৃত্তঃ চিন্তনীয়ং খাং পরিপূর্ণ-श्रयानिकन्गान्छन्त्रनः क्रथः পূর্বোক্তবুদ্ধিজ্ঞানাদিভাবব্যতিরিক্তেষু অনুক্তেমু কেয়ু কেয়ু চ ভাবেষু ময়া নিয়ন্ত,ত্বেন চিন্ত্য: অসি ॥১৭॥

# বঙ্গানুবাদ—

আমি যোগী অর্থাৎ ভক্তিযোগনিষ্ঠ হইয়া সর্বদা তোমার চিন্তায় মগ্ন থাকিবার জন্ম প্রবৃত্ত হইয়াছি। চিন্তার বিষয়রূপ তোমাকে এবং তোমার পূর্ণঐশ্বর্যা ও কল্যাণগুণ-সমূহ কি প্রকারে জানিব তাহা বলুন। ইতিপূর্বে বুদ্ধি এবং জ্ঞান প্রভৃতির ভাব বা বিষয়ের অতিরিক্ত অহক্ত কোন কোন ভাবে সর্বনিয়ম্ভারূপে তোমার চিম্ভা করিব তাহা বলুন ॥১৭॥

অহং সর্বস্থ প্রভবো মন্তঃ সর্বং প্রবর্ত্তবে (১০।৮) ইতি সংক্ষেপেণ উক্তং তব প্রস্তু ছাদিযোগং বিভূতিং নিয়মনং চ ভূয়ঃ বিস্তরেণ কথয় । ছয়া উচ্যমানং ছয়াহাজ্যায়ৃতং শৃয়তো মে তৃষিঃ ন অন্তি হি — মম অভূপ্তিঃ ছয়া এব বিদিতা ইতি অভিপ্রায়ঃ ॥১৮॥

"আমি সমগ্রজীবের স্ষ্টিকর্তা এবং আমাহইতেই সকলের প্রবৃত্তি সমূহ উৎপন্ন হইরাছে" \*১ এইপ্রকার সংক্ষেপে কথিত আপনার স্ষ্টিকর্তৃত্ব প্রভৃতি কল্যাণগুণযোগ এবং বিভূতি বা ঐশ্বর্য অর্থাৎ আপনার শাসনাধীন পদার্থের বিষয় পুনরায় বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করুন। আপনার শ্রীমুখে আপনার মাহান্ম্যের অমৃতবাণী শ্রবণ করিয়া আমার তৃপ্তি হইতেছে না। হি—এইশব্দের অভিপ্রায়—এই অতৃপ্তির বিষয় আপনিও বিদিতই আছেন ॥১৮॥

# শ্রীভগবানুবাচ-

হন্ত তে কথয়িষ্যামি দিব্যা ছাত্মবিভূতয়ঃ।\* প্রাধান্ততঃ কুরুক্তের্জ নাস্ত্যন্তো বিস্তর্ম্ম মে॥: ৯

সরলার্থ---

অজ্বনের এই প্রশ্নে সম্ভর্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন— হে কুরুশ্রেষ্ঠ অজ্বনি, তুমি উত্তম প্রশ্ন করিয়াছ। কিন্তু আমার কল্যাণগুণ ও বিভৃতির অন্ত নাই। সেইজন্ত আমি তোমায় কেবল আমার প্রধান-প্রধান বিভৃতির বিবয়ে বলিব ॥১৯॥

রামানুজভায়—

হে কুরুশ্রেষ্ঠ মদীয়াঃ কল্যানীঃ
বিজ্ঞতীঃ প্রাধান্যতঃ তে কথয়িয়ামি।
প্রাধান্যশব্দেন উৎকর্ষ্যে বিবক্ষিতঃ
প্রোধনাং চ মুখ্যং মাম্' (১০২৪) ইতি
হি বক্ষ্যতে। জগতি উৎকৃষ্টাঃ
কাশ্চন বিজ্ঞতীঃ বক্ষ্যামি, বিস্তরেণ
বক্ত্যং প্রোজুং চ ন শক্যতে, তাসাম্
ভানস্ত্যাৎ। বিজ্ঞতিত্বং নাম নিয়াম্যত্বং, সর্বেষাং ভূতানাং বুদ্ধ্যাদয়ঃ

বঙ্গান বাদ-

হে কুরুশ্রেষ্ঠ অর্জ্বন, আমার প্রধান প্রধান কল্যাণময়ী বিভূতির কথা আমি তোমাকে বলিব। 'প্রাধান্ত' শব্দ এম্বলে উৎকৃষ্টতাবাচক। কারণ আগে বলিবেন "আমি প্রোহিতগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বৃহস্পতি"। তাৎপর্য এই যে — সংসারে আমার উৎকৃষ্ট বিভূতিগুলির মধ্যে কিছু তোমায় বলিব কারণ আমার বিভূতির অন্ত নাই, অতএব বিস্তারিতভাবে ইহার বর্ণনা করাও হঃসাধ্য এবং তাহা প্রবণ করাও হঃসাধ্য। বিভূতি মানে শাসনাধীন যাবৎ (চিৎ ও অচিৎ) বস্তুনিচয়। কেননা ইতিপূর্বে এই অধ্যায়ে

 'দিব্যা হাত্মবিভৃতয়ঃ' হলে "বিভৃতীরাত্মনঃ গুভাঃ "পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়। পৃথগ্বিধা ভাবা মন্ত এব ভবন্তি ইতি
উক্ত্বা 'এতাং বিভূতিং যোগং চ মন যো
বেন্তি তত্ত্বতঃ।' (১০।৭) ইতি প্রতিপাদনাং। তথা তত্ত্ব যোগশন্দনির্দিষ্টং অষ্ট্রে, ত্বাদিকং বিভূতিশন্দনির্দিষ্টং তৎপ্রবর্ত্যত্ত্বম্ ইতি যুক্তম্।
পুনশ্চ 'অহং দর্বস্থ প্রভবো মত্তঃ দর্বং
প্রবর্ত্ততে। ইতি মত্বা ভজত্তে মাং বুধা
ভাবসমন্বিতাঃ' ॥ (১০।৮) ইতি
উক্তম্ ॥১৯॥

खेशरम हर्थ जर धम स्मास्क 'ममस्र कीरतत वृक्षि व्यक्ति नानार्थकात छाव व्यामा हरेरा छे उर्धन हरा" \* ३ जरे विनया जरभात विकास कीरा हरेरा छे उर्धन हरा कि स्वामा हरेरा के अपना कर के कि साम कि कि साम कि सा

রামানুজভাষ্য —

তত্ত্ব সর্বভূতানাং প্রবর্ত্তনরপং
নিয়মনং আত্মতয়। অবস্থায় ইতি
ইমম্ অর্থং যোগশন্দনিদিষ্টং সর্বস্থ
স্রষ্ট্রং পালয়িতৃত্বং সংহতৃত্বং চ
ইতি স্বস্পষ্টম্ আহ —

### वक्रान्यान—

দর্বজীব আত্মান্ধপে অন্তরে অবস্থিত
ঈশ্বর কত্বক যে তাহারা পরিচালিত,
এবং দেইজন্মই দর্বজীব যে তাঁহার বিভূতিস্বন্ধপ এই বিষয়টি 'যোগ' শন্দে নির্দিষ্ট
ঈশ্বরকত্বক দর্বজীবের স্ক্রন, পালন এবং
দংহারকর্তৃত্বন্ধ বিশেষ কার্যের দ্বারা
স্ক্রমপ্টন্ধপে কথিত হইতেছে।

অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্বভূতাশয়স্থিতঃ। অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামন্ত এব চ॥২০

সরলার্থ-

হে শুড়াকেশ অজুর্ন, আমিই আল্পার্মপে সর্বজীবের হৃদয়ে অবস্থিত আছি
সর্বজীবের পরমালার্মপে আমি নিয়ামক দেহী এবং সর্বজীব আমার নিয়াম্য দেহ
বা শরীর বলিয়া আমার বিভূতি আমিই সর্বজীবের উৎপত্তি স্থিতি এবং প্রলয়ের হেতু।
(ইহার দারা অজুনের ভগবৎগুণযোগের প্রশ্নের উত্তর সংক্ষেপে উক্ত হইল।) ॥২০॥

<sup>\*&</sup>gt;->-18,

<sup>\*5-7-19</sup> 

<sup>+0-3.14</sup> 

রামান্তজভাষ্য-

সর্বেষাং ভূতানাম্ মম শরীর-ভুতানাং আশয়ে হৃদয়ে অহং আত্ম-অবস্থিতঃ। আলা হি শরীরক্ত সর্বাত্মনা আধারো নিয়ন্তা শেষী চ! তথা বক্ষ্যতে — 'দৰ্বস্থ চাহং হৃদি সনিবিধ্যে মন্তঃ স্মৃতিজ্ঞানম-পোহনং চ' (১৫।১৫) 'ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হদেশেহজুন তিষ্ঠতি। ভাময়নু সর্ব-ভূতানি যন্ত্রারাঢ়ানি মায়য়া'॥ (১৮।৬১) ইতি জায়তে চ — 'যঃ সর্বেষু ভূতেষু তিষ্টন্ সর্বেভ্যো ভূতেভ্যোহস্তরো যং স্বাণি ভূতানি ন বিছঃ। यस म्वांि ভূতানি শরীরং যঃ সর্বাণি ভূতামন্তরো যময়তি। এৰ ত আত্মান্তৰ্যাম্যমূতঃ' (বুঃ উঃ ৩।৭।১৫) ইতি 'য আলুনি िष्टेन् याञ्चरनाश्खरता यमाञ्चा न त्वन यस আত্মা শরীরং য আত্মানমন্তরো যময়তি স ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ' (শঃ পঃ ১৪।৫।৩০) ইতি চ। এবং সর্বভূতানাং আত্ম-অবস্থিতঃ অহং তেষাম্ আদিঃ মধ্যং চ অন্ত: চ তেষাং উৎপত্তিন্দ্রিতি-প্রলয়হেতুঃ ইত্যর্থঃ ॥২০॥

বঙ্গানুবাদ—

আমার দেহরূপী সর্বজীবের হৃদয়ে আমি আত্মারূপে বা দেহীরূপে অবস্থিত থাকি। আত্মা (দেহী) মানে যে দেহের সর্বপ্রকারে আধার, নিয়ন্তা এবং শেষী (স্বামী) সেকথা পরেও বলিবেন—

'আমি সর্বজীবের সন্নিবিষ্ট হৃদয়ে আছি, আমা হইতেই তাহাদের শ্বৃতি জ্ঞান जदः विश्वतं रहेशा शाकि\*)।' 'ह वर्ष्कुन विश्वत पर्वजीत्वत अपरा व्यवशान করিয়া সেই জীবগণকে মায়াদ্বারা তাহাদের পূৰ্বকৰ্মান্নগুণ যন্ত্র পরিচালিত করেন\*২।' শ্রুতিও এইপ্রকার বলিতে-ছেন—'যিনি সর্বজীবের মধ্যে অবস্থিত হইয়া সেই চিদ-অচিৎ যাবৎবস্তুর সর্বাপেকা যাঁহাকে সর্বজীব জানে না, অন্তৰ্বন্তী, সর্বজীব যাঁহার শরীর যিনি সর্বজীবের অন্তরে অবস্থানপূর্বক তাহাদিগকে নিয়মন व। পরিচালন করেন সেই দর্বান্তর্যামী অমৃতই তোমার আত্মা ( সর্ব আত্মার পর্মালা\*৩)"। "যিনি আত্মাতে অবস্থিত হইয়া আলা অপেক্ষাও অন্তর্বন্তী, বাঁহাকে আত্মা জানে না, আত্মা যাঁহার শরীর, যিনি আত্মার অভ্যন্তরে থাকিয়া আত্মাকে সেই অন্তর্গামী অমৃত নিয়মন করেন আত্মা\*৪।" এইপ্রকারে দর্ব-তোমার আত্মারূপে অবস্থিত থাকিয়া জীবের আমি তাহাদের আদি মধ্য ও অন্তম্বরূপ অর্থাৎ আমি তাহাদের উৎপত্তি স্থিতি এবং প্রলয়ের হেতু ॥২০॥

x> গীতা—১৫/১৫

<sup>×</sup>২ গীতা—১৮।৬১

<sup>×</sup>৩ বৃ উ—৩1912@

<sup>×</sup> ৪ শতপথ বা->৪।০।৩১

রামান্তুজভাষ্য—

স্ববিভূতিভূতেষু এবং ভগবতঃ সর্বেষ্ আত্মতয়া অবস্থানং তত্তৎ-**अक्रमामानाधिक त्र गानि कि मार एक्**र প্রতিপাত বিভূতিবিশেষান্ সামানা-ভগবতি धिकत्रत्गान वाश्रीमणि ; আত্মতয়া অবস্থিতে হি সর্বে শব্দাঃ তস্মিল এব পর্যবস্থান্তি। যথা দেবো মনুষ্যঃ পক্ষী রক্ষ ইত্যাদয়ঃ শরীরাণি প্রতিপাদয়ন্তঃ मका : পর্যবস্থান্তি। ভ**ন্তদাত্মনি** ভগবতঃ তত্তদাত্মতয়া অবস্থান্ম এব তত্তৎ मक्रायानाधिकत्रग्रेनिवन्नन्य, देखि বিভুত্যুপসংহারে বক্ষ্যতি -তদন্তি বিনা যৎস্থানায়া ভূতং চরাচরম্' ইতি (50102)1 मदर्यशः (श्वन অবিনাভাব-বচনাৎ। অবিনাভাবশ্চ নিয়াম্যতয়া ইতি 'মন্তঃ দর্বং প্রবর্ততে' ( ১০١৮ ) दें छि छे शक्त स्वानिष्य ।

# বঙ্গানুবাদ--

এইপ্রকারে নিজ বিভূতিরূপ সমস্ত জীবের মধ্যে ঈশ্বর আত্মারূপে (পর্মাত্মারূপে) অবস্থিত আছেন বলিয়া, তত্তৎ জীববাচক শक 'मामानग्राधिक त्रग्र' হেতু ভগবানের হইয়া থাকে—ইহা প্রতিও প্রযুক্ত করিয়া প্রতিপাদন পূৰ্বশ্লোকে বিভৃতিবৰ্গকেও বিভিন্ন তাঁহার 'সামানাধিকরণ্য ভায়ের দারা বর্ণনা' যেমন দেব মনুষ্য করিতেছেন। বুক্ষ প্রভৃতি শব্দ তত্ত্বৎ জীবের শরীরের বোধক হইয়াও তত্তৎ দেহের আত্মাতেই পর্যবসিত হয়, সেইরূপ সর্বজীবে ভগবান আল্লাব্ধপে অবস্থিত থাকেন বলিয়া তত্তৎ জीववाहक नक्तमभूर অন্তর্যামী ভগবানেই পর্য্যবসিত হইয়া থাকে।

জীবের আত্মারূপে অবস্থিতিই সামানাধিকরণ্য হেতু ( একই অধিকরণ বা আধারে স্থিতি জীববাচক হেতু ) তত্তৎ সমুদ্য শক তিনি এই পর্যাত্মারও বাচক। উপসংহারেও বিভৃতিযোগের এইরূপ উপদেশ দিয়াছেন—"চরাচরে এমন কোনও জীব থাকিতে পারে না যাহার আমি (পর্মাত্মার্রপে) অবস্থান করিনা" \* ১ এই বিভূতিযোগের উপদেশের: প্রারম্ভেও বলিয়াছেন যে, সর্বজীব আমার নিয়াম্য विवारे ठाशापत गाथा আমার অবস্থিতি—'আমা श्रहराज्य প্রবৃত্তির উৎপত্তি হয়।" \*২

<sup>\*</sup>৩-গীতা-১•-৩৯

<sup>\*8-</sup>গীতা -> · -৮

# আদিত্যানামহং বিষ্ণুজে গ্রাতিষাং রবিরংশুমান্। মরীচির্মরুতামন্মি নক্ষজানামহং শশী ॥২১

সরলার্থ—

(পূর্বশ্লোকে 'অহমাত্মা গুড়াকেশ' এই বাক্যে ভগবানের শরীরক্ষপী সমস্ত জীবাত্মাতে অন্তর্যামীক্ষপে অবস্থানই সামানাধিকরণ্যের\*হেতু অর্থাৎ জীবাত্মা ও পরমাত্মা একই অধিকরণে বা দেহের অভ্যন্তরে অবস্থিত বলিয়া তত্তৎ জীববাচক শব্দ উভয়ের প্রতিই নির্দ্দেশের কারণ ইহা প্রতিপাদন করিয়াছেন। অতঃপর প্রধান প্রধান বিভৃতিগুলির এই সামানাধিকরণ্য বৃত্তি বিস্তারিতভাবে বলিতেছেন।)

আদিত্যগণের মধ্যে আমি বিষ্ণুনামক দর্বোৎকৃষ্ট আদিত্য। জ্যোতিদ্বদিগের মধ্যে আমি উজ্জ্বল কিরণবিশিষ্ট রবি, উনপঞ্চাশ বায়ুর মধ্যে আমি মরীচি নামক

উৎকৃষ্ট বায়ু এবং নক্ষত্রগণের মধ্যে আমি নক্ষত্রপতি চন্দ্র ॥২১॥

#### রামান্তজভাষ্য-

দ্বাদশসংখ্যাসংখ্যাতানাম্ আদিত্যানাম্ দ্বাদশো য উৎক্ষপ্টো বিষ্ণুঃ নাম
আদিত্যঃ সঃ অহম্ ; জ্যোতিবাং
জগতি প্রকাশকানাং যঃ অংশুমান্
রবিঃ আদিত্যগণঃ সঃ অহম্ ; মরুতাং
উৎকৃপ্টো মরীচিঃ যঃ সঃ অহম্ অমি,
নক্ষ্রাণাং অহং শশী। ন ইয়ং নির্ধারণে
যক্তী, 'ভুতানাম্ অম্মি চেতনা' ইতিবৎ নক্ষ্রাণাং পতিঃ যঃ চক্রঃ সঃ
অহমন্মি ॥২১॥

### বঙ্গান্তুবাদ—

বারটী ভিন্ন ভিন্ন আদিত্যের মধ্যে विक्रुनामक मर्ता९कृष्टे य द्वापन वापिछा তাহাই আমি। যাবৎ জ্যোতিক বস্তুর মধ্যে জগতের প্রকাশক কিরণবিশিষ্ট যে স্থ্য তাহাই আমি। উনপঞ্চাশ বায়ুর गर्या উৎकृष्टे य गतीि नामक वायु जाराहे আমি। নক্ষত্রগণের মধ্যে নক্ষত্রপতি যে চন্দ্ৰ তাহাই আমি। 'নক্ষৰানাং' ষষ্ঠী বিভক্তির भरम নহে। কিন্ত 'জীবগণের 'নিদ্ধ বিণার্থ' চেতনানামক বুদ্ধি আমি' এই বাক্যের তাৎপর্যের স্থায় অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে অর্থাৎ নক্ষত্রগণের যে স্বামী চন্দ্রমা তাহাই আমি এই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে ॥২১॥

<sup>\*</sup> সামানাধিকরণ্য স্থায়ঃ — ভিন্ন প্রবৃত্তিনিমিত্তাণাং শব্দানাং একশ্মিন্ অর্থ ব্যবহারঃ'

— (বৃদ্ধাহ্নিক) — ভিন্ন ভিন্ন প্রবৃত্তিবোধক ও নিমিত্তবোধক শব্দের একই অর্থে ব্যবহারকে

সামানাধিকরণ্য স্থায় বলে। যেমন — বিভিন্ন বিশেষণ একটিমাত্র বিশেষকে আশ্রর ক্রিয়া
অর্থাৎ একটিমাত্র অধিকরণে থাকিয়া সেই বিশেষ বস্তুকেই নানাভাবে প্রতিপাদন করে।
উদাহরণ — একটি নীল গোলাকার মৃথ্যু ঘট বলিলে 'ঘট'রুপী একই বিশেষ বস্তুতে অব্বিতি
বিশেষণত্রেরের দ্বারা সেই ঘটটিকেই যেমন নীলছ, গোলকছ এবং মৃথ্যয়ত্বত্তণে প্রতিপাদিত
করিতেছে, সেইরূপ সমগ্র জগতের বাবং বস্তুই স্থরের দেহরূপী বিশেষণ বলিয়া নানাভাবে তাঁহাকেই
প্রতিপাদন করিতেছে। বুঁএই সামানাধিকরণাবৃত্তির জন্ম জগতের যাবং বস্তুর বাচক শব্দসমূহ
ক্রীয়েরেই পর্যবসিত হইতেছে।

# বেদানাং সামবেদোহন্মি দেবানামন্মি বাসবঃ। ইব্দিয়াণাং মনশ্চান্মি ভূতানামন্মি চেতনা ॥২২

সরলার্থ-

চতুর্বেদের মধ্যে আমি গানপ্রধান সামবেদ, দেবতাগণের মধ্যে আমি দেবরাজ ইন্দ্র, একাদশ ইন্দ্রিয়ের মধ্যে আমি মন, জীবগণের আমি চেতনানামক বৃদ্ধি ॥২২॥

#### রামানুদভাগ্য —

বেদানাম্ ঋগ্ যজুঃসামাথর্ব ণাম্ য উৎক্কন্টঃ সামবেদঃ সঃ অহম্, দেবানাম্ ইন্দ্রঃ অহম্ অমি। একাদশানাং ইন্দ্রিয়াণাং যদ্ উৎক্কন্টং মন ইন্দ্রিয়ং তদ্ অহম্ অমি। ইয়ম্ অপি ন নির্ধারণে — ভূতানাং চেতনাবতাং যা চেতনা সা অহম্ অমি ॥২২॥

#### বঙ্গান্তুবাদ---

ঋক্ रজু দাম ও অথর্ব এই চারি বেদের মধ্যে যে উৎকৃষ্ট দামবেদ তাহাই আমি। দেবতাদিগের মধ্যে আমি ইন্দ্র। একাদশ ইন্দ্রিয়ের মধ্যে উৎকৃষ্ট যে মন আমি তাহাই। চেতনাযুক্ত জীবের যে অংশটি চেতনা আমি তাহাই। এখানে 'ভূতানাং' এই পদে ষষ্ঠী বিভক্তি নিশ্ধারণে ষষ্ঠী নহে ॥২২॥

# রুজাণাং শঙ্করশ্চাম্মি বিত্তেশো যক্ষরক্ষসাম্। বসূনাং পাবকশ্চামি মেরুঃ শিখরিণামহম্॥২৩

সরলার্থ---

একাদশ রুদ্রের মধ্যে আমি শঙ্কর, যক্ষ ও রাক্ষদদিগের মধ্যে আমি যক্ষপতি কুবের। অষ্ট্রস্কর মধ্যে আমি অগ্নি, এবং যাবৎ পর্বতের মধ্যে আমি স্থমেরু পর্বৃত ॥২৩

রামান্ত নভাষ্য-

রুদ্রাণাং একাদশানাং শঙ্করঃ অহম্ অমি , যক্ষরক্ষাং বৈশ্রেবণঃ অহম্ বস্থনাং অষ্টানাং পাবকঃ অহম্, শিখরিণাং শিখরশোভিনাং পর্বভানাং মধ্যে মেরুঃ অহম্ ॥২৩॥

### বঙ্গান্তুবাদ---

একাদশ রুদ্রের মধ্যে আমি শঙ্কর,

যক্ষ এবং রাক্ষসের মধ্যে আমি কুবের,
অষ্টবস্থর মধ্যে আমি অগ্নি, এবং শিখরস্থােভিত পর্বতের মধ্যে আমি স্থামেরু
পর্বত ॥২৩॥

# পুরোধসাঞ্চ মুখ্যং মাং বিদ্ধি পার্থ বৃহস্পতিম্। সেনানীনামহং ক্ষন্ধঃ সরসামস্মি সাগরঃ ॥২৪

### সরলার্থ-

হে পার্থ, পুরোহিতগণের মধ্যে আমি বৃহস্পতি, সেনাপতিগণের মধ্যে আমি কার্ত্তিকেয় এবং জলাশয়ের মধ্যে আমি সমুদ্র ॥২৪॥

#### রামান্তজভায্য---

পুরোধসাং উৎকৃষ্টে। বৃহস্পতিঃ যঃ সঃ অহম্ জাস্মি। সেনানীনাং সেনাপতীনাং স্কলঃ অহম্ অস্মি, সরসাং সাগরঃ অহম্ অসি ॥২৪॥

#### বঙ্গান্থবাদ----

পুরোহিতগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যে বৃহস্পতি
তাহাই আমি, সেনাপতিদিগের মধ্যে
আমি কার্তিকেয় এবং জলাশয়ের মধ্যে
আমি সাগর ॥২৪॥

# মহর্ষীণাং ভৃগুরহং গিরামস্ম্যেকমক্ষরম্। যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোহস্মি স্থাবারণাং হিমালয়ঃ ॥২৫

### সরলার্থ-

মরীচি প্রভৃতি মহর্ষিগণের মধ্যে ভৃগু মহর্ষি আমি। যাবৎ শব্দের মধ্যে আমি একাক্ষরী শব্দ 'ওম্' (প্রণব)। সর্বপ্রকার যজ্ঞের মধ্যে আমি জপর্মপ যজ্ঞ এবং পর্বতের মধ্যে আমি হিমালয় পর্বত ॥২৫॥

### রামানুজভাষ্য —

মহর্ষীণাং মরীচ্যাদীনাং ভৃগুঃ অহম্,
অর্থাভিধায়িনঃ শব্দা গিরঃ, তাসাম্
একম্ অক্ষরং প্রেণবঃ অহম্ অস্মি;
যজ্ঞানাম্ উৎকৃষ্ঠঃ জপযজ্ঞঃ অস্মি,
পর্বতমাত্রাণাং হিমবান্ অহম্ ॥২৫॥

### বঙ্গান্তুবাদ---

মরীচিআদি মহর্ষিগণের মধ্যে আমি
ভৃগুনামক মহর্ষি। অর্থবাধক শব্দের
নাম 'গির', সেই শব্দসমূহের মধ্যে আমি
একাক্ষরী প্রণব 'ওদ্ধার'। সর্বপ্রকার
যক্তসমূহের মধ্যে আমি জপরূপী যক্ত।
সমস্ত পর্বতের মধ্যে আমি হিমালয়
পর্বত॥২৫॥

# অশ্বত্থঃ সর্ব্ববৃক্ষাণাং দেবধীণাঞ্চ নারদঃ। গন্ধর্ব্বাণাং চিত্ররথঃ সিদ্ধানাং কপিলো মুনিঃ ॥২৬

শমস্ত বৃক্ষের মধ্যে আমি অশ্বর্থ বৃক্ষ, দেবর্ষিগণের মধ্যে আমি নারদ, গন্ধর্বগণের মধ্যে আমি চিত্ররথ এবং সিদ্ধ জ্ঞানীগণের মধ্যে আমি কপিল মুনি ॥২৬॥

#### রামানুজভায্য—

সর্বর্ক্ষাণাং মধ্যে পূজ্যঃ অধ্য এব অহম্। দেববীণাং মধ্যে পরম বৈষ্ণবো নারদঃ অহম্ অস্মি। গন্ধর্বাণাং দেবগায়কানাং মধ্যে চিত্ররথঃ অস্মি। দিদ্ধানাং বোগনিষ্ঠানাং পরমোপান্তঃ কপিলঃ অহম্॥২৬॥

# বঙ্গানুবাদ—

সমস্ত বৃক্ষের মধ্যে পৃজ্য অশ্বথবৃক্ষ আমি, দেবর্ষিগণের মধ্যে পরমবৈষ্ণব নারদ আমি, গন্ধর্বগণের মধ্যে দেবগায়ক চিত্ররপ্থ আমি, যোগনিষ্ঠ সিদ্ধ পুরুষগণের মধ্যে আমি পরম উপাস্ত কপিল মুনি ॥২৬॥

# উক্তিঃশ্রবসমশ্বানাং বিদ্ধি মামমূতোদ্ভবম্ । ঐরাবতং গজেব্রাণাং নরাণাঞ্চ নরাধিপম্ ॥২৭

#### সরলার্থ---

অশ্ব এবং গজেন্দ্রগণের মধ্যে সমুদ্র মন্থনের সময় উৎপন্ন (এবং দেবরাজ ইন্দ্রের সেবায় নিযুক্ত) উচ্চৈঃশ্রবা নামক অশ্ব এবং ঐরাবত নামক গজেন্দ্র বলিয়া আমায় জানিবে। মন্থ্যগণের মধে আমি নরাধিপতি বা রাজা ॥২৭॥

# রামানুজভাষ্য--

সর্বেষাং অশ্বানাং মধ্যে অয়ৢতমথনোন্তবম্ উচ্চৈঃপ্রবসং মাং বিদ্ধি।
গজেন্দ্রাণাং সর্বেষাং মধ্যে অয়ৢতমথনোন্তবম্ ঐরাবতং মাং বিদ্ধি।
অয়ুতোন্তবম্ ইতি ঐরাবতপ্ত অপি
বিশেষণম্। নরাণাং মধ্যে রাজানং
মাং বিদ্ধি॥২৭॥

## বঙ্গান্থবাদ —

অশ এবং গজেন্দ্রগণের মধ্যে অমৃতমন্থনের সময় উৎপন্ন এবং দেবরাজ ইন্দ্রের
সেবায় নিযুক্ত, উচ্চৈঃশ্রবা নামক অশ্ব এবং
ঐরাবত নামক গজেন্দ্র বলিয়া আমায়
জানিবে । মন্থ্যগণের মধ্যে আমি
নরাধিপতি বা রাজা।

এই শ্লোকে 'অমৃতোম্ভব' শব্দ উচৈচঃ-প্রবা এবং ঐরাবত উভয়েরই বিশেষণ ॥২৭॥

# আয়ুধানামহং বজ্রং ধেনূনামন্মি কামধুক্। প্রজনশ্চান্মি কন্দর্পঃ সর্পাণামন্মি বাস্থকিঃ ॥২৮॥

### সরলার্থ—

(অপ্রাক্বত স্থদর্শন, নন্দক প্রভৃতি অস্ত্র ব্যতিরিক্ত) প্রাক্বত অস্ত্রশস্ত্রের মধ্যে আমি ইন্দ্রের বজ্র। ধেরুগণের মধ্যে আমি বশিষ্ঠখিষির স্থরভি নামক কামধেরু। জননহেতু জীবগণের মধ্যে আমি মদন। সর্পগণের মধ্যে আমি বাস্থিক (যাহা সমুদ্রমন্থনকালে রজ্জুরূপে ব্যবহৃত হইয়াছিল) ॥২৮॥

রাগানুজভাষ্য—

আয়ৄধানাং মধ্যে বজ্ঞং তদ্ অহম্।
ধেলুনাং হবিদ্ব ঘানাং মধ্যে কামধুক্,
দিব্যা স্থরভিঃ। প্রজনঃ জননহেতুঃ
কলপঃচ অহম্ আশা, সর্পাঃ একশিরসঃ
তেষাং মধ্যে বাস্থকিঃ অশি ॥২৮॥

# বঙ্গানুবাদ—

(প্রাক্কত) আয়ুবের মধ্যে আমি বজ্ল, মত ছ্ম্ম প্রদানকারী গাভীগণের মধ্যে আমি স্থরভিনামক দিব্য কামধেন্য। উৎপত্তির কারণ কন্দর্পও আমিই। একটি মস্তক-বিশিষ্ট ফণী যাহাকে সর্প বলা হয় সেই সর্পগণের মধ্যে আমি বাস্থুকি ॥২৮॥

# অনন্তশ্চান্মি নাগানাং বরুণো যাদসামহম্। পিভূণামর্থমা চান্মি যমঃ সংযমতামহম্॥২৯

সরলার্থ-

বহু মস্তকবিশিষ্ট প্রগদের মধ্যে আমি সহস্রফণাধারী অনন্ত-নাগ। জলচরগণের মধ্যে আমি জলচরাধিপতি বরুণ। পিতৃপুরুষগণের মধ্যে আমি পিতৃরাজ অর্যমা এবং দগুবিধানকারীদের মধ্যে আমি যম ॥২৯॥

রামানুজভাগ্য—

নাগা বহুশিরসঃ, যাদাংসি জল-বাসিনঃ তেষাং বরুণঃ অহম্, অত্র অপি ন নির্ধারণে যন্তী, দণ্ডয়তাং বৈবস্থতঃ অহম্॥২৯॥

#### বঙ্গানুবাদ—

বহুশিরধারীর নাম 'নাগ' তন্মধ্যে 'অনন্ত নাগ' আমি। জলচরের নাম 'যাদস্' তাহাদের রাজা 'বরুণ' আমিই। যাদস্ এই পদেও বঞ্চীবিভক্তি 'নিদ্ধারণে' নহে। দশুবিধানকারীর মধ্যে আমি যম॥২৯॥

প্রহলাদশ্চাম্মি দৈত্যানাং কালঃ কলয়তামহম্। মুগাণাঞ্চ মুগোজোহহং বৈনতেয়শ্চ পক্ষিণাম্॥৩০

সরলার্থ—

দিতির বংশজাত দৈত্যগণের মধ্যে আমি ভক্তরাজ প্রহ্লাদ। জীবের অনর্থাভিলাষী যাহারা বংসর দিবস দণ্ড প্রহর মুহূর্ভাদির গণনা করে তাহাদের মধ্যে আমি মৃত্যুনামক কাল। হরিণ প্রভৃতি পশুর ভিতরে -আমি মৃগেন্দ্র বা সিংহ। পক্ষীদিগের মধ্যে আমি বিনতানন্দন গরুড় ॥৩০॥

# শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—রামানুজভায়

800

রামানুজভায়—

অনর্থপ্রেক্স্ত্রা গণয়তাং মধ্যে

কাল: মৃত্যু: তাহম্ ॥৩०॥

### বঙ্গানুবাদ—

জীবের অনর্থাভিলাদী যাহারা দণ্ড প্রহর মুহুর্ত্ত প্রভৃতি রূপে গণনীয় তাহাদের মধ্যে আমি মৃত্যুনামক কাল। (এই শ্লোকে বাকী অংশটির অর্থের জন্ত সরলার্থ দেখ) ॥৩০॥

# পবনঃ পবতামিশ্ম রামঃ শস্ত্রভৃতামহম্। ঝষাণাং মকরশ্চাশ্মি ভ্রোতসামশ্মি জাহ্নবী ॥৩১

# সরলার্থ—

সতত বহুনশীলের মধ্যে আমি বায়ু, অস্ত্রধারীগণের মধ্যে আমি রাম, মৎস্থাদির মধ্যে আমি মৎস্থরাজ মকর এবং স্রোতম্বতী নদীগণের মধ্যে আমি গঙ্গা নদী ॥৩১॥

রামানুজভায়—

প্ৰতাং গ্ৰনস্বভাবানাং প্ৰনঃ

অহম্। শস্ত্তাং রামঃ অহম্। শস্ত্র-

ভৃত্বং অত্র বিভূতিঃ, অর্থান্তরাভাবাৎ।

আদিত্যাদয়ঃ চ ক্ষেত্ৰজ্ঞ। আত্মত্বেন

অবচ্ছিতন্ত ভগবতঃ শরীরতয়া ধর্ম-

ভূতা ইতি শস্ত্ৰভূত্বদানীয়াঃ ॥৩১॥

#### বঙ্গানুবাদ---

গতিশীল বস্তুর মধ্যে আনি ায়,
অস্ত্রধারীপণের মধ্যে আনিঃ রাম। এন্থলে
শস্ত্রধারীপণের মধ্যে আনিঃ রাম। এন্থলে
শস্ত্রধারিত্ব গুণটি বিভূতিবাচক। কারণ
এই বিভূতিপ্রকরণে অন্ত কোনও অর্থের
অবকাশ নাই। পুর্ব্বোক্ত (১০।২১)
আদিত্য প্রভৃতি শব্দসমূহ ক্ষেত্রবাচক বা
জীববাচক। আদারূপে অবস্থিত
(১০।২০) ভগবানের তাহারা শরীররূপী,
অর্থাৎ বিশেষণ বা (বিভূতিরূপী) অতএব
ভগবানের বিভূতিসমূহের সঙ্গে বর্ণিত এই
শস্তম্প্রধারীও বিভূতিস্থানীয়। ॥৩১॥

\* বিভৃতিযোগের প্রকরণ বলিয়া এখলে 'রাম'
 শব্দ রামের শত্রভৃত্বরূপ শক্তি বা বিভৃতিকে
ব্ঝাইতেছে।

# সর্গাণামাদিরন্তশ্চ মধ্যক্ষৈবাহমজ্জুন। অধ্যাত্মবিভা বিভানাং বাদঃ প্রবদতামহম্॥৩২

সরলার্থ-

হে অর্জ্জুন, স্ঠ যাবৎ পদার্থের যাঁহারা স্ঠি পালন এবং বিনাশ করেন তাঁহারা আমার বিভূতিস্বরূপ। দর্ব বিভার মধ্যে আমি আত্ম-পরমাত্মার জ্ঞানদায়িনী অধ্যাত্মবিভা এবং যত বাক্-বিতণ্ডা কথার মধ্যে আমি বাদ বা তত্ত্বনির্ণয়ে প্রবৃত্ত সর্বোৎকৃষ্ট কথা ॥৩২॥

রামানুজভাষ্য-—

স্জ্যন্তে ইতি সর্গাঃ তেষাম্ আদিঃ कात्रगम्, সर्वमा ऋजामानानाः সর্বেষाः প্রাণিনাং তত্ত্ব তত্ত্ব স্তর্থারঃ অহম্ ইত্যৰ্থঃ। তথা অন্তঃ সর্বদা সংহ্রিয়মাণানাং তত্ত্র তত্ত্র সংহর্তারঃ অপি অহম্ এব। তথা চ মধ্যং পালনং সর্বদা পাল্যমানানাং পাল-য়িতারশ্চ অহম এব ইত্যর্থঃ। শ্রেয়ঃ-সাধনভূতানাং বিভানাং মধ্যে পরম-নিঃশ্রেয়স্সাধনভূতা অধ্যাম্বিভা অহম্ জল্পবিতণ্ডাদিকুর্বতাং তত্ত্ব-অস্মি। নির্ণয়ায় প্রবৃত্তো বাদঃ যঃ नः वर्ग ॥ ७३॥

# বঙ্গানুবাদ--

याहा अष्टे इय जाहात नाम मर्न, तमह शृष्टे भार्शिन हरात आपि कात्र आपि है। ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন স্থজনকারী জীব সর্বদা ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ স্থজন করি-তেছে, এই সকল স্জনকারীণণ আমিই। এইরূপ অন্তও আমি—সর্বদা বিনাশশীল পদার্থসমূহের ভিন্ন ভিন্ন স্থলে ভিন্ন ভিন্ন রূপে বিনাশকারী জীবগণও আমিই। পুনরায়, এইরূপ সৃষ্টি এবং সংহারের মধ্যবন্তী পালনকর্ত্তাও আমি। ভিন্ন ভিন্ন পালনীয় বস্তুর ভিন্ন ভিন্ন পালনকর্তাও আমিই। কল্যাণসাধক বিভাসমূহের প্রমকল্যাণ্দায়িনী অধ্যাত্মবিছা (আজু-পর্মাল্লাবিষয়ক জ্ঞানদায়িনী বিভা) আমিই। বাক্বিতণ্ডা প্রভৃতি তর্ককামী-দের তর্কাবলীর মধ্যে তত্ত্বনির্ণয়ার্থ যে উৎকৃষ্ট তৰ্ক-কথা (বাদ) তাহাও আমি ॥৩২॥

অক্ষরাণামকারোহিশ্ম দ্বন্দঃ সামাসিকস্থ চ। অহমেবাক্ষয়ঃ কালো ধাতাহং বিশ্বতোমুখঃ ॥৩৩

সরলার্থ—
বর্ণের মধ্যে সর্ব বর্ণের উৎপাদক 'অ'কার আমি। বিভিন্ন সমাসের মধ্যে উৎকৃষ্ট দ্বন্দ-সমাস আমি। অক্ষয় কাল (সময়) আমিই এবং জগৎস্টিকারী চতুমু্থ বন্ধা আমিই ॥৩৩॥

### রামানুজভাষ্য—

অন্ধরাণাং মধ্যে 'অকারো বৈ স্বা বাক্' (ঐ: পৃঃ ৩৬ ) ইতি শ্রুতিসিদ্ধঃ, স্ববর্ণানাং প্রকৃতিঃ অকারঃ অহম্, সামাসিকঃ সমাসসমূহঃ. তম্ম মধ্যে দ্বুসমাসঃ অহম্, স হি উভয়পদার্থ প্রধানত্বেন উৎকৃষ্টঃ। কালমুহূর্ত্তাদি-ময়ঃ অক্ষয়ঃ কালঃ অহম্ এব, সর্বস্থ শ্রুষ্টা হিরণ্যগর্ভঃ চতুমুখঃ অহম্॥৩৩॥

### বঙ্গান্থবাদ—

সমস্ত বর্ণের উৎপত্তির কারণ বে 'অ'কার তাহা আমি। 'অকারই সর্ববাক্যরূপী' ইত্যাদি বাক্য শ্রুতিসিদ্ধ। সামাসিক অর্থাৎ সমাসসমূহ—তাহাদের মধ্যে উৎকৃষ্ট যে দৃন্দ্ সমাস তাহা আমি। কলা মূহুর্ত প্রভৃতি বিভাগবিশিষ্ট অবিনাশী কাল আমিই। সর্ব-পদার্থের স্রষ্টা চতুমূ্থ ব্রহ্মা আমিই॥৩৩॥

# মৃত্যুঃ সর্বহরশ্চাহমূদ্ভবশ্চ ভবিষ্যতাম্। কীর্ত্তিঃ শ্রীর্ববাক্ চ নারীণাং স্মৃতির্মেধা ধৃতিঃ ক্ষমা॥৩৪

### সরলার্থ--

সর্বজীবের বিনাশরূপী মৃত্যু আমি, উৎপাদনরূপ উদ্ভবও আমি। নারীগণের মধ্যে দর্বোত্তম নারী জগৎমাতা লন্ধী আমি এবং কীর্ত্তি বাক্য শৃতি বুদ্ধি ধৈর্য এবং ক্যাও আমিই ॥৩৪॥

# হামানুজভাষ্য—

সর্বপ্রাণহর: মৃত্যু: চ অহম্, উৎপৎস্থমানানাং উদ্ভবাখ্যং কর্ম চ অহম্,
নারীণাং শ্রী: অহং কীর্তি: 
চ অহং স্থতি: চ অহং মেধা চ অহং
ধৃতি: চ অহং কমা চ অহম্ ॥৩৪॥

### বঙ্গানুবাদ-

সর্বপ্রাণীর বিনাশকারী মৃত্যু আমিই।
উৎপত্তিশীল পদার্থের উৎপাদনরূপ কর্ম
আমি। নারীগণের মধ্যে আমি শ্রী,
কীর্ত্তি বাক্য শ্বৃতি মেধা ধৃতি ক্ষমা—
এই সমস্তই আমি। ॥৩৪॥

<sup>÷</sup> কীর্ত্তি প্রভৃতি শব্দে তত্তৎ অভিমানী দেবতা বৃঝাইতেছে।

# বৃহৎসাম তথা সান্ধাং গায়ত্রী ছন্দসামহম্। মাসানাং মার্গশীর্ষোহহমৃতুনাং কুস্থমাকরঃ ॥৩৫

#### সরলার্থ-

যাবৎ সামগীতির মধ্যে আমি বৃহৎসাম নামক গীতি, ছন্দবিশিষ্ট মন্ত্রের মধ্যে আমি গায়ত্রী ছন্দ। দ্বাদশ মাদের মধ্যে আমি মাসশ্রেষ্ঠ অগ্রহায়ণ মাস ও বড় ঋতুর মধ্যে আমি ঋতুরাজ বসন্ত ঋতু ॥৩৫॥

# রামানুজভায্য —

সামাং বৃহৎসাম অ**হম্**, ছন্দসাং গায়ত্রী অহম্, ঋতুনাং কুস্থমাকরঃ বসন্তঃ ॥৩৫॥

#### বঙ্গান্থবাদ—

সামগীতির মধ্যে বৃহৎসাম নামক সাম-গীতি আমি। ছন্দের মধ্যে আমি গায়ত্রী ছন্দ। ঋতুর মধ্যে আমি পুপ্প-স্থােভিত বদন্ত ঋতু ॥৩৫॥

# দূয়তং ছলয়তামশ্মি তেজস্তেজস্বিনামহম্। জয়োহস্মি ব্যবসায়োহস্মি সন্ত্রং সন্তবতামহম্॥৩৬

#### সরলার্থ ---

ছলনাকারী \* ১ বিষয়সমূহের মধ্যে পাশাক্রীড়া আমি। তেজস্বীদের তেজ আমি। জয়শীলদের জয় আমি, অধ্যবসায়ীদিগের অধ্যবসায় আমি এবং মহামনাদের মহামনস্বও আমিই ॥৩৬॥

### রামানুজভায্য-

ছলং কুৰ্বতাং ছলাস্পদেষু অক্ষাদি লক্ষণম্ দ্যুতম্ অহম্। জেতৃগাং জয়ঃ অস্মি, ব্যবসায়িনাং ব্যবসায়ঃ অসি, সত্ত্বতাং সত্ত্বং মহামনস্তম্ ॥৩৬॥

### বঙ্গানুবাদ---

ছলনাকারীদিগের মধ্যে অর্থাৎ ছলনাময় যাবৎ বিষয়ের মধ্যে ছলনাময়ী \*১পাশা-ক্রীড়া আমি। বিজয়ীদিগের বিজয় আমি। অধ্যবসায়শীলদিগের আমি অধ্যবসায়। সত্ত্বান বা মহামনাপুরুষদের মহামনস্থ আমি॥৩৬॥

<sup>+ &</sup>gt; কেবলমাত্র পাশাচালনার দারা জয় পরাজয় নির্দারিত হয় বলিয়া দূযতক্রীড়াকে ছলনাকারী বলা হইয়াছে।

# বৃষ্টীণাং বাস্থ্যদেবোহন্মি পাগুবানাং ধনঞ্জয়ঃ। মুনীনামপ্যহং ব্যাসঃ কবীনামুশনা কবিঃ॥৩৭

#### সরলার্থ-

বৃষ্ণিবংশজাত পুরুষদিগের মধ্যে আমি বস্থদেবের\*২ পুত্র। পঞ্চপাশুবের মধ্যে আমি দিখিজয়ী অর্জুন যে তুমি, তাহাও আমি. অর্থাৎ তুমিও আমার বিভূতিস্বরূপ। মুনিগণের মধ্যে আমি পরাশর-পুত্র আপ্তপুরুষ ব্যাস। পশুতগণের মধ্যে
শ্রেষ্ঠ পশুত শুক্রাচার্য আমিই ॥৩৭॥

রামানুজ্ভায়—
বাস্থদেবস্থনুত্বম্ অত্ত বিভূতিঃ,
অর্থান্তরাভাবাদ্ এব। পাণ্ডবানাং
ধনঞ্জয়ঃ অর্জ্জুনঃ অহম্, মুনয়ো
মননেন অর্থবাথাত্ম্যদর্শিনঃ, তেষাং
ব্যাসঃ অহম্, কবয়ো বিপশ্চিতঃ ॥৩৭॥

### বঙ্গানু বাদ--

এই বিভৃতিযোগ প্রকরণে বস্থদেবের প্রত্ব বাস্থদেবের \* ১ বিভৃতিবাচক; এস্থলে অন্ত কোনও অর্থ সম্ভব নহে। পঞ্চ-পাগুবের মধ্যে ধনঞ্জয় অর্জ্জ্ন আমি। মুনি শব্দে প্নঃ প্নঃ মননের দ্বারা শাস্ত্র-গত তত্ত্বের যথার্থ জ্ঞাতা পুরুষকে বুঝায় । এইরূপ মুনিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যাস আমি। কবি অর্থাৎ বিদ্বান পুরুষ — তাহাদের মধ্যে বিদ্বৎশ্রেষ্ঠ শুক্রাচার্য আমি ॥৩৭॥

# দভো দময়তামস্মি নীতিরস্মি জিগীযতাম্। মৌনং চৈবাস্মি গুহ্মানাং জ্ঞানং জ্ঞানবতামহম্॥৩৮॥

### সরলার্থ-

নিগ্রহকারীদের আমি নিগ্রহম্বরূপ, জয়েচ্ছুদিগের জয়ের হেতুরূপ যে নীতি অর্থাৎ জয়ের উপায়রূপ যে কৌশল তাহাই আমি। গোপনীয় রহস্তবিষয়ের মধ্যে আমি মৌনত্ব; (মৌন পুরুষের হাদিস্থিত রহস্ত কোনটিই প্রকাশ পাওয়া সম্ভব হয় না)। তত্ত্বজ্ঞানী পুরুষদের যে তত্ত্বজ্ঞান তাহাই আমি ॥৩৮॥

<sup>+&</sup>gt;->•।

ত লাকে 'রাম' এই পদে বেমন তাঁহার শত্রভৃত্বরূপ ধর্ম বা বিভৃতি বুঝাইতেছে, এইলেও
সেইরূপ এই অধ্যায় বিভৃতিপ্রকরণ বলিয়া 'বাস্থদেব' শব্দে এইলেও তাঁহার পুতনাবধ, বক প্রলম্ব ধেমুকাস্থর প্রভৃতি বধ, কালিয়দমন গোবর্জন ধারণাদি ধর্ম বা বিভৃতি বুঝাইতেছে।

্রামানুজ ভাষ্য—

নিয়মাতিক্রমণে দণ্ডং কুর্বতাং দণ্ডঃ
আহম্। বিজিগীমুণাং জয়োপায়ভূতা
নীতিঃ অমি। গুহানাং সম্বন্ধিমু
গোপনেমু মৌনস্ অমি, জ্ঞানবতাং
জ্ঞানং চ অহম্॥৩৮॥

### বঙ্গান্তবাদ---

নিয়মলজ্মনকারীদিগকে দশুদাতাগণের দশুস্বরূপ আমি। বিজয়েচছু পুরুষদিগের বিজয়ের উপায়রূপ নীতি বা
কৌশল আমি। শুহু বা গোপনীয় বিষয়সমূহের মধ্যে মৌনত্বরূপ গোপন রাখিবার
উৎকৃষ্ট যে চেষ্টা তাহাই আমি। জ্ঞানীগণের মধ্যে সারস্বরূপ জ্ঞান আমি ॥৩৮॥

# যচ্চাপি সর্বভূতানাং বীজং তদহমজ্জুন। ন তদস্তি বিনা যৎ স্থান্ময়া ভূতং চরাচরম্ ॥৩১॥

#### সরলার্থ—

হে অর্জুন, পরিদৃশ্যমান দেবমহ্যাদি যাবৎ প্রাণীর বীজরূপ আমি অর্থাৎ—
তাহাদের উৎপত্তির উপাদানরূপ যা কিছু বস্তু আছে তৎসম্দায়ই আমি। জগতে
চিৎ বা অচিৎ (স্থাবর বা জঙ্গম) এমন বস্তু নাই যাহাতে অন্তরাত্মারূপী আমি
অন্প্রবিষ্ট নাই, অর্থাৎ চিৎ বা অচিৎ নির্বিচারে সৃমগ্র বিশ্বচরাচর বস্তুতে অন্তর্যামীরূপে
আমি প্রবিষ্ট থাকি ॥৩৯॥

# রামানুজভায়া—

দর্বভূতানাং সর্বাবস্থাবস্থিতানাং
তন্ত্রদবস্থাবীজভূতং প্রতীয়মানম্
অপ্রতীয়মানং চ যং তদ্ অহম্ এব।
চরাচরসর্বভূতজাতং ময়া আত্মতায়া
অবস্থিতেন বিনা যং স্থাং ন তদ্
অতি 'অহমালা গুড়াকেশ সর্বভূতাশয়স্থিতঃ' (১০।২০)। ইতি প্রক্রমাণ ;
'ন ভূদন্তি বিনা যৎস্থায়য়াভূতং
চরাচরম্।' ইতি অত্র অপি আত্মতয়া অবস্থানম্ এব বিবক্ষিতম্।
৪৭

### বঙ্গানুবাদ---

বিভিন্নপ্রকার অবস্থায় অবস্থিত সমস্ত প্রাণীর তত্তৎ অবস্থার বীজম্বরূপ (উপা-দানরূপ মূল কারণস্বরূপ) প্রত্যক্ষ এবং অপ্রত্যক্ষ যাহা কিছু আছে তৎসমস্তই আমি। আমি আলাক্সপে অবস্থিত না থাকিলেও তাহাদের স্থিতি সম্ভব—এইব্লপ বস্তু বা জীব সমগ্র বিশ্বচরাচর মধ্যে কিছুই নাই। কারণ আমার এই বিভূতি বর্ণনার প্রথমেই বলা হইয়াছে — হে অর্জুন, আমি সর্ব্ব জীবের মধ্যে অন্তরাত্মা বা অন্তর্যামীরূপে অবস্থিত আছি (গীঃ ১০।২০)। এই ৩৯শ্লোকের দ্বিতীয় পংক্তিতে 'ন তদস্তিবিনা যৎস্থাৎ ময়াভূতং চরাচরং'এই বাক্যে তিনি যে চরাচর সর্বভূতেই আত্মা-রূপে অবস্থিত তাহাই ব্যতিরেকমুখে বিশেষভাবে বলা হইতেছে।

সর্ববস্তুজাতং সর্বাবস্থং ময়া আত্ম-ভুতেন যুক্তং স্থাদ্ ইত্যর্থঃ। অনেন সর্বস্থ অস্থা সামানাধিকরণ্য-

নির্দ্দেশস্য আত্মতয়া অবস্থিতিঃ এব

হেতুঃ ইতি প্রকটয়তি ॥৩৯॥

অতিপ্রায় এই যে, সর্বাবস্থায় অবস্থিত অচিৎ ) বা বস্তুগাত্রই তাহাদের অন্তরাগ্রারপী (পর্মালারূপী) আমার সহিত সংযুক্ত থাকে। এই অধ্যায়ে (২০ হইতে ৩৮ শ্লোক অবধি ) বর্ণনাদারা এই তত্ত্বই পরিস্ফুট इरेट्ट्राइ (य, ( हि९ वर अहि९ विभिष्ठे ) যাবৎ বস্তুর মধ্যে ভগবান আত্মারূপে অবস্থিত বলিয়া অর্থাৎ চিদ্ ( আত্মা ) এবং অচিং (দেহ) এই আধারে থাকার জন্ম (সামানাধিকরণ্য বুত্তির জন্ম) সমস্ত জীবকেই এবং তাহাদের ঐশ্বর্যকে প্রীকৃষ্ণ নিজের প্রতীক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ॥৩৯॥

নান্তোহস্তি মম দিব্যানাং বিভূতীনাং পরন্তপ। এষ ভূদ্দেশতঃ প্রোক্তো বিভূতেবিস্তরো ময়া ॥৪০॥

সরলার্থ-

হে অজ্জ্ন, আমার দিব্যবিভূতির অন্ত নাই, সেইজন্ত এই বিভূতির বিষয় সংক্ষেপে তোমায় বলিলাম ॥৪০॥

রামানুজভায্য---

মম দিব্যানাং কল্যাণীনাং বিভূতী-

নাম্ অন্তোন অন্তি। এব তু বিভূতেঃ

বিস্তরো ময়া কৈশ্চিদ্ উপাধিভিঃ সংক্ষেপতঃ প্রোক্তঃ ॥৪০॥

#### বঙ্গান্তবাদ---

আমার দিব্য অর্থাৎ কল্যাণময়ী বিভূতির সীমা নাই। আমার বিস্তৃত এই বিভূতির বিষয় কেবল উপাধিযুক্ত\* কয়েকটি উদাহরণের দ্বারা সংক্ষেপে তোমায় বলিলাম ॥৪০॥

× উপাধি—যে সকল বস্তু ইতিপূর্ব্বে (২০ হইতে ৩৮ শ্লোকে) বর্ণিত হইন্নাছে তাহাঁদের বিভিন্ন গুণের উৎকর্বই উপাধি। যদ্ যদ্ বিভূতিমৎসত্বং শ্রীমদূর্জ্জিতমেব বা।
তত্ত্বদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজাংহশসম্ভবম্ ॥৪১॥
তাথবা বহুনৈতেন কিং জাতেন তবার্জ্জুন।
বিষ্ঠভ্যাহমিদং কুৎস্পমেকাংশেন স্থিতো জগৎ ॥৪২॥

# সরলার্থ-

( ইতিপূর্বে প্রধান প্রধান বিভূতিগুলি বলিলাম, এই উপক্রম করিয়া অধ্যায়ান্তে ছুটী শ্লোকে সাধারণভাবে উপসংহার করিতেছেন। )

জগতে পরিজনাদি নিয়াম্যবস্তুসম্পন্ন, সৌন্দর্যসম্পন্ন এবং বলপ্রভাবাদিসম্পন্ন যা কিছু উৎকৃষ্ট বস্তু আছে সেই সমুদয়ের উৎকর্য আমার তেজের অংশ হইতে উৎপন্ন বলিয়া জানিবে ॥৪১॥

হে অর্জ্ন, পৃথক পৃথক রূপে এক একটি করিয়া জানিবার আর তোমার কি প্রয়োজন ? (আমার বিভূতি অনন্ত, প্রত্যেকটি জানিবার সাধ্য নাই)। তুমি সংক্ষেপে এইটুকু জান যে, স্ক্ষ ও স্থূল চিদাচিদাত্মক এই সমগ্র জগৎ আমার অত্যল্পমাত্র অংশে (আমার নিয়মন-সামর্থের দারা) আমি ধারণ করিয়া অবস্থিত আছি ॥৪২॥

### রামানুজভাষ্য —

যদ্ যদ্ বিভৃতিমদ্ **ঈশিতব্যসম্পন্নং**ভুতজাতং শ্রীমৎ কান্তিমদ্ ধনধান্তসমৃদ্ধং বা উজিতং কল্যাণারন্তেষু
উদ্যুক্তং তৎ তদ্ মম তেজোহংশসম্ভবম্
ইতি অবগচ্ছ।

তেজঃ পরাভিভবনসামর্থ্যম্, মম অচিন্ত্যশক্তঃ নিয়মনশক্ত্যা এক-দেশসম্ভবম্ ইত্যর্থঃ ॥৪১॥

বছনা এতেন উচ্যমানেন জ্ঞানেন কিং প্রয়োজনম্ ? ইদং চিদচিদাত্মকং

### বঙ্গান্থবাদ—

যে যে বিভূতিযুক্ত বা ঐশ্বর্যসম্পন্ন জীব আছেন, অথবা শ্রীমান কান্তিমান বা ধনধান্তসমৃদ্ধ জীব আছেন এবং যে সমস্ত উজিত অর্থাৎ উন্নতির জন্ম উন্তোগশীল পুরুষ আছেন তাহাদের এই উৎকর্ষ আমারই তেজের একাংশ হইতে উৎপন্ন বলিয়া জানিবে। তেজ মানে অপরকে অভিভূত করিবার শক্তি।

অভিপ্রায় এই যে, এই সমস্ত উৎকর্ষকে অচিন্তাশক্তিপূর্ণ পরমেশ্বরন্ধপ আমার নিয়মন শক্তির দারা আমারই একাংশ হইতে উদ্ভূত বলিয়া জানিবে ॥৪১॥

এইপ্রকারে পৃথক্ পৃথক্ বহু উদাহরণ যাহা বলিতেছি তাহা এক একটি করিয়া জানিবার তোমার কি প্রয়োজন ? কংশং জগং কার্যাবন্থং কারণাবন্থং সুদাং সৃদ্ধাং চ স্থরপসম্ভাবে স্থিতো প্রবৃত্তিভেদে চ যথা মৎসঙ্কল্পং ন অতিবর্ত্তেৎ তথা মম মহিশ্বঃ অমুতাযুতাংশেন বিষ্টভ্য অহম্ অবস্থিতঃ। যথা উক্তং ভগবতা পরাশরেণ — 'যস্থাযুতাযুতাংশাংশে বিশ্বশক্তিরিয়ং স্থিতা।' (বিঃ পুঃ ১।৯।৫ত)
ইতি ॥৪২॥

কারণরপ অথবা কার্যরূপে অবস্থিত
চিদ-অচিদান্নক স্থূল ও স্থ্য জগতের যাবৎ
বস্তুর ভিন্ন ভিন্ন স্বরূপ, স্থিতি ও প্রবৃত্তিনিচয় যাহাতে আমার সঙ্কল্ল অতিলজ্জন
করিতে না পারে সেইপ্রকারে, আমার
মহিমার (নিয়মনশক্তির) অযুতাংশের
অযুতাংশের দারা, (কণামাত্র অংশের
দারা), আমি ইহাদের সমগ্ররূপে ধারণ
করিষা অবস্থিত আছি। মহর্ষি পরাশরও
বিয়্পুরাণে এইরূপ বলিয়াছেন —
"যাহার অযুতাংশের এক অযুতাংশ
মাত্রে সমস্ত বিশ্বশক্তি অবস্থিত আছে।"
(বিঃ পুঃ — ১।৯৫৩) ॥৪২॥

ইতি বিভূতিযোগনামক দশমহধ্যায় সমাপ্ত

# একাদশ অ্ধ্যায়

# বিশ্বরূপদর্শন-যোগ

### রামানুজভায়া —

এবং ভক্তিযোগনিষ্পত্তয়ে তদিবৃদ্ধয়ে চ সকলেতরবিলক্ষণেন
স্বাভাবিকেন ভগবদসাধারণেন
কল্যাণগুণগণেন সহ ভগবতঃ
সর্বাত্মম্বং তদ্ব্যতিরিক্তপ্ত কৎম্বস্থ
চিদচিদাত্মকপ্ত বস্তুজাতপ্ত তচ্ছরীরতয়া তদায়ত্তস্বরূপস্থিতিপ্রবৃত্তিম্বং
চ উক্তম ।

তম্ এতং ভগবদসাধারণম্বভাবং
ক্বংমস্ম তদায়ত্তম্বরপদ্বিতিপ্রবৃত্তিতাং
চ ভগবৎসকাশাদ্ উপশ্রুত্য
এবম্ ইতি নিশ্চিত্য তথাভূতং
ভগবন্তং সাক্ষাৎকর্তু কামঃ অর্জ্জুন
উবাচ।

তথা এব ভগবৎপ্রসাদাদ্ অনন্তরং জক্যতি 'দর্কাশ্র্যময়ং দেবমনন্তং বিশ্বতো মুখম্ ॥' 'তত্ত্রৈকস্থং জগৎক্বংস্নং প্রবিভক্ত-মনেকধা' (১১।১১,১৬)। ইতি হি বক্ষ্যতে।

#### বঙ্গানুবাদ---

এইপ্রকারে ভক্তিযোগের উৎপত্তি এবং তাহার বির্দ্ধির জন্য অন্তদমন্তবস্তু হইতে স্বতন্ত্র ভগবানের স্বাভাবিক ও অদাধারণ কল্যাণগুণগণ এবং তৎসহ তাঁহার সর্ব-বস্তুর মধ্যে আল্লারূপে অবন্থিতি, তদ্যতিরিক্ত সমগ্র চিদচিদ্বিশিষ্ট পদার্থসমূহ ঈশ্বরের শরীরব্ধপী অতএব তাহাদের স্বরূপ স্থিতি ও প্রবৃত্তি সমস্তই ঈশ্বরাধীন — এই তত্ত্বগুলি পূর্বাধ্যায়ে কথিত হইল।

ভগবানের এই অসাধারণ স্বভাব এবং সমগ্রজগতের স্বরূপ, স্থিতি ও প্রবৃত্তি তাঁহারই অধীন—এইকথা তাঁহার নিকট প্রবণ করিয়া, 'ভগবংনহিমা ঠিক এইরূপই' এইভাবে দৃঢ় বিশ্বাসযুক্ত হইয়া, যথোপদিপ্ত প্রকারে চিদ্চিদ্বিশিপ্ত ভগবানকে প্রত্যক্ষ করিতে আগ্রহাম্বিত অর্জ্জ্ন অধ্যায়ারভে শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন করিতেছেন।

শ্রীভগবানের ক্পায় অর্জুন তাঁহার দৈই বিশ্বরূপই দর্শন করিবেন। কারণ পরেও বলা হইবে 'সর্বপ্রকারে আশ্চর্য্যয় অনন্ত এবং সর্বদিগন্তী মুখবিশিষ্ট দেবতাকে অর্জুন দেখিলেন'। 'সেই দেবশরীরের একাংশে অবস্থিত বহুধাবিভক্ত চিদ্চিদাত্মক সমগ্র জগৎকেও দর্শন করিলেন।'\*১

<sup>\*&</sup>gt; গীতা ১১। ১১,১৩

# অর্জুন উবাচ— মদনুগ্রহায় পরমং গুহুমধ্যাত্মসংজ্ঞিতম্।

মদনুগ্রহায় পরনং গুথুনধ্যাপুসং।জ্ঞুন্। যৎ প্রয়োক্তং বচস্তেন মোহে!হয়ং বিগতো মম॥১॥

সরলার্থ-

আজুন বলিলেন—আমাকে অমুগ্রহ করিবার জন্ম ইতিপূর্বে ( প্রথম ষট্কে ) আত্মতত্ত্ববিষয়ক যে অতি রহস্থ-উপদেশ আমায় করিয়াছেন তদারা আত্মতত্ত্বের বিষয়ে দেহাত্মাভিমানরূপ আমার ভ্রম বিদ্রিত হইয়াছে ॥১॥

রামানুজভাগ্র —

দেহাত্মাভিমানরপনোহেন
মোহিতত্ত মম অনুগ্রহৈকপ্রযোজনায় পরগং গুহুং পরমং রহত্তম্
অধ্যাল্পংজিতম্ আত্মনি বক্তব্যং বচঃ
নি ত্বোহং জাতু নাসম্' (২০২২)
ইত্যাদি 'তন্মাদ্যোগী ভবাজ্জুন
(৬৪৬) ইত্যেতদন্তং যং হ্বরা উক্তম্,
তেন অয়ং মম আত্মবিষয়্মো মোহঃ
সর্বো বিগতঃ দূরতো নিরস্তঃ ॥১॥

#### বঙ্গান্তবাদ—

দেহকে আত্মা বলিয়া ধারণারূপ অমে

আন্ত আমাকে কেবল অন্থ্যহ করিবার
জন্মই আপনি "হে অর্জুন, তুমিও ছিলে না
এবং আমিও ছিলান না।" (২।১২) হইতে
আরম্ভ করিয়া 'হে অর্জুন, অতএব তুমি
যোগী হও'। (৬।৪৬) এই অবধি পরম
গোপনায়—পরম রহস্তরূপ অধ্যাত্মনামক
আত্মবিষয়ক যে উপদেশ আমাকে দান
করিয়াছেন তাহার দারা আমার
আত্মবিষয়ক ভ্রম সম্পূর্ণরূপে বিদ্রিত
হইয়া গিয়াছে॥১॥

# ভবাপ্যয়ে হি ভূতানাং শ্রুতে বিস্তরশো ময়া। ত্বতঃ কমলপত্রাক্ষ মাহাত্ম্যসপি চাব্যয়ম্॥২॥

সরলার্থ —

পূর্ব্ব শ্লোকে প্রথম ষট্কের আল্পতত্ত্বের উপদেশের কথা বলিয়া এখন এই শ্লোকে সপ্তম হইতে দশম এই চারিটি অধ্যায়ের উপদিষ্ট অর্থের অমুবাদ করিতেছেন)।

হে কমললোচন, যেহেতু তোমার নিকট হইতে পবিস্তারে শুনিলাম যে, পরমেশ্বর-রূপ তোমা হইতেই দেবমহুয়াদি সমগ্র বিশ্বচরাচর জীবের উৎপত্তি ও প্রলয়ের বিষয় এবং তোমার অব্যয় মাহাজ্যের বিষয়ও বিস্তারিত যাহা শুনিলাম তাহা ঠিকই ॥২॥ রামানুজভাগ্য—
তথা সপ্তমপ্রভৃতি দশমপর্যন্তং
ছদ্যতিরিক্তানাং সর্বেষাং ভূতানাং
ছত্তঃ পরমাত্মনো ভবাপ্যয়ো উৎপত্তি
প্রলয়ো বিস্তরশং ময়া শ্রুতৌ। হে
কমলপত্রাক্ষ তব অব্যয়ং নিত্যুং সর্বচেতনাচেতনবস্তুশেষিত্বং জ্ঞানবলাদিকল্যাণগুণগগৈং তব এব
পরতরত্বং সর্বাধারত্বং চিন্তিতনিমিষিভাদিসর্বপ্রবৃত্তিমু তব এব প্রবর্তমিভূত্মম্, ইত্যাদি অপরিমিতং মাহাল্যং
চ শ্রুতম্ । হি শব্দো বক্ষ্যমাণদিদৃক্ষাজ্যোতনার্থঃ ॥২॥

#### বঙ্গান্থবাদ---

रहेरा प्रभाषाय সাত অধ্যায় পর্য্যন্ত 'আপনি ভিন্ন যাবৎ বস্তু বিশ্বচরাচর (চিদ্চিদ্বিশিষ্ট) সমস্ত ভূতবর্গের উৎপত্তি পর্মেশ্বর আপনার নিকট হইতেই এবং প্রলয়ও যে আপনাতেই হইয়া থাকে তাহাও আপনার নিকট হইতে বিস্তারিত শ্রবণ করিলাম। হে পদ্মপলাশ-লোচন, আপানার অবিনাশী (অব্যয়) ও নিত্য অপরিসীম মাহাম্যের বিষয়ও শ্রবণ করিলাম — অর্থাৎ আপনি य मगस ि किपिनाञ्चक विश्ववज्ञाव्यात्र त्या वा श्रामी, আপনার জ্ঞান বল ঐশ্বর্য প্রভৃতি অশেষ কল্যাণ গুণগণের জন্ম আপনি যে সর্বশ্রেষ্ঠ-তত্ত্ব, আপনিই যে এই সমগ্রবস্তুর আধার চিন্তার কি অাখির এমন পর্যন্ত প্রবৃত্তিরই যাবৎ আপনি প্রবর্ত্তক — আপনার এইসকল অপরিমিত মাহাল্য শ্রবণ করিলাম। এই শ্লোকে 'হি' শব্দে ক্লঞ্চের উক্ত বিশ্বরূপ দর্শনের জন্ম অজুন যে আগ্রহ পরে প্রকাশ করিবেন তাহারই জ্ঞাপক ॥২॥

# এবমেতদ্ যথাখ ত্বমাত্মানং পরমেশ্বর। জ্রষ্টু মিচ্ছামি তে রূপমৈশ্বরং পুরুষোত্তম ॥৩॥

### সরলার্থ---

হে পরমেশ্বর, তুমি সর্বজীবের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় ও প্রবৃত্তির নিয়ামক এবং সর্ব-জীবরূপ তোমার এই বিভূতি তোমার একাংশে স্থিত বলিয়া তুমি যে উপদেশ দিয়াছ তৎসমুদয় সমস্তই সত্য, একটিও অন্তথা নছে, তাহা আমি স্থদ্চভাবে বিশ্বাস করি। হে পুরুষোত্তম, আমি তোমার এই ঐশ্বরিক বিশ্বরূপ নিজ চক্ষে দর্শন করিতেইচছা করি ॥৩॥

#### রামানুজভায়—

হে পরমেশ্বর এবন্ এতদ্ ইতি
অবধৃতং যথা আথ দ্বন্ আদ্বানং
ব্রবীষি । প্রবোত্তম আশ্রিতবাৎসল্যজলধে তব ঐশ্বরং দ্বদসাধারণং সর্বস্থ প্রশাসিতৃত্বে পালয়িতৃত্বে অস্টুত্বে সংহতৃত্বে ভতৃত্বে
কল্যাণগুণাকরত্বে পরতর্বে
সকলেতরবিসজাতীয়ত্বে চ অবস্থিতং
রূপং দ্রষ্টুং সাক্ষাৎকর্তু ন্ ইচ্ছামি ॥৩॥

# বঙ্গানুবাদ--

হে পর্নেশ্বর আপনি নিজের (স্বরূপ এবং স্বভাবের) বিষয় যেরূপ বর্ণনা করিলেন তাহা যে সেইরূপ ইহা স্থনিশ্চিত। হে প্রুমোন্ডন, হে আশ্রিতবাৎসল্যজলধে, আপনার অসাধারণ এই ঐশ্বরিক রূপ— অর্থাৎ আপনি যে সর্বজীবের শাসক, পালক, স্রপ্তা, সংহারকর্তা, ভরক ও পোষক। আপনি যে কল্যাণগুণনিধি, সর্বশ্রেগ্রভত্ত্ব এবং সর্ববস্তু হইতে বিলক্ষণ, আপানার সেই অসাধারণ রূপ স্বচক্ষে

# মন্যসে যদি ভচ্ছক্যং ময়া জ্বষ্টুমিতি প্রভো। যোগেশ্বর ভতো মে ত্বং দর্শয়াত্মানমব্যয়ম্ ॥৪॥

### সরলার্থ-

হে প্রভু, হে যোগেশ্বর, (অসংখ্য কল্যাণগুণযোগপূর্ণ ঈশ্বর—( নিয়ামক ) আপনার পূর্বোপদিষ্ট গুণ ও বিভূতিপরিপূর্ণ রূপ দেখিবার জন্ত আমাকে যোগ্য বলিয়া যদি মনে করেন, তাহা হইলে আপনার সেই অব্যয় (অবিনাশী) ঐশ্বরিক রূপ আমাকে দেখান ॥৪॥

### রামান্ত্রজভায্য—

তৎ সর্বস্থা প্রস্থী, সর্বস্থা প্রশাসিত্
সর্বস্থা আধারভূতং ছদ্রাপং ময়া দ্রষ্ট্রং
শক্যম্ ইতি যদি মন্তনে, ততো যোগেশ্বর
যোগো জ্ঞানাদিকল্যাণগুণযোগঃ
'পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্' (১১৮) ইতি
হি বক্ষ্যতে। ছদ্ব্যতিরিক্তন্ত কন্মা
অপি অসংভাবিতানাং জ্ঞানবলৈশ্বর্য-

# বঙ্গানুবাদ—

এইরপ সর্ববন্তর স্রপ্তা সকলের শাসক,
সর্ববন্তর আধারভূত আপনার এই রূপ
দেখিবার জন্ম আমি যোগ্য বলিয়া যদি
মনে করেন, তাহা হইলে হে যোগেশ্বর—
আপনি ভিন্ন অন্ম কাহারও অসম্ভাবনীয়
জ্ঞান বল ঐশ্বর্য বীর্য শক্তি ও তেজ প্রভৃতি
গুণের আকর, নিজরূপের অব্যয়ভাবে
(পরিপূর্ণরূপে) আমায় দর্শনদান করুন।
এস্থলে যোগ শব্দে জ্ঞান বল ঐশ্বর্য প্রভৃতি

বীর্ষশক্তিতেজসাং নিধে আজানং ত্বাম্ অব্যয়ং মে দর্শয় ত্বস্ অব্যয়ম্ ইতি ক্রিয়াবিশেষণম্; ত্বাং সকলং মে দর্শয় ইত্যর্থঃ ॥৪॥ কল্যাণগুণের যোগ বুঝাইতেছে। 'অব্যয়'
শব্দ ক্রিয়াবিশেষণরূপ ব্যবহৃত হইয়াছে।
অর্জ্ঞ্নের অভিপ্রায় এই যে, হে কৃষ্ণ
আপনার ঐশ্বরিকগুণ এবং বিভৃতিসমূহতে
পরিপূর্ণ যে রূপ সেইরূপে আমাকে
দর্শন দিন ॥৪;

## রামান্তুজ ভাষ্য—

এবং কোতূহলান্বিতেন হর্ষগৃদ্-গদকণ্ঠেন পার্থেন প্রার্থিতো ভগবান্ উবাচ —

#### বঙ্গান্থবাদ—

এইপ্রকারে কৌতুহলাম্বিত এবং হর্ষগদ্গদকণ্ঠ অর্জ্জুনের প্রার্থনা শুনিয়া ভগবান বলিলেন—

# শ্রীভগবানুবাচ— পশ্য মে পার্থ রূপাণি শতশোহথ সহস্রশঃ। নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ ॥৫॥

#### সরলার্থ---

শ্রীভগবান্ বলিলেন--হে অজুনি, অসংখ্যপ্রকার, নানাবিধ এবং নানাবর্ণের আকৃতিবিশিষ্ট আমার দিব্যরূপ দর্শন কর ॥৫॥

# রামান্বজভাষ্য-

পশ্য মে সর্বাশ্রয়াণি রূপাণি অথ
শতশঃ সহস্রশঃ চ নানাবিধানি নানাপ্রকারাণি দিব্যানি অপ্রাক্তানি
নানাবর্ণাকৃতীনি শুক্লকৃষ্ণাদিনানাবর্ণানি নানাকারাণি চ পশ্য ॥৫॥

#### বঙ্গান্থবাদ—

সর্বজীবের আশ্রয়ভূত আমার শত শত সহস্র সহস্র (অসংখ্য ) নানাপ্রকার দিব্য-অপ্রাক্বত শুক্ল-কৃষ্ণাদি নানাবর্ণবিশিষ্ট ও নানা আকারবিশিষ্ট রূপ দর্শন কর ॥ ॥

# পশ্যাদিত্যান্ বসূন্ রুজানশ্বিনো মরুতস্তথা। বছুঅদৃষ্টপূর্বাণি পশ্যাশ্চর্য্যাণি ভারত ॥৬॥

#### সরলার্থ---

হে অজুন, আমার দেহনধ্যে দাদশ আদিত্য, একাদশ রুদ্র, অষ্টবস্থ, অধিনী-কুমারদ্বয় এবং বায়ুদেবতাকে দর্শন কর। (উল্লিখিত দেবতাগণ জগতে এবং শাস্ত্রে দৃষ্ট যাবংবস্তুর উপলক্ষণ মাত্র)। ইহা ব্যতীত পূর্বে কোনও জগতে এবং শাস্ত্রে যাহা দৃষ্ট হয় নাই সেই অদৃষ্টপূর্ব অনেক আশ্চর্যবস্তুসমূহকেও দর্শন কর ॥৬॥

# রামাগ্রজভাষ্য —

মম এক স্মিন্ রূপে পখ আদিত্যান্ द्रांगम, तर्म् जारही, क्रांन् अकांगम, অধিনো দ্বৌ, মকতঃ চ একোনপঞ্চা-শতম্; প্রদর্শনার্থমিদম্; ইহ জগতি প্রত্যক্ষদৃষ্টানি শান্তদৃষ্টানি চ যানি বস্তুনি তানি সর্বাণি অন্তানি অপি गर्दियु लादियु गर्दियु ह भाखियु অদৃষ্টপূর্বাণি বহুনি আশ্চর্যাণি পশ্য ॥৬॥

# বঙ্গানুবাদ-

ह वर्जून, वागांत এই একটি দেহের মধ্যে দ্বাদশ আদিত্য, একাদশ রুদ্র, অষ্টবস্থ, অশ্বিনীকুমারদ্বয় বায়ুদেবতাকে দর্শন কর। এই উক্তিটি উপলক্ষণ মাত্র। প্রকৃতপক্ষে এবং প্রতঃকদৃষ্ট যাবৎ বিশ্বচরাচরই এই বিশ্বরূপের गरश স্থিত ব্যতীত পূর্বে কোনও জগতে वितः भारत याश पृष्ठे रय नारे मिरे অদৃষ্টপূর্ব অনেক আশ্চর্য বস্তুসমূহও দর্শন কর ॥৬॥

# ইতৈকন্থং জগৎ কৃৎস্নং পশ্যাত্য সচরাচরম্। মম দেহে গুড়াকেশ যক্তান্তদ্ দ্রষ্টু মিচ্ছসি ॥৭॥

## সরলার্থ-

হে জিতেন্দ্রিয় অর্জুন, এক্ষণে আমার এই দেহ মধ্যে সমগ্র বিশ্বচরাচর মাত্র একাংশে রহিয়াছে দর্শন কর। এতদ্ব্যতীত অন্ত যাহা কিছু দেখিতে ইচ্ছা কর তাহাও (पर्थ ॥१॥

## রামাত্মজভায্য-

ইহ মম একিমান্ দেহে তত্ত্ত অপি

#### বঙ্গানুবাদ—

षागात এই একটি দেহে षातात मह একস্থম্ একদেশস্থং সচরাচরং ক্বংসং দেহের একাংশে স্থিত চরাচর সমগ্র জগৎ পশা। যৎ চ অন্ত দ্রষ্টুম্ ইচ্ছিস। জগৎকে দর্শন কর এবং এতদ্যতীত অন্ত

তদ্ অপি একদেহৈকদেশে এব পশ্য॥৭॥

এব বাহাকিছু দেখিবার ইচ্ছা কর তাহাও এই এক শরীরের একাংশেই দেখ ॥१॥

ন তু মাং শক্যসে দ্রষ্ট্র্যনেনের স্বচক্ষ্ম। দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্॥৮॥

সরলার্থ-

তুমি কিন্ত এই রক্তমাংসের প্রাক্ষত চক্ষু দিয়া আমার এই রূপদর্শন করিতে সমর্থ হইবে না। তোমাকে এই রূপদর্শনসমর্থ অপ্রাক্ষত দিব্যচক্ষু প্রদান করিব। সেই চক্ষু দিয়া তুমি আমার অনন্ত কল্যাণগুণযোগ, বিভৃতিযোগ এবং বিগ্রহযোগ দর্শন কর॥ ৮॥

রামানুজভাষ্য—

ज्ञाहर मम (पटेहक प्रतर्भ नर्वर जगम् দর্শয়িয়ামি, ত্বং তু অনেন নিয়মিত-পরিমিতবস্তগ্রাহিণা প্রাকৃতেন ফচকুষা **মাং** তথাভূতং সকলেতর-বিসঙ্গাতীয়ম্ অপরিনেয়ং দ্রষ্টুং ন শক্যদে। তব দিব্যম্ অপ্রাকৃতং মদ্দর্শনসাধনং চকুঃ দদামি। পশু মে যোগম্ ঐশরং মদসাধারণং যোগং তানন্তজানাদিযোগয পৰ্য্য, गग অনন্তবিজ্বতিযোগং পগ্য D ইত্যৰ্থঃ ॥৮॥

বঙ্গান্থবাদ—

অমার শরীরের একাংশেই স্থিত সমগ্র জগৎকে তোমায় দেখাইব। তুমি নিয়মিত এবং পরিমিত (প্রাকৃত) বস্তুর দর্শনে অভ্যন্ত রক্তমাংসের এই প্রাকৃত চকুদারা অভাভ সমস্ত বস্তু হইতে বিলক্ষণ উপরোক্ত ( অপ্রাক্বত ) অপরিমিত দর্শন বিশ্বরূপ আমার পারিবে না। সেইজগ্র তোমায় আমি আমার এই বিশ্বরূপ দর্শনসমর্থ উপযুক্ত দিব্য অপ্রাক্ত চক্ষু প্রদান করিতেছি। ইহার দারা তুমি আমার যোগ এবং ঐশ্বর্য অর্থাৎ জ্ঞান বল প্রভৃতি অনস্তম্ভণযোগরূপ আমার অসাধারণ যোগ দর্শন কর এবং আমার অনন্তবিভূতিও (অনন্ত ঐশ্বর্যও) দর্শন কর ॥৮॥

সঞ্জয় উবাচ—

এবমুক্ত্বা ততো রাজন্ মহাযোগেশ্বরো হরিঃ। দর্শরামাস পার্থায় পরমং রূপবৈশ্বরম্॥১॥

**সঞ্জয় কহিলেন**—

হে রাজন, (ধৃতরাথ্র !) মহাযোগেশরেশর হরি (মৎপ্রদত্ত দিব্যচকু দিয়া আমার এই বিশ্বরূপ দর্শন কর —এই বলিয়া ) তখন অজ্নকে তাঁহার পরম ঐশ্বরিক বিগ্রহের দর্শন দিলেন ॥৯॥

রামানুজভায়—

এবন্ উজ্বা সারথ্যে অবস্থিতঃ
পার্থমাতুলজো মহাযোগেখনো হরিঃ
মহাশ্চর্যযোগানান্ ঈশ্বরঃ পরজ্ঞ কিবল ভুতো নারায়ণঃ পর্মন্ ঐশবং স্থাসাধারণং রূপং পার্থায় পিতৃষস্থঃ পৃথায়াঃ পুত্রায় দর্শযামাস তদ্ বিবিধ-বিচিত্রনিখিলজগদাশ্রয়ং বিশ্বস্থ প্রশাসিতৃ চ রূপন্॥৯॥ বঙ্গান্থবাদ—

এইরূপ বলিবার পর সারথিরূপে অবস্থিত অর্জুনের মাতুলপুত মহাযোগেশ্বর হরি — মহাশ্চর্যময় যোগের ক্রশ্বর শ্রীহরি — সাক্ষাৎ পরংত্রন্ধ নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র নিজ পিতৃষদা পৃথার পুত্র পার্থকে (অর্জুনকে) পরম ঐশ্বরিক নিজ অসাধারণ রূপের দর্শন দিলেন—অর্থাৎ এই বিবিধ বিচিত্র অথিল জগতের আধার এবং সমগ্র বিশ্বের শাসক যে বিরাট রূপ পূর্বোক্ত নিজের সেই বিশ্বরূপের দর্শন দিলেন ॥৯॥

তদ্ চ ঈদৃশম্—

সেই দ্বপ যে কি প্রকার তাহাই বর্ণিত হইতেছে —

অনেকবজ্বনয়নমনেকাস্কৃতদর্শনম্। আনেকদিব্যাভরণং দিব্যানেকোগুতায়ৢধম্॥১০॥ দিব্যমাল্যাম্বরধরং দিব্যগন্ধানুলেপনম্। স্বাশ্চর্যময়ং দেবমনন্তং বিশ্বতোমুখম্॥১১॥

সরলার্থ-

( দেই বিশ্বরূপ কি প্রকার, তাহাই বলিতেছেন )

অসংখ্য মুখ ও অসংখ্য নয়নবিশিষ্ট, অসংখ্যপ্রকার আভরণবিশিষ্ট, অসংখ্যপ্রকার হননোগত অস্ত্রশস্ত্রবিশিষ্ট, দিব্যমাল্য ও দিব্যবদনপরিহিত দিব্যগদ্ধব্যদারা পরিলিপ্ত বহু প্রকার আশ্বর্যদর্শনযুক্ত অত্যাশ্বর্যময় প্রকাশমান ও বিশ্বদিগ্রন্তী-মুখবিশিষ্ট এবং দেশ ূও:কালের দারা অপরিচ্ছিন অনন্ত নিজ বিশ্বদ্ধপ-বিগ্রহ অর্জুনকে দেখাইলেন ॥১০।১১॥

রামানুজভায্য-

দেবং ভোতমানং অনন্তং কালত্রয়-

বর্ত্তিনিখিলজগদাশ্রেয়তয়া দেশকাল-

পরিচ্ছেদানইং বিশ্বতোমুখং বিশ্ব-

বঙ্গানুবাদ-

দেখ আমার এই রূপ দেব( দিব্য )
অর্থাৎ প্রকাশমান অত্যুজ্জ্ল, অনন্ত
অর্থাৎ ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান এই
ত্রিকালবর্ত্তী নিখিল জগতের আধারস্বরূপ অতএব দেশ ও কালঘটিত পরিচ্ছেদরহিত, বিশ্বতোমুখ অর্থাৎ সর্বদিগ্নত্তী

মাল্যাভরণায়ুধান্বিতম্ ॥১০-১১॥

দিয়র্তিমুখং স্থোচিত দিব্যাম্বরগন্ধ- মুখবিশিষ্ট, দর্বনিয়ামক ঈশ্বরের উপযোগী দিব্য অপ্রাকৃত বস্ত্রগন্ধমালা বিভূষণ এবং আয়ুধবিশিষ্ট ॥১০,১১॥

বঙ্গান্থবাদ —
তাম্ এব দেবশব্দনিদিষ্টাং ভোতপ্রকাশ্যানতা বা বিগ্রহতেজের বিষয়
বিশেষরূপে বলিতেছেন— রামানুজভায়া— মানভাং বিশিনষ্টি—

দিবি সূর্যসহস্রত্ত ভবেদ্যুগপত্নখিতা। ্যদি ভাঃ সদৃশী সা স্থাদ্ ভাসস্তস্থ মহাত্মনঃ ॥১২॥

সরলার্থ---

( পূর্ব শ্লোকোক্ত 'দেব' শব্দে নির্দিষ্ট ভাষরত্বের নিরবধিকতা বিশেষরূপে বর্ণনা করিতেছেন।)

আকাশে যদি অনন্ত সূর্যের তেজ একসঙ্গে উদিত হয়, তাহা হইলে সেই তেজ শ্রীভগবানের এই মহাবিগ্রহের তেজের তুল্য হইতেও বা পারে ॥১২॥

রামানুজভাষ্য—

অক্ষরতেজঃস্বরূপম্ ইত্যর্থঃ ॥১২॥

তেজসঃ অপরিমিতত্বদর্শনার্থম্ ইদম্। এই শ্লোকে শ্রীভগবানের অপরিমিত তেজ যে কি প্রকার তাহা বর্ণনা করি-তেছেন — শ্রীভগবানের দিব্যবিগ্রহের

তত্ত্বৈকস্থং জগৎ কুৎস্নং প্রবিভক্তমনেকধা। অপশ্যদেবদেবত্ত শরীরে পাগুবস্তদ। ॥১৩॥

সরলার্থ-

তখন অজুন অনতবিত্ত,ত—অপরিমিত তেজপূর্ণ অনন্ত আশ্চর্যময় দেবাদিদেবের ( ব্রহ্মাদিদেবগণেরও দেবতা ) শ্রীদিব্যবিগ্রহের একাংশে ( ভোক্তবর্গ, ভোগবস্তু-সমূহ, ভোগস্থান সমূহরূপে ) বহুপ্রকারে বিভক্ত জড়-চেতনাত্মক সমগ্র বিশ্বজগৎকে দেখিতে পাইলেন ॥১৩॥

রামান্তুজভাষ্য—

অনন্তাযামবিস্তারে তানন্ত-বাহুদরবক্তুনেত্রে অপরিমিততেজক্ষে অপরিমিতদিব্যায়ুধোপেতে স্বোচিত-অপরিমিতদির্যভূষণে দিব্যমাল্যা-चत्रधदत पिराशका जूटलश्रात जनखा-শরীরে **कर्यगद**श (मवरमवश्र দিব্যে প্রবিভক্তং ব্রহ্মাদিবিবিধ-অনেকধা বিচিত্রদেবতির্যঙ্মনুয়ান্থাবরাদি-ভোক্তবর্গপৃথিব্যন্তরিক্ষম্বর্গপাতালা-তলবিতলম্বতলাদিভোগস্থানভোগ্য-ভোগোপকরণভেদভিন্নং প্রকৃতি-পুরুষাত্মকং কুৎসং জগৎ 'অহং দর্বস্থ প্রভবো মত্তঃ দর্বং প্রবর্ততে।' (১০।৮) 'হস্ত তে কথয়িয়ামি বিভূতীরান্ননঃ শুভাঃ।' ( 66106 ) 'অহ্যালা গুড়াকেশ দ্ব-ভূতাশয়স্থিতঃ।' (১০।২০) 'আদিত্যা-नामशः विकृः' ( ১०।२১ ) देखां किना 'न তদন্তি বিনা যৎস্থানায়। ভূতং চরাচরম্।' ( ১০।৩৯ ) 'বিপ্টভ্যাহ্মিদং কৃৎস্পমেকাংশেন

বঙ্গান্তুবাদ—

এইঅনন্থ নিস্ত, তদেহে অনন্ত বাহু উদর মুখ এবং নেত্রবিশিষ্ট অপরিমিত তেজ-পরিপূর্ণ এবং অপরিমিত দিব্য অস্ত্রশস্ত্র-বিশিষ্ট শ্রীভগবানের উপযুক্ত অপরিমিত বসন পরিহিত দিব্যগন্ধত্ব্যদারা অহলিপ্ত অনন্ত আশ্চর্যময় দেবাদিদেব শ্রীভগবানের দিব্যশরীরে, অনেক প্রকারে বিভক্ত-ব্ৰহ্মাদি বিবিধ বিচিত্ৰ 'দেবতা, তিৰ্যক, মহ্য্য, স্থাবরাদি (বৃক্ষাদি) ভোক্তাগণ এবং পৃথিবী অন্তরীক্ষ বর্গ পাতাল অতল বিতল ও স্থতল প্রভৃতি বিভিন্ন ভোগস্থানসমূহ, বিবিধ ভোগের সামগ্রী সমূহে পরিপূর্ণ বিভিন্ন প্রকৃতি এবং পুরুষা-স্বক এই নিখিলজগৎকে অজুন দেখিতে পাইলেন। 'আমিই সকলের উৎপত্তির দারাই সকলে এবং আমার কারণ প্রবর্ত্তিত হয়' (গীতা-১০-৮), "ভাল অজুর্ন, আমি তোমাকে আমার শুভবিভূতি বা ঐশ্বর্যের বিষয় বলিব" (গীতা ১০-১৯), "হে গুড়াকেশ অজুন, আমি দর্বজীবের रुपरश আগারপে অবস্থিত আছি" ( गीः ১०-२० ), "দাদশ আদিত্যের আমি বিষ্ণুনামক শ্রেষ্ঠ वाषिणा" ( शी ১०-२১ ) हेणापि हहेए আরম্ভ করিয়া "বিশ্বচরাচরে এমন কোন বস্তু নাই যাহার মধ্যে আমি অবস্থিত নহি" (গীঃ ১০-৩৯), "আমার একাংশে

স্থিতো জগৎ ।' (১০।৪২) ইত্যক্তেন উদিতম্; একস্থম্ একদেশস্থং পাণ্ডবঃ ভগবৎপ্রসাদলব্ধতদ্দর্শনানুগুণ্দিব্য-চক্ষুঃ অপশ্রং ॥১৩॥

অবস্থিত এই সমগ্র জগৎকে আমি ধারণ করিয়া আছি" (১০-৪২) এই পর্যন্ত যাহা উপদিপ্ত হইয়াছে সেই বিবিধ বিচিত্র সমগ্র বিশ্বচরাচরকে অর্জুন, শ্রীভগবৎক্লপায় প্রাপ্ত দিব্যদর্শনসমর্থ দিব্যচক্ষুদারা, শ্রীভগবানের দিব্যবিগ্রহের একাংশে অবস্থিত দেখিতে পাইলেন ॥১৩॥

# ততঃ স বিশ্ময়াবিষ্টো স্বষ্টরোমা ধনঞ্জয়ঃ। প্রাণম্য শিরসা দেবং কৃতাঞ্জলিরভাষত ॥১৪॥

সরলার্থ-

এই বিশ্বরূপ দর্শনান্তর সেই অর্জুন অত্যন্ত বিশ্বয়ে রোমাঞ্চিত হইয়া নিজ একাংশে সমগ্র বিশ্বজগতের আধার স্বরূপ শ্রীভগবানকে 'সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া ক্বতাঞ্জলিকর-পুটে বলিতে লাগিলেন ॥১৪॥

রামানুজভায্য-

ততঃ ধনঞ্জয়ঃ মহাশ্চর্যস্ত কৃৎস্পস্ত জগতঃ স্বদেহৈকদেশেন আশ্রয়স্তৃতং কৃৎস্পস্ত প্রবর্ত্তরিতারং চ আশ্চর্য-তমানস্তজ্ঞানাদিকল্যাণগুণগণং দেবং দৃষ্ট্বা বিশ্বয়াবিটো ছাইরোমা শিরসা দগুরৎ প্রণম্য কৃতাঞ্জলিঃ অভাষত ॥১৪॥

# বঙ্গানুবাদ--

তখন সেই অর্জুন, প্রীক্তফের বিরাটদেহের একাংশে মহাশ্চর্যময় সমগ্র জগতের আধার-ভূত সমস্তজীবের প্রবর্তন কর্ত্তা, অত্যন্ত আশ্চর্য এবং অনন্তকল্যাণগুণগণে পরিপূর্ণ পর্যদেব শ্রীভগবানের দর্শনলাভ করিয়া অত্যন্তবিশ্বয়ে পরিপূর্ণ এবং রোমাঞ্চিত হইয়া মন্তক লুটাইয়া দণ্ডবং প্রণামপূর্বক ক্রতাঞ্জলিকরপুটে বলিতে লাগিলেন ॥১৪॥

অৰ্জু ন উবাচ— পশ্যামি দেবাংস্তব দেব দেহে সৰ্বাংস্থথা ভূতবিশেষসঞ্জ্যান্। ব্ৰহ্মাণমীশং কমলাসনম্থম্

ঋষীংশ্চ সর্বান্তরগাংশ্চ দীপ্তান্ ॥১৫॥

হে দেবদেব, তোমার দেহমধ্যে সমস্ত দেবগণকে, বিশেষ বিশেষ প্রাণিগণকে কমলাসনে অবস্থিত ব্রহ্মাকে এবং মহাদেবকে, দিব্যঋষিগণকে এবং দিব্যস্পর্গণকে দেখিতে পাইতেছি ॥১৫॥

#### রামান্তজভায্য-

দেব তব দেহে সর্বান্ দেবান্ পশামি,
তথা সর্বান্ প্রাণিবিশেষাণাং সংঘান্,
তথা বন্ধাণং চতুমুখম্ অণ্ডাধিপতিম্,
তথা ঈশং কমলাসনস্থং কমলাসনে
বন্ধাণি স্থিতম্ ঈশং তন্মতে অবস্থিতং
তথা দেবর্ষিপ্রমুখান্ সর্বান্ ঋষীন্,
উরগান্ চ বাস্ক্কিতক্ষকাদীন্ দীপ্তান্

#### বঙ্গান্ত্বাদ—

হে দেব, আমি আপনার শরীরে
সমস্ত দেবতাগণকে দেখিতে পাইতেছি,
সমস্ত বিশেষ বিশেষ প্রাণিসমূহকে দেখিতে
পাইতেছি। ব্রন্ধাকে এবং কমলাসনস্থ
ঈশ্বরকে—কমলাসন ব্রন্ধাতে স্থিত অর্থাৎ
সেই কমলাসন ব্রন্ধার মতে স্থিত ঈশ্বরকে
(মহাদেবকেও) দেখিতে পাইতেছি।
এবং দেবর্ষি নারদ প্রভৃতি সমস্ত ঋষিদের
ও তেজস্বী সূর্পগণকেও দেখিতেছি॥১৫॥

# অনেকবাছূদরবক্ত্রনেত্রং পশ্যামি বাং সর্বতোহনন্তরূপম্। নান্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিং পশ্যামি বিশেশর বিশ্বরূপ ॥১৬॥

## সরলার্থ-

হে বিশ্বরূপধারী, হে বিশ্বনিয়ন্তা, অসংখ্য বাহু, উদর মুখ ও নেত্রবিশিষ্ট এবং অনস্তব্ধপবিশিষ্ট তোমাকে সর্বত্রই দেখিতেছি। তোমার আদি বা অন্ত কিছুই দেখিতে পাইতেছি না স্নতরাং তোমার মধ্যও স্থির করিতে পারিতেছি না ॥১৬॥

#### রামান্তজভাষ্য-

অনেকবাহুদরবক্ত্রনেত্রম্ অনন্তর্মপং

ত্বাং দর্বতঃ পশ্চামি। বিশ্বেশ্বর বিশ্বস্থ

নিয়ন্তঃ বিশ্বরূপ বিশ্বশারীর যতঃ

ত্বম্ অনন্তঃ, অতঃ তব ন অন্তং ন

মধ্যং ন পুনঃ তব আদিং চ পশ্চামি ॥১৬॥

# বঙ্গান্থবাদ-

অসংখ্য বাহু উদর মুখ এবংনেত্রবিশিষ্ট অনস্তরূপধারীরূপে আপনাকে সর্বত্র দেখিতেছি। হে বিশ্বেশ্বর—বিশ্বনিয়ন্তা, হে বিশ্বরূপ বিশ্বশরীর, তুমি অনস্ত বলিয়াই তোমার অন্ত, মধ্য এবং আদি কিছুই দেখিতে পাইতেছি না ॥১৬॥

# কিরীটিনং গদিনং চক্রিণং চ তেজোরাশিং সর্বতো দীপ্তিমন্তম্। পশ্যামি ত্বাং তুর্নিরীক্ষ্যং সমস্তাদ্দীপ্তানলার্কস্থ্যতিমপ্রমেয়ম্ ॥১৭॥ সরলার্থ—

(হে কৃষ্ণ) তেজপুঞ্জময়, সর্বব্যাপী প্রভাময় এবং প্রদীপ্ত অনল ও স্থর্য একত্রস্থিত হইলে যেরূপ তেজরাশি উদ্ভূত হয় সেইরূপ তেজপূর্ণ অতএব সর্বতোভাবে দ্বরিষ্ণ্য এবং অতুলনীয় বিগ্রহবান এবং কিরীটী ও শঙ্খচক্রধারীরূপে তোমাকে দেখিতে পাইতেছি ॥১৭॥

#### রামান্তজভাষ্য —

তেজোরাশিং সর্বতো দীপ্তিমন্তং সমন্তাদ্ ছ্রিরীক্ষ্যং দীপ্তানলার্ক্ছ্যতিম্ অপ্রমেয়ং ডাং কিরীটিনং গদিনং চক্রিণং চ পশামি ॥১৭॥

#### বঙ্গান্থুবাদ —

তেজরাশি দশদিকে দীপ্তিমান বলিয়া দর্বতো ঘূর্নিরীক্ষ্য, প্রদীপ্ত অগ্নি ও স্থর্য্যের ন্থায় ক্ষ্যোতির্ময় অতুলনীয়রূপে কিরীট গদা ও চক্রধারীরূপে স্থাপনাকে আমি দেখিতে পাইতেছি ॥১৭॥

ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং
ত্বমস্থা বিশ্বস্থা পরং নিধানম্।
ত্বমব্যয়ঃ শাশ্বভধর্মগোপ্তা
সনাতনত্ত্বং পুরুষেমা মতো মে ॥১৮॥

## সরলার্থ—

হে কৃষ্ণ, বেদপ্রাণাদি শাশ্বর্ণতি পরম অক্ষর (প্রুষ অক্ষর পদবাচ্য স্ক্ষপ্রকৃতি এবং জীবাত্ম হইতেও শ্রেষ্ঠ) আপনিই, (প্রাকৃত চক্ষুগোচর কৃষ্ণচন্দ্ররূপে অবতীর্ণ আপনিই) চিদচিদাত্মক এই বিশ্বজগতের একমাত্র আধার আপনিই, সদা একরূপ অব্যয়বস্তু আপনিই, সনাতন ধর্মের রক্ষক আপনিই, চিরস্তন আদি উপাস্থ প্রুষও আপনিই। (এই শ্লোকে ভগবানের রূপ গুণ ও বিভৃতির বর্ণনা অস্তর্নিহিত।) ॥১৮॥

## রামানুজভাষ্য—

উপনিষৎস্থ 'দে বিজে বেদিতব্যে' ইত্যাদিষু (मृः छैः १।१।४) বেদিভব্যভয়া নির্দিষ্টং পরমম্ অফরং অস্থ্য বিশ্বস্থ পরং নিধানং ত্বম এব। পরমাধারভুতঃ বিশ্বস্থা ব্যয়রহিতঃ, ত্বম এব, অব্যয়ঃ यरश्वत्रत्भी यम्थानी यम्भिन्य क তেন এব রূপেণ সর্বদা অবতিষ্ঠসে, নিত্যস্থ শাশ্বতধর্যগোপ্তা শাশতপ্ত এবমাদিভিঃ বৈদিকস্থ ধর্মস্থ অবভারেঃ ত্ব্ব এব গোপ্তা। সনাতনঃ गटा (ग 'दिनाश्याजः

# বঙ্গানুবাদ—

'তুটী বিহ্না জ্ঞাতব্য' ইত্যাদি উপনিষদ্-বাক্যে — জ্ঞাতব্যদ্ধপে কথিত পরমঅক্ষর পুরুষ আপনিই, এই বিশ্বের পরমনিধান পরম আধারস্বদ্ধপ আপনিই, আপনিই অব্যয় বা ব্যয়রহিত অবিনাশী পুরুষ— অর্থাৎ আপনি যেদ্ধপ স্বদ্ধপ শুণ ও বিভূতিবিশিষ্ট সেই একদ্ধপেই (অব্যয়-দ্ধপেই) আপনি সর্বদা বিরাজিত থাকেন। শাখত ধর্মের রক্ষক—অর্থাৎ এই ক্ষ্ণাব-তারের মতন বিভিন্ন অবতার গ্রহণ করিয়া আপনিই এই শাখত নিত্য বৈদিক ধর্মকে রক্ষা করিয়া থাকেন। "আমি বুঝিলাম যে সনাতন পুরুষ আপনিই' 'আমি এই মহা- পুরুবং মহান্তম্' ( যজু: সংহিতা ৩১।১৮ )
'পরাংপরং পুরুষম্' ( মু: উ: আহা৮ )
ইত্যাদিষু উদিতঃ সনাতনপুরুষঃ
ত্বম্ এব ইতি মে মতো জ্ঞাতঃ।
যতুকুলভিলকঃ ত্বম্ এবংজুত ইদানীং
সাক্ষাৎকৃতো সয়া ইত্যর্থঃ ॥১৮॥

পুরুষকে জানি" "শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠ
পুরুষ আপনিই" ইত্যাদি শ্রুতি-ক্ষিত
সনাতন পুরুষ যে আপনিই তাহাও আমি
এখন বুঝিলাম । অর্থাৎ যত্ত্বলে অবতীর্ণ যাদবশ্রেষ্ঠ ক্বঞ্চ আপনি যে উক্তপ্রকার
(স্বরূপ-গুণ-বিভূতিযুক্ত) পুরুষ, আপনার
ক্রপাপ্রদন্ত দিব্য চক্ষুদারা তাহা আমি
এক্ষণে প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইলাম ॥১৮॥

অনাদিমধ্যান্তমনন্তবীর্য মনন্তবাহুং শশিসুর্যমেক্তম্। পশ্যামি স্বাং দীপ্তহুতাশবক্ত্রং স্বতেজসা বিশ্বমিদং তপত্তম্ ॥১৯॥

সরলার্থ-

্ আমি দেখিতেছি, আপনি আদি মধ্য ও অন্তহীন অনস্কজ্ঞানবলৈশ্ব্যাদিগুণপূর্ণ অসংখ্য বাহবিশিষ্ট, চন্দ্রের স্থায় শীতল এবং স্থেরের স্থায় প্রতাপশালী বহুনেত্রবিশিষ্ট, প্রজ্ঞালিত কালানলের স্থায় অসংখ্য মুখবিশিষ্ট এবং আপনার তেলে এই সমগ্র জগৎ অভিত্ত হইয়া রহিয়াছে ॥১৯॥

রামানুজভাষ্য-

অনাদিমধ্যান্তম্ আদিমধ্যান্তরহিতম্,
আনতবীর্যম্ অনবধিকাতিশারবীর্যম্,
বীর্যশক্ষঃ প্রদর্শনার্থঃ, অনবধিকাতিশারজানবলৈশ্বর্যশক্তিতেজসাং নিধিম্
ইত্যর্থঃ। অনতবাহ্য্ অসংখ্যেরবাহ্যম্, সোহপি প্রদর্শনার্থঃ, অনত্তবাহ্যমরপাদবক্তাদিকম্, শশিস্বনেতঃ
শশিবৎ সূর্যবৎ চ প্রসাদপ্রতাপযুক্ত-

नक्षांन नाम-

वामि वाननार्क वनानिमधा उर्था९ আদিরহিত অন্তরহিত ও মধ্যরহিত, অনন্তবীর্য অর্থাৎ নিরবধিক এবং অতিশয়-বীর্যবিশিষ্টরূপে দেখিতেছি॥ 'वीर्य' শক্টি এস্থলে উপলক্ষণ মাত্র অর্থাৎ ইহার দারা নিরবধিক ও অতিশয় জ্ঞান বল ঐশ্বর্যা শক্তি ও তেজ প্রভৃতি গুণেরও আকর যে ক্ষের এই বিশ্বরূপ তাহাও বুঝাইতেছে। আমি আপনাকে অসংখ্য বাছযুক্ত দেখিতেছি, এস্থলে এই শব্দও উপলক্ষণ মাত্র অর্থাৎ অনন্ত বাহু উদর পাদ ও মুখবিশিষ্ট, বুঝাইতেছে। শশী-স্থ্যমা নেত্রবিশিষ্ট—চল্লের স্থায় শীতল খ্যায় প্রখর তাপযুক্ত হর্য্যের

সর্বনেত্রম্, দেবাদীন্ অনুকুলান্
নমস্কারাদি কুর্বাণান্ প্রতি প্রসাদঃ,
তদ্বিপরীতান্ অস্তররাক্ষসাদীন্
প্রতি প্রতাপঃ, 'রক্ষাংদি ভীতানি
দিশো দ্রবন্তি সর্বে নমস্তন্তি চ সিদ্ধসংঘাঃ॥'
(১১১৩৬) ইতি হি বক্ষাতে।

দীপ্তহতাশবক্ত্রং প্রদীপ্তকালানলবৎ
সংহারাক্তথাবক্ত্রম্, সতেজসা বিষম্
ইদং তপ্তম্—তেজঃ পরাভিভবনসামর্থ্যম্ স্বকীয়েন তেজসা বিশ্বম্
ইদং তপন্তং লাং পশামি। এবংভূতং
সর্বস্থ স্রস্টারম্, সর্বস্থ আধারভূতং সর্বস্থ প্রশাসিতারম্,
সর্বস্থ সংহর্তারম্, জানাগ্তপরিমিতগুণসাগরম্, আদিমধ্যান্তরহিতম্ এবংভূতদিব্যদেহং
লাং যথোপদেশং সাক্ষাৎকরোমি
ইত্যর্থঃ।

একস্মিন্ দিব্যদেহে আনেকোদরা-দিকং কথম্?

ইখন্ উপপত্তে—একন্মাৎ কটি-প্রদেশাদ্ অনন্তপরিমাণাদ্ উধর্ব উদ্যাতা যথোদিতদিব্যোদরাদয়ঃ-অধশ্চ যথোদিতদিব্যপাদাঃ, তত্ত্র একস্মিন্ মুখে নেত্রদ্বয়ন্ ইতি চ ন বিরোধঃ ॥১৯॥

suprementally to

অর্থাৎ প্রণত অসংখ্য নেত্ৰবিশিষ্ট ভগবদমুকূল দেবগণের প্রসন্নতার জন্ম চন্দ্রের মতন শীতল নেত্রবিশিষ্ট এবং ভগবৎ-বিমুখ অস্থর ও রাক্ষসদের সম্ভাপের জন্ম স্থর্যের ন্যায় প্রথর নেত্র (দেখিতেছি)। পরেও অর্জুন এইরূপ বলিবেন—'রাক্ষ্যগণ ভীত হইয়া সর্বদিকে পলায়ন করিতেছে এবং সিদ্ধগণ নুমস্কার করিতেছে।' আপনি যে দীপ্তহতাশ-বক্ত অর্থাৎ প্রজলিত কালানলের ফায় সংহারমৃত্তি মুখবিশিষ্ট, নিজ তেজে সমগ্র সন্তপ্ত করিতেছেন দেখিতেছি। "তেজ' শব্দে পরাভূত করিবার সামর্থ্য বুঝাইতেছে গ

অভিপ্রার এই যে, এইপ্রকার সর্বপ্রধা,
সর্বআধারভূত এবং সর্বস্তর শাসক সর্ববস্তর সংহারকর্তা, জ্ঞান বল ঐশর্য্য প্রভৃতি
অপরিমিত গুণসাগর, আদি মধ্য ও
অন্তরহিত এইরূপ দিব্যবিগ্রহবিশিষ্ট
আপনাকে ইতিপূর্বে আপনার ছারা
উপদিষ্ট প্রকারে (আপনার রুপাপ্রদন্ড
দিব্যচকুষারা) প্রত্যক্ষ করিতেছি।

একই দিব্যদেহে অনেক উদর প্রভৃতি
কি প্রকারে সম্ভব হয় ? এই শক্ষার
উত্তরে বলিতেছেন—

নিম্নোক্ত প্রকারে ইহা সম্ভব হইতে পারে — কিশাল একই কটাপ্রদেশ হইতে তত্বপরি উদ্ভূত অনস্ত উদর প্রভৃতি এবং সেই বিশাল কটাপ্রদেশের নিম্ন-ভাগে প্র্বোক্ত অনেক দিবা পদসমূহও উদ্ভূত হইতে পারে । প্রত্যেক মুথ হইতে ত্বইটি করিয়া নেত্রও থাকিতে পারে । অতএব এইরূপ বর্ণনাতে কোনরূপ অসম্ভাবনা প্রতীত হয় না ॥১৯॥

রামান্ত্জভায়—
 এবংভূতং স্বাং দৃষ্ট্বা দেবাদয়ঃ অহং
চ প্রব্যথিতা ভবাম ইতি আহ—

বঙ্গানুবাদ—

ত্থাপনার এইরূপ ভয়াবহ মৃর্ডি দেখিয়া দেবাদিগণ সকলেই এবং আদিও অত্যন্ত ব্যথিত হইতেছি। এই শ্লোকে অর্জুন, শ্রীকৃষ্ণকে তাহাই বলিতেছেন—

ভাবাপৃথিব্যোরিদমন্তরং হি
ব্যাপ্তং ছুরৈকেন দিশশ্চ সর্বাঃ।
দৃষ্ট্বাস্কুতং রূপমূগ্রং তবেদং
লোকত্রয়ং প্রব্যথিতং মহাত্মন্॥২০॥

হে মহাত্মন্ চতুর্দশভ্বনব্যাপ্ত এবং সমস্ত দিকে ব্যাপ্ত আপনার এই বিশাল অত্যাশ্চর্য এবং অতিকরাল বিশ্বরূপ দর্শন করিয়া দেবাস্থর যক্ষরক্ষ প্রভৃতি সমস্ত ত্রিলোক অত্যস্ত ভীত হইয়াছে ॥২০॥

রামানুজভাষ্য-

ছ্যশব্দঃ পৃথিবীশব্দ উভো উপরিতনানাম্ অধস্তনানাং চ লোকানাং প্রদর্শনাথোঁ; তাবা-পৃথিব্যোঃ অন্তরম্ অবকাশঃ, যন্মিন্ অবকাশে সর্বে লোকাঃ তিন্ঠন্তি, সর্বঃ অয়ম্ অবকাশঃ দিশক সর্বাঃ ত্মা একেন ব্যাপ্তাঃ।

দৃষ্ট্বা অছুতং রূপম্ উগ্রং তব ইদম্—
অনন্তায়ামবিস্তারম্ অত্যস্কুতম্ অতি
উগ্রং তব রূপং দৃষ্ট্বা লোকত্রয়ং
প্রব্যথিতম্—যুদ্ধদিদৃক্ষয়া আগতে তয়ু ব্রহ্মাদিদেবাস্থরপিতৃগণসিদ্ধগদ্ধবিযক্ষরাক্ষসেযু প্রতিকূলানুকুলমধ্যস্থরপং
লোকত্রয়ং সর্বং প্রব্যথিতম্, অত্যন্তভীতম্; মহাদ্বন্ অপরিচ্ছেভমনোবত্তে।

#### বঙ্গানুবাদ--

'ছ্য়' শব্দ এবং 'পৃথিবী' শব্দ—
এই ছুটী পৃথিবী হইতে উপরিতন সপ্তলোক
এবং অধঃস্তন সপ্তলোকের নির্দেশ
করিতেছে। এই ছ্য়লোক এবং পৃথিবী
লোকের মধ্যে যে অন্তর বা অবকাশ
আছে এবং সেই অবকাশে যে সমস্তলোক
অবস্থান করিতেছে সেই সমুদায় এবং
সমস্ত দিক্সমূহও একমাত্র আপনার দারা
পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে।

হে মহান্ন, হে অপরিসীম বিশাল মহাপুরুষ, আপনার এই অছুত উগ্রব্নপ দর্শন করিয়া অর্থাৎ অনন্ত বিস্তারিত অতি অন্ত্রুত এবং অতি এই রূপ पर्गन ত্রিভুবন অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছে—অর্থাৎ यूफ्रपर्यनां एक्या वार्गे विकासि দেবতা, অস্ত্রর, পিতৃগণ, সিদ্ধগন্ধর্ব, যক্ষ ও রাক্ষ্মগণ প্রভৃতি আপনার অহুকূল প্রতিকুল এবং মধ্যস্থরূপ এই তিনপ্রকার-লোকস্থ সকলেই অত্যন্ত ভীত হইয়াছে। মহাত্মন্ শব্দটি এখানে অপরিচ্ছেত মনো-বৃত্তির প্রকাশক (এখানে আত্মা মানে মন)

এতেযাম্ অপি অজুনশু ইব
বিশ্বাঞ্জয়পসাক্ষাৎকারসাধনং
দিব্যং চক্ষুঃ ভগবতা দন্তম্। কিমর্থম্
ইতি চেৎ ? অজুনায় স্বৈশ্বর্যং সর্বং
প্রদর্শয়িতুম্; অত ইদম্ উচ্যতে—
'দৃষ্ট্বান্ধুতং রূপমুগ্রং তবেদং
লোকত্রয়ং প্রব্যথিতং মহাত্মন্'
ইতি ॥২০॥

যাইতেছে ছ যে, অজুনের ব্রহ্মাদিপুরুষদিগকেও হা য ভগবান সমগ্ৰ বিশ্বের রূপ নিজের স্বরূপ দর্শনের উপযোগী দিব্য-চক্ষু প্রদান করিয়াছিলেন। যদি প্রশ্ন হয় যে কিজ্ঞ দিয়াছিলেন ? উত্তরে বলি— অজুনকে (ব্রন্ধাদিরও যে বিশ্বরূপদর্শন ভগবৎকুপাপ্রদত্ত দিব্যচ্কুর উপরে নির্ভর করে তাহা) নিজ সমগ্র ঐশ্বর্য अमर्गन कतारेवात ज्ञा। এर मिथियारे অজুন বলিতেছেন—'হে মহাত্মন্ আপনার এই অন্তুত উগ্রন্নপ দেখিয়া তিনলোক অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া রহিয়াছে' ॥২০॥

অমী হি ত্বাং স্থরসঙ্ঘা বিশন্তি কেচিন্তীতাঃ প্রাঞ্জলয়ো গৃণন্তি। স্বন্তীত্যুক্ত্বা মহর্ষিসিদ্ধসঙ্ঘাঃ স্তবন্তি ত্বাং স্তবিভিঃ পুন্ধলাভিঃ ॥২১॥

হে ভগবন্, আপনার এই অছুত বিশ্বরূপ দর্শন করিয়া কোনও কোনও দেবতারা হুইচিত্তে আপনার সমীপে আগমন করিতেছেন, আবার কোনও কোনও দেবতারা ভয়ার্ভ হইয়া অঞ্জলিবদ্ধ হইয়া আছেন। ভৃগু আদি মহবিরা এবং সনক-সনন্দনাদি সিদ্ধগণ আপনার উপযুক্ত উৎকৃষ্ট গুণাদিকীর্ভনের দারা আপনার স্তুতি করিতেছেন ॥২১॥

রামান্তজভায্য-

উৎকৃষ্টাঃ वगी স্থ্রসংঘাঃ তাং বিশাশ্রয়ম্ অবলোক্য হৃত্তীয়নসঃ ত্বৎসমীপং বিশন্তি। তেমু এব কেচিদ্ অতি উগ্ৰম্ অতি অভুতং চ তব আকারম্ আলোক্য ভীতাঃ প্রাঞ্জলয়ঃ স্বজ্ঞানানুগুণং স্তুতিরূপাণি বাক্যানি গৃণন্তি উচ্চারয়ন্তি। তাপরে মহিষ-সংঘাঃ সিদ্ধসংঘাঃ পরাবরভত্ত্ব-5 যাথাত্ম্যবিদঃ স্বস্তি ইতি উক্ত্যা পুদলাভিঃ ভগবদনুরপাভিঃ স্তুতিভিঃ স্তুবন্তি ॥২১॥

বঙ্গানুবাদ—

উৎকৃষ্ট দেবতাসকল (ব্ৰন্দাদি) আপনার এই বিশ্বরূপ দর্শন করিয়া হাই-আপনার मगी(श আগমন করিতেছেন। কোন কোন আপনার অত্যন্ত উগ্র এবং অত্যন্ত,ত এই রূপ দর্শন করিয়া ভয়াতুর চিত্তে বদ্ধাঞ্জলি হইয়া নিজ নিজ জ্ঞানামুগুণ আপনার স্তুতিবচন উচ্চারণ করিতেছেন। মহর্ষিগণ এবং সিদ্ধগণ অর্থাৎ বাঁহারা উৎকৃষ্ট ও অপকৃষ্ট যাবৎ তত্ত্ব যথার্থরূপে পরিজ্ঞাত আছেন তাঁহারা 'আপনার মঙ্গল হোকৃ' এইরূপ বলিয়া আপনার অহরূপ গুণকীর্ত্তন†দির দারা স্তুতি করিতেছেন ॥২১॥

# রুজাদিত্যা বসবো যে চ সাধ্যা বিশ্বেহশিনো মরুতদেচাম্মপাশ্চ। গন্ধবযক্ষাস্থরসিদ্ধসঙ্ঘা বীক্ষন্তে তাং বিশ্বিভাদেচৰ সর্বে॥২২॥

একাদশ রুদ্র, দাদশ আদিত্য, অষ্টবস্থগণ, সাধ্যনামক বিশ্বদেবগণ অশ্বিনীকুমারদ্বর, বায়ুদেব, পিতৃপুরুষগণ, গদ্ধবি, যক্ষ, অস্ত্রগণ এবং সিদ্ধপুরুষগণের মধ্যে যাঁহারা যুদ্ধ-দর্শনার্থ এখানে উপস্থিত আছেন, তাঁহারা সকলেই বিশিত হইয়া আপনাকে নিরীক্ষণ করিতেছেন ॥২২॥

#### রামানুজভাষ্য --

উন্নপা: পিতরঃ উ'ন্মভাগা হি পিতর:'
( বজু: ১০০১০ ৬১০ ) ইতি শ্রুতঃ।
এতে দর্বে বিশারম্ আপন্নাঃ ছাং
বীক্তে ॥২২॥

#### বঙ্গানুবাদ —

'উত্মপা' শব্দ পিতৃপুরুষগণের বাচক। পিতৃপুরুষগণ উত্মতাগী হয়েন'—এই কথা শ্রুতি বলিয়াছেন। এই শ্লোকোক্ত সমস্ত পুরুষগণই বিস্মাবিষ্ট হইয়া আপনাকে নিরীক্ষণ করিতেছে॥২২॥

রূপং মহতে বছবক্ত দেত্রং

মহাবাহো বছবাহুরুপাদম্।
বছুদরং বছদং ট্রাকরালং
দৃষ্ট্রা লোকাঃ প্রব্যথিতাম্তথাহম্॥২৩॥

#### সরলার্থ-

হে মহাবাহো, বহুমুখ, বহুনয়ন, বহুবাহু উরু ও পদ এবং বহুভীষণাকার দম্ভবিশিষ্ট আপনার এই বিশাল রূপ দর্শন করিয়া যুদ্ধ-দর্শনার্থে অস্তরীক্ষে অবস্থিত দেবতা ঋবি সিদ্ধগণ, পিতৃপুরুষগণ ও যক্ষরক্ষ প্রভৃতি লোকসকল অত্যন্ত ভীত হইয়াছে এবং আমিও অত্যন্ত ভীত হইয়াছি ॥২৩॥

#### রামানুজভাষ্য—

বহবীভিঃ দংষ্ট্রাভিঃ অভিভীষণাকারং লোকাঃ পূর্বোক্তাঃ প্রতিকূলাকুকুলমধ্যন্থাঃ ত্রিবিধাঃ সর্ব এব
অহং চ তব ইদম্ ঈদৃশং রূপং দৃষ্ট্রা
অভীব ব্যথিতা ভবামঃ ॥২৩॥

# বঙ্গানুবাদ--

বহুদ্প্তবিশিষ্ট অত্যন্ত ভীনণাকার আপনার এই রূপ দর্শন করিয়া পূর্বোজ্ঞ আপনার প্রতিকূল (রাক্ষদ অস্থরাদি) অসুকূল (দেবতা ঋষি আদি) ও এই উভয়ের মধ্যস্থ এই তিনপ্রকার লোকগণই অত্যন্ত ব্যথিত ও ভীত হইয়াছেন এবং আমিও অত্যন্ত ভীত হইয়াছি ॥২৩॥

# নভঃস্পৃশং দীপ্তমনেকবর্ণং ব্যান্তাননং দীপ্তবিশালনেত্রম্। দৃষ্ট্রা ছি ত্বাং প্রব্যথিতান্তরাত্মা ধৃতিং ন বিন্দামি শমঞ্চ বিশ্বো॥২৪॥

#### সরুলার্থ---

পরমাকাশস্পর্শী প্রভাময় অনেকবর্ণবিশিষ্ট জগৎগ্রাসী বিন্তারিত মুখবিশিষ্ট এবং প্রদীপ্ত বিশাল নমনবিশিষ্ট আপনাকে দেখিয়া আমার মন অত্যন্ত ভীত হইতেছে এবং আমি ধৈর্যচ্যুত ও শান্তিচ্যুত হইতেছি ॥২৪॥

# রামানুজন্তান্ত্য---

मण्डभाषाः 'जनकत्त्र (মহানা: উ: ১/২) 'আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ' (শ্রেকা: উ: ৩৮ ; যজু: সং: (46160 'ক্ষয়ন্তমভানু রজসঃ পরাকে' হাভাহতাত) 'যো অস্থাধ্যকঃ পর্যে ব্যোমন্' ( ঋকৃসং ৮।৯।১৭।৭ ) ইত্যাদিঞ্চতিসিদ্ধত্তিগুণপ্রকৃত্যতীত-পরমব্যোমবাচী, সবিকারস্থ প্রকৃতি-5 সর্বাবন্থস্থ श्रुक्ष सण्ड কুৎস্তু আশ্রেষভাষা নভঃস্পাম ইতি वहनां । 'श्रावाशृशित्त्रातिमगखतः हि ব্যাপ্তম্' (১১/২০) ইতি পুর্বোক্তত্বাৎ D1

দীপ্তম্ অনেকবর্ণং ব্যান্তাননং দীপ্ত-বিশালনেত্রং ছাং দৃষ্ট্বা প্রব্যথিতান্তরাজা

#### বঙ্গান্তু বাদ---

এম্বলে 'নভঃ' শক্টি 'তিনি অক্র বা অবিনাশী পরমব্যোমে অবস্থিত', 'স্র্যের খ্যায় বর্ণ এবং অন্ধকার হইতে অত্যন্ত पृत्र', 'এই क्यभीन तरकामय लाक হইতে দূরস্থিত', 'যিনি ইহার অধ্যক্ষ তিনি পরমব্যোমস্থিত' ইত্যাদি শ্রুতি-বাক্য-প্রসিদ্ধ ত্রিগুণাতীত পরমব্যোমকে (অপ্রাক্বত আকাশকে) বুঝাইতেছে। কারণ ইতিপূর্বে পরিণামশীল প্রকৃতিতত্ত্ব এবং সর্বপ্রকার পুরুষতত্ত্বের আশ্রয়রূপে বৰ্ণিত হইয়া এখন 'নভস্পৃশং' এই শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে; পুনরায় 'কেবলমাত্র আপনার দ্বারাই এই পৃথিবী এবং স্বর্গ-লোকের অন্তবন্তী আকাশ ব্যাপ্ত' প্রাকৃত আকাশের কথাও পূর্বে অত্যুক্ত্বল প্রভাবিশিষ্ট, হইয়াছে ৷ অনেক বর্ণবিশিষ্ট, বিস্তারিত বিশিষ্ট এবং প্রদীপ্ত বিশাল নয়ন-বিশিষ্ট আপনাকে দর্শন করিয়া অত্যন্ত

ধৃতিং ন বিন্দামি, অত্যন্তভীতমন यनमः ह (पह्च भातनः न लए । हे खित्रां भार म मार म मार म व्याभिन् जर्वगाभिनम् বিষ্ণো অতিমাত্রম্ অত্যস্কৃতম্ অতিঘোরং চ ত্বাং দৃষ্ট্ৰ প্ৰশিথিলসৰ্বাবয়বো ব্যাকুলেব্রিয়ঃ চ ভবামি ইত্যর্থঃ ॥২৪ | হইয়া পড়িতেছে ॥২৪॥

ভয়ার্ত্তচিত্ত হইয়া আমি ধৈর্যধারণ করিতে পারিতেছি না, অর্থাৎ দেহ অত্যন্ত অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে এবং আমার মন ও ই ক্রিয় শান্তিলাভ করিতে পারিতেছে না।

অভিপ্রায় এই যে, হে বিষ্ণো, হে ব্যাপকপুরুষ, তোমার এই সর্বব্যাপী অত্যস্ত অভূত ও অতি ঘোররূপ দর্শন করিয়া আমার সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ শিথিল হইয়া পড়িতেছে এবং সমস্ত ইন্দ্রিয়ও ব্যাকুল

**पर्श्वोकतानानि ह (७ यूथानि** দুঠ্ঠেব কালানলসন্নিভানি। দিশো ন জানে ন লভে চ শ্ম প্রসীদ দেবেশ জগদ্ধিবাস ॥২৫॥

সরলার্থ-

প্রলয়ে কালাগ্রির স্থায় সর্বসংহারে প্রবৃত্ত আপনার অতিভীষণ মুখমণ্ডলসকল দুর্শন-মাত্রই আমি দিশেহারা হইতেছি, অর্থাৎ কোন্দিক্ হইতে আপনার এই দর্শনে ব্যাকুল হইব না তাহা বুঝিতে পারিতেছি না, এবং শান্তিও পাইতেছি না । হে জগনিবাস দেবেশ, আপনি প্রসর হউন ॥২৫॥

রামান্তজভাগ্য-

যুগান্তকালানলবৎ সর্বসংহারে প্রবৃত্তানি অভিযোরাণি তব মুখানি पृष्ट्वी पित्ना न जात श्रू श ह न न लए । জগতাং নিবাস দেবেশ ব্রহ্মাদীনাম ঈশ্বরাণাম্ অপি প্রম্মহেশ্বর মাং প্রতি প্রসম্মে ডব: যথা প্রাকৃতিং গতো ভবামি, তথা কুরু ইত্যৰ্থ: ॥২৫॥

বঙ্গান্তুবাদ----

প্রলয়কালীন অগ্নির মত সর্ববস্তর সংহারে প্রবৃত্ত আপনার অত্যন্ত ঘোর মুখনওলসমূহ দর্শন করিয়া আমি দিশাহারা হইয়া পড়িয়াছি এবং স্থখও পাইতেছি না। হে জগতের আশ্রয়, হে দেবেশ অর্থাৎ ব্রন্দাদি দেবতাগণেরও প্রম মহেশ্বর আমার প্রতি প্রদন্ন হও এবং যাহাতে আমি প্রকৃতিস্থ হইতে পারি সেইরূপ ব্যবস্থা কর ॥২৫॥

রামান্তজভাষ্য—

এবং সর্বস্ত জগতঃ স্বায়ত্তস্থিতি-প্রবৃত্তিত্বং দর্শর্য পার্থসারথী রাজ-বেষচ্ছদ্মনা অবস্থিতানাং ধার্ত্তরাষ্ট্রাণাং যৌধিষ্ঠিরেষু অনুপ্রবিষ্টানাং অমুরাংশানাং সংহারেণ ভূভারাব-তরণং স্বমনীযিতং স্থেন এব করিয়া-মাণং পার্থায় দর্শয়ামাস। পার্থো ভগবতঃ অষ্ট ত্বাদিকং সবৈশ্বৰ্যং সাক্ষাৎক্বত্য ভিশ্মন এব ভগবতি সর্বাত্মনি ধার্তরাষ্ট্রাদীনাম্ উপসংহারম্ অনাগতম্ দিবেয়ন তৎপ্রসাদলব্ধেন চক্ষ্ পশ্যন্ ইদং প্রোবাচ—

#### বঙ্গাহুবাদ-

এই প্রকারে সমস্ত জগতের স্থিতি প্রবৃত্তিনিচয় তাঁহারই অধীন এইরূপ দেখাইয়া পার্থসারথি শ্রীক্লফ কপট রাজ-বেশধারী হর্যোধনপক্ষীয় অস্থরপ্রকৃতি রাজাগুণকে এবং যুধিষ্ঠিরপক্ষীয় যে সুব অস্থরপ্রকৃতি রাজাগণ তাহাদিগকেও সংহার कतिया अर्ज्ज् नतक (मशाहेलन (य श्रीवीत ভারহরণরূপ তাঁহার যে বাঞ্চিত কার্য তাহা তিনি নিজেই করিয়া এবং এই বুদ্ধে ভবিষ্যতে সমগ্র জীবের পরমাত্মারূপী ভগবানেই যে ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ প্রভৃতির উপসংহার বা লয় হইবে অজুন ভগবৎ-কৃপাপ্রদন্ত দিব্যচকুর দ্বারা তাহা দর্শন করিয়া বলিলেন -

তামী চ ত্বাং ধৃতরাষ্ট্রস্থ পূজাঃ
সর্বে সহৈ বাব নিপালসজ্জৈঃ।
ভীম্মো ডোণঃ সূতপুত্রস্তথাসো
সহাম্মনীয়েরপি যোধমুখ্যৈঃ॥২৬॥

বক্ত্রাণি তে ত্বরমাণা বিশন্তি
দংষ্ট্রাকরালানি ভয়ানকানি।
কৈচিদ্ বিলগ্না দশনান্তরেযু
সংদৃশ্যন্তে চূর্ণিতৈক্সন্তমাক্তিঃ॥২৭॥

সরলার্থ—

ভীম্ম, দ্রোণ, কর্ণ ও ছর্যোধনাদি ধতরাষ্ট্রপুত্রগণকে তাহাদের পক্ষের রাজবৃদ্দ এবং আমাদের পক্ষের কোন কোন যোদ্ধবৃদ্দের সহিত আপনার মুখের মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে দেখিতেছি ॥২৬॥

তাহারা ত্রান্বিত হইয়া বিনষ্ট হইবার জন্ম করালদন্তবিশিষ্ট আপনার ভয়য়র মুখবিবরগুলির মধ্যে প্রবিষ্ট হইতেছে। তন্মধ্যে কেহ কেহ মন্তক বিচূর্ণিত হইয়া আপনার এই করাল দন্তগুলির মধ্যে মধ্যে সংলগ্ন রহিয়াছে এইরূপ দেখা যাইতেছে ॥২৭॥

রামানুজভাগ্র—

অমী ধৃতরাষ্ট্রস্থ প্রা: ছুর্যোধনাদয়ঃ সর্বে ভীম্মো দ্রোণ: স্তপুত্র: কর্ণশচ **७९**भक्षीरेग्नः जनिभानग्रहेरुः मदेवः अन्यमीदेशः अभि देक निष्ठम् त्याथम् तथाः मह इत्रमाणा मः द्वाकतानानि ভয়ানকানি তব ৰজ্বাণি বিনাশায় বিশন্তি। ভত্ত কেচিৎ চুর্ণিতেঃ উত্তমাকৈঃ দশনান্তরেষু বিলগ্নাঃ সংদৃশ্যন্তে ॥২৬-২৭॥

## বঙ্গান্থবাদ---

এইসকল ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র ছর্যোধন আদি, ভীম, দ্রোণ, এবং স্থতপুত্র কর্ণ তাহাদের পক্ষীয় সমস্ত নুপতিগণ আমাদের পক্ষেরও কোনও কোনও মুখ্য যোদ্ধাগণও অত্যন্ত ত্ববান্বিত আপনার করাল দস্তরাজিবিশিষ্ট ভয়ম্বর মুখবিবরসমুহে বিনষ্ট হইবার জ্যু প্রবেশ করিতেছে তাহা দেখিতেছি। मकल्बत गर्था (कर (कर চুণিতমন্তক হইয়া আপনার এই সকল দত্তের মধ্যে মধ্যে সংলগ্ন রহিয়াছে এইরূপও দেখা যাইতেছে ॥২৬, ২৭॥

यथा ननीनाः वहदवाश्च दवशाः সমুদ্রমেবাভিমুখা দ্রবন্তি। তথা তবামী নরলোকবীরা বিশন্তি বক্ত্ৰাণ্যভিবিজ্বলন্তি ॥২৮॥ যথা প্রদীপ্তং জলনং পতঙ্গা

বিশন্তি নাশায় সমূদ্ধবেগাঃ। ভথৈব নাশায় বিশন্তি লোকা-স্তবাপি বক্ত াণি সমৃদ্ধবেগাঃ॥২৯॥

সরলার্থ---

रयमन नमीममृरहत रवभवान कनथावार ममूखां चिमूरथ धाविक रहेशा जनारधा थारवन করে সেইরূপ এই সকল যোদ্ধা নরপতিগণ আপনার মুখবিবরে প্রবেশ করিতেছে ॥২৮॥ যেমন পতঙ্গ সকল ভশীভূত হইবার জন্ম অত্যন্ত ক্রতগতিতে জ্বলন্ত অগ্নির মধ্যে প্রবেশ করে, সেইরূপ এই যোদ্ধাগণ বিনষ্ট হইবার জন্ম অতি বেগের সহিত আপনার म्थिक्तरत श्रीविष्टे श्रेटिक्ट ॥२३॥

রামামুজভাগ্য-**এতে রাজ**লোকা বহবো নদীনাম্ এতে রাজলোকা বহবো নদীনাম্ নদীসমূহের জলপ্রবাহ যেমন সমূদ্রে আমুপ্রবাহাঃ সমুদ্রম্ ইব প্রদীপ্তজ্ঞলনম্ প্রবেশ করে এবং পতঙ্গসকল জলস্ত

ইব চ শলভাঃ তব বজুাণি অভিবিজনন্তি শ্বয়ম্ এব শ্বরমাণা আত্মনাশায় বিশন্তি ॥২৮-২৯॥

অগ্নির মধ্যে যেমন প্রবেশ করে সেইরূপ এই যোদ্ধা নরপতিগণ নিজ হইতেই নিজ বিনাশের জন্ম আপনার অতি প্রজ্বিত মুখবিবরে প্রবেশ করিতেছে ॥২৮,২৯॥

লেলিছসে প্রসমানঃ সমন্তাদ্-লোকান্ সমগ্রান্ বদনৈজলিছিঃ। তেজোভিরাপূর্য জগৎ সমগ্রং ভাসস্তবোগ্রাঃ প্রতপস্থি বিষ্ণো॥৩০॥

সরলার্থ—

হে বিষ্ণু, যুদ্ধার্থে সমবেত সমস্ত যোদ্ধাগণকে আপনার প্রজ্ঞলিত মুখবিবরসমূহে গ্রাস করিয়া আপনার রুধিরসিক্ত ওঠপ্রদেশের সর্বত্র পুনঃ পুনঃ আপনি লেহন করিতেছেন। আপনার এই অতি ঘোররূপের তেজোমর প্রভাব দ্বারা সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত হইয়া সম্ভপ্ত হইতেছে ॥৩০॥

রামানুজভাগ্য—

রাজলোকান্ সমগ্রান্ জলন্তিঃ বদনৈঃ
গ্রদমানঃ কোপবেগেন তক্রেধিরাবসিক্তম্ ওষ্ঠপুটাদিকং লেলিহনে পুনঃ
পুনঃ লেহনং করোষি। তব
অতিঘোরা ভাসো রশায়ঃ তেজোভিঃ
স্থকারৈঃ প্রকাবিশঃ জগৎ সমগ্রম্ আপূর্য
প্রতপন্তি॥৩০॥

#### বঙ্গান্তবাদ—

এই সমস্ত যোদ্ধা রাজ্যুবর্গকৈ আপনি আপনার প্রদীপ্ত বদনসমূহের দারা গ্রাস করিয়া অত্যন্ত ক্রোধের সহিত আপনার রুধিরসিক্ত ওঠপুটাদি পুন: পুন: লেহন করিতেছেন। আপনার এই অতি ঘোর ভাষর রশ্মির অর্থাৎ তেজের দারা সমগ্র জগৎ পরিপূর্ণ করিয়া প্রতপ্ত করিতেছেন॥৩০॥

রামানুজভাষ্য—

"দর্শরালান্যব্যয়ন্' (১১।১৪)
ইতি তব ঐশ্বর্যং নিরক্ষুনং সাক্ষাৎকভুং প্রাথিতেন ভবতা নিরক্ষুনন্
ঐশ্বর্যং দর্শয়তা অতিঘোররপুন্
ইদন্ আবিক্ষৃতন্—

বঙ্গান্তবাদ-

১১।১৪ শ্লোকে "আপনার অব্যয় সর্রপের দর্শন দিন" এই প্রকার আপনার নিরস্থুণ পরম স্বতন্ত্র ঐশ্বর্য্য দর্শন লালসায় আপনার নিকট প্রার্থনা জানাইলে আপনার নিরস্থুণ ঐশ্বর্যের দর্শন দানের জন্ম এই অত্যন্ত ঘোররূপ প্রকট করিয়াছেন—

# আখ্যাহি মে কো ভবান্থপ্ররূপো নিষ্মাহস্ত তে দেববর প্রসীদ। বিজ্ঞাতুমিচ্ছামি ভবন্তমাত্তং ন হি প্রজানামি তব প্রবৃত্তিম্ ॥৩১॥

## সরলার্থ-

হে দেবশ্রেষ্ঠ, আপনাকে নমস্কার করি। হে অতি ভয়ন্ধর বিগ্রহবিশিপ্ত পুরুষ।
আপনি কে । অর্থাৎ আপনার এই উগ ুমূর্ত্তি ধারণ করিবার অভিপ্রায় কি তাহা
বুঝিতে পারিতেছি না। আদি পুরুষরূপ আপনাকে বিশেষরূপী জানিতে ইচ্ছা
করি, আপনার এইরূপ প্রযভ্রের (উগ ুমূর্ত্তি ধারণ প্রভৃতির ) অভিপ্রায় কি তাহাও
আমি জানি না। আপনি দয়া করিয়া আমায় বুঝাইয়া দিন, আপনি আমার প্রতি
প্রসন্ম হউন ॥৩১॥

#### রামান্তজভাষ্য—

অতিযোররপঃ কো ভবান্ । কিং
কতু প্রের্তঃ ? ইতি ভবন্তং জ্ঞাতুম্
ইচ্ছামি। তব অভিপ্রেতাং প্রবৃদ্ধিং ন
জানামি। এতদ্ আখ্যাহি মে; নমোহস্ত
তে দেববর প্রসীদ—নমঃ তে অস্ত
সর্বেশ্বর এবং কতু ম্ অনেন
অভিপ্রায়েণ ইদং সংহত্রপম্
আবিষ্কৃতম্ ইতি উক্ত্যা প্রসন্ধরপশ্চ
ভব ॥৩১॥

#### বঙ্গানুবাদ-

এই অত্যন্ত উগ্রমৃতিধারী আপনি কে এবং কি কর্মসাধনে প্রবৃত হইয়াছেন তাহা আমি জানি না এবং তাহাজানিতে ইচ্ছা করি, এ বিষয়ে আমাকে বুঝাইয়া দিন। হে দেবপ্রেষ্ঠ আমি আপনাকে নমস্কার করি আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। তাৎপর্য্য এই যে, কি অভিপ্রায়ে এবং কি কার্য সাধনের জন্ম আপনি এই সংহাররূপ প্রকট করিয়াছেন তাহা দয়া করিয়া বলুন এবং তৎপরে আপনার এই উগ্রন্ধপ সংবরণ পূর্বক প্রসন্ন মূর্ভি ধারণ করুণ॥৩১॥

## রামানুজভায়—

আশ্রিতবাৎসল্যাতিরেকেণ বিশ্বৈশ্বর্যং দর্শরতো ভবতো ঘোররূপাবিষ্ণারে কঃ অভিপ্রায়ঃ ? ইতি

#### বঙ্গান্তুবাদ—

"আশ্রিতের প্রতি বাৎসল্যের আধিক্য হেতু ঐশ্বর্গপরিপূর্ণ বিশ্বরূপ দর্শন করাইবার কালে আপনার এই অতি উগ্রমূর্ত্তি প্রকট করিবার কি অভিপ্রায় তাহা আমায় পৃষ্টো ভগবান্ পার্থসারথিঃ স্বাভিপ্রায়ন্ আছ—পার্থোজোগেন বিনা
অপি ধার্তরাষ্ট্রপ্রমুখন্ অনেমং
রাজলোকং নিহস্তন্ অহন্ এব
প্রবৃত্তঃ, ইতি জ্ঞাপনায় মন ঘোররূপাবিদ্ধারঃ, তজ্জ্ঞাপনং চ পার্থন্
উল্ভোজয়িতুন্ ইতি—

বুঝাইয়া দিন" অর্জ্নের দারা এই প্রকার প্রাথিত হইয়া ভগবান শ্রীক্বন্ধ আপনার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতেছেন। অজ্জুন যুদ্ধের কোনরূপ উল্লোগ না করিলেও আমি ধৃতরাষ্ট্র-পুত্র দুর্যোধন প্রমুখ সমস্ত রাজাদিগকে বিনাশ করিবার জন্ম যে প্রবৃত্ত হইয়াছি তাহা জানাইবার জন্ম আমার এই ঘোররূপের আবিদার। অজ্জুন যাহাতে যুদ্ধে উল্লাক্ত হয় সেই উদ্দেশ্যে তিনি তাঁহার এই বিলক্ষণ রূপ প্রত্যক্ষভাবে জ্ঞাপন করিলেন —

শ্রীভগবানুবাচ—
কালোহন্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধো
লোকান্ সমাহর্জুমিহ প্রবৃত্তঃ।
ক্ষতেহিপি ত্বাং ন ভবিয়ান্তি সর্কে
যেহবন্ধিতাঃ প্রত্যনীকেষু যোধাঃ॥৩২॥

তস্মাৎ ত্বমুত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব জিত্বা শত্তন্ম ভুঙ্ক্ষ্ব রাজ্যং সমৃদ্ধন্ । মহৈয়বৈতে নিহতাঃ পূর্ব্বমেব নিমিত্তমাত্রং ভব স্ব্যসাচিন্ ॥৩৩॥

জোণঞ্চ ভীষ্মঞ্চ জয়দ্রথঞ্চ কর্ণং তথান্তানপি যোধবীরান্। ময়া হতাংস্কং জহি মা ব্যথিষ্ঠা যুধ্যস্থ জেতাসি রণে সপত্নান্ ॥৩৪॥

# সরলার্থ-

শ্রীভগবান বলিতেছেন —

প্রকৃতপক্ষে আমিই লোকসংহারক কর্তা মূর্ত্তিমান কাল। আমি এই সমস্ত যোদ্ধাগণকে সংহার করিতে প্রবৃত্ত হইয়া এই মহাঘোর কালরূপে প্রবৃদ্ধ হইয়াছি। তুমি যুদ্ধ না করিলেও শত্রুসেনামধ্যে (ভীশ্ব-দ্রোণাদি) যে সব যোদ্ধাগণ অবস্থান করিতেছে তাহারা এই যুদ্ধে কেহই বাঁচিবে না, অর্থাৎ আমার সম্বন্ধ হেতু তাহারা সকলেই বিনষ্ট হইবে ॥৩২॥ অতএব তুমি যুদ্ধার্থ উত্থান কর, শক্রগণকে জয় করিয়া যশলাভ কর, সমৃদ্ধিশালী রাজ্য ভোগ কর। তুমি যুদ্ধ করিবার পূর্বেই আমি ইহাদিগকে বধ করিয়া রাখিয়াছি, অর্থাৎ আমার সদ্ধল্ল হেতু এই যুদ্ধে ইহারা নিহত হইবে। হে সব্যসাচী অজুন, তুমি তাহাদের বিনাশে কেবলমাত্র নিমিত্তস্থানীয় হও ॥৩৩॥

দিতীয় অধ্যায়ে ৪র্থ শ্লোকে অর্জুন বলিয়াছিলেন — 'ভীম দ্রোণ প্রভৃতি পূজনীয় পুরুষ্দিগের উপর আমি কেমন করিয়া অস্ত্রাঘাত করিব ?' এই শ্লোকে ভগবান সেই উক্তির উত্তর দিতেছেন—

দ্রোণ, ভীম্ম, জয়দ্রথ, কর্ণ এবং অস্থান্থ বীর যোদ্ধাগণকে আমার সঙ্কল্ল দ্বারা নিহত করিয়া রাখিয়াছি। আমার সঙ্কল্ল হৈতু মৃত এই সকল স্বজনবর্গের বিনাশে তুমি ব্যথিত হইও না। উঠ, স্বর্গোচিত ধর্মযুদ্ধ কর। আমার অমোদ সঙ্কল্প অহ্যায়ী ইহাদের মরণ অবশুস্তাবী। অতএব তোমার যুদ্ধ জয়ও অতি স্থলভ ॥৩৪॥

রামান্তজভাষ্য—

কলয়তি গণয়তি ইতি কালঃ,
সর্বেষাং ধার্তরাষ্ট্রপ্রমুখানাং রাজলোকানাম্ আয়ৢরবসানং গণয়ন্
অহং তৎক্ষয়কুৎ ঘোররূপেণ প্রবৃদ্ধো
রাজলোকান্ সমাহতুম্ আভিমুখ্যেন
সংহতুম্ ইহ প্রবৃত্তঃ অমি। অতো
নৎসংকল্লাদ্ এব ত্বাম্ ঋতে অগি
তত্বভোগম্ ঋতেহিপি এতে ধার্তরাষ্ট্রপ্রমুখাঃ তব প্রত্যনীকেষ্ যে অবন্থিতা
যোধাঃ, তে সর্বে ন ভবিশ্বন্তি
বিনজ্ক্যুক্তি॥৩২॥

তশাদ ছম্ তান্ প্রতি যুদ্ধায় উন্তিষ্ঠ, তান্ শত্রন্ জিত্বা যশো লভস্ব ধর্ম্যং রাজ্যং চ সমৃদ্ধং ভূঙ্ক। ময়া এব এতে কৃতাপরাধাঃ পূর্বম্ এব নিহতাঃ, হননে

# বঙ্গানুবাদ---

যিনি কলনা অর্থাৎ গণনা করেন তিনিই কাল। ধৃতরাষ্ট্র-পুত্র ত্র্যোধন প্রমুখ (যুদ্ধার্থী) সমস্ত রাজা-দিগের পরমায়ুর অন্তকাল গণনা করিয়া षािय जाशास्त्र श्ननकाती षि वृह९ क्रथशाती কালরূপী রাজন্তবর্গকে সম্যকরূপে সংহার করিবার প্রবৃত্ত रहेबाছि। चढ्वर তোমাবিনাও অর্থাৎ তুমি কোনরূপ উত্তোগ না করিলেও কেবলমাত্র আমার সঙ্কল্পহেতু তোমার বিপক্ষে অবস্থিত ष्ट्र(याँ अपूर्व (योक्तांगन मकलाई विनष्टे रहेरत करहे वाँहिरत ना ॥७२॥

অতএব তুমি উহাদিগের সহিত বুদ্ধ করিবার জন্ম উঠিয়া দাঁড়াও, এই শক্তদিগকে জয় করিয়া যশলাভ কর এবং
সমৃদ্দিশালী ধর্মরাজ্য ভোগ কর। ইহাদের কতকর্ম এবং অপরাধের জন্ম পূর্বেই
ইহারা আমার দারা নিহত হইয়া আছে,

বিনিযুক্তাঃ, ত্বং তু তেষাং হননে
নিমিন্তমাত্রং তব। মরা হল্যমানানং
শক্তাদিন্থানীয়ো তব, সব্যসাচিন্
'নচ সমবায়ে' (ধাঃ পাঃ ১। ১০২২)
সব্যেন শরসচনশীলঃ সব্যসাচী;
সব্যেন অপি করেণ শরসমবায়করঃ,
করম্বয়েন যোদ্ধুং সমর্থ
ইত্যর্প্রঃ ॥৩৩॥

**জোণভীম্বকর্ণাদী**ৰ্ কুভাপরাধ-বিনি যুক্তান্ তয়া যয়া এব্ হননে ত্বং জহি, ত্বং হ্যাঃ, এতান্ গুরুন্ ব্দু নু চ অসান্ অপি ভোগসকাৰ कथः इबिग्रांबि ? टेंडि वा वार्षिष्ठाः, তাৰ্ উদ্দিশ্য ধর্মাধর্মভয়েন বন্ধু-স্নেহেন কারুণ্যেন চ মা ব্যথাং যতঃ তে কৃতাপরাধাঃ, বিনিযুক্তাঃ, **इन**दन ম্যা এব নির্বিশঙ্কো অভো যুদ্ধ্যস্ব, জেয়াসি, সপত্মান জেতাসি, রণে ন এতেষাং বধে নৃশংসভাগন্ধঃ, ভাপি তু জয় এব লভ্যতে ইভ্যৰ্থঃ ॥৩৪॥

वर्षा शृश्य क्य नियं रहेया वाह ।
रेशि मिरात विनाम जूमि रक्त निमिलगाव रु, वर्षा वामा क्य रेशि मिरात विनाम कार्य रामा
वामात ) मञ्जानिष्यानीय रु। 'यह ममतारय'
वरे वाष्ट्रस्व व्यमारत गठि माही भरमत
वर्ष मक्षान, व्यव मन्यमाही मस्मत वर्ष
वाम रस्य मत्रमानम्मर्थ भूक्ष, वर्षाः
र व्यक्त जूमि छेल्य रस्य मूक्ष कित्रस्व
मर्म्य ॥७०॥

দ্রোণ, ভীম্ম, কর্ণ প্রভৃতি তাহাদের ক্বত অপরাধের হেতু আমার দারা মৃত্যুর क्य नियुष्ठ इरेया चार्छ, जूमि रेशास्त्र বিনাশ কর। অস্থান্ত ভোগাসক্ত পুরুষদিগকে আমি কেমন করিয়া বিনাশ করিব এই করিয়া তুমি ধর্মাধর্ম ভয় বন্ধুস্থেছ অথবা দয়াপরবশ হইয়া ব্যথা পাইও না; যেহেতু ইহারা অপরাধী বলিয়া ইতিপূর্বেই আমার ষারা 🖟 মৃত্যুর জন্ম নিয়ত হইয়া আছে। অতএব তুমি সম্পূর্ণ নিঃশঙ্ক চিত্তে যুদ্ধ কর। যুদ্ধে তুমি শত্রুদিগকে পরাজিত করিবে। তাৎপর্য এই যে, ইহাদিগের বিনাশে নৃশংসতার লেশমাত্র নাই, উপরস্ত ইহাদের সহিত যুদ্ধে তুমি रुट्रेय ॥७८॥

# সঞ্জয় উবাচ-

এতচ্ছু ত্বা বচনং কেশবস্থা কৃতাঞ্জলির্বেপমানঃ কিরীটী। নমস্কৃত্বা ভুয় এবাহ কৃষ্ণং সগদ্গদং ভীতভীতঃ প্রণম্য ॥৩৫॥

সরলার্থ-

'শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ নিজ অভিপ্রায় অজুনের নিকট ব্যক্ত করিলে তদনস্তর কি হইল ?' ধৃতরাষ্ট্র কর্তৃক এইরূপ পৃষ্ট হইয়া সঞ্জয় বলিলেন —

কিরীটী অর্জুন শ্রীক্ষের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া নমস্কার করিয়া অতিশয় ভীত হইয়া পুনরায় প্রণামপূর্বক কৃতাঞ্জলি এবং কম্পমান হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে গদ্গদ স্বরে বলিলেন ॥৩৫॥

রামানুজ ভাষ্য—

এতদ্ আঞ্জিতবাৎসল্যজলধেঃ
কেশবস্থ বচনং শ্রুছা অজুনঃ তথৈয়
নমস্কৃত্য ভীতজীতঃ অভিভীতঃ ভূয়ঃ
তং প্রণম্য ক্বতাঞ্জলিঃ বেপমানঃ কিরীটী
সগদ্গদম্ আহ ॥৩৫॥

# বঙ্গানুবাদ—

আশ্রিতবাৎসল্যসাগর কেশবের এই
বাক্য শ্রবণ করিয়া কিরীটধারী অর্জুন
ভাঁহাকে নমস্কার করিয়া অত্যন্ত ভয়ে ভীত
হইয়া পুনরায় প্রণামপূর্বক ক্বতাঞ্জলি
এবং কম্পিতকলেবরে গদগদ স্বরে
বলিতে লাগিলেন ॥৩৫॥

অর্জুন উবাচ—
স্থানে স্থধীকেশ তব প্রকীর্ত্ত্যা
জগৎ প্রস্থাত্যনুরজ্যতে চ।
রক্ষাংসি ভীতানি দিশো জবন্তি
সর্বে নমস্থান্তি চ সিদ্ধসঞ্জাঃ ॥৩৬॥

সরলার্থ---

হে হ্বনীকেশ যুদ্ধ দর্শনের জন্ম অন্তরীক্ষে সমবেত বছ দেব-গন্ধর্ব-যক্ষ-কিন্নরবিভাগর প্রভৃতি আপনার অন্থকুল দেবযোনিগণ আপনার এই রূপ অশেষ মাহান্ত্য এবং ভক্তবৎসলতা দর্শনে আপনার মাহান্ত্যকীর্জন করিয়া অভ্যন্ত হর্ষযুক্ত এবং আপনার প্রতি অন্থরক্ত হইয়া থাকেন। আপনার প্রতিকূল রাক্ষ্য এবং অন্থরগণ চতুর্দিকে ভয়ে পলায়ন করে এবং সিদ্ধপুরুষগণ আপনাকে নমস্কার করেন, এই সমুদ্য উচিতই বটে ॥৬৬॥

# রামান্ত্রজ ভাষ্য---

খানে যুক্তম্, যদ্ এতদ্ যুদ্ধনিদৃক্ষরা আগতন্ অশেষং দেবগন্ধর্ব সিদ্ধযক্ষ-বিভাধরকিষ্ণরকিংপুরুষাদিকং জগং অংপ্রসাদাৎ জ্বাং সর্বেশ্বরম্ অব-লোক্য তব প্রকীর্ত্তা সর্বং প্রক্রয়তি অহরজ্যতে চ। যৎ চ ত্বাম্ অবলোক্য রক্ষাংদি ভীতানি সর্বা দিশঃ প্রদ্রবন্তি; সর্বে দিদ্ধগণাঃ দিদ্ধাতাকু কুলসংঘাঃ নমস্তুত্তি চ; তদ্ এতৎ সর্বং যুক্তম্ ইতি পূর্বেণ সজ্জঃ ॥৩৬॥

রামান্থজ ভাগ্য— যুক্তভাম্ এব উপপাদয়তি—

#### বঙ্গান্থবাদ---

ইহা উচিতই বটে যে, যুদ্ধ দর্শনের আকাজ্জায় আগত — দেবতা, গদ্ধর্ব, দিদ্ধ, যক্ষ, বিভাধর, কিন্নর এবং কিংপুরুষ প্রভৃতি সমস্ত জগৎ, আপনারই কপায়, মর্বেশ্বর আপনার দর্শনলাভ করিয়া এবং আপনার মহিমা-কীর্জন করিয়া অত্যম্ভ আনন্দিত হইতেছে এবং আপনার প্রতি অহ্বরক্ত হইতেছে। রাক্ষ্যগণ যে আপনাকে দর্শন করিয়া ভীত সম্ভস্ত হইয়া চতুর্দিকে বেগে পলায়ন করিতেছে এবং সিদ্ধপুরুষ প্রভৃতি আপনার অহ্বকূলবর্জী সকলেই যে আপনাকে নমস্কার করিতেছে এই সমস্তই সমুচিতই বটে ॥৩৬॥

#### বঙ্গান্তবাদ—

যাহা উচিতই বটে বলিয়া উপরের উজিটি এই শ্লোকে পরিস্ফুট করিতেছেন—

কম্মাচ্চ তে ন নমেরন্ মহাত্মন্
গরীয়সে ব্রহ্মণোহপ্যাদিকর্ত্তে।
অনন্ত দেবেশ জগিয়বাস
ত্বমক্ষরং সদসৎ তৎপরং যৎ ॥৩৭॥

## সরলার্থ-

( পূর্বশ্লোকের সামীচীন্ত এই শ্লোকে প্রতিপাদন করিতেছেন।) হে বিশ্বরূপ মহাপুরুষ, আপনি জগৎস্ষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ এবং তাঁহারও আদিভূতকারণ। অতএব ( পূর্বশ্নোকোক্ত ) দেবতা, গন্ধর্ক, কিন্নর ও অস্থর প্রভৃতি ত্রন্দাণ্ডের অস্তবর্ত্তী, সকলে হে অনন্তরূপ, নমস্বার করিবেন না ? হে দেবতাগণেরও কেনই বা সৎ অর্থাৎ কার্যাবস্থারূপ হে জগতের আশ্রয়ভূত পুরুষ, ঈশ্বর, আপনিই। প্রকৃতিতত্ত্ব তাহা যে অর্থাৎ কারণবস্থান্দপ এই প্রকৃতিতত্ত্ব হইতে উৎকৃষ্ট যে আত্মতত্ত্ব তাহাও আপনি। এই যে এই স্থূল এবং স্ক্ষ প্রকৃতিতত্ত্ব বা অচিৎ তত্ত্বের এবং এই আত্মতত্ত্ব বা চিৎতত্ত্বের আপনি আত্মস্বরূপ এবং এই চিদ্-অচিৎ যাবৎ তত্ত্ব আপনার শরীর-স্বরূপ ॥৩৭॥

রামান্তজভাষ্য—

মহাত্মন্তে তুভ্যং গরীয়সে ব্রহ্মণঃ
হিরণ্যগর্ভস্থ অপি আদিভুতায় করে,
হিরণ্যগর্ভাদয়ঃ কন্মাদ্ হেতােঃ ন
নমস্কুর্, অনন্ত দেবেশ জগনিবাস
তুম্ এব অক্ষরম্ ন ক্ষরতি ইতি
ভাক্ষরম্ জীবাত্মতত্ত্বম্; 'ন জায়তে
নিয়তে বা বিপশ্চিং' (কঠঃ ১া২।১৮)
ইত্যাদি শ্রুতিসিদ্ধাে জীবাত্মা হি ন
ক্ষরতি।

সদ্ অসং চ স্বম্ এব, সদসচ্ছন্ধনির্দিষ্টং কার্যকারণভাবেন অবস্থিতং
প্রকৃতিতত্ত্বম্, নামরপবিভাগবন্তরা
কার্যাবস্থং সচ্ছন্ধনির্দিষ্টং তদনর্হতরা
কারণাবস্থম্ অসচ্ছন্ধনির্দিষ্টং চ স্বম্
এব, তংপরং যং তন্মাৎ প্রকৃতেঃ
প্রকৃতিসম্বন্ধিনঃ চ জীবাত্মনঃ পরম্
অন্তৎ মুক্তাত্মতত্ত্বং যৎ তদ্ অপি
স্বম্ এব ॥৩৭॥

বঙ্গান্তুবাদ---

হে মহাত্মন্! হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মারও আদিভূত কর্ত্তা এবং সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ পরমেশ্বর আপনাকে ব্রহ্মাদি দেবতাগণ কেন নমস্বার করিবেন না! হে অনন্ত, হে দেবেশ, হে জগনিবাস আপনিই ক্ষয়রহিত অক্ষরবস্তু জীবাত্মা তত্ত্ব — "জীবাথার মৃত্যুও নাই জন্মও নাই" ইত্যাদি শ্রুতিপ্রমাণসিদ্ধ জীবাত্মা কখনও ক্যপ্রাপ্ত হন না। সৎ এবং বস্তুও আপনি অর্থাৎ কার্যরূপে অবস্থিত অর্থাৎ বিভিন্ন নাম ও রূপে পরিণত প্রকৃতি তত্ত্ব "म९" শবদারা অভিহিত হয় এবং কারণরূপে অবস্থিত নাম ও রূপহীন অবিভক্ত স্থ্যপ্রপ্রতি তত্ত্ব "অসং" শব্দদারা অভিহিত হয়, এই সং এবং অসৎ শব্দ নির্দিষ্ট যাবৎ প্রকৃতি তত্ত্ব আপনিই। এবং ইহা হইতে শ্রেষ্ঠতত্ত্ব যাহা তাহাও আপনিই অর্থাৎ উক্ত সুল এবং স্থা-প্রকৃতিতত্ত্বসংশ্লিষ্ট বন্ধ জীবাত্মা হইতেও শ্রেষ্ঠতর যে মুক্ত আত্মা তাহাও আপনি ॥৩৭॥

ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণ-স্থমশু বিশ্বস্থ পরং নিধানম্। বেত্তাসি বেডাঞ্চ পরঞ্চ ধাম স্থয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ॥৩৮॥

সরলার্থ-

জগতের নিমিপ্ত এবং উপাদানকারণরূপী আপনি আদি দেবতা। এই পরিদৃশ্যমান চিদ্চিদ্বিশিষ্ট বিশ্বের আপনি আধারভূত অর্থাৎ প্রমান্ধা। এই সমগ্র বিশ্ব-চরাচর আপনার শরীর এবং আপনি তাহাদের শরীরী। এই শরীর-শরীরী সম্বন্ধজনিত আপনি সর্বশব্দবাচ্য। অতএব যত জাতা পুরুষ (জীবান্না বা ক্ষেত্রজ্ঞ) যাবৎ জেয় প্রদার্থ এবং মুমুক্ষুর অভীষ্ট পরমপ্রাপ্যভূত বৈরুষ্ঠাদি স্থান এ সমস্তই আপনি। হে অনস্কর্মপ এই সমগ্র জগতে আল্লাক্সপে আপনি ব্যাপ্ত রহিয়াছেন ॥৩৮॥

#### রামানুজভায় —

জুম আদিদেবঃ প্রবাঃ প্রাণঃ জুম অস্থা বিশ্বস্থা পরং নিধানম, নিধারতে স্বরি বিশ্বম্ ইতি স্বম্ অস্থা বিশ্বস্থা পরং নিধানম, বিশ্বস্থা শরীরভূতস্থা আত্ম-তয়া পরমাধারভূতঃ স্বম্ এব ইত্যর্থঃ।

জগতি সবো বেদিতা বেদ্যং চ সর্বং এবং সর্বাত্মতায়া অবস্থিতঃ ত্বমৃ ত্বমৃ এব এব পরং চ ধাম স্থানং প্রাপ্য-স্থানম্ ইত্যর্থঃ।

ত্বয়া ততং বিশ্বন্ অনন্তরূপ ত্বয়া আত্মত্বেন বিশ্বং চিদচিন্মিশ্রং জগৎ ততং ব্যাপ্তম্॥৩৮॥

#### বঙ্গানুবাদ --

চিদ্ ও অচিৎ সমন্ত তত্ত্বেরই আন্নতন্ত্ব (পরমান্নতন্ত্ব) বলিয়া আপনি আদিদেব, পুরাতন পুরুষ এবং এই বিশ্বের পরম-নিধান বা আধারভূত অর্থাৎ সমগ্র চরাচর বিশ্বই আপনাতে নিহিত বা অবস্থিত।

অভিপ্রায় এই যে, সমগ্র চরচির বিশ আপনার শরীরব্বপী এবং এই সমগ্র বিশ্বে আপনি প্রমান্নারূপে অবস্থিত, অতএব আপনিই সমস্ত বিশের পরমা আধারভূত। জগতে যাবৎ জ্ঞাতাপুরুষ (জীবান্ধা) এবং যাবৎ জ্বেয় পদার্থ (জডবস্তু)—(তাহাদের প্রমান্নারপে অবস্থিত বলিয়া শ্রীর-শরীরী সম্বন্ধ হেতু ) সে সমস্তই আপনি। এইপ্রকার সর্বান্তরূপে অবস্থিত আপনি পরম ধাম অর্থাৎ পরম প্রাপ্যস্থান। তে অনন্তরূপ। সর্ববস্তুর আত্মভাবে অবস্থিত পর্মাত্মা আপনার দারা চৈত্যমিশ্রিত এই সম্পূর্ণ জগৎ ব্যাপ্ত রহিয়াছে ॥৩৮॥

রামান্থজঁভায়—

অতস্থ্য এব বায়্বাদিশন্বাচ্য ইতি আহ—

#### বঙ্গান্থুবাদ---

অতএব বায়ু প্রভৃতি শব্দের বাচ্য যে এই প্রমান্তরপী শ্রীকৃষ্ণ অতঃপর তাহাই বলিতেছেন —

# বায়্র্যমোহগ্রির্বরুণঃ শশাক্ষঃ

প্রজাপতিন্তং প্রপিতামহশ্চ ॥৩৮-॥

# সরলার্থ—

( শ্রীভগবান বিভৃতিযোগ অধ্যায়ে বলিয়াছেন— "অহমান্না গুড়াকেশ সর্ক-ভূতাশয়স্থিতঃ" হে গুড়াকেশ অর্জুন, আমি মৎশরীরভূত সর্বপ্রাণীর হৃদয়ে পরমান্ধা-ক্লপে রহিয়াছি। এই আত্মান্ধপে অবস্থিতির জন্ম সমস্ত চিদ্-অচিদ্ বস্তুই আমার শরীর রূপে বা বিভূতিরূপ এবং ঐশ্বর্যকু সমৃদ্ধিসম্পন্ন যে সকল বস্তু আছে সে সমন্তই আমার তেজাংশসন্ত্ত এবং আমিই সেইসকল বস্তুপদ্বাচ্য, যেমন আদিত্যগণের মধ্যে আমি বিষ্ণু, প্রকাশকগণের মধ্যে আমি স্বর্য, সততগমনশীল পদার্থের মধ্যে আমি বায়ু নিয়মনকারীর মধ্যে আমি যম, জলচরগণের মধ্যে আমি জলের ঈশ্বর বরুণ, নক্ষত্রগণের মধ্যে আমি চন্দ্র ইত্যাদি।)

বায়ু, যম, অগ্নি, বরুণ এবং চন্দ্র সমস্তই আপনি, প্রজাগণের পিতা মহু প্রভৃতি প্রজাপতি আপনি, ব্রহ্মার পিতা আপনি, প্রজাগণের প্রপিতামহ ॥৩৮—॥

রামানুজভাষ্য—
সর্বেষাং প্রপিতামহঃ স্থম্ এব,
পিতামহাদয়ঃ চ। সর্বাসাং প্রজানাং
পিতরঃ প্রজাপতয়ঃ, প্রজাপতীনাং
হিরণ্যগর্ভঃ প্রজানাং পিতামহঃ,
পিতা স্থং হিরণ্যগর্ভস্থ অপি পিতা স্থং
প্রজানাং প্রপিতামহঃ; পিতামহাদীনাম্ আত্মতয়া তত্তচ্ছকবাচ্যঃ স্থম্
এব ইত্যর্থঃ ॥৩৮॥—

#### বঙ্গান্তবাদ—

সমস্ত জীবের প্রপিতামহ আপনিই।

এবং পিতামহ প্রভৃতিও আপনিই।

অর্থাৎ সমস্ত প্রজাগণের ও প্রাণিগণের

পিতা হইতেছেন প্রজাপতিগণ, এবং

প্রজাপতিগণের পিতা অতএব প্রাণিগণের

পিতামহ হইতেছেন হিরণ্যগর্ভ বন্ধা, সেই

বন্ধারও পিতা আপনি অতএব সমস্ত

প্রজাগণের প্রপিতামহ আপনি। অভিপ্রায় এই যে, পিতামহ প্রভৃতি সকলেরই

আপনি আত্মারূপে অবস্থিত বলিয়া

সেই সেই শব্দের বাচ্য আপনিই ॥৩৮—॥

নমো নমন্তেইস্ত সহত্রকৃত্বঃ
পুনশ্চ ভূয়োইপি নমো নমন্তে।
নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতন্তে
নমোইস্ত তে সর্বত এব সর্ব॥৩৯॥

#### সরলার্থ—

(এভিগবানের স্বরূপ ও রূপ এবং অনস্তণ্ডণবন্তার প্রত্যক্ষ দর্শন জন্ত অভিভূত হইয়া
অন্ত্র্ন ভিন্ন চিক হইতে তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করিতেছেন।)

আপনাকে শত-সহস্রবার প্রণাম করি। পুনরায় আপনাকে বার-বার প্রণাম করি।

চিদ্-অচিৎ সর্ববস্তুর আত্মারূপী হে সর্বাত্মক, আপনাকে সন্মুখে নমস্কার এবং আপনার পশ্চাতে নমস্কার। অধিক কি বিলিব আপনাকে সর্বাদিক হইতেই নমস্কার ॥৩৯॥ রামান্তুজভায়—

অত্যমুতাকারং ভগবন্তং দৃষ্ট্বা

হর্ষোৎফুল্লনয়নঃ অত্যন্তসাধ্বসাবনতঃ

সর্বতো নমস্করোতি—॥৩৯॥

বঙ্গান্তুবাদ—

অত্যন্ত অন্ত্ আক্বতিবিশিষ্ট ভগবানকে
দর্শন করিয়া একাধারে প্রত্যক্ষ অমুভবজনিত হর্ষোৎফুল্ল হইয়া এবং অতি উগ্র বিশ্বরূপ দর্শনে অত্যন্ত ভীত হইয়া অর্জুন শ্রীভগবানকে সর্বদিক হইতে নমস্বার করিতেছেন ॥৩৯॥

# অনন্তবীৰ্য্যামিতবিক্ৰমন্ত্ৰং সৰ্বং সমাপ্নোষি ততোহসি সৰ্বঃ ॥৪০॥

সরলার্থ---

্পূর্বশ্লোকোক্ত স্বরূপ অস্কৃতবের সহিত অজুন শ্রীভগবানের অনস্ত গুণবন্তারও অস্কৃত্ব করিতেছেন। )

হে অনন্তজ্ঞানশক্তি, বলৈশ্বর্য, তেজ, বীর্য প্রভৃতি অনন্ত গুণনিধি, হে অপরিমিত পরাক্রমশালী আপনি চিদ্-অচিৎ সমস্ত বস্তুতে অন্তর্যামী আত্মারূপে, সম্যক-রূপে ব্যাপ্ত হইয়া আছেন। সেইজন্ত আপনি সমস্ত শব্দবাচ্য পূর্বশ্লোকোক্ত বায়ু, যম, অগ্নি, বরুণ, চন্দ্র প্রজাপতি প্রভৃতি পর্মাত্মারূপী বলিয়া শরীর-শরীরী সম্বন্ধ হেতু তন্তৎ শব্দের দ্বারা অভিহিত হন ॥৪০॥

রামানুজভাষ্য —

অনম্বীৰ্যামিতবিক্ৰমঃ তং দৰ্বম্ আ'স্ম-

ত্রা সমাপোষি ততঃ সর্বঃ অসি, যতঃ

ত্বং সৰ্বং চিদ্চিদ্বস্তুজাত্ম আত্মত্যা

সমাপ্নোষি। অতঃ সর্বস্ম চিদচিদ্বস্তু-

বঙ্গান বাদ-

হে ভগবান্! আপনি অনন্তশক্তিমান এবং অপরিমিত পরাক্রমশালী। আপনি চিদ্ ও অচিৎবিশিষ্ট যাবৎ বস্তুতে আত্মা-রূপে পরিব্যাপ্ত হইয়া আছেন। আত্মা-রূপে এইরূপ সম্যক্ ব্যাপ্তি হেতৃ এই সমস্ত বস্তু আপনিই। অর্থাৎ চিদ্-অচিদ্ জাতস্ত কছরীরতয়া স্বৎপ্রকারস্বাৎ

সর্বপ্রকারঃ হম্ এব সর্বশব্দবাচ্যঃ

অসি ইত্যর্থঃ।

'ञ्गक्ततः मनम९' (১১।७१)

'বায়ুর্যমোহগ্নিঃ (১১।৩৯) ইত্যাদি

সর্বসামান।ধিকরণ্যনিদে শিশু

আত্মতয়া ব্যাপ্তিঃ এব হেতুঃ ইতি

স্থব্যক্তম্ উক্তম্। 'ত্বা ততং বিশ্ব-

गनलक्रभ' ( ১১/৩৮ ) मर्वः मगाद्रशांचि

ত্তোহসি সর্বঃ ইতি চ॥४०॥

বিশিষ্ট যাবৎবস্তই আপনার শরীরক্ষপী অতএব আপনার বিশেষণ। এই বিশেষণক্রপী এই সমস্ত বস্তুবিশিষ্ট বলিয়াই
আপনি সর্বশন্দবাচ্য। "আপনি অক্ষর
জীবাদ্বা, আপনি স্থল এবং স্ক্রপ্রস্কৃতিতত্ত্ব"
"আপনি বায়, যম, অগ্নি" এইসব বাক্যে
ভগবান ক্রম্বকে অভিহিত করার হেতু
এই যে, সর্ববস্তুতে তাঁহার আত্মারূপে
স্থিতির জন্ত শরীর-শরীরী সম্বন্ধ হেতু
সমানাধিকরণতা বা সামানাধিকরণ্য ;
এবং সর্বাদ্বরূপে সর্ববস্তুতে সম্যক্রপে
ব্যাপ্তি।

"হে অনন্তরূপ এই চিদচিদ্বিশিষ্ট চরাচর বাবং বস্তুতে আপনি সর্বত্র আত্মরূপে ব্যাপ্ত হইয়া আছেন।" "আপনি চিদ্-অচিদ্ সমস্ত বস্তুতে আত্মরূপে সম্যক্ ব্যাপ্ত হইয়া আছেন অতএব আপনি সর্বশক্ষবাচ্য।" এই সকল বচন দ্বারা উক্ত সিদ্ধান্ত স্থুস্পইরূপে কথিত হইতেছে॥৪০॥

\* সামানাধিকরণা বৃত্তি — ভিন্নভিনপ্রবৃত্তিনিমিতানাং শকানাং এক স্মিন্ অর্থে রৃত্তিঃ সামানাধিকরণাং "। অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন অর্থবাধক শক্ষণী
ভিন্ন ভিন্ন বস্তুসমূহের প্রতিপাদক হইয়াও বখন একটি
বস্তুর প্রতিপাদক অর্থে ব্যবহৃত হইয়া ঝাকে তখন
এই সমস্ত শক্কে সমানাধিকরণ পদ বলা হয় এবং
এইরূপ ব্যবহারকে সামানাধিকরণাবৃত্তি বলা হয়।
এই বিভিন্ন পদসমূহ বিশেষণস্থানীয় বা বিশেষণবালী।
সামানাধিকরণা ব্যবহারস্থলে ইহারা একটি
বিশেষকে অবলম্বনকরতঃ অবস্থান করে।

সখেতি মন্বা প্রসভং বহুক্তং
হৈ কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি।
অজানতা মহিমানং তবেমং
ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন বাপি ॥৪১॥

যচ্চাবহাসার্থমসৎক্বতোহসি বিহারশয্যাসনভোজনেযু। একোহথবাপ্যচ্যুত তৎসমক্ষং তৎ ক্ষাময়ে দ্বামহমপ্রমেয়্য ॥৪২॥

#### সরলার্থ---

আপনার এই অনন্ত বীর্য, অমিতবিক্রমত্ব, সর্বান্তরাত্মত্ব, সর্বব্যাপিত্ব, বিশাকারত্ব প্রভৃতি মহিমা না জানিয়া আমি ভ্রমবশতঃ এবং প্রণয়বশতঃ লৌকিক হিসাবে আপনাকে সথা মনে করিয়া —হে কৃষ্ণ, হে যাদব, হে সথা এইরূপে আপনার প্রতি অবিনয়ত্বচক যে সব বাক্য বলিয়াছি এবং হে অচ্যুত। মাতুলপুত্র পিতৃদসাপুত্ররূপ লৌকিক সম্বন্ধোচিত পরিহাসপ্রসঙ্বেদ্ধ একত্র ক্রীড়া শয়ন, উপবেশন, ভোজনাদিকালে একান্তে অথবা অন্তলোক সমীপে আপনি আমার দারা তিরস্কৃত হইয়াছেন, হে অপ্রমেয় পরমেশ্বর আপনি আমার বেস সমস্ত অপরাধ ক্রমা করুন ॥৪১,৪২॥

## রামান্তজভাষ্য—

তব অনন্তবীর্যথামিতবিক্রমত্বসর্বান্তরাত্মপ্রস্তু থাদিকে। যো
মহিমা তম্ ইনম্ অজানতা ময়া
প্রমাদাং মোহাৎ প্রণয়েন চিরপরিচয়েন বা দখা ইতি 'মম বয়স্তুঃ'
ইতি মড়া হে ক্ল হে যাদব হে দথে
ইতি ত্বিয় প্রসভং বিনয়াপেতং যদ্
উক্তং যং চ পরিহাসার্থং সর্বদা এব
সংকারাহ্ঃ ত্বম্ অসংকৃতঃ অদি,বিহারশ্যাসনভোজনের চ সহক্তেমু একাত্তে

# বঙ্গানুবাদ—

আগনি অনন্তশক্তিসম্পন্ন অপরিমিত পরাক্রমশালী, সমন্ত বস্তুর আপনি অন্তরাত্মা এবং প্রস্তী, আপনার এইসকল মহিমা এবং অন্তান্ত মহিমা না জানিয়া আপনাকে চির-পরিচিত বলিয়া শুম বা মোহবশতঃ অথবা প্রণয়বশতঃ আমার স্থা অর্থাৎ সমবয়ন্ত বর্মন্ত ভাবিয়া "হে ক্লফ, হে যাদব, হে স্থা" ইত্যাদি যে সব অ-বিনয়ন্তচক বাক্য বলিয়াছি, এবং সর্বদা সম্মানযোগ্য আপনাকে পরিহাসচ্চলে যে তিরস্কার করিয়াছি এবং একত্রে বিহার, শয়ন, উপবেশন এবং ভোজনকালে একান্তে বা

বা সমক্ষং বা যদ্ অসৎকৃতঃ অসি, তৎসর্বং ছাম্ অপ্রমেয়ম্ অহং ক্ষাময়ে ॥৪১॥৪২॥

অন্তের সমক্ষে আপনার প্রতি অন্তার ব্যবহার করিয়াছি, সেইসব অপরাধের জন্ম হে অপ্রমেয় পরমেশ্বর আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি ॥৪১, ৪২॥

রামান্ত্রজভায়—

যন্ত্রাৎ ছং সর্বস্থা পিতা পূজ্যতমো

গুরুঃ চ কারুণ্যাদিগুণেঃ চ সর্বা
ধিকঃ অসি —

# বঙ্গান্তুবাদ—

আপনি যখন সকলেরই পিতা, পূজ্যতম, এবং গুরু হইতেছেন, তখন দয়া ইত্যাদি গুণও আপনাতে সর্বাধিক বিগ্নমান। এই শ্লোকদ্বয়ে অজুন, শ্রীক্ষকে তাহাই বলিতেছেন—

পিতাসি লোকস্থ চরাচরস্থ ত্বমস্থ পূজ্যশ্চ গুরুর্গরীয়ান্। ন ত্বৎসমোহস্ত্যভ্যধিকঃ কুতোহক্যো লোকত্তয়েহপ্যপ্রতিমপ্রভাব ॥৪৩॥

তন্মাৎ প্রণম্য প্রণিধায় কায়ং প্রসাদয়ে ত্বামহমীশমীড্যম্। পিতেব পুত্রস্থা সখেব সখ্যঃ প্রিয়ঃ প্রিয়ায়ার্ছসি দেব সোচুম্ ॥৪৪॥

# সরলার্থ-

হে নিরুপমগুণবৈভবশালী আপনি স্থাবর জঙ্গমাত্মক সমস্ত জগতের স্ষ্টিকর্তা পিতা, আপনি শ্রেষ্ঠ পুরুষ, আপনি পৃজ্যপুরুষ এবং আপনি অজ্ঞাতজ্ঞাপনকারী আচার্য বা শুরু।

আপনি কারুণ্য প্রভৃতি অশেষ অমুপম গুণশালী, এই ত্রিজগতে আপনার সমান অন্ত কেহ নাই অতএব আপনি অপেকা শ্রেষ্ঠপুরুষ কি প্রকারে থাকিতে পারে? আপনি দকলের পিতা, দকলের পুজ্য, দকলের গুরু দকলের শ্রেষ্ঠপুরুষ। দেইজন্ম আপনি জগতনিয়ন্তা ঈশ্বর, জগতের স্তুতির উপযুক্ত পুরুষ, আপনাকে দান্তাঙ্গ প্রণাম-পূর্বক আপনার প্রদর্গতা প্রার্থনা করিতেছি। হে পরদেবতা! পিতা যেমন প্রের, দখা যেমন দখার অপরাধ ক্ষমা করেন, দেইক্লপ প্রিয় বলিয়া আপনি প্রিয়ের অপরাধ ক্ষমা করুন॥৪৩,৪৪॥

## রামান্তজ্ভায্য—

অপ্রতিমপ্রভাব ত্বম্ অস্ত চরাচরস্ত লোকস্থ পিতা অসি অস্ত লোকস্থ গুরুঃ চ অসি। অভঃ ত্বম্ অস্তা চরাচরস্তা গরীয়ান্ পূজ্যতমঃ। ন লোকস্থ ত্বৎসমঃ অস্তি অভ্যধিকঃ কুতঃ অন্তঃ লোকত্তয়ে অপি ছদন্তঃ কারুণ্যাদিনা কেন অপি গুণেন ন ত্বৎসমঃ অস্তি, কুতঃ অভ্যধিকঃ ॥৪৩॥ তস্মাৎ ত্বাম ঈশম্ ঈড্যম্ প্রণম্য প্রণিধায় চ কার্যং প্রসাদয়ে। যথা কৃতাপরাধত্য তাপি পুত্রস্থ ষথা চ সখ্যঃ প্রণাম-পূর্বকম্ প্রার্থিতঃ পিতা সথা বা প্রসীদতি, তথা স্থং পরমকারুণিকঃ সোঢ় ুম্ সর্বং প্রিয়ায় বেম প্রিয়ঃ

#### বঙ্গান্থবাদ—

হে অনুপ্র প্রভাবশালী আপনি
এই স্থাবরজ্জমাল্পক জগতের স্রপ্তী বা
পিতা এবং ইহার গুরুও আপনি।
অতএব চরাচর এই জগতে আপনি শ্রেষ্ঠ
পুরুষ বা পৃজ্যতম পুরুষ। এই ত্রিভূবনে
কারুণ্য প্রভৃতি কোনও কল্যাণগুণে
আপনার সমান অন্ত কেহই নাই অতএব
আপনাপেক্ষা অধিক থাকা কিরূপে সম্ভব
হইতে পারে ? আপনি সকলের পিতা
পৃজ্যতম এবং গুরু। আপনি কারুণ্য
প্রভৃতি গুণজনিত সকল পুরুষ হইতে
শ্রেষ্ঠতম পুরুষ ॥৪৩॥

অতএব স্তুতি করিবার উপযুক্ত
পুরুষ পরমেশ্বর আপনাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণামপূর্বক আপনার প্রসন্ধতা প্রার্থনা
করিতেছি। যেমন অপরাধী হইলেও
পুত্র এবং সথা প্রণামপূর্বক অপরাধের
ক্ষমা প্রার্থনা করিলে পিতা এবং সথা
তাহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া ও দয়া
করিয়া অপরাধ ক্ষমা করেন, সেইরূপ
পরম কারুণিক প্রিয়্বতম আপনি আপনার
প্রিয়পাত্র আমার সমস্ত অপরাধ সয়্থ
করা উচিত অর্থাৎ আমার সমস্ত অপরাধ
দয়া করিয়া ক্ষমা করুন ॥৪৪॥

অর্হসি ॥৪৪॥

অদৃষ্টপুবং শ্বষিতোহন্মি দৃষ্ট্ৰ।
ভাষেন চ প্ৰব্যথিতং মনো মে।
ভাদেব মে দৰ্শয় দেব রূপং
প্রসীদ দেবেশ জগন্ধিবাস ॥৪৫॥

কিরীটিনং গদিনং চক্রহস্ত-মিচ্ছামি দ্বাং জষ্ট্রমহং ভথৈব। ভেনৈব রূপেণ চতুভূজেন সহস্রবাহো ভব বিশ্বমূর্ণ্ডে॥৪৬॥

# সরলার্থ-

পূর্বে অদৃষ্ট আপনার এই অদ্ধৃত রূপ দর্শন করিয়া আমি আশ্চর্যে পুলকিত হইতেছি এবং ভয়ে আমার মন অত্যন্ত ব্যাকুল হইতেছে। এই অদ্ধৃত এবং ভয়ানকরূপ সম্বরণ করিয়া আমাকে আপনার পূর্বদৃষ্ট বস্থদেবস্থত রূপের দর্শন দিন। হে দেবেশ, হে জগরিবাদ, আমার প্রতি প্রদন্ন হউন ॥৪৫॥

পূর্বদৃষ্টবং আপনার সেই মুকুটধারী ও শঙ্খচক্রগদাপানি চতুর্জন্ধপে আপনাকে দর্শন করিতে আমি অভিলাধী। হে অনন্তবাহুবিশিষ্ট বিশ্বরূপ-বিগ্রহধারী, আপনি পূর্বের সেই চতুত্ জরূপে আবিভূতি হউন ॥৪৬॥

#### রামামুজভাষ্য-

অদৃষ্টপূর্বম্ অত্যন্তুতম্ অত্যুগ্রং চ তব রূপং দৃষ্ট্বা ছবিতঃ অমি প্রীতঃ অম্মি, ভয়েন প্রব্যথিতং চ মে মনঃ, অতঃ তদ্ এব তব স্থাসমং রূপং মে দর্শর।

প্রসীদ দেবেশ জগনিবাস ময়ি প্রসাদং কুরু দেবানাং ব্রহ্মাদীনাম্ অপি ঈশ নিখিলজগদাশ্রেয়ভূত ॥৪৫॥

# বঙ্গানুবাদ —

অদৃষ্টপূর্ব অত্যন্ত অদ্ভূত এবং অতি
উগ্র আপনার এই রূপ দর্শন করিয়া আমি
হর্ষিত হইতেছি অর্থাৎ প্রীতিলাভ করিতেছি
এবং (সঙ্গে সঙ্গে)ভয়ভীত হইয়াও আমার
মন অত্যন্ত ব্যাকুল হইতেছে। অতএব
এখন আমাকে দেই পূর্বদৃষ্ট আপনার
স্থপ্রসন্ন রূপের দর্শনদান করুন। হে
দেবেশ, হে জগিরবাস অর্থাৎ ব্রহ্মাদিনিদেবশ
তারও ঈশ্বর এবং নিখিল জগতের আশ্রয়শ
স্বরূপ আমার প্রতি কুপা করুন॥৪६॥

তথা এব পূর্ববং কিরীটিনং গদিনং
চক্রহন্তং ত্বাং দ্রষ্ট্রম্ ইচ্ছামি, আতঃ
তেন এব পূর্বসিন্ধেন চতুর্ভুজেন রূপেণ
মুক্তো তব, সহস্রবাহো বিশ্বমূর্ত্তে
ইদানীং সহস্রবাস্তব্দেন বিশ্বমূর্ত্তে
ইদানীং সহস্রবাস্তব্দেন বিশ্বমূর্ত্তি
কর্পেণ মুক্তো তব ইত্যর্থঃ ॥৪৬॥

পূর্বদৃষ্ট মুক্টধারী এবং শব্দচক্র-গদাপদ্মধারী চতুভূ জরূপে আপনাকে দেখিতে
ইচ্ছা করি। অতএব হে সহস্রবাহো
হে বিশ্বমূর্জে, আপনার সেই পূর্বসিদ্ধ
চতুভূ জরূপে আবিভূ ত হউন। তাৎপর্য
এই যে, এখন সন্মুথে আপনার সহস্রবাহযুক্ত যে বিশ্বরূপমূর্তি (উগ্ররূপ) দর্শন
করিতেছি — সেই রূপ সম্বর্ণ করিয়া
পূর্ব্বদৃষ্ট (চতুভূ জ) রূপে (প্রসন্নমূর্ত্তিতে)
আবিভূ তহউন ॥৪৬॥

রামানুজভায়—

অনম্ভক্তিব্যতিরিকৈঃ সর্বৈঃ

অপি উপার্টয়ঃ যথাবদ্ অবন্দিতঃ

অহং দ্রস্টুং ন শক্য ইতি আহ—

বঙ্গান্থবাদ—

আমার প্রতি অনগ্রভক্তি ব্যতিরিক্ত অন্ত কোনপ্রকার উপায় দ্বারা যথার্থ-স্বরূপে অবস্থিত আমার এই রূপের দর্শন-লাভ করিতে যে কেহ সমর্থ হয় না তাহাই এই শ্লোকে বলিতেছেন—

শ্রীভগবাহুবাচ

ময়া প্রসঙ্গেন তবার্চ্জুনেদং
রূপং পরং দর্শিতমান্মযোগাৎ।

তেজাময়ং বিশ্বমনন্তমান্তং

যন্মে ত্বদন্তান ন দৃষ্টপূর্বম্ ॥৪৭॥

ন বেদযজ্ঞাধ্যয়নৈন দানৈ
ন চ ক্রিয়ান্তিন তপোভিরুব্রোঃ।

এবংরূপঃ শক্য অহং নৃলোকে

ক্রপ্তঃ ত্বদন্তোন কুরুপ্রবীর ॥৪৮॥

মা তে ব্যথা মা চ বিমূঢ়ভাবো

দৃষ্ট্যা রূপং ঘোরমীদৃঙ্ মমেদম্।

ব্যপেতভীঃ প্রীতমনাঃ পুনস্তং

ত্দেব মে রূপমিদং প্রপশ্য ॥৪৯॥

সরলার্থ-

পূর্ব শ্লোকে ভয়জনক বিশ্বরূপ সম্বরণপূর্বক প্রসন্ন চতুর্ভুজরূপ দর্শন অভিলানী অজ্বন কতৃক প্রাথিত হইয়া অতঃপর তিনটি শ্লোকে ভগবান তাহাকে আশ্বাস দিয়া বলিতেছেন।)

'হে অজুন, আমার জ্যোতির্ময় আদি-অন্তরহিত এই বিশ্বরূপ যাহা তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া আমি স্বীয় সঙ্কল্ল দারা তোমায় দেখাইলাম তাহা তুমি ভিন্ন পূর্বে আর কেহ এই রূপ দেখে নাই ॥৪৭॥

(এই শ্লোকে ভগবান বলিতেছেন যে ঐকান্তিক ভক্তি ব্যতিরিক্ত অন্ত সর্বপ্রকার উপায়েই এই বিশ্বরূপের দর্শন ছলভি।)

হে কুরুবংশশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন এই প্রকার বিশ্বরূপবিশিষ্ট আমার বিগ্রহ, যাহা তুমি আমার কপাপ্রদন্ত দিব্যচকুর দারা দর্শন করিলে তাহা এই মন্ব্যুলোকে তুমি ভিন্ন অন্তকেহ, বেদ এবং বিভা অধ্যয়ন দারা এবং বিবিধ যজ্ঞ অন্তষ্ঠানের দারা, দেখিতে সমর্থ হয় না অথবা বিবিধ দানের দারা অ গ্নিহোত্র প্রভৃতি বিবিধ কর্মান্থ্র্যানের দারা এবং কায়ক্রেশ্ঘটিত ভ্রদর তপস্থার দারাও দর্শন পাইতে সমর্থ হয় না ॥৪৮॥

এই প্রকার অতি ভয়ঙ্কর আমার এই বিশ্বরূপ-বিগ্রহ দর্শন করিয়া তুমি ভীত হইওনা এবং বিকল হইও না। আমি এই রূপ সম্বরণ করিতেছি তুমি নির্ভয় হৃদয়ে এবং সম্ভষ্ট মনে তোমার প্রার্থিত পূর্বদৃষ্ট সেই (চতুর্ভুজ) সৌম্যরূপ প্ররায় প্রকৃষ্ট-রূপে দর্শন কর ॥৪৯॥

রামান্তজভায্য-

যং মে তেজােময়ং তেজােরাশিং বিশং
সর্বাত্মভূত্ম অনন্তম্ অন্তরহিত্ম
প্রদর্শনার্থম্ ইদম্, আদিমধ্যান্তরহিত্ম্, আলং মদ্যাতিরিক্তন্ত কুৎস্বত্য
আদিভূতং ছদত্যেন কেন অপি ন
দৃষ্টপূর্বং রূপং তদ্ ইদং প্রসারেন ময়া
মন্তকার তে দশিত্ম্ আল্লােমাগাং
আল্লানঃ সত্যসংকল্পছ্যোগাৎ ॥৪৭॥

বঙ্গান্তবাদ-

আমার এই যে তেজোময় অর্থাৎ অর্থাৎ সমগ্র তেজরাশিযুক্ত বিশ্বরূপ বিশ্বাত্মক ( সারাবিশ্বে আত্মরূপে স্থিত) অর্থাৎ অন্তরহিত অর্থাৎ আদি-অন্ত-মধ্যরহিত, আদি মদ্যতিরিক্ত সমগ্র জগতের আদিভূত রূপ ইতিপূর্বে তুমি ভিন্ন অন্ত কেহই দর্শন করিতে সমর্থ হন নাই, তুমি আমার ভক্ত বলিয়া তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া আমি আমার সত্যসঙ্কল্পক্রপ আল্লযোগ দারা এই রূপ তোমাকে দেখাইলাম ॥৪৭॥

এবংরূপঃ যথাবন্দিতঃ অহং ময়ি একান্তি-ভক্তিমতঃ ত্বতঃ অন্তেন কাত্যন্তিকভক্তিরহিতেন কেন অপি शूक़द्मन (कवरेनः (वनयष्ट्रानिण्डिः स्ट्रें न मकाः ॥४৮॥

क्रिकृमद्यात्रज्ञश्रेष्ट्रात्न एक या व्यापा, ষঃ চ বিষ্টভাবো বৰ্ততে, তদ্ উভয়ং যা ভূৎ, ত্বয়া অভ্যস্তপূর্বম্ এব (जीबाक्रां क्रिक्शं क्रिक्शं वित्र हिन्द মম রূপং প্রপশ্য ॥৪৯॥

আমার প্রতি ভক্তিমান পুরুষ ভূমি ব্যতিরিক্ত ঐকান্তিক আত্যন্তিক ভক্তিবিহীন অগ্ত কোন পুরুষই কেবল বেদ এবং यथार्थ যজ্ঞাদির দারা, এইপ্রকার রূপবিশিষ্ট আমার দর্শনলাভ করিতে সমর্থ হয় না ॥৪৮॥

আমার এই ঘোর রূপের দর্শন করিয়া তোমার যে ব্যাকুলতা এবং যে মোহের ভাব হইতেছে এই ছইটিই দূর হউক। তোমার পূর্ব হইতে অভ্যন্ত আমার সৌম্য-রূপ এখন তোমায় দেখাইতেছি—আমার এই সৌম্যশান্ত রূপ দর্শন কর ॥৪৯॥

সঞ্জয় উবাচ— ইত্যজ্জু নং বাসুদেবস্তথোক্ত্রা স্বকং রূপং দর্শরামাস ভুয়ঃ। আশ্বাসয়ামাস চ ভীতমেনং ভূত্বা পুনঃ সৌম্যবপূর্যহাত্মা ॥৫०॥

সরলার্থ—

সঞ্জয় তথন ধৃতরাষ্ট্রকে বলিলেন, হে ধৃতরাষ্ট্র, বাস্থদেব অর্জ্ঞ্নকে প্রোক্ত তিনটি লোকে বাচিক আখাস প্রদান করিয়া প্ররায় নিজ চতুভুজরপে তাঁহাকে দর্শন দিলেন। মহাত্মা বাস্তদেব কেবলমাত্র এইরূপ ধারণ করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না তিনি সৌম্যমৃত্তি হইয়া ভয়ভীত অর্জুনকে পুনরায় (সহাস্থবদনে আলিঙ্গন পূর্বক) আশ্বন্ত করিলেন ॥৫০॥

রামানুজভাষ্য—

চতু জু জরপং দর্শয়ামাস, অপরিচিত-। পুনরায় স্বীয় চতু জু রূপের দর্শন দিলেন।

এবং পাণ্ডুতনয়ং ভগবান্ বস্তুদেব- প্রশ্লোকে আশ্বাসসানের পরে ভগবান উজ্বা ভূয়ঃ স্বকীয়ন্ এব বস্থদেবপুত্ত শ্রীকৃষ্ণ, পাণ্ডুপুত্ত অজুনকে স্বরূপদর্শনেন ভীতম্ এনং প্নঃ অপি
পরিচিতদোম্যবপুঃ ভূতা আখাসয়ামাস

চ, মহাত্মা সত্যসংকল্পঃ।

অস্তা সর্বেশ্বরস্তা পরমপুরুষস্তা পরস্তা ব্রহ্মণো জগত্বপকৃতিমর্ভ্যস্তা বস্থদেবসূনোঃ চতুস্কু জম্ এব স্বনীয়ং রূপং কংসাদ্ ভীতবস্থদেবপ্রার্থনেন আকংসবধাৎ পূর্বং স্কুজন্বয়ম্ উপ-সংস্কৃতং পশ্চাদ্ আবিষ্কৃতং চ।

'জাতোহসি দেবদেবেশ শঙ্খচক্রগদাধর।
দিব্যরূপমিদং দেব প্রসাদেনোপসংহর॥'
(বিঃ পুঃ ৫।৩।১০) 'উপসংহর বিশ্বাত্মন্
রূপমেতচত্ত্তু জম্' (বিঃ পুঃ ৫।৩।১৩)
ইতি হি প্রার্থিতম্।

শিশুপালস্থ অপি দ্বিষতঃ অনবরত-ভাবনাবিষয়ং চতুস্কু জম্ এব বস্থদেব-স্নো রূপম্ 'উদারপীবরচত্র্বাহুং শঙ্খ-চক্রগদাধরম্' (বিঃ পুঃ ৪/১৫/১০) মহাত্মা অর্থাৎ সত্যসঙ্কল্প ভগবান প্রীকৃষ্ণ, অজুনের চিরপরিচিত সৌম্যমূর্তি ধারণ করিয়া, তাঁহার অপরিচিত স্বরূপাত্মক রূপের দর্শনে ভয়াবিষ্ট তাহাকে ট্রপুনরায় আশ্বাস দিলেন।

এই দর্বেশ্বর পরমপ্রেষ পরমব্রক্ষ জগতের উপকারের জন্ম মহয্যরূপেধ রায় অবতীর্ণ বস্থদেবপুত্র শ্রীক্ষক্ষের (আবি-ভাবকালে) স্বীয়রূপ চতুর্ভু জিবিশিষ্টই ছিল। কংসের ভয়ে ভীত বস্থদেবের প্রার্থনা অমুদারে তিনি কংসের সংহার-কাল অবধি আপনার ঘটী হস্ত সংবরণ করিয়াছিলেন। তৎপরে অধুনা প্ররায় এই ঘুই হস্ত প্রকট করিলেন।

বস্থদেবজী নিয়প্রকার প্রার্থনা করিয়াছিলেন—

"হে শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী দেবদেবেশ, পরমেশর, আপনি দাক্ষাৎ আবিভূতি হইয়াছেন, হে দেব আপনি অন্থগ্রহপূর্বক এই দিব্যরূপ সম্বরণ করুন।"

হে বিশ্বাত্মন. আপনার এই চতুর্ভূজ রূপ সম্বরণ করুন।"

যিনি নিরস্তর শ্রীকৃষ্ণকে শত্রুরূপে ভাবনা করিয়াছিলেন সেই বিদ্বেষকারী শিশুপাল বস্থদেবপুত্র শ্রীকৃষ্ণকে চতুর্ভূজ রূপেই ভাবনা করিতেন। বিষ্ণুপুরাণে কথিত হইয়াছে—"উদার এবং পুষ্ট চতু-ভূজ শঙ্খচক্র-গদাধারী শ্রীকৃষ্ণকে"

ইতি; অতঃ পার্থেন অত্র 'তেনৈব | ইত্যাদি বাক্য ৷—অতএব স্থচিত হইতেছে রূপেণ চতুভূজেন' (১১।৪৬) ইতি

যে এস্থলেও উক্ত ভাবনাযুক্ত হইয়া অর্জুন "আপনার সেই স্বীয় চতুর্জন্ধপে দর্শন দিন।"— এইন্ধপ বলিতেছেন।।৫০॥

# অৰ্জুন উবাচ— ष्ट्रिपः गानुषः क्रभः उव मात्रः जनाक्रन। ইদানীমন্মি সংবৃত্তঃ সচেতাঃ প্রকৃতিং গতঃ ॥৫১॥

#### সরলার্থ-

তখন নির্ভয় হইয়া অজ্জ্ব কহিলেন হে জনার্দ্দন ! আপনার এই সৌম্যমৃষ্ঠি মহয়ক্রপ দর্শন করিয়া আমি অব্যাকুল চিন্ত এবং প্রকৃতিস্থ হইলাম ॥৫১॥

## রামান্তজভাগ্য--

অনবধিকাতিশয়সৌন্দর্যসৌকুমার্য-লাবণ্যাদিযুক্তং তব এব অসাধারণং মনুষ্যত্বসংস্থানসংস্থিতম্ অভিসোম্য ইদং তব রূপং দৃষ্ট্য ইদানীং সচেতাঃ সংবৃত্তঃ অস্মি, প্রকৃতিং গতঃ চ ॥৫১॥

## বঙ্গান্তবাদ-

নিরবধিক এবং অতিশয় সৌন্দর্য, সৌকুমার্য, লাবণ্য প্রভৃতি গুণবিশিষ্ট আপ-নার এই অসাধারণ মহয়াকার অত্যম্ভ সৌম্যরূপ দর্শন করিয়া এখন অব্যাকুলচিত্ত এবং প্রকৃতিস্থ হইলাম ॥৫১॥

# শ্রীভগবান, বাচ---ज्रुष्ट्रम्म निमः ज्ञाभः मृष्टेवानि यग्रम । দেবা অপ্যস্ত রূপস্ত নিত্যং দর্শনকাজ্ঞিণঃ ॥৫২॥

#### সরলার্থ-

অর্জনকে এই বিশ্বরূপ দর্শন দানে নিজ অন্থতহের অতি ছল ভত্ব দেখাইয়া শ্রীভগবান কহিলেন—হে অর্জ্জন তুমি আমার যে বিশ্বরূপ দর্শন করিলে তাহার দর্শন অতীব ত্বল্ভ। জ্ঞান এবং শক্তি প্রভৃতিগুণে মহয় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর ব্রহ্মাদি দৈৰগণও এইক্সপের নিত্য দর্শন অভিলাষী ॥৫২॥

রামান্ত্রজভাষ্য—

মম ইদং সর্বস্থা প্রশাসনে অবস্থিতং
সর্বাপ্রয়ং সর্বকারগভূতং রূপং যং
দৃষ্টবান্ অসি, তৎ স্বত্র্দর্শং ন কেন
অসি দেষ্ট্র্যুং শক্যুম; অস্থা রূপস্থা দেবা
অসি নিত্যং দর্শনকাজ্মিণঃ, ন তু
দৃষ্টবন্তঃ ॥৫২॥

রামানুজ ভায়— কুডঃ ? ইত্যত্ত আহ— `

## বঙ্গানু বাদ—

চিদ্চিদ্ সর্ববস্তর শাসকরপে অবস্থিত
সর্ববস্তর আশ্রয়ভূত এবং সর্ববস্তর কারণভূত আমার এই রূপ যাহা ভূমি দর্শন
করিলে তাহার দর্শন অতীব ছফর; ব্রন্ধাদি
পিপীলিকা পর্যস্ত কেহই এইরূপ দর্শনে
সমর্থ হয় না। আমার এই রূপের
দর্শনের জন্ত দেবতাগণও সর্বদা অভিলাধী কিন্ত তাহাদের এই রূপ দর্শনের
সোভাগ্য হয় নাই ॥৫২॥

বঙ্গান্তুবাদ —

দেবতারাও কেন এই বিশ্বরূপ দর্শনে
সমর্থ হন না তাহাই বলিতেছেন—

নাহং বেদৈন তপসা ন দানেন ন চেজ্যয়া।
শক্য এবংবিধো জষ্টুং দৃষ্টবানসি মাং যথা॥৫৩॥
ভক্ত্যা ছনন্তুয়া শক্য অহমেবংবিধোইজ্জুন।
জ্ঞাতুং জষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তুপ॥৫৪॥

সরলাথ-

হে অজুন মম দন্ত দিব্যচকুষারা আমার সর্বনিয়ন্তার পরিচায়ক, সর্ববস্তর আশ্রয়ভূত এবং সর্ববস্তুর কারণভূত এই বিশ্বরূপ ভূমি যেরূপে দর্শন করিতে সমর্থ হইলে, সেই রূপ দর্শনে কেবলমাত্র বেদ অধ্যয়ন দারা কেবলমাত্র দানের দারা, কেবলমাত্র উগ্র তপস্থা দারা, অথবা কেবলমাত্র যজ্জের দারা কোন পুরুষই দেখিতে সমর্থ হয় না।

(কি উপায়ে এই বিশ্বরূপ দেখিতে পাওয়া যায় এখন তাহা বলিতেছেন)—
পূর্বোক্তপ্রকার দর্বনিয়ন্তা দর্বাশ্রয় এবং দর্বকারণভূত বিশ্বরূপবিশিষ্ট আমাকে কেবলমাত্র
অনসভক্তিদ্বার। যথার্থরূপে অবগত হইতে, যথার্থরূপে দাক্ষাৎ করিতে, যথার্থরূপে
প্রাপ্ত হইতে দমর্থ হয়। তাৎপর্য এই যে, এই অনসভক্তি যে কেবলমাত্র দাক্ষাৎকারের
উপায় তাহাই নহে, এই ভক্তি ভগবৎদাক্ষাৎকারের পূর্বভাবিনী প্রকৃত শাস্ত্রার্থ নির্ণয়ের
এবং তত্ত্বজ্ঞানলাভেরও উপায় এবং ভগবৎদাক্ষাৎকার ও অনস্তর ভগবৎপ্রাপ্তির
উপায় ॥৫৩,৫৪॥

রামাত্রজ ভাষ্য-

বেলৈঃ অধ্যাপনপ্রবচনাধ্যয়নশ্রেবণজপবিষধ্য়ৈ যাগদানহোমতপোভিঃ চ মন্তক্তিরহিতৈঃ কেবলৈঃ
যথাবৎ অবস্থিতঃ অহং দ্রষ্ট্রং ন
শক্যঃ। অনুসরা তু ভক্ত্যা ভক্ততঃ
শাক্তিঃ জাতুং ভক্ততঃ সাক্ষাৎকর্তুং
ভক্ততঃ প্রবেষ্ট্রং চ শক্যঃ।

তথা চ শ্রুভিঃ 'নায়মান্না প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন। যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্থৈৰ আল্পা বিবৃণুতে তন্ং স্বাম্।' (কঠঃ ১।২।২২) ইতি ॥৫৩,৫৪॥ বঙ্গানুবাদ—

মন্তজিশূন্য হইয়া কেবল বেদের অধ্যয়ন, অধ্যাপনা এবং ভাষণ, শ্রবণ ও জপাদির দারা এবং কেবল যজ্ঞ, দান, হোম এবং তপস্থার দারা যথার্থস্বরূপবিশিষ্ট আমার এই বিশ্বরূপ দর্শনে কেহই সমর্থ হয় না। কেবলমাত্র অনন্যভক্তির দারাই প্রকৃত শাস্ত্রার্থ নির্ণয় করিয়া যথার্থক্সপে আমাকে লাভ করিতে সমর্থ হয়। শ্রুতিও এই কথাই বলিতেছেন—"এই আত্মা (পরমান্ধা) প্রকৃষ্ট বহুভাষণের দ্বারা লাভ করা যায় না, বুদ্ধির দারাও লাভ করা যায় না। এই পর্মালা যাহাকে বরণ করেন সেই তাহাকে লাভ করিতে সমর্থ হয়। তাহার নিকট এই পরমান্থা নিজ স্বরূপ ও রূপ প্রকট করিয়া থাকেন।" 1180,001

# মৎকর্মকুমাৎপরমো মন্তক্তঃ সঙ্গবর্জিতঃ। নিবৈরঃ সর্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব ॥৫৫॥

দরলার্থ ---

পূর্বোক্ত শ্লোকে বলিয়াছেন যে, বেদের অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, ভাষণ এবং শ্রবণের দারা আমাকে লাভ করা যায় না। ইহা আপাতঃদৃষ্টিতে শাস্ত্রবিরুদ্ধ বলিয়া কল্পিত হইতে পারে, এই বিরোধ পরিহারের জন্ম বেদ অধ্যয়ন প্রভৃতি সমস্ত কর্ম যে ভগবদআরাধনার্রপে অহঠেয়, তাহাই এই শ্লোকে বলিতেছেন)

হে তৃতীয় পাণ্ডব অজুন, যিনি নিত্যনৈমিত্তিক সকল কর্ম আমার আরাধনার্রপে করিয়া থাকেন, মৎপ্রাপ্তিই বাঁহার সর্বকর্মের পরম উদ্দেশ্য, যিনি আমার পরম ভক্ত, মৎব্যতিরিক্ত সর্ববস্তুতে যিনি আসক্তিশৃ্য এবং যিনি জগতে বৈরীহীন তিনি আমাকে প্রাপ্ত হন ॥৫৫॥

60

রামাপুজ ভাষ্য— কর্মাণি (वनाथुयनामीन नर्तान মদারাধনরপাণি ইতি যঃ করোতি মৎপরমঃ—সর্বেষাম্ মৎকর্মকৎ; আরম্ভাণাং অহম্ এব পরমোদেখো যশ্য স মৎপরমঃ; মন্তক্ত:—অত্যর্থ-মংপ্রিয়ত্বেন মংকীর্ত্তনস্ততিধ্যানার্চন-বিনা আত্মধারণম্ প্রণামাদিভিঃ মদেকপ্রয়োজনতয়া অলভমানো যঃ সততং তানি করোতি স, गडकः।

সঙ্গবর্জিতঃ — মদেকপ্রিয়েরেন ইত-রসঙ্গম্ অসহমানঃ। নির্বৈরঃ সর্বভূতেয়্—মৎসংশ্লেষবিয়োটগকস্থধছঃখন্মভাবদ্বাৎ স্বস্তঃখন্ম স্বাপরাধনিমিত্তথানুসন্ধানাৎ চ সর্বভূতানাং
পরমপুরুষপরতন্তত্ত্বানুসন্ধানাৎ চ
সর্বব্দুতেয়ু বৈরনিমিত্তাভাবাৎ তেয়ু
নির্বৈরঃ।

বেদ অধ্যয়ন প্রভৃতি সমস্ত কৰ্ম আমার আরাধনা মনে করিয়া অনুষ্ঠান করেন তিনি তাঁহার সর্বকর্মেই "আমার কর্মের অম্প্রানকারী"বলিয়াগণ্য যাঁহার সর্বকর্মের প্রারম্ভ (সর্বকর্ম) একমাত্র আমাকে পরম উদেশ করিয়া অহুষ্ঠিত হয় তিনি "মৎপরায়ণ"। আমার প্রতি অত্যন্ত প্রীতিবশতঃ আমার কীর্ত্তন, স্তুতি, ধ্যান, পূজন এবং নমস্কার প্রভৃতি **धात्रा** विषय विषय विषय যিনি জীবন কেবলমাত্র আমার সন্তোষের কীর্ত্তন পৃজন নমস্বার প্রভৃতি করিয়া থাকেন তিনিই আমার "ভক্ত"। আমাতে অত্যম্ভ প্রীতি এবং আসক্তির জন্ম যিনি মদ্যতীত স্ত্ৰী পুত্ৰ মিত্ৰ প্ৰভৃতিতে আসজি-রহিত তিনি "সঙ্গবজ্জিত"। যিনি কেবল-মাত্র আমার মিলনে স্থা হন এবং আমার विस्त्रार्ग यिनि इःशी इन, এবং यिनि यावः ছঃখ ভোগকে নিজ অপরাধ বা নিজ কর্মফল জনিত বলিয়া অমুসন্ধান করেন, यिनि ममस প्रांगीत्कर वक्रमांव প्रम পুরুষের অধীন বলিয়া মনে করেন এবং সেই কারণে কোনও প্রাণীর উপর শক্ৰডাব পোষ্ণ তিনি করেন সর্বভূতে "নিবৈর"। (তাৎপর্য—নিজ কর্ম-ফল ভোগ করাইবার জন্ম ঈশ্বর অগ্ৰ জীবের দারা তাহার অনিষ্টকর কাৰ্য করাইয়া থাকেন—এইপ্রকার ভাবনা পোষণকরতঃ অনিষ্টকারীর প্রতি ক্রোধ-शैन जवः (वयशीन श्रेशा।)

যঃ এবংশ্তৃতঃ স মাম্ এতি, মাং
যথাবদ্ অবস্থিতং প্রাপ্তোতি।
নিরস্তাবিভাভদোষদোষগন্ধো
মদেকান্মভবো ভবতি ইত্যর্থঃ ॥৫৫॥

এই প্রকার গুণবিশিষ্ট যে পুরুষ
তিনি আমাকে প্রাপ্ত হন অর্থাৎ যথার্থ
পরমেশ্বররূপে স্থিত আমাকে প্রাপ্ত হন।
তাৎপর্য্য এই যে সেই পুরুষ অবিচ্ছা
প্রভৃতি সমস্ত দোবের গন্ধমাত্রও সর্বপ্রকারে
বিনাশ করিয়া কেবলমাত্র আমারই
অস্তত্বে মগ্র হইয়া থাকেন ॥৫৫॥

ইতি বিশ্বরূপদর্শনযোগনামক একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত

# দ্বাদশ অধ্যায়

#### ভক্তিযোগ

রামানুজভায়—

ভক্তিযোগনিষ্ঠানাং প্রাপ্যভূতস্থ পরত্য ব্রহ্মণো ভগবতো নারায়ণত্য नित्रद्रुदेगथर्थः जाकारकजूकागात्र वाकू नाम वानविधका विभागका करणा)-मार्यरमोमीनामिखनमाभरतन भजा-সঙ্কল্পেন ভগবতা স্থৈশ্বৰ্থং যথাবদ্ অবস্থিতং দৰ্শিতম। উক্তং চ তত্ত্বতো ভগবদ্জানদর্শনপ্রাপ্তীনাম্ ঐকান্তি-কাত্যন্তিকভগবন্ধক্তৈয়কলভ্যত্বন্। অনন্তরম্ আত্মপ্রাপ্তিসাধনভূতাদ আত্মোপাসনাদ্ ভক্তিরূপশু ভগ-বছপাসনস্থ श्रमाध्यनिष्भाष्टन শৈন্ত্ৰ্যাৎ স্থখোপাদানত্বাৎ চ শ্ৰেষ্ঠ্যম্; ভগবছুপাসনোপায়ঃ চ তদশক্তস্ত অক্ষরনিষ্ঠতা তদপেক্ষিতাঃ উচ্যত্তে।

বঙ্গানুবাদ—

ইতিপূর্বে ভক্তিযোগ নিষ্ঠাবান ভক্তের উপাশ্রবস্ত পরব্রহ্ম ভগবান নারায়ণের সর্বস্বতন্ত্র ঐশ্বর্যদর্শনের অভিলাষী হইলে অর্জ্জ্নকে তথন অনন্ত ও অতিশয় কারুণ্য, গুদার্য, সৌশীল্য প্রভৃতি গুণসাগর সত্যসঙ্কল্প ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজ ঐশ্বর্যের যথা-যথ দর্শনদান দিয়াছিলেন। ভগবৎ-বিষয়ে যথার্থ তত্ত্বজ্ঞান লাভ, ভগবৎ-দর্শন এবং ভগবৎপ্রাপ্তি—এই সমস্ত যে কেবল একমাত্র অনন্ত এবং আত্যন্তিক ভক্তির দারাই লাভ করা যায়, পূর্বাধ্যায়ে তাহা কথিত হইয়াছে।

এখন এই অধ্যায়ে বর্ণিত হইতেছে যে আত্মপ্রাপ্তির সাধনরূপ আত্মার উপা-সনা অপেক্ষা ভগবদ্ভক্তিরূপ উপাসনার দারা নিজ উপাস্থবস্ত শীঘ্র লাভ করা যায় এবং এই ভক্তিরূপ উপাসনা স্থাকর বলিয়া শ্রেষ্ঠতর।

যাহারা ভগবদ্ উপাসনায় অসমর্থ বা অনধিকারী তাহাদের পক্ষে আত্মার উপাসনার সহায়কারী অন্ত অন্ত সাধনও কর্ত্তব্য (আত্মউপাসনার দ্বারা চিত্ত শুদ্ধি হইলে তথন
এই সকল সাধক ভগবদ্ উপাসনার অধিকারী হয় )।

ভগবছপাসনম্ভ প্রাপ্যভূতোপাশ্ত-

লৈষ্ঠ্যাৎ, লৈষ্ঠ্যং ভু 'যোগিনামপি

দর্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা। শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং দ মে যুক্ততমো মতঃ॥' (৬।৪৭) ইত্যত্ত উক্তম্। ভগবদ্ উপাদনার উপাশ্ত বস্তু (পরমেশ্বর) শ্রেষ্ঠ বলিয়া কীর্ত্তিত, অতএব
ভগবদ্ উপাদনারপ ভক্তিরও যে শ্রেষ্ঠতা
তাহা প্রতিপাদনের জন্ত ইতিপূর্বে ভগবান
নিজ মুখে উপদেশ দিয়াছেন—'দর্শপ্রকার
যোগীদের মধ্যে যে ব্যক্তি মদ্গতিচিত্ত
হইয়া এবং শ্রদ্ধাবান হইয়া আমার ভজনা
করে আমার মতে দেই যুক্ততম অর্থাৎ
দর্শশ্রেষ্ঠ যোগী।'

# অজুনি উবাচ এবং সতত্যুক্তা যে ভক্তান্তাং পযু পাসতে। যে চাপ্যক্ষরমব্যক্তং তেষাং কে যোগবিত্তমাঃ ॥১॥

সরলার্থ —

অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন — পূর্বাধ্যায়ের অন্তিম শ্লোকে মৎকর্মকৃৎ মৎপরমো ইত্যাদি প্রকারে তোমার সহিত সতত যুক্ত যে সকল ভক্তেরা তোমাকে সর্বতোভাবে উপাসনা করে এবং যাহারা অব্যক্ত অব্যয় জীবাত্মস্বদ্ধপের উপাসনা করে তাহাদের মধ্যে কাহারা যোগবিত্তম ? অর্থাৎ কে নিজ প্রাপ্যবস্তু বা অভীষ্টবস্তু লাভে সর্বাপেক্ষ! শীত্রগামী ? ॥১॥

রামান্তজভায্য—

এবং 'মংকর্মকং' (১১/৫৫) ইত্যাদিনা উক্তেন প্রকারেণ সতত্যুক্তাঃ ভগবন্তং দ্বাম্ এব পরং প্রাপ্যং মন্বানা যে ভক্তাঃ দ্বাং সকলবিভূতিযুক্তম্ অনবধিকা-তিশয়সৌন্দর্য্যসোশীল্যসার্বজ্ঞ্য-সত্যসঙ্কল্পদ্বাত্তনন্তগুণসাগরং পরি- বঙ্গানুবাদ—

পূর্বাধ্যায়ের অন্তিম শ্লোকে 'মংকর্মকং' 'মংপরমো' ইত্যাদি উক্ত প্রকারে তোমাতে নিরস্তর নিযুক্ত থাকিয়া এবং তোমাকেই পরম প্রাপ্যবস্তু বা অভীষ্টবস্তু মনে করিয়া যে সকল ভক্তগণ অশেষ বিভূতিমান অনম্ভ অতিশন্ন সৌন্দর্য ও সৌশীল্যপূর্ণ সর্বজ্ঞ সত্যসঙ্গল্প প্রভূতি অনস্ত শুণসাগর — এইরূপ

পূর্ণন্ উপাসতে, যে চ অপি অক্ষরং প্রত্যগাত্মস্করপং তদ্ এব চ অব্যক্তং চক্ষুরাদিকরণেন অনভিব্যক্তস্করপন্ উপাসতে, তেষান্ উভয়েষাং কে যোগবিত্তমাঃ কে স্বসাধ্যং প্রতি শীদ্রগামিনঃ ইত্যর্থঃ । 'ভবামি ন চিরাং পার্থ মধ্যাবেশিতচেতসাম্ ॥' (১২।৭) ইতি উত্তরত্ত যোগবিত্তমন্ডং শৈদ্র্যবিষয়ন্ ইতি হি ব্যঞ্জয়িষ্যতে রপ গুণ বিভূতিপরিপূর্ণ আপনাকে উপাসনা করেন অপর পক্ষে যে দকল মহুষ্য
চক্ষুকর্ণাদির অগোচর অব্যক্ত এবং অক্ষর
জীবাত্মস্বরূপের উপাদনা করেন এই
উভয় প্রকার উপাদকদিগের মধ্যে কে
যোগবিত্তম অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ যোগবিদ্' ? অর্থাৎ
নিজ প্রাপ্যবস্ত বা অভীষ্টবস্ত লাভে
দর্বাপেক্ষা শীঘ্রগামী ? ॥১॥

## <u>শ্রীভগবান্থ</u>বাচ

ময্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে। শ্রদ্ধরা পরয়োপেতান্তে মে যুক্ততমা মতাঃ ॥২॥

#### সরলার্থ-

শ্রীভগবান বলিলেন—যে সকল উপাসকগণ আমাতে মনোনিবেশ করিয়া পরম শ্রদ্ধাসহকারে আমার সহিত নিত্য যোগের অভিলাষী হইয়া আমার উপাসনা করে আমার মতে তাহারাই যুক্ততম , (অর্থাৎ তাহারাই সর্বাপেক্ষা শীঘ্র এবং স্থথে আমার প্রাপ্ত হয়) ॥২॥

#### রামানুজভায্য-

অত্যর্থমৎপ্রিয়ত্বেন মনো মরি আবেশ্য শ্রদ্ধরা পররা উপেতা নিত্যযুক্তা নিত্য-যোগং কাজ্জমাণা যে মাম্ উপাসতে, প্রাপ্যবিষয়ং মনো ময়ি আবেশ্য যে মাম্ উপাসতে ইত্যর্থঃ; তে যুক্তমা মে মতাঃ। মাং স্থাখন অচিরাৎ প্রাপ্পুবন্তি ইত্যর্থঃ॥২॥

#### বঙ্গানুবাদ—

আমি অত্যন্ত প্রিয় বলিয়া আমার সহিত নিত্যযুক্ত থাকিতে অভিলাষী যে সাধকগণ পরম শ্রদ্ধান্বিত হইয়া আমাতে মনোনিবেশপূর্বক আমার উপাসনা করে তাহারাই যুক্ততম, এই আমার অভিমত। অর্থাৎ তাহারা স্থথে এবং অচিরে আমাকে প্রাপ্ত হয় ॥২॥

যে ত্বক্ষরমনির্দ্দেশ্যমব্যক্তং পর্যুপাসতে। সর্ববিজ্ঞগমচিন্ত্যং চ কুটস্থমচলং ধ্রুবম্ ॥৩॥ সংনিয়ম্যেন্ডিয়গ্রামং সর্বত সমবৃদ্ধয়ঃ। তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্বভূতহিতে রভাঃ ॥৪॥ ক্লেশোহধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্। অব্যক্তা হি গতিছু :খং দেহবন্ধিরবাপ্যতে ॥৫॥

#### সরলার্থ-

(পূর্ব শ্লোকে ভগবৎ উপাসনার উৎকর্ষ এবং সাধনার স্থখন্নপতা ও অভীষ্টপ্রাপ্তির শীঘতার কথা বলিয়া অতঃপর তিনটি শ্লোকে দেহবিনিমুক্ত জীবাল্বার উপাসনার ক্লেশসাধ্যতা এবং অপকর্ষতার কথা বলিতেছেন।)

পরম্ভ যে সকল উপাসকগণ চফুকর্ণাদি ইন্দ্রিয়গণকে সম্যকর্মপে সংযত করিয়া সর্বত্র সমবুদ্ধি হইয়া এবং সর্বভূতের কল্যাণে নিরত হইয়া, অনির্দেশ্য অর্থাৎ যাহাকে কোন বাক্যের দারা নির্দিষ্ট করা যায় না, অব্যক্ত অর্থাৎ যাহা স্থন্মতম বলিয়া চক্ষুরাদির ইন্দ্রিয়গ্রাহ্থ নহে, দর্বত্রগামী অর্থাৎ যাহা ব্রহ্মা হইতে পিপীলিকা পর্যন্ত সমস্ত জীবদেহেই অবস্থিত, যাহা অচিন্ত্য অর্থাৎ চিন্তাতীত বস্তু, কুটস্থ অর্থাৎ সদা একরূপে অবস্থিত, অচল অর্থাৎ অপরিণামী, ধ্রুব অর্থাৎ নিত্যবস্তু — এইপ্রকার অক্ষরবস্তুর বা জীবাত্মার স্বরূপের উপাসনা করে তাহারাও আমাকে (জ্ঞানাকার বস্তু হিসাবে আমার সমান আকারবিশিষ্ট আত্মবস্তকে) প্রাপ্ত হয় ইহা নিশ্চিত ॥৩, ৪॥

অব্যক্ত বা জীবাত্মস্বরূপে আসক্তচিত্ত সাধকদিগের (ভগবদ্-উপাসকগণ অপেক্ষা ) অধিকতর ক্লেশ হইয়া থাকে, কেননা অনাদিকাল হইতে দেহাভিমানী জীবের পক্ষে অব্যক্ত জীবাত্মা বিষয়ের উপাসনারূপ মনোর্ত্তি এবং সাধন-সাফল্যলাভ ছ্ঃখেই वा অতি करिष्टे रहेशा थारक ॥६॥

রামানুজভাষ্য—

প্রত্যগাত্মস্বরূপং যে তু অকরং

বঙ্গানুবাদ---

অক্ষর বস্তু বা প্রত্যগান্ধার (জীবান্নার) অনির্দেশ্যং **দেহাদ্ অন্যতয়া দেবাদি-**অনির্দেশ্যং **দেহাদ্ অন্যতয়া দেবাদি-**বলিয়া দেব-মহয্য প্রভৃতি নামের দ্বারা তাহাকে নির্দেশ করা যায় না, ইহা চক্ষ্-শব্দানির্দেশ্যম্; অতএব চক্ষুরাদিঃ রাদি ইন্দ্রিয়ের অগোচর অব্যক্ত

করণানভিব্যক্তং সর্বত্রগম্ অচিন্ত্যং চ সৰ্বত্ৰ দেবাদিদেহেষু বৰ্তমানম্ অপি ত্বিসজাতীয়তয়া তেন তেন রূপেণ চিন্তরিভুম্ অনর্হম্, তত এব কুটস্বং সর্বসাধারণং তত্তদ্দেবাগ্যসাধারণা-কারাসংবন্ধন্ ইত্যর্থঃ। অপরিগামি-(इन सामाधातना कातां न हलि, ন চ্যবতে ইতি অচলং তত এব ধ্রুবং নিত্যন্ সলিয়ম্য ইন্দ্রিয়গ্রামং চক্ষুরাদি-কম্ ইন্দ্রিয়গ্রামং সর্বস্বব্যাপারেভ্যঃ সম্যক্ নিয়ম্য সর্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ দেবাদিবিষমাকারেষু দেহেষু অব-ন্ধিতেষু আত্মস্থ জ্ঞানৈকাকারতয়া সমবুদ্ধয়ঃ; তত এব সর্বভৃতহিতে রতাঃ সর্বভূতাহিতরতিত্বাৎ নিবৃত্তাঃ, সর্বভূতাহিতরতিত্বং হি আত্মনো দেবাদিবিষমাকারাভিমাননিমিত্তম. এবম্ অক্ষরম্ তে व्यशि गाः व्याभूविष्ठ वव । मर्माना-

ইহা সর্ব্রগত এবং অচিন্তা বস্তু অর্থাৎ
ইহা দেব, মহয় প্রভৃতি সমস্ত দেহে
বর্ত্তমান থাকিলেও দেহ হইতে বিলক্ষণ
বা বিজাতীয় বলিয়া সেই-সেই দেবতা
বা মহয়ক্সপে চিন্তনীয় নহে। ইহা কৃটন্থ
অর্থাৎ দেবতা মহয় প্রভৃতি বিভিন্নাক্বতিবিশিষ্ট সর্ব্বশরীরে বর্ত্তমান থাকিলেও
এই জীবাল্পা বস্তুতঃ সর্ব্র একই ক্লপবিশিষ্ট।
ইহা অচল অর্থাৎ অপরিণামী বলিয়া নিজ
অসাধারণ স্বন্ধপ হইতে বিচ্যুত হন না,
অতএব ইহা ধ্রুব অর্থাৎ নিত্যবস্তু।

**ठकू** तापि इ सिय्य गण रक সাধক সর্ববিষয় হইতে সম্যকরূপে সংযত করিয়া এবং সর্বত্র সমবুদ্ধি হইয়া অর্থাৎ জীবাত্মা ভিন্ন ভিন্ন সমস্ত জীবাত্মাগণই দেবতা মহুয় প্রভৃতি বিভিন্ন আকারবিশিষ্ট অবস্থিত থাকিলেও জ্ঞানাকার হিসাবে এই সকল জীবাত্মা পরস্পর সকলেই मगान, এই রূপ বুদ্ধিযুক্ত হইয়া এবং সমস্ত জীবের কল্যাণে নিরত (দেবমমুখ্যাদি নানাশরীরের প্রতি 'আমি' বা 'আত্মা' এই অভিমানের জন্মই জীব পরস্পরে হিংসায় প্রবৃত্ত হয়। কিন্ত যখন আত্মস্বরূপের যথার্থ জ্ঞান উৎপন্ন হয় তখন সেই সাধক কাহারও অহিত করে না।) থাকিয়া যে উপাসকগণ উপরোক্ত লক্ষণবিশিষ্ট অক্ষরবস্ত জীবাত্মার উপাসনা করে তাহা-রাও যে পরিশেষে আমাকে প্রাপ্ত হয় তাহা নিশ্চিত, অর্থাৎ জ্ঞানাকার হিসাবে আমার সমান আকারবিশিষ্ট জন্ম মরণ-

কারম্ অসংসারিণম্ আত্মানং প্রাপ্পু-বন্তি এব ইত্যর্থঃ। । 'মম সাধর্ম্য-মাগতাঃ' (১৪।২) ইতি বক্ষ্যতে; শ্রুমতে চ—'নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্য-মুপৈতি' (মুঃ ডঃ ৩১।৩) ইতি।

তথা অক্ষরশব্দনির্দিষ্টাৎ কুটন্থাদ্
অন্তত্ত্বং পরস্থ ব্রহ্মণো বক্ষ্যতে।
'কুটন্থোংক্ষর উচ্যতে। '(১৫/১৬) 'উত্তমঃ
পুরুষত্ত্বয়ং' (১৫/১৭) ইতি। অথ
'পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে' (মুঃ উঃ
১/১/৫) ইতি অক্ষরবিস্থায়াং তু
অক্ষরশব্দনির্দিষ্টং পরম্ এব ব্রহ্ম,
ভূতযোনিত্বাদ্ এব ॥৩,৪॥

তেষাম্ অব্যক্তাসক্তচেত্সাং ক্লেশঃ তু

অধিকতরঃ, অব্যক্তা হি গতিঃ অব্যক্তবিষয়া মনোবৃত্তিঃ দেহবডিঃ দেহাত্মাভিমানযুকৈঃ তুঃখেন অবাপ্যতে;

দেহবত্তা হি দেহম্ এব আত্মানং
মন্তাত্তে ॥৫॥

রহিত আত্মস্বরূপকে যে প্রাপ্ত হয় তাহা নিশ্চিত।

'আমার সমান ধর্ম প্রাপ্ত হয়।' এই কথা পরে বলিবেন। শ্রুতিও বলিতেছেন মুক্তপুরুষ 'পুণ্যপাপবিবর্জিত এবং দর্ব-প্রকার উপাধিশৃত হইয়া পরমপুরুষের সমান আকার লাভ করেন।' এস্থলে অক্ষরশব্দনির্দিষ্ট কুটস্থ বস্তু হইতে (জীবাত্মা হইতে ) পর্মত্রন্ধের বিভিন্নত্বের বিষয় कृषः वर्ष्णूनत्क शत्त উপদেশ দিবেন, যথা — 'কুটস্থ বস্তুকে অক্ষর বলা হয়', 'এই অক্ষরবস্ত অপেক্ষা আর উত্তম পুরুষ আছেন'। পরস্ত অক্ষর বিভাপ্রকরণে, 'যে বিভা দারা অক্ষরবস্ত লাভ করা যায় তাহাই পরবিছা', এস্থলে অক্ষর শব্দের দ্বারা পর্ম ত্রন্ধেরই নির্দেশ করা হইতেছে, যেহেতু এম্বলে অকর-বস্তুকে সমগ্র ভূতবর্গের স্মন্তির কারণরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে ॥৩, ৪॥

কিন্ত যে দব দাধকের এই অব্যক্ত জীবাত্মার প্রতি চিত্ত আদক্ত হয় তাহাদের ক্রেশ অধিকতর হয়, কারণ, (অনাদিকাল হইতে) দেহাত্মাভিমানযুক্ত পুরুষের পক্ষে অব্যক্ত জীবাত্মার বিষয়ে আদক্তচিত্ত হওয়া অর্থাৎ উপাদনা করা কঠিন বা তৃঃথজনক। যাহারা দেহাভিমানী জীব, তাহারা দেহকেই আত্মা বলিয়া মনে করিয়া থাকেন ॥৫॥

1917年 | 李明性 | 李明 新原 和 新原 和 新原

রামানুজভায়—
ভগবন্তম্ উপাসীনানাং যুক্ততমত্বং
স্বব্যক্তম্ আহ—

বঙ্গান্তবাদ—

এই শ্লোকে ভগবানের উপাসক-দিগের যুক্ততমত্ব অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠত্ব স্পষ্ট-ব্ধপে বলিতেছেন—

যে তু সর্বাণি কর্মাণি ময়ি সংগ্রস্থ মৎপরাঃ। জনগ্রেটনব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে ॥৬॥
তেষামহং সমুদ্ধর্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময়্যাবেশিতচেতসাম্॥৭॥

সরলার্থ-

(ভগবদ্-উপাসকগণ যে ভগবানের প্রসাদে শীঘ্রই অভীষ্ট লাভ করেন তাহাই এই ষ্টি শ্লোকে বলিতেছেন )।

কিন্ত যাহারা ভোজন শয়নাদি নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম, যাগ হোম আদি বৈদিক কর্ম সমস্তই আমাতে সম্যকরূপে অর্পণ করিয়া, আমি একমাত্র প্রাপ্যবস্তু স্থির করিয়া কেবলমাত্র অনক্ত ভক্তিযোগের দ্বারা, ধ্যান অর্চন প্রণামাদির দ্বারা, আমার উপাসনা করে, হে অর্জুন, আমাতে নিযুক্তচিত্ত সেই উপাসকগণকে আমি শীঘ্রই মৃত্যুরূপী সংসার-সাগর হইতে উদ্ধার করিয়া থাকি। কেননা 'ভক্তান্ততীব মে প্রিয়াঃ' ভক্তেরা আমার অত্যন্ত প্রিয় বস্তু ॥৬, ৭॥

রামানুজভাষ্য-

যে তুলৌকিকানি দেহযাত্রাশেষভূতানি দেহধারণার্থানি চ অশনাদীনি কর্মাণি, বৈদিকানি চ যাগদানহোমতপঃপ্রভূতীনি সর্বাণি সকারণানি সোদেশ্যানি অধ্যাত্মচেতসা
ময়ি সংস্তম্য, মংপরাঃ মদেকপ্রাপ্যাঃ
অনম্যেন এব যোগেন মাং ধ্যায়ন্তঃ
উপাসতে, ধ্যানার্চনপ্রণামস্তাতিকীর্ত্তনাদীনি স্বয়ম্ এব অত্যর্থপ্রিয়াণি

## ৰঙ্গান্থবাদ—

যাঁহারা শরীর্যাত্রা নির্বাহের জন্ত যাবৎ লৌকিক কর্ম ও ভোজন শরন প্রভৃতি নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম এবং যজ্জ দান হোম প্রভৃতি বৈদিক কর্ম, মদ্গতচিত্ত হইয়া, রুচি বাসনা সহিত সমূলে আমাকে সমর্পণ করেন এবং 'মৎপর' হইয়া অর্থাৎ আমিই একমাত্র অভীষ্টবস্ত ইহা নিশ্চয় করিয়া, অনন্ত ভক্তিযোগের দ্বারা আমাকে ধ্যান প্রণাম অর্চনা করিয়া উপাসনা করেন, অর্থাৎ অত্যন্ত আকাঙ্খিত বস্তুর স্থায় স্বভাবতঃই অত্যন্ত প্রিয় বলিয়া আমার ধ্যান, অর্চনা, প্রণাম, স্কৃতি,

প্রাপ্যস্থুমানি কুর্বন্তে৷ মাম্ উপাসতে ইত্যর্থঃ। তেবাং মৎপ্রাপ্তিবিরোধি-তয়া মৃত্যুজুতাৎ সংসারাখ্যাৎ সাগরাদ্ অহম্ অচিরেণ এব কালেন সমৃদ্ধর্ডা ত্বামি ॥৬,৭॥ কীর্ত্তন প্রভৃতি সমস্ত কর্মের অন্ধর্টান দারা উপাসনা করেন, তাহাদের আমি, আমার প্রাপ্তির বিরোধী্স্বরূপ, মৃত্যুরূপ সংসার-সাগর হইতে শীঘ্রই সম্পূর্ণরূপে উদ্ধার করিয়া থাকি ॥৬, ৭॥

# ময়্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বৃদ্ধিং নিবেশয়। নিবসিয়াসি ময়্যেব অত উদ্ধং ন সংশয়ঃ॥৮

#### সরলার্থ---

পূর্ব শ্লোকদমে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বলিয়াছেন, আমাকে উপাদনা করিলে আমি শীঘ্রই সংসারসমূদ্র হইতে উদ্ধার করিয়া থাকি )।

অতএব তুমি আমাতেই মন সমাহিত কর এবং আমার বিষয়ে বুদ্ধি অভিনিবিষ্ট কর তাহা হইলে তুমি আমাতেই নিবাস করিবে অর্থাৎ আমারই গুণানুভবে মগ্ন থাকিবে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই ॥৮॥

### রামানুজভায়া —

অতঃ অতিশয়িতপুরুষার্থছাৎ
স্থলভত্বাদ্ অচিরলভ্যত্বাৎ চ ময়ি
এব মন আধংস্থ—ময়ি মনঃসমাধানং
কুরু, ময়ি বৃদ্ধিং নিবেশয়—অহম্ এব
পরমপ্রাপ্য ইতি অধ্যবসায়ং কুরু।
অত উদ্ধিং ময়ি এব নিবসিয়িদি। অহম্
এব পরমপ্রাপ্য ইতি অধ্যবসায়পূর্বকমনোনিবেশনানন্তরম্ এব
ময়ি নিবসিয়িদি ইত্যর্থঃ॥৮॥

### বঙ্গান্থবাদ—

আমি সর্বাপেক্ষা পরম প্রুষার্থ বা সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাপ্যপুরুষ অত্যন্ত স্থলভ, এবং অচিরলভ্য, অতএব তুমি আমাতে মন সমাহিত কর এবং আমার বিষয়ে বুদ্ধি সন্নিবিষ্ঠ কর। অর্থাৎ আমাকে পরম প্রাপ্য বা পরম অভীষ্টবস্ত বলিয়া দূচনিশ্চয় কর, তাহা হইলে তুমি আমাতেই নিবাস করিবে। তাৎপর্য এই যে আমাকে পরম প্রাপ্যবস্ত বলিয়া দূচ নিশ্চয় করিয়া আমার বিষয়ে মনোনিবেশ করিলে তখন তুমি আমাতেই নিবাসকরিবে ॥৮॥

# অথ চিত্তং সমাধাতুং ন শকোষি ময়ি চ্ছিরম্। অভ্যাসযোগেন ততো মামিচ্ছাপ্তঃ ধনঞ্জয় ॥৯

#### সরলার্থ-

(অনাদিকাল হইতে বিষয়-বাসনায় অত্যন্ত নিবিষ্টচিত্ত আমার পক্ষে তোমার বিষয়ে চিত্ত সমাহিত করা অত্যন্ত কঠিন, অর্জুনের এইরূপ মনোভাব অহুভব করিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন )—

হে অর্জুন, যদি আমাতে স্থিরভাবে চিন্ত সমাধান করিতে না পার, তাহা হইলে আমার বিষয়ে পুনঃ পুনঃ প্রীতিপূর্ণ চিন্তা বা শরণের অভ্যাস করিয়া আমাকে লাভ করিতে চেষ্টা কর ॥১॥

#### রামানুজভায্য-

অথ সহসা এব ময়ি স্থিনং চিজং
সমাধাত্থ ন শক্ষোষি, ততঃ অভ্যাসযোগেন মান্ আপ্তুন্ ইচ্ছ। স্বাভাবিকানবধিকাতিশায়সোন্দর্যসৌশীল্যসোহাদ বাৎসল্যকারুণ্যমাধূর্যগান্তীর্যোদার্যশোর্যবীর্যপরাক্রমসর্বজ্ঞসত্যকামত্বসত্যসঙ্কল্পসর্বেশরত্বসকলকারণভাত্তসংখ্যেরকল্যাণশুণসাগরে নিখিলহেয়প্রত্যনীকে
ময়ি নিরতিশায়প্রেমগর্ভস্মৃত্যভ্যাসযোগেন স্থিরং চিত্তসমাধানং লক্ষ্ব্।
মাং প্রাপ্ত্যুং ইচ্ছ ॥১॥

#### বঙ্গান্তবাদ-

যদি প্রথম অবস্থা হইতেই সহসা আমাতে চিত্ত স্মাধান করিতে না পার তবে অভ্যাসযোগের দারা পাইতে ইচ্ছা কর। অভিপ্রায় এই যে, স্বভাবতঃ অনন্ত অতিশয় সৌন্দর্য সৌশীল্য. (जोर्डार्फा, वारमना, काक्ना, गाधुर्य, গাভীর্য, छेनार्य, শৌর্য, বীর্য, পরাক্রম, দর্বজ্ঞত্ব, সত্যকামত্ব, সত্যসঙ্কল্পত্ব, সর্বেশ্বরত্ব এবং সর্বকারণত্ব প্রভৃতি অসংখ্য কল্যাণ-গুণসাগর এবং অখিল হেয়গুণগন্ধ-লেশরহিত পর্মেশ্বর আ্যার নিরতিশয় প্রীতিপূর্ণ পুনঃ পুনঃ চিন্তার বা শ্বৃতির অভ্যাসরূপ যোগের দ্বারা আমাতে স্থিরভাবে চিন্ত সমাধান করিয়া আমাকে পাইতে ইচ্ছা কর ॥১॥

# অভ্যাসেহপ্যসমর্থোহসি মৎকর্মপরমো ভব। মদর্থমপি কর্মাণি কুর্বন্ সিদ্ধিমবাঞ্চ্যসি॥১০

সরলার্থ-

উক্তপ্রকার মদিষয়ে নিরতিশয় প্রীতিপূর্ণ পুনঃ পুনঃ শরণরূপ অভ্যাদেও যদি অসমর্থ হও তাহা হইলে আমার জন্ত মন্দির নির্মাণ, উদ্যানকরণ, পুস্পচয়ন, অর্চনা, ও কীর্ত্তন প্রভৃতি যাবং কর্ম পরম প্রয়োজন মনে করিয়া করিতে থাক। কেবল আমার সন্তোষের জন্ত এই সকল কর্ম করিলেও আমাকে প্রাপ্তিরূপ সিদ্ধি লাভ করিবে ॥১০॥

রামানুজভাষ্য—

অথ এবংবিধন্মৃত্যভ্যাসে অপি
অসমর্থ: অসি মংকর্মপরমো ভব, মদীয়ানি কর্মাণি আলয়নির্মাণোভান
করণপ্রদীপারোপণমার্জ নাভ্যুক্ষণোপলেপনপুত্পাহরণপূজনোঘর্তননামকীর্ত্তনপ্রদক্ষিণনমন্ধার
স্কুত্যাদীনি, তানি অভ্যর্থপ্রিয়ম্বেন
আচর। অভ্যর্থপ্রিয়ম্বেন মদর্থং
কর্মাণি কুর্বন্ অপি জাচিরাদ্ অভ্যাসযোগপূর্বিকাং ময়ি স্থিরাং চিত্তন্থিতিং
লব্ধা মৎপ্রাপ্তিরপাং সিদ্ধিম্
অবাক্ষ্যিস ॥১০॥

### বঙ্গান্থবাদ---

যদি আমার বিষয়ে পূর্বোক্তপ্রকার শৃতির অভ্যাস করিতে না পার তাহা হইলে আমার প্রসন্নতার জন্ত প্রমপ্রয়োজন মৎসম্বনীয় কর্ম করিতে মনে করিয়া थाक, वर्शा मित्र निर्माण, উष्टानकत्रण, अमीभ जारताभन, मिनत मार्कना, मिनत লেপন, আমার পূজার্থ পুষ্প আহরণ, পৃজন, অঙ্গরাগাদি করণ, নামকীর্জন, প্রদক্ষিণ করণ, সাষ্টাঙ্গে প্রণাম এবং স্তুতি প্রভৃতি আমার সন্তোষার্থে যে সমস্ত কর্ম -সেগুলি অত্যন্ত প্রেমের সহিত করিতে অত্যন্ত প্রীতিপূর্বক এইপ্রকারে আমার সেবা করিতে করিতে তুমি শীঘই প্রভৃতির গ্রীতিপূর্ণ রূপ গুণ আমার শরণের অভ্যাস করিতে সমর্থ হইবে। তৎপরে তুমি মদ্বিষয়ে স্থিরভাবে চিত্ত স্মাধান করিয়া মংপ্রাপ্তিরূপ সিদ্ধিলাভ করিবে ॥১০॥

# অথৈতদপ্যশক্তোহসি কর্জ্য মদ্যোগমাঞ্জিতঃ। সর্বকর্মফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাত্মবান্ ॥১১

সরলার্থ-

যদি আমার প্রতি ভক্তিযোগ আশ্রয়পূর্বক পূর্বোক্ত প্রকার মৎকর্ম অন্নষ্ঠানেও অসমর্থ হও তথন সংযতমনা হইয়া ফলাভিসন্ধিরহিত হইয়া আমার আরাধনাজ্ঞানে সর্বকর্ম করিতে থাক ॥১১॥

রামান্থজভাষ্য-

অথ মন্তোগম্ আঞ্রিত্য এতদ্ অপি কতুং ন শক্লোষি, মদ্গুণান্মসন্ধান-কুতং মদেকপ্রিয়ত্বাকারং ভক্তি-যোগম্ আশ্রিত্য ভক্তিযোগাঙ্গ-রূপম্ এতদ্ মৎকর্ম তাপি কতু ং ন শক্রোষি, ততঃ অক্ষরযোগন্ আত্ম-স্বভাবানুসন্ধানরূপং পরভক্তিজননং পূর্বষট্কোদিতম্ আঞ্রিত্য তত্নপায়-তরা সর্বকর্মকলত্যাগং কুরু। মৎপ্রিয়-ত্বেন মদেকপ্রাপ্যতাবৃদ্ধিঃ প্রক্ষীণাশেষপাপশু এব জায়তে; যতামবান্ যতমনকঃ। ততঃ অনভি-সংহিতফলেন **মদারাধনরূপেণ** অনুষ্ঠিতেন কর্মণা সিদ্ধেন আত্ম-ष्ट्राटनम निवृञ्जाविष्ठानिमर्विज्ञाधाटन মচ্ছেষ**তৈকস্বরূপে** প্রত্যগাত্মনি সাক্ষাৎকৃতে সতি ময়ি পরা ভক্তিঃ স্বয়ন্ এব উৎপদ্মতে।

## বঙ্গানুবাদ-

যদি আমার প্রতি ভাবনাযুক্ত হইয়া পূর্বোক্তরূপ কর্ম করিতেও না পার অর্থাৎ खगाञ्चकान पाता আমার একমাত্র আমার প্রতি প্রীতি বা প্রেমরূপ ভক্তি যোগ অবলম্বন করিয়া এই ভক্তিযোগের অঙ্গরূপ পূর্ব শ্লোকোক্ত আমার স্তুতি কীর্ত্তনাদি কর্ম করিতে অশক্ত হও, তাহা हरेल পূर्व यहेरक উপদিষ্ট (প্রথম ছয় অধ্যায়ে উপদিষ্ট) আমাতে পরাভক্তিজনক আত্মস্বরূপ অনুসন্ধানরূপ অক্ষরযোগ অব-লম্বন করিয়া. এই যোগদিদ্ধির উপায়রূপে সংযতমনা হইয়া ফলে আসক্তি বৰ্জন করিয়া সর্ব কর্ম করিতে থাক। তদনন্তর তুমি ফলাসক্তিরহিত আমার আরাধনা-রূপ যাবৎ কর্মের অনুষ্ঠান দারা আত্ম-জ্ঞানে সিদ্ধিলাভ করিয়া সমস্ত অবিগ্রাদি বিমুক্ত হইয়া আত্মসাক্ষাৎকার করিতে এইরূপ আত্মদর্শনের দারা পারিবে। তুমি উপলব্ধি করিতে পারিবে যে জীবাত্মা মাত্রেই আমার (ভগবানের) শেষবস্তু। এই উপলব্ধি হইতেই আমার প্রতি পরা-ভক্তি আপনা হইতেই উৎপন্ন হইবে।

তথা চ বক্ষ্যতে--- 'স্বকর্মণা তমভ্যর্চ্য

সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ (১৮।৪৬) ইত্যা-

রভ্য 'বিমুচ্য নির্মনঃ শান্তো ব্রহ্মভূয়ায়

কল্পতে । ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি

ন কাঙ্কতি॥ সমঃ সর্বেষু ভূতেষু

মন্তক্তিং লভতে পরাম্'॥ (১৮।৫৩,৫৪) ইতি ॥১১॥ গীতায় পরেও ভগবান এইরূপ উপদেশ দিবেন—

"নিজ কর্ম দারা তাঁহার (ভগবানের)
আরাধনা করিয়া মহন্য সিদ্ধিলাভ করে"
এই হইতে আরম্ভ করিয়া "বিষয়সম্বন্ধ
পরিত্যাগপূর্বক অহংকার ও মমকার রহিত
হইয়া আত্মাহুভবজনিত শান্তচিত্ত হন এবং
তিনি প্রকৃতিবিনিমুক্তি আত্মভাবরূপ
ব্রহ্মভাব লাভ করিতে সমর্থ হইয়া
থাকেন। এই ব্রহ্মভাবপ্রাপ্ত শান্তচিত্ত
প্রক্ষ কোন শোকও করেন না, কোন
বস্তুতে স্পৃহা করেন না এবং তিনি সর্ব্ধভূতে সমবুদ্ধি হইয়া আমার প্রতি পরাভক্তি লাভ করেন" ॥১১॥

# শ্রেরো হি জ্ঞানমভ্যাসাৎ জ্ঞানাদ্ধ্যানং বিশিষ্যতে। ধ্যানাৎ কর্মফলত্যাগস্ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরম্ ॥১২

সরলার্থ---

(এই শ্লোকের অভিপ্রায়—কর্মফল ত্যাগের প্রশংসা)

নবম শ্লোকোক্ত আমার স্মরণ ও অভ্যাস অপেক্ষা আসদর্শনরূপ জ্ঞান কল্যাণকর এবং তাদৃশ জ্ঞান হইতে আত্মস্বরূপ বিষয় চিস্তা হিতকারী, এইরূপ আত্মস্বরূপের চিস্তা অপেক্ষা ফলত্যাগপূর্বক কর্যাম্ঠান শ্রেয়স্কর, এইপ্রকার ত্যাগ হইতে কামক্রোধ প্রভৃতি নিবৃত্ত হয়।

অভিপ্রায় এই যে, কামক্রোধবিমূক্ত শান্ত মন আত্মধ্যানের উপযোগী। শান্তচিত্তে আত্মধ্যানেরদ্বারা আত্মপাক্ষাৎকার হইবার পর ভগবানে পরাভক্তি উৎপন্ন হয়। অতএব অশক্ত পুরুষের পক্ষে প্রথমে ফলাভিসন্ধিরহিত হইয়া নিষ্কাম কর্ম আরম্ভ করিলে ক্রমশঃ পরাভক্তি পর্যন্ত অবস্থা লাভ করিতে পারে। ৮ হইতে ১১ অবধি শ্লোকের অর্থ দারা বুঝা যায় যে, প্রীভগবানে স্থিরভাবে মন এবং বুদ্ধি অভিনিবিষ্ট করাই ভগবৎ প্রাপ্তিয় সর্বোৎকৃষ্ট পত্ম এবং ইহাতে আশক্ত পুরুষদিগের পক্ষে ভগবিদ্বিয়ক ধ্যান, ভগবৎ

আরাধনারূপ সর্বাকর্মের অমুষ্ঠান এবং নিকাম কর্মের অমুষ্ঠান ক্রমান্বয়ে বলা হইয়াছে। এই চারটি শ্লোকের অভিপ্রায় হইতে হাদশ শ্লোকের অভিপ্রায় আপাত-দৃষ্টিতে সামঞ্জস্তের অভাব বলিয়া মনে হয়, কিন্তু এই শ্লোকের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে ৮ হইতে ১২ এই ৫টা শ্লোকের সামঞ্জস্ত স্পষ্টই প্রতীত হয়। এই শ্লোক উপদেশের কারণ তিনটি— ১। ভগবৎপ্রাপ্তির অব্যবহিত উপায়ে (শ্রীভগবানে মন এবং বৃদ্ধি সম্পূর্ণরূপে নিবিষ্ট করা) অনধিকারনিমিত্ত খেদ নিবৃত্তির জন্ত। ২। অশক্য উপায়ে প্রবৃত্তি পরিহারের জন্ত। ৩। অধিকার-অমুগুণ উপায় অবলম্বনের সৌকর্য এবং শ্রেষ্ঠতা প্রদর্শনের জন্ত এবং তাহার প্রশংসার জন্ত ॥১২॥

রামানুজভায়—

অত্যর্থপ্রীতিবিরহিতাৎ কর্কশ-রূপাৎ স্মৃত্যভ্যাদাদ্ অক্ষরযাথান্ম্যানু-नकानशृर्वकः जनाभरताकाज्ञानग् এব আত্মহিতত্বে বিশিয়তে; আত্মা-পরোক্ষ্যজ্ঞানাদ্ অপি অনিষ্পন্নরপাৎ আত্ম-ভতুপায়ভূতামধ্যানম্ এব হিতত্বে বিশিষ্যতে. তদ্ধ্যানাদ্ অপি জনিষ্পন্নরপাৎ ততুপায়ভূতং ফল-অনুষ্ঠিতং ত্যাগেন কৰ্ম অনভিসংহিতফলাদ্ বিশিশ্বতে। অনুষ্ঠিতাৎ কর্মণঃ অনন্তর্ম এব নিরস্তপাপতয়া যনসঃ শান্তি: ভবিশ্বতি; শান্তে মনসি আত্মধ্যানং **সংপৎস্ততে** ; शुनाम् कानः कानार

বঙ্গানুবাদ—

যে বিষয়ে অত্যন্ত প্রীতি নাই সেই অভ্যাস অপেক্ষা যথার্থরূপে আত্মস্বরূপ বিচার দারা এই আত্মবিষয়ক প্রত্যক্ষ জ্ঞান আলার কল্যাণের জন্ম অধিক উপকারী। যে প্রত্যক্ষ আত্মজান সম্পূর্ণ-রূপে নিষ্পন্ন হয় নাই সেইরূপ অনিষ্পন্ন আল্ভান অপেকা তাহার সম্যক্ वाञ्चाननार्ज्य উপায়রপী वाञ्चशान বা আত্মচিন্তা আত্মার কল্যাণের জন্ম শ্রেষ্ঠতর। পুনরায় যে আত্মধ্যানে ভাল-ভাবে অভ্যস্ত নহে তাহার পক্ষে এই আত্মধ্যান অপেক্ষা এই আত্ম-ধ্যানের উপায়রূপী ফলাভিসন্ধিরহিত কর্মের অনুষ্ঠান শ্রেষ্ঠ। অভিপ্রায় এই যে; ফলাভিসন্ধিরহিত কর্মের অহুষ্ঠান দারা শীঘ্রই পাপের নিরুত্তি হইয়া মন শাস্ত (রাগ-দেষরহিত) হইয়া যায়। শান্ত হইলে আত্মচিন্তা স্থসম্পন্ন হয়। স্থ্যম্পন্ন আত্মচিস্তার দ্বারা আত্মজ্ঞান লাভ 

চ তদাপরোক্ষ্যং তদাপরোক্ষ্যাৎ পরাভক্তিঃ; ইতি ভক্তিযোগাভ্যাসা-শক্তম্ম আত্মনিষ্ঠা এব শ্রেমসী। আত্মনিষ্ঠম্ম অপি অশান্তমনসো নিষ্ঠাপ্রাপ্তয়ে অন্তর্গতাত্মজ্ঞানান-ভিসংহিতফলকর্মনিষ্ঠা এব শ্রেমসী ইত্যর্থঃ ॥১২॥

আত্মার প্রত্যক্ষ দর্শন হয় এবং তদনস্তর ( এই আত্মা আমার শেষবস্তু, আমি সর্বশেষী বা সর্বস্বামী এই সম্যক লাভ হয় এবং তৎপরে ) আমাতে উদয় হয় পরাভক্তির ভক্তিযোগে অসমর্থ পুরুষের পক্ষে আত্ম-নিষ্ঠাই শ্রেয়স্কর এবং সেইক্লপ অশান্ত-আত্মনিষ্ঠ পুরুষের পক্ষেও মনবিশিষ্ট আত্মদর্শনের জন্ম প্রত্যেক কর্মের মধ্যে আন্থার নিজ্ঞিয়তা অন্নসন্ধানপূর্বক ফলাভি-সন্ধিরহিত কর্মে নিষ্ঠাই শ্রেমস্কর ॥১২॥

রামান্তজভাষ্য-—

অনভিসংহিতফলকর্মনিষ্ঠপ্য উপাদেয়ান্ গুণান্ আহ----

F 17978 - 1 3971 W

### বঙ্গানুবাদ---

ফলাভিদন্ধিরহিত কর্মনিষ্ঠ পুরুষের উপাদের গুণাবলীর কথা বলিতেছেন—

অদেষ্টা সর্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ। নির্মমো নিরহংকারঃ সমত্রঃখন্ত্রখঃ ক্ষনী ॥১৩ সম্ভষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।

নয্যপিতমনোবুদ্ধি র্যো মন্তক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥১৪

সরলার্থ-

যিনি সর্বপ্রাণীতে দেষবর্জিত সর্বভূতে হিতৈষী, দয়াশীল, দেহে ইন্সিয়ে এবং দেহেন্দ্রিয়সম্বন্ধীয় বিষয়ে মমকাররহিত, এবং অহংকাররহিত অর্থাৎ দেহাত্মাভিমানরহিত, অথে বা ত্বংখ নির্বিকারচিত্ত, অতএব অবর্জনীয় শীতউষ্ণ বিষয়ে সহিষ্ণু, সম্বন্ধচিত্ত সর্বদা প্রকৃতিবিমুক্ত আত্মার অহসন্ধানশীল, সংযতমনা, অধ্যাত্মশাস্ত্রের যথার্থ অর্থে দূচ বিশ্বাসশীল, সর্ব কর্মের আরাধ্য দেবতা আমাতে ধাঁহার মন এবং বৃদ্ধি সমর্পিত, যিনি আমার এতাদৃশ ভক্ত তিনি আমার প্রিয় ? ॥১৩, ১৪॥

aa

রামানুজভাষ্য —

অন্বেষ্টা সৰ্বভূতানাং বিদ্বিষ্তান্ অপকুৰ্বতান্ অপি সৰ্বেষাং ভুতানান্ অদ্বেষ্টা মদপরাধানুগুণম্ ঈশ্ব-প্রেরিতানি এতানি ভূতানি দিয়ান্তি অপকুর্বন্তি চ ইতি অনুসংদধানঃ; তেষু দ্বিষৎস্থ অপকুর্বৎস্থ চ সর্ব-ভূতেষু মৈত্ৰীং মতিং কুৰ্বন্ মৈত্ৰঃ, তেষু এব হঃখিতেষু করুণাং কুবন क्क़नः, निर्ममः — प्रदिल्पास्य ७९-नचित्रं ह निर्मनः, नितरकातः দেহাত্মাভিমানরহিতঃ, সমত্ঃকর্ক: — স্থপত্রঃখাগময়োঃ কল্পিকয়োঃ হর্ষোদ্বেগরহিতঃ, ক্ষমী-স্পর্শপ্রভবয়োঃ অবর্জ নীয়য়োঃ অপি তয়োঃ বিকাররহিতঃ, সম্বষ্টঃ —য়দৃ-চ্ছোপনতেন যেন কেন **দেহধারণজ্ঞের্যন সম্ভষ্টঃ,** সততং যোগী —সভতং প্রকৃতিবিযুক্তাত্মানুসন্ধান-পরঃ যতাত্মা—নিয়মিতমনোবৃত্তিঃ,দৃঢ়-নিশ্যঃ—অধ্যাত্মশান্তোদিতেৰু অর্থেৰু দুচ্লিশ্চরঃ,ম্যাপিত্যনোবৃদ্ধি:—ভগবাৰ্

বঙ্গান্থবাদ —

সর্বজীবে দেষভাবরহিত, অর্থাৎ অপর কোনও পুরুষ বিদেযী হইলে বা অনিষ্ট করিলে যিনি ভাবেন যে আমার পূর্ব অপরাধ অমুসারে এই সমস্ত জীব ঈশ্বর দারা প্রেরিত হইয়া আমার প্রতি দ্বেষ এবং অপকার করিতেছে, এইপ্রকার ভাবনাযুক্ত হইয়া যিনি কোন অপকারকের প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করেন না এবং সেই সকল দেষভাবাপন্ন সমস্ত অপকারক প্রাণীর প্রতি যিনি মৈত্রীভাবও পোষণ करतन এবং मिर मकल कीव घुःथ পाইल তাহাদের প্রতি যিনি দয়াপরবশ হন, যিনি শরীর ইন্দ্রিয় এবং তৎসম্বন্ধীয় সমস্ত পদার্থে মমতারহিত, যিনি নিরহন্ধার, वर्था९ गाँरात (महर वाजा जिमान नारे (আত্মাকে দেহ হইতে যিনি পৃথক বস্তু विनिशं गत्न करतन) এবং সেইজন্ত দেহের অথে ছঃখে যিনি তুল্য বুদ্ধি, অর্থাৎ যিনি অবশুদ্ধাবী স্বথে হর্ষ এবং ছঃখে উদ্বেগ-এই সুখ-ছঃখ যিনি এবং রহিত অবর্জনীয় ভাবিয়া এই স্থথে ছঃথে ক্ষমাশীল বা বিকাররহিত, যিনি শরীরযাতা নির্বা-হের জম্ম বিনা চেষ্টায় যে কোনও দ্রব্য-প্রাপ্তিতেই সম্ভষ্ট থাকেন, যিনি সতত যোগী, অর্থাৎ দর্বদা প্রকৃতি বিনিমুক্তি রত, যিনি আত্মস্কপের অহুসন্ধানে সংযতমনা, যিনি অধ্যাত্ম-শাস্ত্রের যথার্থ অর্থে দৃঢ়নিশ্চয়, যাঁহার মন এবং বুদ্ধি

বাস্থদেব এব অনভিসংহিতফলেন অনুষ্ঠিতেন কর্মণা আরাধ্যতে; আরাধিতক্ষ মম আত্মাপরোক্ষ্যং সাধ্যিষ্মতি ইতি মধ্যপিতমনোবুদ্ধিঃ, এবংভূতো মন্তক্তঃ এবংভূতেন কর্মযোগেন নাং ভজমানো যা স মে

আমাতেই সমর্পিত, অর্থাৎ "ফলাভিসন্ধির্নিত কর্মের অর্থান দারা ভগবান বাস্থদেবেরই আরাধনা সম্পন্ন হয় এবং এই আরাধনায় প্রসন্ধ হইয়া ভগবান আমার আত্মার প্রত্যক্ষ দর্শন সাধন করাইবেন"—এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাসের দারা মন এবং বৃদ্ধি্যিনি আমাতে সমর্পিত করিয়াছেন—যিনি আমার এইপ্রকার ভক্ত, তিনি এইরূপ ফলাভিসন্ধিরহিত কর্মযোগের দারা আমার ভঙ্কনা করিয়া থাকেন এবং তিনি আমার প্রিয়

যন্মান্ধোদিজতে লোকো লোকান্ধোদিজতে চ यः। হর্ষামর্যভয়োদ্বেগৈর্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ ॥১৫

সরলার্থ-

যে কর্মযোগনিষ্ঠ পুরুষের দারা লোকেরা উদ্বেগ প্রাপ্ত হন না, কোন লোকের দারাও যিনি উদ্বিগ্ন হন না, অতএব যিনি হর্ষ, ক্রোধ, ভয় উদ্বেগ হইতে মুক্ত তিনিও আমার প্রিয় ॥১৫॥

রামানুজভাষ্য---

যশাৎ কর্মনিষ্ঠাৎ পুরুষায়িমিত্তভূতাৎ লোকো ন উদিজতে, যঃ.
লোকোদ্বেগকরং কর্ম কিঞ্চিদপি ন
করোতি ইত্যর্থঃ। লোকাৎ চ
নিমিত্তভূতাদ্ যঃ ন উদিজতে, যম্
উদ্দিশ্য সর্বলেকো ন উদ্বেগকরং কর্ম
করোতি, সর্বাবিরোধিত্বনিশ্চয়াৎ।
ভাতএব কঞ্চন প্রতি হর্ষেণ, কঞ্চন

#### বঙ্গান্থবাদ—

যে কর্মযোগনিষ্ঠ পুরুষের দারা প্রাণিগণের উদ্বেগের স্থাষ্ট হয় না, অর্থাৎ যে
পুরুষ অন্সের উদ্বেগজনক কোনও কার্য
করেন না; যিনি লোকের দারা উদ্বিগ্ন
হন না অর্থাৎ বাহার উদ্দেশ্যে কেহই
উদ্বেগজনক কোনও কার্য করেন না,
কেননা, সকলেই তাহাকে নির্বিরোধী
মনে করিয়া থাকেন; অতএব যিনি
কাহারও প্রতি হর্ষ, কাহারও প্রতি ক্রোধ,

কঞ্চন প্রতি উদ্বেগেন মুক্ত: এবং-ভুতঃ यः সঃ অপি মে প্রিয়ঃ ॥১৫॥

প্রতি অমর্ষেণ, কঞ্চন প্রতি ভয়েন, কাহারও প্রতি ভয়, কাহারও প্রতি উদ্বেগরূপ মনোবিকাররহিত, তিনিও আমার প্রিয় ॥১৫॥

# অনপেক্ষঃ শুচিদ ক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ। সবারম্ভপরিত্যাগী যো মন্তক্তঃ স মে প্রিয়ঃ॥ ১৬

সরলার্থ-

যিনি আত্মাব্যতিরিক্ত যাবৎ বস্তুতে প্রয়োজনরহিত কায়মনোবাক্যে পরিশুদ্ধ. শাস্ত্রীয় ক্রিয়ানিপুণ, শাস্ত্রীয় ভিন্ন অন্ত কর্মে যত্নরহিত শাস্ত্রীয় কর্মসাধনে অবর্জনীয় শীত উষ্ণ প্রভৃতি ছঃখের জন্ম ব্যথারহিত, অশাস্ত্রীয় দমন্ত কর্মের আরম্ভ পরিত্যাগী এইপ্রকার গুণবিশিষ্ট যিনি আমার ভক্ত, তিনি আমার প্রিয় ॥১৬॥

রামানুজ ভাষ্য- -

অনপেক্ষ:—আত্মব্যতিরিক্তে কৃৎস্পে বস্তুনি ভানপেক্ষঃ, শুচিঃ—শাস্ত্র-বিহিতদ্রব্যবর্ধিতকায়ঃ, **माञ्जीयकित्याभागानमगर्थः** অন্যত্ত গতব্যথঃ—শাল্পীয়ক্রিয়া-উদাসীনঃ, অবজ নীয়শীতোক্তপরুষ-নির তো স্পর্শাদিত্বঃখেষু ব্যথারহিতঃ, দর্বারজ-পরিত্যাগী—শান্ত্রীয়ব্যতিরিক্তসর্বকর্মা-রম্ভপরিত্যাগী, য এবংভূতো মন্তকঃ न त्य खियः ॥১७॥

## বঙ্গানুবাদ-

যিনি অনপেক্ষ অর্থাৎ আত্মাব্যতিরিক্ত যাবৎ বস্তুতে প্রয়োজনরহিত, যিনি 'শুচি' অর্থাৎ কায়মনবাক্যে পরিশুদ্ধ, যিনি 'দক্ষ' অর্থাৎ শাস্ত্রীয় ক্রিয়া-নিপুণ, যিনি 'উদাসীন' অর্থাৎ শাস্ত্রীয় ভিন্ন অন্ত কর্মে যত্নরহিত, যিনি 'গতব্যথ' অর্থাৎ শাস্ত্রীয় কর্মসাধনে অবজনীয় শীতোক্ষ প্রভৃতি ছঃখের জন্ম ব্যথারহিত, যিনি 'স্বারম্ভ-পরিত্যাগী' অর্থাৎ অশাস্ত্রীয় সমস্ত কর্মের আরম্ভের পরিত্যাগী—এইরূপ গুণবিশিষ্ট যিনি আমার ভক্ত, তিনি আমার প্রিয়। 113611

# যো ন স্বয়তি ন দেষ্টি ন শোচতি ন কাজ্জতি। শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ॥১৭

THE RIPS THE PRINCE OF SHIP

### সরলার্থ-

যে কর্মযোগী প্রিয়লাভে ষ্ঠ হন না, এবং অপ্রিয় প্রাপ্তিতে (অপ্রীতিকারীর প্রতি) দ্বেয করেন না, স্ত্রীপুত্র বিয়োগ প্রভৃতি বিভিন্ন কারণ উপস্থিত হইলেও শোক করেন না, এই স্ত্রীপুত্রবিস্তাদি প্রাক্ষত বস্তু লাভের জন্ম বাঁহার কোন আকাজ্জা নাই, সংসারবন্ধন হইতে মুক্তির প্রতিবন্ধক বলিয়া পুণ্যপাপরূপ কর্ম হইতে যিনি নির্ভ হন—এইরূপ্র্ণবিশিষ্ট ভক্তিমান সাধক আমার প্রিয় ॥১৭॥

#### রামানুজভায়—

যো ন হায়তি যদ্ মনুয়াণাং হর্ষনিমিত্তং প্রিয়জাতং তৎ প্রাপ্য যঃ কর্মযোগী ন হায়তি, যৎ চ অপ্রিয়ং তৎ প্রাপ্য যো ন দেষ্টি, যৎ চ মনুয়াণাং শোকনিমিত্তং ভার্যাপুত্র-বিত্তক্ষয়াদিকং তৎ প্রাপ্য ন শোচতি, তথাবিধম্ অপ্রাপ্তং চ ন কাজ্জতি, যৎ চ মনুয়াণাং হর্ষনিমিত্তভার্যাবিত্তাদি, তদ্ অপ্রাপ্তং চ ন কাজ্জতি ইত্যর্থঃ। শুভাশুভপরিত্যাগী পাপবৎ পুণ্যস্থা অপি বন্ধহেতুত্বাবিশেষাদ্ উভয়পরিত্যাগী, যঃ এবংস্কৃতো ভক্তিমানু স মে প্রিয়ঃ ॥১৭॥

### বঙ্গান্থবাদ---

य कर्मयां शियनाएं हा इन ना এবং অপ্রিয় প্রাপ্তিতে দেব করেন না, স্ত্রী-পুত্র বিয়োগ প্রভৃতি শোকের বিভিন্ন কারণ উপস্থিত হইলেও শোক করেন না, এই স্ত্রীপুত্র বিত্তাদি প্রাকৃত বস্তু লাভের জন্ম যাঁহার কোন আকাজ্ফা নাই, সংসারবন্ধন হইতে মুক্তির প্রতিবন্ধক বলিয়া পুণ্যকর্ম হইতেও পাপকর্মের স্থায় যিনি নিবুত্ত হন— এইক্নপ 29-বিশিষ্ট ভক্তিমান সাধক थिय ॥ ১ १॥

সমঃ শব্রো চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ।
শীতোক্ষম্বথন্তঃখেমু সমঃ সঙ্গবিবর্জিতঃ ॥১৮॥
তুল্যনিন্দান্ততিমো নী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ।
তানিকেতঃ স্থিরমতির্জ্জিমান্ মে প্রিয়ো নরঃ॥১৯॥

সরলার্থ-

যে আত্মনিষ্ঠ পুরুষ শক্ত ও মিত্রে, মানে ও অপমানে, শীতে এবং গ্রীত্মে, স্থথে ও ছঃথে সমান জ্ঞান অর্থাৎ যিনি নির্বিকার, যিনি আসজিরহিত, নিন্দা এবং স্তুতিতে সমবুদ্ধি এবং যিনি মৌনী, যৎকিঞ্চিৎ মাত্রেই সম্ভুষ্ট, গৃহাদিতে আসজিশ্ভ, যিনি স্থিরচিত্ত — এইপ্রকার গুণবিশিষ্ট ভক্তিমান পুরুষ আমার প্রিয় ॥১৮, ১৯॥

রামানুজভাষ্য-

'অন্বেষ্টা সর্বভূতানাম্' (১২।১৩)
ইত্যাদিনা শক্তমিক্রাদিযু বেষাদিরহিতত্বম্ উক্তম্। অত্র তেযু সন্ধিহিতেষু অপি সমচিত্তত্বম্, ততঃ অপি
অতিরিক্তো বিশেষ উচ্যতে।

আত্মনি স্থিরমতিত্বেন নিকেতনাদিষু অসক্ত ইতি অনিকেতঃ, তত এব
মানাপমানাদিষু অপি সমঃ, য এবংভূতো ভক্তিমানু স মে প্রিয়ঃ ॥১৮-১৯॥

বঙ্গান্তবাদ—

"সর্বভৃতে দ্বেষরহিত" (১২।১৩) শ্লোকে শক্রমিত্র প্রভৃতিতে ষেষভাবের অভাব সাধারণভাবে কথিত হইয়াছে। উক্ত শক্ত-মিত্রগণ সমক্ষে উপস্থিত হইলেও তাহাদিণের তুল্যবুদ্ধি অর্থাৎ চিন্ত-বিকারের অভাবরূপ বিশেষ ভাব এই শ্লোকে কথিত হইতেছে। যাহারা অনিকেত অর্থাৎ আত্মবস্তুতে স্থিরবৃদ্ধি বলিয়া গৃহাদিতে অনাসক্ত এবং সেইজন্ম যাহারা মান এবং অপমান প্রভৃতিতে তুল্যবৃদ্ধি অর্থাৎ নির্বিকার — এইপ্রকার ভক্তিমান ব্যক্তি আমার প্রিয় ॥১৮, ১৯॥

রামাত্রজভাষ্য—

অস্মাদ্ আত্মনিষ্ঠাৎ মন্ত্ৰজ্ঞিযোগ-

বঙ্গান্ত্বাদ—

১৪ শ্লোক হইতে ১৯ শ্লোকে উক্ত আত্মনিষ্ঠ সাধক অপেক্ষা ভগবদ্ভক্তিনিষ্ঠ নিষ্ঠস্থ শ্রৈষ্ঠ্যং প্রতিপাদয়ন্ যথোপ-

ক্রমন্ উপসংহরতি—

সাধকের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করিয়া এই অধ্যায়ের প্রারম্ভে উত্থাপিত প্রসঙ্গের উপসংহার করিতেছেন এই অন্তিম শ্লোকে—

বে ভু ধর্ম্যামৃতমিদং যথোক্তং পযুপাসতে। শ্রুদ্ধানা মৎপরমা ভক্তাস্তেহতীব মে প্রিয়াঃ॥২০॥

সরলার্থ-

কিন্ত যে পুরুষেরা আমার প্রতি শ্রদ্ধাবান এবং আমাকেই একমাত্র পরমপুরুষার্থ রূপে জ্ঞান করিয়া ১২।২ শ্লোকে 'আমাতে মনোনিবেশপূর্বক পরম শ্রদ্ধাসহকারে, আমাকে প্রাপ্ত হইবার আকাজ্জায় আমার উপাসনা করে' এইরূপে কথিতপ্রকারে, ধর্ম (প্রকৃত ধর্মসাধনরূপী) এবং অমৃত তুল্য উপভোগ্য সপরিকর ভক্তিযোগরূপ উপাসনার অম্প্রতান করেন—(পূর্ব শ্লোকগুলিতে উক্ত আত্মনিষ্ঠ আমার ভক্ত অপেক্ষা) এইপ্রকার ভক্ত আমার অত্যন্ত প্রিয়।

এই অন্তিম শ্লোকে সমগ্র মধ্যম ঘটকের (৭ হইতে ১২ আঃ) প্রধান উপদেশের বিষয় ভক্তিযোগের উপসংহার করিতেছেন ॥২০॥

রামাত্মজভাষ্য—

ধর্ম্যং চ অমৃতং চ 'ইতি' ধর্ম্যামৃতং যে তু প্রাপ্যসমং প্রাপকং ভক্তি যোগং যথোক্তং 'মধ্যাবেশ্য মনো যে মাম্' (১২।২) ইত্যাদিনা উক্তেন প্রকারেণ উপাসতে তে ভক্তা জাতিতরাং যে প্রিয়াঃ ॥২০। বঙ্গাহ্যবাদ—

যাঁহারা 'ধর্ম্যরূপী এবং অমৃতরূপী' অর্থাৎ যাহা ধর্মসাধনের উপযুক্ত এবং অমৃতত্ত্ব্য উপভোগ্য প্রাপাবস্ত যে আমি সেই আমাকে প্রাপ্তির উপায়রূপ ভক্তি-যোগকেও যে তদ্ধপ অমৃতত্ত্ব্য মনে করিয়া সেই ভক্তিযোগ সাধনের, 'আমাতে মনোনিবেশ করিয়া' ইত্যাদি প্রকারে, অমুষ্ঠান করেন—সেই ভক্তেরা আমার অত্যন্ত প্রিয় ॥২০॥

# ইতি ভক্তিযোগনামক গ্রাদ্ধ অধ্যায় সমাপ্ত

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

# ত্ৰয়োদশ অধ্যায়

# ক্ষেত্ৰ-ক্ষেত্ৰজ্ঞ-বিভাগ-যোগ

রামাত্রজভাষ্য—

পূর্বন্মিন্ ষট্কে পরমপ্রাপ্যস্থ পরস্থ ব্রহ্মণো ভগবতঃ বাস্তদেবস্থা প্রাপ্ত্যুপায়ভুতভক্তিরূপভগবত্নপা-সানঙ্গভূতং প্রাপ্ত্যুঃ প্রত্যগাত্মনো যাথাদ্ম্যদর্শনং জ্ঞানযোগকর্মযোগ-লক্ষণনিষ্ঠাদ্বয়সাধ্যম্ উক্তম্।

মধ্যমে চ পরমপ্রাপ্যভূতভগবতত্ত্বযাথান্ম্যতন্মাহান্ম্যজ্ঞানপূর্ব কৈকান্তিকাত্যম্ভিকভক্তিযোগনিষ্ঠা প্রতিপাদিতা, অতিশয়িতেশ্বর্যাপেক্ষাণান্

### বঙ্গান্থবাদ —

প্রথম বট্কে (প্রথম ছয় অধ্যায়ে)
কথিত হইয়াছে যে, জীবাত্মার যথার্থ
স্বরূপ জ্ঞান হইতেছে, পরমপ্রাপ্যবস্ত
পরমত্রন্ধ ভগবান বাস্থদেবের প্রাপ্তির
উপায়ভূত ভক্তিরূপ উপাসনার অঙ্গরূপ
এবং এই জীবাত্মার স্বরূপদর্শন কর্মযোগ
এবং জ্ঞানযোগের দারা লভ্য। প্রথম
বট্কে এই কর্মযোগ এবং জ্ঞানযোগের
বিষয় কথিত হইতেছে।

মধ্যম বট্কে (৭-১২ অধ্যায়ে)
পরমপ্রাপ্য বস্তু ভগবানের যথার্থ স্বরূপ
এবং তাঁহার মাহাত্ম্যজ্ঞানের বিষয় উপদেশ
দিয়া ঐকান্তিক এবং আত্যন্তিক ভক্তিযোগের বিষয় প্রতিপাদিত হইয়াছে 3

আত্মকৈবল্যমাত্রাপেক্ষাণাং চ ভক্তি-যোগঃ তত্তদপেক্ষিতসাধনম্ ইতি চ উক্তম্।

ইদানীম্ উপরিতনষট্কে প্রকৃতিপুরুষতৎসংসর্গর্রপপ্রপঞ্চেশ্ব
যাথান্ম্যকর্মজ্ঞানভক্তিস্বরূপতত্নপাদানপ্রকারাঃ চ ষট্কদ্বোদিতা
বিশোধ্যক্তে।

তত্র তাবৎ ত্রয়োদদো দেহাস্থনোঃ
স্বরূপম্, দেহ্যাথাস্থ্যশোধনম্ দেহবিযুক্তাস্থপ্রপ্রথাপ্র্যপায়ঃ, বিবিক্তাস্বরূপসংশোধনম্, তথাবিধস্থ
আত্মনঃ চ অচিৎসম্বন্ধহেতুঃ, তত্তো
বিবেকানুসন্ধানপ্রকারঃ চ

উচ্যতে-

এবং অতিশয় ঐশ্বর্যপ্রির অভিলাষী
এবং আত্মার কৈবল্যমুক্তির অভিলামী
অধিকারীদিগের জন্মও ভক্তিযোগ যে
তত্তৎ উদ্দেশ্যনাধনের উপায়স্বরূপ তাহাও
বলা হইয়াছে।

এখন তৃতীয় ষট্ কে (১৩-১৮ অধ্যায়ে)
প্রকৃতি, প্রুব (জীবাজা), এই ছুইটি
সংসর্গের দারা উৎপন্ন জগৎরূপ প্রপঞ্চের,
ঈশ্বরের যথার্থ স্বরূপের, কর্ম জ্ঞান ও ভক্তি
স্বরূপের এবং তাহাদিগের উৎপত্তির
প্রকার যাহা পূর্ব ছুইটি ষট্কে ক্থিত
হইয়াছে, সেইগুলি নিঃসংশয়ভাবে পরিস্ফুট
করিবার জন্ম অম্কুর্ত্রএবং অপেক্ষিত
অংশগুলি উপদেশমুখে প্রতিপাদন করিয়া
বিশোধিত হইতেছে।

এই ত্রয়েদশ অধ্যায়ে দেহ এবং আত্মার স্বরূপ, দেহস্বরূপের নিঃসংশয়রূপে বর্ণনা, দেহবিযুক্ত আত্মবস্তর প্রাপ্তির উপায়, এই আত্মস্বরূপের বিশোধন অর্থাৎ ইতিপূর্বে অমুক্ত লক্ষণাবলীর উল্লেখ করিয়া নিঃসংশয়রূপে স্পষ্টীকরণ, এই দেহবিযুক্ত আত্মার অচিৎবস্তর সহিত সম্বন্ধের কারণ, তৎপরে বিচারপূর্ব্বক ভিন্নত্ব এই আত্মবস্তর এবং অচিৎবস্তর অমুসন্ধানের প্রকারও ক্থিত হইয়াছে।

# অৰ্জুন উবাচ

প্রেক্তিং পুরুষধ্ঞৈব ক্ষেত্রং ক্ষেত্রজ্ঞমেবচ। এতদ্ বেদিতুমিচ্ছামি জ্ঞানং জ্যেঞ্চ কেশব॥)

## শ্রীভগবান উবাচ

ইদং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে। এতদ্ যো বেন্তি তং প্রান্তঃ ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি তদ্বিদঃ॥১॥

## সরলার্থ—

হে কৌন্তেয় ! দেব-মহয়, তির্যক্ ও স্থাবর শব্দে নির্দিষ্ট এই সকল শরীরকে ক্ষেত্র বলা হয়। এই শরীরে অবস্থিত চেতন যিনি এই ক্ষেত্ররূপী শরীরকে জানেন আত্মযাথাত্মাবিদগণ তাঁহাকে ক্ষেত্র বলিয়া থাকেন ॥১॥

## রামাত্রজভায্য-

ইদং শরীরং দেবঃ অহম্, মন্তুয়ঃ
আহম্, স্থুলঃ অহম্, কৃশঃ অহম্,
ইতি আত্মনা ভোজনা সহ সামানাধিকরণ্যেন প্রতীয়মানং ভোজনুঃ
আত্মনঃ অর্থান্তরভুতং তস্ম ভোগক্ষেত্রম্ ইতি শরীর্যাথাত্ম্যবিদ্ধিঃ
অভিধীয়তে । এতদ অব্যুব্দঃঃ

## বঙ্গান্থবাদ --

এই শ্রীর যাহা 'আমি দেবতা' 'আমি

মহয়' 'আমি স্থল' আমি ক্বশ,' এই
প্রকারে ভোক্তা আলার সহিত সমানঅধিকরণজনিত অর্থাৎ 'আমি' রূপে শরীর

অর্থাৎ মহয় দেবতা স্থল ক্বশ ইত্যাদি

এবং শরীরী অর্থাৎ আলা একই আশ্রয়ে

(একই অধিকরণে) অবস্থিত বলিয়া ]

এই শরীর এবং আল্লবস্ত একই বলিয়া

প্রতীয়মান হয়। কিন্তু বান্তবিকপক্ষে এই

সংঘাতরূপেণ চ ইদম্ অহং বেদ্মি তং বেগ্নভূতাদ্ যো বেণ্ডি ইতি অন্মাদ্ বেদিভৃত্বেন অর্থান্তরভূতং ক্ষেত্ৰজ ইতি তদিদ:—আত্মযাথাত্ম্য-বিদঃ প্রাহঃ। যত্তপি দেহব্যতিরিক্ত-ঘটাভথা সুসন্ধানবেলায়াং দেবঃ অহ্মৃ, ঘটাদিকং यमू गुः দেহসামানাধি-ইতি আত্মানম্ জাতারম্ - করণ্যেন তথাপি দেহামুভব-অনুসন্ধতে; বেলায়াং দেহং অপি ঘটাদিক্য বেদ্মি हेव हेमम जंहर বেছতয়া বেদিতা অমুভবতি ইতি আত্মনো বৈহ্যতয়া বেভঃ শরীরম্ অপি ঘটাদিবদ্অর্থান্তর- জিয়বস্ত ব্লিয়াবান্তবিকপক্ষে ঘট প্রভৃতির

শরীর ভোক্তা আত্মা হইতে ভিন্ন পদার্থ। এই শরীরের যথার্থ তত্ত্বপ্রমণ ইহাকে (শরীরকে) ভোক্তা আত্মার ভোগক্ষেত্র যিনি এই বলিয়া অভিহিত করেন। শরীরের ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে এবং সমষ্টিরূপ সমস্ত শরীরকে তাহাদের এইপ্রকার ভোগক্ষেত্র বলিয়া সেইরূপ জ্ঞাতা পুরুষদিগকে আত্মতত্ত্বিদ্ পুরুষগণ 'ক্ষেত্রজ্ঞ' নামে অভিহিত করেন।

যদিও মহুয় যখন শরীর হইতে ভিন্ন-বস্তু ঘট প্রভৃতি পদার্থের বিষয় চিন্তা করে তখন আমি দেবতা, আমি মহুয়া, আমি ঘটাদির বিষয় চিন্তা করিতেছি এইপ্রকারে স্মান-অধিকরণজনিত (আশ্রয়-আশ্রয়ী হিসাবে একত্র অবস্থিত বলিয়া) এই भंतीतरकरे जाजा विनया गरन करतः কিন্ত যখন এই জ্ঞাতা আত্মা তাহার শরীরের বিষয় চিন্তা করে, তখন ঘট-পটাদি বস্তুর স্থায় জেয়পদার্থক্সপে এই শরীরের বিষয় অহুভব করে এবং মনে করে যে "এই শরীরকে আমি জানি", ইঅতএব এই শরীরও জ্ঞাতা

ভূতম্; তথা ঘটাদেঃ ইব বেছ-

ভুতাৎ শরীরাদ্ অপি বেদিতা

ক্ষেত্রজ্ঞঃ অর্থান্তরভূতঃ।

🔺 \*১ সামানাধিকরণ্যেন প্রতীতিঃ ভু

বস্তুতঃ শরীরস্থ গোত্বাদিবৎ

আত্মবিশেষণতৈকস্বভাবতয়া তদ-

পৃথক্সিদ্ধেঃ উপপন্ন। তত্র বেদিতুঃ

অসাধারণাকারশু চক্ষুরাদিকরণা-

বিষয়ত্বাৎ যোগসংস্কৃতমনোবিষয়ত্বাৎ

চ, প্রকৃতিসন্ধিধানাদ্ এব মূঢ়াঃ

প্রকৃত্যাকারম্ এব বেদিতারম্

পশ্যন্তি। তথা চ বক্ষ্যতি ---

ন্থায় আত্মা হইতে ভিন্নবস্তু এবং ঘট-পটাদির ন্থায় জ্ঞেয়বস্তু শরীর হইতে জ্ঞাতা "ক্ষেত্রজ্ঞও" (জীবাত্মাও) ভিন্ন পদার্থ।

সমান অধিকরণতার জন্ত (একই আধারে অবস্থিতির জন্ত ) যে শরীর এবং আত্মা অভিন্ন বস্তু বলিয়া প্রতীয়মান হয় তাহার কারণ এই যে এই শরীর-শরীরী বা শরীরধারী আত্মার বিশেষণক্ষপ, এবং গরুর গোত্বরূপ বিশেষণ যেমন অপৃথকি দিদ্ধ অর্থাৎ গরুর গোত্ব বিষয়ে না ভাবিয়া যেমন গরুর বিষয় কোনকালেই ভাবনা করা অসম্ভব সেইক্লপ শরীরী আত্মা এবং তাহার শরীরক্ষপী এই বিশেষণ সর্ব্ধদাই অপৃথকি দিদ্ধ।

বিলক্ষণ আকারবিশিষ্ট জ্ঞাতা আত্মবস্তু
চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গ্রান্থ . বিষয় নহে,
ইহা কেবল যোগসাধিত কর্মযোগ
জ্ঞানযোগ প্রভৃতির দ্বারা প্রাপ্ত নির্মল
অন্তঃকরণেরই গোচর। মূর্থ লোকেরা
শরীরের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ হেতু জ্ঞাতা
আত্মবস্তকেই শরীর বলিয়া মনে করে
(দেহাল্গাভিমান) এ বিষয়ে পরে

\*> সামানাধিকরণা — ভিন্নভিন্নপ্রবৃত্তিনিমিতানাং শদানাং একস্মিন্ অর্থে বৃত্তি;
অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন কার্যে এবং ভিন্ন অর্থে
ব্যবহৃত শব্দসমূহের বা পদার্থসমূহের
একই অর্থে ব্যবহার। এই পদার্থগুলি প্রায়শঃ
পরস্পর বিশেক্ত-বিশেষণরূপী এবং তাহাদের
সম্বন্ধ সর্ব্বদাই অপৃথক সিদ্ধ অর্থাৎ কোলকালেই বিচ্ছিন্ন নয়।

'উৎক্রামন্তং স্থিতং বাপি ভূঞানং বা

গুণাবিতম্। বিম্ঢ়াঃ নামুপশান্তি পশান্তি

জ্ঞানচকুষঃ'॥ (১৫।১০) ইতি ॥১॥

পুনরায় কথিত হইবে। "ত্রিগুণময় দেহে অবস্থিত বিষয়ে ভোগশীল জীবাত্মার অথবা দেহ হইতে বহির্গমনশীল জীবাত্মার স্বরূপ মূঢ় ব্যক্তিগণ উপলব্ধি করিতে পারে না, কিন্ত জ্ঞানী ব্যক্তিগণ তাহা উপলব্ধি করিতে পারেন।" (গীতা— 1611 ( 06/26

# ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্বক্ষেত্রেযু ভারত। ক্ষেত্ৰজ্বেজাজ্ঞানং যত্তজ্জানং মতং মম ॥२॥

সরলার্থ-

(সপ্তম অধ্যায়ে চতুর্থ এবং পঞ্চম শ্লোকে শ্রীভগবান বলিয়াছেন যে, প্রকৃতিতত্ত্ব বা অচিংতত্ব আমার অপরা প্রকৃতি এবং চিংতত্ব বা জীবাত্মতত্ত্ব আমার পরা প্রকৃতি, অতএব ইহারা আমার অংশভূত এবং মদাত্মক। এখন প্রথম ছটী শ্লোকে বলিতেছেন যে, দেব-মনুষ্যাদি শরীরক্ষপী যাবৎ অচিৎতত্ত্ব ক্ষেত্র অর্থাৎ জীবান্ধার ভোগক্ষেত্র বলিয়া কথিত হয়, এবং জীবাত্মারূপী যাবৎ চিৎতত্ত্ব এই ক্ষেত্রের জ্ঞাতা বা ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া অভিহিত হয়। অতএব জ্ঞেয়বস্ত এবং জ্ঞাতা হিসাবে এই অচিৎতত্ত্ব এবং চিৎতত্ত্ব সম্পূর্ণ প,থক বস্তু।)

( এই ক্ষেত্ৰকে এবং ) সৰ্বদেহে অবস্থিত ক্ষেত্ৰজ্ঞকেও আমি অৰ্থাৎ মদাপ্পক বলিয়া জানিবে। হে অর্জুন! ক্ষেত্র এবং ক্ষেত্রজ্ঞ-তত্ত্বের পরস্পর বিভিন্নতা অথচ উভয়েরই মদাম্বকতারূপ যে জ্ঞান সেই জ্ঞানই আমার অভিমত বলিয়া জানিবে ॥২॥

রামানুজভাষ্য-

ক্ষেত্ৰজ্ঞং চ মাং বিদ্ধি

मनाषाकः विकि। दक्काळकः इ

## বঙ্গানুবাদ---

দেবতা মহয় প্রভৃতি সমস্ত ক্ষেত্র-বস্তুর **দেবমনুষ্যাদি**সর্বক্ষেত্রেষ্ বেদিতৃ- ( শরীরের ট্) জ্ঞাতারূপী যে ক্ষেত্রজ্ঞ অর্থাৎ আমি বলিয়া (জীবাত্মা) তাহাকেও জানিবে অর্থাৎ তাহাও মদাল্পক ( আমি তাহার আত্মারূপী এবং যাবৎ ক্ষেত্রজ্ঞ শরীরক্ষপী )। এই শ্লোকে 'অপি' " ক্ষেত্ৰজ্ঞং

ইতি অপি শব্দাৎ ক্ষেত্রম্ অপি নাং
বিদ্ধি ইতি উক্তম্ ইতি অবগম্যতে।

যথা ক্ষেত্রং ক্ষেত্রজ্ঞবিশেষণতৈকস্বভাবতয়া তদপৃথক্সিদ্ধেঃ
তৎসামানাধিকরণ্যেন এব নির্দ্দেশ্যং,
তথা ক্ষেত্রং ক্ষেত্রজ্ঞঃ চ মদিশেষনতৈকস্বভাবতয়া মদপৃথক্সিদ্ধেঃ মৎসামানাধিকরণ্যেন এব নির্দ্দেশ্যা
বিদ্ধি।

বক্ষ্যতি হি ক্ষেত্ৰাৎ ক্ষেত্ৰজ্ঞাৎ

চ বন্ধমুক্তোভয়াবস্থাৎ ক্ষরাক্ষরশব্দ-

निर्मिष्ट्रीम् व्यर्था खत्रकः शत्र खन्नात्भा

वाम (पवच्छ — 'वाविरमी श्रक्तवो लातक

ক্রশ্চাক্ষর এব চ। ক্ষরঃ সর্বাণি ভূতানি

ক্টস্থোহক্ষর উচ্যতে। উত্তমঃ পুরুষস্বভাঃ

শব্দদরের দারা ক্ষেত্ররূপী থাবং অচিৎ-তত্ত্বকেও 'আমি' বলিয়া জানিবে' — এই অর্থই স্থচিত হইতেছে।

যেমন, কেত্ৰ স্ভাবতঃ ক্ষেত্রজের (परक्रिंशी विस्थित विलिश) এবং দেহী ক্ষেত্ৰজ্জের (জীবান্নার) এই দেহরূপ বিশেষণ অপৃথকসিদ্ধ বলিয়া (এই দেহ-দেহী সম্বন্ধ অপরিচ্ছেত্ত বলিয়া) এই ক্ষেত্রজের (দেহীর) সহিত ক্ষেত্র (দেহ) সামানাধিকরণ্য হিসাবে একই নিদিষ্ট হয়, সেইরূপ ক্ষেত্র এবং ক্ষেত্রজ্ঞ (দেহ ও দেহী জীবালা) উভয়েই সন্মি-निज्जात यजानजः जागात (महक्री) বিশেষণ এবং এই বিশেষণ আমার সহিত অপৃথকসিদ্ধ অর্থাৎ নিত্যসম্বন্ধযুক্ত; স্নতরাং ইহারা উভয়েই আমার সহিত मामानाधिकत्रगर मञ्जन्मयुक विनया निर्फिष्ठे र्य, जूमि এই ज्ञान कानित् ।

ক্ষেত্ররূপী অচিৎতত্ত্ব হইতে এবং ক্ষর ও অক্ষর শব্দ বাচ্য বদ্ধ এবং মুক্ত অবস্থাপর আত্মবস্তা বা ক্ষেত্রজ্ঞ হইতে পরমত্রন্ধ ভগবান বাস্থদেব যে প্রকৃতপক্ষে ভিন্ন তত্ত্ব তাহা পরে স্পষ্টরূপে কথিত হইবে — "ক্ষর এবং অক্ষর শব্দ নির্দিষ্ট প্রই প্রকার প্রক্ষ (জীব) লোকে প্রসিদ্ধ আছে, তন্মধ্যে বদ্ধ জীবগণ ক্ষর শব্দে নির্দিষ্ট হয় এবং মুক্তজীবগণ অক্ষর শব্দে নির্দিষ্ট হয় । কিন্তু বদ্ধ ও মুক্ত এই দ্বিবিধ চেতন প্রকৃষ হইতে অন্ত আর একটি সর্বোত্তম চেতন প্রকৃষ আছেন,

পরমাত্মেত্যুদাহতঃ। যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ। ফশাৎক্ষরমতীতোহহং অক্ষরাদপি চোজমঃ। অতোহশি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ প্রযোজমঃ'॥

পৃথিব্যাদিসংঘাতরূপস্থ ক্ষেত্রস্থ

( ३८।३७-३४ ) देखि।

কেত্রজন্ম চ ভগবদান্মকন্বং শুভাবেরা
বদন্তি। 'যঃ পৃথিব্যাং তিঠন্ পৃথিব্যা
অন্তরো যং পৃথিবী ন বেদ যক্ত পৃথিবী
শরীরং যঃ পৃথিবী মন্তরো যময়ত্যেব ত
আত্মান্তর্যা 'য আত্মনি তিঠনাত্মনোহন্তরো যমাত্মা ন বেদ যক্তাত্মা শরীরং

যিনি শাস্ত্রে পর্যাত্মা নামে অভিহিত হইয়াছেন। তিনি অব্যয় ও ঈশ্বর যেহেতু বদ্ধ চেতন, মুক্ত চেতন এবং অচেতন এই লোকত্রয়ের অন্তরে তিনি পর্যাত্মার্রপে অবস্থানপূর্বক তাহাদের ভরণ এবং নিয়মন করিয়া থাকেন। উপরোক্ত কারণে আমি ক্ষরন্ধপী বদ্ধ চেতন এবং অক্ষরন্ধপী মুক্ত চেতন হইতেও অতীত পুরুষ এবং উত্তম পুরুষ, এবং সেইজন্মই আমি বেদে এবং লোকে ( শ্বৃতি ইতিহাস এবং প্রাণে) পুরুষোত্তম বলিয়া কথিত' (গীতা — ১৫।১৬-১৮)

ক্ষিতি, অপ্তেজ প্রভৃতি পঞ্চীকৃত দেব মহুষ্য আদি দেহরূপী ক্ষেত্র এবং ক্ষেত্ৰজ্ঞরূপী তন্মধ্যে অবস্থিত জীবাদ্বা উভয়ই যে স্বরূপতঃ বা তত্ত্তঃ পর্মাত্মার শরীররূপ এবং এই পর্মাত্মা ভগবান যে এই ক্ষেত্র এবং ক্ষেত্রভের আত্মমন্নপ তাহা শ্রুতিতে বহুস্থলে কথিত "যিনি পৃথিবীতে অবস্থান হইয়াছে। করিয়া পৃথিবীর অন্তস্থলে অবস্থিত পুরুষ, गैशिक शृथिवी जातन ना, शृथिवी गैशित শরীর, যিনি পৃথিবীর ভিতর অবৃস্থিত হইয়া তাহাকে নিয়মন করেন তিনি তোমার আত্মা অন্তর্যামী পুরুষ, অমৃতস্বরূপ .( পর্ম আত্মা )" এইস্থল হইতে আরম্ভ করিয়া 'যিনি আন্নাতে (জীবান্নাতে) অবস্থান করেন এবং এই আত্মার অন্তস্থলে অবস্থিত, যাঁহার আত্মা শরীর, যিনি

যময়তি। স আত্মানমন্তরো 0 যঃ আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ'। ( বুঃ উঃ শাখা — ७। १। २२ ) याशानिनी ইত্যাতাঃ। ইদম্ এব অন্তর্ধামিতয়া সর্বক্ষেত্রজ্ঞানায্ আত্মত্বেন অবস্থানং ভগবৎসামানাধিকরণ্যেন ব্যপদেশ-হেতুঃ। 'অহ্মান্না গুড়াকেশ সর্বভূতা-শয়স্থিতঃ'। ( ১০।২০ ) ন তদস্তি. বিনা যৎস্থানারা ভূতং চরাচরম্'॥ (১০।৩৯) 'বিষ্টভ্যাহমিদং ক্বৎস্নমেকাংশেন স্থিতো-জগং'। (১০।৪২) ইতি। পুরস্তাদ্ উপরিষ্টাৎ চ অভিধায় মধ্যে সামানাধিকরণ্যেন ব্যপদিশতিল 'আদিত্যানামহং ( 2015) বিষ্ণু: ইত্যাদিনা।

আত্মার ভিতর অবস্থানকরতঃ তাহাকে
নিয়মন করেন সেই অন্তর্ধামী অমৃতস্বরূপ
পুরুষ তোমার আত্মা (পরমাত্মা)
ইত্যাদি"।

ইনি সর্ব্ব ক্ষেত্রজ্ঞের ভিতর (জীবাত্মার ভিতর) অন্তর্যামী আত্মারূপে (প্রমা-ত্মারপে) অবস্থান করেন। এইজন্ম (ভগবানের সহিত এই অপুথকসিদ্ধশ রীর-শরীরী সম্বন্ধের জন্ম) যাবৎ ক্ষেত্র-ক্ষেত্রভের অর্থাৎ অচিৎবস্তুর এবং চিৎবস্তুর ভগবানের সহিত সামানাধিকরণ্যক্রপে নির্দ্ধের হেতু, এইজন্তই তগবান শ্রীকৃষ্ণ দশম অধ্যায়ে বলিয়াছেন—"হে অর্জ্জুন আমি সর্বজীবের यर्था (एक्विभिष्ठे जीवाजात यर्था) আত্মারূপে (পর্মাত্মারূপে) অবস্থিত"। "চর এবং অচর এমন কিছুবস্তুই থাকিতে পারে না যাহার মধ্যে আমি অন্তর্যামী পরমাত্মারূপে অবস্থিত নহি"। "আমার শরীরের একাংশে স্থিত সমগ্র এই আমি ধারণ করিয়া আছি" জগৎকে এইপ্রকার দশ্য অধ্যায়ের প্রারভে এবং অন্তে নিজের স্বন্ধপের বিষয় বর্ণনা করিয়া অধ্যায়ের মধ্যভাগে "হাদশ আদিত্যের মধ্যে আমি বিষ্ণু" এই ररेए वात्रख कतिया "खानवानिएगत আমি জ্ঞান" ৈএই অব্ধি উক্তির দারা **সামানাধিকরণ্যজনিত** উপদেশ উদাহরণ দিয়াছেন।

যদ্ ইদং ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্যোঃ বিবেকবিষয়ং ভয়োঃ মদাত্মকত্ববিষয়ং চ
জ্ঞানম্ উক্তম্, তদ্ এব উপাদেয়ং
জ্ঞানম্ ইতি মম মতম্।

কৈ চিদ্ আছঃ— 'ক্ষেত্ৰজ্ঞং চাপি
নাং বিদ্ধি' ইতি সামানাধিকরণ্যেন
একত্বম্ অবগন্যতে, তত্ত্বচ ঈশ্বরস্থ
এব সতঃ অজ্ঞানাৎ ক্ষেত্ৰজ্ঞত্বম্ ইব
ভবতি ইতি অভ্যুপগন্তব্যম্, তন্ধিবৃত্ত্যর্থঃ চ অয়ম্ একত্বোপদেশঃ।

অনেন চ আপ্ততমভগবত্বপদেশেন

রজ্জুঃ ইয়ং ন সর্পঃ, ইতি আপ্তোপ-

দেশেন সর্পত্বভ্রমনিবৃত্তিবৎ ক্ষেত্রজ্ঞত্ব

ভ্ৰমো নিবৰ্ত্ততে ই তি।

ক্ষেত্রে এবং ক্ষেত্রজ্জের বিষয় এই যে বিবিক্ত জ্ঞান অর্থাৎ ভিন্নরূপ জ্ঞান এবং উভয়েরই মদাত্মকতারূপ ঐক্য জ্ঞান যাহা এই শ্লোকে কথিত হইয়াছে ইহাই উপাদেয় জ্ঞান, এবং এই জ্ঞানই আমার অভিযত।

(এক্ষণে অদ্বৈতবাদীদিগের উক্তির উল্লেখ করিয়া তাহার খণ্ডন করিতেছেন।)

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন "আমাকে ক্ষেত্ৰজ্ঞ বলিয়াও জানিবে" এই বাক্যের সামানাধিকরণ্য বৃত্তি **সিদ্ধান্তের** দারা বুঝিতে একত্বের হইবে যে ঈশ্বর স্বভাবতঃ সর্বজ্ঞ, তিনি অজ্ঞানরূপী সংসার বা দেহসম্বন্ধ-জনিত ক্লেত্রভের মত (দোষযুক্ত) रहेशा यान। किन्छ मर्वछ नेश्रद অজ্ঞানের সম্ভাব প্রকৃতপক্ষে অসম্ভব ইহা রজ্জুতে যেমন সর্পাদি ভ্রম আরোপিত হয় ঈশ্বরের অজ্ঞানও সেইরূপ আরোপ মাত্র। তাঁহারা বলেন যে প্রকৃতপক্ষে ক্ষেত্রভের এই আরোপিত অজ্ঞান জ্ঞানের নিবৃত্তিপূর্বক আত্মযাথাত্ম্য উপলব্ধির জন্ম এই একত্বের উপদেশ করা হইয়াছে। "ইহা দর্প নহে ইহা রজ্জু" সর্বজ্ঞ ভ্রমপ্রমাদশৃত্য ভগবানের উপদেশের দারা যাহাতে রজ্জুতে সর্পত্ব বুদ্ধি নিবৃত্ত হয়।

তে প্রস্তীব্যাঃ অয়ম্ উপদেষ্টা ভগবান্ বাস্দেবঃ পরমেশ্বরঃ কিম্ আত্মযাথাত্ম্যসাক্ষাৎকারেণ নিব্তা-জ্ঞানঃ, উত্ত ন ? ইতি।

নির্ত্তাজ্ঞানঃ চেৎ, নির্বিশেষচিন্মাক্তিকস্বরূপে জাত্মনি জতদ্ধেপাধ্যাসাসস্তাবনয়া কৌল্তেয়াদি
ভেদদর্শনং তান্ প্রতি উপদেশাদি
ব্যাপারঃ চ ন সম্ভবতি।

তাথ আত্মযাথাত্মসাক্ষাৎকারাভাবাদ্ অনিবৃত্তাজ্ঞানঃ, তর্হি তত্ত্য
অজ্ঞহাদ্ এব আত্মজ্ঞানোপদেশারস্তো ন সম্ভবতি; 'উপদেক্ষ্যন্তি তে
জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ' (৪। ৩৪)
ইতি হি উক্তম।

অত এবমাদিবাদা অনাকলিতশ্রুতিস্থতীতিহাসপুরাণন্যায়সদাচারস্বাক্যবিরোধিঃ স্ববচঃ স্থাপনত্বরা-

( অতঃপর ডিক্ত অদ্বৈতমতের •দোষ দেখান হইতেছে )

এইরপ মতবাদীদিগকে জিজ্ঞাসা
করা যাইতে পারে যে, এই উপদেষ্টা
ভগবান বাস্থদেব পরমেশ্বর আত্মার
যথার্থ স্বরূপ দর্শনের দ্বারা অজ্ঞান হইতে
নিবৃত্ত হইয়াছেন, কি হন নাই 
የ

যদি বল অজ্ঞান হইতে নিবৃত্ত হইয়াছেন, তাহা হইলে তাঁহার নির্বিশেষ চিন্মাত্র একমাত্র আত্মস্বরূপে তদ্বিপরীত অধ্যাস বা আরোপ (যাহার দারা ভেদদর্শন প্রতীত र्य) অসম্ভব। অতএব এরূপ অবস্থায় তাঁহার পাণ্ডব কৌরব প্রভৃতি ভেদদর্শন, সার্থ্য গ্রহণ, এবং অর্জ্জুনের প্রতি উপদেশ প্রভৃতি ব্যাপারও সম্ভব নয়। আর যদি বলা যায় যে ভাঁহার আত্মার যথার্থ স্বরূপ সাক্ষাৎ-কার হয় নাই বলিয়া তাঁহার (শ্রীক্বঞ্রে) অজ্ঞানও নির্ত্ত হয় নাই, তাহা হইলে তাঁহার এই অজ্ঞ অবস্থায় আত্মজ্ঞানের উপদেশও সম্ভব নহে। কারণ ইতিপূর্বে উক্ত হইয়াছে যে "তত্ত্বদশী জ্ঞানিগণ তোমাকে প্রকৃত জ্ঞানের উপদেশ पिट्वन ।'

অতএব উক্তমতবাদীরা, যাহারা কোনকালে শ্রুতি, শ্বতি ইতিহাস, পুরাণ, স্থায় এবং সাধুদিগের অফুগ্রানসমূহের যথোপযুক্ত চচ্চা করেন নাই, এবং সেই হেতু স্থাসিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন প্রহৈঃ অজ্ঞানিভিঃ জগন্মোহনায় প্রবাতভাঃ, ইতি অনাদরণীয়াঃ।

षा क देनः जख्रम्— जिन्वखनः

চিম্বস্তুনঃ পরস্থ ব্রহ্মণো ভোগ্যত্বেন

ভোক্তবেন ঈশিতৃত্বেন চ স্বরূপ-

বিবেক্ষ্ আন্তঃ কাশ্চন শ্রুত্যঃ—

'অসামায়ী স্জতে বিশ্বমেতত্তসিং-

\*চান্তো মায়য়া সন্নিরুদ্ধ: ॥' (খে: উ: ৪।৯) তু প্রকৃতিং বিভানায়িনং তু মহেশ্রম্।' (শ্বে: উ: ৪।১০) 'ক্রং <u>ক্ষরাত্মানাবীশতে</u> প্রধানমমূতাকরং হর: रे: 3150)1 (प्रव धकः॥' ( (4: 'অমুতাক্ষরং হরঃ' ইতি ভোকা নির্দিশ্যতে. প্রধানং ভোগ্যত্বেন হরতি ইতি হরঃ।

নাই তাঁহাদের এই সিদ্ধান্ত অজ্ঞানজনিত শাস্ত্রবিরুদ্ধ হইলেও তাঁহারা এই মতবাদ স্থাপনে ত্বাগ্রহের জন্ম জগতকে মোহগ্রন্ত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। এইজ্ন্স এইরূপ সিদ্ধান্ত আদরণীয় নহে।

( এখন রামামুজ শাস্ত্রীয় প্রমাণের সহিত নিজ সিদ্ধান্ত স্থাপন করিতেছেন॥ ) এই শ্লোকবিষয়ে যথার্থ তত্ত্ব এই যে—

বহু শ্রুতি অচিৎবস্ত, চিদবস্ত এবং পরমত্রন্ধের স্বরূপ ভিন্ন ভিন্ন রূপে বিবেচনা-পূর্বক বলিয়াছেন যে — অচিৎবস্ত হইতেছে ভোগ্যবস্ত চিৎবস্ত ভোক্তা এবং পরমত্রন্ধ নিয়ামক বা শাসক। "এইজন্ম মায়ারীশপুরুষ (পরমত্রন্ধ) এই বিশ্বের স্কলন করেন এবং অন্ত পুরুষ (জীবাত্মা) ভাঁহার মায়ার দারা এই বিশ্বে সম্যক্রপে বদ্ধ থাকেন।"

"প্রকৃতিকে (অচিৎবস্তুকে) মায়া বলিয়া জানিবে এবং মহেশ্বরকে মায়ী (মায়াধীশ) বলিয়া জানিবে"; "প্রধান (প্রকৃতি) ক্ষরবস্তু, (জীবাদ্ধা) হর অমৃত এবং অক্ষরবস্তু। ক্ষরবস্তু (প্রকৃতি) এবং আদ্ধা (জীবাদ্ধা) এই উভয়কেই এক দেব পরমেশ্বর শাসন করিয়া থাকেন"।

"হর, অমৃত এবং অক্ষরবস্তু" এই বাক্য দ্বারা ভোক্তা জীবাত্মাকে নির্দেশ করিতেছে অর্থাৎ ভোগ্যরূপ প্রকৃতিকে (প্রাকৃত ভোগ্যবস্তুকে) যে হরণ করে বা ভোগ করে তাহার নাম "হর"।

00

'স কারণং করণাধিপাধিপো ন চাস্ত কশ্চিজ্জনিতা ন চাধিপঃ ॥'(খেঃ উঃ ৬।১); 'প্রধানক্ষেত্রজ্ঞপতিগুর্ ণেশঃ ।' ( শ্বেঃ উ: ৬।১৬ ); 'পতিং বিশ্বস্তালেশ্বরং শাশ্বতং শিবসচ্যুতম্।' (তৈঃ নাঃ ১০) 'জ্ঞাজ্ঞৌ দ্বাবজাবীশনীশো।' (খে: উ: ১১৯) নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানামেকো বহুনাং যো বিদ্ধাতি कामान्॥' (स्थः छः ৬।১৩); 'ভোক্তা ভোগ্যং প্রেরিতারং চ মত্বা' (খেঃ উঃ ১/১২); পৃথগালানং প্রেরিতারং চ মত্বা জুপ্টস্ততস্তেনামৃতত্ব-মেতি (শ্বে: উঃ ১।৬); 'তয়োরস্তঃ পিপ্পলং সাদত্যনশ্নয়ে। ২ভিচাকশীতি। ( गृः छेः ৩।১।১); 'অজামেকাং লোহিতগুকুরুঞ্চাং वस्वीः প্রজা স্জ্যানাং সর্রপাঃ। অজে জ্বমাণোহয়শেতে জহাত্যেনাং হেকে ভুক্তভোগামজোহন্তঃ ॥' (শ্বে: উ: ৪।৫)

"তিনি সর্ববস্তুর কারণরূপী, (স্রষ্টা) ইন্দ্রিয়ের অধিপতিরও অধিপতি, ইহার জনয়িতা এবং অধিপতি আর নাই"; "তিনি সমস্ত গুণের ঈশ্বর, প্রধান ( প্রকৃতি ) এবং ক্ষেত্রজ্ঞ (পুরুষ) উভয়েরই পতি বা স্বামী,"; "বিশ্বের পতিকে এবং আত্মার ঈশ্বরকে সনাতন মঙ্গলময় অচ্যুত পুরুষকে"; "জ্ঞানী এবং অজ্ঞানী (জীবাত্মা) অর্থাৎ ঈশ্বর এবং অনীশ্বর (জীবাল্বা),এই প্রকার ছটি জন্মরহিত (নিত্য); চেতন বস্তু"; "যিনি নিতাবস্তুসমূহেরও নিতা, যিনি চেতন বস্তু সমূহেরও চেতন পুরুষ এবং যিনি একক বহু পুরুষের কামনাপূর্ণ করেন,"; "ভোক্তা (জীবাল্পা,ভোগ্যবস্ত (প্রকৃতি) এবং ইহাদিগের প্রেরককে পৃথক জানিয়া" (পর্মাত্মাকে) "আত্মবস্তকে পৃথকরূপে জানিয়া তাহার প্রেরককে পৃথকরূপে জানিয়া এবং তাঁহার সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইয়া অমৃতত্ব প্রাপ্ত হয়"; "এই উভয়ের মধ্যে একজন ফল আস্বাদন করেন অন্ত আর একজন ফল ভোজন না করিয়া কেবল দ্রষ্টারূপে অবস্থান করেন''।

'লাল (রজোগুণ), সাদা (সত্বন্তণ)
কাল (তমোগুণ) রংবিশিষ্ট নিজ অমরূপ
বহু সন্তানের জন্মদাত্রী এক অজাকে
(জন্মরহিত অনাদি প্রেক্বতিকে) এক অজ
(জন্মরহিত অনাদি ভোক্তা প্রক্রম) ভোগ
করে এবং তাহার প্রতি অম্রক্ত থাকে,
এবং অন্ত একজন অজ ভোগ সমাপনান্তে
তাহাকে ত্যাগ করে"।

'গৌরনাছম্ববতী দা জনিত্রী ভূতভাবিনী।'

(गः छः ७); 'मगात दृष्क श्रृक्राया

নিমগ্নোহনীশয়া শোচতি মুহুমান:। জুইং

যদা পশ্যত্যন্তমীশমস্ত মহিমানমিতি

বীতশোকঃ' (শ্বেঃ উঃ ৪।৭) ইত্যাঞ্চাঃ।

অত্রাপি—'অহংকার ইতীয়ং মে ভিনা

প্রকৃতিরষ্টধা ॥ অপরেয়মিতস্বস্তাং প্রকৃতিং

বিদ্ধি মে পরাম্। জীবভূতাং মহাবাহো

यरत्रमः शार्यरा जनः ॥' ( १।४,६ ) ; 'मर्त-

ভূতানি কোন্তেয় প্রকৃতিং যান্তি
মামিকাম্। কল্পক্ষে প্রনন্তানি কল্পাদৌ
বিস্কান্যহম্ ॥ প্রকৃতিং স্বামবইভ্য বিস্কামি প্রনঃ প্রনঃ। ভূতগ্রামমিমং
কৃৎস্পমবশং প্রকৃতের্বশাং ॥' (৯।৭,৮); 'সেই আদি এবং অন্ত রহিত গাভী ভূতবর্গের জন্মদাত্রী মাতা'; 'একই রক্ষের উপর এক পুরুষ অজ্ঞান-নিমগ্ন এবং মুস্থমান হইয়া শক্তিহীন অবস্থায় শোক করে, কিন্তু যখন সেই পুরুষ নিজ হইতে ভিন্ন এবং সাথারূপে অবস্থিত ঈশ্বরকে (পরম-পুরুষকে) দেখিতে পায় এবং তাঁহার মহিমার বিষয় যখন অবগত হয় তখন সে শোকরহিত হইয়া যায়।' প্রভৃতি শ্রুতিবাক্য।

এই গীতা-শাস্ত্রেও বলিয়াছেন যে—
'অহংকার প্রভৃতি আমার আটপ্রকার
বিভিন্ন প্রকৃতি আছে, এতন্তিন্ন আমার
আর একটি জীবান্নারূপ প্রকৃতি আছে
তাহাকে পরাপ্রকৃতি বলিয়া জানিবে। থে
মহাবাহো অর্জুন, এই পরাপ্রকৃতি
জীবান্না সমস্ত জগৎকে ধারণ করিয়া
রহিয়াছে।'

'रह कोल्डिय, कन्नाल्ड প्रनयकाल সমস্ত চরাচর জীব আমার ( স্ক্ষাতম) প্রকৃতিতে প্রবিষ্ট হয় এবং পুনরায় কল্পের আদিতে আমি তাহাদের সৃষ্টি করিয়া এইরূপে থাকি। স্থাত্য আমার প্রকৃতিতে অবস্থান করিয়া (পূর্ব শ্লোকোক্ত) অষ্ট প্রকার স্থূল প্রকৃতিতে পরিণত করিয়া জীবের পূর্ব কল্পার্জিত নিজ নিজ প্রেক্বতির অহণ্ডণ বিবিধ ভূতবৰ্গকে আমি অবশ করিয়া হইয়া পুনঃ পুনঃ স্জন থাকি।'

'ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ স্থয়তে সচরাচরম্।
হেতুলানেন কৌস্তেয় জগদিপরিবর্ততে॥'
(৯।১০) 'প্রকৃতিং পুরুষং চৈব বিদ্ধ্যনাদী
উভাবপি।' (১৩।২০); 'মম যোনির্মহদ্ধ
তিমিন্ গর্ভং দধাম্যহম্। সংভবঃ সর্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত॥' (১৪।৩)
ইতি।

কৃৎস্কজগভোনিভূতং মহদ্ ব্রহ্ম
মদীয়ং প্রকৃত্যাখ্যং ভূতসূক্ষম
অচিদ্বস্ত যৎ তদ্মিন্ চেতনাখ্যং
গর্ভং সংযোজয়ামি, ততো মৎসংকল্পকৃতাৎ চিদচিৎসংসর্গাদ্ এব দেবাদিস্থাবরাস্তানাম্ অচিন্মিশ্রোণাং সর্বভূতানাং সংভবো ভবতি ইত্যর্থঃ।

'শ্রুতে অপি ভূতসূক্ষাং ব্রহ্ম'
ইতি নির্দিষ্টম্ 'তমাদ্ এতদ্বন্ধ নামক্রপমন্নং চ জায়তে' (মুঃ উঃ সাসাহ)
ইতি।

'হে কৌন্তেয়, যখন আমি (স্ষ্টি করিবার সম্বল্প করিয়া) আমার এই স্ক্র প্রকৃতির প্রতি ঈক্ষণ করি ( দৃষ্টিপাত করি ) তখন আমার এই স্ক্র প্রকৃতি এই ब्रेक्सन द्वांता पालाफ़िल हरेशा कार्य অবস্থা স্থূল প্রকৃতিরূপে পরিণত হয় এবং জড় চৈতগুবিশিষ্ট এই চরাচর জগৎ উৎপ্র হয়। এই ঈক্ষণহেতুই চরাচর জগৎ পুনঃ পুনঃ পরিবর্ত্তিত হইয়া স্টি-প্রবাহ চলিতে থাকে।' 'আমার এই প্রকৃতি এবং পুরুষ (জীবাদ্মা) উভয়কেই जनामि विलया कानित्व'। 'गर्९ बक्क' নামক আমার এই স্ক্রম প্রকৃতি-জগতের যোনিস্বরূপ বা উৎপত্তিস্থল, এই যোনিরূপ প্রকৃতিতে আমি জীবালারূপী বীজ প্রদান হে অজুন, ইহার দারা চিদ্ করি। জीবের एष्टि इहेशा অচিদ্বিশিষ্ট সমগ্র থাকে।'

অভিপ্রায় এই যে — আমার স্ক্ষতম অচিৎপ্রকৃতি সমগ্র জগতের যোনিস্বরূপ বা উৎপত্তিস্থল, দেইজন্ম ইহাকে মহদ্রেক্ষ বলা হয়। এই অচিৎরূপী স্ক্ষ্ম প্রকৃতিতে আমি চেতনরূপী বীজ সংযোজিত করিয়া থাকি। তৎপরে আমার সঙ্কল্পকৃত এই চিৎ এবং অচিৎ বস্তুর সংসর্কের দারাই দেবতা মহায় হইতে আরম্ভ করিয়া স্থাবর পর্যন্ত অচিৎমিশ্র (চিদ্চিদ্যাল্লক) সমস্ত জীবের স্পষ্টি হয়।

শ্রুতিতেও এই স্ক্র প্রকৃতিকে 'ব্রহ্ম' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। 'তাঁহা হইতে ব্রহ্ম (স্ক্র্ম প্রকৃতি) নাম, রূপ এবং অন উৎপন্ন হইয়াছে।'

এবং ভোক্তভোগ্যরূপেণ অবস্থি-সর্বাবস্থাবস্থিতয়োঃ চিদ-ভয়োঃ পরমপুরুষশরীরতয়া চিতোঃ তদপৃথক্স্থিতিং ভিন্নিয়াম্যত্বেন চ আত্মত্বম্ আন্তঃ পরমপুরুষস্থ কাশ্চন শ্রুতয়ঃ—'যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যা অন্তরো যং পৃথিবী ন বেদ, যস্ত পृथिती भतीतः यः পृथितीम खता यमञ्जि (বুঃ উঃ ৩।৭।৩) ইত্যারভ্য 'য আগনি তিঠনান্সনোহন্তরো যমানা ন বেদ, যস্তারা শরীরং য আলানমন্তরো যময়তি স ত আলান্তর্যাম্যমৃতঃ' (বঃ উঃ ৩।৭।২২) ইতি। তথা 'যক্ত পৃথিবী শরীরম্, यः পृथिवीमल्डरत मः हतन् यः भृथिवी न दनने ইতি আরভ্য 'যস্তাক্তরং শরীরং যোহক্তর-সঞ্জন্ বেদ' **মন্তরে** যমকরং শরীরং 'যস্তা মৃত্যুঃ যো मृज्रामखदत मक्षतन् यः मृज्रान त्वन । দ এম দর্বভূতান্তরাত্মাপ্হতপাপ্মা দিব্যো (पर একো नाजायणः' (स्र्वालाः १)

এইরূপ অর্থেই কোন কোন শ্রুতি বলিয়াছেন যে ভোক্তা এবং ভোগ্যরূপে অবস্থিত সর্বপ্রকার চিদ্ অচিৎবস্ত পরম-পুরুষের শরীররূপী এবং সেইজন্ম তাহারা উভয়েই পরমেশরের নিয়াম্য বস্তু, এবং পরমপুরুষ যাবৎ চিদ্ও অচিদ্ বস্তুর আত্ম-স্বরূপ বা শরীরীস্বরূপ। এই শরীর-শরীরী সম্বন্ধ নিত্য-সংশ্লিষ্ট ( অপৃথকসিদ্ধ )—

'যিনি প,থিবীর মধ্যে অবস্থান করিয়া প, থিবীর অন্তস্থিত প্রুষ, যাঁহাকে পৃথিবী জানে না, প,থিবী যাঁহার শরীর, যিনি পূথিবীর ভিতর অবস্থান করিয়া তাহাকে নিয়মন করেন।' এইস্থল হইতে আরম্ভ করিয়া 'যিনি আত্মার মধ্যে অবস্থান করিয়া আত্মার অন্তন্থিত পুরুষ, যাঁহাকে আত্মা জানে না, আত্মা যাঁহার শরীর, যিনি আল্লার ভিতরে অবস্থান করিয়া আত্মাকে নিয়মন করেন সেই অন্তর্যামী পুরুষ অমৃত-স্বরূপ, তিনি তোমার আত্মা ( অর্থাৎ আন্নারও আন্না প্রমান্না)।' এই অবধি। শরীর, 'পৃথিবী যাঁহার পুনরায় করেন यिनि शृथिवीत गर्धा मध्दर পৃথিবী যাঁহাকে জানে না'এইস্থল হইতে যাঁহার শরীর, আরম্ভ করিয়া 'অক্ষর যিনি অক্ষরের ভিতর সঞ্চরণ করেন, না ।' অক্ষর যাঁহাকে জানে এবং মূত্যুর 'মৃত্যু যাঁহার শরীর, यिनि ভিতর সঞ্চরণ করেন এবং মৃত্যু যাহাকে জানে না, তিনি এই সর্বভূতের অন্ত-রাত্মা সমস্ত পাপরহিত এক দিবা দেব

অত্ত মৃত্যুগকেন তমঃশব্দবাচ্যং
সূক্ষাবস্থম্ অচিধস্ত অভিধীয়তে।
অস্থাম্ এব উপনিষদি 'অব্যক্তমকরে
লীয়তে অক্ষরং তমি লীয়তে। তমঃ
পরে দেবে একীভূয় তিঠতি (স্থবালোঃ
২)ইতি বচনাৎ, 'অন্তঃপ্রবিষ্টঃ শাস্তা জনানাং সর্বালা' (তৈঃ আঃ ৩১১)
ইতি চ।

এবং সর্বাবস্থাবস্থিতচিদচিদ্বস্ত্রশরীরতয়া তৎপ্রকারঃ পরমপুরুষ এব
কার্যাবস্থকারণাবস্থজগদ্ধপেণ অবস্থিত ইতি ইমম্ অর্থং জ্ঞাপমিতুং
কাশ্চন শ্রুতয়ঃ কার্যাবস্থং কারণাবস্থং জগৎ স এব ইতি আন্তঃ—

যথা 'সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্।' (ছাঃ উঃ ৬।২।২)
তদৈক্ষত বহু স্থাং প্রজায়েয়েতি তত্তেজো
হস্জত' (ছাঃ উঃ ৬।২।০) ইতি
আরভ্য 'সন্মূলাঃ সোম্যেমাঃ সর্বাঃ
প্রজাঃ সদায়তনাঃ সংপ্রতিষ্ঠাঃ' (ছাঃ উঃ

নারায়ণ। ' এস্থলে 'মৃত্যু' শব্দের দ্বারা 'তমঃ' শব্দবাচী স্থন্ধ (স্থন্ধতম) অচিৎবস্তকে নির্দেশ করা হইয়াছে। কারণ এই উপনিষদেই কথিত হইয়াছে 'অব্যক্ত' 'অফরে' লীন হয়, অফর তমবস্ততে লীন হয়, 'তম ' পরদেবতাতে ' এক হইয়া অবস্থান করে।' ( এই পরমাম্ম-বস্তু ) সমস্ত জীবের অস্তরে অবস্থিত থাকিয়া সকলের শাসক এবং আত্মা ( পরমাম্মা )।'

এইরূপ সর্বাবস্থায় অবস্থিত যাবৎচিদ্ ও অচিদ্ বস্তু ঈশ্বরের শরীররূপী বলিয়াঁ প্রকার বা বিশেষণ। তাহার ( এই শরীর-শরীরী নিত্য সম্বন্ধহেতু ) পর্ম-পরমেশ্বরই কার্যাবস্থ পুরুষ স্থূল জগতরূপে এবং কারণবস্থ স্থা চিদচিদ্ বস্তুরূপে অবস্থিত। এই অর্থ জ্ঞাপন করিবার নিমিত্ত কোন কোন শ্রুতি কারণবস্থ এবং কার্যাবস্থ জগৎ সেই পরম-পুরুষই এইরূপ বলিয়াছেন—

"হে সৌম্য এই পরিদ্খনান জগৎ স্থির পূর্বে এক অদিতীয় 'সং' রূপেই বিজ্ঞমান ছিল", "তিনি ( পর্যবন্ধা ) সঙ্কল্প করিলেন (ইচ্ছা করিলেন) আমি প্রজা স্থির জন্ম বহু হইব; তিনি তেজ স্থি করিলেন।" এইস্থল হইতে আরম্ভ করিয়া "হে সৌম্য এই সমস্ভ প্রজার উৎপত্তির মূল কারণ (উপাদান কারণ, নিমিত্ত কারণ) 'সং', ইহাদের প্রতিষ্ঠা (স্থিতি বা ধারকত্ব) তাহাও 'সং'' এই অবধি।

ভাদাও); 'ঐতদাস্মামিদং সর্বং তৎসত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো' (ছাঃ উঃ ভাদাণ) ইতি।

তথা 'দোহকাময়ত বহু স্থাং প্রজারে-মেতি। স তপোহতপ্যত। স তপস্তপ্তা ইদং সর্বমস্ঞ্জত' ইত্যারভ্য 'সত্যং চানৃতং চ সত্যমভবং' (তৈঃ উঃ ২।৩।১ঃ) ইত্যান্তাঃ।

অত্র অপি শ্রুত্যন্তরসিদ্ধঃ চিদচিতে। স্বরূপবিবেকঃ পর্মপুরুষত্ত 'হস্তাহমিগান্তিস্রো দেবতা স্মারিতঃ। জীবেনাগ্নাহপ্রবিশ্য নামরূপে অনেন ব্যাকরবাণীতি' (ছাঃউঃ ৬৷৩৷২), 'তৎস্ষ্ট্বা তদুখুবিশ্য সচ্চ তদেবাহুপ্রাবিশং। বিজ্ঞানং চাবিজ্ঞানং চ ত্যচ্চাতবৎ। সত্যং চানৃতং চ সত্যমভবং' (তৈ: উ: থঙাঃ ) ইতি চ!

অনেন জীবেন আত্মনা অনুপ্রবিশ্য ইতি জীবস্থ ব্রহ্মাত্মকত্বং, তদ্ 'সচ্চ ত্যচ্চাভবং বিজ্ঞানং চাবিজ্ঞানং 'এই সমস্ত জগতের ইনি (পরমান্ধা) আত্মা, তিনিই সত্য। হে খেতকেতু তুমিই (ব্রন্ধান্তক বলিয়া) সেই আন্ধা"।

"তিনি ইচ্ছা করিলেন—আমি প্রজাস্থাষ্টর জন্ম বহু হইব, তিনি তপ করিলেন,
তপ করিমা এই সমস্ত জগৎ স্থাষ্ট
করিলেন" এই হইতে আরম্ভ করিমা
"তিনি সত্য এবং অসত্যন্ধপে প্রকট
হইয়াও (ভাঁহাদিগের অন্তন্থিত আলারূপে) সত্যম্বরূপই রহিলেন" প্রভৃতি।
পুনরায় অন্ত শ্রুতিতেও প্রতিপাদিত চিৎআচিৎ এবং পর্মপ্রুষ্বের স্বরূপ-বিষয়ক
বিচারের বিষয় স্মরণ করান হইয়াছে।

"আমি পৃথিবী, জল এবং তেজ এই তিন দেবতার মধ্যে (যে জীবসমূহের আমি আত্মা) সেই মদাত্মক জীবের সহিত অন্থপ্রেশ করিয়া নামরূপবিশিষ্ট জগতকে প্রকট করি", "সেই সমস্ত স্তজন করিয়া তাহাদিগের মধ্যে প্রবেশ করিলেন, এবং প্রবেশ করিয়া মূর্ত্ত এবং অমূর্ত্ত হইলেন, বিজ্ঞান এবং অবিজ্ঞান, সত্য এবং অসত্যারূপে প্রকট হইয়াই তিনি (তাহাদিগের অন্তস্থিত আত্মারূপে) সত্যস্বরূপই রহিলেন।"

"এই জীবের সহিত আত্মারূপে প্রবিষ্ট হইয়া" এই বাক্যে জীবের ব্রহ্মাত্বকত্ব অর্থাৎ ব্রহ্ম যে জীবের আত্মা, জীব যে আত্মার শরীররূপী তাহা নির্দিষ্ট হইতেছে। এবং এই শরীর-শরীরী সমন্ধ জন্মই মূর্জ হইলেন অমূর্জও হইলেন, বিজ্ঞানও হইলেন অবিজ্ঞানও হইলেন" এইরূপ চ' ইতি অনেন ঐকার্য্যাদ্ আত্মশরীরভাবনিবন্ধনম্ ইতি বিজ্ঞায়তে।

এবংস্কৃতম্ এব যন্নামরূপব্যাকরণং 'তদ্বেদং তহা ব্যাকৃতমাদীৎ তন্নামরূপাভ্যা-মেব ব্যাক্রিয়তে' ( বৃঃ উঃ ১। ৪। ৭) ইত্যুক্ত অপি উক্তম্।

অতঃ কার্যাবস্থঃ কারণাবস্থঃ চ
স্থূলসূক্ষ্মচিদচিদ্বস্তুশরীরঃ পরমপুরুষ
এব, ইতি কারণাৎ কার্যস্ত অনন্যত্বেন
কারণবিজ্ঞানেন কার্যস্ত জ্ঞাততয়া
একবিজ্ঞানেন সর্ববিজ্ঞানং সমীহিতম্
উপপন্ধতরম্।

'হন্তাহমিমান্তিভো দেবতা অনেন জীবেনাগ্যনাত্রপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকর-বাণি' ( ছাঃ উ: তিজো দেবতা ইতি সর্বম্ ष्ठिष् वस्त्र निर्पिश স্বাত্মক-তত্ত জীবানুপ্রবেশেন নামরপব্যাকরণ-বচনাৎ সর্বে বাচকাঃ শব্দাঃ অচি-জ্জীববিশিষ্টপরমাত্মন এব বাচকাঃ, ইতি কারণাবক্ষপরমাত্মবাচিনা শব্দেন 66

কথিত হইয়াছে। পূর্বোক্ত শ্রুতিবাক্য-গুলির উক্তি যে শরীর-শরীরীভাবের জ্বন্থ একই অর্থে ব্যবহার হইয়াছে তাহাই বিশেষরূপে জানাইয়া দিতেছে।

এইপ্রকার নাম এবং রূপের দারা ব্যক্তকরণ অন্ত শ্রতিবাক্যের দ্বারাও প্রতিপন্ন হইতেছে "তখন ইহা (এই জগৎ) অব্যক্ত ছিল, পরে নাম এবং রূপের দারা ব্যক্ত করা হইয়াছে"। অতএব কার্যাবস্থ অর্থাৎ স্থূল, কারণাবস্থ অর্থাৎ স্থন্ন চিদ্বস্ত ও অচিৎবস্তু উভয়ই পরম পুরুষ পরমান্ত্রারই শরীর এইজন্ম কারণ হইতে কার্য অভিন এবং কারণের বিজ্ঞানের দারা কার্যের জ্ঞান হইয়া शांक । অতএব विজ्ञात्नत दाता गर्व विজ्ञात्नत জ্ঞান হওয়া সর্বতোভাবে যুক্তিযুক্ত।

'আমি, পৃথিবী জল এবং তেজ এই তিন দেবতার মধ্যে মদাত্মক (আমি যাহার আত্মা (मरे) জীবের অস্প্রবেশ করিয়া নামরূপবিশিষ্ট জগতকে প্রকট করি।' এই শ্রুতিতে'তিনটি দেবতা' এই বাক্যের দারা (পঞ্ছৃতাত্মক) সমগ্র 'মচিৎবস্তুর নির্দেশ করিয়া তন্মধ্যে শরীররূপী জীবের সহিত পর্যাত্মার অনুপ্রবেশ পূর্বক নাম এবং রূপবিশিষ্ট করিয়া সুলরূপে ব্যক্তকরণ — এইরূপ বচনদারা স্পষ্ট স্থচিত হইতেছে যে সমস্ত বস্তুবাচক শব্দই অচিৎ ও চিৎবিশিষ্ট পর্যাত্মারই বাচক। এই প্রকারে স্ক্র অর্থাৎ কারণ অবস্থায় স্থিত পদার্থনিচয়ের প্রমাত্মাবাচক শব্দের সহিত স্থূল বস্তুর অর্থাৎ কার্যাবস্থাসম্পন্ন বস্তুর বাচক শব্দের একই অর্থে ব্যবহারের মুখ্য কারণ শরীর- কার্যবাচিনঃ শব্দশু সামানাধিকরণ্যং

मृथाद्वम्। जाजः चूलमृक्ताि हि-

প্রকারং ত্রন্ধ এব কার্যং কারণং চ

ইতি बदमाभागानः जग्र।

সূক্ষাচিদচিদস্তশরীরং ত্রহ্ম এব

কারণম ইতি জগতো ত্রশো-

পাদানত্বে অপি সংধাতস্থ উপাদান-

ত্বেন চিদচিতোঃ ব্রহ্মণঃ চ স্বভাবা-

সংকরঃ অপি উপপন্নতরঃ।

যথা শুক্লকুঞ্চরক্ততন্ত্রসংঘাতো-

পাদানত্বে অপি বিচিত্রপটস্থ

তত্তত্তপ্রধেদেশে এব শৌক্ল্যাদি-

সংযোগঃ, ইতি কার্যাবস্থায়াম অপি

শরীরী সম্বন্ধরূপ সামানাধিকরণ্য (ব্রহ্ম-রূপ একই আশ্রয়ে অবস্থিত আশ্রিত চিৎ ও অচিৎ বস্তু )।

অতএব স্থল চিদ-আচদ্ বিশিষ্ট ব্রহ্ম হইতেছেন কার্যক্সপী জগৎ এবং স্ক্রম চিদচিদ্বিশিষ্ট ব্রহ্ম হইতেছেন কারণরূপী জগৎ অর্থাৎ এই জগতের উপাদান বস্তু হইতেছেন ব্রহ্ম।

যদিও ক্ষ চিদ-অচিৎবস্তক্রপী শরীর-বিশিষ্ট ব্রহ্মই জগতের
উপাদান-কারণ কিন্তু তৎসত্ত্বেও
চিৎ এবং অচিৎ বস্তুর সহিত ব্রহ্মের
স্বভাব সংমিশ্রিত হয় না, অর্থাৎ চিৎ,
অচিৎ এবং ঈশ্বর ইহাদের স্বভাব
পৃথকই থাকিয়া যায়। ইহাই যুক্তিযুক্ত,
কারণ চিৎ, অচিৎ এবং ঈশ্বর এই তিনটি
বিভিন্ন তত্ত্ব একত্র সংযোজিত হইয়া এই
সংযোজিত বা সংঘাতক্রপে জগতের
উপাদান স্বরূপ।

(চিৎ, অচিৎ, ঈশ্বর এই তিনটি তত্ত্বেরই স্বভাব যে সর্ব অবস্থায় পৃথক পৃথকই থাকে তাহা নিম্নলিখিত দৃষ্টান্তের দারা পরিস্ফুট করিতেছেন।)

যেমন সাদা কাল এবং লাল স্থতার সংযোজনা বা সংঘাতের দ্বারাই বিভিন্ন রংএ রঞ্জিত বস্ত্র উৎপন্ন হইলেও কেবলসাদা স্থতার জায়গায়ই সাদা রং থাকে, লাল স্থতার জায়গায় লাল রং, কাল স্থতার জায়গায় কাল রং থাকে এবং বয়নের পূর্বে কারণ অবস্থাতে ভিন্ন ভিন্ন রংবিশিষ্ট স্থতার রং যেমন বিভিন্ন থাকে সেইরূপ কার্যাবস্থাতেও অর্থাৎ তৈয়ারী

ন সর্বত্ত বর্ণসংকরঃ, কারণবং সর্বত্ত চ অসংকরঃ, তথা চিদচিদীশ্বর-সংঘাতোপাদানত্বে অপি জগতঃ কার্যাবস্থায়াম্ অপি ভোক্তম্বভোগ্যম্ব-নিয়ন্ত্র্ম্বনিয়াম্যমাজসংকরঃ।

পৃথকৃন্থিভিযোগ্যানাম্ তন্ত্ৰ নাং এব পুরুষেচ্ছয়া কদাচিৎসংহতানাং কারণত্বং কার্যত্বং চ ; ইহ তু চিদ-সর্বাবন্থয়োঃ চিতোঃ পরমপুরুষ-শরীরত্বেন তৎপ্রকারতয়া এব পদার্থত্বাৎ তৎপ্রকারঃ পরমপুরুষ এব কারণং কার্যং চ, স এব সর্বদা সর্বশব্দবাচ্য ইতি বিশেষঃ, স্বভাব-ভেদঃ ভদসংকরঃ চ ভত্ত চ ভাত্ত जूनाः।

বস্ত্রতেও বস্ত্রের বিভিন্ন রং তত্তৎ রংএ রঞ্জিত স্থতাতেই অবস্থিত থাকে, কদাচ সংমিশ্রিত হয় না। সেইরূপ চিৎ, অচিৎ এবং ঈশ্বরতত্ত্বের সংঘাত বা সংযোজনা জগতের উপাদানস্বরূপ হইলেও কার্যাবস্থা জগতে বা স্থল বস্তুতেও অচিৎ বস্তুর ভোগ্যত্ব, চিৎ বস্তুর (জীবাল্লার) ভোকৃত্ব ও পরমাল্লা পরমেশ্বরের নিয়ন্ত্রিত্ব এবং চিৎ অচিৎ উভয় বস্তুর নিয়াম্যত্ব, এই দকল বৈলক্ষণ্য পৃথক পৃথক রূপে অবস্থান করে।

উক্ত স্থতা এবং বস্ত্রের দৃষ্টান্তের সহিত এই তত্ত্বয়' (চিদ্ অচিদ্ এবং ঈশ্বর ) এবং জগতের দৃষ্টান্তের প্রভেদ এই যে — এই সকল বিভিন্ন পৃথক পৃথক ভাবে অবস্থিত থাকে এবং মনুষ্যের ইচ্ছাকৃত বয়ন কার্যের দারা ইহা বস্ত্ররূপ কার্যে পরিণত হয় কিন্ত এই চিৎ তত্ত্ব এবং অচিৎ তত্ত্ব কারণ এবং কার্যরূপী সর্বাবস্থাতেই পরমপুরুষের শরীররূপী বলিয়া তাঁহার বিশেষণক্রপী পদার্থ (এবং এই পরমপুরুষই উভয় তত্ত্বের শরীরী স্বরূপ )। অতএর চিদ অচিৎ পরমপুরুষই কারণস্বরূপ বিশিষ্ট কার্যস্বরূপ, (একাধারে উভয়ই)। সেইজ্য এই-পরমপুরুষই অর্থাৎ স্ষ্টিকার্যের কর্তা-স্বরূপ সর্বদা 'সর্বঃ' শব্দ বাচ্য। কিন্তু উক্ত দৃষ্টান্তের স্থায় এস্থলেও চিৎ ভ্রুতিৎ এবং ঈশ্বর তত্ত্বের স্বভাবের সংমিশ্রণ হয় না তত্তং সভাবভেদ সর্ব অবস্থাতেই :বর্জমান थारक।

সতি পরস্থ বেদ্ধণঃ কার্যানুপ্রবেশে অপি স্বরূপান্তথা-ভাবাদ্ অবিকৃতত্বম্ উপপন্নতরম্। স্থুলাবস্থস্থ নামরূপবিভাগবিভক্তস্থ চিদ্চিদ্বস্তুন আত্মতয়া অবস্থানাৎ অপি উপপন্নতরম। কার্যত্ম অবস্থান্তরাপত্তিঃ এব হি কার্যতা। বেন্দ্ৰণো নিত্য প্ৰাদাঃ পরস্য হেয়গুণসংবন্ধাভাবাদ উপপদ্ধতে। 'অপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুর্বিশোকো-বিজিঘৎসোহপিপাদঃ' (ছাঃ উঃ ৮।৭।১) ইতি হেয়গুণান্ প্রতিষিধ্য 'সত্যকামঃ সত্যসংকল্প:' (ছা: উ: ৮।৭।১) ইতি কল্যাণগুণান বিদধতীয়ং অবগতং সামাল্যেন গুণনিষেধং হেয়গুণবিষয়ং ব্যবস্থা-পয়তি।

তত্ত্ব যথন এই প্রকার পরব্রন্দ, অচিৎ हिम अ তত্ত্বে কার্য-অবস্থায় করিলেও তাঁহার স্বরূপের অনুপ্রবেশ বিপরীত ভাব কখনও উৎপন্ন হয় না এবং তিনি যে সর্বাবস্থাতে অবিকারীরূপেই বর্ত্তমান থাকেন দেই সিদ্ধান্তই স্থাসিদ্ধান্ত। यारकू चून व्यवचाराज्य वर्षा र रहे वह পরিদৃখ্যান জগতে বিভিন্ন নামরূপ বিশিষ্ট যাবৎ চিৎ ও অচিৎ বস্তুর আত্মা-ক্সপে পরমাত্মা পরমেশ্বর অবস্থিত থাকেন সেইজন্ম এই স্থূল জগৎ যে তাঁহার কার্যক্রপ তাহাও স্থসিদ্ধ হইতেছে — কাৰ্যত্ব মানে এক অবস্থা হইতে অন্ত অবন্ধা প্রাপ্তি।

শাস্ত্রে যে পরমেশ্বরকে নিপ্তর্ণ বলিয়া কথিত হইয়াছে তাহার অর্থ এই যে, তিনি অথিল হেয়গুণসম্বর্ধরিত। শ্রুতি বলিতেছেন — 'এই আলা পাপরিছত জরারিছত, মৃত্যুরিছত, শোকরিছত এবং ক্ষুৎপিপাসারিছত।' এইপ্রকারে তাঁহাতে যাবৎ হেয়গুণের নিষেধ করিয়া এই শ্রুতিই আবার তাঁহার কল্যাণগুণগণের সম্বন্ধ বিধান করিতেছেন — 'তিনি সত্যক্ষাম এবং সত্যুসম্বল্ধ।' অতএব বুঝিতে হইবে যে অগ্রত্রপ্ত যে যে স্থলে পরমত্রন্ধকে সামাশ্রভাবে নিপ্তর্ণ বলা হইয়াছে সেই স্থলে নিপ্তর্ণ শব্দে হেয়গুণের নিষেধর নির্দেশ করা হইয়াছে।

'জ্ঞানম্বরূপং ব্রহ্ম' ইতি বাদঃ চ
সর্বজ্ঞস্থ সর্বশক্তেঃ নিখিলহেরপ্রত্যনীককল্যাণগুণাকরম্খ পরম্খ
ব্রহ্মণঃ স্বরূপং জ্ঞানেকনিরূপণীয়ং
স্বপ্রকাশতয়া জ্ঞানম্বরূপং চ ইতি
অভ্যুপগমাদ্ উপপন্ধতরঃ।

'যঃ সর্বজ্ঞঃ সর্ববিৎ' (মুঃ উঃ ১। ১। ১) 'পরাস্থ শক্তিবিবিধৈব শ্রায়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ।' (খেঃ উঃ৬।৮) 'বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ' (বৃঃ উঃ ২।৪।১৪) ইত্যাদিকা জ্ঞাতৃত্বন্ আবেদয়ন্তি। 'সত্যং জ্ঞানমনন্তম' (তে: উ:২।১।১) ইত্যাদিকাক, জ্ঞানৈকনিরূপণীয়তয়া স্বপ্রকাশ-ত্রা চ জানস্বরপত্ত্ম। 'সোহকাময়ত বহু স্থাং প্রজায়েয়।' (তৈ: উ: ২।৬।১) 'তদৈক্ষত বহু স্থাম্' (ছাঃ উঃ ৬৷২৷৩) 'তন্নামরূপাভ্যামেব ব্যাক্রিয়ত'।' (বৃঃ উঃ ১**।৪।৭ ) 'আন্মনি খ**ৰরে দৃষ্টে শ্রুতে মতে বিজ্ঞাত ইদং সর্বং বিদিতং (ভবতি)।

'ব্রন্ধ জ্ঞানস্বরূপ' শাস্ত্রে এইপ্রকার উক্তির দারা বুঝিতে হইবে যে দর্বজ্ঞ, দর্বশক্তিমান, নিখিল হেয়গুণবিবর্জিত, কল্যাণগুণনিধি পর্ম বন্দের স্বরূপ একমাত্র জ্ঞানের দারাই নিরূপিত হইতে পারে এবং স্বয়ং প্রকাশ বলিয়া তিনি জ্ঞান-স্বরূপ।

(নিয়োক্ত শ্রুতিসমূহ হইতে আমরা পরব্রন্ধের স্বরূপ গুণ এবং স্বভাব বুঝিতে পারি )।

'যিনি সর্বজ্ঞ পুরুষ এবং সকল তত্ত্বের বেন্তা' 'এই পর্ম পুরুষের স্বাভাবিক জ্ঞান, বল এবং ক্রিয়ারূপী বিবিধ পরা-শক্তির বিষয় জ্ঞাত হওয়া যায়'। (হে প্রিয়ে) সেই বিজ্ঞাতা পরমপুরুষকে কিপ্রকারে জানিতে পারা যায়' ইত্যাদি ব্রশের জাতৃত্তণের শ্রুতিসমূহ পর বিষয় বলিতেছেন। '(পরমব্রন্ধ) সত্য স্বরূপ, জ্ঞান স্বরূপ এবং অনন্ত স্বরূপ' ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য, জ্ঞানের দারা নিরূপ-ণীয় এবং স্বয়ং প্রকাশ বলিয়া ব্রহ্ম যে জ্ঞানস্বরূপ তাহা বলিতেছেন। "তিনি ইচ্ছা করিলেন প্রজা উৎপাদনের জ্য আমি বহু হইব" "সম্বল্পপ্ৰাক তিনি বহু হই" আমি ब्रेक्ग कतिरलन, এবং রূপবিশিষ্টরূপে "তিনি নাম পরিণত হইয়া ব্যক্ত হইলেন" "প্রিয়ে, আত্মা দৃষ্ট শ্রুত বিচারিত এবং বিশেষরূপে জ্ঞাত হইলে এই সমস্ত পরিদৃশ্যমান জগৎ জ্ঞাত হওয়া যায়" "যে এইসৰ বস্তুকে

( तृः छै: ८। ८। ७) 'मर्तः তः পরাদাদ্ যোহ্যতাত্মনঃ দর্বং বেদ।' ( বঃ উ: ৪।৫।৭) '(তম্ম হ বা) অম্য ভূতস্থ নিঃশ্বসিতমেতগুদুর্থেদঃ। মহতো (রঃ উঃ ৪।৫।১১) ইতি ভ্রন্ম এব স্বসংকল্পাদ বিচিত্রস্থিরত্রসম্বরূপত্য়া নানাপ্রকারম্ অবস্থিতম্ ইতি। তৎপ্রত্যনীকাব্রহ্মাত্মকবস্তনানাত্বয অভত্ত্ব ইতি প্রতিষিধ্যতে। 'মৃত্যোঃ म मृज्याक्षाि य इंह नात्नव পण्छि।' ( বৃঃ উঃ ৪।৪।১৯ ) 'নেহ নানান্তি কিঞ্চন। (ক: উ: ২।১।১১) "যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি। -- তদিতর ইতরং পশ্যতি। ---যত্ৰ ছম্ভ সৰ্বমাল্পৈবাভূৎ তৎ কেন কিং জিঘেৎ তৎকেন কং পশ্যেৎ' ( বুঃ উঃ रेज्यामिना। न श्रूनः २|8|३8)

আত্মা হইতে ভিন্ন বলিয়া তাঁহাকে সকলে পরাস্ত করিয়া দেয়" "এই যে ঋথেদ ইহা এই। মহাপুরুষ পরমে-শ্বরের নিশ্বাসরূপী"—এইপ্রকার বহুশ্রুতি বাক্যদারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, পরবন্ধই নিজ সঙ্কল্প এবং চেষ্টার দারা নামরূপবিশিষ্ট হইয়া নানাপ্রকারে (জগৎরূপে ) অবস্থিত আছেন। শ্রুতিবাক্য ইহার অর্থাৎ বিপরীত সিদ্ধান্তের নানারপ এবং অব্রহ্মাত্মক বিভিন্ন এই দিদ্ধান্তের নিষেধ করিয়াছেন। যথা শ্রুতি—"যে এস্থলে নানাত্ব দর্শন করে দে মৃত্যু হইতে মৃত্যু প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ সংসারে যাতায়াত করে" "এখানে বস্তুর কিছুই বিভিন্নত্ব নাই" "যে অবস্থায় জীব (অজ্ঞানবশতঃ) নিজেকে এবং অন্ত জীবকে ব্রহ্মাত্মক ন। ভাবিয়া পরমাত্মা হইতে স্বতন্ত্র এবং বিভিন্ন বলিয়া মনে করে · · তখন অপর অপরকে দর্শন করে। কিন্তু যখন (যথার্থ জ্ঞানলাভের পর) এই জীবের নিকট সমগ্র জগৎ আত্মা বলিয়া প্রতিভাত হয়, অর্থাৎ চিদচিদ-বিশিষ্ট ব্ৰহ্মাত্মক রূপে স্বষ্ট বলিয়া প্রতি-আঘাণ ভাত হয় তখন কে কাহাকে করিবে কে কাহাকে দেখিবে"—শ্রুতির কিন্ত উক্তিসমূহের দারা ব্রন্দের নিজ সংকল্পকৃত স্বষ্ট জগতের নানাপ্রকার-নামরূপ-বিশিষ্ট বিভিন্ন তার নিষেধ করা অভিপ্রায় নহে, কারণ

'वह चाः প্रकारममं' (रेजः উः २।७) ইত্যাদিশ্রুতিসিদ্ধস্বসংকল্পকৃতং ব্ৰন্নণো নানানামরপভাক্ত্বেন নানা-অপি নিষিধ্যতে। প্রকারত্বম্ 'যত্র ত্বস্ত সর্বমাইম্ববাভূৎ' (বৃঃডঃ ২।৪।১৪) ইতি নিষেধবাক্যারন্তে চ তৎ-স্থাপিতং 'দর্বং তং পরাদাগোহস্ত্রাত্মনঃ সর্বাং বেদ' (বুঃ উঃ ৪/৫/৭) 'তম্ম হ বা মহতো ভৃতস্থ নিঃশ্বদিতমেত্ত্ব-দুখেদঃ' (বুঃ উঃ ৪।৫।৭ ) ইত্যাদিনা। এবং চিদচিদীশ্বরাণাং স্বরূপভেদং বদন্তীনাং তাসাং স্বভাবভেদং কার্যকারণয়ো কার্যকারণভাবং অনগ্ৰহং বদন্তীনাং চ সৰ্বাসাং শ্রুতীনাম অবিরোধঃ, চিদ্চিতোঃ পরমাত্মনঃ চ সর্বদা শরীরাত্মভাবং শরীরভূতয়োঃ কারণদশায়াং নাম-

"প্রজা সৃষ্টির জন্ম বহু হই"—ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের দারা ব্রহ্মাত্মক বিভিন্ন চিদচিদ্মিশ্রিত বস্তর সৃষ্টির সিদ্ধান্ত ইতি-পূর্বে প্রতিপাদিত হইয়াছে। যে অবস্থায় (জ্ঞানবান হইয়া) জীব সমস্ত জগৎকে একাত্মকরূপে (ব্রহ্মাত্মকরূপে) জ্ঞাত হয়" এই একাত্মক জ্ঞানের বিষয় (ভিন্নাত্মক-রূপ) নানাত্ম নিষেধ বাক্যের আরম্ভেই প্রতিপাদিত হইয়াছে— "যে সকলকে আত্মা হইতে (নিজ হইতে) ভিন্ন বলিয়া জানে, সকলে তাহাকে প্রত্যাখ্যান করে। 'এই ঋথেদাদি শাস্ত্রসমূহ সমস্তই পর-মাত্মার নিঃশাস স্বরূপ'।

(পূর্বোক্ত শ্রুতিসমূহের সংক্ষিপ্ত বিচার-পূর্বক সমন্ত শ্রুতি যে অবিরোধে একই অর্থ প্রতিপাদন করিতেছে তাহা প্রতি-পাদন করিয়া এখন উপসংহার করা হই-তেছে) সমস্ত শ্রুতি বলিতেছেন যে চিৎ অচিৎ এবং ঈশ্বর এই তিনটি তত্ত্বের স্বরূপ এবং স্বভাব উভয়ই বিভিন্ন তাঁহারা কোন সময় কার্যাবস্থায় স্থুলরূপে এবং কোন সময় কারণ অবস্থায় স্ক্রমপে অবস্থিত থাকেন এবং এই কার্য এবং উভয় অবস্থাতেই তাঁহাদের কারণ অবস্থিতি একইপ্রকার অর্থাৎ চিদ্চিদ্-বিশিষ্ট ব্ৰহ্মস্বরূপ। এই সিদ্ধান্তে বিভিন্ন শ্রুতির মধ্যে কোনওপ্রকার বিরোধ নাই। ( ইহাকেই সর্বশাখাপ্রত্যয় স্থায় বলে)। এই শুতি সকল বিচার করিলে এই রূপবিভাগানইসৃক্ষ্মদশাপত্তিং কার্যদুদায়াং চ তদইস্থলদশাপত্তিং বদভীভিঃ শ্রুতিভিঃ এব জ্ঞায়তে, ইতি
অব্রহ্মজ্ঞানবাদস্থ ঔপাধিকব্রহ্মভেদবাদস্থ অন্মস্থা অপি অন্যায়মূলকস্থা
সকলশ্রুতিবিরুদ্ধস্থা ন কথংচিদ্
অপি অবকাশো বিছতে; ইত্যলম্
অতিবিস্তরেণ ॥২॥

অর্থ পরিম্ফুট হয় যে সমস্ত চিং এবং অচিৎবস্ত দর্বদাই প্রমালার রূপী এবং পর্যাত্মা ইহাদের আত্মা বা শরীরীরূপী। শরীরভূত এই চিদচিদ বস্তু কারণ অবস্থায় নাম ও রূপ বিভাগ-শৃত্য স্থাদশাতে অবস্থান তাহারা স্থুল কার্যদশাতে ব্যক্ত থাকে। অতএব পর্যবক্ষে অজ্ঞানবাদ, উপাধিগ্রস্ত ব্রহ্মে ভেদবাদ, নৈয়ায়িক মতবাদ প্রভৃতি অন্ত অন্ত শ্রতিবিরুদ্ধ মতবাদ বা সিদ্ধান্তগুলির কোন প্রকারেই স্থান নাই। অতএব এ বিষয়ে অধিক বিস্তারের আর প্রয়োজন नाई ॥२॥

তৎ ক্ষেত্রং যচ্চ যাদৃক্ চ যদ্বিকারি যতশ্চ যৎ। স চ যো যৎপ্রভাবশ্চ তৎ সমাসেন মে শুণু ॥৩॥

সরলার্থ—

(অতঃপর উপরোক্ত ক্ষেত্র এবং ক্ষেত্রজ্ঞবিষয়ের জ্ঞান বিস্তারপূর্বক বলিতে আরম্ভ করিতেছেন।)

শরীরক্ষপী এই ক্ষেত্র যে দ্রব্য এবং যে উপাদানে উৎপন্ন, যে যে বিকার বা পরিণামযুক্ত, যে প্রয়োজনের জন্ম উৎপন্ন হইয়াছে এবং সেরূপ স্বরূপবিশিষ্ট এবং এই ক্ষেত্রজ্ঞ বা জীবালা যেরূপ স্বরূপবিশিষ্ট এবং স্বভাববিশিষ্ট সে সমস্ত সংক্ষেপে আমার নিকট হইতে শ্রবণ কর ॥৩॥

## রামানুজভায় —

তৎ ক্ষেত্রং যৎ চ যদ্দ্রব্যম্, যাদৃক্
চ ষেষাম্ আশ্রেয়ভূতম্, যদিকারি যে
চ অস্থা বিকারাঃ, যতঃ চ যতো
চেতোঃইদম্ উৎপদ্ধং যদ্মে প্রয়ো-

# বঙ্গান্তবাদ—

শরীররূপী এই ক্ষেত্র যে দ্রব্য এবং যে বস্তুর আশ্রয়রূপীযুক্ত, ষে বিকার বা পরিণামযুক্ত, যে জন্ম উৎপন্ন হইয়াছে জনায় উৎপন্নম্ ইত্যর্থঃ। যৎ যৎস্বরূপং চ ইদং সঃচ যঃ স চ ক্ষেত্রজ্ঞো যঃ যৎস্বরূপো যৎপ্রভাবঃ চ যে চ জাস্তু প্রভাবাঃ, তৎ সর্বং সমাসেন সংক্ষেপেণ যে মন্তঃ শৃণু॥৩॥

এবং যে রূপ ও যে স্বরূপবিশিষ্ট, এবং এই
ক্ষেত্রজ্ঞ বা জীবাত্মা যে স্বরূপবিশিষ্ট ও যে
স্বভাববিশিষ্ট দে সমস্ত সংক্ষেপে
আমার নিকট হইতে শ্রবণ
কর ॥৩॥

# ঋষিভির্বন্থা গীতং ছন্দোভির্বিবিধৈঃ পৃথক্। ব্রহ্মসূত্রপদৈক্ষেত্র হেজুমন্তির্বিনিশ্চিকৈঃ ॥৪॥

সরলার্থ-

(ক্ষেত্র এবং ক্ষেত্রজ্ঞের স্বরূপ স্বভাব প্রভৃতি জ্ঞানের বিষয়ে) প্রাশর প্রভৃতি শ্ববিগণ কতৃক বহুপ্রকারে বিবেচিত হইয়াছে। শ্বক্, যজুঃ, সাম প্রভৃতি বিবিধ শ্রুতিসমূহেও ভিন্ন ভিন্ন ভাবে কীন্তিত হইয়াছে, যুক্তিতর্ক দারা নির্ণীত হইয়া ব্রহ্মস্ত্র পদাবলীসমূহেও গীত হইয়াছে॥৪॥

রামান্তজভায্য-

63

তদ্ ইনং ক্ষেত্রজ্বেষাথান্ম্যন্

ঋষিভিঃ পরাশরাদিভিঃ বহুধা বহুপ্রকারং গীতম্ 'অহং ত্বং চ তথান্তে চ
ভূতৈরুহ্বাম পার্থিব। গুণপ্রবাহপতিতো
ভূতবর্গোহিপি যাত্যয়ম্॥ কর্মবন্ধা গুণা
ক্ষেতে সন্থাদ্যাঃ পৃথিবীপতে। অবিদ্যাসঞ্চিতং কর্ম তচ্চাশেষের জন্তর্॥ আল্লা
ভিদ্বোহক্ষরঃ শান্তো নিগুণঃ প্রকৃতেঃ পরঃ

বঙ্গান্তুবাদ-

এই কেত্র এবং কেত্রজ্ঞের (শরীর এবং জীবাত্মার) যথার্থ স্বন্ধপের বিষয় পরাশর প্রভৃতি ঋষিগণ কন্তৃ ক বহুপ্রকারে বৰ্ণিত হইয়াছে। 'হে রাজন! আমি, তুমি এবং অস্থাস্ত জীব (জীবাল্না) সকলেই পঞ্চভূতের স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছি, এই পঞ্ভূতসমূহ আবার ত্রিগুণের (সত্ত্ব জঃ তমের) প্রবাহে প্রবাহিত হইতেছে। হে পৃথিবীপতে! সম্বাদি এই ত্রিগুণ আবার কর্মের পরবুশ তবং এই কর্মও সমস্ত জীবের মধ্যে সঞ্চিত অবিচা হইতে উৎপন্ন ( স্ক্ষা রুচি বাসনা-রূপ অবিচাঞ্চনিত)। কিন্তু আত্মা স্বরূপতঃ শুদ্ধ, অবিনাশী, শান্ত, নিগুণ ও প্রকৃতি হইতে ভিন্ন এবং শ্রেষ্ঠ বস্তু। এই আত্ম- প্রবৃদ্ধ্যপচয়ৌ নাস্ত চৈকস্থাখিলজন্তর্॥'
(বিঃ প্রঃ ২।১৩।৬৯।৭১) তথা 'পিণ্ডঃ
পৃথগ্যতঃ প্রংসঃ শিরঃপাণ্যাদিলক্ষণঃ॥
ততোহহমিতি কুরৈতাং সংজ্ঞাং রাজন্করোম্যহন্॥' (বিঃ প্রঃ ২।১৩।৮৯)
তথা চ 'কিং ছমেতচ্ছিরঃ কিং মু গ্রীবাতব তথোদরম্। কিমুপাদাদিকং ছং বৈ
তবৈতৎকিং মহীপতে॥ সমস্তাবয়বেভ্যত্তং
পৃথক্ ভূপ ব্যবস্থিতঃ। কোহহমিত্যেব
নিপুণো ভূমা চিন্তর পার্থিব॥' (বিঃ প্রঃ
২।১৩।১০২-১০৩) ইতি।

এবং বিবিক্তয়োঃ হয়োঃ বাস্থ-দেবাত্মকত্বম্চ আছঃ—

'ইন্দ্রিয়াণি মনো বুদ্ধিঃ সন্ত্য তেজো বলং শ্বতিঃ। বাস্থদেবাত্মাকান্তাহঃ ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞমেব চ॥ ( মহাভাঃ শান্তিপর্ব— ১৪৯।১৩৬ ) ইতি।

ছন্দোভিঃ বিবিধিঃ পৃথক্ পৃথগ্বিধৈঃ ছন্দোভিঃ ঋগ্যজুঃ সামথবভিঃ
দেহাত্মনোঃ স্বরূপং পৃথগ্ গীতম্ —

তত্ত্বের বৃদ্ধিও নাই ক্ষয়ও নাই, ইহা অখিল জীবগণের মধ্যে সদা একরূপে অবস্থিত'। এই ''পুরুষের ( জীবাত্মার ) প্রভৃতি অঙ্গবিশিষ্ট মন্তক এবং হস্ত শরীর পুরুষ হইতে পৃথক তত্ত্ব, অতএব হে রাজন ! 'এই শরীরই আমি' এইরূপ ভাবনা আমি কিপ্রকারে করিতে পারি ? পুনরায় বলিতেছেন, 'এই মস্তক কি তুমি, উদর এবং श्रम গ্ৰীবা, অঙ্গও কি তুমি ?' অর্থাৎ না, এ "হে রাজনু! তুমি সব তাহা এই সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হইতে পৃথক আমি ( আত্মবস্তু ) যে প্রকৃত-পক্ষে কি তত্ত্ব' সে বিষয় নিপুণতার সহিত. বিশেষভাবে চিন্তা কর।"

এইপ্রকারে বিভিন্ন তত্ত্বরূপে বর্ণিত ক্ষেত্র এবং ক্ষেত্রজ্ঞ উভয়ই যে বাস্থদেবাস্থক, (উভয় তত্ত্বের মধ্যেই যে পরমাত্মা-রূপে বাস্থদেব বিভ্নমান) ঋষি বেদবাস্থ সে বিষয় বিচারপূর্বক বলিয়াছেন— 'হে ইন্দ্রিয়গণ! মন, বৃদ্ধি, সত্ত্ব, তেজ, বল, ধৃতি (ধারণ সামর্থ্য) এবং ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ এই সমস্তই বাস্থদেবাত্মক!' (এই সমস্ত বস্তুর মধ্যেই পরমাত্মার্মপে বাস্থদেব অবস্থিত।)

ঋক্, যজ্ঃ, সাম এবং অথর্ব এই
চারিটি বিভিন্ন বেদের বাক্যেও দেহ এবং
আত্মার স্বরূপ পরত্পর পৃথক বলিয়া
বর্ণিত হইয়াছে। 'উপরোক্ত এই আত্মা

'তসাদা এতসাদ্ আম্বন আকাশঃ मञ्जूठः ; जाकानाम् वागुः, वारशावधिः, পৃথিবী, পৃথিব্যা অগ্নেরাপঃ, অন্ত্যঃ अवश्यः, अवशीत्जारुत्तम् वतार श्रक्रमः, স বা এব পুরুষঃ, অন্নরসময়ঃ।' (তৈঃ উ: ২া১ ) ইতি শরীরস্বরূপম্ অভিধায় তম্মাদ্ অন্তরং প্রাণময়ং তম্মাৎ চ অন্তরং মনোময়ম্ অভিধায় 'তঙ্গাদ্বা এতখাননোময়াদন্তোহন্তর আত্মা বিজ্ঞানময়:' (তৈ: উ: ২া৪) ইতি ক্ষেত্ৰজ্বরপম্ অভিধায় 'তশাদা এত-শাদিজানময়াদ্ অন্তোহন্তর আত্মানন্দময়ঃ' ( তৈঃ উঃ ২া৫) ইতি ক্ষেত্ৰজ্ঞস্থ অপি অন্তরাত্মতা আনন্দময়ঃ পর্যাত্মা অভিহিতঃ।

এবং ঋক্সামাথর্বস্থ চ
তত্র তত্ত্ব ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়ে।
পৃথগ্ভাবঃ তয়োঃ ব্রহ্মাত্মকত্বং চ
স্বস্পষ্ঠং গীতম্।

'ব্ৰহ্মস্থ্ৰপুলৈ চ এব' ব্ৰহ্মপ্ৰতি-পাদনসূত্ৰাথৈয়ঃ পদৈঃ শারীরক-সূক্তিঃ হেতুম্ভিঃ হেতুমুক্তিঃ। বিনি- (পর্মাদা পর্ম ব্রহ্ম ) হইতে আকাশ উৎপন হইয়াছে। আকাশ হইতে বায়ু, नाग्र रहेरा विश्व , विश्व इंटरा जन, जन हरेरा पृथिवी, पृथिवी हरेरा धेषध, खेयथ हरेए जन वतः जन हरेए श्रूक्य (শরীর) উৎপন্ন হইনাছে, অতএব এই পুরুষ অনুময় এবং রসময়।' এইপ্রকারে শরীরের স্বরূপ বিষয় বর্ণনা করিয়া তাঁহার অভ্যন্তরে প্রাণময় এবং তাহারও অভ্যন্তরে মনোময় শরীরের কথা বলিয়া 'এইপ্রকার মনোময় কোষ হইতে ভিন্ন বস্তু ইহারও অভ্যন্তরে অবস্থিত থাকেন, আত্মা (জীবাত্মা) বিজ্ঞানময়।' এই প্রকারে ক্ষেত্রজ্ঞের স্বরূপ বর্ণনা করিয়া এইপ্রকার বিজ্ঞানময় আত্মা হইতেও ভিন্ন বস্তু ইঁহারও অভ্যন্তরে অবস্থিত ইনি আত্মা (পরমাত্মা) আনক্ষয়'। উক্তির দারা ক্ষেত্রজ্ঞেরও (জীবাদ্মার) অন্তরাত্মারূপে আনন্দময় প্রমাত্মার বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন। এইপ্রকারে ঋকৃ, সাম এবং অথর্ব বেদও তত্তৎ উপযুক্তস্থলে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের পৃথক বস্তুত্ব এবং তাঁহাদের উভয়েরই ব্রহ্মাত্মকত্ব অতি স্পষ্টরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

'ব্রদ্মস্থত্র পদসমূহের দারাও' অর্থাৎ স্থান্ধস্পী যে সব পদের দারা ব্রহ্মবিষয় প্রতিপাদিত হইয়াছে সেই শারীরক-স্থানের দারা বিচার যুক্তিপূর্বক এই তত্ত্ব নির্ণীত হইয়াছে — 'আকাশ উৎপন্ন হয় শ্চিতি: নির্ণয়াজ্যে 'ন বিয়দশ্রতে?'
(ব্র: হু: ২০০১) ইতি আরভ্য ক্ষেত্রপ্রকারনির্ণয় উক্তঃ। 'নাল্লা শ্রুতেনিত্যভাচ্চ তাভ্যঃ' (ব্র: হু: ২০০১৭)
ইত্যারভ্য 'জোইতএব' (ব্র: হু:
২০০১৮) ইত্যাদিভিঃ ক্ষেত্রজ্ঞন
যাথান্ম্যনির্ণয় উক্তঃ। 'পরাভু
তচ্চ্রুতে:' (ব্র: হু: ২০০৪১) ইতি চ
ভগবৎপ্রবর্ত্তান্তেন ভগবদান্মকত্বম্
উক্তম্।

এবং বছধা গীতং ক্ষেত্ৰজ্ঞেত্ৰজ্ঞ-বাথান্ব্যং ময়া সংক্ষেপেণ স্থম্পষ্টম্ উচ্যমানং শৃণু ইতি অৰ্থঃ ॥৪॥

না, যেহেতু আকাশের উৎপত্তিবোধক नारे।' वहेल्एव শ্রত কোনও পূর্বপক্ষ আরম্ভ করিয়া ইহার পরের ১৬টি স্থত্রে অচিৎবস্ত অর্থাৎ ক্ষেত্রের স্বরূপ নির্ণীত হইয়াছে। সেইরূপ আবার, 'আত্মাযে উৎপন্ন হয় না তাহা শ্রুতি হইতে জানা যায়, কারণ শ্রুতি বলিতে-ছেন — 'আত্মা নিত্য বস্তু' এই স্বত্ৰে এইরূপ বলিয়া এর পরের স্বতে বলিতে-ছেন, 'অতএব এই আত্মা জ্ঞানবান।' এইপ্রকার ইহার পরবর্তী স্থ্রসমূহের দারা ক্ষেত্রজ্ঞের যথার্থ স্বরূপ নির্ণীত 'জীবের কর্তৃত্ব পর্যাত্মা হইয়াছে । হইতে সিদ্ধ হয় অর্থাৎ প্রমাল্লার অধীন; কারণ শ্রুতি হইতে ইহা সিদ্ধ হয়।<sup>2</sup> এইপ্রকারে ভগবানই সর্বজীবের চেষ্টা এবং কর্ভূত্বের প্রবর্ত্তক বলিয়া (জীব নিয়াম্য এবং ভগবান নিয়ামক বলিয়া) ভগবানই যে সর্বজীবের আত্মা (পর্যাত্মা) তাহা বলিতেছেন। এইপ্রকারে বছরূপে বণিত ক্ষেত্র এবং ক্ষেত্রজ্ঞের যথার্থ স্বরূপের বিষয় আমি পুনরায় সজ্ফেপে এবং স্থস্পষ্ট-রূপে বলিতেছি ভুমি তাহা শ্রবণ কর ॥॥॥

মহাভূতাশ্রহম্বারো বুদ্ধিরব্যক্তমেব চ। ইন্দ্রিয়াণি দলৈকঞ্চ পঞ্চ চেন্দ্রিয়গোচরাঃ॥৫॥ ইচ্ছা ধ্বেয়ঃ সূধ্য ছঃখং সংঘাতক্ষেত্নাশ্বতিঃ। এতৎ ক্ষেত্রং সমাসেন সবিকারমুদান্তত্ম্॥৬॥

#### সরলার্থ-

তৃতীয় শ্লোকে ভগবান বলিয়াছেন যে এই ক্ষেত্র (১) বে দ্রব্য, (২) যে পরিণামযুক্ত, (৩) যে বিকারযুক্ত, (৪) যে প্রয়োজন সাধনের জন্ম উৎপন্ন হয়, (৫) যেরূপ শরীরবিশিষ্ট তাহা সংক্ষেপে বলিতেছি শ্রবণ কর। এই শ্লোকে সেইগুলির বিষয় বলিতেছেন—

এই ক্ষেত্র অব্যক্ত নামক মূল প্রকৃতি বৃদ্ধি, অহংকার এবং আকাশাদি পঞ্চ মহাভূতরূপ দ্রব্যবিশিষ্ট। পূর্বোক্ত দ্রব্যগুলি হইতে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় এবং ইন্দ্রিয়াধিপতি মন, ইন্দ্রিয়গোচর রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শ ও গদ্ধ এই পাঁচটি গুণবিশিষ্ট ভোগ্য বিষয় উৎপন্ন হইয়াছে। ইচ্ছা, দ্বেন, স্থুখ ও ছংখ এইগুলি ক্ষেত্রের বিকারম্বরূপ। এই জড় পঞ্চভূতের সংমিশ্রণ বা সংঘাত এই ক্ষেত্রের স্বরূপ। ইহা চেতন বস্তুর (জীবাদ্মার) আধারভূত এবং এই জীবাদ্মার ভোগ এবং মোক্ষের সাধনের নিমিপ্ত উৎপন্ন হইয়াছে। এই বিকাররহিত ক্ষেত্রের বিভিন্ন বিষয় উক্তপ্রকারে সংক্ষেপে বর্ণিত হইল ॥ ৫, ৬॥

# রামানুজভায়্য---

মহাতৃতানি অহংকারো বৃদ্ধি: অব্যক্তম্
এব চ ইতি ক্ষেত্তারস্তকজব্যাণি,
পৃথিব্যপ্তেজোবায় বাকাশমহাতৃতানি
অহংকারো ভূতাদিঃ, বৃদ্ধিঃ মহান্,
অব্যক্তং প্রকৃতিঃ, ইন্রিয়াণি দশ একং
চ পঞ্চ ইন্রিয়গোচরাঃ, ইতি ক্ষেত্রাপ্রিতানি তত্বানি, প্রোত্রত্কক্ষ্জিহ্বাদ্রাণানি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি
বাক্পাণিপাদপায়পস্থানি পঞ্চ কর্মেক্রিয়াণি, তানি দশ, একম্ ইতি

# বঙ্গান্থবাদ---

আকাশাদি পঞ্চ মহাভূত অহংকার,
বৃদ্ধি এবং অব্যক্ত (মূল প্রকৃতি) —
ইহারা গরীরের উৎপাদক দ্রব্য অর্থাৎ
উপাদান বস্তু। পৃথিবী জল তেজ বায়
এবং আকাশ এই পাঁচটি মহাভূত।
অহংকার এই পঞ্চভূতের আদিকারণ,
বৃদ্ধি বলিতে মহৎ তত্ত্ব বুঝায় এবং অব্যক্ত
বলিতে মূল প্রকৃতি বুঝায়। দশ ইন্দ্রিয়
এক মন এবং ক্লপরসাদি পঞ্চ গুণযুক্ত
ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয় এই ষোলটি বস্ত
ইহারা শরীরের আশ্রিত তত্ত্ব, অর্থাৎ
শরীরের আশ্রেই স্থিত। চক্ষ্ক, কর্ণ,
নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক — এই পাঁচটি
জ্ঞানেন্দ্রিয়। বাক্,পানি, পাদ, পায়্,উপস্থ,
এই পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয়; এই দশটি ইন্দ্রিয়

मनः। ই स्थित्र रंगा हताः ह शकः मंत्र-

স্পর্দরপরসগন্ধাঃ · ৫॥

ইচ্ছা দেশ: সুখং ছঃখন্ ইতি ক্ষেত্ৰ-

কার্যাণি ক্ষেত্রবিকারা: উচ্যন্তে;

যতপি ইচ্ছাদ্বেমস্থখতুঃখানি আত্ম-

ধর্মভূতানি, তথাপি আত্মনঃ ক্ষেত্র-

সম্ব্ৰপ্ৰযুক্তানি ইতি ক্ষেত্ৰকাৰ্যতয়া ক্ষেত্ৰবিকারা উচ্যন্তে। তেষাং

পুরুষধর্মত্ব 'পুরুষ: অ্থত্ঃগানাং

ভোক্ত্ত্বে হেতুরুচ্যতে' (১৩২১) ইতি

**বক্ষ্যতে**। সংঘাতঃ চেতনাধৃতিঃ,

আশ্বৃতিঃ আধারঃ, স্থখন্থঃখে ভূঞ্জানস্ত

ভোগাপবগোঁ সাধয়তঃ চ চেতনস্থ

আধারতয়া উৎপল্লো ভুতসংঘাতঃ

প্রকৃত্যাদিপৃথিব্যন্তজব্যারন্ধন্

ইন্দ্রিরাশ্রেমভূতন্, ইচ্ছাদ্বেমস্থপতুঃখ-

বিকারিভুতসংঘাতরূপং চেতনস্থখ-

এবং মন একাদশ ইন্দ্রিয়। রূপ, রস, শব্দ, অপর্শ, গন্ধ — এই পাঁচটি ইন্দ্রিয়-ভোগ্য বস্তু ॥৫॥

ইচ্ছা, দ্বেম, স্থুখ, ছঃখ — ইহারা कार्य, এইজন্ম ইহাদিগকে ক্ষেত্রের বিকার বলা হয়। যদিও এই ইচ্ছা দেন সুথ ছঃখ এই সমস্ত আত্মারই ধর্ম তথাপি এই আলার সহিত শরীরের বা ক্ষেত্রের সম্বন্ধের জন্মই এই শরীরের দারাই এই ক্ষেত্রে ইচ্ছা দেষ প্রভৃতি ধর্মের অভিব্যক্তি হয়। সেইজন্য এই ইচ্ছা দ্বেষ সুখ ছঃখাদিকে ক্ষেত্রের বিকার বলা হয়। এই স্থুখ ছঃখ প্রভৃতি যে প্রকৃতপক্ষে পুরুষ বা জীবালারই ধর্ম তাহা পরে কথিত হইবে। 'পুরুষ (শরীরবিশিষ্ট জীবাল্না) স্থ এবং হুঃখ ভোগের কারণ বলিয়া হয়।' 'সংঘাতঃ চেতনাধৃতিঃ'— এস্থলে ৭ 'আধৃতিঃ' পদের অর্থ আধার॥ অভিপ্রায় এই যে, স্থখ ও ছঃখের ভোক্তা এবং ভোগ ও মুক্তির সাধক চৈতন্য বস্তুর (আত্মার) দেহ নির্মাণের জন্ম প্রপঞ্চীকৃত পঞ্চভূতকে ভূতসংঘাত বলা হয়। প্রকৃতি হইতে পৃথিবী পর্যন্ত (প্রকৃতি, অহঙ্কার ক্ষিতি অপ্তেজ गन वृक्षि ব্যোম্) এই দ্রব্যগুলি দিয়া ক্ষেত্রের একাদশ নির্মাণ কার্য আরম্ভ হয়, ইন্দ্রিয় ক্ষেত্রের আশ্রয়ভূত অর্থাৎ ক্ষেত্রের মধ্যে অবস্থান করে, ইচ্ছা ছেব স্থ্ ছঃখ এই ক্ষেত্রের বিকার অর্থাৎ কার্য। পঞ্চূত প্ৰপঞ্চীকৃত হইয়া ভূতসংঘাত-

ত্বঃখোপভোগাধারত্বপ্রয়োজনং
ক্ষেত্রম্ ইতি উক্তং ভবতি।
এতং ক্ষেত্রং সমাসেন সংক্ষেপেণ
সবিকারং সকার্যম্ উদাহতম্ ॥৬॥

রূপে এই কেত্র উৎপাদন করে। এই কেত্রের প্রয়োজন হইতেছে চেতনের স্থ্য দ্বঃখ উপভোগের আধাররূপে কার্য করা। এই ক্ষেত্রের স্বরূপ বিকার সহিত অর্থাৎ কার্যের সহিত সংক্ষেপে এইপ্রকারে কথিত হইল ॥৬॥

রামামুজভায়—
অথ ক্ষেত্রকার্থেরু আত্মজ্ঞানসাধনতয়া উপাদেয়া গুণাঃ
প্রোচ্যক্তে—

### বঙ্গান্থবাদ---

অতঃপর (পাঁচটি শ্লোকে) ক্ষেত্রের কার্যাবলীর মধ্যে যেগুলি আত্মজ্ঞান-সাধনের উপযোগী সেই উপাদেয় গুণা-বলীর কথা বলিতেছেন—

আমানিত্বমদন্তিত্বমহিংসা ক্ষান্তিরার্জ বন্।
আচার্যোপাসনং শৌচং কৈর্য্যমাত্মবিনিপ্রহঃ॥৭॥
ইন্দ্রিয়ার্থেরু বৈরাগ্যমনহন্ধার এব চ।
জন্ময়ভ্যুজরাব্যাধিত্বঃখনোযান্ত্রদর্শনন্॥৮॥
আসক্তিরনভিষঙ্গঃ পুক্রদারগৃহাদিরু।
নিত্যঞ্চ সমচিত্তত্বমিষ্টানিষ্টোপপত্তিরু॥৯॥
ময়ি চানভাযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী।
বিবিক্তদেশসেবিত্বমরতির্জ নসংসদি॥১০॥
আধ্যাত্মজাননিত্যত্বং তত্ত্বজানার্থদর্শনন্।
এতজ্জানমিতি প্রোক্তমজানং যতোহন্তথা॥১১॥

## সরলার্থ-

অমানিত্ব, অদন্তিত্ব, অহিংসা, ক্ষমা, সরলতা, আচার্য-সেবা, পবিত্রতা, স্থিরবৃদ্ধি, মনঃসংযম, ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ে বৈরাগ্য, নিরহংকার, শরীরসম্বন্ধজনিত জন্ম-মৃত্যু, জরাবাধি এবং ছংখরূপ দোষের বিষয় পুনঃ পুনঃ চিন্তন বা আলোচনা, বিষয়ে অনাস্তিক, দারা পুত্র গৃহাদিতে ভোগ্যতাবৃদ্ধি বজন, এবং ইপ্ত অথবা অনিপ্তে যথাক্রমে সর্বদা

হর্ষ অথবা উদ্বেগরহিত মদ্ভিন্ন অন্তপ্রয়োজনরহিত হইয়া আমাতে অব্যভিচারিণী ভজি, নিজনদেশে বাস, জনতায় অপ্রীতি আত্মবিষয়কজ্ঞানে একনিষ্ঠতা, আত্মবিষয়ক তত্ত্বজ্ঞানের জন্ম পুনঃ চিন্তা — এই বিংশতি প্রকার গুণ আত্মজ্ঞান সাধকের উপযোগী। যে সকল গুণ ইহার বিপরীত তাহা অজ্ঞান (আত্মজ্ঞান লাভের বিরোধী)।

# রামান্তজভাগ্য—

चर्यानिष्म् উৎकृष्टेज्ञत्ममु जवधी-রণারহিতত্বম্। অদন্তিত্বং ধার্মিকত্ব-যশঃপ্রয়োজনতয়া ধর্মাকুষ্ঠানং দম্ভঃ তজহিত্বন্। অহিংসা বাঙ্মনঃ-কারে: পরপীড়ারহিতত্বম্। কান্তিঃ পরেঃ পীড্যমানন্ত অপি তান্ প্রতি व्यविकृष्ठिष्ठवय् । वार्जवः পরান প্রতি বাঙ্মনঃকারবৃত্তীনাম্ এক-রূপতা। আচারোপাসনম্ আত্মজান-প্রদায়িনি আচার্যে প্রণিপাতপরি-প্রশ্বরোদিনিরতত্ব। শেচ্য আত্ম-জ্ঞানতৎসাধনযোগ্যতা মনোবাক্কায়-গতা শান্ত্ৰসিদ্ধা। স্থৈম্ অধ্যাত্ম-भारिक्षां पिटलयु जार्थियु निम्हलयुग्। আত্মস্বরূপব্যতিরিক্ত-আত্মবিনিগ্ৰহঃ বিষয়েভ্যো মনসো নিবর্তনম্ ॥৭॥

ইন্রিয়ার্থেষ্ বৈরাগ্যম্ আত্মব্যতি
রিক্তেমু বিষয়েষু সদোষতানুসন্ধানেন উদ্বেজনম্। অনহন্ধারঃ অনাত্মনি

## বঙ্গানুরাদ—

অমানিত্ব অর্থাৎ উৎকৃষ্ট পুরুষের প্রতি অবজ্ঞারাহিত্য, অদম্ভিত্ব —সকলে ধার্মিক वन्क এই यर्गानाएउत निभिष्ठ धर्माञ्च-ষ্ঠানের নাম দম্ভ, উহার বিপরীত ভাব অদ্ভিত্ব, অহিংসা — কায়মনোবাক্যে পরপীড়নরূপ আচরণরাহিত্য, ক্ষান্তি — অপর ব্যক্তি হিংসা করিলেও তাহার প্রতি বিদ্বেষরহিত ভাব (ক্ষমা), আর্জব—অর্থাৎ অপরের প্রতি কামনাবাক্যে একই ভাব (মনে এক মুখে অভ্য নছে), সরলতা। আচার্যোপাসনা — অর্থাৎ আখুজ্ঞানপ্রদাতা আচার্যকে প্রণমন, তাঁহাকে আত্মবিষয়ক প্রশ্ন এবং তাঁহার সেবা প্রভৃতিতে নিরত থাকা, শৌচ — অর্থাৎ আত্মজ্ঞানের জন্ম এবং তাহার সাধনের জন্ম কায়মনোবাক্যে শান্ত্রসিদ্ধ যোগ্যতা লাভ, স্থৈৰ্য অৰ্থাৎ অধ্যাত্ম শাস্ত্র-কথিত অর্থে দৃঢ় বুদ্ধি, আত্মবিনিগ্রহ —অর্থাৎ আত্মতত্ত্ব ভিন্ন অন্সাম্য বিষয় **रुट्रिं** गरनत मःयम ॥१॥

min 3 A march

ইন্দ্রিয়ার্থেষ্ বৈরাগ্যম — অর্থাৎ আত্ম-ব্যতিরিক্ত সমস্ত বিষয়ে দোষ দর্শনক্ষনিত তৎপ্রতি বিরক্তি, অনহংকার — অর্থাৎ দেহে আত্মাভিমানরহিতত্বম্, প্রদর্শনার্থম্ ইদম্; অনাত্মীয়েষু আত্মীয়াভিমানরহিতত্বং চ অপি বিবক্ষিতম্।
জন্মস্ত্যুজরাব্যাধিছঃখদোবাহদর্শনম্ —
সশরীরত্বৈ জন্মস্ত্যুজরাব্যাধিছঃখস্বরূপস্থ দোবস্থ অবজ'নীয়ত্বান্ধসন্ধানম্॥৮॥

অসকি: আত্মব্যতিরিক্টেমু
বিষয়েমু সঙ্গরহিতত্বম্ ; অনভিদ্দঃ
প্রদারগৃহাদিয় তেমু শান্ত্রীয়কর্মোপকরণত্বাতিরেকেণ আশ্লেষরহিত্বম্ ;
নিত্যং চ সমচিত্ত্বম্ ইপ্তানিপ্তোপপিত্র
সঙ্গলপ্রতিবেমু ইপ্তানিপ্তোপনিপাতেমু
হর্ষোদ্বেগরহিতত্বম্ ॥৯॥

ময়ি সবেশ্বরে চ ঐকান্তিকযোগেন স্থিরা ভক্তিঃ জনবর্জিভদেশবাসিত্বং জনসংসদি চ অপ্রীতিঃ ॥১০॥

আত্মনি জ্ঞানম্ অধ্যাত্মজ্ঞানং ভশ্নিষ্ঠত্বম্, তত্ত্জানার্থদর্শনম্ তত্ত্বজ্ঞান-

অনাত্মাদেহে আত্মাভিযানরাহিত্য-( যে দেহ আগা নহে তাহাকে বলিয়া আত্মা চিন্তা 71 করা) **अञ्चल** यहे नित्रश्कात छगि छेशनक्रम মাত্র। ইহার দ্বারা যে বস্তু আত্মসম্বনীয় নহে তাহার প্রতি আগ্নীয় অভিমান (মমকার) বজনও কথিত হইয়াছে। জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি এবং ছঃখরূপ দোৰ অমুদর্শন অর্থাৎ দেহধারণ করিলেই জনা মৃত্যু জরা ব্যাধি এবং ছঃখরূপ मात्रम् ए व्यक्तीय त्म विषएश পুনঃ পুনঃ অহুসন্ধান ॥৮॥

অসজি—অর্থাৎ আত্মব্যতিরিক্ত সমশ্ত
বিষয়ে অনাসজি, পুত্র দারা গৃহাদিতে—
অনভিষদ্য: অর্থাৎ স্ত্রী-পুত্র গৃহ প্রভৃতিরা
ধর্মসাধনের উপযুক্ত বলিয়া তাহাদের
সহিত সম্বন্ধ-জ্ঞান এবং তদ্বিপরীত
ভোগ্যতা বুদ্ধিতে তাহাদের প্রতি আসজি
বর্জন, ইষ্ট এবং অনিষ্ট প্রাপ্তিতে সর্বদা
সমচিত্তত্ব— অর্থাৎ ভগবৎ-সংকল্প হেতু
(জীবের পূর্ব কর্মজনিত) অবশ্যস্তাবী ইষ্ট
এবং অনিষ্ট প্রাপ্তিতে হর্ষ এবং উদ্বেগরাহিত্য ॥৯॥

সর্বেশ্বর আমাতে ঐকান্তিকরূপে স্থির ভক্তি, নির্জনদেশে বাস এবং জনতার প্রতি অপ্রীতি ॥১০॥

আত্মবিষক জ্ঞানের নাম অধ্যাত্মজ্ঞান সেই অধ্যাত্মজ্ঞানে নিষ্ঠা (নিত্য স্থিতি), তত্মজ্ঞানের অর্থের দর্শন অর্থাৎ তত্মজ্ঞান প্রয়োজনং যৎ তত্ত্বং তন্নিরতত্ত্বম্ ইত্যৰ্থঃ। জায়তে অনেন আত্মা ইতি জানম্ আত্মজানসাধনম্ ইত্যর্থঃ। ক্ষেত্রসম্বন্ধিনঃ পুরুষস্থ অমানিত্বাদিকান্ উক্তং এব আত্মজানোপযোগি, ব্যতিরিক্তং সর্বং ক্ষেত্রকার্যম্ আত্ম-জ্ঞানবিরোধি ইতি অজ্ঞানম্ ॥১১॥

লাভের জন্ম যাহা প্রয়োজন সে বিষয়ে নিরত খাকা, যাহা দ্বারা আত্মবস্তকে জানা যায় তাহার নাম জ্ঞান অর্থাৎ আত্মজ্ঞানের সাধন-উপযোগী বস্তুর নাম জ্ঞান, অতএব শরীরধারী পুরুষের পক্ষে অমানিত্ব প্রভৃতি (৭ হইতে ১১ শ্লোকে বণিত ) সমগ্র গুণগুলিই আত্মজ্ঞানের উপযোগী।

এইদকল গুণ ব্যতিরিক্ত "ক্ষেত্রের" অন্ত যেসমন্ত কার্য বা বিকার সেগুলি আত্ম-অর্থাৎ জ্ঞানের বিরোধী সেগুলি অজ্ঞান ॥৭-১১॥

# রামানুজভাষ্য —

অথ 'এতদ্ যো বেন্ডি' (১৩١১) ইতি বেদিতৃত্বলক্ষণেন উক্তস্ত ক্ষেত্ৰজন্ত স্বরূপং বিশোধ্যতে —

## বঙ্গান্তবাদ--

অতঃপর "ইহাকে যে জ্ঞাত হয়," এই প্রকার উক্ত জ্ঞাতৃত্ব গুণযুক্ত বলিয়া কথিত ক্ষেত্রজ্ঞের স্বরূপ পরিস্ফূট করা হইতেছে—

জেয়ং যত্তৎপ্রবন্ধ্যামি যজ্জাত্বাহ্মৃতমগ্নুতে। অনাদিমৎপরং বেন্ধা ন সত্তরাসচচ্যতে ॥১২॥

সরলার্থ-

(ইতিপূর্বে ৩ হইতে ১১ শ্লোকে ক্ষেত্রবিষয়ক বিভিন্ন জ্ঞানের কথা বলিয়<mark>া অতঃপর</mark> ১২ হইতে ১৭ শ্লোক অবধি ক্ষেত্রজ্ঞবিষয়ক বিভিন্ন জ্ঞানের কথা বলিতেছেন )—

যে জীবান্ধার স্বরূপের বিষয় যথাতত্ত্ব জানিলে জীব অমৃতত্ত্ব প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ সংসার হইতে মুক্তিলাভ করে সেই জ্ঞাতব্য জীবাত্মার স্বরূপের বিষয় উত্তমরূপে বলিতেছি---

এই ক্ষেত্রজ্ঞ বা আত্মবস্তু অনাদি, মৎপর (আমার শেষ বস্তু) এবং ব্রহ্ম (অনন্তস্বরূপ) १ ইহা 'সং' এবং 'অসং' শব্দ দ্বারা নির্দেশ্য নহে ॥১২॥

রামাত্রজভায্য-

व्यमानिकानिष्ठिः जाधदेनः (छत्रः

#### বঙ্গান্থবাদ---

অমানিত্ব প্রভৃতি সাধনের দারা জ্ঞেয় যৎ প্রত্যগাত্মস্বরূপং তৎ- অর্থাৎ লভ্য যে প্রত্যগাত্মস্বরূপ (প্রতি প্রবক্ষ্যামি, যদ্ জ্ঞাত্বা জন্মজরামরণাদিপ্রাক্ষতধর্মরহিতম্ অমৃতম্ আত্মানং
প্রাপ্নোতি। অনাদি আদির্যস্থা ন
বিশ্বতে তদ্ অনাদি, অস্থা হি প্রত্যগাত্মন উৎপত্তিঃ ন বিশ্বতে তত এব
অভ্যো ন বিশ্বতে। প্রুতিশ্বত —
'ন জায়তে গ্রিয়তে বা বিপশ্বিং'
(কঃ উঃ স্বাহাস্ক) ইতি।

মংপরম্— অহং পরে। যশু তদ্
মৎপরম্— 'ইতস্বলাং প্রকৃতিং বিদ্ধি
মে পরাং জীবভূতাম্' (৭।৫) ইতি হি
উক্তম্, ভগবৎচ্ছরীরতয়া ভগবচ্ছেষতৈকরসং হি আত্মস্বরূপম্। তথা
চ শ্রুতিঃ—'য আত্মনি তিঠনাত্মনোহন্তরো
মমাত্মান বেদ যশুাত্মা শরীরং য আত্মানমন্তরো যময়তি' (রুঃ উঃ ৩।৭।২২) ইতি।
তথা স কারণং করণাধিপাধিপো ন চাশু
কশ্চিজ্জনিতা ন চাধিপঃ।' (শ্রেঃ উঃ ৬।৯)
'প্রধানক্ষেত্রজ্ঞপতিগুলিশঃ' (শ্রঃ উঃ

দেহে জীবলার স্বরূপ ) তাহা বিশেবরূপে वना इरेएएए, रेश व्यवशं इरेल जन মরণ প্রভৃতি প্রাকৃত ধর্মরহিত অমৃতরূপ আগাকে লাভকরা যায়। যাহার वापि नारे जारारे बनापि, এरे बाज-বস্তুর উৎপত্তি নাই স্নতরাং ইহার অন্তও নাই। শ্রুতিও এইকথা বলিতেছেন-"বিপশ্চিৎ ( সর্বজ্ঞবস্তু—আত্মা ) গ্রহণ করেনা তাহার মৃত্যুও নাই।" মৎপর্ম — আমি যাহার পর (শ্রেষ্ঠবস্ত স্বামী বা শেষী), তিনি হইতেছেন মৎপর। "ইহা হইতে আমার আর একটি উৎকৃষ্ট প্রকৃতি আছে তাহা জীবরূপী চৈতগ্রবস্তু ( जाजनख )" रेश পূর্বে কথিত হইয়াছে। অতএব ভগবানের শরীররূপী বলিয়া এই আগ্রবস্ত ভগবানের একমাত্র শেষবস্ত এক্মাত্র শেষী বা (ভগবান ইহার यागी)।

"যিনি আত্মাতে অবস্থান করিয়া আত্মার অন্তস্থিত পুরুষ, আত্মা যাহাকে জানেনা, আত্মা যাহারে জানেনা, আত্মা যাহারে শরীর, যিনি আত্মার ভিতর থাকিয়া তাহাকে নিয়মন করেন বা শাসন করেন।" "তিনি সকলের কারণ এবং সমস্ত করণের অধিপতিরও (জীবেরও) অধিপতি, কিন্ত ইঁহার জন্মতা (কারণ) কেহ নাই অধিপতিও কেহ নাই।" 'ইনি প্রধান এবং ক্ষেত্রজ্ঞর (চিং এবং অচিং বস্তুর) এই উভয়েরই পতি এবং গুণের ঈশ্বর।" ইত্যাদি

শরীরাদেঃ ব্ৰদ্ম বৃহত্বগুণযোগি, অর্থান্তরভুতম্, স্বতঃ শরীরাদিভিঃ পরিচ্ছেদরহিতং ক্ষেত্ৰজভত্ত্বৰ্ ইত্যর্থঃ। 'স চানস্ত্যায় কল্পতে' ( শেঃ া ১) ইতি হি শ্রেরতে। শরীর-পরিচ্ছিন্নত্বঃ চ অশু কর্মকৃতং তাৰন্ত্যম্। কর্মবন্ধাৎ মুক্তস্থ আত্মনি অপি ব্ৰহ্মশব্দঃ প্ৰযুজ্যতে। গুণান্সমতীত্যৈতান্ ব্ৰহ্মভূয়ায় কল্পতে।' (১৪।২৬) 'ব্ৰহ্মণো প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্থাব্যয়স্থ চ ॥' (১৪ ং২৭) শোচতি ন 'ব্ৰহ্মভূতঃ প্ৰসন্নাদা ন কাজ্ফতি। সম: সর্বেষু ভূতেষু মন্তক্তিং লভতে পরাম্॥' (১৮।৫৪) ইতি বচনম্। তৎ ন অসদ্ উচ্যতে' কার্যকারণরপাবস্থাদ্বয়রহিত্যা সদ-সচ্ছৰাভ্যাম আত্মস্বরপং न উচ্যতে।

কার্যাবস্থায়াং হি দেবাদিনামরূপ-

শ্রুতিসকল ভগবানের সর্বশেষিত্ব গুণের নির্দেশ করিতেছেন এবং এই জীবালার স্বরূপ হইতেছে ব্রহ্ম, অর্থাৎ বৃহত্ত গুণযুক্ত ( অনন্তস্বরূপ ), ইহা শরীর হইতে ভিনবস্ত এবং স্বভাবতঃ শরীরাদি দারা পরিচ্ছিন্ন নহে। শ্রুতি বলিতেছেন — "ইহ! অনন্ত বলিয়া কল্পিত হয়।"

এই আত্মবস্তু নিজ ক্বতকৰ্ম জনিত ফলভোগের জন্ম প্রাপ্ত দেহদারা পরিচ্ছিন্ন মুক্ত আত্মা অনন্তস্বরূপ। হয়, কিন্ত এইজন্ম আত্মবস্ত বিদয়েও ব্রহ্মশব্দ ব্যবহৃত হয়। "সেই জীব এই ত্রিগুণকে অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মভাব প্রাপ্তির উপযুক্ত হন।" "আমি এই মৃত্যুরহিত অব্যয় বন্দের (মুক্ত আয়ার) প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ ধারক এবং প্রাপক।" "ব্রন্ধভাব প্রাপ্ত অতএব প্রসাচিত ব্যক্তি শোক ও আকাঙ্খা বিবর্জিত হইয়া এবং দর্বভূতে সমবুদ্ধি হইয়া আমার প্রতি পরাভক্তি লাভ করে।"

এই আলম্বরপকে 'সং'ও বলা হয় না আবার 'অসং'ও বলা হয় না — অর্থাৎ কার্য-অবস্থা এবং কার্ণ-অবস্থা এই উভয় অবস্থারহিত বলিয়া এই আত্মবস্তুকে 'দং' 'অদং' কোন শব্দের দ্বারাই অভিহিত করা যায় না। এই জীবাত্মা কার্যাবস্থাতে (দেহযুক্ত দশায়) দেব মহ্য্য প্রভৃতি নাম এবং রূপ বিশিষ্ট হয় ভাক্তে, ল সদ্ ইতি উচ্যতে, তদনई- i বলিয়া তাহাকে 'সং' বলা হয়, এবং

তয়া কারণাবস্থায়াম্ অসদ্ ইতি
উচ্যতে! তথা চ শ্রুতি:—'অসমা
ইদমগ্র আসীং। ততো বৈ সদজায়ত।'
(তৈঃ উঃ ২।৭) 'তদ্ধেদং তহু ব্যাকৃতমাসীজনামরূপাভ্যাং ন্যাক্রিয়তে' (বৃঃ
উঃ ১।৪।৭) ইত্যাদিকা।
কার্যকারণাবস্থাদ্বয়ালয়ঃ তু
আত্মনঃ কর্মরূপাবিজ্ঞাবেপ্টনকৃতঃ,
ন স্বরূপতঃ, ইতি সদসচ্ছব্দাভ্যাম্
আত্মন্বরূপং ন উচ্যতে।

যথাপি 'অসহা ইদমগ্র আসীং'
ইতি কারণাবস্থং পরং ব্রহ্ম উচ্যতে।
তথাপি নামরূপবিভাগানহ সূক্ষমচিদচিদ্বস্তশরীরং পরং ব্রহ্ম কারণাবস্থম্ ইতি কারণাবস্থায়াং ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞস্বরূপম্ অপি অসচ্ছন্দ্রবাচ্যম্,
ক্ষেত্রজ্ঞস্বরূপং ন সদসচ্ছন্দনির্দ্ধেশ্যম্॥১২॥

কারণ অবস্থায় এই নাম এবং রূপ ( (परापि ) विशेन विनया जाराक 'अन९' বলা হয়। শ্রুতিও এইরূপ বলিতেছেন— "স্ষ্টির প্রথমে ইহা 'অসৎ' ছিল স্মির সময় ইহা 'সং'ক্সপে উৎপন্ন হইয়াছে "ইহা প্রথমে সেই সময় (স্প্রির পূর্বে) স্ত্র বা অব্যক্ত অবস্থায় ছিল, পুনরায় ইহা নাম ও রূপবিশিষ্ট হইয়া স্থলরূপে বাক্ত হইয়াছে। কিন্তু কার্যরূপী উক্ত স্থূল অবস্থা এবং কারণরূপী স্ক্র অবস্থা আত্মার কর্মকৃত অবিছার সম্বন্ধ জনিত। ছুইটি অবস্থার কোনটিই পরিশুদ্ধ আত্মার স্বরূপ নহে। এইজন্ম আলা স্বরূপতঃ 'দৎ'ও নহে এবং 'অসৎ'ও নহে। "ইহা অগ্রে 'অদৎ'ই ছিল" যন্তপি এই শ্রুতি-বাক্যে কারণ-অবস্থাযুক্ত পর্মত্রন্ধের বিষয় বলা হইয়াছে তথাপি এই শ্রুতি-বাক্যদারা নাম ও রূপ বিভাগহীন স্ক্র চিদ্বস্ত এবং অচিৎ বস্তরপ শরীরবিশিষ্ট কারণ-অবস্থাস্থিত পর্যবন্ধকে হইয়াছে। অতএব এই কারণ অবস্থাতে অবস্থিত ক্ষেত্র এবং ক্ষেত্রজ্ঞের স্বরূপও 'অসং' শব্দের দারা নিদিষ্ট হইয়াছে i কিন্তু ক্ষেত্ৰজের (দেহযুক্ত আত্মার) এই (বদ্ধ) অবস্থা তাহার কর্মজনিত, স্মৃতরাং তাহার কর্মবিনির্মুক্ত পরিশুদ্ধস্বরূপ 'সং' শব্দ এবং 'অসৎ' শব্দ ইহার কোনটির দ্বারাই নির্দ্দেশের যোগ্য নহে ॥১২॥

# সর্বতঃপাণিপাদং তৎসর্বতোইক্ষিশিরোমুখম্। সর্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্বমার্ত্য তিষ্ঠতি ॥১৩॥

সরলার্থ—

সেই প্রকৃতিবিমূক্ত পরিশুদ্ধ আত্মস্বরূপ সর্বতি হস্ত-পদবিশিটের ভাষ কার্য করিতে সমর্থ, সর্বতি চক্ষু মন্তক এবং মুখবিশিষ্টের ভাষ কার্যসমর্থ, সর্বত্ত শ্রেতিকার্যেও সমর্থ। অর্থাৎ এই আত্মবস্তু সর্বদেশব্যাপী, অর্থাৎ সর্ব জ্ঞানেন্দ্রিয়, মন্তক ও মুখবিশিষ্টের ভাষ কার্য করণে সমর্থ। অতএব ইহা জগতে সর্বস্তুতে ব্যাপ্ত হইয়া আছে ॥১৩॥

রামান্তজভায্য-

দর্বতঃ পাণিপাদং তং **পরিশুদ্ধাত্ম-**স্বরূপং সর্বতঃ পাণিপাদকার্যশক্তম্,

তথা দর্বতোহক্ষিশিরোমুখম্ দর্বতঃ
শ্রুতিমং সর্বতশ্চক্ষুরাদিকার্যক্কৎ—

'অপানিপাদো জবনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষ্য দ শৃণোত্যকর্ণঃ' (শ্বেঃ উঃ ৩০১৯ ) ইতি পরস্থা ব্রহ্মণঃ অপাণি-পাদস্থা অপি সর্বতঃ পাণিপাদাদি-কার্যকর্তৃত্বং শ্রেরতে। প্রত্যুগাত্মনঃ অপি পরিশুদ্ধস্থা তৎসাম্যাপত্ত্যা সর্বতঃ পাণিপাদাদিকার্যকর্তৃত্বং শ্রুতিসিদ্ধম্ এব।

## বঙ্গান্থবাদ—

ইহা সৰ্বত্ৰ হস্ত পদবিশিষ্ট অৰ্থাৎ অচিৎ गःमर्ग विनिम् क পরিশুদ্ধ আসবস্ত সর্বদিকে পদ বিশিষ্টের ভায় কার্য-সমর্থ। এবং সর্বত অকি শির ও মুখবিশিষ্ট, সর্বতঃ শ্রুতিমান, অর্থাৎ সর্বত্র চক্ষু মস্তক মুখ এবং শ্রবণেন্দ্রিয় প্রভৃতি জ্ঞানেন্দ্রিয় বিশিষ্টের ভাষে কার্যকরণ সমর্থ।" তিনি হস্ত পদাদি विशैन इरेग्ना गमनभीन এবং গ্ৰহণ কার্যসমর্থ, তিনি নেত্রবিহীন হইয়াও দর্শন সমর্থ, এবং কর্ণবিহীন হইয়াও প্রবণ সমর্থ।"-এইপ্রকার, প্রমত্রন্ধ স্বরূপতঃ रुख भनानि विशीन रहेशा अ य गर्वव रुख পদাদির কার্য্য সমর্থ তাহাও শ্রুতি বলিয়া-ছেন। প্রকৃতিবিনিমুক্ত পরিশুদ্ধ আত্মবস্তুও ( অসঙ্কুচিত জ্ঞান এবং অসঙ্কুচিত শক্তির বিষয়ে ) পরমত্রন্ধের সহিত সম পর্যায়ভুক্ত হইয়া যান বলিয়া সর্বত্র হস্ত পদ প্রভৃতি कर्मिस वरः हक्क्रिनिष छानि छ বিশিষ্টের ভাষ যে কার্যসমর্থ তাহাও শ্রুতিসিদ্ধই। শ্রুতি বলিতেছেন—

'তদা বিদ্বান্ প্ণ্যপাপে বিধ্য নিরঞ্জনঃ
পরমং সাম্যমুপৈতি' (মু: উ: ৩।১।৩)
ইতি হি শ্রুমতে। 'ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য
মম সাধর্মমাগতাঃ।' (১৪।২) ইতি
চ বক্ষ্যতে।

লোকে সর্বায় আর্ত্য তিষ্ঠতি ইতি। লোকে যদ্ বস্তুজাতং তৎ সর্বং ব্যাপ্য তিষ্ঠতি; পরিশুদ্ধস্বরূপং দেশাদিপরিচ্ছেদরহিত্তরা সর্ব-গতম্ ইত্যর্থঃ ॥১৩॥

"তখন জ্ঞানময় পুরুষ (প্রকৃতিবিযুক্ত পরিশুদ্ধ আত্মবস্তু ) পুণ্য এবং পাপ হইতে. বিমুক্ত হইয়া নিলিপ্তি অবস্থায় পুরুষের সহিত সাম্য অবস্থা প্রাপ্ত হন।" "এই জ্ঞান আশ্রয়পূর্বক জীবগণ আমার সমান বৰ্ম প্ৰাপ্ত হয়," গীতায় এই কথা পরে বলিবেন। এই পরিশুদ্ধ আত্মবস্তু জগতে সমস্ত পদার্থকে আরুত করিয়া রাখিয়াছেন অর্থাৎ জগতে যাহাকিছ বস্তু দেখা যায় তৎসমুদয়ের মধ্যেই আত্মা ব্যাপ্ত হইয়া আছে। তাৎপর্য্য এই যে, এই পরিশুদ্ধ আত্মস্বরূপ দেশ কাল প্রভৃতির পরিচ্ছিন নহে, অতএব ইহা সর্বব্যাপী ॥১৩॥

সর্বোব্দয়গুণাভাসং সর্বেব্দিয়বিবজিতম্। অসক্তং সর্বভূচিচব নিগুণং গুণভোক্ত চ ॥১৪॥

সরলার্থ-

পরিশুদ্ধ আশ্ববস্ত স্বভাবতঃ সর্বেল্রিয়-বিবর্জিত হইলেও ইন্দ্রিয় দারা অম্বভাব্য সমস্ত বিষয়ই জানিতে সমর্থ ; স্বভাবতঃ দেব-মন্থ্য প্রভৃতি সর্বদেহাদিতে আসক্তিশৃত্য হইয়াও সেই সেই দেবাদি দেহকে ধারণ করিতে সমর্থ ; এবং স্বভাবতঃ সন্থাদি প্রাক্বত শুণরহিত হইয়াও সংসারীদশায় কর্মজনিত সন্থাদিগুণের কার্যক্রপ্র স্থ-ত্ঃখাদি ভোগে সমর্থ ॥১৪॥

### রামান্তজভাষ্য—

সর্বেশ্রিয়গুণাভাসং সর্বেশ্রেয়গুলৈঃ
আভাসো যত্ত তৎ সর্বেশ্রিয়গুণাভাসন্। ইন্দ্রিয়গুণা ইন্দ্রিয়র্ত্তয়ঃ,
ইন্দ্রিয়র্তিভিঃ অপি বিষয়ান্ জ্ঞাতুং
সমর্থন্ ইত্যর্থঃ। স্বভাবতঃ সর্বে-

# বঙ্গান্তুবাদ---

দর্বেলের গুণাভাদ অর্থাৎ চক্ষু
প্রভৃতি দমন্ত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বা তাহাদের
কার্যের দ্বারা যেসকল বিষয় জানা যায়
পরিশুদ্ধ আত্মবস্তু ইন্দ্রিয়বিহীন হইলেও
সে দমন্ত বিষয় জানিতে দমর্থ। চক্ষুরাদি

এব ইন্দ্রিয়-ন্ত্রিয়ধিবজিতং বিনা স্বত এব সৰ্বং জানাতি অসক্তং স্বভাবাদ্ **দেবাদিদেহসঙ্গরহিতম্,** সর্বভূৎ চ দেবাদিসবদেহভরণাসমর্থং চ। 'স একধা ভবতি ( দ্বিধা ভবতি ) ত্রিধা ( हाः छः १ । २७ । २ ) रेज्यापिक्षरकः। নিগুণং তথা স্বভাবতঃ সন্থাদি-গুণরহিতং গুণভোকু চ সম্বাদীনাং গুণানাং ভোগসমর্থং চ ॥১৪॥

দर्भनामि न्याभादात ইন্দ্রিয়ের ইন্দ্রিয়ণ্ডণ অর্থাৎ (এই পরিশুদ্ধ আত্মবস্তু) চকুরাদির ভায়ই বমস্ত পদার্থ জানিতে সমর্থ। কিন্তু স্বভাবতঃ ইহা সর্ব-ইন্দ্রিয়-বিবর্জিত অর্থাৎ সর্ব-ইন্দ্রিয় এবং তাহাদের কার্যবিহীন হইয়াও স্বাভাবিকরূপে সমস্ত বিষয় জানিতে পারে। এই অসক্ত অর্থাৎ মুক্ত আত্মা স্বভাবতঃ দেবমহুয়াদি শরীরের সহিত সংশ্লেষ-বিবর্জিত হইয়াও ইহা সর্বভূৎ অর্থাৎ দেব মহুশ্যাদি সমস্ত দেহ ধারণে সমর্থ। শ্রুতি বলিতেছেন— "সে (পরিশুদ্ধ আত্মা) বিগ্রহধারণ দারা এক হইতে পারে, ছই হইতে পারে, তিন হইতে পারে।" (অর্থাৎ দৌভরি প্রকার বহু শরীর ধারণ করিতে পারে।) এই আত্মা স্বভাবতঃ নিগুণ অর্থাৎ সত্তাদি গুণরহিত, কিন্ত সত্তাদি গুণ ( তাহাদের কার্য স্থখ-ছঃখাদি ) ভোগ করিতে সমর্থ ॥১৪॥

বহিরন্ত**শ্চ ভূতানাম**চরং চরমেব চ। সৃক্ষাত্বাত্তদবিজ্যেং দূরস্থং চান্তিকে চ তৎ ॥১৫॥

সরলার্থ----

সেই দেহ বিনিম্ ক্তি আয়বস্তু অশরীরী অবস্থায় জগতের ভূতগণের বাহিরে অবস্থান করে, শরীরী অবস্থায় সেই ভূতগণের মধ্যে জীবরূপে অবস্থান করে। স্বভাবতঃ স্থূল ও স্ক্ষ দেহবিম্কু অবস্থায় অচরব্ধপে অবস্থিত থাকে, দেহমুক্ত অবস্থায় সচল থাকে। সেই আয়বস্তু অত্যস্ত স্ক্ষ বলিয়া অজ্ঞানী সংসারী-দিগের নিকট জ্ফেয় নহে, অতএব ইহা তাহাদের কাছে দ্রস্থ। অমানিছ প্রভৃতি শুকুবের পক্ষে নিকটস্থ বা জ্ঞেয় ॥১৫॥

রামান্থজভাষ্য—

পৃথিব্যাদীনি ভুতানি পরিত্যজ্য অশরীরো বহি: বর্ততে; তেষাম্ অস্ত: চ বর্ততে। অক্ষন্ ক্রীডন্ রমমাণঃ স্ত্রীডির্বা যানৈর্বা' (ছা: উ: ৮/১২/০) ইত্যাদিশ্রুতিসিদ্ধস্বচ্ছন্দবৃত্তিমু, অচরং চরম্ এব চ—স্বভাবতঃ অচরং চরং চ দেহিছে। স্ক্রতাৎ তদ্ অবিজ্ঞেরম্, এবং সর্বশক্তিযুক্তং সর্বজ্ঞং তদ্ আত্মতত্ত্বমৃত্তাক্ বর্ত্তরানম্ অপি অতিসূক্ষ্মত্বাদ্ দেহাৎ পৃথক্-ক্রেন্ন সংসারিভিঃ অবিজ্ঞেরম্।

দ্রক্ষং চ অন্তিকে চ তৎ, অমানিদ্বাপ্ন্যুক্তগুণরহিতানাং বিপরীতশুণানাং পুংসাং স্বদেহে বর্তমানম্
অপি অতিদূরস্থম্, তথা অমানিদ্বাদিশুণোপেতানাং তদ্ এব অন্তিকে
চ বর্ততে ॥১৫॥

বঙ্গান বাদ---

(পরিশুদ্ধ আত্মবস্তু ) পৃথিবী প্রভৃতি সমস্ত পঞ্চভূতাশ্বক জড়বস্তু করিয়া পরিত্যাগ অশ্রীরীক্সপে তাহাদের বাহিরে অবস্থান করে এবং এই সকল জড়বস্তুর ভিতরেও (শরীরী-রূপে) অবস্থান করে। "ভোজনকালে স্ত্রীর সহিত ক্রীড়ার সময় কিম্বা রথ প্রভৃতি যানবাহনে ভ্রমণশীল " ইত্যাদি শ্রুতির দারা প্রতিপন্ন হয় যে ফছন্দ প্রবৃত্তিতে এই আত্মবস্ত অচল হইলেও উহা সচলও হয়, অর্থাৎ সভাবতঃ ইহা অচল কিন্তু শরীরসংযোগ হেতু ইহা সচল। স্ক্ষবস্ত বলিয়া ইহা অবিজ্ঞেয়। প্রকারে এই সর্বশক্তিসম্পন্ন এবং সর্বজ্ঞ আসতত্ত্ব এই দেহে অবস্থিত থাকিয়াও অতি স্ক্ষতত্ত্ব বলিয়া অজ্ঞানী সংসারী-দিগের দারা দেহ হইতে পৃথকরূপে জ্ঞেয় হয় না। (শরীরের মধ্যে বর্ত্তমান থাকা দত্ত্বেও সংসারী জীব ইহাকে শরীর হইতে পৃথকরূপে বুঝিতে পারে না)। पृत्रञ्च वर्षे जावात निकंष्ठेञ्च वर्षे, অর্থাৎ পূর্বোক্ত অমানিত্ব প্রভৃতি গুণরহিত এবং তদিপরীত (কাম ক্রোধাদি) বিকার-যুক্ত পুরুবের পক্ষে তাহার দেহে বর্তমান থাকিলেও এই আত্মবস্তু অতি দূরস্থ, এবং অমানিত্ব প্রভৃতি গুণযুক্ত পুরুষের পক্ষে रेश निकरिंरे वर्जगान थारक ॥১६॥

# অবিভক্তং চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্। ভূতভত্ চ তজ ভেন্থে গ্রসিষ্ণু প্রভবিষ্ণু চ ॥১৬॥

সরলার্থ-

সেই পরিশুদ্ধ আত্মবস্তুই আত্মজ্ঞানীগণের নিকট বিভিন্ন ভৌতিক দেহে জ্ঞাতৃত্ব গুণযুক্তরূপে অবিভক্ত বলিয়া প্রতীত হয় এবং অজ্ঞানীর নিকট দেব মহুয়াদি নানারূপ আকারে বিভক্ত বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

সেই আত্মবস্তু মহয়াদি ভৌতিক শরীরে ভরণকর্তা বা পোষকরূপে জ্ঞেয়।
অন্নাদি ভোজন সমর্থ এবং ভক্ষিত অন্নাদিকে রূপাস্তরিত করিয়া বিভিন্ন পদার্থ
উৎপাদন করিতে সমর্থ ॥১৬॥

রামান্তজভাষ্য-

দেবমনুষ্যাদিভূতের্ সর্বত্ত স্থিতম্ আত্মবস্তু বেদিভূত্তৈস্বলাকারতয়া অবিভক্তম্, অবিজ্বাং দেবাল্যাকারেণ 'আয়ং দেবো মনুষ্যঃ' ইতি বিভক্তম্ ইব চ স্থিতম্।

'দেবঃ অহম্' 'মনুষ্যা: অহম্' ইতি
দেবসামানাধিকরণ্যেন অনুসন্ধীয়মানম্ অপি বেদিভৃত্বেন দেহাদ্
অর্থান্তরভূতং জ্ঞাতুং শক্যম্ ইতি
আদে উক্তম্ 'এতদ্ যো বেত্তি'
(১৩)১) ইতি।

ইদানীং প্রকারান্তরে: চ দেহাদ্ অর্থান্তরত্বেন জ্ঞাতুং শক্যম্ ইতি আহ ভ্তভত্চি ইতি।

#### বঙ্গান্থবাদ—

দেবতা মহয় প্রভৃতি সমস্ত প্রাণিগণের মধ্যে অবস্থিত আত্মবস্ত জ্ঞাতৃত্ব
গুণবিশিষ্টরূপে সর্বত্র একাকার বলিয়া
অবিভক্ত; কিন্ত অজ্ঞানীগণের নিকট
"ইহা দেবতা, ইহা মহয়" এইপ্রকারে
বিভিন্ন আকারযুক্ত বলিয়া বিভক্তের স্থায়
প্রতীয়মান হয়। যদিও দেহের সহিত
আত্মার সামানাধিকরণ্য (শরীর-শরীরী)
সম্বর্গেহতু "আমি দেবতা, আমি মহয়"
এইপ্রকার মনে হয়, তথাপি জ্ঞাতৃত্বগুণবিশিষ্ট বলিয়া (চেতন পদার্থ) এই
আত্মাকে (অচেতন পদার্থ) দেহ হইতে
ভিন্নবস্তরূপে জ্ঞাত হওয়া যায়। গীতায়
ইতিপূর্ব্বে এইরূপ কথিত হইয়াছে "এই
আত্মবস্তকে যে জানিতে পারে।"

এখন, "ইহা সমস্ত ভৌতিক-দেহের ভরণকর্তা" এই বাক্যের দারা বলিতেছেন যে শরীর হইতে আত্মা যে পৃথকবস্ত তাহা অন্তপ্রকারেও জ্ঞাত হওয়া যায়। ভূতানাং পৃথিব্যাদীনাং দেহরূপেণ সংহতানাং যদ্ ভর্ত তদ্
ভর্তব্যেভ্যো ভূতেভ্যঃ অর্থান্তরং
জ্ঞেমন্, অর্থান্তরম্ ইতি জ্ঞাভুং
শক্যম্ ইত্যর্থঃ। তথা গ্রসিঞ্
অন্ধাদীনাং ভৌতিকানাং গ্রসিঞ্ক,
গ্রস্থানানেভ্যো ভূতেভ্যো গ্রসিভ্যেন
অর্থান্তরভূতম্ ইতি জ্ঞাভুং শক্যম্।

প্রভবিষ্ণু চ প্রভবহেজুঃ চ।
প্রস্তানাম্ জালানাম্ আকারান্তরেণ
পরিণতানাং প্রভবহেজুঃ তেভ্যঃ
অর্থান্তরম্ ইতি জাজুং শক্যম্
ইত্যর্থঃ।

য়ৃতশরীরে এসনপ্রভবাদীনাম্ অদর্শনাৎ ন ভূতসংঘাতরূপং ক্ষেত্রং গ্রসনপ্রভবভরণহেতুঃ ইতি নিশ্চী-য়তে ॥১৬॥

তাৎপর্য এই যে, পৃথিবী আদি সমগ্র বিভিন্ন ভৌতিক দেহের যিনি ভরণকর্তা তিনি সেই সকল ভরণপোষণের উপযুক্ত 'ভৌতিক পদার্থ হইতে ভিন্নবস্তরূপে জ্ঞেয় অর্থাৎ তাঁহাকে ভিনন্ধপে জানা যায়। এই আত্মবস্ত গ্রসিফু অর্থাৎ অন্নাদি ভৌতিক পদার্থের গ্রাসকারী বা ভক্ষণ-কারী, অতএব এই আন্ধা ভুজ্যমান ভৌতিক পদার্থসমূহ হইতে ভিন্ন এইরূপে জাত হওয়া যায়। প্রভবিষ্ণুও অর্থাৎ উৎপত্তিরও হেতু। তাৎপর্য এই যে, ভুক্ত অনাদি পদার্থ যাহা বিভিন্ন আকারে পরিণত হয় তাহার সেই পরিণামের বা উৎপাদিত বস্তুর হেতুও তিনি, অতএব, উৎপন্ন পদার্থসমূহ इरेट উৎপाদনকারী এই আত্মবস্তকে ভিনন্ধপে জ্ঞাত হওয়া যায়।

মৃত শরীরে ভোজন উৎপাদন প্রভৃতি
দৃষ্ট হয় না, অতএব, পাঞ্চভৌতিক ক্ষেত্ররূপী (শরীররূপী) যাবৎ পদার্থ যে ভক্ষণ
উৎপাদন এবং ভরণপোষণের হেতু
নহে, তাহা নিশ্চিত ॥১৬॥

জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিস্তমসঃ পরমুচ্যতে। জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং স্থাদি সর্বস্থা বিষ্ঠিতম্ ॥১৭॥

সরলার্থ-

সেই আত্মবস্তু স্থ প্রভৃতি জ্যোতিষ বস্তুদিগেরও জ্যোতিম্বরূপ অর্থাৎ প্রকাশক এবং মূল প্রকৃতিরও অতিরিক্ত (শ্রেষ্ঠ) বস্তু বলিয়া কথিত হয়। ইহা অমানিত্ব প্রভৃতি আত্মগুণগণরূপ জ্ঞান-সাধনের দারা লভ্য এবং জ্ঞানম্বরূপ এইপ্রকার অম্সন্ধান করা কর্ত্ব্য। ইহা সমস্ত জীবের হৃদয়ে বিশেষরূপে অবস্থিত ॥১৭॥ রামান্তজভাষ্য- -

জ্যোতিষাং দীপাদিত্যমণিপ্রভৃতীনাম্ অপি তদ্ এব জ্যোতিঃ প্রকাশক্ম্; দীপাদিত্যাদীনাম্ অপি
আত্মপ্রভারূপং জ্ঞানম্ এব
প্রকাশকম্। দীপাদয়ঃ ভু
বিষয়েন্দ্রিমসন্নিকর্ষবিরোধিসন্তমসনিরসনমাত্রং কুর্বতে, ভাবন্মাত্রেণ
এব ভেষাং প্রকাশকত্বম্।

তমসং পরম্ উচ্যতে—তমঃ শব্দঃ
সৃক্ষমাবন্দ্রপ্রকৃতিবচনঃ, প্রকৃতেঃ
পরম্ উচ্যতে ইত্যর্থঃ। অতো জ্ঞানং
জ্ঞেয়ং জ্ঞানৈকাকারম্ ইতি জ্ঞেয়ম্;
তৎ চ জ্ঞানগম্যম্ জমানিত্বাদিভিঃ
উক্তৈঃ জ্ঞানসাধনৈঃ প্রাপ্যম্
ইত্যর্থঃ। হুদি সর্বস্থ বিষ্ঠিতং সর্বস্থ
মন্মুয়াদেঃ হুদি বিশেষেণ জবন্দ্রিতং
সক্ষিহিতম্॥১৭॥

বঙ্গান্তুবাদ---

अमीभ, एर्ग जवः गणि अकृि জ্যোতিদ বস্তুসমূহেরও ইহা ( এই আগ্র-বস্তু) জ্যোতিস্বরূপ অর্থাৎ প্রকাশক। কারণ, (স্বয়ংপ্রকাশ) আত্মার প্রভারূপ জ্ঞান তাহাই প্রদীপ এবং স্থর্য প্রভৃতিরও প্রকাশক। প্রদীপ আদি প্রকাশক বস্তু কেবলমাত্র চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় এবং ইন্দ্রিয়ভোগ্যবিষয়ের মধ্যে অন্ধকার-রূপ যে বাধা তাহাই বিনাশ করে, কেবলমাত্র এই কারণেই ইহাদিগকে প্রকাশকত্ব গুণবিশিষ্ট বলা হয়। আত্মরস্তকে 'তমঃ' পদার্থ হইতে উর্দ্ধে বলা হয়। অর্থাৎ, 'তমঃ' শব্দের দারা সুন্ম অবস্থাপন্ন প্রকৃতিকে বুঝায়। অচিৎ প্রকৃতি হইতে আত্মবস্ত শ্রেষ্ঠ। অতএব ইহা জ্ঞানস্বরূপে একাকার এই প্রকারে অমুসন্ধানযোগ্য এবং ইহা জ্ঞান-গম্য অর্থাৎ ইতিপুর্বে উক্ত অমানিত্বাদি জ্ঞানসাধনের দারা লভ্য। ইহা মহুয়া প্রভৃতি সমস্ত জীবের হৃদয়ে বিশেষরূপে অবস্থিত ॥১৭॥

ইতি ক্ষেত্রং তথা জ্ঞানং জ্বেয়ং চোক্তং সমাসতঃ। মন্তক্ত এতদ্বিজ্ঞায় মন্তাবায়োপপছতে ॥১৮॥

সরলার্থ-

( ইতিপূর্বে ক্ষেত্র এবং ক্ষেত্রজ্ঞতত্ত্বের উপসংহার করিয়া এখন এই তত্ত্বজ্ঞ পুরুষের ফলের বিষয় বলিতেছেন।)

এই ক্ষেত্রতত্ত্ব (৫, ৬,) আত্মস্বরূপ প্রাপ্তির উপায়রূপ অমানিত্ব প্রভৃতি আত্মজ্ঞানের সাধনরূপতত্ত্ব (৭—১১) এবং জ্ঞেয় ক্ষেত্রজ্ঞ তত্ত্ব বা পরিশুদ্ধ আত্মতত্ত্ব (১২—১৭) সংক্ষেপ্ কথিত হইল। এই তিনটি তত্ব বিশেষরূপে জানিয়া (বিশুদ্ধ আত্মজ্ঞানের অহ্ররপ) ভক্তিমান প্রুষ আমার (অসংসারিত্বরূপ) স্বভাব লাভের অধিকারী হয়, অর্থাৎ মুক্তিলাভের যোগ্য হয় ॥১৮॥

#### রামানুজভায্য-—

এবং 'মহাভূতামহংকারঃ' (১৩/৫) ইত্যাদিনা 'দংঘাতশ্চেতনাধৃতিঃ' (১৩৬) ইত্যন্তেন ক্ষেত্ৰতত্ত্বং সমাসেন উক্তৰ্। 'অমানিত্বমৃ' (১৩।৭) ইত্যাদিনা 'তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্' ( ১৩ । ১১ ) ইত্যন্তেন জাতব্যস্থ আত্মতত্বস্থ জ্ঞানসাধনম্ উক্তম্। 'অনাদিমৎপরম্' (১৩)১২) ইত্যাদিনা 'হুদি সর্বস্থ বিষ্ঠিতম্' (১৩।১৭) ইত্যন্তেন জেয়প্ত ক্ষেত্ৰজন্ম যাথান্যং চ সংক্ষেপেণ উক্তম। মন্তক এতং কেত্রযাথাত্ম্যং ক্ষেত্রাদ্ বিবিক্তাত্মস্বরপপ্রাপ্ত্যুপায়-যাথাত্ম্যং ক্ষেত্ৰজ্ঞযাথাত্ম্যং Б বিজ্ঞায় **ম**ভাবায় উপপন্ততে। यय অসংসারি-ভাবঃ স্বভাবঃ বেশ হুম্, অসংসারিত্বপ্রাপ্তয়ে উপপন্নো ভবতি ইত্যৰ্থ: ॥১৮॥

#### বঙ্গানুবাদ---

এইপ্রকার ইতিপূর্বে 'মহাভূতান্তহং-কার:' (১৩/৫) হইতে 'সংঘাতক্ষেতনা-ধৃতি: '(১৩/৬) এই অবধি ক্ষেত্রতত্ত্ব সংক্ষেপে উক্ত হইয়াছে।

'অমানিত্বন্' (১৩।৭) ইহা হইতে 'তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনন্' (১৩।১১) এই অবধি, জ্ঞাতব্য আত্মতত্ত্বের জ্ঞান-সাধন কথিত হইয়াছে।

"অনাদিমৎপরম্" (১৩।১২) এই হইতে "হুদিসর্বস্থাবিষ্টিতম্" (১৩।১৭) এই অবধি জ্ঞেয় ক্ষেত্রজ্ঞতক্টের স্বরূপও সংক্ষেপে কথিত হুইয়াছে।

এই ক্ষেত্রের ধরূপ, ক্ষেত্র হইতে
পৃথক যে আত্মবস্তু তাহার প্রাপ্তির উপায়ভূত জ্ঞান-সাধনের ধরূপ, এবং ক্ষেত্রজ্ঞতত্ত্বের ধরূপ বিশেষরূপে অবগত হইয়া
আমার ভক্ত আমার ভাব প্রাপ্ত হয়।
আমার যে ভাব অর্থাৎ যে ধভাব,
ধভাব বলিতে (এখলে) অসংসারিত্ব
ভাবকে ব্ঝাইতেছে। উক্ত তিন প্রকার
জ্ঞানসম্পন্ন প্রুষ অসংসারিত্বরূপ ধভাব
লাভে অধিকারী হয় (মুক্তিলাভের
যোগ্য হয়) ॥১৮॥

রামানুজভাষ্য—

অথ অত্যন্তবিবিক্তম্বভাবয়োঃ
প্রক্ষত্যাত্মনোঃ সংসর্গস্ত অনাদিত্বং
সংস্কৃষ্টিয়োঃ দ্বয়োঃ কার্যভেদঃ সংসর্গহেতুঃ চ উচ্যতে—

বঙ্গানুবাদ—

পরস্পর অত্যন্ত বিভিন্ন স্বভাববিশিষ্ট প্রকৃতি এবং আত্মবস্তু, এই উভয়ের সংসর্গের বা সংশ্লেষের অনাদিত্ব, উভয়ের মিলিত অবস্থায় কার্যভেদের বিষয়, এবং উভয়ের সংসর্গের কারণ এই শ্লোকে বর্ণিত হইতেছে —

প্রকৃতিং পুরুষং চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি। বিকারাংশ্চ গুণাংশৈচব বিদ্ধি প্রকৃতিসংভবান্॥১৯॥

সরলার্থ---

পরনাব—
(এই শ্লোকে স্বভাবতঃ অত্যন্ত বিভিন্ন অথচ জীবাবস্থায় পরস্পর সংশ্লিষ্ট প্রকৃতি
এবং জীবাত্মা উভয়ের অনাদিত্ব এবং কার্যভেদের কথা বলিয়া এই অধ্যায়ের শেব
অবধি, দেহ সংযুক্ত অবস্থাতেও জীবাত্মার বিভিন্ন স্বভাব এবং স্বরূপের বিষয় উপদেশ
দিয়া দেহ হইতে ইহার পৃথক সত্ত্বা পরিস্ফুট করিতেছেন।)

প্রকৃতি, প্রুষ এবং তাহাদের পরস্পর সংসর্গ ( 'চ এব' এই বাক্যের দ্বারা পরস্পর সংসর্গ স্থাচিত হইয়াছে ) সুনাদি বলিয়া জানিবে ? প্রের্বাক্ত ইচ্ছা, দ্বেম, স্থা, ত্বং, প্রভৃতি বিকারসমূহ এবং অমানিত্ব প্রভৃতি গুণ সকল প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন বলিয়া জানিবে ॥১৯॥

রামানুজভাষ্য-

প্রকৃতিপুরুষো উভো অন্যোহন্ত-সংস্থপ্তো অনাদী ইতি বিদ্ধি। বন্ধ-হেতুভুতান বিকারান্ ইচ্ছাদ্বেষাদীন্ অমানিফাদিকান্ চ গুণান্ মোক্ষহেতু-ভূতান্ প্রকৃতিসংভবান্ বিদ্ধি। পুরুষেণ সংস্থা ইয়ন্ অনাদি-কালপ্রবৃত্তা ক্ষেত্রাকারপরিণতা প্রকৃতিঃ স্ববিকারিঃ ইচ্ছাদ্বেষাদিভিঃ বঙ্গানুবাদ---

পরস্পর সংযুক্ত প্রকৃতি এবং পুরুষ
উভয়েই অনাদি বলিয়া জানিবে। সংসারবন্ধনের কারণ ইচ্ছা দ্বের প্রভৃতি বিকারসমূহ এবং সংসারমুক্তির কারণ অমানিছ
প্রভৃতি গুণসমূহ, উভয়কেই প্রকৃতিজাত
(অচিৎবস্ত প্রকৃতির গুণ) বলিয়া
জানিবে। তাৎপর্য এই যে, পুরুষের
সহিত সংযুক্ত হইয়া অনাদিকাল হইতে
প্রবৃত্তিযুক্ত হইয়া দেহরূপে পরিণত এই
প্রকৃতি নিজ বিকাররূপ ইচ্ছা দ্বেষ

পুরুষস্থ বন্ধহেতুঃ ভবতি। সা এব অমানিত্বাদিভিঃ সবিকার্টরঃ পুরুষ-স্থাপবর্গহেতুঃ ভরতি ইত্যর্থঃ ॥১৯॥

প্রভৃতির দারা পুরুষকে সংসারে বদ্ধ রাখিবার কারণ হইয়া থাকে। আবার এই, প্রকৃতিই নিজ বিকাররূপ অমানিত্ব প্রভৃতি গুণের দারা পুরুষের মোক্ষেরও কারণ হইয়া থাকে ॥১৯॥

রামানুজভাষ্য—

সংস্পৃত্তরোঃ প্রকৃতিপুরুষ্যয়োঃ কার্যপরস্পর সংযুক্ত প্রকৃতির এবং পুরুষের
পৃথক পৃথক কার্যের কথা বলিতেছেন— রামানুজভাষ্য— ভেদন্ আহ—

কার্যকারণকভূত্বে হেভুঃ প্রকৃতিরুচ্যতে। পুরুষঃ স্থখত্বঃখানাং ভোক্তত্বে হেতুরুচ্যতে ॥২০॥ সরলার্থ-

( সংযুক্ত প্রকৃতি-পুরুষের, অর্থাৎ দেহ ও জীবাল্লার পরস্পর কার্যভেদের কথা বলিতেছেন )—

ভোগ-সাধনের জন্ম যাবৎ ব্যাপার বা কার্য (প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন) শরীরের দ্বারা সাধিত হয়। অতএব শরীর এই ব্যাপারে কার্যরূপী এবং মন প্রভৃতি একাদশইল্রিয় শরীরকে ঐ কার্যে প্রবৃত্ত করায় বলিয়া ইহারা এই ভোগদাধন ব্যাপারের কারণরূপী। আবার এই শরীররূপী কার্যের এবং মন ও একাদশ ইল্রিয়াদি কারণের প্রযোজক তত্তৎ দেহাশ্রিত ত্রিগুণময়ী মায়া বা প্রকৃতি, এই প্রকৃতি এবং শরীরে অধিষ্ঠিত জীবাত্মা চেতনবস্তু বলিয়া উপরোক্ত ভোগদাধনের জ্ঞ যাবৎ ক্রিয়ার ফলভোক্তা অর্থাৎ স্থ্য-ছঃখরূপী ফলের ভোক্তা ॥২০॥

রামান জভাষ্য—

শরীরং কারণানি কাৰ্যং জ্ঞানকর্মাত্মকানি স্থানস্থানি ইন্দ্রিয়াণি, তেষাং ক্রিয়াকারিছে পুরুষাধিষ্ঠিতা প্রকৃতি: এব হেডু:, পুরুষাধিষ্ঠিতক্ষেত্রাকারপরিণত-প্রকৃত্যাশ্রমা ভোগসাধনভূতা ক্রিমা ইত্যৰ্থঃ।

বঙ্গানুবাদ—

শরীর কার্যরূপী, মন, পঞ্চ-জ্ঞানে ক্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্ডিয় এই একাদশ ইন্ডিয় ঐ गगर कार्यंत कात्र मिशी। जावात এই শরীর এবং ইন্দ্রিয়গণকে কার্যে প্রবৃত্ত করাইবার জন্ম পুরুষ-অধিষ্ঠিত প্রকৃতি (জীবাত্মা-সংশ্লিষ্ট ত্রিগুণময়ী দেহ) কারণ বা প্রযোজকু। তাৎপর্য প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন এই জীবদেহই বিভিন্ন কার্যের দারা দেই দেহগত পুরুষকে (জীবাত্মাকে) স্থ-ঘুঃখাদি ভোগ করাইয়া থাকে।

পুরুষশু তু অধিষ্ঠাতৃত্বন্ এব তদপেক্ষরা অধিকং 'কর্জা শাস্তার্থবত্বাং' (ব্র: স্থ: ২।৩।৩৩) ইত্যাদিকন্ উক্জন্ ; শরীরাধিষ্ঠানপ্রয়ত্বহেতুত্বন্ এব হি পুরুষশু কতৃত্বন্।

প্রকৃতিসংস্ষ্ঠঃ প্রবঃ স্থগছঃখানাং ভোক্তে হেড়ঃ, স্থগছঃখানুভবাঞ্রয়ঃ ইত্যর্থঃ ॥২০॥

রামানুজভাষ্য—
 এবম্ অন্তোল্সংস্মন্তরোঃ প্রকৃতিপুরুষয়োঃ কার্যভেদ উক্তঃ;
পুরুষস্থ স্বতঃ স্বানুভবৈকস্থখ্য
অপি বৈষয়িকস্থখন্তঃখোপভোগহৈতৃত্বম্ আহ—

অচেতন প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন এই শরীর বা ক্ষেত্রের মধ্যে পুরুষ (জীবাত্মা) অধিষ্ঠিত বা অবস্থিত থাকেন। পুরুষের প্রকৃতি অপেকা অধিষ্ঠাতৃত্বই শ্রেষ্ঠতার নিদর্শন। শ্ৰত তাহার বলিতেছেন — "জীবাত্মা যাবৎ-কার্যের ( এইরূপ বটে", विधिनिरमधरवाधक कार्यंत রক্ষা পায়।) এই পুরুষ বা থাকিয়া প্রযত্ন শরীরের মধ্যে অধিষ্ঠিত করেন বলিয়াই তাঁহার কর্তৃত্ব। সংযুক্ত পুরুষ স্থখ এবং ছঃখভোগের হেতু वर्षा९ (महिविभिष्ठे श्रुक्रवरे स्थ ও इःथ অমুভবের পাত্র ॥২০॥

## বঙ্গানুবাদ-

এইপ্রকার পরস্পর সংযুক্ত প্রকৃতি এবং
পুরুষের (শরীরের এবং শরীরী জীরাত্মার)
বিভিন্নপ্রকার কার্যভেদের বিষয় কথিত
হইতেছে। বিশুদ্ধ আত্মবস্তু স্বভাবতঃ
নিজ অস্থভবজনিত স্থখস্বরূপ বস্তু, তথাপি
ইহার পক্ষে বৈষয়িক স্থখ এবং হঃখ
অস্থভবের কারণ কি তাহাই বলিতেছেন—

পুরুষঃ প্রকৃতস্থে। হি ভুঙ্জে প্রকৃতিজান্ গুণান্। কারণং গুণোসঙ্গোহস্ত সদসদ্যোনিজন্মস্থ ॥২১॥

সরলার্থ-

পরিশুদ্ধ আত্মবস্তু শরীরের সহিত সংযুক্ত হইয়া প্রকৃতির সন্থ রজঃ প্রভৃতি ত্রিগুণের কার্য বা বিকাররূপ যে স্থ-ছঃখাদি তাহা অহতব করে। এই পরিশুদ্ধ আত্মবস্তুর সাধু বা অসাধু ব্রাহ্মণ চণ্ডাল আদি যোনিতে জন্মের কারণ সন্থাদিগুণের প্রতি তাহার আসক্তি অর্থাৎ সন্থ, রজঃ এবং তমোগুণঘটিত বা স্বভাবজনিত তদস্প্রণ পূর্ব পূর্ব কর্ম॥২১॥

রামানুজভাষ্য---

শুণাব্য স্থকার্যেয় ঔপচারিকঃ,
স্বতঃ স্বামুভবৈকস্থখঃ প্রবঃ প্রকৃতিস্থঃ প্রকৃতিসংস্ষ্টঃ প্রকৃতিজান্
শুণান্ প্রকৃতিসংসর্কোপাধিকান্
সম্বাদিগুণকার্যভূতান্ স্থখত্বঃখাদীন্
ভূংক্তে অমুভবতি।

প্রকৃতিসংসর্গহেতুষ্ আহ-পূর্বপূর্বপ্রকৃতিপরিণামরূপদেবমমু-যাদিযোলিবিশেষেষু **স্থিতঃ** অয়ং তত্তগোনিপ্রযুক্তসম্বাদিগুণ-পুরুষঃ ময়েষু স্থখছঃখাদিষু সক্তঃ তৎসাধন-হেতুভূতেমু পুণ্যপাপকর্মস্থ প্রব-ৰ্ত্ততে, তৎপুণ্যপাপফলানু-ভঙঃ সদসভোগিষু সাধ্বসাধু-যোনিষু চ কৰ্ম জায়তে। ভভঃ 4

বঙ্গান্তুবাদ---

'গুণ' শব্দে এস্থলে গুণের কার্য বুঝাইতেছে, অর্থাৎ সান্ত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক এই ত্রিগুণজনিত সান্ত্রিক, রাজসিক এবং তামসিক বিভিন্ন কার্যকে বুঝাইতেছে। দেহবিযুক্ত বিশুদ্ধ আত্মবস্তু স্বভাবতঃ নিজ অস্থভবজনিত কিন্ত স্থ্যয় বস্ত । প্রকৃতিসংযুক্ত অবস্থায় (দেহবিশিষ্ট এই জীবাত্মা) এই প্রকৃতি বা দেহদংযোগের জন্ম প্রাকৃত সত্থাদিগুণের সান্ত্বিকাদি কার্যজনিত সুখ ত্বঃখ প্রভৃতি অম্বভব করে।

আত্মবস্তর এই প্রকৃতির বা দেহের
সহিত সংসর্গের কারণ যে কি তাহা
বলিতেছেন — পূর্ব পূর্ব জন্মে প্রকৃতির
পরিণামরূপী দেব মহয় প্রভৃতি বিভিন্ন
দেহ প্রাপ্ত হইয়া এই জীবাত্মা তত্তৎ
বিভিন্ন যোনির অহরূপ সন্থাদি গুণময়
স্থপ-ছংখাদিতে অভিনিবেশের জন্ম সেই
স্থপ ছংখ লাভার্থে তত্বপযোগী পূণ্য এবং
পাপ কর্মে প্রবৃত্ত হয়। তৎপরে সেই
পূণ্য-পাপ কর্মসমূহের ফলের অহতবের
জন্ম পুনরায় 'সৎ এবং অসং' 'সাধ্
এবং অসাধৃ' যোনিতে জন্মগ্রহণ করে।

আরভতে, ততঃ চ জায়তে, যাবদ্
অমানিম্বাদিকান্ আত্মপ্রাপ্তিসাধনভূতান্ গুণান্ ন সেবতে, তাবদ্ এব
সংসরতি, তদিদম্ উক্তম্ — কারণং
গুণসঙ্গং অহা সদসভোনিজনাম । ইতি।
॥২১॥

তৎপরে প্নরায় কর্ম করে, প্নরায় জন্মগ্রহণ করে। এই প্রকারে যতদিন পর্যন্ত আত্মবস্ত লাভের উপায়রূপ অমানিত্ব প্রকৃতি গুণগণের সাধনা না করে, ততদিন পর্যন্ত এই সংসারে যাতায়াত করিতে থাকে। এই জন্মই এই শ্লোকে কথিত হইয়াছে যে, আত্মবস্তর সৎ কিম্বা অসৎ যোনিতে জন্মের কারণ হইতেছে ত্রিগুণের সহিত সম্বন্ধ এবং তদম্প্রণ ভোগে আস্তিজ ॥২১॥

## উপদ্রপ্তা চ ভর্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ। পরমান্মেতি চাপু্যক্তো দেহেহন্মিন্ পুরুষঃ পরঃ॥২২॥

#### সরলার্থ —

প্রকৃতির পরিণামরূপী সন্থাদি ত্রিশুণময় এই দেহে অবস্থিত জীবাত্মা, তত্তৎ দেহের সেই ত্রিশুণময়ী প্রকৃতির অম্প্রণ প্রবৃত্তি এবং সঙ্কল্পকরণ হেতৃ তত্তৎ দেহের দ্রষ্টা, সেই সঙ্কল্পের প্রেরকরূপে তত্তৎ দেহের অম্মন্তা, তত্তৎ দেহের ধারক, এবং তত্তৎ দেহস্থিত জীবাত্মা নিজ সঙ্কলাম্প্রণ তত্তৎদেহেন্দ্রিয়াদিক্বত বিভিন্ন কর্মের ফলভোক্তা। অতএব প্রত্যেক জীবাত্মাকে, নিজ নিজ দেহ এবং ইন্দ্রিয়গণ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বস্তু বলিয়া, তাহাকে তত্তৎ দেহমাত্রের এবং ইন্দ্রিয়মাত্রের পরমেশ্বর এবং পরমাত্মা বলিয়া অভিহিত করা হয় ॥২২॥

### রামানুজভাষ্য-

অমিন্ দেহে অবস্থিতো জারং
পুরুষো দেহপ্রবৃত্ত্যস্থাণসংকল্পাদিরূপেণ দেহস্থ উপদ্রন্থা অমুমন্তা চ
ভবতি, তথা দেহস্থ ভর্জা চ ভবতি;
তথা দেহপ্রবৃত্তিজনিতস্থপত্রঃখ্যোঃ

#### বঙ্গাগ্নবাদ-

এই দেহে অবস্থিত এই পুরুষ (জীবাত্মা) অম্ভণ **ত্রিগুণম**য় দেহের স্বভাবের সঙ্কল্প করে বলিয়া তত্তৎ দেহের উপদ্রন্তী দেহের এই অনুমন্তা; এবং এবং এই ইহা ভরণকর্তা । ভৰ্তা বা দেহের সাত্ত্বিকাদি বিভিন্ন প্রবৃত্তিজনিত ভোক্তা। স্থ- ছঃখেরও তদম্গুণ

ভোক্তা চ ভবতি। এবং দেহনিয়মনেন দেহভরণেন দেহশেষিত্বেন
চ দেহেব্রিয়মনাংসি প্রতি মহেশ্বরঃ
ভবতি। তথা চ বক্ষ্যতে— 'শরীরং
যদবাগোতি যচ্চাপ্যুৎক্রামতীশ্বরঃ। গৃহীহৈতানি সংযাতি বায়ুর্গন্ধানিবাশ্যাৎ॥'
(১৫।৮) ইতি।

অস্মিন্ দেছে দেছেন্দ্রিয়মনাংসি
প্রতি পরমালা ইতি চ অপি উক্ত:।
দেছে মনসি চ আত্মানদ্ধঃ অনন্তরম্
এব প্রযুজ্যতে 'ধ্যানেনাল্গনি পশ্চন্তি
কেচিদাল্গানমাল্থনা' (১৩২৪) ইতি।
অপিশব্দাৎ মহেশ্বর ইতি অপি
উক্ত ইতি গম্যতে। প্রবং পরঃ
'অনাদিমৎপরম্' (১৩১২) ইত্যাদিনা

অতএব (অমুমস্তারূপে) এই দেহের বলিয়া, এই দেহের ভরণকর্তা নিয়ামক এই দেহের শেষী এবং বলিয়া वा यागी विनया এই দেহধারী পুরুষ (জীবালা) নিজ দেহ ইন্দ্রিয় এবং মনের প্রতি মহেশ্বররূপে কথিত হর। গীতায় পরেও ১১৫৮) এইরূপ বলিবেন, ইন্দ্রিয়গণের ) এবং "( শরীর (জীবাদ্মা) যে সময় শরীর গ্রহণ করে এবং যে সময় শরীর পরিত্যাগ করে त्महे উভয় সময়েই, বায়ু বেমন গন্ধযুক্ত স্থান হইতে গন্ধ বহন করিয়া লইয়া সেইরূপ এই জীবালাও মন এবং ইন্দ্রিয়-যুক্ত স্কল্প শরীর অবলম্বন করিয়া গমন করে।" এই জীবান্ধা নিজ নিজ দেহ ইন্দ্রিয় বা মনের প্রতি প্রমান্না বলিয়াও কথিত হইয়াছে। 'আত্ম' শব্দের দারা দেহ এবং মন উভয়কেই বুঝায়, কয়েকটি প্লোক পরেই (১৩।২৪)এই অর্থে আত্মশব্দ ব্যবহৃত হইবে — "কোন কোন যোগসিদ্ধ পুরুষ ( আত্মনি স্থিতম্ আত্মানং ) অর্থাৎ দেহে অবস্থিত পরিশুদ্ধ আত্মবস্তুকে (আত্মনা ধ্যানেন ) মানসিক সমাধি দারা অহতব করিয়া থাকেন।" এই শ্লোকে 'অপি' শব্দের দারা বুঝিতে হইবে যে এই জীবাদা নিজ দেহের প্রতি মহেশ্বর এবং পরমাত্মা বলিয়াও কথিত হয়। 'অনাদিমৎপর' পুরুষ" (১৩।১২) रेजािन वांत्का निर्मिष्ठे अनितिष्टिः

উক্তঃ অপরিচ্ছিন্নজ্ঞানশক্তিঃ অরং
পুরুষঃ অনাদিপ্রকৃতিসম্বন্ধকৃতগুণসঙ্গাৎ এতদ্দেহমাত্রমহৈশ্বরো
দেহমাত্রপরমাত্মা চ ভবতি ॥২২॥

ও শক্তিবিশিষ্ট এই পুরুষ (জীবাত্মা)
অনাদিকাল হইতে প্রকৃতি সংসর্গজনিত
সন্ত্বাদি-গুণসঙ্গের জন্ম তত্তৎ দেহমাত্রের
মহেশ্বর এবং তত্তৎ দেহমাত্রের পরমাত্মা
হইয়া থাকে ॥২২॥

## য এনং বেত্তি পুরুষং প্রকৃতিঞ্চ গুণৈঃ সহ। সর্বথা বর্তমানোহপি ন স ভুয়োহভিজায়তে ॥২৩॥

#### সরলার্থ---

্প্রকৃতি এবং পুরুষের যথার্থ তত্ত্বিদ্গণের ফলের কথা বলিতেছেন )—

যিনি পুর্ব্বোক্ত স্বভাববিশিষ্ট পুরুষকে (জীবাত্মাকে) এবং সত্তাদি ত্রিগুণের সহিত
প্রকৃতিকেও যথার্থরূপে জানিতে পারেন, তিনি যে অবস্থায় থাকুন না কেন, পুনরায়

তিনি জন্মগ্রহণ করেন না ॥২৩॥

#### রামান্তজভাষ্য-

এনম্ উক্তম্বভাবং প্রুষম্ উক্তম্বভাবাং চ প্রকৃতিং বক্ষ্যমানম্বভাবযুক্তিঃ সন্থাদিভিঃ গুণাঃ সহ যো বেজি
যথাবদ্ বিবেকেন জানাতি স সর্বথা
দেবমন্তুয়াদিদেহেযু অতিমাত্রক্লিষ্টপ্রকারেণ বর্তমানঃ অপি ন ভূয়ঃ
অভিজায়তে ন ভূয়ঃ প্রকৃত্যা সংসর্গমইতি, অপরিচ্ছিন্নজ্ঞানলক্ষণম্ অপহতপাপ্মানম্ আত্মানং তদ্দেহাবসানসময়ে প্রাপ্তোতি ইত্যর্থঃ ॥২৩॥

## বঙ্গানুবাদ—

যিনি উপরোক্ত স্বভাববিশিষ্ট এই জীবাদ্বাকে এবং উপরোক্ত স্বভাববিশিষ্ট সন্থাদি গুণের সহিত ত্রিগুণময় প্রকৃতির বিষয় যথার্থক্সপে অবগত হন তিনি সর্ব-প্রকার অবস্থাতেই অর্থাৎ দেব-মহা্যাদি অত্যন্ত ক্রেশকর যে কোন যোনি প্রাপ্ত হইয়াও প্রনরায় জন্মগ্রহণ করেন না, অর্থাৎ প্রনরায় প্রকৃতিসংসর্গ প্রাপ্ত হন না, (তিনি মুক্ত অবস্থা প্রাপ্ত হন)।

অভিপ্রায় এই বে, এইরূপ জ্ঞানবান পুরুষ দেহত্যাগের সময় পাপরহিত হইয়া অপরিচ্ছিন্ন জ্ঞানাত্মক আত্মস্বরূপ প্রাপ্ত হন ॥২৩॥

## ধ্যানেনাত্মনি পশ্যন্তি কেচিদাত্মানমাত্মনা। অত্যে সাংখ্যেন যোগেন কর্মযোগেন চাপরে ॥২৪॥

সরলার্থ---

দিদ্ধযোগীরা স্বদেহে অবস্থিত পরিশুদ্ধ আত্মবস্তকে মানসিক ধ্যান বা পুনঃ পুনঃ মানসিক চিন্তাজনিত অন্থতবের দারা (সমাধি দারা) দর্শন করেন। অন্থ অধিকারীরা সাংখ্যযোগ বা জ্ঞানযোগের দারা, আবার কোন কোন অধিকারী কর্মযোগের দারা বিশুদ্ধ আত্মবস্তর দর্শন করিয়া থাকেন ॥২৪॥

রামানুজভাষ্য—

কেচিৎ নিষ্পন্নযোগা আত্মনি

শরীরে অবস্থিতম্ আত্মানম্ আত্মনা

মনসা ধ্যানেন ভক্তি**যোগেন** পশুন্তি।

অন্তে **চ অনিম্পন্নবোগ**ঃ সাংখ্যেন

यार्गन ब्लानर्यार्गन, त्यागर्यागुः

মনঃ কৃত্বা আত্মানং পশ্যন্তি। অপরে

रियाभाषियु आञ्चावरलाकनभाधरनयु

অনধিকৃতা যে জ্ঞানযোগানধি-

কারিণঃ, তদধিকারিণঃ চ, স্থকরো-

পারসক্তাঃ ব্যপদেশ্যাঃ চ, কর্মযোগেন

অন্তৰ্গতজ্ঞানেন মনসা যোগযোগ্য-

তাম্ আপাঞ্চ আত্মানং পশ্যন্তি ॥২৪॥

#### বঙ্গানুবাদ---

সিদ্ধযোগীরা আত্মস্থিত, অর্থাৎ শরীরে অবস্থিত আত্মবস্তুকে আত্মার দ্বারা অর্থাৎ মানসিক ধ্যানের ছারা, অর্থাৎ আত্মবস্তর প্রতি ভক্তিযোগের দারা দর্শন করেন। ( সিদ্ধযোগীরা শরীরস্থিত আত্মবস্তুকে পুন: পুন: প্রীতিপূর্ণ গানসিক চিন্তারূপ ভক্তিযোগের দারা দর্শন করিয়া থাকেন)। যাহারা এইরূপ সিদ্ধযোগী নহেন. তাহা-(मत गर्धा (कर (कर माःशारगारगत पाता, অর্থাৎ আত্মবস্তুর স্বরূপ বিবয়ে পুনঃ পুনঃ চিন্তার দারা মনকে ধ্যানযোগের উপযুক্ত অবস্থায় উন্নীত করিয়া তৎপরে আত্ম-বস্তুকে দর্শন করেন। আবার যাহারা উপায়স্বরূপ আল-দর্শনের পূৰ্বোক্ত প্রথমোক্ত ভক্তিযোগে এবং জ্ঞানযোগেও অন্ধিকারী অথবা যাহারা জ্ঞান্যোগে অধিকারী হইয়াও তদপেক্ষা সহজ্যাধ্য সাধনায় (কর্মযোগে) আসক্ত, তাহারা কর্মযোগের অনুষ্ঠানের দারা কর্মযোগের অন্তর্গত আল্পজাননিষ্ঠ হইয়া আলার যথার্থ यक्र शिवराय खानवान इहेशा (महे खान দারা মনকে যোগের উপযুক্ত অবস্থায় উন্নীত করিয়া তৎপরে আত্মবস্তুর দর্শন করিয়া থাকেন ॥২৪॥

## অন্যে ত্বেনজানন্তঃ শ্রুত্বাল্যেভ্য উপাসতে। তেহপি চাতিতরন্ত্যেব মৃত্যুং শ্রুতিপরায়ণাঃ॥২৫॥

সরলার্থ ---

উক্ত ভক্তিযোগ, জ্ঞানযোগ এবং কর্মযোগে অনধিকারী পুরুষদিগের মধ্যে পূর্বোক্তরূপে আত্মদর্শনলাভে অসমর্থ হইয়া যাহারা অন্ত আত্মদর্শিগণের নিকট আত্মতত্ত্ব শ্রবণকরতঃ আত্মনিষ্ঠ হন তাহার ক্রমশঃ কর্মযোগ এবং জ্ঞানযোগ দারা মনকে যোগের উপযুক্ত অবস্থায় উন্নীত করিয়া ধ্যান-যোগের দারা আত্মদর্শনকরতঃ সংসার হইতে মুক্তিলাভ করেন ॥২৫॥

রামানুজভায্য—

অন্তে তু কর্মযোগাদিষু আত্মাব-অনধিকৃতাঃ লোকন-সাধনেষু তত্ত্বদৰ্মিভ্যো জানিভ্যঃ অন্তেভ্যঃ কর্মযোগাদিভিঃ আত্মানম্ উপাদতে, তে অপি আ স্মদর্শনেন মৃত্যুম্ অভিভরন্তি; যে শ্রুতিপরা-য়ণাঃ শ্রেবণমাত্রনিষ্ঠিঃ, তে চ শ্রেবণ-নিষ্ঠাঃ পুত্রপাপাঃ ক্রমেণ কর্মযোগা-**দিকম্ আরভ্য** অতিতরন্তি এব মৃত্যুম্। অপিশব্দাৎ চ পর্বভেদঃ অবগম্যতে

বঙ্গানুবাদ—

অভাভ ব্যক্তিরা বাঁহারা কর্মযোগ প্রভৃতি আত্মসাধনে অনধিকারী তাঁহারা অন্ত আত্মতত্ত্বদশী জ্ঞানিগণের निक हे हेर्ए (बाज्यविषय) छेशामन শ্রবণ করিয়া কর্মযোগ প্রভৃতির দারা আত্মবস্তুর উপাসনা করেন, তাঁহারাও লাভ করিয়া আত্মদর্শন অতিক্রম যাঁহারা সংসার করেন। এইরূপ শ্রুতিপরায়ণ অর্থাৎ এই আত্ম-विषय (करनमाज धारण कतिवात जग যাঁহাদের নিষ্ঠা হইয়াছে তাঁহারাও এই শ্রবণ-নিষ্ঠার জন্ম নিষ্পাপ হইয়া ক্রমশঃ কর্মযোগ জ্ঞানযোগ প্রভৃতি আরম্ভ করিয়া মৃত্যুরূপ সংসার অতিক্রম করেন। এই শ্লোকে শব্দের দ্বারা এইরূপ শ্রবণনিষ্ঠ অধিকারীর উক্ত অধিকারিগণ হইতে ইতিপূৰ্বে শ্রেণীভেদ উপদিষ্ট হইতেছে। এই যে, পূর্ব শ্লোকোক্ত তিন প্রকার অধিকারী উত্তম সাধক এবং শ্লোকোক্রুশ্রবণনিষ্ঠ অধিকারী তদপেক্ষা অপকৃষ্ট ॥২৫॥

112011

#### রামানুজভায় —

অথ প্রকৃতিসংস্প্রস্থ আত্মনো
বিবেকান্মসন্ধানপ্রকারং বক্ত**ুং সর্বং**স্থাবরং জন্ধমং চ সন্থং চিদচিৎসংসর্গজন্ম ইত্যাহ---

#### বঙ্গান্থবাদ---

অতঃপর প্রেক্কতিদংযুক্ত আত্মস্বরূপের
বিচার এবং দর্ব অবস্থায় এই আত্মস্বরূপের
বিভিন্ন প্রকার জ্ঞানের অস্পন্ধানের
প্রকার বলিবার উদ্দেশ্যে, স্থাবর জঙ্গমাত্মক
দমস্ত জীব যে চিৎ এবং অচিৎবস্তুর
দংযোগে উৎপন্ন হয় তাহাই বলিতেছেন—

যাবৎ সঞ্জায়তে কিঞ্চিৎ সন্ত্বং স্থাবরজঙ্গমন্। ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞসংযোগাৎ তদ্বিদ্ধি ভরতর্বভ॥২৬॥

সরলার্থ-

হে ভরতকুলতিলক অর্জ্ঞ্ন, স্থাবর-জঙ্গমাত্মক যতপ্রকার জীব উৎপন্ন হয় সেই সমস্তই ক্ষেত্র এবং ক্ষেত্রজ্ঞের পরস্পর সংযোগজনিত বলিয়া জানিবে ॥২৬॥

#### রামাত্মজভায্য-

যাবং স্থাবরজঞ্চমাত্মনা সন্ত্রং জায়তে তাবৎ ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞায়োরিত-রেতরসংযোগাদ এব জায়তে, সংযু-ক্ষম এব জায়তে, ন তু ইতরেত-তরবিযুক্তম্ ইত্যর্থঃ ॥২৬॥

## বঙ্গানুবাদ—

চরাচর যত কিছু জীব উৎপন্ন হয়
দে সমন্তই ক্ষেত্র (অচেতন বস্তু) এবং
ক্ষেত্রজ্ঞের (চেতন বস্তুর) পরস্পর সংযোগের
দারাই হইয়া থাকে, অর্থাৎ এই ক্ষেত্র
এবং ক্ষেত্রজ্ঞ উভয়ে মিলিত হইয়াই যাবৎ
জীব উৎপন্ন হয় এবং পৃথক পৃথক ভাবে
অসংযুক্ত অবস্থায় উৎপন্ন হয় না ॥২৬॥

সমং সর্বেষু ভুতেষু তিন্ঠন্তং পরমেশ্বরম্। বিনশ্যৎস্থবিনশান্তং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি॥২৭

#### সরলার্থ -

বিনাশশীল বিভিন্ন আকৃতিযুক্ত সমস্ত পাঞ্চভৌতিক দেহে তত্তৎ দেহের পরমেশ্বর-ক্রপে অবস্থিত জীবাত্মাকে সর্ববি জ্ঞাতৃত্বগুণবিশিষ্টরূপ সমান আকারবিশিষ্ট বলিয়া এবং অবিনাশী বলিয়া যিনি দর্শন করেন তিনি এই আত্মবস্তুর যথার্থ স্বন্ধপদশী ॥২৭॥ রামান্তজভাষ্য--

এবম্ ইতরেতরযুক্তেয়ু সর্বেয়্
ভূতেয়ু দেবাদিবিষমাকারাদ্ বিযুক্তং
তত্ত্র তত্ত্র তত্ত্বদেহেন্দ্রিয়মনাংসি প্রতি
পরমেশ্বরত্বেন স্থিতম্ আত্মানং
ভ্রাভূত্বেন সমানাকারং তেয়ু দেহাদিয়ু বিনশ্রংম্ম বিনাশানইম্বভাবেন
অবিনশ্রত্বং যঃ পশ্যতি, স পশ্যতি, স
ভ্যাদ্মানং যথাবদ্ অবস্থিতং পশ্যতি।
যস্ত দেবাদিবিষমাকারেন আত্মানম্
অপি বিষমাকারং জন্মবিনাশাদিযুক্তং
চ পশ্যতি স নিত্যম্ এব সংসরতি
ইতি অভিপ্রায়ঃ ॥২৭॥

#### বঙ্গান্থবাদ—

এইপ্রকার ক্ষেত্র এবং ক্ষেত্রজ্ঞ পরস্পর সংযুক্ত সমস্ত প্রাণীর দেহ মধ্যে অবস্থিত প্রভৃতি বিভিন্নপ্রকার ( দেব-মহ্য দেহ মধ্যে অবস্থিত), তত্তৎ দেহ ইন্দ্রিয় এবং মনের পরমেশ্বররূপে বর্ত্তমান সমস্ত আত্মবস্তুকে (জীবাত্মাকে) জ্ঞাতৃত্ববিশিষ্ট-রূপে পরস্পর সমান আকারবিশিষ্টরূপে এবং বিনাশশীল তত্তৎ দেহের বিনাশ हरेला अविना भी ऋति यिनि पर्यन करतन তিনি এই আত্মবস্তকে যথার্থরূপে দর্শন করেন। অভিপ্রায় এই যে, দেব-মহুষ্যাদি দেহ ভিন্ন ভিন্ন আকারবিশিষ্ট বলিয়া তন্মধ্যে অবস্থিত বিভিন্ন আত্মবস্তুকেও ভিন্ন ভিন্ন আকারবিশিষ্ট এবং তাহারা জন্ম-মরণশীল विनया (य वाकि पर्नन करत तम मर्वनारे সংসারে যাতায়াত করিতে থাকে অর্থাৎ, সে সংসার হইতে মুজিলাভ করিতে পারে না ॥২৭॥

সমং পশ্যন্ হি সর্বত্ত সমবস্থিতমীশ্বরম্। ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥২৮॥

#### সরলার্থ-

যেহেতু উক্ত সমদশী পুরুষ দেব-মহ্ষ্য প্রভৃতি সর্ব দেহে সম্যকরূপে অবস্থিত (নিয়ন্তারূপে অবস্থিত) তত্তৎ দেহের ঈশ্বরকে (জীবাত্মাকে) জ্ঞাতৃত্ববিশিষ্ট হিসাবে একইরূপ বলিয়া অহভব করেন এবং সেইজন্ত নিজ আত্মার অধোগতি না করিয়া উন্নতি সাধনে প্রবৃত্ত হন, সেই হেতু, অর্থাৎ সর্ব আত্মবস্তুতে জ্ঞাতৃত্ব আকারের সমদর্শন-হেতু তিনি উৎকৃষ্ট গতি প্রাপ্ত হন, অর্থাৎ পরিশুদ্ধ আত্মবস্তু লাভ করেন ॥২৮॥ রামামুজভায়—

সর্বত্র দেবাদিশরীরেমু তত্তচ্ছেষি-

দ্বেন আধারতয়া নিয়স্ত,তয়া চ

স্থিতম্ ঈশরম্ আত্মানং দেবাদি-

বিষমাকারবিযুক্তং জ্ঞানৈকাকারতয়া

সমং পশ্যন্ আত্মনা মনসা স্বম্ আত্মানং

ন হিনন্তি রক্ষতি, সংসারাৎ মোচ-

য়তি। ততঃ ভন্মাদ্ ভাত্তয়া সর্বত্র

সমানাকারদর্শনাৎ পরাং গতিং যাতি।

াম্যত ইতি গতিঃ, পরং গন্তব্যং

যথাবদ্ অবন্থিতম্ আত্মানং প্রাপ্নো-

তি। দেবাভাকারযুক্ততয়া সবত্ত

বিষ্মষ্ আত্মানং পশ্যন্ আত্মানং

হিনন্তি, ভবজলধিমধ্যে প্রক্ষিপতি

॥२४॥

বঙ্গান্তবাদ---

সর্বত্র — দেব মহুয়া প্রভৃতি সর্ব শরীরে, তত্তৎ দেহের শেষী (স্বামী), আধার এবং নিয়ন্তারূপে স্থিত যে ঈশ্বর— **(मर्टे जीवाजात्क, त्मव मञ्जामि विভिन्न** দেহ হইতে পৃথক এবং জ্ঞানাকারতা হিদাবে অর্থাৎ প্রত্যেক আত্মাই জ্ঞানস্বরূপ এই হিসাবে পরস্পর সমানরূপে যিনি দর্শন করেন তিনি কখনও মনে মনেও কোনও আত্মাকে হিংসা করেন না, এইরূপে তিনি নিজ আত্মার উন্নাতসাধন করেন এবং সংসার হইতে তাহাকে বিমৃক্ত করেন। সেইহেতু, সমস্ত আত্মবস্তকে জ্ঞানস্বরূপ এবং জ্ঞাতারূপে একই আকারবিশিষ্ট বলিয়া দর্শন হেতু তিনি পরাগতি প্রাপ্ত হন। যাঁহার কাছে যাওয়া যায় অর্থাৎ যাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহার নাম গতি। অতএব 'পরাগতি প্রাপ্ত হন' — এই বাক্যের দারা বুঝাইতেছে যে তিনি পর্ম প্রাপ্য যথার্থ স্বরূপে স্থিত আত্মবস্তুকে প্রাপ্ত হন। যে ব্যক্তি দেবাদি বিভিন্ন আকৃতিবিশিষ্ট দেহে অবস্থিত বিভিন্ন আত্মবস্তকেও পৃথক পৃথক আকার-विभिष्ठे विनया (मर्थ এবং সেইজগ্ৰ অস্তাস্ত আত্মবস্তকে হিংসা করে সে এই যিজ আত্মবস্তুর অধোগতির কারণ হয় সে ইহাকে ভবদাগর মধ্যে त्रार्थ ॥२४॥

## প্রকৃতিয়ব চ কর্মাণ ক্রিয়মাণানি সর্বশঃ। যঃ পশ্যতি তথাত্মানমকর্ত্তারং স পশ্যতি ॥২৯॥

সরলার্থ —

দর্বপ্রকার কর্ম প্রকৃতির দ্বারাই ক্রিয়মাণ, অর্থাৎ প্রকৃতিজাত সন্থাদি শুণই যাবৎ ক্রিয়মাণ কর্মের হেতু বলিয়া যিনি জানেন এবং পরিশুদ্ধ আত্মবস্তু জ্ঞানাকার অতএব প্রকৃতপক্ষে কর্মের কর্জা নহে, কিন্তু জীব-অবস্থায় প্রকৃতিসংযুক্ত হইয়া অজ্ঞান-জনিত স্থুখ ত্থে অমুভবের জন্ম সন্তাদি গুণের দ্বারা চালিত হইয়া কর্মামুঠান করেন— এইরূপে যিনি জানেন তিনিই আত্মস্বরূপের যথার্থ তত্ত্ব অবগত আছেন ॥২৯॥

#### রামানুজভাগ্য—

সর্বাণি কর্মাণি 'কার্যকারণকর্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতিরুচ্যতে' [১৩/২০] ইতি পুর্বোক্তরীত্যা প্রকৃত্যা ক্রিয়মাণানি ইতি যঃ পশ্যতি তথা আল্লানম্ অকর্তারং জ্ঞানাকারং চ যঃ পশ্যতি, তস্ত্র প্রকৃতিসংযোগঃ তদধিষ্ঠানং তজ্জগু-স্থপ্রঃখানুভবঃ চ কর্মরূপাজ্ঞান-কৃতানি ইতি চ যঃ পশাতি, স আত্মানং যথাবদ্ অবস্থিতং পশ্যতি ॥२३॥

#### বঙ্গানুবাদ-

কর্তৃত্বের হেতু হইতেছে ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি" এইরূপ পূর্বোক্ত প্রকারে (১०१२०)। দর্বকর্মই প্রকৃতির দারা ক্রিয়মান বলিয়া যিনি জানেন, আত্মবস্তকে অকর্ত্তা বা জ্ঞানাকার বলিয়া যিনি জানেন এবং প্রকৃতি বা দেহসংযোগের জন্ম তন্তৎ জीবদেহে অধিষ্ঠিত হইয়া এই জীবাত্মার ত্বখ হৃঃখের অহুভব কর্মরূপ অজ্ঞানের দারা হইয়া থাকে এইরূপ যিনি জানেন তিনি যথার্থ আত্মস্বরূপের বিষয় অবগত আছেন ॥২৯॥

যদা ভূতপৃথগ্ভাবমেকস্থমনুপশাতি। তত এব চ বিস্তারং ব্রহ্ম সম্পত্ততে তদা ॥৩০॥

#### সরলার্থ-

যখন প্রকৃতি এবং পুরুষ সংযুক্ত বিভিন্ন দেব মহয় আদি জীবের যে ভিন্ন ভিন্ন ভেদভাব (দেব মুখ্য স্থল ক্বশ প্রভৃতি জাতি গুণাদির ভাব) তাহা একমাত্র প্রকৃতিজনিত বিশিয়া দেখেন এবং আত্মবস্তুজনিত নয় বলিয়া জানেন এবং দেই প্রকৃতি হইতেই উন্তরোম্ভর পূত্র পৌত্রাদি ভেদের বিস্তার হইতেছে বলিয়া যিনি জানেন, তিনি ত<mark>থন</mark> ব্রহ্ম বস্তু প্রাপ্ত হন অর্থাৎ, অপরিচ্ছিন্ন জ্ঞানাকার পরিশুদ্ধ আত্মবস্তকে প্রাপ্ত হন ॥৩০॥

রামান্তজভায্য-

প্রকৃতিপুরুষতত্বর্যাত্মকেষু দেবা-দিষু সর্বেষু ভূতেষু সৎস্থ তেষাং (नवच्यन्य याच्य स्व स्व मीर्घ शानि পৃথগ্-ভাবম্ একস্থম্ একতত্ত্বস্থং প্রকৃতিস্থং যদা পশতি, ল আত্মন্থন্, তত এব প্রকৃ-ভিত এব উত্তরোত্তরপুত্রপৌত্রাদি-ভেদ বিস্তারং চ যদা পশ্যতি, তদা অনবচ্ছিন্ন-সংপত্ততে এব জ্ঞানৈকাকারম আত্মানং প্রাপ্তোতি ইত্যৰ্থঃ ॥৩০॥

বঙ্গানুবাদ—

যখন প্রকৃতি (দেহ) এবং পুরুষ (জীবাল্পা) সংযুক্ত বিভিন্ন দেব মহয্য আদি জীবের যে ভিন্ন ভিন্ন ভেদভাব (দেব মহুয়া, ছুল কৃশ প্রভৃতি জাতি ও গুণাদির ভাব ) একমাত্র প্রকৃতিজনিত বলিয়া যিনি দেখেন এরং আত্মবস্তজনিত নয় বলিয়া জানেন ও প্রকৃতি হইতেই উন্তরোত্তর পুত্র পৌত্রাদি ভেদের বিস্তার হইতেছে বলিয়া যিনি জানেন, তিনি তখন ব্রহ্মবস্তু প্রাপ্ত হন, অর্থাৎ, অপরিচ্ছিন্ন জ্ঞানাকার পরিশুদ্ধ আত্মবস্তুকে প্রাপ্ত হন। [ ( ব্রেম্বর সহিত জ্ঞানাকারতা অকর্ম-বশ্যতা ইত্যাদি ধর্মের বিষয়ে প্রকৃতি-বিনিমুক্তি আত্মবস্তর সমতা থাকার জন্ম এবং এই অধ্যায়টি আত্মবস্তর প্রকরণ বলিয়া ত্রহ্ম শব্দের দারা পরিশুদ্ধ আত্ম-वञ्चत्करे व्यारेटिं ; त्यम - 'मम সাধৰ্ম্যমাগতাঃ' (১৪।২)] ॥৩০॥

অনাদিছান্নিগুৰ্ণছাই প্রমান্মায়মব্যয়ঃ। শ্রীরন্থোইপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে ॥৩১॥

সরলার্থ-

হে অর্জুন, তত্তৎ নিজ শরারমাত্রের নিয়ন্তা এই পরিশুদ্ধ আত্মবস্তু তত্তৎ শরীরের স্হিত সংশ্লিষ্ট ( তত্ত্বং শরীরে অবস্থিত ) হইলেও ইহার আদিও নাই অতএব ইহার অস্তও নাই, ইহা অব্যয়। প্রাক্বত গুণবর্জিত বলিয়া ইহা কোন কর্মের কর্জাও হয় না (অতএব শরীরকৃত কর্মে ইহা প্রকৃতপক্ষে লিপ্ত হয় না) ॥৩১॥

রামান্থজভায়-—

অরং পরমালা দেহাৎ নিস্কয়্য

স্বভাবেন নিরূপিতঃ, শরীরস্থঃ অপি

অনাদিল্লাদ্ অনারভ্যত্বাদ্ অব্যয়ঃ

ব্যয়রহিতঃ। নিগুণিল্লাৎ সম্বাদিগুণরহিত্বাৎ ন করোতি ন লিপ্যতে।

দেহস্বভাবৈঃ ন লিপ্যতে, ন

#### বঙ্গানুবাদ--

শরীর হইতে পৃথক বস্তু বলিয়া উপদেশ করিয়া এই পরমাত্মার (দেহের নিয়ন্তা পরিশুদ্ধ আত্মবস্তুর) স্বরূপ নির্দ্ধানিত হইতেছে। ইহা শরীরে অবস্থিত থাকিলেও অনাদি, অর্থাৎ ন্যায়রহিত বা নাশরহিত। ইহা নিগুণ অর্থাৎ সম্থাদি প্রাকৃত গুণরহিত, অতএব ইহা কোন কর্মের কর্ত্তাও হয় না এবং কর্মে লিপ্তও হয় না — দেহে অবস্থিত হইলেও এই দেহজনিত প্রাকৃত স্থভাবের দ্বারা ইহা নিবদ্ধ হয় না ॥৩১॥

রামানুজভাষ্য—

বধ্যতে ॥৩১॥

যতপি নিগুণস্বাৎ ন করোতি, নিত্যসংযুক্তঃ দেহস্বভাবৈঃ কথং ন লিপ্যতে ? ইত্যত্র আহ —

#### বঙ্গান্তবাদ-

যদিও আত্মা নিগুণ বলিয়া অকর্তাক্মপে দেহে অবস্থিত থাকে, অথচ দেহের
দহিত নিত্য সংশ্লিষ্ট থাকিয়াও দেহের
বিভিন্ন স্বভাবের সহিত লিপ্ত না হইবার
কারণ কি তাহাই বলিতেছেন—

যথা সর্বগতং সৌক্ষ্যাদাকাশং নোপলিপ্যতে। সর্বত্রাবস্থিতো দেহে তথাত্মা নোপলিপ্যতে ॥৩২॥

সরলার্থ —

যদিও আলা নিগুণ বলিয়া অকর্তারূপে দেহে অবস্থিত থাকে, কিন্তু দেহের সহিত নিত্য সংশ্লিষ্ট থাকিয়াও দেহের বিভিন্ন স্বভাবের সহিত লিপ্ত না হইবার কাবন কি তাহাই বলিতেছেন —

আকাশ যেমন সর্ব দ্রব্যে সংযুক্ত থাকিয়াও স্ক্ষবস্ত বলিয়া তত্তৎ বস্তার স্বভাবে সংশ্লিষ্ট হয় না, সেইক্সপ দেব মহয়াদি সর্বজীবের দেহে অবস্থিত থাকিয়াও প্রিশুদ্ধ আত্মবস্তু অত্যন্ত স্ক্ষ বলিয়া তন্তৎ দেহস্বভাবে লিপ্ত হয় না ॥৩২॥

#### রামান্তজভাগ্য —

যথা আকাশং সর্বগতম্ অপি সর্বৈঃ
বস্তুভিঃ সংযুক্তম্ অপি সৌন্ধ্যাৎ
সর্ববস্তুস্বভাবৈঃ ন লিপ্যতে, তথা আত্মা
অতিসৌক্ষ্যাৎে সর্বত্র দেবমনুয়াদো
দেহে অবস্থিতঃ অপি তত্তদ্দেহস্বভাবৈঃ ন লিপ্যতে ॥৩২॥

#### বঙ্গানুবাদ ---

আকাশ যেমন দর্ব দ্রব্যে শংযুক্ত থাকিয়াও স্কন্ধবস্ত বলিয়া তত্তৎ বস্তুর স্বভাবে সংশ্লিষ্ট হয় না, দেইরূপ দেব মহুয়াদি দর্ব জীবের দেহে অবস্থিত থাকিয়াও পরিশুদ্ধ আত্মবস্ত অত্যন্ত স্কন্ধ বলিয়া তত্তৎ দেহের স্বভাবে লিপ্ত হয় না ॥৩২॥

## যথা প্রকাশয়ভ্যেকঃ ক্বংস্কং লোকমিমং রবিঃ। ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা ক্বৎস্কং প্রকাশয়তি ভারত ॥৩৩॥

#### সরলার্থ-

হে অজ্বনি, একমাত্র স্থা যেমন নিজ প্রভা দারা সমগ্র জগতকে প্রকাশ করিয়া থাকে, সেইরূপ ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মা, মহুয় পশু পক্ষী প্রভৃতি সমগ্র জীবদেহকে জ্ঞান দারা প্রকাশিত করিয়া থাকেন (জীবন্ত করিয়া থাকেন) ॥৩৩॥

#### রামানুজভায্য---

যথা এক আদিত্যঃ স্বয়া প্রভয়া কংস্পৃ ইমং লোকং প্রকাশয়তি, তথা ক্ষেত্রম্ অপি ক্ষেত্রী মম ইদং ক্ষেত্রম্ সদৃশম্ ইতি কংসং বহিঃ অন্তঃ চ আপাদতলমস্তকং স্বকীয়েন জ্ঞানেন প্রকাশয়তি। অতঃ প্রকাশ্যাৎ লোকাৎ প্রকাশকাদিত্যবদ্ বেদিতৃত্বন বেঅভুতাদ্ অস্থাৎ ক্ষেত্রাদ্ অভ্যন্তবিলক্ষণঃ অয়ম্ উক্তলক্ষণ আত্মা ইত্যর্থঃ ॥৩৩॥

#### বঙ্গানুবাদ—

বেমন একই স্থা নিজ প্রভাব দারা এই সমগ্র জগৎকে প্রকাশ করিয়া থাকে, ; সেইরূপ ক্ষেত্রী (ক্ষেত্রজ্ঞ জীবাত্মা) নিজ জ্ঞন দারা 'আমার ক্ষেত্র (শরীর) এই প্রকার' এইভাবে নিজ নিজ দেহ বা ক্ষেত্রকে আপাদমস্তক বাহিরে এবং ভিতরে প্রকাশ কয়িয়া থাকেন। অভিপ্রায় এই যে, প্রকাশ বস্তু এই জগৎ হইতে প্রকাশক স্থা যেমন পৃথক এবং শ্রেষ্ঠ বস্তু, সেইরূপ পূর্বোক্ত সমস্ত লক্ষণযুক্ত জ্ঞাতৃত্ব গুণবিশিষ্ট এই ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মা জ্ঞেয়রূপ এই ক্ষেত্র বা শরীর হইতে অত্যম্ভ বিভিন্ন এবং শ্রেষ্ঠ বস্তু ॥৩০॥

## ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞরোরেবমন্তরং জ্ঞানচক্ষ্মা। ভুতপ্রকৃতিমোক্ষঞ্চ যে বিদ্বর্যান্তি তে পরম্ ॥৩৪॥

সরলার্থ —

যাহারা ক্ষেত্র এবং ক্ষেত্রজ্ঞের (দেহ এবং আত্মার) পূর্বোক্ত প্রকার ভেদবৃদ্ধির দারা বিচারপূর্বক তাহাদের যথার্থ স্বরূপজ্ঞানে অত্যন্ত দৃঢ় হইয়া প্রাকৃত পাঞ্চভৌতিক দেহে হেয় জ্ঞানে আসজি বর্জন করিয়া মোক্ষপাধনভূত অমানিত্ব প্রভৃতি শুণগণকে উপাদেয় জ্ঞানে, তদহরূপ আচরণ করেন তাঁহারা সংসার-বিমুক্ত হইয়া পরিশুদ্ধ আত্মবস্ত প্রাপ্ত হন ॥৩৪॥

রামানুজভাষ্য—

এবম্ উব্জেন প্রকারেণ ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞরোঃ অন্তরং বিশেষং বিবেকবিষয়জ্ঞানাখ্যেন চক্ষ্মা যে বিছঃ ভূতপ্রকৃতিমোক্ষং চ, তে পরং যান্তি নিমুক্তিবন্ধনম্ আত্মানং প্রাপ্তুবন্তি।

মোক্ষ্যতে অনেন ইতি মোক্ষঃ,
অমানিস্থাদিকম্ উক্তং মোক্ষসাধনম্
ইত্যর্থঃ। ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োঃ বিবেকবিষয়েণ উক্তেন জ্ঞানেন তয়োঃ
বিবেকং বিদিয়া ভূতাকারপরিণত-

বঙ্গান বাদ—

এই অধ্যায়ে ইতিপুর্বে উপদিষ্টপ্রকারে ক্ষেত্র এবং ক্ষেত্রজ্ঞের বিভিন্ন
ভেদের যথার্থ স্বরূপ জ্ঞানরূপ চক্ষুদারা
যে পুরুষ অবগত হন এবং যিনি প্রাক্বত
পঞ্চভূত (দেহ) এবং মোক্ষের বিষয়
(মোক্ষ সাধনের উপায়ের বিষয়) অবগত
হন, তিনি পরবস্তু লাভ করেন, অর্থাৎ
দেহ-বন্ধন বিনিমুক্তি আত্মবস্তু প্রাপ্ত হন।

যাহাদারা মুক্ত হওয়া যায় তাহার
নাম মোক্ষ। পুর্বোক্ত অমানিছাদি গুণগণকে এক্সলে মোক্ষ শব্দের দারা নির্দেশ
করা হইয়াছে। যেহেতু ইহারা মোক্ষপ্রাপ্তির উপায়রপ। অভিপ্রায় এই যে,
যে সাধক এই অধ্যায়ে উক্ত ক্ষেত্র এবং
ক্ষেত্রজ্ঞের বিভিন্ন ভেদ বিষয়ক জ্ঞানের
দারা ইহাদের উভয়ের ভেদের বিষয়
বিশেষভাবে জানিয়া এবং প্রস্কৃতির পরি-

প্রকৃতিমোক্ষোপায়ন্ অমানিম্বাদিকং
চ অবগন্য যে আচরন্তি, তে নিমুক্তিবন্ধাঃ স্থেন রূপেণ অবস্থিতন্
অনবচ্ছিমজ্ঞানলক্ষণন্ আত্মানং
প্রাপ্পুবন্তি ইত্যর্থঃ ॥৩৪॥

ণামরূপী পঞ্চ্ছতের বিষয় ও মোক্ষের উপায়রূপ অমানিত্ব প্রভৃতির বিষয় অব-গত হইয়া তদমুরূপ আচরণ করেন তাঁহারা দেহ-বন্ধন-বিমৃক্ত হইয়া স্বরূপে অবস্থিত অপরিচ্ছিন্ন জ্ঞানস্বরূপ পরিশুদ্ধ আসবস্তুকে প্রাপ্ত হন ॥৩৪॥

ইতি ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞবিভাগ-যোগ নামক ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত

THE RESERVE TO BE A SERVE THE RESERVE THE

tiele us, a faire de la bare to be le le les esp

# চতুৰ্দ্দশ অধ্যায়

### গুণত্তরবিভাগ-যোগ

#### রামামুজভাগ্য —

ত্তরোদদো প্রকৃতিপুরুষয়ে।ঃ
অত্যোগ্যসংস্ট্রে।ঃ স্বরূপয়াথান্ম্যঃ
বিজ্ঞায় অমানিস্থাদিভিঃ ভগবস্তক্ত্যা
অনুগৃহীতৈঃ বন্ধাৎ মুচ্যতে ইতি
উক্তম্; তত্র বন্ধহেতুঃ পূর্বপূর্বসম্বাদিভগময়মুখাদিসঙ্গঃ ইতি চ অভিহিতম্ 'কারণংগুণসঙ্গোহস্থ সদসভোনি
জন্মুন্না' (১৩।২১) ইতি।

অর্থ ইদানীং গুণানাং বন্ধহেতুতা-প্রকারো গুণনিবর্ত্তনপ্রকারঃ চ উচ্যতে —

#### বঙ্গামুবাদ---

ত্রয়োদশ অধ্যায়ে উপদেশ দিয়াছেন যে, প্রকৃতি এবং পুরুষ পরস্পর সংযুক্ত হইয়া উৎপন্ন জীবের প্রকৃতিতত্ত্বের এবং পুরুষতত্ত্বের পৃথক পৃথক যথার্থ স্বরূপ বিশেষরূপে অবগত হইয়া ভগবস্তক্ত পুরুষ ভগবৎ-কৃপায় অমানিত্ব প্রভৃতি গুণের অধিকারী হইয়া সংসারবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করেন। এই সংসারবন্ধনের হেতু যে পূর্ব পূর্ব জন্মের সন্থাদি ত্রিগুণজনিত তদম্প্রণ ভোগস্থখাদিতে আসক্তি তাহাও কথিত হইয়াছে "জীবের সং এবং অসং যোনিতে জন্ম সন্থাদি ত্রিগুণের সম্বন্ধ হেতু" (১৩২১)।

অতঃপর এই অধ্যায়ে সম্থাদি ত্রিগুণ কি প্রকারে সংসারবন্ধনের হেতু হয় এবং কি প্রকারেই বা এই সম্থাদিগুণ হইতে নিবৃত্ত হইয়া যায় তাহাই বলিতেছেন।

## শ্রীভগবান উবাচ

পরং ভূমঃ প্রবক্ষ্যামি জ্ঞানানাং জ্ঞানমূত্রমম্। যজ্জাত্বা মূনমঃ সর্বে পরাং সিদ্ধিমিতো গভাঃ ॥১॥

সরলার্থ —

#### শ্রীভগবান বলিলেন —

(হে অর্জুন), পূর্ব অধ্যায়ে কথিত প্রকৃতিবিষয়ক জ্ঞানসমূহের মধ্যে অপর আর একটি শ্রেষ্ঠ জ্ঞানের কথা প্নরায় প্রকৃষ্টক্সপে তোমাকে বলিব, যে জ্ঞানের বিষ্ঠ স্বর্গত হইয়া সে বিষয়ে মননশীল সমস্ত জ্ঞানিগণ এই সংসার-বন্ধন হইতে বিমুক্ত হহরা পরিক্তম আত্মবস্ত প্রাপ্তিক্ষপ পরম সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন ॥১॥ রামান্তজভাষ্য —

পরং পুর্বোক্তাদ্ অন্তথ প্রকৃতিপুরুষান্তর্গতম্এব সম্বাদিগুণবিষয়ং
জ্ঞানং ভূয়ঃ প্রবক্ষ্যামি ; তৎ চ জ্ঞানং
সর্বেষাং প্রকৃতিপুরুষবিষয়জ্ঞানানাম্
উত্তমম্ ; যদ্ জ্ঞানং জ্ঞাড়া সর্বে মুনয়ঃ
তন্মননশীলাঃ ইতঃ সংসারমগুলাৎ
পরাং সিদ্ধিং গতাঃ পরিশুদ্ধাত্মস্বরূপপ্রোপ্তিরূপাং সিদ্ধিম্ অবাপ্তাঃ ॥১॥

বঙ্গান্থবাদ—

সন্থাদি ত্রিগুণের বিষয় যে জ্ঞান বাহা প্রকৃতি এবং পুরুষ বিষয়ক জ্ঞানেরই অন্তর্গত। তাহার বিষয় পূর্ব অধ্যায়ে সবিশেষ কথিত হয় নাই, এখন আমি সেই জ্ঞানের বিষয় পুনরায় তোমাকে প্রকৃত্তরূপে উপদেশ দিব। এই জ্ঞান প্রকৃতি এবং পুরুষ বিষয়ক সমস্ত জ্ঞানের মধ্যে উত্তম। এই জ্ঞানের বিষয় অবগত হইয়া এবং এ বিষয় পুন: পুন: মনন করিয়া পূর্বে পূর্বে মুনিগণ এই সংসার-মণ্ডল হইতে মুক্তিলাভ করিয়া পরম সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। অর্থাৎ, পরিশুদ্ধ আত্মস্বরূপের দর্শন লাভ করিয়াছেন॥।॥

রামানুজভাষ্য--

পুনঃ অপি তদ্ জ্ঞানং ফলেন বিশিনষ্টি — বঙ্গানুবাদ---

পুনরায় এই জ্ঞানের ফল বিস্তৃতভাবে বলিতেছেন।

ইদং জ্ঞানমুপাঞ্জিত্য মম সাধর্ম্যমাগতাঃ। সর্গেইপি নোপজায়ত্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ ॥২॥

সরলার্থ---

এই বক্ষ্যমান জ্ঞানের সাধনাজনিত যাহারা অকর্মবশুত্ব প্রভৃতি গুণ অর্জন করিয়া এইরূপ গুণবিষয়ক আমার সাম্য লাভ করিয়াছেন, স্ষ্টিকালে ব্রহ্মাদি সকলের উৎপত্তি হইলেও তাঁহারা উৎপন্ন হন না এবং প্রলয়কালে ব্রহ্মাদির বিনাশ হইলেও তাঁহারা এই বিনাশজনিত ত্বংখ অন্থতব করেন না, অর্থাৎ তাঁহারা পুনঃ পুনঃ জন্ম মরণ হইতে মুক্তিলাভ করেন ॥২॥

রামানুজভায়—

ইদং বক্ষাপাণং জ্ঞানম্ উপাশ্রিত্য

মম সাধর্ম্য আগতাঃ মৎসাম্যং
প্রাপ্তাঃ, সর্গে অপি ন উপজায়ত্তে ন
স্বজিকর্মতাং ভজত্তে, প্রলয়ে ন ব্যথন্তি
চ, ন চ সংস্কৃতিকর্মতাং ভজত্তে ॥২॥

#### বঙ্গান্তুরাদ—

এখন যে জ্ঞানের কথা বলিব তাহার
আশ্রয় গ্রহণ করিয়া (মনন ও তদম্প্রগণ
অমুষ্ঠানরূপ দাধন করিয়া) শাহারা
আমার দমতা প্রাপ্ত হয় তাঁহারা স্পষ্টিকালেও উৎপন্ন হন না, অর্থাৎ, আমার
স্পষ্টিকার্যের অন্তর্ভুক্ত হন না এরং প্রলয়কালেও ব্যথিত হন না, অর্থাৎ, আমার
দংহার কার্যেরও অন্তর্ভুক্ত হন না।
অর্থাৎ, তাঁহারা জন্মরণরূপ দংদার-গতাগতি হইতে মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন ॥২॥

রামান্থজভাষ্য-

অথ প্রাক্তানাং গুণানাং বন্ধ-হেতুতাপ্রকারং বক্তঃ সর্বস্থ ভূত-জাতস্থ প্রকৃতিপুরুষসংসর্গজন্বম্ খাবংসংজায়তে কিঞ্চিং' (১৩।২৬) ইত্যানেন উক্তং ভগবতা স্বেন এব কৃতম্ ইত্যাহ —

### বঙ্গানুবাদ—

সন্থাদি প্রাক্বত গুণ কি প্রকারে
সংসার বন্ধনের হেতু হইয়া থাকে তাহাই
এই শ্লোকে বলিতেছেন "যত কিছু
পদার্থ উৎপন্ন হয়" (১৩।২৬) — এই
প্রকারে ইতিপূর্বে কথিত প্রকৃতি এবং
প্রক্ষের সংযোগের দারা সর্বপ্রাণীর যে
উৎপত্তি তাহা স্বয়ং ভগবানের দারাই
রচিত।

মম যোনির্মহদ্বেদ্ধ তিম্মন্ গর্ভং দধাম্যহম্। সম্ভবঃ সর্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত ॥৩॥

সরলার্থ —

হে অর্জুন, জগতের যোনিস্বরূপ (উৎপত্তিস্থল) মহদ্ ব্রহ্ম নামক আমারই অচিৎরূপী অপরা প্রকৃতিতে আমি (মদীয় পরাপ্রকৃতিরূপে চেতনা সমষ্টিরূপ) বীজ প্রদান
করি। মৎকর্তৃক এই চেতন ও অচেতন বস্তুর সংসর্গের দ্বারা ব্রহ্মাদিশুদ্ধ পর্যন্ত
সমস্ত প্রাণিগণের উৎপত্তি হইয়া থাকে ॥৩॥

রামানুজভাষ্য—

নম মদীয়ং কৃৎমশ্য জগতো
যোনিভূতং নহদ্ বন্ধ মৎ তিমিন্ গর্ভং
দথামি অহম্। 'ভূমিরাপোহনলো বায়ুঃ
খং মনো বৃদ্ধিরেব চ। অহংকার ইতীয়ং
মে ভিনা প্রকৃতিরপ্তথা অপরেয়ম্'
(৭।৪-৫) ইতি নির্দিপ্ত। অচেতনা
প্রকৃতিঃ মহদ্হংকারাদিবিকারাণাং
কারণতয়া 'মহদ্বক্ষা' ইতি উচ্যতে।
ক্রেতে অপি কৃচিৎ প্রকৃতিঃ অপি
বেন্ধা ইতি নির্দিশ্যতে। 'য়ঃনর্বজ্ঞঃ
দর্ববিং, মশ্য জ্ঞানময়ং তপঃ, তশাদেতদ্বেন্ধা নাম রূপমনং চ জায়তে' (য়ঃ উঃ
১০০০) ইতি।

'ইতস্বস্থাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্। জীবভূতাম্' (৭।৫) ইতি চেতন-পুঞ্জরূপ। যা প্রকৃতিঃ নির্দিষ্টা, সা ইহ সকলপ্রাণিবীজতয়া গর্ভশব্দেন উচ্যতে;

তিন্মান্ অচেতনে যোনিভূতে
মহতি ব্রহ্মাণি চেতনপুঞ্জরপং গর্ভং
দধামি; অচেতনপ্রক্ষত্যা ভোগক্ষেত্রভূতয়া ভোক্তবর্গপুঞ্জভূতাং
চেতনপ্রকৃতিং সংযোজয়ামি
ইত্যর্থঃ। ততঃ তন্মাৎ প্রকৃতিদমসংযোগাৎ মৎসংকল্পকৃতাৎ সর্বভূতানাং ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্যন্তানাং সম্ভবো
ভবতি॥৩॥

সমগ্র জগতের যোনিভূত, অর্থাৎ উৎপত্তিস্থল বা কারণভূত যে মহৎব্রহ্ম ( অতি অপরিচ্ছিন্ন মূল প্রকৃতি ) তাহা তাহার মধ্যে আমি গর্ভের वागात्रहै। স্থাপনা করি। "ফিতি, অপ্, তেজ, गक़९, त्याम, मन, वृक्षि धवश चहक्षात, धह আমার অষ্ট প্রকার বিভিন্ন অপরা প্রকৃতি" (१।৪,৫)। এই প্রকারে নিদিষ্ট অচেতন প্রকৃতি, মহন্তত্ত্ব, অহন্ধার তত্ত্ব প্রভৃতি সমস্ত কার্যবস্তুর কারণরূপী বলিয়া (এই সকল কাৰ্যবস্তু অপেফা অনেক মহত্ত্ব বা বৃহত্ত্ব গুণবিশিষ্ট) মূল প্রকৃতিকে "যিনি সর্বজ্ঞ 'মহৎব্ৰহ্ম' বলা হইয়াছে। দর্ববিদ, যাঁহার জ্ঞানময় তপস্থা, হইতে এই ব্ৰহ্ম (মূল প্ৰকৃতি) নাম, রূপ এবং অন্নের উৎপত্তি হয়" (মু: উ: ১।১।৯) শ্রুতিও এই প্রকার বলিতেছেন।

"ইহা হইতে আমার জীবরূপী আর একটি পরাপ্রকৃতি আছে জানিবে" (৭া৫) এই প্রকারে চেতন সমষ্টিরূপ যে প্রকৃতির বিষয় নির্দিষ্ট হইয়াছে সকল প্রাণীর বীজরূপী বলিয়া তাহাকে এন্থলে 'গর্ভ' শব্দে নির্দেশ করা হইয়াছে। অভিপ্রায় এই যে, সেই যোনিভূত অচেতন মহদ্-ব্রন্মের মধ্যে আমি চেতন সমষ্টিরূপ গর্ভের স্থাপনা করি অর্থাৎ, ভোগক্ষেত্ররূপ অচে-প্রকৃতির সহিত ভোক্তা-সমষ্টিরূপ চেতন প্রকৃতির সংযোগ করিয়া থাকি। তৎপরে, অর্থাৎ আমার এই অচেতন এবং চেত্র প্রকৃতির সংযোগের দারা, ব্রসাদিস্তম পর্যন্ত সর্বজীবের হইয়া থাকে। এই সংযোগ এবং এই উৎপত্তি আমারই সঙ্কল্পজনিত বা আমারই इंड्राशीन ॥०॥

রামান্তজভাগ্র—

কার্যাবস্থঃ অপি চিদচিৎপ্রকৃতি-

সংসগোময়া এব কৃতঃ ইত্যাহ—

#### বঙ্গান্ববাদ—

স্থূল কার্যাবস্থাতেও চিদ্বস্ত পরাপ্রকৃতি এবং অচিৎবস্ত অপরা প্রকৃতির সংযোগ আমিই করিয়া থাকি, তাহাই এই শ্লোকে বলিতেছেন—

সর্ববোনিযু কোন্তেয় মূর্ত্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ। তাসাং ত্রন্ধ মহদ্যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা॥ ৪॥

সরলার্থ —

হে অর্জ্বন, দেব, মহন্য, পশু, পক্ষী প্রভৃতি সমস্ত যোনিতে যে সকল প্রাক্বত দেহ উৎপন্ন হয়, সেই সমস্ত দেহের উৎপত্তির কারণ ( মাতৃস্থানীয়া ) — 'মহদ্বক্ষ' অর্থাৎ মূল প্রকৃতি, এবং আমি তত্তৎ অচেতন দেহে জীবের নিজ নিজ কর্মাহপ্তণ ফলভোক্তা জীবালার ( চিৎক্রপী বীজের ) প্রদানকারী বলিয়া আমি জীবসমূহের পিতৃস্থানীয় ॥৪॥

রামানুজভান্য —

সর্বাস্থ দেবগন্ধর্বযক্ষরাক্ষসমনুষ্যপশুষ্ণপিক্ষিসরীক্ষপাদিষু
যোনিষু তত্ত্বনূর্ভয়ঃ যাঃ দংভবন্তি জায়ন্তে
তাসাং ব্রহ্ম মহদ্ যোনিঃ কারণং ময়া
সংযোজিতচেতনবর্গা মহদাদিবিশেষান্তাবন্তা প্রকৃতিঃ কারণম্
ইত্যর্থঃ। অহং বীজপ্রদঃ পিতা তত্ত্র
তত্ত্র চ তত্ত্বংকর্মানুগুণ্যেন চেতনবর্গন্ত সংযোজকঃ চ অহম্
ইত্যর্থঃ॥৪॥

#### বঙ্গানুবাদ---

त्तर, गञ्चर्य, यक्त, ताक्रम, मञ्च, পশু,

मृग, পक्षी, कीठ এবং দর্পাদি বিভিন্ন

रयानिতে যে দমস্ত মৃদ্ধি বা দেহ উৎপন্ন

হয়, দে দমুদ্রের যোনি অর্থাৎ, কারণ

মহদ্রেক্ষ বা মূল প্রকৃতি। অভিপ্রায় এই

যে, আমি যে দেহ সমুদ্রকে চেতনবর্গের

দহিত সংযুক্ত করিয়া দিই, স্ক্রম মহন্তত্ত্ব

অবস্থা হইতে আরম্ভ করিয়া স্থল পঞ্চত্ত্ব

অবস্থাসম্পন্না প্রকৃতি হইতেছে দেই দকল

দেহের কারণ। আমি বীজ প্রদানকারী

পিতা অর্থাৎ, নিজ নিজ প্রকর্মের অন্তর্গণ

চেতনবর্গকে ভিন্ন ভিন্ন (অচেতন) প্রাকৃত

যোনিতে আমি সংযুক্ত করিয়া দিই ॥৪॥

রামান্তজভায্য—

এবং সগাঁদো প্রাচীনকর্মবশাদ্
আচিৎসংস্থােণ দেবাদিযোনিষু
জাতানাং পুনঃ পুনঃ দেবাদিভাবেন
জন্মহেতুম্ আহ —

#### বঙ্গান্থবাদ---

উক্ত প্রকার স্মষ্টির প্রথমে পূর্ব পূর্ব প্রাচীন কর্মের জন্ম অচিৎবস্ত (প্রাক্ত দেহ) সংযুক্ত হইয়া দেবাদি বিভিন্ন যোনিতে উৎপন্ন জীবের পুনঃ পুনঃ দেব মন্ম্যাদিরূপে জন্মগ্রহণের কারণ যে কি তাহাই বলিতেছেন —

সন্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ। নিবগুন্তি মহাবাহো দেহে দেহিনব্যয়ম্ ॥৫॥

সরলার্থ —

হে মহাবাহো অজ্বন, সন্ত্ব রজঃ তমঃ, এই তিনটি গুণ প্রকৃতি হইতে সমুভূত।
অবিনশ্বর হইলেও এই দেহী জীবাত্মাকে ইহারা পুনঃ পুনঃ দেবমন্থয় প্রভৃতি শরীরে
জন্মগ্রহণ করাইবার হেতু হইয়া থাকে ॥৫॥

রামানুজভায্য-

সম্বরজন্তমাংসি গুণা: ত্রয়ো স্থরপানুবন্ধিনঃ স্বভাব-প্রকৃতেঃ বিশেষাঃ, প্রকাশাদিকার্টেফনিরূপ-ণীয়াঃ; প্রকৃত্যবন্থায়াম্ অনুভুতাঃ **जिकादित्र** यहनानिसू উদ্ভূতাঃ ; মহদাদিবিশেষাকৈঃ আরন্ধদেব-मनू या निटम् इनः वित्तनम् अनः पिहिनम् অব্যয়ং **স্বতো গুণসম্বনানইং** দেহে বর্ত্তমানং নিবদ্বন্তি দেহে বর্তমানত্বো-পাধিনা নিবশ্বন্তি ইত্যৰ্থ: ॥৫॥

বঙ্গান্তবাদ —

সম্ব, রজ, এবং তম এই তিন গুণ প্রকৃতির স্বরূপসিদ্ধ স্বভাববিশেষ। এই গুণ্ত্রয়কে কেবলমাত্র প্রকাশ আদি ( সত্তু-গুণের কার্য প্রকাশ) কার্যের দারা নির্ম-পিত করা যায়। এই গুণত্রয় প্রকৃতির স্ত্মতম কারণ অবস্থায় প্রকট থাকে না, সুলতর মহৎ অহস্কার প্রভৃতি অবস্থায় ইহারা কার্যকরী হয়। তখন স্থম মহতত্ত্ হইতে আরম্ভ করিয়া সুল পঞ্চততত্ত্ব দারা উৎপন্ন দেব মন্নুয়াদি দেহসম্বন্ধবিশিষ্ট এই দেহীকে, যাহা অব্যয় অর্থাৎ, স্বরূপতঃ এই ত্রিগুণ সম্বন্ধের অতীত, তত্তৎ দেহে বর্ত্তমান বলিয়া নিবদ্ধ করিয়া রাখে অর্থাৎ, দেহে অবস্থিতিরূপ উপাধি দারা নিবদ্ধ হইয়া থাকে। (ক্ষেত্ৰজ্ঞ পুরুষ দেহসম্বন-জনিত তদম্গুণ ত্রিগুণের দারা চালিত হইয়া দেহাত্মাভিমানে নিমজ্জিত থাকে )।

রামানুজভায়— সম্বরজস্তমসাম্ আকারং বন্ধন-প্রকারং চ আহ —

#### বঙ্গান্তবাদ —

সন্ত্ রজ এবং তম, এই তিন গুণ কি প্রকারে বন্ধন করে, তাহাই বলিতেছেন।

তত্ত্ৰ সত্ত্বং নিৰ্ম্মলত্বাৎ প্ৰকাশকমনাময়ম্। সুখসঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞানসঙ্গেন চান্য ॥৬॥

সরলার্থ —

(অতঃপর সত্ত্বাদি গুণের স্বরূপ এবং কি প্রকারে তাহারা ( জীবাত্বাকে সংসারে )
বন্ধন করে তাহাই বলিতেছেন )—

হে নিষ্পাপ অজ্বন, এই গুণত্রয়ের মধ্যে সত্ত্ত্তণ নির্মল-স্বভাব বলিয়া প্রকাশক (জ্ঞানস্বভাব) এবং ব্যাধিশৃষ্ম। দেহীকে স্থথের আসক্তি এবং জ্ঞানের আসক্তি দারা বন্ধন করিয়া রাথে ॥৬॥

রামানুজভাষ্য—

তত্ত্ব সম্বরজন্তমঃস্থ সম্বস্ত স্বরপন্
সৈদৃশং নির্মলতাং প্রকাশকন্ প্রকাশস্থাবরণস্বভাবরহিততা নির্মলত্ত্ব;
প্রকাশস্থাজননৈকান্তস্বভাবতয়া
প্রকাশস্থাহেতুভূতন্ ইত্যর্থঃ।
প্রকাশের বস্তুযাথান্ম্যাববোধঃ;
অনাময়ন্ আময়াখ্যকার্য্যং ন বিভাতে,
ইতি অনাময়ন্ অরোগতাহেতুঃ
ইত্যর্থঃ।

এষ সন্ধাখ্যগুণো দেহিনম্ এনং
স্থগদেন জ্ঞানসঙ্গেন চ বগ্গাতি, পুরুষস্থ স্থসঙ্গং জ্ঞানসঙ্গং চ জনয়তি ইত্যর্থঃ। বঙ্গান্তবাদ ·--

সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ, এই তিনটি গুণের মধ্যে সত্ত্তণের স্বভাব — নির্মল বলিয়া ইহা প্রকাশক। অভিপ্রায় এই (य, मञ्चल्यत कानल मना नारे, वर्शाप আবরণ নাই বলিয়া ইহা নির্মল। অতএব প্রকাশ এবং স্থ্য উৎপাদনের ঐকান্তিক স্বভাববিশিষ্ট বলিয়া ইহা কারণ। প্রকাশ এবং স্থথের यथार्थ अज्ञल-खात्नज নাগ যাহাতে আময় অর্থাৎ, রোগের উৎপত্তি-রূপ কার্য থাকে না তাহার নাম অনাময় অর্থাৎ, এই সত্তম্ভণ নীরোগতার হেছু। এই সত্তপ্তণ দেহীকে আসক্তি জীবাগাকে) এবং স্থার জ্ঞানের আসক্তির দারা নিবদ্ধ করিয়া রাখে অর্থাৎ, এই সত্তগুণ জীবের স্থথের জ্ঞানের স্পৃহা উৎপাদন

জ্ঞানস্থখয়োঃ সঙ্গে হি জাতে তৎসাধনেষু লৌকিকবৈদিকেষু প্রবর্ততে, ততঃ চ তৎফলানুভব-সাধনভূতান্ত যোনিষু জায়তে; ইতি সত্বং স্থখজ্ঞানসঙ্গধারেণ পুরুষং বথ্পতি; জ্ঞানস্থখজননং পুনঃ অপি তয়োঃ সঙ্গজননং চ সত্ত্বমৃ ইতি উক্তং ভবতি ॥৬॥

জ্ঞান এবং স্থের স্পৃহা উৎপন্ন হইলে প্রথম তৎপ্রাপ্তির জন্ম লৌকিক এবং বৈদিক সাধনায় প্রবৃত্ত হয়। তৎপরে প্রনরায় এই লৌকিক এবং বৈদিক কর্মের ফলভোগের জন্ম তদম্ভণ যোনিতে প্ররায় জন্মগ্রহণ করে, এই প্রকারে সভ্তগুণ স্থের এবং জ্ঞানের আসজ্জির দারা পুরুষকে বাঁধিয়া রাখে। অর্থাৎ, সভ্তগুণ জ্ঞান এবং স্থখ উৎপাদন করিয়া প্রায় সেই জ্ঞান এবং স্থখ উৎপাদন করিয়া প্রায় সেই জ্ঞান এবং স্থখর জন্ম স্পৃহা জন্মাইয়া থাকে ॥৬॥

## রজো রাগাত্মকং বিদ্ধি ভৃষ্ণাসঙ্গসমূদ্ভবম্। ভন্নিবশ্লাভি কোন্তেয় কর্মসঙ্গেন দেহিনম্॥৭॥

#### সরলার্থ—

হে অ্র্জুন, রজোগুণ অমুরাগরপী, ইহার তৃষ্ণা অর্থাৎ বিষয়স্পূহার এবং সঙ্গের অর্থাৎ পুত্রমিত্রাদির সংশ্লেষস্পূহার কারণ বলিয়া জানিবে। এই রজোগুণ (সাংসারিক বিষয়ে) অমুরাগ, তৃষ্ণা এবং আসক্তির জন্ত, তদম্গুণ পুণ্যপাপাত্মক কর্ম করাইয়া সেই কর্মের ফলভোগের নিমিন্ত পুনঃ পুনঃ বিভিন্ন দেহীকে বিভিন্ন যোনিতে জন্মগ্রহণ করাইয়া থাকে । গা

#### রামান্তজভাষ্য--

রজে। রাগাত্মকং রাগহেতুভূতম্;
রাগো বোষিতপুরুষয়োঃ অভ্যোত্তস্পূহা। তৃঞ্চাসঙ্গসমূত্তবং তৃষ্ণাসঙ্গরোঃ
উদ্ভবস্থানং তৃষ্ণাসঙ্গহেতুভূতম্
ইত্যর্থঃ। তৃষ্ণা শব্দাদিসর্ববিষয়-

#### বঙ্গানুবাদ---

রজোগুণ রাগাত্মক, অর্থাৎ, অমুরাগের হেতৃভূত। স্ত্রী এবং পুরুষের মধ্যে পরস্পরের যে স্পৃহা তাহাকে রাগ বলে। এই রজোগুণ তৃষ্ণা এবং আসন্তির উৎপত্তিস্থান অর্থাৎ তৃষ্ণা এবং আসন্তির কারণ। রূপ, রুস, শব্দ, স্পর্শ, এবং গন্ধবিশিষ্ট সমস্ত উপভোগ্য বিষয়ের স্পৃহা। সঙ্গঃ পুত্রমিত্রাদিযু সংবন্ধিযু সংশ্লেষস্পৃহা। তথা দেহিনং কর্মস্থ ক্রিয়াত্ম স্পৃহাজননদারেণ নিবগাতি; ক্রিয়াত্ম হি স্পৃহয়া যাঃ ক্রিয়া আরভতে দেহী, তাঃ চ পুণ্যপাপ-রপ। ইতি তৎফলানুভবসাধনভূতাস্থ বোনিষু জন্মহেতবো ভবন্তি, অতঃ কর্মসঙ্গধারেণ রজো দেহিনং নিব-প্লাতি। তদ্ এবং রজো রাগভৃষ্ণা-সঙ্গহেতুঃ কর্মসঙ্গহেতুঃ চ উক্তং ভবতি ॥৭॥

প্রতি স্পৃহার নাম তৃষ্ণ। পুত্র, মিত্র প্রভৃতি **আত্মীয় স্বজনের সহিত** मरस्यत अपृश्वत नाम मन्न। এই तर्जा-গুণ কর্মে বা ক্রিয়াতে স্পৃহা জনাইয়া জीवत्क वाँ विश्वा तात्थ। कांत्रण, এই কর্মস্পৃহার জন্ম দেহী জীব যেসকল কর্ম আরভ করে, সে স্মুদয়ই পুণ্য এবং পাপরূপী কর্মের ফলভোগের জন্ম তদম্ব-গুণ বিভিন্ন মহয় আদি যোনিতে জন্ম-গ্রহণের কারণ হয়। অতএব কর্মে স্পৃহা জনাইয়া রজোগুণ জীবাত্মাকে বাঁধিয়া त्रार्थ। অভিপ্রায় এই যে, এই প্রকারে রজোগুণ রাগ, তৃঞা ও আসক্তির হেতু এবং তজ্জন্ম তদম্প্রণ কর্মস্পূহারও

## তমস্বজানজং বিদ্ধি মোহনং সর্বদেহিনাম্। প্রমাদালস্থানিজাভিস্তন্নিবপ্নাতি ভারত ॥৮॥

#### সরলার্থ—

অर्জ्जून, তমোগুণ কিন্তু অজ্ঞান হইতে উৎপন্ন হয় অর্থাৎ বস্তুবিষয়ে যথার্থ জ্ঞানের অভাব বা (অজ্ঞানের) জ্ঞু পাপকার্যের অফুষ্ঠান দ্বারা এই তমোগুণের উৎপত্তি হয়। আবার এই তমোগুণের কার্য হইতেছে বিপরীত জ্ঞানের উৎপাদন। এই বিপরীত জ্ঞানের জন্ম তমোগুণী পুরুষ প্রমাদ (ভ্রম) আলম্ম এবং নিদ্রারহল হয়। এই কারণে (অক্বত্যকরণ এবং ক্বত্য-করণরূপ পাপের জম্ম) তাহাদের পুনঃ পুনঃ পাপিষ্ঠযোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে হয় ॥৮॥

## রামানুজভাষ্য—

জানাদ্ অশুদ্ ইহ অজানম্ অভিপ্রেতম্ ; জানং বস্তুযাথাত্ম্যা-

এস্থলে জ্ঞান হইতে ভিন্ন বস্তুকে অজ্ঞান বলা হইয়াছে। বস্তুর যথার্থ-বোধঃ, তস্মাদ্ অস্তৎ তদ্বিপর্যয়জ্ঞানং বাধের নাম জ্ঞান; তাহা হইতে বিপরীত

ত্যঃ তু বস্তুযাথাত্ম্যবিপরীভবিষয়-याहनः नर्वत्परिहनाम् ; **জানজং** बाद्य विशर्यग्रळानम्, विशर्यग्रळान-হেতুঃ ইত্যর্থঃ। তৎ তমঃ প্রমাদালস্ত-নিদ্রাহেতুত্য়া তদ্দারেণ দেহিনং নিবগ্নতি। প্রমাদঃ কর্ত্তব্যাৎ কর্মণঃ তান্যত্র প্রবৃত্তিহেতুভূতন্ অনব-थानम् । আলম্ভং কর্মস্থ অনারম্ভ-স্তন্ধতা ইতি স্বভাবঃ, যাবৎ। পুরুষস্থ ইন্দ্রিয়প্রবর্ত্তনশ্রান্ত্যা সর্বে-ন্দ্রিয়প্রবর্ত্তনোপরতিঃ নিজা; বাছেন্দ্রিয়প্রবর্ত্তনোপরমঃ অপ্তঃ ; মনসঃ অপি উপরতিঃ স্থমুপ্তিঃ ॥৮॥

জ্ঞানের নাম অজ্ঞান। তমোগুণ বস্তুর যথার্থস্বরূপের বিপরীত জান ইহা থাকে। বিপরীত জ্ঞানের নাম শোহজনক। অর্থাৎ, এই তমোগুণ বিপরীত জ্ঞানের উৎপাদক। এই ত্যোগুণ প্রমাদ আলম্ভ ও নিদ্রার কারণ বলিয়া তাহাদের দারা জীবকে আবদ্ধ করিয়া কর্ত্তব্যকর্ম হইতে অন্ত কর্মে (অকরণীয় কর্মে) প্রবৃত্ত করাইবার হেতুভূত অসাবধানতার নাম প্রমাদ। কর্মে প্রবুত্ত না হইবার স্বভাব বা স্তব্ধতার আলস্ত। পুনঃ পুনঃ ইন্দ্রিয় উপভোগ্য কর্মের দারা পুরুষ শ্রান্ত হইলে ইন্দ্রিয়গণ প্রবৃত্তি হইতে উপরত হয়, অর্থাৎ, বিশ্রাম करत, এই व्यवशांत नाम निजा। এই निजा घरे थकात। शक्ष छाति छित्र वदः পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়ের উপরতি বা বিশ্রামের নাম স্বপ্ন এবং মনের বিশ্রামের নাম স্বৃপ্তি ॥৮॥

রামান্তজভাষ্য---

সম্বাদীনাং বন্ধদারভূতেযু প্রধা-নানি আহ — বঙ্গান্তবাদ ---

সন্থাদিগুণত্রয় যে কেন সংসারবন্ধনের হেতু হয় সেই কারণসমূহের মধ্যে যেগুলি প্রধান তাহাদের বিষয় বলিতেছেন—

সন্ধং স্থথে সঞ্জয়তি রজঃ কর্মণি ভারত। জ্ঞানমার্ভ্য তু তমঃ প্রমাদে সঞ্জয়ত্যুত॥৯॥

সরলার্থ--

হে অর্জুন, সত্বপ্তণ প্রধানতঃ স্থথের জনক হয় (জ্ঞান লাভ ও স্থথের হেতু হয় ); রজোগুণ অসুরাগ এবং ভৃষণ উৎপাদন করিয়া কর্মে আসক্ত করে; তমোগুণ কিন্তু বস্তুর যথার্থ জ্ঞান আরত করিয়া বিপরীত জ্ঞান উৎপত্তির দারা প্রমাদ, আলস্থা নিদ্রা প্রভৃতির কারণ হয় 
নিদ্রা প্রভৃতির কারণ হয় 
নিদ্রা প্রভৃতির কারণ হয় 
নি

রামানুজভাষ্য—

সন্ত্বং স্থপসঙ্গপ্রধানম্, রজঃ কর্মসঙ্গপ্রধানম্, তমঃ তু বস্তুষাথাত্ম্যজ্ঞানম্ আর্ত্য বিপরীতজ্ঞানহেতুতয়া কর্ত্তব্যবিপরীতপ্রবৃত্তিসঙ্গপ্রধানম্ ॥৯॥

বঙ্গান্তবাদ---

সভ্তণে স্থের প্রতি আসক্তি, বন্ধনের প্রধান কারণ। রজোগুণে কর্মের প্রতি আসক্তি প্রধান কারণ। তমোগুণে কিন্তু বস্তুর যথার্থ স্বরূপ আর্ত করিয়া বিপরীত জ্ঞানের উৎপত্তির ছারা কর্তব্য-বিরুদ্ধ নিবিদ্ধ কর্মের প্রতি আসক্তি প্রধান কারণ॥॥॥

রামান্ত্রজভাষ্য--

দেহাকারপরিণতায়াঃ প্রকৃতেঃ
স্বরূপানুবন্ধিনঃ সন্তাদয়ো গুণাঃ।
তে চ স্বরূপানুসম্বন্ধিত্বেন সর্বদা
সর্বে বর্তন্তে ইতি পরস্পরবিরুদ্ধং
কার্যং কথং জনয়ন্তি ইত্যতাহ —

বঙ্গাগুবাদ--

সন্থাদিগুণত্রয় দেহরূপে পরিণত প্রকৃতির স্বাভাবিক গুণ। অতএব স্বাভাবিক গুণ। অতএব স্বাভাবিক বলিয়া এই তিনটী গুণই সর্বদা দর্বদেহে বর্ত্তমান থাকে। এরূপ অবস্থায় এই সন্থাদি গুণত্রয়ের পরস্পর বিরুদ্ধ কার্য কিভাবে সংঘটিত হয় তাহাই বলিতেছেন।

রজন্তমশ্চাভিভূয় সন্থং ভবতি ভারত। রজঃ সন্থং তমশ্চৈব তমঃ সন্থং রজন্তথা॥১০॥

সরলার্থ —

হে অজ্জুন, সত্ত্বগুণ, রজঃ এবং তমোগুণকে পরাভূত করিয়া উদ্ভূত হয়। সেই প্রকার রজোগুণ, সত্ত্ব এবং তমোগুণকে পরাভূত করিয়া উদ্রিক্ত হয়। সেইরূপ সত্ত্ব এবং রজোগুণকে অভিভূত করিয়া তমোগুণের উদ্রেক হয়॥১০॥

রামানুজভাষ্য—

যত্তপি সন্ত্বাদয়স্ত্রমঃ প্রকৃতিসংস্প্তাত্ত্বস্থরপান্ত্রবন্ধিনঃ, তথাপি
প্রাচীনকর্মবশাদ্ দেহাপ্যায়নভূতাহারবৈষম্যাৎ চ সন্ত্বাদয়ঃ পরস্পরসমুদ্ভবাভিভবর্রপেণ বর্তন্তে। রজ-

বঙ্গানুবাদ-

যদিও সন্থাদি তিনটা গুণ দেহসংযুক্ত বলিয়া জীবাত্মার স্বরূপেরও সম্বর্মুক্ত হইয়া বর্ত্তমান থাকে, তথাপি জীবের পূর্ব পূর্ব কর্মান্ত্রণ এবং দেহ পুষ্টির জন্ম আহারের বিভিন্নতা হেতু এই সন্থাদি গুণের মধ্যে একটি অন্ত ছটিকে অভিভূত করিয়া সমুৎপন্ন হয়। কথনও

স্তম্মী কদাচিদ্ অভিভূয় সত্বম্ উদ্ৰিক্তং বৰ্ততে। তথা তমঃসত্ত্বে অভিভূয় রজঃ কদাচিৎ; কদাচিৎ চ রজঃসত্ত্বে অভিজুয় তমঃ ॥১০॥

রক্ষঃ এবং ত্যোগুণকে অভিভূত করিয়া সত্ত্বপুণের উদ্রেক হয়, কথনও তমঃ এবং সত্তভণকে অভিভূত করিয়া রজোগুণের উদ্রেক হয়, আবার কখনও কখনও সত্ত এবং রজোগুণকে অভিভূত করিয়া ত্যোগুণের উদ্রেক হয় (তৎকালীন উদ্রিক্ত ওণের অহুওণ কার্যে জীব লিপ্ত रुष ) ॥ ५०॥

রামান্তজভায্য—

অবগচ্ছেদ ইত্যাহ —

বাহুজভায়—
তৎ চ কার্য্যোপলব্যা এব
কার্যের উপলব্ধি দারাই ইহাদের উদ্দেকর
কার্যেছদ্ ইত্যাহ —
বিষয় যে জানা যায় তাহাই বলিতেছেন।

সৰ্বদ্বারেয়ু দেহেইস্মিন্ প্রকাশ উপজায়তে। জ্ঞানং যদা তদা বিজ্ঞাদ বিবৃদ্ধং সম্বমিত্যুত ॥১১॥

সরলার্থ ---

যুখন চকু প্রভৃতি সুমুভ জ্ঞানেন্দ্রিয় দারা বস্তুর যুথার্থ স্বরূপ প্রকাশ হইয়া তত্তবিষয়ে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তখন এই দেহে সত্ত্তণ প্রবৃদ্ধ হইয়াছে বুঝিবে ॥১১॥

রামানুজভায্য---

বস্তুযাথান্ম্যপ্রকাশে জ্ঞানম্ উপজায়তে, বস্তুর মথার্থ স্বরূপ প্রকাশ হইয়া জ্ঞান তদা অস্মিন্ দেহে সভ্তুং প্রবৃদ্ধম্ ইতি উৎপন্ন হয়, তখন এই দেহে সভ্তুণ প্রবৃদ্ধ বিভাৎ ॥১১॥

সর্বেষু চক্ষুরাদিষু জ্ঞানদারের যদা যখন চক্ষু প্রভৃতি সমন্ত জ্ঞানেপ্রিয় দারা व्हेंबाए विलया वृतिरव ॥ > > ॥

> লোভঃ প্রবৃত্তিরারস্তঃ কর্ম্মণামশমঃ স্পৃহা। রজস্খেতানি জায়ত্তে বিরুদ্ধে ভরতর্বভ ॥১২॥

সরলার্থ ---হে ভরতশ্রেষ্ঠ, রজোগুণের বিবৃদ্ধি হইলে লোভ, বিষয় ভোগেচ্ছা, সেই ভোগ্য-বিষয় প্রাপ্তির জন্ম কর্মপ্রবৃত্তি, তৎপরে ঐরূপ কর্মের আরম্ভ এবং তদম্প্রণ অবিরত ইন্দ্রির-ব্যাপার —এই লক্ষণগুলি উৎপন হয়॥১২॥

#### রামান্তজভায্য-

লোভঃ স্বকীয়দ্রব্যস্থ অত্যাগশীলতা। প্রবৃত্তিঃ প্রয়োজনম্ অনুদিশ্য অপি চলনস্বভাবতা। আরভঃ
কর্মণাং ফলসাধনভূতানাং কর্মণাম্
আরস্তে উত্যোগঃ। অশমঃ ইন্দ্রিয়ানুপরতিঃ। স্পৃহা বিষয়েচ্ছা।
এতানি রজি প্রবৃদ্ধে জায়ন্তে। যদা
লোভাদয়ো বর্জন্তে, তদা রজঃ
প্রবৃদ্ধম্ ইতি বিত্যাদ্ ইত্যর্থঃ ॥১২॥

#### বঙ্গান্থবাদ—

নিজ দ্রব্যকে ত্যাগ করিতে না পারার স্বভাবকে লোভ বলে। প্রয়োজন না থাকিলেও (তুনচ্ছেদ, অঙ্গকম্প প্রভৃতি) উদ্দেশহীন চলনস্বভাবকে প্রবৃত্তি বলা ফলপ্রাপ্তির উপায়রূপী কর্মের উছোগের নাম কর্মারম্ভ। অবিরত ইন্দ্রিয়-কার্যের নাম অশ্য। বিষয় ভোগের ইচ্ছার নাম স্পৃহা। রজোওণ প্রবৃদ্ধ হইলে এই সকল লক্ষণ উৎপন্ন হয়, অর্থাৎ যখন লোভ প্রভৃতি লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে তখন রজোগুণ বৃদ্ধি হইয়াছে कानित्व ॥>>॥

## অপ্রকাশোহপ্রবৃত্তিশ্চ প্রমাদোমোহ এব চ। তমস্থেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে কুরুনন্দন॥১৩॥

#### সরলার্থ —

হে অজুনি, তমোগুণের রিবৃদ্ধি হইলে অজ্ঞান, (অজ্ঞানের জন্ম কর্ত্তব্য কর্মে)
প্রমাদ (অম) এবং মোহ (বিপরীত জ্ঞান) উৎপন্ন হইয়া থাকে ॥১৩॥

#### রামাত্রজভায্য—

অপ্রকাশঃ জ্ঞানান্তদয়ঃ। অপ্রবৃত্তিঃ
চ স্তর্কতা। প্রমাদঃ অকার্যপ্রবৃত্তিফলম্ অনবধানম্। মোহঃ বিপরীতজ্ঞানম্। এতানি তমসি প্রবৃদ্ধে
জায়তে; প্রতৈঃ তমঃ প্রবৃদ্ধম্ ইতি
বিস্থাৎ ॥১৩॥

#### বঙ্গান্তুরাদ—

অপ্রকাশ অর্থাৎ জ্ঞানের অক্সদর
(অজ্ঞান), অপ্রবৃত্তি অর্থাৎ স্তব্ধতা
বা নিশ্চেষ্টতা, প্রমাদ অর্থাৎ অবর্তব্য
বিষয়ে প্রবৃত্তির কারণক্রপ অসাবধানতা,
মোহ অর্থাৎ বিপরীত জ্ঞান। ইহারা ত্যো
গুণের বিবৃদ্ধি হইলে উৎপন্ন হয়। অর্থাৎ
এই সকল লক্ষণ দারা বুঝিতে হইবে যে
ত্যো<sup>গু</sup>ণ বৃদ্ধি হইয়াছে ॥১৩॥

## যদা সত্ত্বে প্রবৃদ্ধে তু প্রলয়ং যাতি দেহভূৎ। তদোত্তমবিদাং লোকানমলান প্রতিপদ্মতে ॥১৪॥

#### সরলার্থ-

সত্ত্তণের বিবৃদ্ধিদশায় দেহীর দেহত্যাগ হইলে সে দেহাত্তে আত্মতত্ত্তের অজ্ঞানরহিত পরিশুদ্ধ গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে ॥১৪॥

#### রামান্তজভাগ্য —

যদা সন্ত্রং প্রাবৃদ্ধং তদা সত্ত্বে প্রবৃদ্ধে দেহভূৎ প্রলয়ং মরণং যাতি চেদ্ উত্তমবিদাম্ উত্তমতত্ত্ববিদাম্ যাথান্ম্যবিদাং লোকান্ সমূহান্ অমলান্ মলরহিতান্ অজ্ঞানরহিতান্ প্রতিপন্ততে প্রাপ্নোতি। সত্ত্বে প্রবৃদ্ধে তু মৃতঃ আত্মবিদাং কুলেমু জনিত্বা জের গৃহে জন্ম গ্রহণ করিয়া আল্পজানের আত্মযাথাত্ম্যজ্ঞানসাধনেষু পুণ্য-কর্মস্থ অধিকরোতি ইতি ভবতি ॥১৪॥

সত্তণের বিরুদ্ধ দশায় দেহীর দেহত্যগ

হইলে দে দেহাতে উত্তন আত্মতত্ত্ব-

माधनक्र प्राक्तर्यत व्यक्षिकाती रय ॥ 28॥

## রজসি প্রলয়ং গত্বা কর্মসঙ্গিষু জায়তে। তথা প্রলীনস্তমসি মূঢ়যোনিষু জায়তে ॥১৫॥

#### সরলার্থ-

রজোগুণের প্রবৃদ্ধিকালে মৃত্যু হইলে রজোগুণী জীব কাম্যকর্মে আসক্ত এবং রত লোকগণের কুলে জন্মগ্রহণ করে। তমোগুণের প্রবৃদ্ধিকালে মৃত্যু হইলে জীব ( কুকুর শ্কর প্রভৃতি ) জ্ঞানহীন জোনিতে জনগ্রহণ করে ॥>৫॥

#### রামানুজভায্য-

লোভঃ স্বকীয়দ্রব্যস্থ অত্যাগশীলতা। প্রবৃত্তিঃ প্রয়োজনম্ অমুদিশ্য অপি চলনস্বভাবতা। আরভঃ
কর্মণাং ফলসাধনভূতানাং কর্মণাম্
আরন্তে উভোগঃ। অশমঃ ইন্দ্রিয়ামুপরতিঃ। স্পৃহা বিষয়েচ্ছা।
এতানি রজি প্রবৃদ্ধে জায়ন্তে। যদা
লোভাদয়ো বর্তন্তে, তদা রজঃ
প্রবৃদ্ধম্ ইতি বিভাদ্ ইত্যর্থঃ॥১২॥

#### বঙ্গান্তবাদ—

নিজ দ্রব্যকে ত্যাগ করিতে না পারার প্রয়োজন না স্বভাবকে লোভ বলে। থাকিলেও (তৃনচ্ছেদ, অঙ্গকম্প প্রভৃতি) উদ্দেশ্যহীন চলনস্বভাবকে প্রবৃত্তি বলা উপায়রূপী কর্মের ফলপ্রাপ্তির উত্যোগের নাম কর্মারন্ত। অবিরত ইন্দ্রিয়-কার্যের নাগ অশ্য। বিষয় ভোগের ইচ্ছার নাম স্পৃহা। রজোভণ প্রবৃদ্ধ হইলে এই সকল লক্ষণ উৎপন্ন হয়, অর্থাৎ যখন লোভ প্রভৃতি লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে তখন রজোগুণ বৃদ্ধি হইয়াছে कानित्व ॥>>॥

## অপ্রকাশোহপ্রবৃত্তিশ্চ প্রমাদোমোহ এব চ। তমস্থেতানি জায়ত্তে বিবৃদ্ধে কুরুনন্দন॥১৩॥

#### সরলার্থ ---

হে অজুন, তমোগুণের বির্দ্ধি হইলে অজ্ঞান, ( অজ্ঞানের জন্ম কর্ত্ব্য কর্মে)
প্রমাদ ( ভ্রম ) এবং মোহ ( বিপরীত জ্ঞান ) উৎপন্ন হইয়া থাকে ॥১৩॥

#### রামানুজভাষ্য-

অপ্রকাশঃ জ্ঞানানুদরঃ। অপ্রবৃত্তিঃ

চ স্তর্ধতা। প্রমাদঃ অকার্যপ্রবৃত্তি
ফলম্ অনবধানম্। মোহঃ বিপরীতজ্ঞানম্। এতানি তমসি প্রবৃদ্ধে
জারন্তে; এতিঃ তমঃ প্রবৃদ্ধম্ ইতি
বিস্তাৎ ॥১৩॥

#### বঙ্গানুবাদ—

অপ্রকাশ অর্থাৎ জ্ঞানের অমুদর
(অজ্ঞান), অপ্রবৃত্তি অর্থাৎ স্তর্কতা
বা নিশ্চেপ্টতা, প্রমাদ অর্থাৎ অকর্তব্য
বিষয়ে প্রবৃত্তির কারণরূপ অসাবধানতা,
মোহ অর্থাৎ বিপরীত জ্ঞান। ইহারা ত্যো
ভণের বিবৃদ্ধি হইলে উৎপন্ন হয়। অর্থাৎ
এই সকল লক্ষণ দ্বারা বুঝিতে হইবে যে
ত্যোভণ বৃদ্ধি হইয়াছে ॥১৩॥

## যদা সত্ত্বে প্রবৃদ্ধে তু প্রলয়ং যাতি দেহভূৎ। তদোত্তমবিদাং লোকানমলান্ প্রতিপদ্মতে ॥১৪॥

#### সরলার্থ-

সত্বপ্তণের বিবৃদ্ধিদশায় দেহীর দেহত্যাগ হইলে সে দেহাত্তে আত্মত**ত্ত্**জের অজ্ঞানরহিত পরিশুদ্ধ গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে॥১৪॥

#### রামান্তজভাগ্য —

যদা সন্ত্বং প্রবৃদ্ধং তদা সত্ত্বে প্রবৃদ্ধে দেহভূৎ প্রলায় মরণং যাতি চেদ্ উত্তমবিদাম্ উত্তমতত্ত্ববিদাম্ আত্মযাথাত্ম্যবিদাং লোকান্ সমূহান্ অমলান্ মলরহিতান্ অজ্ঞানরহিতান্ প্রতিপ্রত প্রাপ্রোতি। সত্ত্বে প্রবৃদ্ধে তু মৃতঃ আত্মবিদাং কুলেমু জনিত্বা আত্মযাথাত্ম্যজ্ঞানসাধনেমু পুণ্য-কর্মস্থ অধিকরোতি ইতি উক্তং ভবতি ॥১৪॥

#### বঙ্গান,বাদ--

সত্ত্ণের বিবৃদ্ধ দশায় দেহীর দেহত্যগ

হইলে সে দেহান্তে উত্তম আত্মতত্ত্ব-

জের গৃহে জন্ম গ্রহণ করিয়া আত্মজ্ঞানের

नाथनक्रे पूर्गुक्टर्मत व्यक्षिकाती रुग्न ॥ > 8॥

# রজসি প্রলমং গত্বা কর্মসঙ্গিষু জায়তে। তথা প্রলীনস্তমসি মূঢ়খোনিষু জায়তে ॥১৫॥

#### সরলার্থ—

রজোগুণের প্রবৃদ্ধিকালে মৃত্যু হইলে রজোগুণী জীব কাম্যকর্মে আসক্ত এবং রত লোকগণের কুলে জন্মগ্রহণ করে। তমোগুণের প্রবৃদ্ধিকালে মৃত্যু হইলে জীব (কুকুর শুকর প্রভৃতি) জ্ঞানহীন জোনিতে জন্মগ্রহণ করে ॥১৫॥

#### রামান্থজভায্য—

রজনি প্রবৃদ্ধে মরণং প্রাপ্য ফলার্থং কর্ম কুর্বতাং কুলেমু জায়তে; তত্র জনিত্বা স্থগাদিফলসাধনকর্মস্থ অধিকরোতি ইত্যর্থঃ।

তথা তমসি **প্রার্ক্তে মৃতে।** মৃচ্যোনিষ্
শ্বস্**শৃকরাদিযোনিষু** জায়তে; সকলপুরুষার্থারম্ভানর্হো জায়তে
ইত্যর্থঃ ॥১৫॥

#### বঙ্গান্তবাদ ---

রজোগুণের প্রবৃদ্ধিকালে মৃত্যু হইলে কান্যকর্মে আসক্ত এবং রত লোকগণের কুলে জন্মগ্রহণ করে এবং সেই সকল কুলে জন্ম হেতু স্বর্গাদি ফলপ্রাপ্তির উপায় স্করপ বিবিধ কর্মের অধিকারী হইয়া থাকে।

ত্যোগুণের প্রবিদ্ধকালে মৃত্যু হইলে জীব কুকুর শৃকর প্রভৃতি জ্ঞানহীন যোনিতে জন্মগ্রহণ করে, এবং সেজন্ত সমস্ত প্রবার্থ সাধনের অযোগ্য হইয়া থাকে ॥১৫॥

## কর্মণঃ স্থকৃতস্থান্তঃ সাম্বিকং নির্মলংফলম্। রজসস্ত ফলং তুঃথমজ্ঞানং তমসঃ ফলম্॥১৬॥

#### সরলার্থ —

সন্থাদি ত্রিগুণের পরিণামজ্ঞ ব্যক্তিগণ বলিয়া থাকেন যে সান্থিক কর্মের ফল উত্তরোত্তর সান্থিক গুণের বৃদ্ধি এবং মনের নির্মলতা, রাজসিক গুণের পরিণাম ছঃথ এবং তামসিক গুণের পরিণাম উত্তরোত্তর অজ্ঞানতা ॥১৬॥

#### রামানুজভায্য—

এবং সম্বর্দ্ধী মরণম্ উপগম্য আত্মবিদাং কুলে জাতেন অনুষ্ঠিতম্ম অকতম্ম ফলাসন্ধিরহিতম্ম মদারাধনরপশ্ম কর্মণঃ ফলং পুনঃ আপি ততঃ অধিকসম্বজনিতং নির্মলং দুঃখগন্ধরহিতং ভবতি, ইতি আহঃ সম্বস্ত্বণপরিণামবিদঃ।

#### বঙ্গানুবাদ—

পূর্ব ছইটি শ্লোকোক্ত প্রকারে, সত্ত্বতথের বির্দ্ধিকালে মৃত হইয়া আত্মত্রানিগণের কুলে জন্মের জন্ম পুরুষ
কলাভিসন্ধিরহিত আমার আরাধনারূপ
স্থক্কত কর্মের অন্থর্চান করিয়া থাকেন।
এইরূপ স্থক্কত কর্মের ফলস্বরূপ পুনরায়
পূর্বাপেক্ষাও সান্ত্বিক গুণসম্পন্ন এবং নির্মল
অর্থাৎ ত্বঃখলেশরহিত হইয়া থাকেন —
সন্থ্রণের পরিণাম-জ্রাতাপুরুষেরা এইরূপ
বলিয়া থাকেন।

অন্ত্যকালপ্রবৃদ্ধশু রজসঃ তু ফলং ফলসাধনকর্মসঞ্জিকুলে জন্ম, ফলা-ভিসন্ধিপূর্বককর্মারম্ভতৎফলামুভব-পুনজ ন্মরজোবৃদ্ধিফলাভিসন্ধিপূর্বক-কর্মারম্ভপরম্পরারূপং সাংসারিকং ছঃখপ্ৰায়ম্ এব ইতি আছঃ তদ্-গুণযাথাত্ম্যবিদঃ।

অজ্ঞানং তমসঃ ফলম্ ; এবম্ অন্ত-কালপ্রবৃদ্ধস্থ ত্যসঃ ফলম্ অজ্ঞান-পরম্পরারপেষ্ ॥১৬॥

মৃত্যুকালে রজোগুণ বৃদ্ধির ফল— স্বর্গাদিকাম্য বস্তর প্রাপ্তির উপায়রূপ कर्रा जागक जीरवत कूल जनाधर्ग कता, ফলাভিসন্ধি পূর্বক কর্মের অন্তান করা, এবং এইরূপ কর্মের ফলভোগ করা। পুনরায় (রজোভণীর গৃহে) জন্মগ্রহণ, রজোগুনের প্রবৃদ্ধি, তাহার ফলে অধিক ফলাভিদন্ধিপূর্বক কর্মাস্থান —এইপ্রকার পরম্পরারূপ পুনঃ পুনঃ ছঃখবছল সাংসারিক জীবন প্রাপ্তি — রজোগুণের পরিণামজ্ঞ পুরুষেরা এইরূপ বলিয়া থাকেন।

এইরূপ মৃত্যুকালে তমোগ্ণ বৃদ্ধির ফল হইতেছে অজ্ঞান পরস্পরা ( পুনঃ পুনঃ উত্তরোত্তর অজ্ঞ বা মৃঢ় যোনিতে জন্ম-গ্ৰহণ ) ॥১৬॥

রামান্থজভাষ্য —

লাদিফলং কিম্ ইতি অত্র আহ — বিলতেছেন —

রামানুজভাষ্য —

তদ্ অধিকসম্বাদিজনিতং নির্ম
তিদ্ আধিকসম্বাদিজনিতং নির্ম
নির্মল আদি ফল কি প্রকার তাহাই

সন্থাৎ সঞ্জায়তে জ্ঞানং রজসো লোভ এব চ। প্রমাদমোহো ভমসো ভবতোহজানমেব চ ॥১৭॥

সরলার্থ---

আত্মবিদকুলে পুনঃ পুনঃ জন্মেরজন্ম ক্রমশঃ সত্মাদিগুণের বিবৃদ্ধি স্বারা আত্ম যথান্য জ্ঞান উৎপন্ন হয়। রাজসিক কুলে-পুনঃ পুনঃ জন্ম প্রভৃতির জন্ম ক্রমশঃ রজোগুণের প্রবৃদ্ধি দারা স্বর্গাদি ফলে অধিকতর আসক্তি জন্মায়। চণ্ডালাদি অজ্ঞ যোনিতে পুনঃ পুনঃ জন্মের জন্ম তামসিক পুরুষের প্রমাদ মোহ এবং অজ্ঞান উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়া থাকে ॥১৭॥

#### রামানুজভাষ্য—

এবং পরক্পরয়া জাতাদ্ অধিকসত্ত্বাদ্ আত্মহাথাত্ম্যাপরোক্ষরূপং
জ্ঞানং জায়তে। তথা প্রবৃদ্ধাদ্ রজসঃ
স্থর্গাদিফললোভঃ জায়তে; তথা
প্রবৃদ্ধাৎ চ তমসঃ প্রমাদঃ অনবধাননিমন্ত্রাসৎকর্মণি প্রবৃদ্তিঃ, ততঃ চ
মাহো বিপরীতজ্ঞানম্. ততঃ চ
অধিকতরং তমঃ, ততঃ চ অজ্ঞানং
জ্ঞানাভাবঃ ॥১৭॥

#### বঙ্গানুবাদ—

এই প্রকার পরম্পরা দারা ক্রমশঃ
সত্ত্বণের আধিক্যের জন্ম আদ্বন্তর যথার্থ
স্বরূপের প্রত্যক্ষ দর্শনর্মপ জ্ঞান উৎপন্ন হয়।
সেইরূপ রজোগুণের উত্তরোত্তর আধিক্যহেতু স্বর্গাদি ফলে লোভ উৎপন্ন হয়।
এবং তমোগুণের ক্রমাধিক্যহেতু প্রমাদ
অর্থাৎ অসাবধানতাজনিত অসৎ কর্মের
প্রবৃত্তি, তজ্জন্ম মোহ অর্থাৎ বিপরীত
জ্ঞান এবং এই মোহের জন্ম তমোগুণের
অধিকতর বৃদ্ধি এবং এই তমোবৃদ্ধির জন্ম
অজ্ঞান অর্থাৎ জ্ঞানের অভাব উৎপন্ন
হয়॥১৭॥

## উদ্ধিং গচ্ছন্তি সম্বস্থা মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসাঃ। জঘন্যগুণবৃত্তিস্থা অধো গচ্ছন্তি তামসাঃ ॥১৮॥

#### সরলার্থ —

সত্ত্বণনিষ্ঠ পুরুষগণ উত্তরোত্তর উত্তম অবস্থা প্রাপ্ত হন। রজোগুণনিষ্ঠ পুরুষগণ উদ্ধালোক এবং অধঃ লোকের মধ্যন্ত দেশে অবস্থান করে এবং তমগুণী পুরুষগণ জ্বস্থ তামসিক কার্য্যের অম্ষ্ঠান করিতে করিতে উত্তরোত্তর নিকৃষ্ট যোনি প্রাপ্ত হয়॥১৮॥

#### রামানুজভাষ্য —

এবম্ উক্তেন প্রকারেণ সভ্ত্যা উর্দ্ধং গচ্ছতি ক্রমেণ সংসারবন্ধাৎ মোক্ষং গচ্ছত্তি। রজসঃ স্বর্গাদি-দললোভকরত্বাদ্ রাজসাঃ ফলসাধন-

#### বঙ্গান্তবাদ —

উপরোক্ত প্রকারে সত্ত্বণী পুরুষগণ (উত্তরোত্তর) উর্দ্ধলোক প্রাপ্ত হন, অর্থাৎ এই সংসারবন্ধন হইতে ক্রমশঃ উদ্ধলোক প্রাপ্ত হইয়া পরিশেষে এই বন্ধন মুক্ত হইয়া মোক্ষধাম প্রাপ্ত হন। রজোগুণ স্বর্গাদি প্রাপ্তির জন্ম লোভ উৎপন্ন করে বলিয়া রজোগুণী পুরুষগণ ভূতং কর্ম অনুষ্ঠায় তৎফলম্ অনুভূয় পুনঃ অপি জনিত্বা তদপেক্ষিতং
কর্ম অনুতিষ্ঠন্তি ইতি মধ্যে তিষ্ঠন্তি,
পুনরাবৃত্তিরূপতয়া ছঃখপ্রায়ম্ এব
তৎ।

তামসাঃ তু জবগণ্ডণর্ভিস্থা উত্তরোত্তরনিরুপ্টতমোগুণর্ভিমু স্থিতা অধাে
গচ্ছন্তি। অন্ত্যজন্ধন, ততঃ তির্বজ্জ্বন,
ততঃ কমিকীটাদিজন্ম, ততঃ
স্থাবরত্বন, ততঃ অপি গুল্পালভাত্বন,
ততঃ চ শিলাকান্ঠলোপ্ট্রতৃণাদিত্বং
গচ্ছন্তি ইত্যর্থঃ ॥১৮॥

তত্তৎ ফলপ্রাপ্তির উপায়ভূত কর্মের অহুষ্ঠান করিয়া তদত্বরূপ ফলভোগ করে, ফলভোগান্তে পুনরায় জন্মগ্রহণ করিয়া নিজ রজোগুণের অমুরূপ কর্ম করিয়া থাকে; অতএব এইরূপ পুরুষেরা উৰ্দ্ধ এবং অধোলোকের মধ্যে অবস্থিত থাকে। এইরূপ অব-**স্থিতি** मःभादि श्रेनः পুনঃ গতির কারণ বলিয়া ছঃখবছলই

তামসিক পুরুষগণ নীচ গুণের অন্থর্মপ আচরণশীল অর্থাৎ উন্তরোক্তর নিরুষ্ট তমো-গুণের অন্থর্মপ কর্মের অন্থর্চানকরতঃ ক্রমশঃ অধােগতি প্রাপ্ত হয়। অভিপ্রায় এই যে প্রথমে চণ্ডালাদি অন্তাজ যােনি তৎপরে পশু প্রভৃতি তির্যক্ যােনি, তৎপরে ক্রমি কীটাদি যােনি, তৎপরে বৃক্ষাদি স্থাবর যােনি, তৎপরে গুলা-লতা তৃণ যােনি, পরিশেষে শিলা, কাঠ, লােষ্ট্র প্রভৃতি রূপ প্রাপ্ত হয় ॥১৮॥

#### রামানুজভাষ্য—

আহারবিশেবৈঃ ফলাভিসন্ধিরহিতস্থক্কতবিশেবৈঃ চ পরম্পরয়া
প্রবর্ধিতসন্ত্বানাং গুণাত্যয়দ্বারেণ
উদ্ধাযনপ্রকারম আহ —

#### বঙ্গাহুবাদ—

বিশিষ্ট আহার এবং ফলাসক্তিরহিত
সৎকার্যের দারা গাঁহাদের সত্ত্বগুণ ক্রমশঃ
প্রবৃদ্ধ হইয়াছে তাঁহারা কি প্রকারে রজঃ
এবং তমোগুণকে পরাভূত করিয়া উর্দ্ধে
গ্রুমন করেন তাহা বলিতেছেন—

নান্তং গুণেভ্যঃ কর্ত্তারং যদা জন্তানুপশ্যতি। গুণেভ্যশ্চ পরং বেত্তি মন্তাবং সোহধিগচ্ছতি ॥১৯॥

#### সরলার্থ ---

সত্ত্বগুণের অত্যন্ত প্রবৃদ্ধ দশায়, যখন দ্রষ্টা জীবাত্মা প্রকৃতি এবং আত্মস্বরূপের বিচার দারা সন্থাদির প্রাকৃত গুণত্রয়কেই যাবৎ কর্মের একমাত্র কর্জা বলিয়া দেখিতে পান, এবং আত্মবস্তুকে গুণত্রয় হইতে অতিরিক্ত এবং অকর্জা বলিয়া স্কুস্পষ্ট জানিতে পারেন তখন তিনি প্রকৃতি হইতে অতিরিক্ত পরিশুদ্ধ জ্ঞানাকার আমার যে ভাব সেই ভাব প্রাপ্ত হন ॥১৯॥

রামানুজভাষ্য—

এবং সান্ত্বিকাহারসেবরা ফলাভিসন্ধিরহিতভগবদারাধনরপকর্মান্ত্রঠানৈঃ চ রজস্তমসী সর্বাত্মনা
অভিভূয় উৎকৃষ্টসন্থনিঠো যদা ভায়ং
দ্রুষ্টা গুণেভ্যঃ অন্তং কর্তারং ন অনুপশুতি;
গুণা এব স্বান্ত্যগুণপ্রবৃত্তিমু কর্তারঃ
ইতি পশ্যতি, গুণেভ্যঃ চ পরং বেন্তি,
কতৃভ্যো গুণেভ্যঃ চ পরম্ ভাল্যম্
ভাল্যানম্ অকর্তারং বেন্তি, দ মন্তাবম্
অধিগচ্ছতি, মম যো ভাবঃ তম্
ভাধিগচ্ছতি।

এতদ্ উক্তং ভবতি আত্মনঃ
স্বতঃ পরিশুদ্ধস্বভাবস্থ পূর্বপূর্বকর্মমূলগুণসঙ্গনিমিত্তং বিবিধকর্মস্ব
কতৃত্বম্, আত্মা স্বতঃ তু অকর্ত্তা
অপরিচ্ছিম্নজ্ঞানৈকাকারঃ ইতি এবম্
আত্মানং যদা পশ্যতি, তদা মন্তাবম্
অধিগচ্ছতি ইতি ॥১৯॥

#### বঙ্গান্থবাদ-

এইপ্রকার সাত্ত্বিক আহার দার। এবং ফলাভিসন্ধিরহিত ভগবদারাধনারূপ ( নিত্য নৈমিভিক ) কর্মানুষ্ঠানের দারা রজঃ এবং তমোগুণকে সর্বপ্রকারে পরাভূত করিয়া সত্ত্ত্তণ অত্যন্ত প্রবৃদ্ধ হইলে এই উৎকৃষ্ট সাভ্বিক দ্রষ্টা পুরুষ যখন ( প্রাকৃত) ত্রিগুণ হইতে অতিরিক্ত অন্ত কর্ত্তাকে দেখিতে পান না—অর্থাৎ এই ত্রিগুণই নিজ নিজ অমুরূপ প্রবৃত্তির কর্ত্তা বলিয়া দেখিতে পান, এবং এই ত্রিগুণ হইতে অতিরিক্ত অন্ত আর একটি বস্তকে জানিতে পারেন, অর্থাৎ কর্তারূপী এই গুণত্রয় হইতে অন্ত আর একটি অকর্তা আত্মবস্তুকে জানিতে পারেন, আমার ভাব প্রাপ্ত হন অর্থাৎ আমার যে ভাব তিনি সেই ভাব প্রাক্ত হন।

অভিপ্রায় এই যে আত্মা স্বরূপতঃ
পরিশুদ্ধ স্বভাব বিশিষ্ট বস্তু পূর্ব পূর্ব
কর্ম জনিত সম্ভাদি ত্রিগুণের সম্বন্ধহেতু
এই আত্মবস্তর বিভিন্ন কর্মবিষয়ে কর্তৃত্ব
হইয়া থাকে। এই আত্মবস্তু কিন্তু স্বরূপতঃ
অকর্ত্তা এবং অপরিচ্ছিন্ন জ্ঞানাকার এই
প্রকারে আত্মাকে যিনি দর্শন করেন তিনি
আমার ভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥১৯॥

#### রামান্থজভাষ্য —

কভ্ভ্যা গুণেভ্যঃ অন্তম্ অকর্তারম্ আত্মানং পশ্যন্ ভগবদ্-ভাবম্ অধিগচ্ছতি ইতি উক্তম্, স ভগবদ্ভাবঃ কীদৃশঃ ? ইতি অত্র আহ —

## বঙ্গানুবাদ-

কর্তারূপ (সত্থাদি) ত্রিগুণ হইতে অতিরিক্ত অকর্তা আত্মবস্তুটির দর্শন করিয়া দ্রপ্তা জীব ভগবদ্ভাব প্রাপ্ত হন—ইহা পূর্ব্ব শ্লোকে কথিত হইয়াছে। সেই ভগবদ্ভাব যে কি প্রকার তাহাই এই শ্লোকে বলিতেছেন।

## গুণানেতানতীত্য ত্রীন্ দেহী দেহসমূদ্ভবান্। জন্মমৃত্যুজরাত্বঃখৈবিমুক্তোহমৃতমশ্বুতে ॥২০॥

সরলার্থ —

জীবাত্মা দেহ হইতে উৎপন্ন প্রাকৃত এই সন্থাদি গুণুত্ররকে অতিক্রম করিয়া জন্ম মরণ বার্দ্ধক্য প্রভৃতি দেহসম্বন্ধ জনিত সমস্ত ত্বঃখ হইতে বিমুক্ত হইয়া অমৃতরূপ আত্মাকে অমুভব করে ॥২০॥

#### রামানুজভাষ্য —

তারং দেহী দেহসমুদ্তবান্ দেহাকারপরিণতপ্রকৃতিসমুদ্ভবান্ এতান্ সম্থাদীন্ ত্রীন্ গুণান্ অতীত্য তেভ্যঃ চ
তাত্ত্যম্ জানৈকাকারম্ আত্মানং
পশ্যন্ জনমৃত্যুজরাছঃখৈঃ বিমুক্তঃ অমৃতম্
তাত্মানম্ অনুভবতি; এষ মন্তাব
ইত্যর্থঃ ॥২০॥

#### বঙ্গান্তবাদ —

এই জীবালা শরীর হইতে উৎপন্ন
অর্থাৎ দেহরূপে পরিণত প্রকৃতি হইতে
উৎপন্ন (প্রাকৃত) সন্থাদি এই গুণত্রয়কে
অতিক্রম করিয়া তদতিরিক্ত জ্ঞানাকার
আত্মবস্তর দর্শন লাভ করেন। তদনস্তর
জন্ম মৃত্যু বার্দ্ধক্য প্রভৃতি ছঃখ হইতে
বিমুক্ত হন এবং অমৃতকে (অমৃতরূপ
পরিশুদ্ধ আত্মবস্তকে) অমুভব করেন।
ইহাই (অমৃতস্বরূপ পরিশুদ্ধ বস্তু-যাথাল্যই)
আমার ভাব ॥২০॥

রামাত্রজভায্য---

অথ গুণাতীতশু স্বরূপসূচনা-চারপ্রকারং গুণাত্যয়হেতুং চ পৃচ্ছন্ অর্জ্জুন উবাচ --

#### বঙ্গানুরাদ--

অনন্তর গুণাতীত পুরুষের স্বরূপ,
লক্ষণ ও আচরণ যে কি প্রকার এবং কি
উপায়ে এই ত্রিগুণ অতিক্রম করা যায়,
অজ্রন তাহাই জিজ্ঞাদা করিতেছেন —

ত্তর্ন উবাচ কৈর্লিস্কৈন্ত্রীন্ গুণানেতানতীতো ভবতি প্রভো। কিমাচারঃ কথং চৈতাংস্ত্রীন্ গুণানতিবর্ত্ততে ॥২১॥

#### সরলার্থ-

অর্জুন কহিলেন হে প্রভু, এই ত্রিগুণাতীত পুরুষকে কোন্ কোন্ আভ্যন্তরীণ লক্ষণ দ্বারা এবং কি কি আচার বা বাহ্যিক লক্ষণ দ্বারা জানিতে পারা যায় ? কি কি উপায়ে এই গুণত্রয়কে অতিক্রম করা যায় ? ॥২১॥

#### রামানুজভায্য—

সন্ধাদীন্ ত্রীন্ গুণান্ এতান্ অতীতঃ
কৈঃ লিকৈঃ কৈঃ লক্ষণৈঃ উপলক্ষিতো
ভবতি কিমাচারঃ কেন আচারেণ
যুক্তঃ অসো ? অস্ত স্বরূপাবগতেঃ
লিক্ষভূতাচারঃ কীদৃশঃ ইত্যর্থঃ।
কথং চ এতান্ কেনোপায়েন সন্ধাদীন্
ত্রীন্ গুণান্ অতিবর্জতে ? ॥২১॥

#### বঙ্গান্থবাদ---

এই সন্থাদি ত্রিগুণাতীত পুরুষ কি কি
লক্ষণযুক্ত হন এবং কিরূপ আচরণশীল
হন, অর্থাৎ এইরূপ স্বরূপজ্ঞ পুরুষের
স্বরূপ লক্ষণ কি প্রকার এবং বাহাচারই
বা কি প্রকার ? কি উপায়েই বা সন্থাদি
এই গুণত্রয়কে অতিক্রম করা যায় ? ॥২১॥

## প্রীভগবান উবাচ প্রকাশঞ্চ প্রবৃত্তিঞ্চ মোহমেব চ পাণ্ডব। ন দ্বেষ্টি সংপ্রবৃত্তানি ন নির্ত্তানি কাজ্ফতি ॥২২॥

#### সরলার্থ-

দ্বিতীয় অধ্যায়ে ৫৪ শ্লোকে "স্থিতপ্রজ্ঞস্থ কা ভাষা" এই প্রশ্নের উত্তরে এইরূপ স্থিতপ্রজ্ঞ প্রুষের লক্ষণ এবং আচার বিষয়ে উপদেশ দেওয়া সত্ত্বেও এস্থলে অর্জুন এই বিষয়ে পুনরায় প্রশ্ন করিলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রকারান্তরে অতঃপর ৬টা শ্লোকে ইহার উত্তর দিতেছেন।

হে অর্জুন আত্মব্যতিরিক্ত বস্ত ছ্ইপ্রকার ইপ্ত এবং অনিপ্ত। অনিপ্ত সাধনে প্রবৃত্ত দিগের প্রতি দেব এবং ইপ্ত সাধন নির্ভ হইলে তৎ প্রাপ্তির প্রতি আকাজ্জা সংসারে প্রসিদ্ধ কিন্তু ত্রিগুণাতীত পুরুষ অনিপ্ত সাধনে প্রবৃত্ত সত্ত্ব রক্ত এবং তমোগুণের প্রকাশাদি কার্য্যে (ছংখবৃদ্ধিরহিত বলিয়া) দেব করেন না এবং ইহারা ইপ্তসাধনে নির্ভ হইলেও (স্থবৃদ্ধিরহিত বলিয়া) পুনরায় ইহাদের আকাজ্জা করেন না। অর্থাৎ গুণাতীত পুরুষের আত্মা ভিন্ন অন্ত সমস্ত বস্ততে ইপ্তানিপ্ত বৃদ্ধি ত্যাগ হইয়া যায়, স্থতরাং তাহাদের অনিপ্ত সাধনে প্রবৃত্ত হইলেও ছংখবৃদ্ধি না থাকায় দ্বেষ হয় না এবং ইপ্তবস্তু নিবৃত্তিতে পুনঃ প্রাপ্তির জন্ত আকাজ্জা থাকে না॥২২॥.

#### রামানুজভাষ্য-

আত্মব্যতিরিক্তেমু বস্তমু জনি-প্টেমু সংপ্রবৃত্তানি সম্বরজন্তমসাং কার্যাণি প্রকাশপ্রবৃত্তিমোহাখ্যানি

#### বঙ্গান্তবাদ ---

যে পুরুষ আত্মব্যতিরিক্ত বিষয়াবলীর মধ্যে অনিষ্ট বিষয়ে প্রবৃত্ত সত্ত্ব রক্ত এবং তমোগুণের কার্যরূপ প্রকাশ প্রবৃত্তি এবং মোহের প্রতি দ্বেষ করেন না, যো ন ছেটি তথা আত্মব্যতিরিক্তেমু ইট্টেমু বস্তমু তানি এব নির্তানি ন কাজ্জতি ॥২২॥

এবং আত্মব্যতিরিক্ত ইষ্টবস্ত বিষয়ে এই সন্থাদি ত্রিগুণের কার্য নির্ভ হইয়া গেলেও তাহাদের পুনরায় আকাজ্ফা করেন না। (তিনি গুণাতীত) ॥২২॥

## উদাসীনবদাসীনো গুগৈর্ঘো ন বিচাল্যতে। গুণা বর্জন্ত ইত্যেব যোহবতিষ্ঠতি নেঙ্গতে ॥২৩॥

#### সরলার্থ —

( আত্মদর্শনে সম্বষ্ট এবং তদ্ব্যতিরিক্ত যাবৎ বস্তুতে অনাসক্ত বলিয়া )

যিনি উদাসীনের স্থায় অবস্থিত থাকেন, যিনি দেষ এবং আকাজ্ঞা রহিত বলিয়া সম্থাদি গুণের দ্বারা বিচলিত হন না, সম্থাদি গুণত্রয় নিজ নিজ প্রকাশাদি কার্যে প্রবৃত্ত হয় এইরূপ অহুসন্ধান করিয়া যিনি তুফীভাব অবলম্বন করিয়া থাকেন এবং সেইজন্ম এই সমস্ত সম্থাদি গুণের কার্য্যাহ্বপ্তণ কোন চেষ্টা করেন না (তিনি গুণাতীত) ॥২৩॥

#### রামানুজভাষ্য —

উদাসীনবদ্ আসীনঃ গুণব্যতিরিক্তাদ্মাবলোকনতৃপ্ত্যা অন্তত্ত উদাসীনবদ্ আসীনঃ গুণৈঃ দ্বেষাকাজ্জাদ্বারেণ যোন বিচাল্যতে, গুণাঃ স্বেষু
কার্যেষু প্রকাশাদিষু বর্তন্তে ইতি
অনুসন্ধায় যঃ তুষ্টীষ্ অবতিষ্ঠতে,
ন ইন্সতে, ন গুণকার্যানুগুণং
চেষ্টতে ॥২৩॥

#### বঙ্গান্তবাদ ---

( আঙ্গদর্শনে সম্বন্ধ এবং তদ্ব্যতিরিক্ত যাবৎ বস্ততে অনাসক্ত বলিয়া ) যিনি উদাসীনের খ্যায় অবস্থিত থাকেন, যিনি দ্বেষ এবং আকাজ্ফারহিত বলিয়া সন্থাদি গুণের দ্বারা বিচলিত হন না, সন্থাদি গুণত্রয় নিজ নিজ প্রকাশাদি কার্যে প্রবন্ধ হয় এইরূপ অমুসন্ধান করিয়া যিনি তুঞ্জীভাব অবলম্বন করিয়া থাকেন এবং সেইজন্ম এই সমস্ত সন্থাদিগুণের কার্যামু-গুণ কোন চেষ্টা করেন না (তিনি ত্রিগুণা-তীত ) ॥২৩॥ সমত্বঃখন্থখঃ স্বন্ধঃ সমলোষ্ঠাশ্মকাঞ্চনঃ। তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়ো ধীরস্তল্যনিন্দাত্মসংস্তৃতিঃ॥২৪॥ মানাপমানয়োস্তল্যস্তল্যো মিত্রারিপক্ষয়োঃ। সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী গুণাতীতঃ স উচ্যতে॥২৫॥

#### সরলার্থ —

যে পুরুষ আত্মনিষ্ঠ অতএব প্রাক্কত দৈহিক স্থপে ছংখে সমচিত্ত, অতএব লোই প্রস্তুর স্থবর্ণে সমবৃদ্ধি অতএব প্রিয় অপ্রিয় বস্তুতে সমভাব, যিনি প্রকৃতি এবং আত্মার বিবেকে কুশল বলিয়া ধীর অতএব আত্মনিন্দা এবং আত্মপ্রশংসায় তুল্যবৃদ্ধি ও তজ্জন্ত মান অপমানে সমভাব এবং শক্র ও মিত্রে সমজ্ঞান, দেহ এবং দেহসম্বন্ধীয় সন্থাদি গুণত্তমই সমস্ত কার্য্যেরভের কারণ এবং দেহী প্রকৃতপক্ষে কোন কার্য্যই করেন না এই অনুসন্ধানের জন্ত যিনি কোন কর্মারস্তই করেন না, সেই পুরুষকে গুণাতীত বলা হইয়া থাকে। (এই স্বারম্ভ পরিত্যাগ প্রভৃতি গুণাতীত পুরুষের বাহ্নলক্ষণ, এবং অন্বেষ হইতে শক্র মিত্রে তুল্যবৃদ্ধি প্রতি আন্তর লক্ষণ)
॥২৪,২৫॥

#### রামানুজভায্য—

সমহংখন্থথ হংখন্থখনোঃ সমচিত্তঃ
স্বস্থা স্থানি স্থিতঃ স্বাহ্যিকপ্রিরত্বেন
তদ্যতিরিক্তপুত্রাদিজন্মমরণাদিস্থাতথ্যতিরিক্তপুত্রাদিজন্মমরণাদিস্থাতথ্যতিরক্তপুত্রাদিজন্মমরণাদিস্থাতথ্যপ্রেরাঃ সমচিত্ত ইত্যর্থঃ। তত
এব সমলোষ্ঠাশ্মকাঞ্চনঃ, তত এব চ
ত্ল্যপ্রিয়াপ্রিয়া
বিষয়ঃ। ধীরঃ প্রক্রত্যাত্মবিবেককুশলঃ, তত এব ত্ল্যনিকাল্যগংস্ততিঃ
আত্মনি মনুয়ত্বাত্যতিমানকৃতগুণাতথানিমিত্তত্তিনিক্ষয়োঃ স্বাসম্বন্ধানুসন্ধানেন তুল্যচিত্তঃ, তৎপ্রযুক্তমানাপ্যান্ধোঃ তৎপ্রযুক্ত্মিত্রারিপক্ষয়োঃ

#### বঙ্গান্তুবাদ---

वर्षा९ बाज्ञनिष्ठं वतः बाज्ञारे वक्गाव প্রিয়বস্ত বলিয়া তদ্যতিরিক্ত পুত্রাদি জন্ম-মরণ প্রভৃতি স্থুখ ছঃখ বিষয়ে সমচিত্ত मिरे कार्रा लाड्डे श्रेष्ठत वर स्वर्ग সমবুদ্দি এবং তজ্জ্য প্রিয় এবং অপ্রিয় नियरत जूनार्वृष्ति इन ; यिनि शीत, वर्शा९ প্রকৃতি এবং আত্মার বিচারে পরিপক, সেই কারণে নিজ নিন্দা এবং স্তুতিতে সমভাব, অর্থাৎ স্তুতি এবং নিন্দা মহুযাত্র প্রভৃতি দেহাভিযানজনিত গুণ এবং অগুণের নিমিত্ত হইয়া থাকে, অতএব, দেহাতিরিক্ত আত্মবস্তর সহিত এই স্তুতি বা নিন্দার কোন সমন্ধ নাই এইরূপ অহুসন্ধানপূৰ্বক যিনি স্তুতি এবং নিন্দায় जूनािष्ठ, এই खिं निकांकनिज गांन অপমানে এবং তৎসম্পর্কিত মিত্র এবং অপি স্বসম্বন্ধাভাবাদ্ এব তুল্যচিত্তঃ,
তথা দেহিত্বপ্রযুক্তসর্বারম্ভপরিত্যাগী;
য এবংজুতঃ স গুণাতীত উচ্যতে।
॥২৪, ২৫॥

শক্তর প্রতিও আখার কোন সম্বন্ধ নাই
এই ভাবিয়া যিনি এই সমস্ত বিপরীত
বিষয়ে ভূল্য চিন্ত এবং যিনি দেহী বলিয়া
দেহের সর্বকর্মারন্ডের সহিত সম্বন্ধশৃষ্ঠ
অর্থাৎ স্বারন্ডপরিত্যাগী সেই পুরুষকে
গুণাতীত বলা হইয়া থাকে ॥২৪, ২৫॥

রামান্থজভায়— অথ এবং রূপগুণাত্যয়ে প্রধান-হেতুম্ আহ —

#### বঙ্গানুবাদ--

এই প্রকার গুণাতীত অবস্থা লাভ করিবার প্রধান উপায় যে কি তাহাই এখন কথিত হইতেছে —

মাঞ্চ যোহব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে। স গুণান্ সমতীতৈ্যতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥২৬॥

সরলার্থ ---

যে পুরুষ অব্যভিচারী ঐকান্তিক ভক্তিযোগের দারাও সর্বেশ্বর আমাকে সেবা করিয়া থাকেন তিনি হ্রতিক্রম্য ত্রিগুণকে অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মভাব প্রাপ্তির উপযুক্ত হন ॥২৬॥

রামান্তজভাষ্য—

'নাখাং গুণেভ্য কর্তারম্ (১৪।১৯)
ইত্যাদিনা উজ্জেন প্রকৃত্যাত্মবিবেকামুসন্ধানমাত্রেণ ন গুণাভ্যয়ঃ
সম্পৎস্থতে, তম্ম অনাদিকালপ্রবৃত্তবিপরীতবাসনাবাধ্যমসম্ভবাৎ। মাং
সত্যসংকল্পং পরমকারুণিকম্
আপ্রিতবাৎসল্যজলধিম্ অব্যভিচারেণ ঐকান্ত্যবিশিষ্টেন ভক্তিযোগেন
চ যাং সেবতে, স এতান্ সম্বাদীন্ গুণান্

#### বঙ্গান্থবাদ

"গুণত্রয় ভিন্ন অন্ত কেহ কর্জা নাই"
(১৪।১৯) এই শ্লোকোন্ডি অন্থদারে
কেবলমাত্র প্রকৃতি এবং আত্মাকে বিভিন্ন
বস্ত বলিয়া জ্ঞানের দারাই এই গুণত্রয়কে
অতিক্রম করিতে পারা যায় না, কারণ,
প্রকৃতি এবং আত্মার এই বিবেক-জ্ঞান
অনাদিকাল হইতে প্রবৃত্ত বিপরীত বাসনা
দারা বাধিত বা আর্ড হইয়া যাইতে
পারে। সত্যসঙ্কল্প পরম কারুণিক
আশ্রিতবাৎসল্যজ্জলিধ আমাকে অব্যক্তিচারী ঐকান্তিক শ্রেষ্ঠ ভক্তিযোগের দারাও
বিনি আমার সেবা করেন তিনি ত্বরতিক্রম্য হইলেও এই সন্থাদিগুণ অতিক্রম

তুরত্যরান্ অতীত্য ব্রন্ধভূয়ায় ব্রন্ধায় কল্পতে ব্রন্ধভাবযোগ্যো ভবতি, যথাবস্থিত্ম আত্মানম্ অমৃত্ম্ অব্যয়ং প্রাপ্নোতি ইত্যর্থঃ ॥২৬॥ করিয়া ব্রহ্মভাব প্রাপ্তির উপযুক্ত হন। অভিপ্রায় এই যে, আশার এই প্রকার ঐকান্তিক ভক্ত যথার্থস্বরূপে অবস্থিত অমৃত এবং অব্যয় আত্মাকে প্রাপ্ত হন॥২৬॥

## ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্থাব্যয়স্থ চ। শাশ্বতম্থ চ ধর্মস্থা স্থাব্যেকান্তিকম্ম চ॥২৭॥

সরলার্থ —

ব্রহ্মভাব প্রাপ্তির জন্ম ভক্তিযোগের দারা ভগবদ্দেবার হেতু যে কি তাহাই বলিতেছেন—

যেহেতু অখিল কল্যাণ গুণবিশিষ্ট পরমেশ্বর আমি নিত্য অব্যয় ব্রহ্ম শব্দবাচ্য পরিশুদ্ধ আত্মশ্বরূপের ধারক ও প্রাপক এবং নিত্য অক্ষয় ঐশ্বর্য্যের এবং ঐকান্তিক স্থাবেরও প্রাপক ॥২৭॥

রামানুজভাষ্য—

হি শব্দো হেতো; যম্মাদ্ অহম্
অব্যক্তিচারিভজ্জিযোগেন সেবিতঃ
অমৃতস্থ অব্যয়স্থ চ ব্রহ্মণঃ প্রতিষ্ঠা, তথা
শাখতস্থ চ ধর্মস্থ অতিশয়িতনিত্যৈশর্মস্থ ঐকান্তিক্স স্থাস্থ চ 'বাস্থদেবঃ
সর্বম্' (৭০১৯) ইত্যাদিনা নির্দিষ্টশু
জ্ঞানিনঃ প্রাপ্যস্থ স্থাস্থ ইত্যর্থঃ!

যভাপি শাশ্বতধর্মশব্দঃ প্রাপক-বচনঃ, তথাপি পুর্বোত্তরয়োঃ প্রাপ্র্য-রূপত্বেন তৎসাহচর্যাদ্ অরুম্ অপি প্রাপ্যলক্ষকঃ।

#### বঙ্গানুবাদ—

এই শ্লোকে 'হি' শব্দ হেতু অর্থে উক্ত হইয়াছে। যেহেতু অব্যভিচারী ভক্তির দারা আরাধিত (পরমেশ্বর) আমি অবিনাশী অব্যয় ব্রন্দের প্রতিষ্ঠা (আধার), আবার শাশ্বত ধর্মের এবং অতিশয় নিত্য ঐশ্বর্যের, ঐকান্তিক অথেরও প্রতিষ্ঠা ও (আধার) আমি। অর্থাৎ "বাস্তদেবই আমার প্রাপ্য বস্তু, প্রাপক বস্তু এবং অন্য সমস্ত অভিলবিত বস্তু" (পা১৯)— এই শ্লোকে নির্দিষ্ট জ্ঞানিগণের প্রাপ্য অথেরও আমি প্রতিষ্ঠা।

যদিও 'শাশ্বত ধর্ম' শব্দ প্রাপ্য বস্তুর প্রাপক অর্থে ব্যবস্থত হয়, তথাপি ইহার পূর্বে উক্ত শব্দ 'ব্রহ্মণঃ' এবং পরে উক্ত শব্দ 'ঐকান্তিকক্স স্থখন্স' এই ছইটিই প্রাপ্যবাচক বা ফলবাচক বলিয়া তাহাদের সহিত একত্রে ক্থিত এই 'শাশ্বত ধর্ম' শব্দও এম্বলে ফলবাচক ( অতিশয়িত নিত্য ঐশ্বর্য )। এতদ্ উক্তং ভবতি পূর্বত্র 'দৈবী হেবাগুণমন্ত্রী মন মান্না হ্বব্যুমা। মানেব যে প্রপগ্রন্থে' (৭।১৪) ইত্যারভ্য গুণাত্যমুস্থ তৎপূর্বকাক্ষরৈশ্বর্যভগাব্রপ্রানাং চ ভগবৎপ্রপ্রেয়কোন পার্যভানাঃ প্রতিপাদিতত্বাৎ তদেকান্তভগবৎপ্রপত্ত্যেকোপারে। গুণাত্যম্বঃ তৎপূর্বকত্ত্রকান্তানঃ চ ইতি ॥২৭॥

এই শ্লোকের অভিপ্রায় এই যে — "এই ত্রিগুণময়ী দৈবী মায়া আমারই শক্তি ইহা হ্রতিক্রম্যা, যে আমারই শরণাপর হয় কেবল সেই-ই এই মামাকে অতিক্রম করিতে পারে" (৭।১৪) — এই শ্লোক হইতে আরম্ভ করিয়া পরবর্ত্তী শ্লোকসমূহে ইহাই প্রতিপাদন হইয়াছে যে সত্তাদিগুণের অতীত হইবার, আত্মবস্ত প্রাপ্তির, ঐশ্বৰ্য প্রাপ্তির এবং ভগবৎ-প্রাপ্তির উপায় কেবল মাত্র ভগবৎ-প্রপত্তি (শরণাগতি)। অতএব এই সত্তাদি ত্রিগুণ অতিক্রম করিবার এবং তৎপরে ব্রন্ধভাব লাভ একমাত্র উপায় ঐকান্তিক ভগবৎ-প্রপত্তি ॥২৭॥

ইতি গুণত্রয়বিভাগ-যোগ নামক চতুর্দ্দশ অধ্যায় সমাপ্ত।

## পৃশ্বদেশ অধ্যায় পুরুষোত্তম প্রান্তি-যোগ

রামানুজভাষ্য—

ক্ষেত্রাধ্যারে ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞভূতয়োঃ প্রকৃতিপুরুষয়োঃ স্বরূপং
বিশোধ্য বিশুদ্ধশু অপরিচ্ছিন্নজ্ঞানৈকাকারশু এব পুরুষশু
প্রাকৃতগুণসঙ্গপ্রবাহনিমিত্রো দেবাভ্যাকারপরিণতপ্রকৃতিসম্বন্ধঃ অনাদিঃ
ইত্যুক্তম্।

অনন্তরে চ অধ্যায়ে পুরুষশ্র কার্যকারণোভয়াবস্থপ্রকৃতিসম্বন্ধো গুণসঙ্গমূলো ভগরতা এব কৃতঃ, ইতি উজ্বা গুণসঙ্গপ্রকারং সবিস্তরং প্রতিপাল গুণসঙ্গনিবৃত্তি-পূর্বকাত্মযাথাত্ম্যাবাপ্তিঃ চ ভগ-বম্ভজ্জমূলা ইতি উক্তম্।

#### বঙ্গান্থবাদ —

ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ক্ষেত্র এবং ক্ষেত্রজ্ঞরূপ, প্রকৃতি এবং পুরুষের স্বরূপের বিষয়
পরিক্ষৃটভাবে বর্ণনা করিয়া তৎপরে এই
বিশুদ্ধ অপরিচ্ছিন্ন একমাত্র জ্ঞানাকার
পুরুষের দেবাদির দেহরূপে পরিণত
প্রকৃতির সহিত সংশ্লেষ এই পুরুষের
প্রাকৃত স্ভাদি ত্রিগুণের নিরম্ভর সম্বদ্ধ
জনিত। পুরুষের এই প্রকৃতিসম্বদ্ধ
অনাদি — ইহাই ক্থিত হইয়াছে।

চতুর্দশ অধ্যায়ে, এই পুরুষের কার্যা-বস্থা (স্থল প্রকৃতি) এবং কারণবস্থা ( স্ম প্রকৃতি ) এই উভয় অবস্থাযুক্ত সত্তাদি ত্রিগুণজনিত প্রকৃতির সহিত প্রীভগবানের দ্বারাই সম্বন্ধ এইরূপ বর্ণনা করিয়া, এই স্তাদি প্রকার বিস্তৃতরূপে উপদেশ গুণসঙ্গের দিয়া এই সত্তাদি ভণসঙ্গ নিবৃত্তি এবং আত্মস্বরপের প্রাপ্তি ভগবদ-দারা সাধিত হয় তাহাই বলিয়াছেন।

ইদানীং ভজনীয়স্ত ভগবতঃ
ক্ষরাক্ষরাত্মকবদ্দমুক্তবিভূতিযুক্তস্ত
বিভূতিভূতাৎ ক্ষরাক্ষরপুরুষধয়াৎ
নিখিলহেয়প্রত্যনীককল্যাগৈকতানতয়া অত্যন্তোৎকর্ষরপেণ বিসজাতীয়স্ত পুরুষোর্ষস্থাং চ বক্তুয়্
আরভতে।

তত্ত্র তাবদ্ অসঙ্গর্রপশস্ত্রচ্ছিন্নবন্ধাম্ অক্ষরাখ্যবিভূতিং চ বক্তুং
ছেগ্ররপং বন্ধাকারেণ বিত্তম্
অচিৎপরিণামবিশেষম্ অশ্বথর্ক্ষাকারং কল্পয়ন্ শ্রীভগবান্তবাচ —

এই অধ্যায়ে এখন ক্ষর এবং অক্ষর-क्रि विष्क विषक्ष की वा विषक्ष विषक्ष की वा विषक्ष विषक्य विषक्ष विषक्य विषक्ष विषक्ष विषक्ष विषक्ष विषक्ष विषक्ष विषक्ष विषक्ष विषक्ष বিভৃতিশ্বরূপ বলিয়া এবং অখিল হেয়-গুণের বিরোধী ও কেবল কল্যাণগুণের আধার বলিয়া এই বদ্ধ ও মুক্ত জীব অপেকা অত্যন্ত উৎকৃষ্ট এবং বিলক্ষণ বস্তু গ্রীভগবানকে পুরুষোত্তমরূপে করিতে আরম্ভ করিতেছেন। অভিপ্রায় এই, প্রথমে অসঙ্গরূপ অস্ত্রদারা যাহার বন্ধন ছিন্ন হইয়াছে সেই অক্ষর বস্তু বা মুক্ত জীবরূপ বিভূতির বিষয় বর্ণনা করিবার জন্ম বন্ধনের বস্তর্মপে বিস্তৃত ছেদন বা বিনাশের উপযুক্ত অচিৎ পরিণামরূপী জগৎকে অশ্বথ বস্তর

করিয়া

শ্রীভূগবান

## শ্রীভগবাহুবাচ —

উদ্ধিমূলমধঃশাখমশ্বত্থং প্রান্তরব্যয়ম্। ছন্দাংসি যত্ত্য পর্ণানি যত্তং বেদ স বেদবিৎ ॥১॥

বৃক্ষরপে কল্পনা

বলিয়াছেন ---

সরলার্থ —

এই শ্লোকে সংসার প্রবাহকে অশ্বর্কের সহিত তুলনা করা হইয়াছে।

উর্দ্ধে অবস্থিত সপ্তলোকপরি সত্যলোকবাসী ব্রহ্মা যে রক্ষের মূল এবং নিমে অবস্থিত পৃথিবী প্রভৃতি সপ্তলোক ও তন্মধ্যস্থিত নর, পশু, পক্ষী, কমি, কীট, লতা গুলা প্রভৃতি যাহার শাখা, সেই সংসাররূপ অশ্বথ বৃক্ষ অবিনাশী অর্থাৎ বৈরাগ্যমূলক তত্ত্বজ্ঞান না হওয়া অবধি প্রবাহরূপে চলিতে থাকে এবং সংসার হইতে নিবৃত্তি হয় না। কাম্যকর্মের প্রতিবাদক বেদ (পূর্বকাণ্ড) এই সংসার-রক্ষের পত্রবর্দ্ধক। এই সংসাররূপ অশ্বথ বৃক্ষকে যিনি যথার্থরূপে জানিতে পারেন তিনি বেদের যথার্থ তত্ত্বজ্ঞপুরুষ অর্থাৎ তিনি বৈরাগ্য এবং জ্ঞানের উপযোগী পুরুষ ॥১॥

রামান্তজভায্য-

যং সংসারাথ্যম্ অংখন্ উর্দ্রন্
অধংশাখন্ অব্যায়ং প্রাহঃ প্রাত্তয়ঃ—
'উর্দ্রনাহবাক্শাখ এবোহখথঃ সনাতনঃ।' (কঃ উঃ ২।০০১) 'উর্দ্রন্দনবাক্শাখং বৃক্ষং যো বেদ সংপ্রতি'
(আরণ্য ১০১১) ইত্যান্তাঃ।

সপ্তলোকোপরি নিবিষ্টচতুমুখাদিত্বন তস্ত উর্দ্ধমূলত্বম্, পৃথিবীনিবাসিসকলনরপশুসুগপক্ষিক্মিকীটপতঙ্গন্থাবরান্ততয়া অধঃশাখত্বম্, অসঙ্গহেতুভূভাদ্ আসম্যগ্
ভোনোদয়াৎ প্রবাহরপেণ অচ্ছেত্তত্বেন অব্যয়ত্বম্।

যক্ত **চ অশ্বথন্ত** ছলাংসি পর্ণানি আ**হঃ**; ছন্দাংসি শ্রুতরঃ।

'বায়ব্যং শ্বেত্যালভেত ভূতিকামঃ' (যজু: ২।১।১) ঐল্রাগ্নেকাদশকপালং নির্বপেৎ প্রজাকামঃ' (যজু: কাঃ ২।১) ইত্যাদিশ্রুতিপ্রতিপাদিতেঃ কাম্য-কর্মভিঃ বিবর্ধতে ভায়ং সংসারবৃক্ষঃ; ইতি ছন্দাংসি এব অশু পর্ণান, পরৈঃ হি বৃক্ষো বর্ধতে। বঙ্গান্থবাদ—

"এই সনাতন অশ্বথ উদ্ধ দিকে
মূলবিশিষ্ট এবং নিমে শাখাবিশিষ্ট" "উৰ্দ্ধমূল এবং নিয়শাখাবিশিষ্ট বৃক্ষকে যিনি
অধুনা যথাৰ্থক্তপে জানেন" ইত্যাদি শ্ৰুতি
সকল যে সংসাৱৰূপ অশ্বথ বৃক্ষকে উদ্ধমূল ও নিয়শাখাবিশিষ্ট এবং অব্যয়ৰূপে
বৰ্ণনা ক্রিয়া থাকেন।

সপ্তলোকের উপরে সত্যলোক নিবাসী চতুমুখ ব্রহ্মা এই বৃক্ষের মূলস্বরূপ, সেই-জ্য ইহাকে উদ্বৰ্শবিশিষ্ট বলা হই-এই পৃথিবী, यात्र मञ्च, পশু, মৃগ, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ এবং স্থাবর वृक्षां ि পर्यं अगस जीवमगृश चाता পরিপূর্ণ বলিয়া এই সংসারবৃক্ষকে নিয়শাখা বিশিষ্ট বলা হয়। যে পর্যন্ত না অনা-সক্তিজনক বা বৈরাগ্যজনক জানের উদয় হয় সে পর্যন্ত জীবের এই সংসার-প্রবাহ ছিন্ন হয় না এবং নিরম্ভর চলিতে থাকে বলিয়া ইহাকে অব্যয় বলা হই-য়াছে। ছন্দকে অর্থাৎ বেদকে (সংসাররূপী) অশ্বথ বৃক্ষের পত্ররূপে বলা হইয়া থাকে। তাৎপর্য এই যে "বিভৃতিপ্রাপ্তিকামী বায়ু দেবতাসম্বন্ধী খেতসত্ত্বে विन पित्य" "প্ৰজাকামী পুরুষ ইন্দ্র এবং অগ্নি দেবতার জন্ম এগারটি পত্রকে যজ্ঞের পুরোডাশ অর্পণ করিবে" ইত্যাদি শ্রুতি-প্রতিপাদিত যজ্ঞাদি কান্যকর্মের দারা এই সংসারবৃক্ষ বিশেষরূপে বর্দ্ধিত হয়, এইজন্ত (কর্মকাগুরূপী পূর্বভাগ) বেদকে ইহার পত্র বলা হইয়াছে, কেননা পত্রের দারাই বৃক্ষ বর্দ্ধিত হয়। যিনি এবছুত

যঃ তম্ **এবংভূতম্ অশ্বথং** বেদ
দ বেদবিং, বেদো হি সংসারবৃক্ষশু
ছেদোপায়ং বদতি, ছেগ্রস্থ বৃক্ষশু
স্বরূপজ্ঞানং ছেদনোপায়জ্ঞানোপযোগি ইতি বেদবিদ্ ইতি
উচ্যতে ॥১॥

অশ্বথ বৃক্ষকে জানেন তিনি বেদবিদ্।
কারণ, বেদই এই সংসারবৃক্ষ ছেদনের
উপায় বলিয়াছেন এবং ছেদনযোগ্য এই
সংসার-বৃক্ষের যথার্থ স্বরূপ জ্ঞান এই বৃক্ষ
ছেদনের উপায়বিষয়ক জ্ঞানের সহায়ক
(সংসার যে নশ্বর ছংখবছল প্রভৃতি হেয়
পরিপূর্ণ তাহা উপলব্বিপূর্বক তিষ্বিয়ে
উৎপন্ন বৈরাগ্য সংসারনিবৃত্তির উপযোগী
জ্ঞানোৎপত্তির সহায়ক) ॥১॥

## অধশ্চোর্দ্ধং প্রস্থতান্তন্ত্র শাখা গুণপ্রবৃদ্ধা বিষয়প্রবালাঃ। অধশ্চ মূলান্তনুসন্ততানি কর্মানুবন্ধীনি মনুষ্যলোকে॥২॥

সরলার্থ-

সেই সংসারবৃক্ষ সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের রসিঞ্চন দারা বিবর্দ্ধিত, রূপরসাদি ভোগ্য বিষয় ইহার পল্লব, ইহার মহয়লোকস্থ শাখাসকল হইতে কর্মাক্বত উপশাখাসকল এবং নিমে মহয়াদিলোকে ব্যাপ্ত হইয়া যায় (সংসারী জীব সত্ত্বাদি গুণবিশিষ্ট মনের দারা রূপরসাদি বিভিন্ন বিষয় ভোগের জন্ম যাবৎ পাপপুণ্যরূপ বিভিন্ন কর্মোর অহুষ্ঠান করিয়া নিজ নিজ কর্মাহপ্তণ উর্দ্ধে দেবাদিলোক, নিয়ে মহয় পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ প্রভৃতি যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে )॥২॥

রামানুজভায্য---

তম্ম মনুষ্যাদিশাখন্ত বৃক্ষন্ত তত্তৎকর্মকৃতা অপরাঃ চ অধঃ শাখাঃ
পুনরপি মনুষ্যপশাদিরপেণ প্রস্তাঃ
ভবন্তি, উর্দ্ধং চ গন্ধর্বযক্ষদেবাদিরূপেণ প্রস্তা ভবন্তি। তাঃ চ গুণপ্রবৃদ্ধাঃ গুলৈঃ সন্তাদিভিঃ প্রবৃদ্ধাঃ,
বিষয়প্রবালাঃ শব্দাদিবিষয়পল্লবাঃ।

কথম্? ইতি অত্ৰ আহ —

#### বঙ্গান্তবাদ ---

এই মনুষ্যাদি শাখাবিশিষ্ট সংসারবৃক্ষে
সংসারী জীবের, নিজ নিজ কর্মান্থণ,
নিয়ে মর্ত্তলোকে অন্তান্ত শাখা পুনরায়
মনুষ্য পশু প্রেভৃতি রূপে উৎপন্ন হয়
এবং উদ্ধলোকে অন্তান্ত শাখা গন্ধর্ব
যক্ষ দেবতা প্রভৃতি রূপে উৎপন্ন হয়। এই
সকল শাখা সম্ভুরজতমঃ এই গুণত্রয়ের
দারা বিশেষরূপে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। শক্ষরূপ-রুসাদিযুক্ত ভোগ্যবিষয় সকল ইহার
পল্লব বা উপশাখা, কি হেতু যে পুনরায়
উদ্ধি এবং অধঃপ্রদেশে এই বৃক্ষের শাখা
উৎপন্ন হয় তাহা বলিতেছেন —

মূলা অহু সংততানি কৰ্মাহ্-বন্ধীনি মহ্যলোকে। ব্ৰহ্মলোকমূলস্থ অস্ত বৃক্ষন্ত মনুষ্যাগ্রন্ত তাধঃ মনুষ্য-লোকে गुन्। नि অনুসংততানি তানি कर्यान्य विश्वीन। কর্মাণি P এব অনুবন্ধীনি মূলানি অধো মনুয়া-লোকে চ ভবতি ইত্যৰ্থঃ। যুত্বাবস্থায়াং কুতৈঃ হি কর্মভিঃ অধো মনুষ্যপশ্বাদয়ঃ উদ্ধং চ দেবা-দয়ো ভবন্তি ॥২॥

निस्स मञ्चालाकि ७ वह दक्षणांचा हरेट कर्मक वस्ततक्ष म्लम्म १ प्रः प्रः प्रः उप्तः व्याप्त व्या

ন রূপমন্ত্রেহ তথোপলভ্যতে
নান্তো ন চাদিন চ সংপ্রতিষ্ঠা।
তাশ্বথনৈনং স্কৃবিরূচ্মূলমসঙ্গশস্ত্রেণ দুঢ়েন ছিত্বা ॥৩॥

ততঃ পদং তৎ পরিমার্গিতব্যং যশ্মিন্ গতা ন নিবর্ত্তন্তি ভূয়ঃ। তমেব চাজং পুরুষং প্রপজে যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রস্তা পুরাণী॥৪॥

সরলার্থ —

এই সংসারে কোন প্রবহ এই সংসাররূপী অশ্বথ বৃক্ষের পূর্বোক্ত প্রকারস্বরূপ এবং যে প্রকার ইহার উৎপত্তি, যেপ্রকার স্থিতি এবং যে প্রকারে ইহার বিনাশ হয় তাহা উপলব্ধি করিতে পারে না। স্থদ্চ মূলযুক্ত এই সংসারবৃক্ষকে অসঙ্গরূপ অর্থাৎ বৈরাগ্যরূপ দৃঢ় কুঠার দারা ছেদন করিয়া তদনন্তর যে বস্তু (পরিশুদ্ধ আত্মবস্তু) প্রাপ্ত হইলে আর সংসারে আসিতে হয় না, সেই প্রাপ্য আত্মবস্তুর অন্বেষণ করা কর্তব্য। এই বৈরাগ্যরূপ কুঠারের জন্ম এবং অনাদি অজ্ঞান নির্ভির জন্ম আদি পুরুষেরই অর্থাৎ জগৎকারণভূত পরমাত্মার শরণ লওয়া কর্ত্তব্য। প্রাচীনকাল হুইতে মুমুক্ষু পুরুষেরা এইরূপ আচারের অমুসরণ করিয়া আসিতেছেন ॥৩, ৪॥

রামান্তজভাষ্য —

অস্থা বৃক্ষপ্ত চতুর্থাদিছেন
উর্দ্ধনুলত্বং তৎসন্তানপরস্পরয়া
য়ন্ময়াগ্রত্বেন অধঃশাখত্বং মন্ময়ত্বে
কবৈতঃ কর্মভিঃ মূলভূবৈতঃ পুনঃ
অপি অধঃ চ উর্দ্ধিং চ প্রস্ততশাখত্বর্ম ইতি যথা ইদং রূপং নির্দিষ্টং
ন তথা সংসারিভিঃ উপলভ্যতে।
'মন্ময়ঃ অহং দেবদত্তপ্ত পুত্রো যজ্ঞদত্তপ্ত পিতা তদনুরপপরিগ্রহঃ চ'
ইতি এতাবয়াত্রম্ উপলভ্যতে।

তথা অশু বৃক্ষশু অস্তা বিনাশঃ
অপি গুণময়ভোগেয়ু অসঙ্গকৃতঃ
ইতি ন উপলভ্যতে তথা অশু
গুণসঙ্গ এব আদিঃ ইতি ন উপলভ্যতে। তশু প্রতিগা চ অনাত্মনি
আত্মাভিমানরপ্রম্ অজ্ঞানম্ ইতি
ন উপলভ্যতে;

প্রতিতিষ্ঠতি অস্মিন্ এব ইতি হি অজ্ঞানম্ এব অস্থ্য প্রতিষ্ঠা। বঙ্গান্থবাদ—

এই मःमात्रवृत्कत चापि हरूम्य बन्ना, এইজন্ম ইহাকে উদ্ধানুলবিশিষ্ট বলা হয়। এইপ্রকার সন্তানপরম্প্রাজনিত মহয় এই বুক্ষের শাখার অগ্রভাগ বলিয়া ইহা নিম্ন-শাখাবিশিষ্ট। মহ্যাদশায় অহ্নষ্ঠিত যাবৎ कर्म এই मञ्रग्रञ्जली निम्न भाशा रहेएज মূলরূপে (শিক্জরূপে) উৎপন্ন হইয়া र्भनतात्र छेएक ( एन वर्लारक ) ( মর্জ্যাদিলোকে ) শাখা প্রশাখা বিস্তার .করে — এইপ্রকারে নির্দিষ্ট এই সংসার-বৃক্ষের স্বরূপ সংসারী জীব যথার্থরূপে উপলব্ধি করিতে পারে না। মহয়, দেবদত্তের পুত্র, যজ্ঞদত্তের পিতা এবং তদমুরূপ আচার-ব্যবহারবিশিষ্ট"— কেবলমাত্র এইপ্রকারই উপলব্ধি করিয়া থাকে।

ত্রিগুণময় বিষয়ভোগে বৈরাগ্য দারাই
যে সংসারী জীব এই বৃক্ষের বিনাশ যে
হইয়া থাকে এবং ত্রিগুণময় আদক্তি যে
এই সংসার-বৃক্ষের উৎপত্তির কারণ
তাহাও বুঝিতে পারে না। অনাত্মবস্তুতে
(দেহে) আত্মাভিমানরূপ অজ্ঞান এই
যে সংসারবৃক্ষের প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ প্রকৃষ্টরূপে স্থিতির কারণ তাহাও বুঝিতে
সমর্থ হয় না। কোন বস্তু যাহার ভিতর
স্থিত হয় তাহাই সেই বস্তুর প্রতিষ্ঠা এই
ব্যুৎপত্তি অমুসারে অজ্ঞানই এই সংসারবৃক্ষের প্রতিষ্ঠা (এই সংসারবৃক্ষ অজ্ঞানই
প্রতিষ্ঠিত, দেহাত্মাভিমানরূপ অজ্ঞানই
সংসার-প্রবাহের কারণ)।

এনস্ উক্তপ্রকারং প্রবিরুচ্ম্লং
প্রস্ঠু বিবিধং রুচ্মূলম্ অধ্বং সম্যক্
জ্ঞানমূলেন দ্ঢ়েণ গুণময়ভোগাসঙ্গাখ্যেন শস্ত্রেণ ছিত্বা ততঃ বিষয়াসঙ্গাদ্ হেতাঃ তং পদং পরিমার্গিতব্যম্
ভাবেষণীয়ম্ যশিন্ গতা ভূয়ঃ ন
নিবর্তন্তে।

कथम् जनामिकान्यवृद्धा छन-ময়ভোগসঙ্গঃ ভন্মূলং চ বিপরীত-জানং নিবৰ্ততে ইতি অত্ৰ আহ — অজ্ঞানাদিনিবৃত্তয়ে তম্ এব চ আগুং কুৎস্বস্থ আদিভূত্য্। 'ময়া-ধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ স্থাতে সচরাচরম্।' (৯। ১০) 'অহং সর্বস্থ প্রভবো মতঃ সর্বং প্রবর্ততে ॥' ( ১০।৮ ) মন্তঃ পরতরং नाग्र९किकिषिष्ठ धनक्षत्र।' (१।१) ইত্যাদিষু উক্তম্ আছাং পুরুষম্ এব শরণং প্রপত্তে তম্ এব শরণং যতঃ যন্ত্রাৎ কুৎমন্ত্র প্রপত্যেত। অষ্ট্রঃ ইয়ং গুণময়ভোগসঙ্গপ্রবিঃ প্রাণী পুরাতনী প্রস্তা। উক্তং হি ময়। এব পূর্বম্ এতৎ — 'দৈবী ছেষা গুণনয়ী মম মায়া ছ্রতায়া। ্ মামেব যে প্রপন্ততে মায়ামেতাং তরন্তি তে' ( १।১৪ ) ইতি।

উক্তপ্রকার অত্যন্ত দৃঢ় বিবিধ মূলবিশিষ্ট এই ( সংসাররূপ ) অশ্বথ বৃক্ষকে
জ্ঞানমূলক ত্রিগুণময় ভোগে অনাসজি
বা বৈরাগ্যরূপ দৃঢ় কুঠার দারা সম্যক্
ছেদন করিয়া তদনন্তর এই বিষয়ে অনাসক্তির অভ্যাসরূপ সাধন দারা সেই
প্রাপ্য বস্তকে অন্নসন্ধান করা কর্তব্য,
যাহা প্রাপ্ত হইলে পুনরায় সংসারে
প্রত্যাবর্তন করিতে হয় না।

অনাদিকাল হইতে অভ্যস্ত ত্রিগুণময় ভোগে আসক্তি এবং তজ্জনিত বিপরীত জ্ঞান কি উপায়ে নির্ত্ত হয় এখন সে বিষয় বলিতেছেন —

অজ্ঞান প্রভৃতি নিবৃত্তির জন্ম, "আমার ঈক্ষণরূপ সঙ্কল্প দারা প্রকৃতি এই চরাচর জগৎকে উৎপন্ন করিয়া থাকে" (১।১০) "আমি সর্ববস্তুর উৎপত্তিস্থল, সর্ববস্তুই আমা হইতেই প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে" (১০৮)। "হে ধনঞ্জয়, আমা হইতে অপর কোন শ্ৰেষ্ঠ বস্তু নাই" ( ৭।৭ )। ইত্যাদি শ্লোকে বর্ণিত সমগ্র বস্তুর আদিভূত অর্থাৎ মূল কারণক্রপ পুরুষকেই আমি শরণ লই, এইভাবে সেই পরম পুরুষ পরমাত্মার গ্ৰহণ করা কর্ত্ব্য। সমগ্র স্থ জীবের গুণ্ময় ভোগের জন্ম এই প্রাচীন প্রবৃত্তি দেই পর্যেশ্বর স্ষ্টিকর্ত্তা হইতেই বিস্তৃত হইয়াছে।

"আমার এই গুণময়ী দৈবী মায়া ছ্রতিক্রম্যা। যাহারা কেবলমাত্র আমারই শরণ গ্রহণ করে তাহারাই এই মায়া অতিক্রম করিতে পারে" (৭।১৪)। ইতিপূর্বে এই বাক্য আমার দারাই কথিত হইয়াছে।

'প্রপত্ত ইয়তঃ প্রবৃত্তিং' ইতি বা পাঠঃ। তম্ এব চ আত্তং পুরুষং প্রপত্ত শরণমুপগম্য ইয়তঃ অজ্ঞাননির্ত্ত্যাদেঃ কৃৎস্কস্ত এতস্ত্ সাধনস্তৃতা প্রবৃত্তিঃ পুরাণী পুরাতনী প্রস্তা। পুরাতনানাং মুমুক্ষুণাং প্রবৃত্তিঃ পুরাণী; পুরাতনা হি মুমুক্ষবো মাম্ এব শরণম্ উপগম্য নিমুক্তিবন্ধাঃ সংজাতা ইত্যর্থঃ॥৩,৪॥ অপরবোজনা — অথবা প্রপদ্ম ইয়তঃ প্রবৃত্তিঃ" এইপ্রকার পাঠ বা বোজনাও হইতে পারে। এইরূপ পাঠের অভিপ্রায় এই যে, সেই আদি পুরুষেরই শরণ গ্রহণ করিয়া অজ্ঞান-নিরৃত্তি এবং বৈরাগ্য-উৎপত্তি প্রভৃতির সাধনভূত (উপায়রূপ) এই প্রবৃত্তি (শরণাগতি) পুরাতনকাল হইতে অফুটিত হইয়া আসিতেছে। প্রাচীন মুমুক্ষু পুরুষদিগের প্রবৃত্তির নাম 'প্রাণী-প্রবৃত্তি' অর্থাৎ প্রাচীন মুমুক্ষু পুরুষদেগর প্রহান মুমুক্ষু পুরুষেরা আমার শরণ গ্রহণ করিয়াই সংসারবন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়াছে ॥৩,৪॥

নির্মানবোহা জিতসঙ্গদোষ।

অধ্যাত্মনিত্যা বিনিবৃত্তকামাঃ।
দ্বিদ্ববিযুক্তাঃ স্থখত্বঃখসংক্তিগাঁচছন্ত্যমূচাঃ পদমব্যয়ং তৎ ॥৫॥

সরলার্থ —

পূর্ব শ্লোকোক্ত বিষয় বিস্তারিতভাবে বুঝাইতেছেন।

এইরপে যাহারা আমার শরণ গ্রহণ করেন তাঁহারা দেহাল্লাভিমানরূপ মোহ-রহিত হইয়া তজ্জ্ঞ ভোগ্য বিষয়ে আসজিশ্ভ এবং আল্পমননশীল ও আল্পব্যতিরিক্ত ইতরবিষয়ে কামনাশৃভ হইয়া এবং অমুকূল প্রতিকূল স্থখছঃখরূপ বিপরীত ছন্দের অতীত ও ভ্রমপ্রমাদ শৃভ হইয়া অব্যয় নিরবচ্ছিন্ন জ্ঞানাকার আল্পবস্ত প্রাপ্ত হন ॥৫॥

রামানুজভায্য--

এবং মাং শরণম্ উপগম্য নির্মানমোহা: — নির্গতানাত্মাত্মাভিমানরূপমোহাঃ, জিতসঙ্গদোষাঃ —
জিতগুণময়ভোগসঙ্গাখ্যদোষাঃ;
অধ্যাত্মনিত্যাঃ — আত্মনি যদ্ জ্ঞানং
৬৮

বঙ্গান্তবাদ—

পূর্ব শোকোক্ত বিষয় পুনরায় বিস্তারিতভাবে বুঝাইতেছেন।

এইরপে যাহারা আমার শরণ গ্রহণ করেন তাঁহারা দেহাত্মাভিমানরপ মোহ-রহিত হইয়া তজ্জ্য ভোগ্য বিষয়ে আসক্তিশ্য হন এবং আত্মমননশীল হন। তদ্ অধ্যাত্ময় আত্মধ্যাননিরতাঃ,
বিনিবৃত্ততদিতরকামাঃ স্থুখছঃখসংজ্ঞঃ
ছল্দ্বঃ চ বিমূক্তাঃ অমূচাঃ আত্মানাত্মস্প্রভাবজ্ঞাঃ তৎ অব্যয়ং পদং গচ্ছন্তি
অনবচ্ছিম্মজ্ঞানাকারম্ আত্মানং যথাবন্ধিতং প্রাপ্পুবন্তি। মাং শরণম্
উপাগতানাং মৎপ্রসাদাদ্ এব তাঃ
সর্বাঃ প্রবৃত্তয়ঃ স্থুশক্যাঃ সিদ্ধিপর্য্যন্তা ভবন্তি ইত্যর্থঃ ॥৫॥

তখন তাঁহারা আত্মব্যতিরিক্ত ইতরবিষ্য়ে কামনাশৃত্য এবং অমুকূল প্রতিকূল স্বথছঃখরূপ বিপরীত দদ্দের অতীত ও 
ভ্রমপ্রমাদশৃত্য অবস্থা লাভ করেন।
ইহার ফলস্বরূপ তাঁহারা অব্যয় নিরবচ্ছির 
ভ্রানাকার আত্মবস্ত প্রাপ্ত হন।

তাৎপর্য এই যে যাহারা আমার শরণ লয়, আমার রূপায় তাহাদের সমস্ত প্রবৃত্তি সিদ্ধিপ্রাপ্তি পর্যন্ত স্থসাধ্য হইয়া থাকে ॥৫॥

## ন তদ্ভাসয়তে সূর্য্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ। যদগত্বা ন নিবর্ত্তত্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥৬॥

সরলার্থ —

স্থ চলে এবং অগ্নি দেই স্থাকাশ আত্মস্বরূপকে প্রকাশ করিতে পারে না।
যে পরিশুদ্ধ আত্মস্বরূপ প্রাপ্ত হইলে আর সংসারে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয় না,
প্রকাশরূপ উৎকৃষ্ট সেই আত্মস্বরূপ মদীয়, অর্থাৎ আমার বিভূতিরূপ অংশ ( আমার
শরীরক্ষপী ) ॥৬॥

#### রামান্তজভায়—

তদ্ আত্মজ্যোতিঃ ন স্থোগ ভাসয়তে
ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ চ। জ্ঞানম্ এব
হি সর্বস্থ প্রকাশকম্। বাহ্যানি
তু জ্যোতীংষি বিষয়েন্দ্রিয়সম্বন্ধবিরোধিতমোনিরস্নদ্বারেণ উপকারকাণি।

অশু চ প্রকাশকো যোগঃ, তদ্বিরোধি চ অনাদিকর্ম, তন্নিবর্তনং চ উক্তং ভগবৎপ্রপত্তিমূলম্ অসঙ্গাদি।

## বঙ্গানুবাদ—

দেই আত্মজ্যোতিকে স্থর্য প্রকাশিত করিতে পারে না, চন্দ্র এবং অগ্নিও পারে না। কারণ জ্ঞানই সকলের প্রকাশক বাহু জ্যোতিষ্ক বস্তু ( স্থ্যচন্দ্রাদি ) কেবল বিষয় এবং ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধবিরোধী থে অন্ধকার তাহা বিদ্রিত করে বলিয়া বিষয়ঘটিত জ্ঞানের প্রকাশে সহায়তা করে। জ্যোতিস্বন্ধপ এই আত্মবস্তুর প্রকাশক হইতেছে যোগ, ইহা প্রকাশের বিরোধী হইতেছে অনাদিকর্ম এবং কর্মে পুর্বোক্ত (৩য় ৪র্থ শ্লোকে) ভগবৎ-প্রপত্তি-

যদ গছা পুনঃ ন নিবর্ত্তে তৎ পরসং ধাম পরমং জ্যোতিঃ মম মদীয়ং মিছভূতিভূতো মমাংশ ইত্যর্থঃ। আদিত্যাদীনাম্ অপি প্রকাশ-কদ্বেন তম্ম পরমন্বম্। আদিত্যাদীনি হি জ্যোতীংযি ন জ্ঞান-জ্যোতিষঃ প্রকাশকানি, জ্ঞানম্ এব হি সর্বস্থ প্রকাশকম্॥৬॥

মূলক অনাসক্তি প্রভৃতি গুণের অবন্ধ এই অনাদিকর্মের বিনাশক। যে বস্তু প্রাপ্ত হইলে প্নরায় সংসারে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয় না, সেই পরমধাম অর্থাৎ পরম জ্যোতিঃ হইতেছে মদীয় অর্থাৎ আমার বিভূতিরূপ অংশ। স্থ্য প্রভৃতি জ্যোতিষ্ক অর্থাৎ প্রকাশক বস্তুগণেরও প্রকাশক বলিয়া সেই জ্যোতির পরমত্ব অর্থাৎ উৎকৃষ্টতা। স্থ্য প্রভৃতি জ্যোতিষ্ক বস্তু জ্যোতিস্করূপ (স্থপ্রকাশ) জ্ঞানের প্রকাশক হইতেপারে না কিন্তু জ্ঞানই সকলের প্রকাশক হইয়া থাকে ॥৬॥

মবৈষবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ। মনঃ ষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি ॥৭॥

সরলার্থ—

(জীবাত্মা শ্রীভগবানের অংশ হইয়াও কি কারণে ইহা পরিশুদ্ধ জ্ঞানাকারযুক্তরূপে তত্তৎ মহুয়াদি জীবের নিকট প্রতীয়মান হয় না তাহাই বলিতেছেন )।

অনাদিকাল হইতে জীব আমার অংশ হইলৈও তাহাদের নিজ নিজ পূর্ব কর্ম
অমুদারে কর্মফলভোগের জন্ম প্রাকৃত দেহ প্রাপ্ত হইয়া এই সংসাররূপ জীবলোকে
জন্মগ্রহণ করে। এই দেহধারী জীব তখন মন এবং পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়কে ভোগার্থে
প্রেরণা দেয়\* ॥৭॥

রামানুজভাষ্য—

ইথম্ উক্তস্বরূপঃ সনাতনো মম
আংশ এব সন্ কশ্চিদ্ অনাদিকর্মরূপাবিভাবেপ্টনভিরোহিতস্বরূপো
জীবভূতো জীবলোকে বর্তমানো দেবমনুয়াদিপ্রকৃতিপরিণামবিশেষশরীরস্থানি মনঃবঠানি ইন্দ্রিয়াণি

বঙ্গান্তুবাদ ·--

উক্ত প্রকারে বর্ণিত (শ্লোক ৩—৬)
স্বরূপযুক্ত এই জীবালা অনাদি সনাতন
কাল হইতে আমারই অংশ। তথাপি
কোন জীব অনাদি কর্মরূপ অবিভার
দারা আচ্ছাদিত হইলে তাহাদের প্রকৃত
স্বরূপ অপ্রকাশিত থাকে এবং এইরূপ
জীব (নিজ নিজ কর্মের ফলভোগ করিবার
নিমিন্ত) দেব মহায় প্রভৃতি প্রাক্বত শরীর
প্রাপ্ত হয় এবং এই শরীর পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়

<sup>\*</sup> জীব - - দেহবিশিষ্ট জীবাত্মাকে জীব বলা হয়।

কর্ষতি। কশ্চিৎ চ পূর্বোক্তমার্গেণ অস্থা অবিভায়া মুক্তঃ স্থেন রূপেণ অবভিষ্ঠতে।

জীবভূতঃ তু অতিসঙ্কুচিতজ্ঞানৈখর্মঃ কর্মলব্ধপ্রকৃতিপরিণামবিশেষক্রপশরীরস্থানাম্ ইন্দ্রিয়াণাং মনঃধর্ষ্ঠানাম্ ঈশ্বরঃ তানি কর্মান্মগুণম্
ইতঃ ততঃ কর্ষতি ॥৭॥

এবং মনকে কর্মান্বগুণ বিভিন্ন বিষয়ভোগে প্রেরণ করে, অর্থাৎ অতি সঙ্কুচিত জ্ঞান এবং ঐশ্বর্যবিশিষ্ট এই সংসারী জীবের নিজ পূর্ব পূর্ব কর্মান্বগুণ প্রাপ্ত প্রাক্ত শরীরে অবস্থিত মন এবং পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রির প্রভুরূপী এই জীব নিজ কর্মান্থসারে তাগাদিগকে (মন এবং ইন্দ্রিয়গণকে) ইতস্ততঃ প্রেরণ করে। (নিজ পূর্ব কর্মান্থগণ প্রবৃত্তি অন্থ্যায়ী বিভিন্ন ভোগ্য বিষয়ে তাহাদিগকে ইতস্ততঃ নিয়োগ করে)।

আবার কোন কোন জীব পূর্বোক্ত প্রকারে (৩, ৪, ৫ শ্লোকোক্ত) এই অবিভা হইতে মুক্ত হইরা নিজ স্বরূপে অবস্থিত থাকে ॥৭॥

শরীরং যদবাপ্নোতি যচ্চাপ্যুৎক্রমতীশ্বরঃ গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ ॥৮॥

#### সরলার্থ-

(ইন্দ্রিরের) ঈশ্বর অর্থাৎ নিয়মনকর্তা, যখন দেহ ত্যাগ করিয়া অন্ত দেহ প্রাপ্ত হয় তখন বায়ু যেমন কুস্লম চন্দন প্রভৃতি বস্তু হইতে গদ্ধ বহন করিয়া লইয়া যায় সেইক্লপ এই দেহধারী জীবালাও ( স্ক্ষা দেহের সহিত ) মন প্রমুখ ইন্দ্রিয়গণকে সঙ্গে লইয়া গমন করে ॥৮॥

#### রামান্তজভাষ্য —

যৎ শরীরম্ অবাগ্নোতি, যশ্মাৎ
শরীরাদ্ উৎক্রামতি, তত্ত্র অয়ম্
ইিন্দ্রোণাম্ ঈশ্বর: এতানি ইিন্দ্রোণি
ভূতসূম্মেনঃ সহ গৃহীত্বা সংযাতি।
বায়ু: গন্ধান্ ইব আশ্যাৎ —

#### বঙ্গানুবাদ —

ইন্দ্রিরের নিয়ামক এই জীবালা

যখন কোন দেহ প্রাপ্ত হন এবং যখন কোন

দেহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান, তখন

ইন্দ্রিয়ের নিয়ামক বলিয়া এই জীব (পরি
ত্যক্ত এই স্থুল দেহ হইতে) স্ক্র্ম দেহের

সহিত এই ইন্দ্রিয়গণকেও সঙ্গে করিয়া

নব প্রাপ্ত স্থুল দেহে লইয়া যায়। যেমন

বায়্ গন্ধবিশিষ্ট বস্তু হইতে গন্ধকে বহন

করিয়া লইয়া যায় —

যথা বায়ুঃ অক্চন্দনকন্তুরি-কান্তাশয়াৎ তৎস্থানাৎ সূক্ষাবয়বৈঃ সহ গন্ধাৰ গৃহীত্বা অন্যত্ত সংবাতি তন্ত্ৰদ্ ইত্যৰ্থঃ ॥৮॥

व्यर्शेष वायु (यमन श्रृष्ट्रीमाना, हन्दन, মুগনাভি প্রভৃতি অ্গন্ধবিশিষ্ট পদার্থ হইতে গালা চন্দন প্রভৃতি তত্তৎ পদার্থের স্থুন্দ অঙ্গের সহিত গন্ধকে বহন করিয়া লইয়া যায়, তদ্রপ এই জীবও (দেহান্তর প্রাপ্তিকালে হুক্ষ শরীরের সহিত ইন্দ্রিয়-গণকে লইয়া ) চলিয়া যায় ॥৮॥

াপ্লজভাষ্য — কানি পুনঃ তানি ইন্দ্রিয়াণি ? রামান্থজভায় — ইত্যাহ —

বঙ্গান্থবাদ—

এই সকল ইন্দ্রিয়গণ যে কি কি

তাহাই বলিতেছেন —

<u>জোত্রং চক্ষুঃ স্পর্শনঞ্চ রসনং আণ্যেবচ।</u> অধিষ্ঠায় মনশ্চায়ং বিষয়ানুপ্সেবতে ॥১॥

সরলার্থ-

এই সকল ইন্দ্রিয়গণ কি কি তাহাই বলিতেছেন —

চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক — এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং (ইন্দ্রিয়াধি-পতি ) মন, ইহাদের মধ্যে অধিষ্ঠিত হইয়া, অর্থাৎ এই ইন্দ্রিয়গণকে নিজ নিজ প্রবৃত্তি অমু্ধায়ী বিভিন্ন বিষয় ভোগের অমুকূল করিয়া জীব দেই সেই রূপ রস শব্দ প্রভৃতি সমন্বিত বিষয় উপভোগ করে ॥১॥

রামানুজভাষ্য—

এতানি মনঃষষ্ঠানি ইন্দ্রিয়াণি অধিষ্ঠায় স্বস্থবিষয়বৃত্ত্যকুগুণানি কৃত্বা **ान् भन्नामीन्** विषशान् छेशरमवर् উপভূৎক্তে ॥১॥

বঙ্গান্থবাদ—

চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক **এই পঞ্চ জ্ঞানে দ্রিয় এবং (ই দ্রিয়াধি-**পতি ) মন ইহাদের মধ্যে অধিষ্ঠিত হইয়া অর্থাৎ এই ইন্দ্রিয়গণকে নিজ নিজ প্রবৃত্তি অনুযায়ী বিভিন্ন বিষয় !ভোগের অমুকূল করিয়া জীব সেই সেই রূপ রুস শব্দ প্রভৃতি সমন্বিত বিষয় উপভোগ করে ॥৯॥

## উৎক্রামন্তং স্থিতং বাপি ভুঞ্জানাং বা গুণাবিতাম্। বিমূঢ়া নানুপশান্তি পশান্তি জ্ঞানচক্ষুয়ঃ ॥১০॥

সরলার্থ —

অ-জ্ঞানী সংসারী জীব, সত্বাদি ত্রিগুণময়, এই হেতু সে দেহ হইতে উৎক্রমণশীল এবং দেহান্তরে প্রবেশশীল এবং প্রাকৃত বিষয়ের ভোক্তা জীবাত্মার জ্ঞানাকার যথার্থ স্বরূপ অহতব করিতে পারে না, কিন্তু বিবেকশীল জ্ঞানী পুরুষ এই জীবাত্মার যথার্থ স্বরূপ অহতব করিতে পারে ॥১০॥

রামান্থজভাষ্য—

এবং গুণান্বিতং সম্বাদিগুণময়প্রকৃতিপরিণামবিশেষমনুয়ান্বাদিসংস্থানপিগুসংস্ঠং পিগুবিশেষাদ্ উৎকামন্তং পিগুবিশেষে অবস্থিতং বা গুণমরান্ বিষয়ান্ ভূঞানং বা কদাচিদ্
অপি প্রকৃতিপরিণামবিশেষমনুয়াদাদিপিগুদ্ বিলক্ষণং জ্ঞানকাকারং বিমূচা ন অন্থপগন্তি।

বিমূঢ়াঃ মনুয়াত্বাদিপিণ্ডাত্মাভি-মানিনঃ।

জ্ঞানচক্ষ্ণঃ তু পিগুাত্মবিবেক-বিষয়জ্ঞানবন্তঃ সর্বাবস্থম্ অপি এনং বিবিক্তাকারম্ এব পশুন্তি ॥১০॥

#### বঙ্গানুবাদ—

এই প্রকার সন্থাদি ত্রিগুণময়, মহয় প্রপ্রতি, ক্ষিত্যপ্তেজাদি প্রকৃতির পরিণামরূপী প্রাকৃত বিভিন্ন শরীরবিশিষ্ট জীব, শরীর হইতে উৎক্রমণশীল অথবা
শরীরে অবস্থিত এবং প্রাকৃত বিষয়ের ভোক্তা নিজ আত্মাকে (জীবাত্মাকে)
প্রাকৃত মহয়াদি শরীর হইতে বিভিন্ন
এবং বিলক্ষণ জ্ঞানাকার বস্তু বলিয়া
কথনও বুঝিতে পারে না।

মসুয়াদি শরীরকে আত্মা বলিয়া যাহারা অভিমান করে, সেই দেহাত্মা-ভিমানী পুরুষকে বিমৃঢ় বলা হয়। পরস্ত যাহাদের জ্ঞানচক্ষু আছে তাহারা শরীর এবং আত্মা যে পৃথক বস্তু তাহা সর্বদাই বুঝিতে পারে এবং এই আত্মার জ্ঞানাকার যথার্থ স্বরূপ দেখিয়া থাকে (উপলব্ধি করিয়া থাকে) ॥১০॥

## যতন্তো যোগিনকৈচনং পশান্ত্যাত্মন্তবন্থিতম্। যতন্তোহপ্যক্কতাত্মানো নৈনংপশান্ত্যচেতসঃ ॥১১॥

সরলার্থ---

কর্ম যোগাদি অম্চানে প্রযত্ন দারা নির্মাল অন্তঃকরণ হইয়া আত্মদর্শনে প্রবৃত্ত যোগিগণ দেহমধ্যে অবস্থিত হইলেও দেহ হইতে বিভিন্ন এই পরিশুদ্ধ আত্মস্বরূপকে দর্শন করিয়া থাকেন। কর্মযোগাদি অম্চানের দারা যাহাদের অন্তঃকরণ নির্মাল হয় নাই এবং সেইজন্ম যাহাদের চিন্ত আত্মদর্শনের পক্ষে অমুপযুক্ত, সেইদ্ধপ পুরুষেরা দেহ হইতে বিলক্ষণ এই আত্মবস্তুকে সাক্ষাৎ করিতে পারেনা॥১১॥

#### রামান্তজভায্য—

মৎপ্রপত্তিপূর্বকং কর্মযোগাদিয় যতমানাঃ তৈঃ নির্মলান্তঃকরণাঃ যোগিনঃ যোগাখ্যেন চক্ষুষা আল্পনি শরীরে অবস্থিতম্ অপি শরীরাদ্ বিবিক্তং স্থেন রূপেণ অবস্থিতম্ এনং পশস্তি।

যতমানাঃ অপি অক্তালানঃ মৎপ্রপত্তিবিরহিণঃ তত এব অসংস্কৃতমনসঃ তত এব অচেত্সঃ আত্মাবলোকনসমর্থচেতোরহিতাঃ ন এনং
পশুন্তি ॥১১॥

#### বঙ্গান্তবাদ---

যাঁহারা আমার শরণাগত কর্মযোগ প্রভৃতি অহুষ্ঠানের দারা নির্মল-অন্তঃকরণবিশিষ্ট হইয়া আত্মসাক্ষাৎকারক্ষপ যোগাভ্যাস করেন সেই যোগীরা যোগ-চক্ষর দারা, শরীরের মধ্যে অবস্থান করিলেও শরীর হইতে বিভিন্ন এবং নিজ স্বরূপে অবস্থিত, এই আত্মবস্তুর দর্শন লাভ করেন। কিন্তু যাহারা অক্তালা অর্থাৎ যাহারা আমার নিকট শর্ণাগতি করে নাই স্থতরাং যাহাদের মন নির্মল হয় नारे এবং দেইজন্ম যাহাদের চিন্ত वाज्ञनर्गत वज्ञश्युक ও वज्ञमर्थ, त्नरे পুরুষ যত্নশীল হইলেও এই पर्गन আত্মবস্তর লাভ পারে না ॥১১॥

#### রামান্তজভাগ্য-

এবং রবিচন্দ্রাধানাম্ ইন্দ্রিয়সন্ধিকর্ষবিরোধিসংভ্রমসনিরসনমুখেন ইন্দ্রিয়ানুগ্রাহকভয়া প্রকাশকানাং জ্যোভিম্মভাম্ অপি প্রকা-

#### বঙ্গানুবাদ-

এইপ্রকারে, স্থা, চন্দ্র এবং অগ্নি
যাহারা দৃশ্যবস্তুর সহিত চক্ষু ইন্দ্রিয়ের
সংযোগের বিরোধী অন্ধকারকে দ্র
করিয়া ইন্দ্রিয় দারা বস্তু গ্রহণের সহায়তা
করে বলিয়া যাহাদিগকে প্রকাশক এবং
জ্যোতিদ্ধ বলা হয়, সেই জ্যোতিদ্ধ-

শকং জ্ঞানজ্যোতিঃ আত্মা মুক্তা-বস্থো জীবাবস্থঃ চ ভগবদ্বিভূতিঃ ইতি উক্তম্। 'তদ্ধাম পরমং মম।' (১৫।৬) 'মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ॥' (১৫।৭) ইতি।

ইদানীম্ অচিৎপরিণামবিশেষ-ভুতম্ আদিত্যাদীনাং জ্যোতিম্বতাং জ্যোতিঃ অপি ভগবদ্বিভূতিঃ ইত্যাহ — দিগেরও প্রকাশক জ্ঞানজ্যোতিরূপ আত্মা মুক্ত এবং বদ্ধ এই উভয় অবস্থাতেই ভগবানের বিভূতিস্বরূপ। এই তত্ত্ব উপদেশটি "প্রকাশরূপ আদিত্যাদিরও প্রকাশক সেই বস্তু (আত্মাবস্তু) মদীয় আমার পরম নিবাসস্থল অর্থাৎ আমার বিভূতিস্বরূপ", "সংসারে জীবভাবপ্রাপ্ত এই আত্মা অনাদিকাল হইতে আমারই অংশস্বরূপ।" প্রভৃতি শ্লোকে কথিত হইয়াছে।

এখন এই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, যে স্থর্গ প্রভৃতি জ্যোতিশ্বানগণের জড় প্রকৃতির পরিণামরূপী যে জ্যোতি তাহাকেও ভগবানের বিভৃতি ধলিয়া জানিবে।

যদাদিত্যগতং তেজো জগদ্ভাসয়তেইখিলম্। যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নো তৎ তেজো বিদ্ধি মামকম্॥১২॥

সরলার্থ—

(ইতিপূর্বে ছয়টি শ্লোকে স্থর্য প্রভৃতি জ্যোতিষ্ক পদার্থেও প্রকাশক পরিশুদ্ধ আত্মবস্তুকে ভগবৎবিভৃতিরূপে উপদেশ দিয়া এখন বলিতেছেন যে প্রাকৃত স্থ্য চন্দ্র প্রভৃতি জ্যোতিষ্ক বস্তুরও যে সকল জ্যোতি তাহাও আমার বিভূতি স্বরূপ।)

স্থের যে তেজ সমগ্র জগতকে প্রকাশ করিয়া থাকে, চল্রের যে তেজ এবং -অগ্নির যে তেজ জগতকে প্রকাশ করে (স্থাচন্দ্রাদির মধ্যে) সেই সকল তেজও মংপ্রাদন্ত বলিয়া আমারই বিভূতিরূপে জানিবে ॥১২॥

রামানুজভায়া —

অথিলম্ম জগতো ভাসকম্ এতেষাম্ আদিত্যাদীনাং যন্তেজঃ তং মদায়ং তেজঃ তৈঃ তৈঃ আরাধি-তেন ময়া তেভ্যো দন্তম্ ইতি বিদ্ধি ॥১২॥

#### বঙ্গান্থবাদ—

সমগ্রজগতের প্রকাশক এই স্থর্গ প্রভৃতির যে সকল তেজ তাহাও আমারই তেজ বলিয়া জানিবে অর্থাৎ তাহাদের দারা আরাধিত হইয়া প্রসন্ন হইয়া আমিই তাহাদের সেই তেজ প্রদান করিয়াছি বলিয়া জানিবে ॥১২॥ রামান্থজভায্য—

পৃথিব্যাঃ চ ভূতধারিণ্যা ধার-কত্বশক্তিঃ মদীয়া ইত্যাহ— বঙ্গান্থবাদ---

এই শ্লোকে বলিতেছেন যে ভূতবর্গকে ধারণ করিবার পৃথিবীর যে শক্তি সেই শক্তি আমারই।

গামাবিশ্য চ ভূতানি ধারয়াম্যহমোজসা। পুফামি চৌষধীঃ সর্কাঃ সোমো ভূত্বা রসাত্মকঃ ॥১৩॥

সরলার্থ—
আমি পৃথিবীর মধ্যে প্রবৃষ্ট হইয়া আমার অপ্রতিহত সামর্থের দ্বারা জীবগণকে ধারণ করিয়া আছি। রসময় চল্র হইয়া অর্থাৎ অন্তর্যামী রূপে চল্রের মধ্যে থাকিয়া তৃণ গুলা লতা প্রভৃতি সমস্ত ঔবধ সমূহকে পরিবর্দ্ধিত করিয়৷ থাকি। তাৎপর্য্য এই যে পৃথিবীর যে ধারকত্ব শক্তি এবং চল্রের যে ঔব্ধি পোষণ শক্তি এই দুইটী মৎ দত্ত অর্থাৎ আমার বিভূতি বলিয়া জানিবে॥১৩॥

রামানুজভায়া—

অহং পৃথিবীম্ আবিশ্য সর্বাণি
ভূতানি ওজ্সা মম অপ্রতিহতসামথ্যেন ধারয়ামি। তথা অহম্ অমৃতরসময়ঃ সোমো ভূজা সর্কোষধীঃ
প্ঞামি ॥১৩॥

বঙ্গান্মবাদ —

আমি পৃথিবীতে প্রবিষ্ট হইরা নিজ শক্তির দারা অর্থাৎ অপ্রতিহত সামর্থ্যের দারা, সমস্ত প্রাণিগণকে ধারণ করিয়া আছি, এবং আমিই অমৃতরসময় চন্দ্ররপে লতা গুলারূপ সমস্ত ঔষধিবর্গকে পৃষ্ট করিয়া থাকি ॥১৩॥

অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাঞ্রিতঃ। প্রাণাপানসমাযুক্তঃ পচাম্যন্তং চতুবিধন্ ॥১৪॥

সরলার্থ —
আমি জঠরাগ্নিং হইয়া অর্থাৎ জঠরাগ্নির অন্তর্য্যামীরূপে প্রাণিগণের দেহ মধ্যে
প্রবিষ্ট হইয়া জঠরাগ্নির উদ্দীপক প্রাণবায়ু এবং অপ্রাণবায়ুর সহিত সংযুক্ত হইয়া
চর্ক্য, চোষ্য, লেহ্ন, পেয় এই চারি প্রকার খাদ্যদ্রব্য পরিপাক করিয়া থাকি ॥১৪॥

রামাত্বজভায্য-

অহং বৈশ্বানরো জাঠরানলো ভূড়া সবেষাং প্রাণিনাং দেহন্ আশ্রিতঃ তৈঃ ভূক্তং খাজং চোয়ালেছপেয়াত্মকং চতুর্বিধন্ অরং প্রাণাপানবৃত্তিভেদ-সমাযুক্তঃ পচামি ॥১৪॥ বঙ্গান্থবাদ--

আমি জঠরাগি হইয়া অর্থাৎ জঠরাগির অন্তর্য্যামিরূপে প্রাণিগণের দেহমধ্যে
প্রবিষ্ট হইয়া জঠরাগির উদ্দীপক প্রাণবায়ুর
এবং অপাণবায়ুর সহিত সংযুক্ত হইয়া
চর্ব্য, চোয্য, লেহ্য, পেয় এই চারি প্রকার
খান্তদ্রব্য পরিপাক করিয়া থাকি ॥১৪॥

60

রামানুজভায়া—

অত্ত পরমপুরুষবিভূতিভূতে ।
সোমবৈশ্বানরো অহং সোমো ভূজা বৈশ্বানরো ভূজা ইতি তৎসামানাধি-করণ্যেন নির্দিষ্টো। তয়োঃ চ সর্বস্ত ভূতজাতস্ত চ পরমপুরুষ-সামানাধিকরণ্যনির্দেশে হেতুম্ আহ —

বঙ্গান্থবাদ-

ইতিপূর্বে "আমি সোম হইয়া,"
"আমি বৈখানর হইয়া" ইত্যাদি বাক্যে
পরম পুরুষের বিভূতিরূপ সোম এবং
বৈখানরকে সেই পরম পুরুষের সহিত
সমান-অধিকরণতা রূপে বর্ণনা করা
হইয়াছে। এখন এই শ্লোকে উহাদের
ছইজনের এবং তৎসহ সমগ্র প্রাণিবর্গেরও
পরম পুরুষের সহিত সমান-অধিকরণতার
উপদেশ করিবার কারণ কি তাহাই
বলিতেছেন—

সর্বশ্য চাহং স্থাদি সন্ধিবিষ্টো

মন্তঃ স্মৃতিজ্ঞানমপোহনঞ।
বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেজো
বেদান্তকুদ্ বেদবিদেব চাহম্ ॥১৫॥

সরলার্থ-

এই শ্লোকে বলিতেছেন যে ইতিপূর্ব্বে উক্ত কেবল সোম এবং বৈশ্বানরের অন্তর্য্যামীরূপে আমি থাকি না, পরস্ক আমি সমস্ত প্রাণিবর্গের হৃদয় মধ্যে (অন্তর্যামী পরমাত্মা
রূপে) অবস্থিত থাকি। অতএব এই জীবগণের সর্ব্বপদার্থ বিষয়ে জ্ঞান স্মরণ ও
বিস্মরণ আমা হইতেই হইয়া থাকে। সকল বেদের দ্বারা আমি বেছ বা জ্ঞেয়
হইয়া থাকি। বেদোদিত ফলপ্রদাতা আমি এবং বেদের যথার্থ তত্ত্ববিদও
আমি ॥১৫॥

রামাত্মজভাষ্য—

তয়োঃ সোমবৈশ্বানরয়োঃ সর্বস্থ জুতজাতস্থ চ সকলপ্রবৃত্তিনিবৃত্তি-মুলজ্ঞানোদয়দেশে হদি সর্বং বঙ্গান্থবাদ—

সোম, বৈশ্বানর এবং সমগ্র প্রাণিবর্গের হৃদয়ের মধ্যে—অর্থাৎ সম্পূর্ণ প্রবৃত্তি
এবং নিবৃত্তির কারণব্ধপ যে জ্ঞান সেই
জ্ঞানের উৎপত্তিস্থানে — আমি নিজ

\* সমান-অধি করণতা— একই আধারে ছটা বিভিন্ন বস্তুর অবস্থিত। এস্থলে সোম বা চন্দ্রের দেহে এবং বৈখানরের দেহে তৎতৎ অভিমানী জাবের অবস্থিতি আবার সেই সেই জীবাত্মার মধ্যে অন্তর্গামীরূপে পূর্যযোত্তমের অবস্থিত। জীবদেহে জীবাত্মা এবং পরমাত্মার এই সমান-অধি-করণতার জন্মই এতত্মভয়ের একড় উপদেশ দেওয়া হইয়াছে।

মৎসংকল্পেন নিয়চ্ছন্ অহম্ আত্মতায়া সনিবিষ্টঃ।

তথা আছঃ শ্রুতয়ঃ—'অভঃপ্রবিষ্টঃ
শান্তা জনানাং দর্বাত্বা' ( তৈঃ আঃ ৩০১১)
'যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্' ( বৃহঃ উঃ ৩০৭৩ )
'য আত্মনি তিষ্ঠনাত্মনোহন্তরো যমমতি।'
(বৃহঃ উঃ ৩০৭২২) 'পদ্মকোশপ্রতীকাশং
ক্রদয়ং চাপ্যধােমুখম্।' ( তৈঃ নাঃ ১১ )
'অথ যদিদমন্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং পুগুরীকং
বেশ্ম' ( ছাঃ উঃ ৮০১০ ) ইত্যাত্যাঃ।

শ্বৃতয়ঃ ঢ় 'শাস্তা বিষ্ণুরশেষস্থ জগতো
যো জগন্ময়ঃ ।' (বিঃ পুঃ ১।১৭।২০)
'প্রশাসিতারং সর্বেষামণীয়াংসমণীয়সাম্ ।'
(মন্থঃ ১২।১২২) 'যমো বৈবস্বতো রাজা
যস্তবৈষ হৃদি স্থিতঃ ।' (মন্থঃ ৮।৯২)
ইত্যান্তাঃ ।

অতো নতঃ এব সর্বেষাং স্বৃতিঃ জায়তে, স্মৃতিঃ পূর্বান্মভূতবিষয়ম অনুভবসংস্কারমাত্রজং জ্ঞানম্। জ্ঞানম্ ইন্দ্রিয়লিঙ্গাগমযোগজো বস্তুনিশ্চয়ঃ, সঃ অপি মতঃ। অপো-হনং চ, অপোহনং জ্ঞাননিবৃত্তিঃ।

সঙ্কল্পের দারা (আত্মান্ধপে অর্থাৎ অন্তর্য্যামী পর্যাত্মান্ধপে ) প্রবিষ্ট হইরা থাকি।

বিভিন্ন শ্রুতি ও এইকথা বলিতেছেন। যথা—'সকলের আত্মার্রপে অন্তরে প্রবিষ্ট থাকিয়া তিনি এই প্রাণিবর্গের শাসন-কর্ত্তা', "যিনি পৃথিবীর মধ্যে অবস্থিত থাকিয়া", "যিনি আত্মার মধ্যে থাকেন এবং যিনি আত্মার অন্তর্তম থাকিয়া আত্মাকে নিয়মন করেন।" "কমল-कार्यत जाय निम्निक मूथविभिष्ठे छात्र (হৃদয়কমল বা অন্তঃকমল)" "এই ব্ৰহ্মপুরে (শরীরে) যে হৃদয় কমল আছে তাহা (ব্রন্দের) নিবাস স্থল" প্রভৃতি। বিভিন্ন শ্বতিশাস্ত্রও এই কৃথাই বলিতেছেন, যথা—"এই জগন্ময় বিষ্ণু অশেষ জগতের শাসক।" "সর্ব জীবের শাসক হক্ষ হইতেও স্ক্রকে"। "তোমার হৃদয়-কন্দরে অবস্থিত এই পরমপুরুষ, তিনিই বৈৰম্বত যমরাজ।"—প্রভৃতি।

অতএব দর্বপ্রাণীর শ্বৃতি আমা হইতেই হইয়া থাকে—পূর্বের অহত্ত বিষয়ের ধারণার জন্ত তদহরূপ যে জ্ঞান তাহাকে শ্বৃতি বলে। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় সংযোগ জনিত এবং শাস্ত্র উপদেশ জনিত বস্তুর যথার্থ স্বরূপের যে নির্ণয় তাহার নাম জ্ঞান। এই জ্ঞানও আমা হইতেই উৎপন্ন হয়। অপোহন অর্থাৎ জ্ঞানের নির্ন্তিও আমা হইতেই হইয়া থাকে। অথবা এস্থলে 'অপোহন' শব্দ উহন শব্দের

অপোহনম উহনং বা উহনং উহঃ, উহো নাম—ইদং প্রমাণম্ ইখং প্রবতিতুম্ অহ'তি ইতি প্রবাণ-প্রবৃত্ত্যহ তাবিষয়ং সামগ্র্যাদিনির্ন-পণজন্তং প্রমাণানুগ্রাহকং জানম্; উহো নাম বিতর্কঃ, স চ মত্ত এব। (वर्रेषः ह मर्दिः ष्यहम् এव (वष्रः। অগ্নিবায়ুসূর্যসোমেন্দ্রাদীনাং মদন্তর্যামিকত্বেন মদাত্মকত্বাৎ প্রতিপাদনপরে: অপি मदर्जाः त्वरेनः जरुम् এव द्वाः, मनुशापिमदेकः जीवाजा देव।

বেদান্তরুৎ বেদানাম্ 'ইন্রং যজেত'
(শতঃ ব্রাঃ ৫।১।৬) 'বরুণং যজেত'
(শতঃ ব্রাঃ ২।৩।৩৭) ইতি এবমাদীনাম্ অন্তঃ ফলং ফলে হি তে সর্বে
বেদাঃ পর্যবস্থান্তি, অন্তরুৎ ফলকুৎ,
বেদোদিতফলস্থা প্রাদাতা চ অহম্
এব ইত্যর্থঃ।

'উহ' শব্দ মানে—"এই প্রমাণ বাচক ৷ এইভাবে প্রযুক্ত হওয়া উচিত" এইরূপে কোন প্রমাণের যোগ্যতা নিষ্পাদক যে छान তাহাকে উহ বলে। অর্থাৎ কোন अगाग कि कि कातरण खारनत निर्फातक হইয়া থাকে সেই বিতর্ক এবং বিচারের नाग छेर। এই উर खान अवाग रहेए उरे উৎপন্ন হইয়া থাকে। मगस (वर्पत দ্বারা আগিই বেছ বা জ্ঞেয় হইয়া থাকি। कात्रण खार्चा, नामू, स्या, ठल धनः हेल প্রভৃতির আমিই অন্তর্যাগী এবং এই সকলেরই আগি এইজন্ম আগারূপী। স্থতরাং বেদ যে স্থলে স্থ্ প্রভৃতিকে বায়ু, উক্ত অগ্নি, প্রতিপাদন করিয়া থাকে, সেই সমস্ত বেদের দারা আমিও বেছ হইয়া থাকি। অভিপ্রায় এই যে, বেদের যে যে স্থলে মনুষ্য প্রভৃতি শব্দে জীবের বর্ণনা করা হইয়াছে বলিয়া মনে হয় সেই সেই শব্দে আমারই বর্ণনা করা হইয়াছে। এই সমস্ত জীবই মদাশ্বক অর্থাৎ জীবদেহে আমি এই সকল জীবালার অন্তর্যামীরূপে (পর্মালারপে) অবস্থিত বলিয়া সমান-অধিকরণতা হিসাবে এই সকল অগ্নি,বায় প্রভৃতি জীবালাবাচক শব্দে প্রকৃতপক্ষে অন্তর্যামীরূপী বুঝাইতেছে )।

বেদান্তক্বৎ অর্থাৎ বেদান্তের কর্তাও আমিই। তাৎপর্য এই যে, "ইন্দ্রের পূজা কর্ত্তবা।" করা "বরুণকে পূজা করা উচিত।" ইত্যাদি বেদের বাক্যের যেটী চরম ফল বা অন্তফল তাহার নাম বেদান্ত। কারণ বেদবাক্য নিজ নিজ ফলেতেই পর্যবসিত অতএব এই বেদের অন্তফলের হয় ৷ অর্থাৎ বেদোক্ত বিভিন্ন কৰ্ত্তা

তমুক্তং পূৰ্বম্ এব — 'যো যো

যাং যাং তহুং ভক্তঃ শ্রন্ধরার্চিত্নিচ্ছতি।'
( ৭।২১ ) ইত্যারভ্য 'লভতে চ ততঃ
কামান্ ময়ৈব বিহিতান্ হি তান্।'
( ৭।২২ ) ইতি; 'অহং হি সর্বযজ্ঞানাং
ভোক্তা চ প্রভুরেব চ ॥' ( ৯।২৪ )
ইতি চ।

বেদবিদ্ এব চ অহম্ বেদবিৎ চ
অহম্ এব, এবং মদভিধায়িনং বেদম্
অহম্ এব বেদ। ইতঃ অন্তথা যো
বেদার্থং ব্রুতে ন স বেদবিদ্ ইতি
অভিপ্রায়ঃ ॥১৫॥

প্রদাতা আগিই।

এই উপদেশ ইতিপূর্বে সপ্তম অধ্যায়ে কথিত হইয়াছে, যথা "যে যে ভক্ত শ্রদার সহিত যে যে মৃত্তির (দেবমৃত্তি) ইচ্ছা করিতে আরাধনা এইস্থল হইতে আরম্ভ করিয়া "দেই নিকট হইতে যে দেবতার সকল কাম্যবস্তু প্রাপ্ত হয়, সে সমুদ্য वर्खांगीक्रि ) আমিই (তাহাদের বিধান করিয়া থাকি।" এই অবধি; এবং "আমিই সর্বযজের ভোক্তা অর্থাৎ वर्शा९ প্রভুও আরাধ্য দেবতা এবং এই ফল প্ৰদাতা।" স্মস্ত শোকে বণিত হইয়াছে!

বেদের যথার্থ অর্থের জ্ঞাতাও আমি
অর্থাৎ সবগ্র বেদ যে আমারই উদ্দেশ্যে
( থথাতত্ত্ব আমাকে বুঝাইবার জন্মই )
বিহিত হইয়াছে আমিই তাহা জানি।
অভিপ্রায় এই যে, যে ইহার বিপরীত
ভাবে বেদের অর্থ করে সে বেদের
যথার্থ অর্থ বা যথার্থ উদ্দেশ্য
জানে না॥১৫॥

রামানুজভায্য—

অতঃ মত্ত এব সূর্ববেদানাং সারভূতম্ অর্থং শৃণু — বঙ্গাহুবাদ—

(বেদের যথার্থ তত্ত্বের আমিই জ্ঞাতা পূর্বশ্লোকে এই বলিয়া এখন বলিতেছেন) — অতএব তৃমি আমার নিকট হইতে সমস্ত বেদের দারভূত অর্থ শ্রবণ কর—

দাবিমো পুরুষো লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ। ক্ষরঃ সর্বাণি ভূতানি কুটম্খেইক্ষর উচ্যতে ॥১৫॥

সরলার্থ-

ক্ষর এবং অক্ষর এই ছই প্রকার প্রুষ শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ। তন্মধ্যে ক্ষর" শব্দের দারা (অচিৎ পরিণামরূপী জড়বস্তু) দেহবিশিষ্ট ব্রহ্মাদিস্তম্ব পর্যান্ত সমন্ত বদ্ধজীবকে

বুঝাইয়া থাকে এবং "অক্ষর" শব্দে দদা কূটস্থ একরূপ বিকার রহিত মুক্ত প্রুষধকে বুঝাইয়া থাকে ॥১৬॥

রামাত্মজভাষ্য —

করঃ চ অকর এব চ ইতি দৌ ইনো
পুরুষো লোকে প্রথিতো । তত্ত্র করশব্দনির্দিষ্টঃ পুরুষো জীবশব্দাভিলপনীয়ত্ত্রক্ষাদিস্তব্দপর্যন্তক্ষরণস্বভাবা
চিৎসংস্প্রসর্বভ্তানি; অত্ত্র অচিৎসঙ্গর্মপৈকোপাধিনা পুরুষঃ ইতি
একত্বনিদেশঃ।

অকরশব্দনির্দিষ্টঃ ক্টস্বঃ; অচিৎসংসর্গবিযুক্তঃ, স্বেন রূপেণ অবস্থিতো যুক্তাত্মা। স তু অচিৎসংসর্গভাবাদ্ অচিৎপরিণামবিশেষব্রহ্মাদিদেহসাধারণো ন
ভবতি ইতি কুটস্থ ইতি উচ্যতে।

বঙ্গানুবাদ —

"ক্ষর'' এবং 'অক্ষর' রূপ যে ছটি পুরুষ শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ আছে তন্মধ্যে "কর" শব্দে নির্দিষ্ট পুরুষ জীববাচ, অর্থাৎ ফর-স্বভাব বিনাশশীল জড় প্রকৃতি ( पिश्विनिष्ठे ) বিশিষ্ট इटें जिनीनिका नर्गा ममस थानी क ( यश्रि भीत वह, अकं नरह, বুঝায়। তথাপি ) জড় বস্তু বা অচিৎ সংসর্গরূপ একই উপাধির সহিত সমস্ত জীবগণের সম্বন্ধ উপদেশ দেওয়ার অভিপ্রায়ে এখানে "পুরুষ" শব্দের (বহুবচন না করিয়া) প্রয়োগ করা হইয়াছে। একবচন "অক্ষর" শব্দের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট পুরুষকে "কুটস্থ" বলে, অর্থাৎ জড় বা অচিৎ বস্তুর সংসর্গ রহিত নিজম্বরূপে অবস্থিত মুক্ত-অবস্থাপর আত্মাকে, 'কুটস্থ' বলা হয়। 'कृष्ठेश' विनवात कात्रन এই यে এই क्रश মুক্ত পুরুষ অচিৎ সংসর্গরহিত বলিয়া অচিৎ বস্তর পরিণামরূপী ত্রন্ধাদি "দেবমহুয়াদি" বিভিন্ন দেহধারী হয় না। এইজন্ম ইহাকে "কুটস্থ" (সদা একরূপ নিজ স্বরূপে অবস্থিত ) বলা হয়।

অত্র অপি একত্বনিদেশঃ অচিদ্বিয়োগর্মপৈকোপাধিনা অভিহিতঃ।
ন হি ইতঃ পূর্বম্ অনাদৌ কালে
মুক্ত এক এব। যথা উক্তম্ —
'বহবো জ্ঞানতপদা পূতা মন্তাবমাগতাঃ॥'
(৪।১০) 'মম সাধর্ম্যমাগতাঃ। সর্গেহপি
নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ॥'
(১৪।২) ইতি॥১৬॥

এন্থলেও অচিৎবস্তুর সংসর্গের অভাবরূপ
যে উপাধি এই একমাত্র উপাধির জন্মই
একবচনের প্রয়োগ করা হইয়াছে, কিন্তু
অনাদিকাল হইতে এই অবধি যে একটিমাত্র আত্মা মুক্ত হইয়াছে এই অর্থে এক
বচনের প্রয়োগ হইতে পারে না। যথা—
"মৎ বিষয়ে যথার্থ জ্ঞানরূপ তপস্থা দারা
পবিত্র হইয়া বহু জীব আমার ভাব প্রাপ্ত
হইয়া থাকে।" "যাহারা আমার স্বাধর্ম্যা
প্রাপ্ত হয় তাহারা কল্পের আদিতে
স্প্রিকালে জন্ম গ্রহণ করে না এবং
কল্পান্তে প্রলম্বকালেও বিনাশরূপ ত্ঃখ
অমুভব করে না। ইত্যাদি ॥১৬॥

## উত্তমঃ পুরুষস্থক্তঃ পরমাত্মেতু্যদান্ততঃ। যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ ॥১৭॥

#### সরলার্থ-

কিন্তু সমস্ত বস্তুর আত্মারূপী, পর্মাত্মা এই নামে প্রসিদ্ধ 'ক্ষর' এবং 'অক্ষর' এই ছই প্রকার বদ্ধ ও মুক্ত প্রুব হইতে অতিরিক্ত আর একটি উত্তম প্রুব্ধ আছেন। অব্যয় এবং ঈশ্বর অর্থাৎ সর্বনিয়ন্তা এইপ্রকার গুণবিশিষ্ট যিনি, তিনি অচেতন এবং বদ্ধ ও মুক্ত চেতন এই লোকত্রয় অর্থাৎ তিন প্রকার প্রসিদ্ধ বস্তুর মধ্যেই অন্তর্থামীরূপে প্রবিষ্ট থাকিয়া তাহাদের ভরণ অর্থাৎ ধারণ করিয়া থাকেন ॥১৭॥

## রামানুজভায়—

উত্তমঃ প্রুষঃ তু তাভ্যাং ক্ষরা-ক্ষরশব্দনির্দিষ্টাভ্যাং বন্ধমুক্তপুরুষা-ভ্যাম্ অন্তঃ অর্থান্তরভূতঃ পরমাত্মা ইতি উদাহতঃ।

সবাস্থ শুতিষু পরমাত্মা ইতি
নিদেশাদ্ এব হি উত্তমঃ পুরুষো
বদ্ধমুক্তপুরুষাভ্যাম্ অর্থান্তরভূতঃ

#### বঙ্গাহ্মবাদ—

কিন্ত কর এবং অক্ষর এই শব্দে
নির্দিষ্ট বন্ধ এবং মুক্ত এই উভয় পুরুষ
হইতে পৃথক একজন উত্তম পুরুষ আছেন
যিনি (শাস্ত্রে) পরমান্ধা নামে প্রসিদ্ধ ।
সমস্ত শ্রুতিতে এই পুরুষ পরমান্ধা নামে
নির্দিষ্ট হইয়াছে বলিয়াই বুঝিতে হইবে
যে এই উত্তম পুরুষ বন্ধ এবং মুক্ত পুরুষ
হইতে বিভিন্ন। ইহার কারণ এই যে—

ইতি অবগন্যতে। কথন ? যো
লোকত্রম্ আবিশু বিভর্তি; লোক্যত

ইতি লোকঃ তৎত্রমং লোকত্রম্,
অচেতনং তৎসংস্ঠঃ চেতনো মুক্তঃ
চ ইতি প্রমাণাবগন্যম্ এতৎ ত্রমং
য আত্মতয়া আবিশ্য বিভর্তি, স
তন্মাদ্ ব্যাপ্যাদ্ ভর্তব্যাৎ চ
অর্থান্তরম্ভূতঃ।

ইতঃ চ উক্তাৎ লো কত্ররাদ্
অর্থান্তরভূতঃ। যতঃ সঃ অব্যয়
ঈশ্বরঃ চ। অব্যয়স্বভাবো হি ব্যয়স্বভাবাদ্ অচেতনাৎ তৎসম্বন্ধেন তদদুসারিণঃ চ চেতনাদ্ অচিৎসম্বন্ধযোগ্যতয়া পূর্বসম্বন্ধিনঃ মুক্তাৎ চ
অর্থান্তরভূত এব; তথা এতস্থ
লোকত্রয়স্থ ঈশ্বরঃ ঈশিতব্যাৎ
ভন্মাদ্ অর্থান্তরভূতঃ ॥১৭॥

'যিনি তিন লোকে প্রবিষ্ট থাকিয়া তাহাদের ধারণ এবং পোষণ করেন' ( তিনি এই তিন লোক হইতে বিভিন্ন )। অবলোকন করা যাহাকে (দেখা য়ায়) তাহার নাম "লোক"। এইরূপ তিন প্রকার লোকের সমাবেশকে এইরূপ ব্যুৎপত্তি লোকতায় বলা হয়। বুঝিতে হইবে যে অচিৎ দারা (जড़ वख), जफ़ (पर्धाती वक्षजीव मुक जीव, এই विविध লোকতায়। যিনি এই তিবিধ নাম বস্তুর মধ্যে আত্মারূপে প্রবিষ্ট হইয়া ধারণ করিয়া থাকেন তাহাদিগকে ধারণযোগ্য উক্ত তিনি ব্যাপ্য এবং **२**रेए প্রকার বস্ত বিভিন্ন। তিন যেহেতু ইনি (এই পরমাত্মা) অব্যয় বা অবিনাশী প্রুষ এবং ঈশ্বর বা নিয়ন্তা পুরুষ সেই হেতুও তিনি উক্ত লোকত্রয় হইতে বিভিন্ন।

অভিপ্রায় এই যে ব্যয়ররপ (ক্ষয়ররপ)
বভাববিশিপ্ত অচিৎ বা জড়রূপ প্রকৃতি
হইতে, প্রাকৃত সম্বন্ধের জন্ম তদম্বায়ী
তাহার (প্রকৃতির) স্বভাব অম্পরণকারী
বন্ধ জীব হইতে এবং (মুক্ত অবস্থার
পূর্বে) প্রকৃতিসমন্ধ থাকার জন্ম মুক্ত
পুরুষ হইতেও এই নিত্য অব্যয় অবিনাশী
স্বভাববিশিপ্ত পুরুষ পরমাল্পা বিভিন্ন বস্তুই
এবং এই পরমাল্পা প্রকৃতিবন্ধ জীব এবং
মুক্তাল্পা এই তিন লোকেরই ঈশ্বর
(নিয়ামক, শাসক)। এই কারণেও এই
পুরুষোভ্যম পরমাল্পা তাহার শাসনাধীন
এই তিন তত্ত্ব হইতে সর্বপ্রকারে
বিভিন্ন ॥১৭॥

## যম্মাৎ ক্ষরমতীতোহহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ। অতোহম্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ॥১৮॥

সরলার্থ-

বেহেতু, অব্যয়ত্ব প্রভৃতি স্বরূপের জন্ম আমি বদ্ধ পুরুষ হইতে অতীত, উত্তম এবং মুক্ত পুরুষ হইতেও উৎকৃষ্ট সেইজন্ম বেদে এবং স্মৃতি ইতিহাস পুরাণে আমি পুরুষোত্তম বলিয়া প্রসিদ্ধ ॥১৮॥

রামানুজভাষ্য—

যশাদ এবম্ উল্লৈঃ স্বভাবিঃ

ক্ষরং পুরুষম্ অতীতঃ অহম্, অক্ষরাৎ

মুক্তাদ্ অপি উল্লৈঃ হেতুভিঃ

উৎকৃষ্টভমঃ, অতঃ অহং লোকে

বেদে চ প্রুষোভমঃ ইতি প্রথিতঃ

অমি। বেদার্থাবলোকনাৎ লোক

ইতি স্মৃতিঃ ইহ উচ্যতে। শ্রুতে

স্মৃতে চ ইত্যর্থঃ।

শ্রুতে তাবৎ—পরং জ্যোতীরূপং
সম্পন্ন ক্ষেপণাভিনিম্পদ্যতে স উত্তমঃ
প্রুষঃ' (ছাঃ উঃ ৮/১২/৩) ইত্যাদৌ।
শ্বুতে অপি 'অংশাবতারং প্রুষোত্তমস্থ
হ্যনাদিমধ্যান্তমজন্ম বিক্ষোঃ।' (বিঃ পুঃ
১/১৭/৩০) ইত্যাদৌ ॥১৮॥

### বঙ্গানুবাদ—

বেহেতু আমি পূর্বোক্ত প্রকার এই
স্বভাবের জন্ত ক্ষর পূরুষ (বদ্ধজীব)
হইতে অতীত এবং অক্ষর (মুক্তজীব)
হইতেও উৎকৃষ্টতম সেই জন্ত আমি বেদে
এবং লোকে পূরুষোন্তম বলিয়া প্রসিদ্ধ।
"লোক" এই শব্দে বেদার্থ অবলোকন
অর্থাৎ যথার্থ প্রকাশিত হয় বলিয়া 'স্মৃতি'
(ইতিহাদ, পুরাণকে) বুঝাইয়া থাকে।

শ্রুতি বলিতেছেন—"পরম জ্যোতিরূপ প্রাপ্ত হইয়া নিজ স্বরূপে অবস্থিত হন। অতএব তিনি উত্তম পুরুষ।" অস্তাম্ত শ্রুতিওেও এই প্রকার বাক্য দেখা যায়। স্মৃতিও বলিতেছেন — "আদি, মধ্য ও অন্তরহিত এবং জন্মরহিত পুরুষোত্তম বিষ্ণুর অংশাবতারকে।" ইত্যাদি স্মৃতি-তেও (আমি পুরুষোত্তম নামে প্রসিদ্ধ)॥১৮॥

ধেদার্থম আলোকয়তি ইতি লোক: অর্থাৎ
বাহার দারা বেদের অর্থ স্পষ্টয়পে প্রকাশ পায়
তাহার নাম 'লোক'—য়ৃতি ইতিহাস প্রাণও
এইয়প অর্থের প্রকাশক ইতিহাসপ্রাণাভ্যাম্
বেদম্ সম্পর্ংহয়েৎ—ইতিহাস এবং প্রাণের
দারা বেদের যথার্থ অর্থ পরিক্ষুট করিবে।)

## যো মামেবমসংমূঢ়ো জানাতি পুরুষোত্তমম্। স সর্ব্ববিদ্ ভজতি মাং সর্ব্বভাবেন ভারত ॥১৯॥

সরলার্থ —

(ইতিপূর্ব্বে কয়েকটী শ্লোকে প্রুবোত্তম শব্দের যথার্থ অর্থ পরিস্ফুট করিয়া এখন এই শ্লোকে এইরূপ প্রুবোত্তমত্বজ্ঞানের প্রশংসা করিতেছেন।)

যে আমাকে (বন্ধ ও মক্ত চেতন হইতে বিলক্ষণ এবং যাবং জড়বস্ত ও চেতন বস্তুর অন্তর্য্যামীরূপে অবস্থিত হইয়া তাহাদের ভরণকর্ত্তা এবং নিয়ামক রূপে ) পুরুষোত্তম বলিয়া দৃঢ়রূপে অবগত হয় সে (আমাকে লাভ করিবার উপায় জানিয়া সর্ব্ধপ্রকারে আমার ভজনা করে ) ॥১৯॥

### রামানুজভাষ্য—

यः এवम् উट्छन প্রকারেণ
প্রবোভমং মাম্ অসংমৃঢ়ো জানাতি,
क্ষরাক্ষরপুরুষাভ্যাম্ অব্যয়স্বভাবতয়া ব্যাপনভরণশ্র্যাদিযোগেন
চ বিসজাতীয়ং জানাতি, স সর্ববিং
মৎপ্রাপ্ত্যুপায়তয়া যদ্ বেদিতব্যং
তৎ সর্বং বেদ। ভজতি মাং সর্বভাবেন যে চ মৎপ্রাপ্ত্যুপায়তয়া
মন্তজনপ্রকারা নির্দিষ্টাঃ তৈঃ চ
সর্বৈঃ ভজনপ্রকারৈঃ মাং ভজতে।

সংবাহ মদ্বিষ্ঠ রেঃ বেদ্র কি মান যা প্রীতিঃ যা চ মম সংবাহ মদ্বিষ্ঠ রঃ ভজানৈঃ উভয়বিধা সা প্রীতিঃ অনেন বেদ্রনেন মম জায়তে ॥১৯॥

### বঙ্গান্থবাদ---

যে পুরুষ উপরোক্ত প্রকারে আমাকে পুরুবোত্তম বলিয়া নিঃসন্দেহভাবে জানিয়া থাকে, আমি অব্যয় পুরুষ এবং (সমগ্র চিৎ ও অচিৎ বস্তুর) ব্যাপক, ধারক, পোষক প্রভৃতি ঐশ্বরীয়গুণ যুক্ত, অতএব এই ক্ষর এবং অক্ষররূপ বদ্ধ ও মুক্তজীব হইতে উৎকৃষ্ট বলিয়া আমাকে জানে— সে সর্ববিদ্ পুরুষ অর্থাৎ আমাকে প্রাপ্তির জন্ম যাহা কিছু সাধন জানা আবশ্যক জানে এবং সে আমাকে তাহা সে সর্বভাবে ভজনা করে অর্থাৎ আমাকে প্রাপ্তির উপায়রূপ আমার যে সকল **ज्जाति अंगानी जेशिष्ट इरेगार्ड मिरे-**সকল ভজন প্রণালীতে আমার ভজনা করে।

অভিপ্রায় এই যে, জীবের মধ্যে মংবিষয়ক সমস্ত জ্ঞানের জন্ম এবং মংপ্রাপ্তির উগায়রূপ সাধন অনুষ্ঠানের জন্ম তাহাদের প্রতি আমার যে প্রসর্কা হয়, যাহারা আমার এই পুরুষোত্তমত্ব স্থরূপ অবগত হয় তাহাদের প্রতিও আমার সেই প্রকার প্রসর্কা হইয়া থাকে॥১৯॥

রামাত্মজভায্য— ইতি এতৎ পুরুষোত্তমত্ববেদনং পূজয়তি।

এই প্রকারে এই 'পুরুষোত্তনত্ব'রূপ জ্ঞানের স্তুতি করিতেছেন।

ইতি গুহুতমং শান্ত্রমিদমুক্তং ময়া ২নঘ। এতদ্ বুদ্ধা বুদ্ধিমান্ স্থাৎ কৃতকৃত্যশ্চ ভারত ॥২০॥

সরলার্থ-

হে নিষ্পাণ অর্জুন, তুমি উপযুক্ত অধিকারী বলিয়া অত্যন্ত রহস্তযুক্ত, অতএব স্ক্রাপেক্ষা গোপনীয় 'পুরুষোত্তমত্ব' জ্ঞানের প্রতিপাদক এই শাস্ত্র আমি তোমাকে উপদেশ দিলাম। হে ভরতকুলতিলক, এই পুরুষোত্তমত্ব জ্ঞান যথার্থরূপে অবগত হইয়া যে পুরুষ জ্ঞানবান হন তিনি তদুহুগত ভজনা দারা কৃতকৃত্য হন অর্থাৎ আমার এই পুরুষোত্তমত্বের সাক্ষাৎ করিয়া থাকেন ॥২০॥

রামানুজভাষ্য—

हेथः गग शूक्र योखगदथि -পাদনং সর্বেষাং গুহ্মানাং গুহ্তমম্ ইদং শাস্ত্রং ত্বম্ অন্যত্রা যোগ্যত্ম ইতি কৃত্বা ময়া তব উক্তম্। এতদ্ বুদ্ধা বুদ্ধিমান্ স্থাৎ কৃতকৃত্যঃ চ মাং প্রেঞ্সুনা উপাদেয়া যা বুদ্ধিঃ উপাত্তা স্থাৎ। যৎ চ তেন কর্ত্ব্যম্ তৎ চ সর্বং কৃতং স্থাদ্ ইত্যর্থঃ।

বঙ্গানুবাদ-

আমার পুরুষোত্তমত্ব প্রতিপাদক এই শাস্ত্র যাবৎ গোপনীয় বিষয়ের মধ্যে সর্বাপেক্ষা গোপনীয় বা গুহুতম। নিষ্পাপ বলিয়া এই শাস্ত্র শ্রবণের যোগ্যতম অধিকারী, অতএব আমি তোমাকে এই বিষয়ে উপদেশ দিলাম। এই বিষয় অবগত হইয়া পুরুষ জ্ঞানবান এবং কৃতকৃত্য হইয়া থাকে। অভিপ্ৰায় এই যে আমাকে প্রাপ্ত হইতে অভিলাষী পুরুষদের পক্ষে যে বুদ্ধি বা জ্ঞান ( অত্যা-বশ্যক বলিয়া ) উপাদেয় তাহা সে সম্পূর্ণ-ক্সপে লাভ করে এবং তাহার **উক্ত** জ্ঞানের জন্ম যাহা কিছু অহুষ্ঠান কর্ত্ব্য সে সমস্তই আপনা হইতেই তাহার দারা অহ্টিত হইয়া থাকে।

অনেন শ্লোকেন অনন্তরোক্তং
পুরুষোত্তমবিষয়ং জ্ঞানং শাস্ত্রজন্তুম্
এব এতৎ সর্বং করোতি; ন তু
সাক্ষাৎকাররূপম্ ইতি উচ্যতে ॥২০॥

এই শ্লোকে বলা হইতেছে যে, উপরি উক্ত প্রুষোত্তম বিষয়ক শাস্তজনিত জ্ঞানই মুমুকু পুরুষের সমস্ত ফল প্রদান করে। সাক্ষাৎকাররূপ জ্ঞানের (প্রত্যক্ষ-তাপন জ্ঞানের) দারা যে এই সমস্ত ফল লাভ হয় এরূপ অর্থের প্রতিপাদন করা এই শ্লোকের উদ্দেশ্য নয়॥২০॥

ইতি পুরুষোত্তমপ্রাপ্তি-যোগ নামক পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

# ষোড়শ অধ্যায়

দৈবাস্থরসম্পদ-বিভাগ যোগ —ঃ) \* (;—

রামান্থজভায্য---

অতীতেন অধ্যায়ত্ত্রেণ প্রকৃতিপুরুষয়োঃ বিবিক্তরোঃ সংস্পৃথয়োঃ
চ যাথাত্ম্যং তৎসংসর্গবিয়োগয়োঃ
চ গুণসঙ্গতিবিপর্যয়হেতুক হম্,
সর্বপ্রকারেণ অবস্থিতয়োঃ প্রকৃতিপুরুষয়োঃ ভগবদ্বিভূতিত্বম্,
বিভূতিমতো ভগবতো বিভূতিভূতাদ্ অচিদ্বস্তনঃ চিদ্বস্তনঃ চ
বদ্ধমুক্তোভয়রূপাদ্ অব্যয়ন্থব্যাপনভরণস্বাধ্যয়ঃ অর্থান্তরতয়া পুরুষোভরণস্বাধ্যয়ঃ অর্থান্তরতয়া পুরুষোভরণস্বাধ্যয়ঃ চ বর্ণিতম্ ।

অনন্তরম্ উক্তস্ম অর্থস্ম স্থেক্রে
শাস্ত্রবস্মতাং বক্ত**্ং** শাস্ত্রবস্মতদ্বিপরীতয়োঃ দেবাস্থরসগর্টয়াঃ বিভাগং
শ্রীভগবান্ উবাচ —

### বঙ্গান্থবাদ —

গত তিন অধ্যায়ে প্রকৃতি এবং পুরুষের যথার্থ স্বরূপ পৃথক পৃথকরূপে এবং উভয়ের সংযুক্ত অবস্থাতেও বণিত এই প্রকৃতি ও পুরুষের হইয়াছে। সংযুক্ত বা সংশ্লিষ্ট অবস্থাতে সত্ত্বাদিগুণের সম্বন্ধ এবং উভয়ের পৃথকস্থিতি অবস্থায় এই ত্রিগুণের সম্বন্ধের যে অভাব হয় তাহাও বণিত হইয়াছে। আরও বণিত হইয়াছে যে পৃথকস্থিতি অবস্থা এবং সংযুক্ত অবস্থা এই সর্বপ্রকার অবস্থাতেই প্রকৃতি এবং পুরুষ উভয়েই ভগবানের বিভূতি স্বরূপ, এবং এই বিভূতিরূপ অচেতন বস্তু (প্রকৃতি ) হইতে এবং বদ্ধ ও মুক্ত উভয় প্রকার চেতনবস্ত (পুরুষ) শ্রীভগবান এই বিভূতিমান হইতে স্বরূপতঃ অব্যয়, ব্যাপক, ভরণকর্ত্তা এবং স্বামী (প্রভূ) বলিয়া ( তাঁহার বিভূতিরূপ পুরুষ ও প্রকৃতি হইতে) পৃথক বস্তু এবং তিনিই পুরুষোত্তম।

পঞ্চদশ অধ্যায়ে উক্ত উপদেশ গুলিকে দৃঢ় করিবার উদ্দেশ্যে ইহারা যে শাস্ত্রসিদ্ধ তাহা অবগত করাইবার জন্ত এখন শ্রীকৃষ্ণ শাস্ত্র-অম্বর্জণকারী দৈবী স্ষ্টির এবং তৎবিপরীত আচরণশীল অম্বরিক স্ষ্টির বিভাগ করিয়া সেই সকল বিষয়ে উপদেশ দিতেছেন—

## শ্ৰীভগবাসুবাচ—

অভয়ং সম্বসংশুদ্ধিজ্ঞ নিযোগব্যবন্থিতিঃ।
দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায়স্তপ আজ বিম্ ।১॥
জাহিংসা সত্যমক্রোধস্ত্যাগঃ শান্তিরপৈশুনম্।
দ্য়া ভূতেম্বলোলুপ্ত্বং মার্দ্দবং দ্রীরচাপলম্ ॥২॥
তেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ শৌচমদ্রোহো নাতিমানিতা।
ভবন্তি সম্পদং দৈবীমভিজাতম্ম ভারত ॥৩॥

সরলার্থ— ( বঙ্গানুবাদ দ্রপ্টব্য )

রামাত্মজভাষ্য—

ইপ্টানিপ্টবিয়োগসংযোগরূপস্থ তুঃখন্ত হেতুদর্শনজং তুঃখন্ ভয়ন্, তন্নিবৃত্তিঃ অভয়ন্।

সত্ত্যংশুদ্ধিঃ সম্বস্থ অন্তঃকরণস্থ রজস্তমোভ্যাম্ অসংস্পপ্তত্তম্।

জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ প্রকৃতিবিযু-ক্তাত্মস্বরূপবিবেকনিষ্ঠা।

দানঃ স্থায়ার্জিতধনস্থ পাত্তে প্রতিপাদনম্!

पगः गनरम। विषद्शोग्रूथानितृत्ति-गःभीननम्।

যজ্ঞ: ফলাভিসন্ধিরহিতভগবদা-রাধনরূপমহাযজাগুনুষ্ঠানম্।

ষাধ্যায়: সবিভূতে: ভগবতঃ
তদারাধনপ্রকারস্থা চ প্রতিপাদকঃ
কংস্নো বেদঃ, ইতি অনুসন্ধায়
বেদাভ্যাসনিষ্ঠা।

### বঙ্গান্থবাদ-

অভয়—ইষ্ট বস্তুর বিয়োগ এবং অনিষ্ট বস্তুর প্রাপ্তিরূপ ছঃখের কারণ উপস্থিত যে ছঃখ বাকেশ হয় रुहेल गत তাহার নাম ভয়, এই ভয় হইতে নিবৃত্তির নাম অভয়; সত্ত্বশংশুদ্ধি—সত্ত্বের অর্থাৎ অন্তঃকরণের রজোগুণ তমোগুণবিবজ্জিত ভাব; জ্ঞানযোগ-ব্যবস্থিতি—প্রকৃতিবিযুক্ত আত্মস্বরূপের. বিবেচনায় নিষ্ঠা। দান — স্থায়াজিত অর্থের সৎপাত্তে দান ; দম—মন ভোগ্য-উনুখ হইলে তাহা হইতে বিষয়ে নিবৃত্তি করণ; যজ্জ—ফলাভিসন্ধিরহিত আরাধনারূপে মহাযজ্ঞাদির ভগবানের অনুষ্ঠান; স্বাধ্যায় — সমগ্র বেদ যে বিভূতিসমূহ-সহিত ভগবানের প্রতিপাদক ভগবৎ-আরাধনাপ্রণালীর প্রতি-পাদক, তাহা জানিয়া বেদাভ্যাসে নিষ্ঠা;

তপঃ কৃচ্ছ চাক্রায়ণদ্বাদশ্য প্রবা: সাদেঃ ভগবৎপ্রীণনকর্মযোগ্যতা-পাদনশ্য করণম্।

্ৰাৰ্জবম্ মনোবাক্কায়কৰ্মবৃত্তীনাম্ একনিষ্ঠতাপৱেষু

অহিংসা পরপীড়াবর্জ নম্।

সত্যং যথাদৃষ্ঠার্থগোচরভূতহিতবাক্যম্।

অক্রোধঃ পরপীড়াফলচিত্তবিকার-রহিতত্বম্।

<sub>ত্যাগঃ</sub> আত্মহিতপ্রত্যনীক**প**রি-গ্রহবিমোচনম্।

শান্তিঃ ইন্দ্রিয়ানাং বিষয়প্রাবণ্য-নিরোধসংশীলনম্।

অপৈশুনং পরানর্থকরবাক্যনিবেদ-নাকরণম্।

দয়া ভূতেষু সর্বেষু ছঃখাসহিষ্ণুত্বম্।
আলোলুপ্ত্বম্—আলোলুপত্বম্, আলোলুত্বম্ ইতি বা পাঠঃ। বিষয়েষু
নিঃস্পৃহত্বম্ ইত্যর্থঃ।

মাৰ্দ্বম্ অকাঠিন্তম্; সাধুজন-সংশ্লেষাহ তা ইত্যৰ্থঃ!

্থীঃ অকার্যকরণে ব্রীড়া। অচাপলং স্পৃহণীয়বিষয়সন্নিধৌ অচপলত্বম্

তপ-ভগবানের প্রসন্নতার হেতুভূত কর্মকরিবার যোগ্যতা অর্জনের জন্ম কৃচ্ছ, চান্দ্রায়ন এবং দ্বাদশীর উপবাস প্রভৃতি (কায়কেশেকারী) ব্রতের অমুষ্ঠান, \*> আর্জব—অন্তের প্রতি ব্যবহারকালে কায় মন এবং বাক্যের ভাবের একতা (মনে এক ভাব রাখিয়া বাক্যে কিংবা কাৰ্যে অন্তভাব পোষণ বা প্ৰকাশ না অহিংসা — অপরকে ( गानिमक वा भारीतिक ) ना (प्रथा; সত্য-দেখিয়া ভূনিয়া যে কথাটি যথাৰ্থ বলিয়া মনে হইয়াছে সেইরূপ হিতবাক্য\*২ অক্রোধ — অপরের ক্লেশকর বিকারের নাম ক্রোধ, তাহার অক্রোধ; ত্যাগ — আত্মকল্যাণের বিরোধী বস্তুর সঙ্গ ত্যাগ; শান্তি-ইন্দ্রিয়ের বিষয়-তৃষ্ণা নিবারণের অভ্যাস ; অপৈশুন — অপরের হানিকর অকথন; দর্বজীবে দয়া\*৩; অলোলুত্ব-বিষয়ে নিস্পৃহতা; মার্দব — সাধুগণের সঙ্গলাভের উপযুক্ত ( হৃদয়ের কোমলতা ); ही- विकास कार्यंत कता निष्ठा ; অচাপল্য—স্পৃহনীয় ভোগ্যবিষয় সমুখে উপস্থিত হইলেও মনের অচঞ্চলতা:

কৃচ্ছ চান্দ্রায়নাদি ( উপবাসবৃজ্ঞ ) কায়ক্লেশকর
 বতের অমুষ্ঠানের দ্বারা শরীর ও অন্তঃকরণ
 নির্মল হয়। নিত্যনৈমিত্তিক সমস্ত কর্মই যে
 ভগবানের আরাধনার্রপে অমুষ্ঠিত হইলে
 ভগবানের প্রসন্নতা লাভের হেতু হয়, অন্তঃকরণ
 নির্মল হইলে তাহা উপলব্ধি করিতে পারা যায়।

 <sup>\*</sup>২ হিতবাক্য — হিতবাক্য মঙ্গলন্থন হয়, কিন্তু
সব সময় প্রিয় হয় না, অপ্রিয় হইতে পারে।

<sup>🗚</sup> দ্যা — পরত্বঃথ অসহিষ্টা।

তেজঃ তুর্জ নৈঃ অনভিভব-নীয়ত্বম্।

ক্ষমাঃ পরনিমিত্তপীড়ানুভবে অপি পরেষু তং প্রতি চিত্তবিকাররহিততা।

গ্বতি: মহত্যাম্ অপি আপদি ক্বত্যকর্তব্যতাবধারণম্।

শৌচং বাহ্যান্তঃকরণানাং কৃত্য-যোগ্যতা শান্ত্রীয়া।

অন্তোহেঃ পরেষু অনুপরোধঃ; পরেষু স্বচ্ছন্দর্ত্তিনিরোধরহিতত্বম্ ইত্যর্থঃ।

নাতিমানিতাঃ **অস্থানে গর্বঃ অতি-**মানিত্বম্, তদ্রহিততা।

এতে গুণা দৈবীং সম্পদ্ম অভিজ্ঞাতত্ত্ব ভবন্তি। দেবসম্বন্ধিনী সংপ্ৰ দৈবী; দেবা ভগবদাজ্ঞানু-বৃত্তিশীলাঃ, তেষাং সংপ্ৰ। সা চ ভগবদাজ্ঞানুবৃত্তিঃ এব, তাম্ অভিজ্ঞাতত্ত্ব তাম্ অভিমুখীকৃত্য জ্ঞাতত্ত্ব তাং নিব্ধিয়িতুং জ্ঞাতত্ত্ব ভবন্তি ইত্যৰ্থঃ ॥১, ২, ৩॥ তেজ—ছর্জ্জনের দারা অপরাভূত শক্তি;
ক্ষমা—অপর কর্তৃক ক্রেশ পাইলেও তাহাদের উপর চিন্তের বিকারশৃত্য ভাব
(ক্রোধাদিরহিত ভাব) ধ্বতি—মহাবিপদ
কালেও কর্ত্ব্য নিধারণের শক্তি; শৌচ—
হস্ত পদাদি বাহ্য ইন্দ্রিয় এবং চক্ষু কর্ণ মন
প্রভূতি অন্তরিন্দ্রিয়ের শাস্ত্রীয় কর্ম অষ্টানের
যোগ্যতা (পরিশুদ্ধি) উৎপাদন; অন্দোহ—
অপরের সহিত বিরোধ বর্জ্জন অর্থাৎ অপরের স্বতম্বতাতে বিদ্ব উৎপাদন না করা;
নাতিমানিতা—অস্থানে (গুরুজন সমীপে)
গর্ববর্মণ অভিমান শৃত্যতা।

হে অর্জুন যে পুরুষ দৈবী অর্থাৎ দাত্ত্বিক সম্পদের অভিমুখী হইয়া জন্মগ্রহণ করেন উক্ত বড়বিংশতিগুণ তাঁহারই হইয়া থাকে।

অভিপ্রায় এই যে ভগবানের আজ্ঞাপালনকারী পুরুষদের দেব বলা হয়। এই
দেব সম্বন্ধীয় সম্পদ বা স্বভাবকে দৈবী
সম্পত্তি বলা হইয়াছে। এইরূপ ভগবৎ
আজ্ঞা অস্থায়ী আচরণশীল স্বভাবকে
সম্পুথে বা অগ্রে রাখিয়া যে পুরুষ জন্মলাভ
করেন অর্থাৎ ভগবৎ আজ্ঞা পালন
করিবার নিমিত্ত যিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তাঁহার মধ্যে উক্ত সর্বপ্রকার গুণ
বর্ত্তমান থাকে ॥১, ২, ৬॥

## দম্ভো দর্পোইতিমানশ্চ ক্রোধঃ পারুম্বামেব চ। অজ্ঞানং চাভিজাতন্ত্র পার্থ সম্পদমাস্থরীম্ ॥৪॥

সরলার্থ—( वक्राञ्चवान जन्नेवा)

রামানুজভাষ্য-

দভঃ ধামিকত্বখ্যাপনায় ধর্মাকুষ্ঠা-पर्भः কৃত্যাকৃত্যাবিবেক-করো বিষয়ানুভবনিমিত্তো স্ববিত্যাভিজনাননু-অতিযানঃ গুণোহভিমানঃ। ক্রোধঃ পরপীড়া-ফলচিত্তবিকারঃ। পারুষাং সাধুনাম্ উদ্বেগকরঃ স্বভাবঃ। অজ্ঞানং পরা-বরভত্বকুত্যাকুত্যাবিবেকঃ। আস্থরীং স্বভাবাঃ সংপদ্ম অভিজাতস্ত ভবন্তি। অস্থরা ভগবদা-জাতিবন্তিশালাঃ ॥৪॥

### বঙ্গান্থবাদ—

দম্ভ—ধার্মিকত্ব খ্যাতিলাভের জন্ত ধর্মান্থটান; দর্প—ক্বত্য এবং অক্বত্য বিষয় জ্ঞানের জন্ত হর্ষ; অতিমান\*১— বিভা, বংশ, ধন, জন প্রভৃতির জন্ত অহন্ধার; ক্রোধ—পরত্বংখদায়ক চিত্ত-বিকার; পারুয়—সাধুদিগের উদ্বেগকর কর্কশ স্বভাব; অজ্ঞান—শ্রেষ্ঠ ও নিকৃষ্ট-তত্ত্বের, করণীয় ও অকরণীয় বিষয়ের জ্ঞানের অভাব।

—(হে পার্থ) যে পুরুষ আম্বরিক
সম্পদের অভিমূথ হইয়া জন্মগ্রহণ
করে (অর্থাৎ ভগবৎ-আজ্ঞা লব্জন
করিবার জন্ম যে জন্মগ্রহণ করে) এই
সকল স্বভাব তাঁহার মধ্যে বর্ত্তমান থাকে।
ভগবদ্-আজ্ঞা উল্লব্জনকারীদিগকে
অম্বর বলা হয়॥৪॥

# দৈবী সম্পদ্বিমাক্ষায় নিবন্ধায়ামুরী মতা। মা শুচঃ সম্পদং দৈবীমভিজাতোহসি পাণ্ডব ॥৫॥

সরলার্থ---

(তৃতীয় শ্লোকোক্ত) এই দৈবী সম্পদ অর্থাৎ ভগবদ্-আজ্ঞারূপ নির্লিপ্ত কর্মাষ্টান মোক্ষ প্রাপ্তির কারণ হইয়া থাকে। (চতুর্থ শ্লোকে উক্ত) আত্মরিক সম্পদ অর্থাৎ কাম্য কর্ম্মের ও নিষিদ্ধ কর্ম্মের অষ্টান সংসার বন্ধনের হেতৃ হইয়া থাকে—ইহাই জ্ঞানিগণের মত। হে পর্ম সান্ত্বিক পান্তুপুত্র তুমি ভগবন্-আজ্ঞা অম্বর্ত্তনিরূপ দৈবী সম্পদের অভিমুখী হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছ অতএব হুঃখ করিও না ॥॥

**<sup>\*</sup>১—পাঠান্তর—অভিমান।** 

রামানুজভায়—

দৈবী মদাজানুর্ত্তিরূপা সম্পদ্ বিমোক্ষায় বন্ধাৎ মুক্তায়ে ভবতি ক্রমেণ মৎপ্রাপ্তয়ে ভবতি ইত্যর্থঃ।

আমুরী মদাজাতিবৃত্তিরূপা:সম্পদ্ নিবন্ধায় ভবতি, অধোগতিপ্রাপ্তয়ে ভবতি ইড্যর্থঃ।

এতৎ শ্রুত্বা স্থপ্রকৃত্যনির্ধারণাদ্
অতিভীতার অর্জুনার এবন্ আহ—
শোকং মা কৃথাঃ; স্থং তু দৈবীং
সম্পদ্ম অভিজাতঃ অসি। হে পাণ্ডব
ধার্মিকাগ্রেসরস্থাই পাণ্ডোঃ তনরঃ
স্বন্ধ ইতি অভিপ্রারঃ ॥৫॥

বঙ্গান্থবাদ—

আমার আজ্ঞার অন্বন্তণ কর্মান্থ চানর প এই দৈবী সম্পদ মোক প্রাপ্তির হেতু, সংসার-বন্ধন বিমোচনের হেতু হইয়া থাকে অর্থাৎ ক্রমশঃ আমাকে প্রাপ্তির হেতু হয়। আমার আজ্ঞা উল্লম্ভনরূপ অস্করীক সম্পদ সংসার বন্ধনের হেতু হয়, অর্থাৎ ক্রমশঃ অধোগতি প্রাপ্তির হেতু হয়।

এইরূপ শ্রবণের পর নিজ প্রকৃতি ( দৈবী কিংবা আস্থরী ) স্থির করিতে না পারিয়া অর্জ্জুন অতিশয় ভীত হইলে ( ভাঁহার এই;ভয় দ্র করিবার জন্ত ) ভগবান ভাঁহাকে বলিলেন যে — তুমি শোক করিও না কারণ তুমি উক্ত দৈবী স্থুসম্পদের অধিকারী হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছ (এই শ্লোকে) "হে পাণ্ডব" বলিয়া সম্বোধন করিবার উদ্দেশ্য এই যে তুমি পরম ধার্মিক পাণ্ডুরপুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছ অতএব তুমি দৈবী অর্থাৎ সন্ত্বিকগুণ সম্পন্ন ॥৫॥

খে ভুতসগোঁ লোকেইন্মিন্ দৈব আস্থর এব চ। দৈবো বিস্তরশঃ প্রোক্তঃ আস্থরং পার্থ মে শূণু॥৬

সরলার্থ-

হে অর্জুন এই কর্মানয় লোকে অর্থাৎ এই সংসারে দৈবী এবং আস্থরী এই তুই প্রকার জীব (মহায়) স্ট হয়। তন্মধ্যে দৈবী স্মষ্টির বিষয় এবং সেই স্মষ্টির কারণরূপ সাত্ত্বিক অর্থানের বিষয় (কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ও ভক্তিযোগ) পূর্বেক বিস্তৃতক্রপে বলা হইয়াছে। এখন আস্থর স্মষ্টি এবং সেই স্মষ্টির কারণ যে আমার আজ্ঞা উল্লেজ্ঞ্যনরূপ শাস্ত্রবিরুদ্ধ পাপাচার এসকল বিষয়ও আমার নিকট শ্রবণ কর।

অতঃপর ৭ হইতে ১৮ শ্লোকে তিনি এই অস্থরপ্রকৃতি লোকেদের বিষয়

বিস্তারিত বর্ণনা করিতেছেন ॥৬॥

রামানুজভায্য-

অন্মন্ কর্মলোকে কর্মকরাণাং
ভূতানাং সর্কো দ্বো দ্বিবিধাে, দৈবঃ
চ আম্মরঃ চ ইতি। সর্গঃ উৎপত্তিঃ,
প্রাচীনপুণ্যপাপর্মপকর্মবশাদ্ ভগবদাজ্ঞান্মর্ত্তিতদ্বিপরীতকরণায় উৎপত্তিকালে এব বিভাগেন ভূতানি
উৎপত্তত্তে ইত্যর্থঃ।

তত্ত্ব দৈবঃ সর্গো বিস্তরশঃ প্রোক্তঃ।
দেবালাং মদাজ্ঞানুবর্তিশীলালাম্
উৎপত্তিঃ ষদাচারকরণার্থা; স
আচারঃ কর্মযোগজ্ঞানযোগভক্তিযোগরপো বিস্তরশঃ প্রোক্তঃ।
অস্করাণাং সর্গঃ চ যদাচারকরণার্থঃ
তম্ আচারং মে শৃণ্, মম সকাশাচন্ত্,ণু ॥৬॥

বঙ্গান্থবাদ—

कर्मज्ञित्रल এই मःमात्त घ्रे अकात কর্মকারী জীবের (মহুয়োর) সৃষ্টি হয়— रिनव এवः व्याञ्चतः। मर्ग मारन छे९পछि বা সৃষ্টি। অভিপ্রায় এই যে সৃষ্টি হইবার সময়েই ( পূর্ব পূর্ব জন্মের ) প্রাচীন পুণ্য-পাপরূপ কর্মের অহুগুণ (পুনরায় এই জন্মে) ভগবদ্-আজ্ঞা অমুবর্ত্তনশীলরূপে কর্ম করিবার জন্ম এবং ভগবদ্-আজা উল্লঙ্ঘনকারীরূপে তৎবিপরিত করিবার জন্ম এই প্রকারে বিভক্ত হইয়া জীবগণ উৎপন্ন হয়। তন্মধ্যে দৈব পূর্বে বিস্তারিতভাবে হইয়াছে। অভিপ্রায় এই যে, আমার আজ্ঞা অমুবর্ত্তণশীল দেবগণের ( দৈবী গুণসম্পন্ন জীবগণের) সৃষ্টি যে সকল আচার-অহুষ্ঠানের জ্য হইয়া দেইসকল আচার – কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ—পূর্বে বিস্তারিতভাবে কথিত অসুরগণের সৃষ্টি যে সকল হইয়াছে। আচার অমুষ্ঠানের জন্ম হইয়া থাকে সে সকল আচার এখন বিস্তৃতভাবে আমার নিকট হইতে শ্রবণ কর ॥৬॥

প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ জনা ন বিত্নরাস্থরাঃ। ন শোচং নাপি চাচারো ন সত্যং তেষু বিস্তুতে॥৭॥

সরলার্থ-

অস্ত্রপ্রকৃতির লোকেরা সাংসারিক উন্নতিরূপ প্রবৃত্তিমার্গের ধর্ম এবং মোক্ষ সাধনরূপ নিবৃত্তি মার্গের ধর্ম জানে না। তাহাদের ভিতরে (দেহ ও মনের) পবিত্রতা নাই, শাস্ত্রীয় স্দাচার নাই এবং স্ত্যনিষ্ঠতাও নাই ॥৭॥ রামান্থজভাষ্য—
প্রবৃত্তিং চ নির্ত্তিং চ অভ্যুদরসাধনং
মাক্ষসাধনং চ বৈদিকং ধর্মম্
আত্মরা ন বিহুঃ ন জানন্তি।

ন চ শৌচং বৈদিককর্মযোগ্যন্থং শাস্ত্রসিদ্ধন্ ; তদ্ বাহ্যন্ আভ্যন্তরং চ অস্থ্রেমু ন বিহ্যতে।

ন অপি চ আচারঃ, তদ্ বাছাভ্যন্তরশোচং যেন সন্ধ্যাবন্দনাদিনা আচারেণ জায়তে, স অপি
আচারঃ তেষু ন বিছতে। যথা
উক্তয্—'দন্ধাহীনোহণ্ডচিনিত্যমনহ'ঃ
সর্বকর্মস্থা' (দক্ষশ্বতি হাহত) ইতি।

তথা গত্যং চ তেরু ন বিছতে সত্যং যথার্থজ্ঞানং ভুতহিতরূপ-ভাষণং তেষু ন বিছতে ॥৭॥ বঙ্গান্থবাদ —

অস্বর-প্রকৃতি লোকেরা লৌকিক্ উন্নতির সাধনারূপ প্রবৃত্তি-ধর্ম এবং মোক্ষদাধনরূপ নির্ত্তি-ধর্ম এই উভয় প্रकात रेविषक धर्म जारन ना। रेविषक ধর্ম অহুষ্ঠানের উপযোগী শাস্ত্রসিদ্ধ বাছ শুদ্ধির (দেহশুদ্ধি) এবং অন্তঃকরণ শুদ্ধির নাম "শৌচ"। এই শৌচগুণ ভিতরে বর্ত্তমান থাকে না অস্থরের এবং সন্ধ্যা বন্দনা প্রভৃতি যে অমুষ্ঠানের দারা এই বাহ্য শুদ্ধি এবং অন্তঃশুদ্ধি দাধিত হয় দে সকল আচারও ইহাদের মধ্যে থাকে না। এইরূপ শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে—"যে সন্ত্যাবন্দনা করে ना त्म गर्वनारे অশুদ্ধ থাকে এবং সমস্ত ( ভভ ) কার্যেরই অমুপযুক্ত থাকে।" মসুষ্যকে যথায়থ জ্ঞান অনুযায়ী হিতকারী কথা বলার নাম সত্য, এই প্রকার সত্যগুণও তাহার মধ্যে নাই ॥१॥

রামানুজভায়— কিং চ —

বঙ্গানুবাদ— ইহা ব্যতীত —

অসত্যমপ্রতিষ্ঠং তে জগদান্তরনীশ্বরম্। অপরস্পরসম্ভূতং কিমল্যৎকামহৈতুকম্॥৮॥

সরলার্থ—

অস্থর-প্রকৃতির লোকেরা এই জগতকে মিধ্যা অপ্রতিষ্ঠিত, অর্থাৎ ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত নহে এবং অবিনশ্বর অর্থাৎ ঈশ্বর কর্তৃক স্মষ্ট নহে—এইন্ধপ বলিয়া থাকে। তাহারা বলিয়া থাকে যে এই জগৎ স্ত্রী-পুরুষ সংসর্গ ভিন্ন আর কি প্রকারে উৎপন্ন হইতে পারে অর্থাৎ অন্ত কোন প্রকারে উৎপন্ন হইতে পারে না । অতএব এই সমস্ত জগৎ স্ত্রী-পুরুষ মিথুনের কামজনিত ॥৮॥

রামানুজভায্য-

অসত্যং জগৎ এতৎ সত্যশব্দ-নির্দিষ্টব্রহ্মকার্যতয়া ব্রহ্মাত্মকম্ ইতি আহ। অপ্রতিষ্ঠং তথা ব্ৰহ্মণি প্রভিষ্ঠিতম ইতি ন বদন্তি। ব্রহ্মণা অন্তেন ধৃতা হি পৃথিবী, সর্বান্ বিভর্জি ৷ যথোক্তয লোকাৰ 'তেনেয়ং নাগবর্ষেণ শিরদা বিধৃতা মহী। বিভতি মালাং লোকানাং দদেবাস্থর-মাস্বাম্ ॥' (বিঃ পুঃ ২।৫।২৭) ইতি। অনীশ্বং সত্যসন্ধল্পেন পরব্রহ্মণ ময়া এতৎ নিয়মিতম্ সর্বেশ্বরেণ 'অহং সর্বশু ইতি চন বদন্তি। প্রভবো মন্তঃ দর্বং প্রবর্ত্তত।' ( ১০।৮ )

इे ि वि उक्त्या

বঙ্গাহুবাদ—

এই আস্কুরীগণ জগতকে অসত্য বা मिथा। विनया थात्क व्यर्था९ वहे क्रन९ त्य 'সত্য' শব্দবাচ্য ত্রন্ধের কার্য্যস্বরূপ বলিয়া ব্রহ্মাত্মক, একথা তাহারা স্বীকার করে না। ইহারা এই জগতকে অপ্রতিষ্ঠ বলে অর্থাৎ ইহা যে ব্রেন্দে প্রতিষ্ঠিত একথা স্বীকার করে না। অভিপ্রায় এই যে --এই পৃথিবী যে ব্ৰহ্মরূপ (ব্ৰহ্মাত্মক, নাগশ্রেষ্ঠ ) অনন্ত ভগবানের দারা ধৃত হইয়া নিজেও সমস্ত জীবগণকে ধারণ করে একথা তাহারা স্বীকার করে না। শাস্ত্রে আছে "এই নাগশ্রেষ্ঠের মন্তকের দারা ধৃত এই পৃথিবী দেবগণ অস্করগণ এবং মনুযাগণের সহিত সমস্ত জীবগণকে ধারণ করিয়া থাকে।" পুনরায় ইহারা এই জগতকে অনীখর বলিয়া থাকে অর্থাৎ সত্যসঙ্কল পরম ব্রহ্ম সর্বেশ্বর আমা কর্তৃক এই জগত যে নিয়মিত হয় ( পরিচালিত হয় ), তাহা ইহারা স্বীকার করে না। অর্থাৎ যেরূপ আমি পূর্বে বলিয়াছি — "আমি সমস্ত জগতের উৎপত্তির কারণ এবং সমস্ত জগৎ মৎ-কৰ্ত্তক প্ৰবন্তিত বা চালিত হইয়া থাকে" তাহা ইহারা স্বীকার করে না।

বদন্তি চ এবম্; অপরস্পরসন্তৃতং
কিম্ অভং । যোষিৎপুরুষয়োঃ পরস্পরসম্বন্ধেন জাতম্ ইদং মনুষ্যপশাদিকম্ উপলভ্যতে। অনেবংভূতং কিম্ অভাদ্ উপলভ্যতে !
কিঞ্চিদ্ অপি ন উপলভ্যতে ইত্যর্থঃ। অতঃ সর্বম্ ইদং জগৎ
কামহেতুকম্ ইতি ॥৮॥

ইহারা বলিয়া থাকে যে স্ত্রী এবং প্রুষ পারস্পরিক সৃষদ্ধ ছারা মহয় পশু প্রভৃতি সমস্ত প্রাণী যে উৎপন্ন হইয়া থাকে তাহা প্রত্যক্ষ উপলব্ধি হইয়া থাকে। ইহা ভিন্ন উৎপত্তির অপর আর কি কারণ থাকিতে পারে? অর্থাৎ অপরআর কোন কারণ থাকিতে পারে না। স্থতরাং সমগ্র এই জগত কাম হইতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে॥৮॥

## এতাং দৃষ্টিমবষ্টভ্য নষ্টাত্মানোহল্পবুদ্ধয়ঃ। প্রভবস্ত্যগ্রকর্মাণঃ ক্ষয়ায় জগতোহহিতাঃ॥৯॥

সরলার্থ ---

অল্পবৃদ্ধিবিশিষ্ট অতএব নষ্টাত্মা, অর্থাৎ আত্মবিষয়ে অজ্ঞানী পুরুষ, পূর্বোক্ত আত্মরী বৃদ্ধি অবলম্বন করতঃ পরহিংসাকারী অতএব অপরের শত্রুত্কপে জগৎ ধ্বংসের নিমিন্ত উৎপন্ন হইয়া থাকে ॥৯॥

### রামাত্মজভাষ্য—

এতাং দৃষ্টিম্ অবইভ্য অবলম্ব্য,
নইাত্মানঃ অদৃষ্টদৈহাতিরিক্তাত্মানঃ,
অল্পবৃদ্ধয়ঃ — ঘটাদিবদ্ জেয়ভূতে
দেহে জ্ঞাভৃত্তেন দেহব্যতিরিক্ত
আত্মা ন উপলভ্যতে, ইতি বিবেকাকুশলাঃ । উগ্রকর্মাণঃ সর্বেষাং
হিংসকাঃ, জগতঃ ক্ষয়ায় প্রভবন্তি ॥৯॥

### বঙ্গাহ্যবাদ-

এই প্রকার (আস্থরীক) বৃদ্ধি
অবলম্বন করিয়া যাহারা নষ্টালা অর্থাৎ
দেহ হইতে অতিরিক্ত আত্মবিষয়ে অজ্ঞ,
অল্পবৃদ্ধিসম্পন্ন অর্থাৎ ঘট প্রভৃতির স্থায়
জ্ঞেয়বস্ত শরীর এবং এই শরীরের মধ্যে
অবস্থিত অথচ তাহা হইতে বিভিন্ন জ্ঞাতা
আত্মবস্তকে যুক্তি ও বিচার দারা উপলব্ধি
করিতে যাহারা অসমর্থ, যাহারা উপলব্ধি
অর্থাৎ সর্বজীবের হিংসক তাহারা
(সেই আস্থরিক লোকগণ) জগতের
বিনাশের জন্মই উৎপন্ন হইয়া থাকে ॥>॥

## কামমাশ্রিত্য তুষ্পুরং দম্ভমানমদান্বিতাঃ। মোহাদ্ গৃহীত্বাইসদ্গ্রাহান্ প্রবর্তন্তেইশুচিত্রতাঃ॥১০॥

সরলার্থ-

(এই আত্মরিক ব্যক্তিগণ) ছুর্লভ কামনার বশবর্তী হইয়া অজ্ঞানবশতঃ অসং উপায়ে অজ্জিত অর্থ সংগ্রহ করিয়া দন্ত মান ও মদযুক্ত হইয়া এবং শাস্ত্রবিরুদ্ধ আচারবিশিষ্ট হইয়া বিচরণ করে॥১০॥

## রামান্থজভাষ্য—

ত্পা্রং তুপ্পাপবিষয়ং কামম্
আশ্রিত্য তৎসিষাধয়িষয়া মোহাদ্
ভাজানাৎ অসদ্গ্রাহান্ অন্তায়গৃহীতান্
ভাসৎপরিগ্রহান্ গৃহীত্বা অন্তচিব্রতাঃ
ভাশাস্ত্রবিহিতব্রত্যুক্তাঃ, দম্ভ্যানমদান্বিতাঃ প্রবর্তম্ভ ১০॥

### বঙ্গান্থবাদ—

এই সকল আস্থারিক ব্যক্তিগণ ছব্প রগীয় কামনার বশবর্তী হইয়া অজ্ঞানবশতঃ
অসং উপায়ে অজ্জিত অর্থ সংগ্রহ করিয়া
দম্ভ মান ও মদ্ যুক্ত হইয়া এবং শাস্ত্র বিরুদ্ধ আচারবিশিষ্ট হইয়া বিচরণ করিয়া
থাকে ॥১০॥

# চিন্তানপরিনেয়াঞ্চ প্রলয়ান্তামুপাশ্রিতাঃ। কামোপভোগপরমা এতাবদিতি নিশ্চিতাঃ॥১১॥

সরলার্থ -

ইহারা কাম উপভোগকেই পরম প্রয়োজন বলিয়া মনে করিয়া থাকে এবং ইহা হইতে অধিক আর কোন উপভোগ্য বিষয় নাই বলিয়া দৃঢ়নিশ্চয় হইয়া থাকে। (অন্ত কিম্বা কল্য মূত্যুমুখে পতিত হইবে এমন অবস্থাতেও ইহারা) অসীম এবং প্রলয়কাল পর্যস্ত স্থায়ী (ভোগ্য বিষয়ের) চিন্তায় কাল কাটাইয়া থাকে ॥১১॥

## রামানুজভাষ্য—

অন্ত খো বা মুমূর্ধবঃ চিন্তাম্ অপরিমেয়াং চ অপরিচ্ছেতাং প্রলয়ান্তাং প্রাকৃতপ্রলয়াবধিকালসাধ্যবিষয়াম্ উপাশ্রিতাঃ। তথা কামোপভোগ-পরমাঃ কামোপভোগ এব পরম-

### বঙ্গান্থবাদ —

ইহারা কাম উপভোগকেই পরম প্রয়োজন বলিয়া মনে করিয়া থাকে এবং ইহা হইতে অধিক আর কোন উপভোগ্য বিষয় নাই বলিয়া দৃঢ় নিশ্চয় হইয়া থাকে। (অন্ত কিংবা কাল মৃত্যুমুখে

ইতি নিশ্চিতাঃ, ইতঃ অধিকঃ পুরু- অসীম এবং প্রলয়কাল পর্যস্ত निक्रशाः ॥১১॥

পুরুষার্থঃ, ইতি মন্বানাঃ। এতাবদ্ পিতিত হইবে এমন অবস্থাতেও ইহারা) ষার্থো ন বিশ্বতে ইতি সঞ্জাত- (ভোগ্য বিষয়ে) অপরিচ্ছেন্ত চিস্তায় সময় কাটাইয়া থাকে ॥১১॥

# আশাপাশশতৈ ক্ষাঃ কামকোধপরায়ণাঃ। ঈহন্তে কামভোগার্থমন্তায়েনার্থসঞ্চয়ান্॥ ॥১২॥

সরলার্থ-

ইহারা বছবিধ আশারজ্জুর দারা বদ্ধ হইয়া এবং কাম ও ক্রোধপরায়ণ হইয়া কাম্যবিষয় উপভোগের জন্ম অন্তাম উপায়ে অর্থ দংগ্রহ করিবার চেষ্টা করিয়া থাকে ॥১২॥

রামানুজভাষ্য—

আশাপাশশতৈঃ আশাখ্যপাশশতৈঃ বদ্ধাঃ কামকোধপরায়ণাঃ কামকোটধক-निষ্ঠাঃ। কামভোগার্থম্ অন্তায়েন वर्षमक्ष्यान अिं नेश्र ॥১२॥

### বঙ্গান্থবাদ-

ইহারা বহুবিধ আশারজ্জুর দারা বন্ধ হইয়া এবং কাম ও ক্রোধপরায়ন হইয়া কাম্য বিষয় উপভোগের জন্ম অন্যায় উপায়ে অর্থ সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করিয়া থাকে ॥১২॥

# हेम्बण बद्धा लक्षियः श्रीटन्मा बदनात्रथम्। ইদমন্তীদমপি মে ভবিষ্যতি পুনর্ধনম্ ॥১৩॥

সরলার্থ-

(ইহারা মনে করে যে ) ধন, ক্লেত্র, পুত্র, পরিজ্বন প্রভৃতি এই সমস্ত বিষয় আমাকর্ত্তক আমার নিজ সামর্থ্য ছারা প্রাপ্ত হইয়াছি। আমার এইরূপ মনোবাঞ্ আমার নিজ শক্তি দারাই পূর্ণ করিব। এই অর্থ নিজ শক্তি দারা অর্জন कतियाहि, श्रनताय चामि এত धन निष गेक्जियल्ये चर्कन कतिय।

( কিন্তু ইহারা মনে করে না যে এই সকল ধন, জন, পুত্র, পরিজন পূর্ব পূর্ব क्यां प्रश्न चमुष्टे वा প्रातक्षक्रिक रहेशा थारक ) ॥১०॥

### রামান্থজভাষ্য—

ইদং ক্ষেত্রপুত্রাদিকং সর্বং ময়া
মৎসামর্থ্যেন এব লক্ষন্, ন অদৃষ্ঠাদিনা, ইমং চ মনোরথম্ অহম্ এব
প্রাক্ষ্যে, ন অদৃষ্ঠাদিসহিতঃ, ইদং
ধনং মৎসামর্থ্যেন লক্ষং মে অন্তি,
ইদম্ অপি পুনঃ মে মৎসামর্থ্যেন এব
ভবিশ্বতি ॥১৩॥

### বঙ্গান্থবাদ—

(ইহারা মনে করে যে)—ধন, ক্ষেত্র
পুত্র পরিজন প্রভৃতি এই সমস্ত বিষয়
আমাকর্তৃক আমার নিজ সামর্থ্যের দারা
আমি প্রাপ্ত হইয়াছি, আমার এই মনোবাল্বা
আমার নিজ শক্তি দারাই পূর্ণ করিব।
এই অর্থ নিজ শক্তি দারা আমি অজ্জন
করিয়াছি, পুনরায় অতঃপর এত ধন
আমি নিজ শক্তি বলে অর্জন করিব।

(কিন্ত ইহারা মনে করে না যে এই সকল ধন জন পুত্র পরিজন পূর্ব পূর্ব নিজ নিজ কর্মাহগুণ অদৃষ্ট বাপ্রারক্জনিত হইয়া থাকে) ॥১৩॥

# জসো ময়া হতঃ শত্রুহনিয়ে চাপরানপি। ঈশবোহহমহং ভোগী সিদ্ধোহহং বলবান্ স্থাী॥১৪॥

### সরলার্থ-

(ইহারা মনে করে যে, মন্দমতি ত্র্বল প্রুষের াই অদৃষ্টাদি কারণের কল্পনা করিয়া থাকে, এইরূপ মনে করিবার প্রয়োজন কি আছে ?)

এই শক্র, বলশালী আমাকর্ত্ব নিহত হইয়াছে। অপরাপর শক্রগণও (আমার বাহুবলে) নিহত করিব। আমি নিজে স্বাধীন এবং অন্তের ঈশ্বর, নিয়ন্তা। আমি নিজ সামর্থ্যেই বিষয়ভোগ করিয়া থাকি। আমি নিজগুণেই সিদ্ধ। আমি স্বয়ংই বলবান এবং স্থুখী ॥১৪॥

## রামানুজভাষ্য—

অসোময়া বলবতা হতঃ শক্রঃ।
অপরান্ অপি শত্তন্ অহং শূরো
ধীরঃ চহনিয়ে। কিমত্ত মন্দ্রীভিঃ
স্থবলৈঃ পরিকল্পিতেন অদৃষ্টাদিপরিকরেণ?

### বঙ্গান্থবাদ—

(ইহারা মনে করে যে) মন্দমতি ছুর্বল
পুরুষেরাই অদৃষ্টাদি কারণের কল্পনা
করিয়া থাকে, এইরূপ মনে করিবার
প্রয়োজন কি আছে ?

তথা চ ঈশ্বর: অহং স্বাধীন: অহম্
অভ্যোধাং চ অহম্ এব নিয়ন্তা।
অহং ভোগী স্বত এব অহং ভোগী,
ন অদৃষ্টাদিভিঃ। সিদ্ধঃ অহম্ —
স্বতঃ সিদ্ধঃ অহম্ ন কন্মাচিচদ্
অদৃষ্টাদেঃ। তথা স্বত এব বলবান্,
স্বত এব সুখী ॥১৪॥

ইহারা ভাবে—এই শক্ত বলশালী
আমাকর্তৃক নিহত হইয়াছে। অপরাপর
শক্তগণকেও (আমার বাহুবলে) নিহত
করিব। আমি নিজে স্বাধীন এবং অন্তের
ঈশ্বর অর্থাৎ নিয়ন্তা। আমি নিজ সামর্থ্যেই বিষয় ভোগ করিয়া থাকি। আমি
নিজপ্তণেই সিদ্ধ। আমি স্বয়ংই বলবান
এবং স্থা। ইহারা বলিয়া থাকে যে
অদৃষ্ট বলিয়া কোনও বস্তু নাই ॥১৪॥

# আন্ট্যোইভিজনব।নিশ্ব কোইল্যোইন্ডি সদৃশো ময়া। যক্ষ্যে দাম্খামি মোদিয়া ইত্যজ্ঞানবিমোহিতাঃ ॥১৫॥

সরলার্থ—

আমি নিজশক্তি দারাই ধনবান হইয়াছি এবং উত্তমকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছি।
আমার স্থায় বৈভববান অস্থ্য কোন ব্যক্তি এই সংসারে কি থাকিতে পারে ? আমি
ঈশবের অন্থ্যহ বিনা নিজ পুরুষকার দারাই যজ্ঞ দান করিতে এবং আনন্দলাভ
করিতে সমর্থ—অন্থর প্রকৃতি লোকেরা অজ্ঞানের জন্ম বিমোহিত হইয়া এই
প্রকার মনে করিয়া থাকে ॥১৫॥

### রামাত্রজভাষ্য-

আহং স্বতঃ চ আঢ়াঃ অস্মি,
আভিজনবান্ অসি; স্বত এব উত্তমকুলে প্রসূতঃ অস্মি। অস্মিন্ লোকে
ময়া সদৃশঃ কঃ অন্তঃ স্বসামর্থ্যলব্ধসর্ববিভবো বিশুতে গ অহং স্বয়ম্ এব
যক্ষ্যে, দাস্থামি, মোদিয়ে ইতি অজ্ঞানবিমোহিতাঃ ঈশ্বরার্প্রহনিরপেক্ষেণ
স্বেদ এব যাগদানাদিকং কর্ত্ত্রং
শক্যম্ ইতি অজ্ঞানবিমোহিতা
মন্তুত্তে ॥১৫॥

## বঙ্গান্তবাদ —

আমি নিজশক্তির দারাই ধনবান হইয়াছি। আমি নিজ শক্তি দারাই উত্তমকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। আমার স্থায় বৈভববান অন্ত কোন ব্যক্তি কি এই দংসারে থাকিতে পারে ? আমি ঈশ্বরের অন্তগ্রহ বিনা নিজ প্রুষকার দারাই যজ্ঞ ও দান করিতে এবং আনন্দলাভ করিতে সমর্থ—অন্তরপ্রকৃতি লোকেরা অজ্ঞানের জন্ত বিমৃঢ় হইয়া এই প্রকার মনে করিয়া থাকে॥১৫।

# অনেকচিত্তবিভ্রান্তা মোহজালসমার্তাঃ। প্রসক্তাঃ কামভোগেষু পতন্তি নরকেহশুচো ॥১৬॥

সরলার্থ---

( এই অস্ত্রর প্রকৃতির লোকেরা ) বহুবিধ সঙ্কল্প-বিকল্পক চিন্তা দারা বিজ্ঞান্ত, স্থতরাং অজ্ঞান বা মোহজালে বদ্ধ হইয়া পূর্বোক্তপ্রকার কাম্যবিষয়ের উপভোগে অত্যন্ত আসক্ত হইয়া মৃত্যুর পর ঘোর নরকে পতিত হয় ॥১৬॥

রামানুজভায়্য—

অদৃষ্টেশ্বরাদিসহকারম্ ঋতে স্থেন এব সর্বং কর্জ্যুং শক্যম্ ইতি কৃত্বা, এবং কুর্যাম্ এতৎ চ কুর্যাম্ অন্তৎ চ কুর্যাম্ ইতি অনেকচিও-বিভ্রান্তাঃ — অনেক চিত্ততয়া বিভ্রান্তাঃ; এবংরূপেণ মোহ-জালেন সমার্তাঃ; কামভোগের্ প্রকর্ষেণ সভাঃ; মধ্যে মৃতাঃ অন্তটো নরকে পতন্তি ॥১৬॥

### বঙ্গান্তুবাদ—

(এই অস্ত্র-প্রকৃতি লোকেরা)
প্রারন্ধের এবং ঈশরের কর্তৃত্ব না মানিয়া
নিজ শক্তিবলেই তাহারা সর্বকার্য করিতে
সক্ষম বলিয়া মনে করিয়া থাকে।
তাহারা এইরূপ অহস্কারযুক্ত হইয়া
"এই এই কার্য আমি এই প্রকারে
করিব, অস্থাস্থ কার্যও এই প্রকারে
করিব" এইরূপ বছবিধ সঙ্কল্প-বিকল্পক
চিন্তা দারা বিভ্রান্ত; স্মতরাং অজ্ঞান বা
সোহজালে বদ্ধ হইয়া এইরূপ কাম্যবিবয়ের উপভোগে অত্যন্ত আসক্ত
হইয়া মৃত্যুর পরে তাহারা ঘোর নরকে
পতিত হয়॥১৬॥

আত্মসন্তাবিতাঃ স্তব্ধা ধনমানমদান্বিতাঃ। যজন্তে নাম্যকৈন্তে দন্তেনাবিধিপূর্ব্বকম্ ॥১৭॥ অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং চ সংশ্রোতাঃ। মামাত্মপরদেহেমু প্রদ্বিমন্তোহভ্যসূয়কাঃ ॥১৮॥

সরলার্থ-

নিজেই নিজের প্রশংসায় নিরত ধন, বিভা, পরিজন প্রভৃতির অভিমানে মন্ত হইয়া নিজ নাম এবং খ্যাতির জন্মই দন্তের সহিত অশাস্ত্রীয় বিধিতে যজ্ঞ করিয়া থাকে। তাহারা উপরোক্ত অহন্ধার বল দর্প কাম এবং ক্রোধযুক্ত হইয়া, তাহার নিজের দেহে এবং অপরের দেহে সর্বকর্মের প্রবর্ত্তকরূপে অবস্থিত আমার প্রতি দ্বেষ এবং অস্থা করিয়া থাকে ॥১৭, ১৮॥

### রামাত্বজভাষ্য—

আত্মসম্ভাবিতাঃ আত্মনা এব সম্ভাবিতাঃ আত্মনা এব আত্মানং সম্ভাবয়ন্তি ইত্যর্থঃ। ভনাঃ পরি-পূर्वः मग्रमाना न किकिएकूर्वाणाः, কথম ? ধনমানমদান্বিতা: - ধনেন বিম্বাভিজনাভিমানেন চ জনিত-मनाविजाः ; नागगरेखः नामश्रदमाखितः যন্ত্ৰা ইতি नागगाज्यद्याजदेनः यदेखः যজন্তে, তৎ অপি परखन হেতুনা যষ্ট্ৰখ্যাপনায়, অবিধি-পূৰ্বকম্ অযথাচোদনং যজত্তে ॥১৭॥ রামাত্রজভাষ্য-তে চ ঈদৃগ্ভূতা যজন্তে ইত্যাহ-

অন্তাপেক্ষঃ অহম্ এব সর্বং
করোমি ইতি এবংরূপম্ অহংকারম্
আঞ্রিতাঃ, তথা সর্বস্ত করণে
মদ্বলম্ এব পর্যাপ্তম্ ইতি চ বলম্,
অতা 'মৎসদৃশো ন কন্চিদ্ অস্তি'
ইতি চ দর্পম্, 'এবংজুতস্ত মম
কামমাত্রেণ সর্বং সম্পৎস্ততে' ইতি
কামম্, 'মম যে অনিষ্টকারিণঃ তান্
সর্বান্ হনিয়ামি' ইতি চ ক্রোধম্
এবম্ এতান্ সংশ্রিতাঃ স্বদেহেমু

## বঙ্গানুবাদ —

( এই অস্থর-প্রকৃতির লোকেরা) নিজেই নিজের প্রশংসায় নিরত, নিজেকে কাম্যবস্তর সন্তারে পরিপূর্ণ অতএব কৃতকৃত্য মনে করিয়া ধন বিছা পরিজন প্রভৃতির অভিযানে गछ। এই मकल वाकिता (कवन नारमत जग्न, वर्षा९ निज খ্যাতির জন্মই যজ্ঞের অমুষ্ঠান করিয়া এই যজকালেও দন্তপূৰ্বক থাকে। অর্থাৎ 'আমিই যজের অম্প্রাতা' তাহা দেখাইবার জন্ম অবিধিপূর্বক বিপরীতভাবে যজাহুষ্ঠান আজ্ঞার করে ॥১৭॥

### বঙ্গানুবাদ ---

এই সকল দান্তিক ব্যক্তিগণ কিরূপ মনোভাব লইয়া যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে তাহাই এখন বলিতেছেন—

"ঈশর এবং অদৃষ্টের পরাধীন না হইয়া আমি নিজেই সমস্ত কর্ম করিব" —এই অহন্ধার, "সমস্ত কার্য সাধনে আমার নিজশক্তিই পর্য্যাপ্ত"—এই বল, অতএব "আমার তুল্য আর কে আছে"— এই দর্প, "ইচ্ছামাত্রেই এবস্তৃত আমার गगल कामनाপूर्व इहेरव"- এই প্রকার "যাহারা অনিষ্টকারী আমার তাহাদের সকলকে বিনাশ করিব"—এই ক্রোধ, প্রভৃতি আসুরিক গুণের আশ্রয় লইয়া এবং কুযুক্তির দারা ( সমস্ত হেয়-বিবর্জিত) আমার মধ্যে দোবের আবিদারকরতঃ নিজের এবং

পরদেহেরু চ অবন্ধিতং সবস্থ কারমিতারং পুরুষোত্তমং মাম্ অভ্যস্মকাঃ
প্রদিন্তঃ কুযুক্তিভিঃ মৎন্ধিতো দোষম্
আবিষ্কৃর্বন্তো মাম্ অসহমানাঃ,
অহংকারাদিকান্ সংশ্রোভাঃ, যাগাদিকং সর্বং ক্রিয়াজাতং কুর্বতে
ইত্যর্থঃ ॥১৮॥

জীবের দেহে দর্বকার্যের প্রবর্ত্তকরপে অবস্থিত পুরুষোভ্য আমার প্রতি অস্থয়া এবং দেষ করতঃ, (আমার দর্বশ্রেষ্ঠত্ব) দহন করিতে না পারিয়া দেই অস্তরপ্রকৃতিযুক্ত লোকেরা 'আমি প্রসিদ্ধ যজ্ঞকর্তা' এইরূপ দল্ভের দহিত শাস্ত্রবিধি উল্লেজনপূর্বক নিজ নাম এবং খ্যাতির জন্ম আড়েম্বরের দহিত বিভিন্ন যজ্ঞের অসুষ্ঠান করিয়া থাকে ॥১৮॥

# তানহং দ্বিষ্তঃ ক্রুরান্ সংসারেষু নরাধমান্। ক্ষিপাম্যজত্রমশুভানাস্থরীম্বেব যোনিষু॥১৯॥

### সরলার্থ—

যাহারা উক্তরূপে আমার অস্থা এবং দেশ করে সেই অশুভাচারী, কুর নরাধমদিগকে আমি পুনঃ পুনঃ জন্ম-জরা-মরণরূপ সংসারে, আমার প্রতিকূল-ভাবাপন আস্থরী যোনিতে নিক্ষেপ করিয়া থাকি ॥১৯॥

### রামাত্মজভাষ্য—

য এবং মাং দ্বিষন্তি তান্ ক্রান্
নরাধমান্ অভতান্ অহম্ অজস্রং
সংসারেষ্ জন্মজরামরণাদিরপেণ
পরিবর্ত্তমানেষু সন্তানেষু, তত্ত্র
অপি আস্বরীষ্ এব যোনিষ্ কিপামি।
মদানুক্ল্যপ্রত্যনীকেষু এব জন্মস্থ
ক্রিপামি। তত্তজ্জন্মপ্রাপ্তত্ত্বপ্রবৃত্তিহেতুভূতবুদ্ধিষু ক্রেরাস্থ অহম্
এব সংযোজয়ামি ইত্যর্থঃ ॥১৯॥

### বঙ্গান্থবাদ-

যাহার। উক্তর্নপে আমার অস্থা এবং দেষ করে দেই অশুভাচারী কুর নরাধ্যদিগকে জন্ম-জরা-মরণরূপ সংসারে আমার প্রতিকূলভাবাপর আস্বরী যোনিতে আমি পুনঃ পুনঃ নিক্ষেপ করিয়া থাকি। অভিপ্রায় এই যে এই কুর নরাধ্যগণকে এইরূপ আস্বরী যোনিতে উৎপন্ন করিয়া পুনরায় এইরূপ জন্মের অম্বন্ধণ ছুপ্রান্থতি এবং ক্রের বৃদ্ধিও আমি তাহাদের প্রদান করিয়া থাকি॥১৯॥

# আস্থরীং যোনিমাপন্না মূঢ়া জন্মনি জন্মনি। মামপ্রাপ্যৈর কোন্তেয় ততো যান্ত্যধমাং গতিম্ ॥২০॥

### সরলার্থ-

হে অর্জুন, আত্মরিক যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া প্রতি জন্মে সদ্বিষয়ে অজ্ঞানী মূঢ় ব্যক্তিগণ আমাকে প্রাপ্ত না হইয়া পরজন্মে পুনরায় অধিকতর অধ্যাগতি (নীচতর যোনি)প্ৰাপ্ত হইয়া থাকে ॥২০॥

## রামাত্রজভাষ্য—

মদানুকুল্যপ্রত্যনীকজন্মাপন্নাঃ-পুনঃ অপি জন্মনি জন্মনি মদ্বিপরীতজ্ঞানাঃ মাৃম্ অপ্রাপ্য এব 'অস্তি ভগবান্ বাস্থদেবঃ সর্বেশ্বরঃ' ইতি জ্ঞানম্ অপ্রাপ্য ততঃ ততো জন্মনঃ অধ্যাম্ এব গতিং याचि ॥२०॥

### বঙ্গান্তবাদ—

হে অর্জুন, এইরূপ প্রুষগণ মৎপ্রাপ্তির প্রতিকূল আস্থরিক যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া প্রতি জন্মে মদ্বিষয়ে অজ্ঞানী মৃঢ় ভাবাপন হইয়া মদ্বিবয়ক আজিক্য জ্ঞানলাভে বঞ্চিত হইয়া আমাকে প্রাপ্ত হইতে পারে না। তাহারা পুনরায় অধিকতর অধ্যাগতি (নীচতর যোনি) প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥২০॥

### রামাত্মজভায্য—

নাশস্ত মূলহেতুম্ আহ—

জভায়া— বঙ্গাহ্নবাদ— বঙ্গাহ্নবাদ— বঙ্গাহ্নবাদ— বঙ্গাহ্নবাদ— আন্ধনাশক এই অন্তর প্রকৃতির মূল বঙ্গাহ্বতাহেন — কারণ যে কি তাহাই এখন বলিতেছেন —

**बिविधः नतकरेण्यल् प्रातः नामनगापानः**। কামঃ ক্রোধস্তথা লোভস্তস্মাদেতৎত্রয়ং ত্যজেৎ ॥২১॥

### সরলার্থ-

কাম, ক্রোধ এবং লোভ এই তিন প্রকার বস্তু নরকের তিনটি দার সরূপ এবং আত্মস্বরূপের নাশক। স্নতরাং অতি ঘোর নরকের হেতু বলিয়া কাম, ক্রোধ এবং লোভ এই তিনটিকে দ্র হইতে পরিত্যাগ করিবে ॥২১॥

### রামানুজভাষ্য---

অশু অসুরম্বভাবরূপশু নরক্ষ

এতৎ ত্রিবিধং দার্ম তৎ চ আদ্নো
নাশনম্; কামঃ ক্রোধঃ লোভ ইতি।
ক্রয়াণাং স্বরূপং পূর্বম্ এব ব্যাখ্যাতম্। দারং মার্গো হেজুঃ ইত্যর্থঃ।
তত্মাৎ এতৎ ত্রয়ং ত্যজেৎ। তত্মাদ্
অতিঘোরনরকহেতুদ্বাৎ কামক্রোধলোভানাম্ এতৎ ক্রিতয়ং দূরতঃ
পরিত্যজেৎ ॥২১॥

### বঙ্গান্থবাদ—

কাম, ক্রোধ এবং লোভ এই তিন
প্রকার বস্তু আত্মরিক স্বভাবরূপ নরকের
তিনটি দারস্বরূপ এবং আত্মস্বরূপের
নাশক। এই তিনটিরই স্বরূপের ব্যাখ্যা
ইতিপূর্বেই করা হইয়াছে। 'দার' শব্দের
অর্থ কারপ। স্থতরাং অতি ঘোর নরকের
হেতু বলিয়া কাম, ক্রোধ এবং লোভ
এই তিনটিকে দ্র হইতে পরিত্যাগ
করিবে ॥২১॥

# এতৈর্বিমূক্তঃ কৌন্তেয় তমোদারৈক্তিভিনরঃ। আচরত্যাত্মনঃ শ্রেয়স্ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥২২॥

### সরলার্থ-

হে কৌন্তের, নরকের দারস্বরূপ কাম, ক্রোধ এবং লোভ এই তিনটি স্বভাব বিমুক্ত হইয়া, মহুয় নিজ আত্মার কল্যাণজনক আচরণ করে। তদনন্তর মৎ প্রাপ্তিরূপ প্রাগতি প্রাপ্ত হয়॥২২॥

### রামান্তজভাষ্য-

এতিঃ কামকোধলোকৈঃ ত্যো
দারিঃ মদ্বিপরীতজ্ঞানহেতুভিঃ বিমৃকঃ
নর আত্মনঃ শ্রেয় আচরতি। লব্ধমদ্বিময়জ্ঞানো মদানুকুল্যে প্রবর্ততে;

ততো মাম্ এব পরাং গতিং

যাতি ॥২২॥

## বঙ্গান্থবাদ—

হে কোন্তেয়, নরকের ধারস্বরূপ এবং আমার প্রতি বৈরীভাব উৎপন্ন করিবার হেতৃষরপ কাম, ক্রোধ এবং লোভ এই এই তিনটি স্বভাব বিমুক্ত হইয়া, মহয় নিজ আত্মার কল্যাণজনক আচরণ করে অর্থাৎ মৎবিষয়ক জ্ঞানলাভ করিয়া মৎপ্রাপ্তির অমুকুল আচরণ করে। তদনস্তর্মৎপ্রাপ্তিরূপ পরাগতি প্রাপ্ত হয় ॥২২॥

রামানুজভাগ্য-শান্তানাদরঃ প্রধানহেতঃ ইতি আহ-

বঙ্গাপ্তবাদ —

শাস্ত্রের প্রতি অবজ্ঞাই যে এই নরক
প্রাপ্তির প্রধান কারণ এই শোকে
তাহাই বলিতেছেন—

যঃ শান্তবিধিমুৎস্জ্য বর্ত্ততে কামকারতঃ। ন স সিদ্ধিমবাপ্পোতি ন স্থুখং ন পরাং গতিম্ ॥২৩॥

সরলার্থ---

যে পুরুষ বেদোক্ত বিধিনিষেধ উল্লঙ্খন করিয়া নিজের ইচ্ছা অহণ্ডণ মার্গে চলিতে থাকে অর্থাৎ স্বর্গাদি কাম্য বস্তু লোভে নিজের ইচ্ছাত্মগুণ অশাস্ত্রীয় কার্য করিতে থাকে एम युर्गापि कानश्रकात शांत्रलोकिक **धवर हेरलोकिक कान श्रकात प्रथ** लाख করিতে পারে না এবং দে প্রাগতিও প্রাপ্ত হয় না ॥২৩॥

রামান্থজভাষ্য—

শান্তং বেদাঃ, বিধিঃ অনুশাস-नम् (वर्गाथाः मन्त्रमामनम् छे १ रहा য: কামকারতো বর্ততে স্বচ্ছন্দানুগুণ-মার্গেণ বর্জতে, ন স সিদ্ধিম্ অবা-গোতি, ন কাম অপি আমুম্মিকীং **जिकिय** অবাপ্পোতি। ঐছিকষ্ অপি কিঞ্চিদ্ অবাপ্ণোতি। ন পরাং গতিম্; কুতঃ পরাং গতিং প্রান্তি ইত্যর্থ: ॥২৩॥

### বঙ্গান্থবাদ---

বেদ মানে শাস্ত্র। বিধি মানে অমুশাসন। र्य श्रुक्य त्रामांक विधिनित्यधक्रेश आगात শাস্ত্রীয় শাসন উল্লম্জ্যন করিয়া নিজের ইচ্ছা অহণ্ডণ মার্গে চলিতে থাকে সে স্বর্গাদি কোনপ্রকার পারলৌকিক এবং ইংলৌকিক কোনপ্রকার সুখই লাভ করিতে পারে না এবং সে পরাগতিও প্রাপ্ত হয় না। অভিপ্রায় এই যে, শাস্ত্র উল্লম্খনকারী এই পুরুষ যখন কোন প্রকার ইহলৌকিক স্থথ ও পারলৌকিক সিদ্ধিলাভ করিতে পারে না তখন সে কি মৎপ্রাপ্তিরূপ পরাগতি লাভ করিতে পারিবে ? ॥২৩॥

# ভশ্মাচ্ছান্ত্রং প্রমাণং তে কার্য্যাকার্য্য-ব্যবচ্ছিতী। ভ্রাত্বা শান্ত্রবিধানোক্তং কর্ম কর্ত্তুমিহার্হ সি ॥২৪॥

সরলার্থ-

অতএব কোন কার্য করণীয় এবং কোন কার্য অকরণীয় তাহা নির্দ্ধারণে শাস্ত্র বাক্যই প্রমাণ। শাস্ত্রোক্ত এই বিধান বিষয়ে জানিয়া তদস্থাণ তোমার কার্য করা উচিৎ ॥২৪॥

রামানুজভায় —

তৃষাৎ কার্যাকার্যবৃস্থিতে উপাদেরাকুপাদেরব্যবন্থারাং শাস্ত্রম্ এব
তব প্রমাণম ধর্মশাস্ত্রেতিহাসপুরাগান্ত্যপর্ংহিতা বেদা যদ্ এব পুরুযোত্তরাখ্যং পরং তত্ত্বং তৎপ্রীণনরপং
তৎপ্রাপ্ত্যপায়জুতং চট্ট কর্ম অববোধয়ন্তি; ভূতৎ শাস্ত্রবিধানোকং;
তত্ত্বং কর্ম চ জাড়া যথাবদ্ অন্যুনাতিরিক্তং বিজ্ঞায় কতুং ত্বম্ অর্হসি
ভদ্ এব উপাদাতুম্ অর্হসি ॥২৪॥

### বঙ্গান্থবাদ—

অতএব কর্ম্মের উপাদেয়তা এবং অহপদেয়তা নির্দ্ধারণে শাস্ত্রই তোমার প্রমাণ। অর্থাৎ, ধর্মশাস্ত্র এবং ইতিহাসের (রামায়ণ, মহাভারত) দারা পরিস্ফুট যে বেদশাস্ত্র তাহা পুরুষোত্তমরূপ পর্মতত্ত্ব, তাঁহার আরাধনা এবং সেই আরাধনার অধিকারী হইবার জন্ম তছপোযোগী কর্ম-এই ত্রিবিধ তত্ত্বের জ্ঞান উৎপাদন করিরা থাকে। শাস্ত্রবিহিত তত্ত্ব এবং কর্ম্ম যথাযথক্সপে অবগত হইয়া তদক্ররপ অকুষ্ঠান তোমার করা উচিত, তাহা তোমার কৰ্ত্ব্য ॥২৪॥

ইতি দৈবাস্থ্রসম্পদ্-বিভাগ যোগ নামক ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত।

# সপ্তদশ অধ্যায়

শ্রদ্ধাত্রয়বিভাগ যোগ

( শাস্ত্রীয় যজ্ঞাদিবিষয়ে সাত্ত্বিকাদি ত্রিবিধ শ্রদ্ধা )

-:) \* (:-

রামাক্ষভায়—
দেবাস্থরবিভাগোক্তিমুখেন প্রাপ্যভত্তভানং ভৎপ্রাপ্ত্যুপায়জ্ঞানং চ
বৈদৈকমূলম্ ইতি উক্তম্।

ইদানীম্ অশাস্ত্রবিহিতক্স আস্থর-দ্বেন অফলত্বং শাস্ত্রবিহিতক্স চ শুণতঃ ত্রৈবিধ্যং শান্ত্রসিদ্ধক্স লক্ষণং চ উচ্যতে।

তত্ত্ব অশাস্ত্রবিহিতন্ত নিক্ষল-হৃষ্ অজানন্ অশাস্ত্রবিহিতে প্রদ্ধা-সংযুক্তে যাগাদৌ সম্বাদিনিমিত্ত-ফলভেদবৃষ্কুৎসয়া অর্জুনঃ পৃচ্ছতি—

### বঙ্গাহ্যবাদ—

পূর্ব অধ্যায়ে) দেব এবং অস্থরের বিভাগ বর্ণনা করিবার সময় কথিত হইয়াছে যে — প্রাপ্য বস্তুর তম্বজ্ঞান এবং দেই বস্তু প্রাপ্তির উপায়বিষয়ে জ্ঞান উভয়েই বেদ হইতেই দিদ্ধ হয়। এখন এই অধ্যায়ে বলিতেছেন — শাস্ত্রবিধিরহিত (যজ্ঞাদি কর্ম) আস্থরিক বলিয়া নিক্ষল। শাস্ত্রবিহিত যজ্ঞাদি কর্ম সান্ত্রিকাদি শুণত্রয়ভেদে তিন প্রকার হইয়া থাকে। এই তিন প্রকার শাস্ত্রীয় যজ্ঞাদি কর্মেরও লক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে।

শাস্ত্রবিধিরহিত অশাস্ত্রীয় যজ্ঞাদি যে
নিক্ষল হয় এ বিষয়ে ইতিপূর্বে না জানিয়া
অর্জুন শাস্ত্রবিধিরহিত অথচ শ্রদ্ধার সহিত
অক্ষ্টিত যজ্ঞ প্রভৃতি বিষয়ে সান্ত্রিকাদি
ত্রিবিধ বিভিন্ন শুণযুক্ত অক্ষ্ঠানের বিভিন্ন
ফলের বিষয় জানিবার আকাজ্ফায়
জিজ্ঞাসা করিতেছেন —

## অৰ্জুন উবাচ—

যে শান্তবিধিমুৎক্ষজ্য যজন্তে প্রান্ধরান্বিতাঃ। তেষাং নিষ্ঠা তু কা কৃষ্ণ সন্ত্বমাহো রজস্তমঃ॥১॥

### সরলার্থ-

অজ্বন প্রশ্ন করিলেন—হে কৃষ্ণ, যাহারা শাল্পের আজ্ঞা উল্লেজ্যনপূর্বক শ্রদ্ধার সহিত যজ্ঞাদি কর্মাস্টান করে (অর্থাৎ এইক্লপ কর্মে এইক্লপ ফল অবশ্যই হইবে এইক্লপ ফল অবধি বিশ্বাস করিয়া অষ্টান করে) সেই শ্রদ্ধাবান পুরুষদিগের নিষ্ঠা কি প্রকার 
ং উহা কি সাল্পিক নিষ্ঠা অথবা রাজ্সিক, তামসিক নিষ্ঠা ॥১॥

### রামাত্মজভাষ্য—

শাস্ত্রবিধিম্ উৎস্ক্ত্য শ্রদ্ধয়ান্বিতা যে যজন্তে তেবাং নিষ্ঠা কা ? কিং সন্তুম্ ? আহো স্থিৎ রুজঃ ? অথ তমঃ ?

নিষ্ঠা 'দ্বিভিঃ, দ্বীয়তে আদ্মন্ ইতি বিভিঃ, সম্বাদিঃ এব নিষ্ঠা ইতি উচ্যতে, তেষাং কিং সম্বে দ্বিভিঃ ? কিং বা রজসি ? কিং বা তমসি ? ইত্যর্থঃ ॥১॥

### বঙ্গাগুবাদ---

যে মস্যাগণ শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগ করিয়া (অথচ) শ্রদ্ধাপূর্বক যজ্ঞাদি কর্ম করে তাহাদের নিষ্ঠা কি প্রকার ? সাত্ত্বিক রাজিসিক অথবা তামসিক ?

নিষ্ঠা বলিতে স্থিতি বুঝায়। মে আধারে অর্থাৎ যাহার মধ্যে স্থিত থাকে তাহার নাম 'স্থিতি'। এই ব্যুৎপত্তি অহুসারে সম্থাদি তিন গুণকে নিষ্ঠা বলা হয়। (অর্থাৎ যজ্ঞাদি কর্জার স্থিতি সম্থাদি তিন গুণে স্থিত থাকে— সাম্থিক-যজ্ঞ, রাজসিক যজ্ঞ, তামসিক-যজ্ঞ) অভিপ্রায় এই যে, এইরূপ যজ্ঞাদির কর্জার স্থিতি কি সম্থাগুণে, রজোগুণে অথবা তমোগুণে॥১॥

### রামানুজভায্য—

এবং পৃষ্টঃ ভগবান্ অশান্তবিহিত-শ্রেদ্ধায়াঃ তৎপূর্বকম্ম চ যাগাদেঃ নিম্ফলত্বং হুদি নিধায় শান্তীয়ম্ম এব যাগাদেঃ গুণতঃ ত্রৈবিধ্যং

### বঙ্গানুবাদ—

অর্জুন এইপ্রকার প্রশ্ন করিলে
শ্রীভগবান শাস্ত্রবিধিবর্জিত শ্রদ্ধা এবং
তদ্ধারা অম্বষ্ঠিত যজ্ঞাদি যে নিক্ষল হয় সে
বিষয়ে মনোমধ্যে রাখিয়া (কারণ পূর্ব
অধ্যায়ের ২৩ শ্লোকে একবার ইহা
উপদেশ দিয়াছেন), এখন শাস্ত্রবিহিত
যজ্ঞাদি গুণ হিসাবে ত্রিবিধ হুইয়া থাকে

প্রতিপাদরিতুং শান্তীরপ্রদারাঃ ত্রৈবিধ্যং তাবদ্ আহ— এই উপদেশ দিবার জন্ম শাস্ত্রবিহিত শ্রদ্ধা বা রুচি যে তিন প্রকার আছে তাহাই বলিতেছেন—

## শ্রীভগবাসুবাচ—

ত্রিবিধা ভবতি শ্রেদ্ধা দেহিনাং সা স্বভাবজ!। সান্থিকী রাজসী চৈব তামসী চেতি তাং শূণু ॥২॥

সরলার্থ-

**बि**ङ्गवान् विलित-

ত্রিগুণময় এই প্রাক্কত দেহবিশিষ্ট দেহীর বা জীবের স্বাভাবিক শ্রদ্ধা বা রুচি সাত্ত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক ভেদে তিন প্রকার হইয়া থাকে। এই স্বাভাবিক শ্রদ্ধার বিষয় শ্রবণ কর ॥২॥

রামাহুজভায়ু—

সবেষাং দেহিনাং শ্রদ্ধা তিবিধা ভবতি; দ্রুদা চ ্সভাবজা — স্মভাবঃ স্থাসাধারণো ভাবঃ; প্রাচীনবাসনা-নিমিত্তঃ তত্তক্রচিবিশেষঃ; যত্ত্র রুচিঃ তত্ত্র প্রদ্ধা জায়তে। প্রদ্ধা হি 'স্থাভিমতং সাধয়তি এতং' ইতি-বিশ্বাসপূর্বিকা সাধনে ত্বরা। বাসনা-রুচিঃ চ প্রদ্ধা চ আত্মধর্মাঃ গুণ-সংসর্গজাঃ।

তেষাম্ আত্মধর্মাণাং বাসনাদীনাং জনকাঃ দেহেন্দ্রিয়ান্তঃকরণবিষয়-গভাধর্মাঃ কার্যেকনিরূপণীয়াঃ সন্তাদয়ো গুণাঃ, সন্তাদিগুণযুক্ত-দেহাভূমুভ্বজা ইত্যর্থঃ।

### বঙ্গান্তুবাদ—

সমস্ত দেহীর (জীবের) শ্রদ্ধা তিন এই শ্রদ্ধা জীবের প্রকার হইয়া থাকে। নিজ নিজ স্ভাবকাত। নিজ নিজ বিলক্ষণ (অন্ত জীব হইতে পৃথক) ভাৰকে স্বভাব বলা হয়। এই স্বভাব হইতেছে নিজ নিজ প্রাচীন কর্যামগুণ বাসনার জন্ম তদুম্যায়ী य विषय कृ ि था क রুচিবিশেষ। শ্রদ্ধা মানে — সেই বিষয়ে শ্রন্ধা জন্ম। "এই সাধন বা এই কর্ম আমার অভিলাব পূর্ণ করিবে" এই বিশ্বাসপূর্বক সাধনে (কর্মান্টানে) ত্রা বা অত্যন্ত আগ্রহ। এই \* বাসনা, রুচি এবং শ্রদ্ধা ত্তিগুণময় প্রাকৃত দেহসম্বন্ধ হেতু আত্মার ধর্ম। (পরিশুদ্ধ আত্মা কিন্তু এই সকল গুণবজিত)। শরীর, ইন্দ্রিয়, মন **সাত্তিকাদি** অবস্থিত विषयात गर्था ত্রিগুণরূপ যে ধর্ম তাহাই আবার উক্ত বাসনা রুচি প্রভৃতি আত্মধর্ম উৎপন্ন করে।

\* বাসনা, ক্ষচি ও শ্রদ্ধা — এই বিভিন্ন শব্দ একই প্রকার অর্থবোধক হইলেও ইহাদের অর্থের সুক্ষ্ম ভারত্ম্য রামানুজভায়ে বর্ণিত হইতেছে।

ততঃ চ ইয়ং শ্রহ্মা সাত্ত্িকী রাজসী তামসী চ ইতি ত্রিনিধা। তাম্ ইুমাং প্রদাং শৃণু; সা প্রদ্ধা যৎ-তং স্থভাবং শৃণু ইতি खर्थः ॥१॥

এই সন্থাদি গুণত্রয়ের অন্তিত্ব কেবল তাহাদিগের কার্যের দারা বুঝিতে পারা যায়। অভিপ্রায় এই যে বাসনা, রুচি এবং শ্রদ্ধারূপ এই ধর্ম সন্থাদি গুণবিশিষ্ঠ শরীরের সম্বন্ধের অম্রূপ উপজাত হয়।

অতএব এই শ্রদ্ধাও সাত্ত্বিক রাজসিক এবং তামসিক এই তিন প্রকার হইয়া থাকে। এই শ্রদ্ধার বিষয় তুমি শ্রবণ কর, অর্থাৎ এই শ্রদ্ধা যেরূপ স্বভাববিশিষ্ট हरेया थात्क (मरे अञाविवास

# সম্বানুরপা সর্ববস্থ শ্রদ্ধা ভবতি ভারত। প্রকাশরোহয়ং পুরুষো যো যচ্ছুদ্ধঃ স এব সঃ॥৩॥

সরলার্থ-

হে অর্জুন, সর্বজীবের শ্রদ্ধা নিজ নিজ ইল্রিয় এবং মনের সাত্ত্িকাদি প্রকৃতির অত্তণ হইয়া থাকে। অতএব (কর্ময়) পুরুষ শ্রদার পরিণামবিশেষ। স্ত্রাং যে পুরুষ যেরূপ শ্রদাবিশিষ্ট সে সেইরূপ শ্রদার অমুরূপ কর্ম করিয়া তদম্ভণ কর্মফলের ভাগী হয় ॥৩॥

### রামানুজভাষ্য—

সম্বৃ ভাতঃকরণম্, সর্বশ্য পুরুষ ভা ভবতি ; অন্তঃকরণানুরপা শ্ৰদ্ধা অন্তঃকরণং যাদৃশৃগুণযুক্তম্, তদ্বিষয়া শ্রদা জায়তে ইত্যর্থঃ। সন্থ্ৰাৰূঃ দেহেন্দ্রিয়াদীনাং প্রেক্তানাং প্রদর্শনার্থ:।

শ্রদানয়ঃ অয়ং প্রুষঃ, শ্রদানয়ঃ জ্বদাপরিণামঃ; সো ফছ্রদ্ধঃ, বঃ শ্ৰদ্ধা যুক্তঃ, স যাদৃখ্যা পুরুষো স তাদৃশশ্ৰদ্ধাপরিণামঃ। ८५९ भूगाकर्मविषदम खाद्मायूकः ইতি ভবতি পুণ্যকর্মফলসংযুক্তঃ শ্ৰহ্মা প্ৰধানঃ ফলসংযোগ ইতি উক্তং ভবতি ইতি ॥৩॥

### বঙ্গান্থবাদ—

সত্ত্ব মানে — অন্তঃকরণ। শ্রদ্ধা তাহার অন্ত:করণ অনুযায়ী হইয়া থাকে, অর্থাৎ অন্তঃকরণ যেরূপ (সাত্ত্বি-কাদি) গুণযুক্ত হয় শ্রদ্ধাও সেইরূপ গুণ-বিশিষ্ট হইয়া থাকে। এইস্থলে সত্ত্ব শব্দকে পূর্ব শ্লোকোক্ত দেহ এবং ইন্দ্রিয়গণেরও উপলক্ষণ বলিয়া বুঝিতে হইবে। এই পুরুষ শ্রদ্ধাসয়, অর্থাৎ নিজ শ্রদ্ধার অসুযায়ী পরিণামবিশিষ্ট। যে পুরুষ যেরূপ শ্রদ্ধা-তাদৃশ শ্রদার সেই পুরুষ পরিণামরূপী (তাদৃশ কর্মফলের ভাগী) তাৎপর্য এই যে, পুরুষ পूণाकर्ग विषया अक्षायुक रय **इ**रेल (म भूग कर्मकरनत ভागी इस ॥०॥

## শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা — রামাসুজভাষ্য

রামাত্মজভাষ্য— তদ্ এব বিবৃণোতি—

বঙ্গান্থবাদ—
পূর্ব শ্লোকোন্ত বিষয়ের বিস্তার
করিতেছেন —

যজন্তে সান্থিকা দেবাৰ্ যক্ষরক্ষাংসি রাজসাঃ। প্রেতাৰ্ ভূতগণাংশ্চান্তে যজন্তে তামসা জনাঃ॥৪॥

সরলার্থ---

সান্থিক প্রকৃতির লোকেরা সন্থণ্ডণপ্রচুর ইন্দ্রাদি দেবতাগণের ভজনা করে। রাজসিক প্রকৃষগণ রজোগুণবিশিষ্ট যক্ষ ও রাক্ষদের পূজা করে। তামসিকপ্রকৃতিযুক্ত অপর প্রকৃষগণ তমোগুণবিশিষ্ট প্রেত ও ভূতগণের ভজনা করিয়া থাকে ॥৪॥

রামানুজভাষ্য —

সত্বগুণপ্রচুরাঃ সাত্ত্বিক্যা শ্রেদ্ধরা

युक्ता দেবান্ যজন্তে। তুঃখাসং-

ভিমে। কৃষ্টস্কুখহেতুভুতদেবয়াগ-

বিষয়া শ্ৰদ্ধা সান্ত্ৰিকী ইতি টুক্তং

ভবতি। রাজদা জনা যক্ষরক্ষাংসি

**যজভে।** অন্তে তামসা জ্নাঃ প্রেতান্

**ভূতগণাन्** यकस्य ।

ত্বঃখসংভিন্নাল্ল মুখজননী রাজসী শ্রেদ্ধা ; তুঃখপ্রায়া শু-অত্যল্ল মুখজননী তামসী ইত্যর্থঃ ॥৪॥

### বঙ্গান্থবাদ—

সত্ত্থণপ্রচুর\* অতএব (সাত্ত্বিক) শ্রদাযুক্ত পুরুষগণ দেবতাদিগের যজনা যজনা করেন (দেবতাদিগের উদ্দেশ্যে যজ্ঞ করেন।) তাৎপর্য এই যে, তঃখ-রহিত উৎকৃষ্ট হুখের কারণরূপ দেবযজ্ঞ বিষয়ে (দেবতাদিগের উদ্দেশ্যে যজের विषयः ) य अक्षा जारारे गाल्कि अक्षा। রাজসিক পুরুষ যক্ষ ও রাক্ষসের পূজা তৎভিন্ন অসাস তামদিক পুরুষ ভূত এবং প্রেতগণের পূজা অভিপ্রায় 'এই যে, ছঃখমিশ্রিত অল্প অথের কারণরূপ (যক্ষ ও রাক্ষদের পূজায়) যে শ্রদ্ধা তাহা রাজসিক শ্রদ্ধা এবং ছ:খপ্রায় অত্যল্প স্থের কারণ-রূপ (ভূত-প্রেতগণের পূজায়) যে শ্রদ্ধা তাহা তামসিক শ্রদ্ধা ॥৪॥

\* সন্বন্তণপ্রচুর—সন্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই প্রাকৃত গুণত্রয় সর্বদাই পরস্পর মিলিতরূপে (প্রাকৃতদেহে)
অবস্থান করে। তন্মধ্যে যাহাদের সান্ত্বিকগুণের
আধিক্য আছে এবং রাজসিক ও তামসিকগুণের অল্পতা আছে তাহাদিগকেই সন্ত্বগুণপ্রচুর
অর্থাৎ সান্তিক গুণবিশিষ্ট বলা হইয়া থাকে।
এইপ্রকার অর্থেই রজ্যোগুণপ্রচুর বা বাজসিক
শন্দ এবং তমোগুণ প্রচুর বা তামসিক শ্নন্ত
ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

রামাত্মজভাষ্য-

এবং শাস্ত্রীয়েষু এব যাগাদিষু প্রদাযুক্তেমু গুণতঃ ফলবিশেষঃ। অশান্ত্রীয়েষু দানতপোযাগপ্রভৃতিষু মদকুশাসনবিপরীতত্ত্বেল ল কশ্চিদ্ অপি স্থখলবঃ। অপি তু অনর্থ এব ইতি জ্বদি নিহিতং ব্যঞ্জয়ন্ আহ— এই অর্থকে এখন ব্যক্ত করিতেছেন —

বঙ্গান্থবাদ---

পূর্ব শ্লোকে শ্রদ্ধাযুক্ত শাস্ত্রীয় যজ্ঞাদির সাত্ত্বিকাদি বিভিন্ন ণ্ডণের অমুরূপ বিভিন্ন ফলের ক্থিত হইয়াছে। শাস্ত্রবিধিরহিত দান, তপ, যজ্ঞ, প্রভৃতি তাহা আমার আজ্ঞার বিরুদ্ধ বলিয়া তদারা অথের লেশমাত্রও প্রাপ্ত হওয়া यात्र ना, উপরস্ত সেই সব অহুষ্ঠানে কেবল অনর্থই হৈইয়া থাকে। হৃদয়স্থিত

অশাস্ত্রবিহিতং ঘোরং তপ্যন্তে যে তপো জনাঃ॥ দম্ভাহন্ধারসংযুক্তাঃ কামরাগবলাম্বিতাঃ ॥৫॥ কর্শয়ন্তঃ শরীরন্থং ভূতগ্রামমচেতসঃ। মাবৈশ্বান্তঃশরীরস্থং তান্ বিদ্যান্থরনিশ্চয়ান্ ॥৬॥

### সরলার্থ-

যে সকল বিবেকহান প্রুষ দন্ত ও অহংকারযুক্ত বিষয়-কামনাযুক্ত বিষয়-অহুরাগযুক্ত এবং তৎপ্রাপ্তির অম্বর্ত্তণ দামর্থ্যযুক্ত হইয়া পাঞ্চতৌতিক দেহকে এবং দেহমধ্যে স্থিত আমার শরীররূপী জীবকে দৃঢ় উপবাসাদির দারা কুশ করিয়া অশাস্ত্রীয় কঠোর यागापित जरूकान करत जाशास्त्र এरेक्स जिम्मा जापितक जास्त्रिक विनिश कानित्व, অর্থাৎ আমার আজ্ঞার বিরুদ্ধ, অতএব অশাস্ত্রীয় বলিয়া জানিবে ॥৫, ৬॥

রামান্তজভাষ্য- -

অশাস্ত্রিহিতম্ অতি ঘোরম্ অপি তপো যে জনাঃ তপ্যন্তে, প্রদর্শনার্থম্ অশান্তবিহিতং বহুবায়াসং देनग, याशां मिकः (य कूर्वराज, राज मार्था विकास কামরাগবলাম্বিতাঃ শরীরস্থং সংযুক্তাঃ

বঙ্গান্থবাদ-

যে পুরুষেরা শাস্ত্রবিধির বিরুদ্ধভাবে অত্যন্ত কঠোর তপশ্চরণ করে — এই বাক্যে তশস্থাটি একটি উপলক্ষ্য মাত্র। তাৎপর্য এই যে, যে পুরুষেরা শান্তবিধি বিরহিত অশাস্ত্রীয় অত্যম্ভ আয়াসসাধ্য তপ, যজ্ঞ প্রভৃতি ধর্মের অষ্ঠান করে তাহারা অত্যন্ত দান্তিক ও অহংকারী। পৃথিব্যাদিভূতসমূহং কর্ণয়ন্তো মদংশ-ভূতং জীবং চ অন্তঃশরীরস্থং কর্শয়ন্তো যে তপ্যন্তে যাগাদিকং চ কুর্বতে, তান্ আস্করনিশ্যান্ বিদ্ধি।

অন্থরাণাং নিশ্চয়ঃ আস্থরো
নিশ্চয়ঃ, অস্থরা হি মদাজ্ঞাবিপরীতকারিণঃ; মদাজ্ঞাবিপরীতকারিত্বাৎ
তেষাং স্থখলবসম্বন্ধো ন বিপ্ততে।
আপি তু অনর্থপ্রাতে পতন্তি ইতি
পূর্বম্ এব উক্তম্। 'পতন্তি নরকেংভচৌ' (১৬)১৬) ইতি ॥৫,৬॥

এই সকল অমুষ্ঠানে তাহারা পৃথিব্যাদি পাঞ্চতোতিক দেহকে ক্লেশ দিয়৷ কুশ করিয়া এবং এই শরীরের অন্তর্বর্তী আমার অংশরূপ জীবাত্মাকেও কন্ট দিয়া যে সকল (অশাস্ত্রীয়) যাগাদির অনুষ্ঠান সে সকল অমুষ্ঠানকে নিশ্চিতরূপে আস্ত্র-যাহারা আমার রিক বলিয়া জানিবে। **আজ্ঞার বিপরীত কর্ম করে তাহারা** এই অস্ত্রদিগের যাহা নিশ্চয় অস্বর ৷ ( সিদ্ধান্ত ) তাহা অ্যস্তর-নিশ্চয় ( আস্ন-রিক সিদ্ধান্ত )। আমার আজার বিপ-রীত কর্মামুগ্রানকারী অস্করদিগের লেশ-মাত্রও সুখলাভ হয় না, উপরম্ভ তাহারা ঘোর অনর্থে পতিত হয়। ইতিপূর্বে উক্ত হইয়াছে — 'অস্করপ্রকৃতি অপবিত্র নরকে লোকেরা रुया। ॥६, ७॥

রামাকুজভাষ্য —

অথ প্রকৃত্য এব শান্তীয়েষু
যজ্ঞাদিষু গুণতো বিশেষং প্রপঞ্চয়ভি; তত্ত্ব অপি আহারযুলত্বাৎ
সম্বাদির্দ্ধেঃ, আহারত্ত্রবিধ্যং
প্রথমষ্ উচ্যতে। 'অনময়ং হি দোমা
মনঃ' (ছাঃ উঃ ৬া৫া৪) 'আহারশুদ্ধো
সম্বশুদ্ধিঃ' (ছাঃ উঃ ৭া২৬া২) ইতি হি
তামেতে।

বঙ্গান্তবাদ -

শাস্ত্রবিহিত যজ্ঞ এবং তাহার আনর্থের বিষয় বলিয়া) এখন শাস্ত্রীয় যজ্ঞ প্রভৃতির, সাত্ত্বিকাদি ত্রিবিধ গুণ-জনিত বিভিন্ন ভেদের বিষয় বিস্তৃতরূপে উপদেশ দিতেছেন।

এই যজ্ঞ, তপ দানাদিকর্মে (এবং তৎপ্রতি শ্রদ্ধাবিষয়ে ) দত্তাদি গুণ্ডয়ের
বৃদ্ধিতে আহারই প্রধান কারণ। সেই
জ্ঞা সান্ত্রিকাদি ত্রিবিধ আহারের কথা
প্রথমে বর্ণিত হইতেছে। শ্রুতিও
বলিতেছেন—'হে সৌম্য, এই মন অন্নমন্নই' 'আহার-শুদ্ধির দারাই অন্তঃকরণের
শুদ্ধি হইয়া খাকে।'

## আহারস্থপি সর্ববস্থা ত্রিবিধো ভবতি প্রিয়ঃ। যজ্ঞসপ্তথা দানং তেষাং ভেদমিমং শৃণু ॥৭॥

সরলার্থ— (বঙ্গান্থবাদ দ্রপ্তব্য )

### রামাহুজভাষ্য—

আহার: অপি সর্বস্থ প্রাণিজাতস্থ সম্বাদিগুণত্তরাম্বরেন ত্রিবিধঃ প্রিয়ো ভবতি। তথা এব যজ্ঞ: অপি ত্রিবিধঃ, তথা তপো দানং চ। তেষাং ভেদম্ ইমং শৃণু — তেষাম্ আহারযজ্ঞতপো-দানানাং সম্বাদিগুণভেদেন ইমম্ উচ্চ্যমানং ভেদং শৃণু ॥৭॥

### বঙ্গান্তবাদ —

সমস্ত জীবের আহারও সন্থাদি গুণত্রয়ের সম্বন্ধ হেতৃ তিন প্রকার প্রিয় হইয়া
থাকে। (অর্থাৎ সান্থিক জীবের সান্থিক
আহার প্রিয় হয়, —ইত্যাদি।) সেইরূপ যজ্ঞও তিন প্রকার এবং তপ, দানও
তিন প্রকার। সন্থ প্রভৃতি গুণভেদে
এই আহার যজ্ঞ, তপ ও দানের বিভিন্ন
ভেদের (সান্থিক, রাজসিক ও তামসিক)
কথা প্রবণ কর॥৭॥

আয়ুঃ সত্ববলারোগ্যস্থখগ্রীতিবিবর্দ্ধনাঃ। রস্তাঃ স্নিশ্ধাঃ স্থিরা স্বতা আহারাঃ সান্ধিকপ্রিয়াঃ॥৮॥

### সরলার্থ-

আয়ু জ্ঞানবল স্বাস্থ্য স্থখ এবং প্রীতির বর্দ্ধক রসযুক্ত দ্বাগদি স্নেহপদার্থযুক্ত অবিকৃত এবং রমনীয় আহার্যবস্তু সাত্ত্বিক প্রুষগণের প্রিয় হইয়া থাকে।৮॥

## রামানুজভাষ্য—

সম্বশুণোপেতস্ম সম্বনরা আহারাঃ
প্রিরা ভবন্তি। সম্বনরাঃ চ আহারা
আয়ুবিবর্ধনাঃ পুনঃ অপি সম্বস্ম
বিবর্ধনাঃ। সম্বন্ অন্তঃকরণন্,
অন্তঃকরণকার্যং জ্ঞানন্ ইহ সম্বশব্দেন উচ্যতে। 'সম্বাং সঞ্জায়তে
জ্ঞানন্' (১৪।১৭) ইতি সম্বস্ম জ্ঞানবিবৃদ্ধিহেতুবচনাৎ। আহারঃ অপি
সম্বন্ধো জ্ঞানবিবৃদ্ধিহেতুঃ।

### বঙ্গাহ্যবাদ-

সাত্ত্বিশুক্ত মাস্থ্রের সাত্ত্বিক আহার প্রিয় হইয়াগাকে। এই সাত্ত্বিক আহার আয়ু বর্দ্ধক এবং সত্ত্বের বর্দ্ধক। 'সত্ত্ব' শব্দের অর্থ অন্তকরণ, এন্থলে সত্ত্ব শব্দে অন্তঃকরণের কার্য যে জ্ঞান তাহাই বুঝাইতেছে—

"সত্ত্ব হইতে জ্ঞান উৎপন্ন হয়।" অতএব "সত্ত্ব" শব্দ "জ্ঞানবৃদ্ধির হেতু" এই অর্থের বাচক বলিয়া, "সত্ত্ব বিবর্ধ ক" এই বাক্যে সাত্ত্বিক আহারও যে জ্ঞান বৃদ্ধির হেতু এই অর্থ বুঝাইতেছে। এই সাত্ত্বিক তথা বলারোগ্যয়োঃ অপি বিবর্ধনাঃ
স্থপ্রীত্যোঃ অপি বিবর্ধনাঃ। পরিগামকালে স্বয়ম্ এব স্থখন্ত বিবর্ধনাঃ,
তথা প্রীতিহেতুভূতকর্মারম্ভদ্বারেণ
প্রীতিবর্ধনাঃ;

রক্তা: মধুররসোপেতাঃ, স্মিঝাঃ স্মেহযুক্তাঃ, স্থিরাঃ স্থিরপরিণামাঃ, হুডা: রমণীয়বেষাঃ, এবংবিধাঃ সম্থ-ময়া আহারাঃ, দান্ত্বিক্তা পুরুষতা প্রিয়াঃ ॥৮॥ আহার বল এবং আরোগ্যের, স্থখ এবং
প্রীতিরও বিবর্ধক অর্থাৎ প্রীতি উৎপাদনকারী কর্মাস্টানের দারা প্রীতি বর্দ্ধক
এবং ভূকানের পরিপাক সময়ে স্বয়ং
স্থখবর্দক। এই সাত্ত্বিক আহার মধুর
রস্যুক্ত স্বিগ্ধ (পরিপাক-অন্তে) নিয়মিত
ভাবে শারীরিক বল প্রভৃতির উৎপাদক
এবং রমণীয়। এই প্রকার সাত্ত্বিক
আহার সাত্ত্বিক প্রুষ্থের প্রিয় হইয়া
থাকে ॥৮॥

# কট<sub>্</sub>শ্ল-লবণাত্যুক্ষ-তীক্ষ্ণরক্ষবিদাহিনঃ। আহারা রাজসম্মেষ্টা তুঃখনোকাময়প্রদাঃ॥৯॥

मतलार्थ— ( वक्राञ्चाम प्रष्टेवा )

রামানুজভাষ্য—

কটুরসাঃ অমুরসাঃ লবণোৎকটাঃ অতিভীক্ষাঃ অভ্যুক্তাঃ রকাঃ विमाहिमः ह देखि करे मनवगाजाक-অভিশৈত্যাতি-তীক্ষক্ষবিদাহিনঃ; देख्यामिना प्रस्थिताशः जीयाः, শোষকরাঃ রকাঃ. ভাপকরা এবংবিধাঃ বিদাছিলঃ. আহারা वाकमञ्च रेष्टाः। (७ চ রজোময়-वाष् प्रःश्रामाकामञ्जाष प्रःश्रामाका-मञ्जवर्षमाः त्रां वर्षमाः ह ॥२॥

### বঙ্গান্থবাদ-

অতি কটু, অতি অয়, অতি লবণান্ত,
অতি উষ্ণ, অত্যন্ত বাাল, অত্যন্ত শুদ্ধ, সরিষা,
দালচিনী প্রভৃতি অত্যন্ত মসলাযুক্ত—
এই প্রকার আহার রাজসিক ব্যক্তিদিগের
প্রিয়। এই সকল ভোজ্য দ্রব্য (ভোজনকালে) ছঃখদায়ক, (ভোজনের পরে)
কষ্টদায়ক এবং (পশ্চাৎ অজীর্ণাদি জনিত)
রোগপ্রদ। ইহারা রজোময় অর্থাৎ প্রচুর
রজোগুণযুক্ত। অতএব ইহারা ছঃখ, শোক
এবং রোগের বর্দ্ধক এবং রজোগুণের
বিবর্ধক ॥১॥

যাত্রবামং গতরসং পূতি পয়ু ্যবিতঞ্চ যৎ। উচ্ছিপ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং ভাষসপ্রিয়ম্ ॥১০॥

সরলার্থ — ( বঙ্গান্থবাদ দ্রপ্টব্য )

রামাত্মজভাষ্য—

যাত্যামং চিরকালাবন্থিতম্, গতরসং ত্যক্তস্থাভাবিকরসম্ পৃতি তুর্গন্ধোপেতম্, পর্যুষিতং কালাতি-পত্ত্যা রসান্তরাপল্লম্, উচ্ছিইং গুর্বা-দিভ্যঃ অল্যেষাং ভুক্তশিপ্টম্, অমেধ্যম্ অযজ্ঞাহ ম্, অযজ্ঞশিপ্টম্ ইত্যর্থঃ; এবংবিধং তমোময়ং ভোজনং তামস্প্রিয়ং ভবতি। ভুজ্যতে ইত্যাহার এব ভোজনম্, পুনশ্চ তমসোবর্ধনম্। অতো হিতৈষিভিঃ সম্বন্ধুরেই সান্ত্বিকাহার এব সেব্যঃ ॥১০॥

বঙ্গানুবাদ —

নীরস, তুর্গন্ধযুক্ত, বহুপূর্বে প্রস্তুত—বাসি
তুর্গন্ধময় বিস্থাদ, গুরুজন ভিন্ন অন্থের
উচ্ছিষ্ট এবং যজ্ঞে যাহা নিবেদিত হয়
নাই বা নিবেদিত হইবার অযোগ্য
এইরূপ অপবিত্র যে সকল ভোজন তাহা
তামসিক পুরুষের প্রিয়।

এই দমস্ত ভোজ্যদ্রব্য পুনরায় তমোগুণ বৃদ্ধির হেতু হয়। অতএব নিজ হিতাকান্থী পুরুষের সত্ত্ত্ত্বণ বিবৃদ্ধির জন্ম সাত্ত্বিক আহার করা কর্ত্ব্য ॥১০॥

# অফলাকাঙিক্লভির্যজ্ঞো বিধিদৃষ্টো য ইজ্যতে। যষ্টব্যমেবেতি মনঃ সমাধায় স সান্ত্রিকঃ ॥১১॥

সরলার্থ — ( वक्षाञ्चाम जन्नेवा)

রামানুজভায্য—

ফলাকাজ্জারহিতৈঃ পুরুবৈঃ
বিধিদৃষ্টঃ শান্ত্রদৃষ্টঃ মন্ত্রজব্যক্রিয়াদিভিঃ
যুক্তঃ। মন্তব্যন্ এব ইতি ভগবদারাধনত্বেন স্বয়ংপ্রব্যোজনতয়া ষষ্টব্যম্
ইতি মনঃ সমাধায় যো যজ্ঞ ইজ্যতে স
সান্ত্রিকঃ ॥১১॥

বঙ্গান্থবাদ—

ফলাকান্থারহিত পুরুষদিগের দারা
মন্ত্র, দ্রব্য, ক্রিয়া এবং দক্ষিণাযুক্ত শাস্ত্রবিধিযুক্ত, ভগবদ্-আরাধনার্রপে এবং
স্বয়ং-প্রয়োজন জ্ঞানে এইরূপ নিষ্ঠার
সহিত যে যজ্ঞ অস্টিত হয় তাহাই
সাত্ত্বিক যজ্ঞ ॥১১॥

অভিসন্ধায় তু ফলং দম্ভার্থমপি চৈব যঃ। ইজ্যতে ভরতশ্রেষ্ঠ তং যজ্ঞং বিদ্ধি রাজসম্॥১২॥

সরলার্থ— (বঙ্গানুবাদ দ্রষ্টব্য )

রামাকুজভাষ্য-

ফলাভিসন্ধিযুকৈঃ দম্ভগর্ভো যশঃফলঃ চ য: যজ্ঞ ইজ্যতে, তং যজ্ঞং রাজসং বিদ্ধি ॥১২॥

### বঙ্গান্থবাদ-

হে অর্জ্জ্ন, যশ প্রভৃতি ফলের উদ্দেশ্যে এবং দন্তের সহিত অর্থাৎ ধার্মিকত্ব এবং খ্যাতি প্রচারের উদ্দেশ্যে যে যজ্জ অন্নষ্টিত হইয়া থাকে তাহাকেই রাজসিক যজ্জ বলিয়া জানিবে ॥১২॥

# বিধিহীনমস্ষ্ঠান্ধং মন্ত্রহীনমদক্ষিণম্। শ্রেদ্ধাবিরহিতং যজ্ঞং তামসং পরিচক্ষতে ॥১৩॥

সরলার্থ— (বঙ্গানুবাদ দ্রপ্টব্য )

রামাত্রজভায্য-

বিধিহীনং ব্রাক্ষণোক্তবিধিহীনং
সদাচারষ্টকেঃ বিধিবিদ্ধিঃ ব্রাক্ষণৈঃ
যজস্ব ইতি উক্তিহীনম্ ইত্যর্থঃ।
অস্প্রারম্ অচোদিতদ্রব্যম্। মন্ত্রহীনম্ অদক্ষিণং শ্রদাবিরহিতং চ যজ্ঞং
তামসং পরিচক্ষতে ॥১৩॥

### বঙ্গাগুবাদ —

যে যজ বিধিহীন অর্থাৎ বিধিজ্ঞ সদাচারযুক্ত বান্ধণ কর্তৃক যাহা যজ্ঞকর্তাকে
আদিষ্ট হয় নাই, শৃদ্দেরগৃহে-ভিক্ষা লব্ধ
অথবা অস্থায়ভাবে অর্জ্জিত অর্থে সংগৃহীত
অম্পযুক্ত অমাদি দ্রব্যবিশিষ্ট, শাস্ত্রীয় মন্ত্রবিহীন দক্ষিণাবিহীন এবং শ্রদ্ধাবিহীন সেই
যজ্ঞকে তামসিক বলা হইয়া থাকে ॥১৩॥

রামাহজভাষ্য—

অথ তপসো গুণতঃ ত্রৈবিধ্যং বক্ত্যু তম্ম শরীরবাদ্মনোভিঃ নিষ্পাত্মতা তৎস্বরূপতেদং তাবদ্ আহ্—

## বঙ্গাহ্যবাদ —

সান্থিকাদি ত্রিবিধ আহারের কথা বলিয়া এক্ষণে ত্রিবিধ ( সান্থিক রাজসিক এবং তামসিক তপস্থার বিষয় বলিবার নিমিন্ত, অতঃপর তিনটী শ্লোকে কায়িক, বাচিক এবং মানসিক ভেদে তিন প্রকার তপস্থার কথা বলিতেছেন। —

## দেবদিজগুরুপ্রাজপূজনং শোচমার্জ্জবম্। ত্রহ্মচর্য্যমহিংসা চ শারীরং তপ উচ্যতে ॥১৪॥

সরলার্থ— (বঙ্গান্থবাদ দ্রষ্টব্য )

রামানুজভাষ্য —

দেবদিজগুরুপ্রাজ্ঞানাং পৃজনম্, শৌচং তীর্থস্পানাদিকম্, আর্জবং যথা-বাদ্মনঃশারীরবৃত্তম্, বন্দচর্য্যং যোষিৎস্থ ভোগ্যভাবুদ্দিযুক্তেক্ষণাদি-রহিভত্তম্, অহিংসা অপ্রাণিপীড়া, এতৎ শারীরং তপ উচ্যতে ৪১৪॥

#### বঙ্গানুবাদ —

দেবতা, বাহ্মণ, শুরু এবং জ্ঞানিগণের পৃজন, শৌচ অর্থাৎ তীর্থস্পান প্রভৃতি কায়শুদ্ধি, আর্জব অর্থাৎ কায় মন এবং বাক্যের একই প্রকার বৃদ্ধি (সরলতা), স্ত্রীজাতির প্রতি ভোগ্যতাবৃদ্ধিপূর্বক দর্শনাদি রহিতত্ব, পরপীড়া বর্জন—এইগুলি শারীরিক তপ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে ॥১৪॥

অনুদ্বেগকরং বাক্যং সভ্যং প্রিয়হিতঞ্চ যৎ। স্বাধ্যায়াভ্যসনং চৈব বাঙ্ময়ং তপ উচ্যতে ॥১৫॥

সরলার্থ— ( রঙ্গান্থবাদ দ্রপ্টব্য )

রামাত্মজভাষ্য —

পরেষাম্ অমুদেগকরং সত্যং প্রিয়-হিতং চ যদ্ বাক্যং স্বাধ্যায়াভ্যসনং চ ইতি এতদ্ বাক্সয়ং তপ উচ্যতে ॥১৫॥

#### বঙ্গান্থবাদ—

অপরের অমুদেগজনক, সত্য (শ্রুতি-মধুর), প্রিয় এবং আপাততঃ অপ্রিয় হই-লেও পরিণামে মঙ্গলজনক (হিত) বাক্য এবং বেদাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন — এইগুলিকে বাচিক তপস্থা বলা হইয়া থাকে ॥১৫॥

মনঃপ্রসাদঃ সৌম্যত্বং মৌনমাত্মবিনিগ্রহঃ। ভাবসংশুদ্ধিরিত্যেতৎ তপো মানসমূচ্যতে ॥১৬॥

সরলার্থ— ( বঙ্গানুবাদ দ্রষ্টর্য )

রামানুজভাষ্য—

মনংপ্রসাদঃ — মনসঃ ক্রোধাদি-রহিতত্বম্, সোম্যতং মনসঃ পরেষাম্ অভ্যুদয়প্রাবণ্যম্, মোনং মনসা বাক্প্রবৃত্তিনিয়মনম্, আত্মবিনিগ্রহঃ—

#### বঙ্গান্থবাদ—

ক্রোধাদি বিবর্জিত হইয়া সর্বাদা মনের প্রসন্নভাব, অপরের উন্নতির অমুকুল মনোর্জি, বাক্যসংযম, ভাবনা ধ্যেয়বিষয়ে স্থাপন, চিত্তবৃত্তির আত্ম-

আত্মব্যতিরিক্তবিষয়-ভাবসংশুদ্ধি: চিন্তারহিতত্বন্. এতৎ মানসং তপ: ॥১৬॥ । হয় ॥১৬॥

মনরুত্তেঃ ধ্যেয়বিষয়ে অবস্থাপনম্, ব্যতিরিক্তবিষয়ে বৈরাগ্যরূপ চিন্তাশুদ্ধি— এইগুলি মানসিক তপ বলিয়া কথিত

> শ্রদ্ধরা পরয়া তপ্তং তপ স্তৎত্তিবিধং নরেঃ। অফলাকাঙিকভিযু ঠৈজঃ সান্ত্ৰিকং পরিচক্ষতে ॥১৭॥

সরলার্থ— ( বঙ্গানুবাদ দ্রেষ্টব্য )

রামাত্মজভাষ্য—

অফলাকাজ্মিভি: ফলাকাজ্মা-

রহিতঃ। যুক্তিঃ পরমপুরুষারা-

ধনরপম্ ইদম্ ইতি চিন্তাযুক্তিঃ

নরৈ: পরয়া শ্রদ্ধয়া যৎ ত্রিবিধং তপঃ

কায়বাদ্মনোভিঃ তপ্তং তৎ দান্ত্বিকং

পরিচক্ষতে ॥১৭॥

বঙ্গান্থবাদ—

(অতঃপর তিনটী শ্লোকে কায়িক যানসিক প্রত্যেকটির সান্থিকাদি ভেদে প্রকার বৈশিষ্টের কথা বলিতেছেন)

ফলাকাঝারহিত, "এই তপ প্রম-পুরুষের আরাধনারপ" এই বুদ্ধিযুক্ত হইয়া পুরুষগণ কর্তৃক, কায়িক বাচিক এবং মানসিকরূপ যে তিন প্রকার তপস্থা অতি শ্রদ্ধা সহকারে অমুষ্ঠিত হইয়া থাকে, তাহাকে দান্ত্বি-তপস্থা বলা হয় ॥১৭॥

সৎকারমানপূজার্থং তপো দল্ভেন চৈব যৎ। ক্রিয়তে তদিহ প্রোক্তং রাজসং চলমঞ্জবম্ ॥১৮॥

সরলার্থ— ( বঙ্গানুবাদ দ্রেষ্টব্য )

রামাত্রজভাষ্য-

यनमा जामतः मरकातः, वाहा व्यमः मा मानम्, भातीरता नमका-রাদিঃ পূজা। ফলাভিসন্ধিপুর্বকং সৎকারাভর্থং চ'দভেন হেতুনা যৎ তপঃ ক্রিয়তে তদ্ ইহ রাজসং প্রোক্তম্;

বঙ্গান্থবাদ-

মানসিক সমাদর (সৎকার) বাচিক প্রশংসারূপ মান্ত এবং কায়িক নমস্বারাদি-রূপ পূজা প্রভৃতি ফললাভের জন্ম দন্তের সহিত (ধার্মিকত্ব খ্যাতিলাভের জন্ম) যে তপস্থার অনুষ্ঠান করা হয়, চঞ্চল বা

স্বর্গাদিফলসাধনত্বেনান্থিরত্বাৎ চলম্ | অঞ্বম্; চলত্বং পাতভয়েন চলন-তেতুত্বন্; অধ্রুবত্বং ক্ষয়িস্তুত্বন্ ॥১৮॥ বসই তপস্থাকে রাজসিক বলা হয় ॥১৮॥

অনিত্য এবং বিনাশশীল স্বর্গাদি ফলদায়ক

মৃত্য্রাহেণাত্মনো যৎ পীড়য়া ক্রিয়তে ভপঃ। পরস্থোৎসাদনার্থং বা তৎ তামসমুদান্ততম্ ॥১৯॥

সরলার্থ— ( বঙ্গান্থবাদ দ্রম্ভব্য )

রামানুজভাষ্য—

মূঢ়াঃ — অবিবৈকিনঃ, মূঢ়গ্রাহেণ মুট্ড়ঃ ক্তেন অভিনিবেশেন আত্মনঃ শক্ত্যাদিকষ্ অপরীক্ষ্য আত্মপীড্য়া যৎ তপঃ ক্রিয়তে পরস্থ উৎসাদনার্থং চ যৎ তপঃ ক্রিয়তে, তৎ তামসম্ উদান্তব্ ॥১৯॥

বঙ্গান্থবাদ—

অমুঠেয় তপস্থা বিষয়ে নিজ সামর্থ্য প্রভৃতির বিষয়ে বিবেচনা না করিয়া ত্রাগ্রহ বশতঃ মৃঢ় বা অজ্ঞ পুরুষ নিজ দেহ ও ইন্দ্রিয় প্রভৃতিকে ক্লেশ দিয়া বিনাশাদি অনিষ্ট অথবা অপরের **শাধনের জন্ম যে তগন্থা অম্**ষ্ঠিত হয় তাহাকে তামসিক বলা হয় ॥১৯॥

দাতব্যমিতি যদ্দানং দীয়তেইকুপকারিণে। দেশে কালে চ পাত্রে চ তন্দানং সাত্ত্বিকং স্মৃতম্ ॥২০॥

সরলার্থ— ( वक्राञ्चाम जन्द्रेवा )

রামাত্মজভাষ্য -

ফলাভিসন্ধিরহিতং দাতব্যম্ ইতি

পাত্তে চ অমুপকারিণে (पर्भ कारम

यम् मानः मीग्रटा छम् मानः माञ्चिकः

শ্বতম্ ॥২০॥

বঙ্গাহুরাদ ---

কোনপ্রকার ফলের আশা না রাখিয়া কেবল কর্তব্যবোধে শাস্ত্রবিহিত উপযুক্ত দেশে (তীর্থাদি স্থলে) উপযুক্তকালে (গ্রহণাদিকালে) উপযুক্ত পাত্তে (ব্রাহ্মণ পণ্ডিত প্রভৃতিকে ) এবং প্রভ্যুপকারে সামর্থ্যরহিত ব্যক্তিকে যে দান করা হয় তাহাকে সাত্ত্বিক দান বলা হয় ॥২০॥

# যন্ত, প্রত্যুপকারার্থং ফলমুদ্দিশ্য বা পুনঃ। দীয়তে চ পরিক্লিষ্ঠং তজাজসম্মদান্ততম্ ॥২১॥

সরলার্থ— ( বঙ্গান্থবাদ দ্রপ্টব্য )

রামানুজভাষ্য--

প্রত্যুপকারকটাক্ষগর্ভং ফলম্ উদ্দিশ্য চ পরিক্লিইম্ অকল্যাণজব্যকং যদ্ দানং দীয়তে তদ্ রাজসম্ উদাহতম্ ॥২১॥

#### বঙ্গান্মবাদ—

কিন্ত প্রত্যুপকারের আশার অথবা স্বর্গাদি ফল লাভের আশার, দাতব্য দ্বেরর প্রতি আসক্তিবশতঃ ভূজথবা অশ্রদ্ধা জনিত দোষগৃষ্ট যে দান করা হয় তাহাকে রাজসিক বলা হয় ॥২১॥

অদেশকালে যদ্ধানমপাত্রেভ্যশ্চ দীয়তে। অসৎকৃত্রমবজ্ঞাতম্ তৎ তামসমুদাহ্রতম্ ॥২২॥

সরলার্থ— ( বঙ্গান্ত্বাদ দ্রম্ভব্য )
রামান্ত্রভাষ্য—

অদেশকালে অপাত্রেভ্যঃ চ যদ্ দানং
দীয়তে, অসংকৃতং পাদপ্রক্ষালনাদিগোরবরহিত্ম, অবজ্ঞাতং সাবজ্ঞম্,
অস্থপচারযুক্তং যদ্ দীয়তে তং
তামসং উদাহতম্ ॥২২॥

## বঙ্গানুবাদ-

শান্তবিধিবিষয়ে জ্ঞানশূণ্য পুরুষকর্তৃক
অপবিত্র দেশে, কিংবা (শান্তবিহিত দেশ,
কাল, পাত্র সত্তেও) অনাদর পূর্বক এবং
অবজ্ঞার সহিত যে দান করা যায়,
তাহাকে তামসিক দান বলে ॥২২॥

## রামানুজভায়

এবং বৈদিকানাং যজ্ঞতপোদানানাং
সন্ধাদিগুণভেদেন ভেদ উজ্ঞ:।
ইদানীং তম্ম এব বৈদিকম্ম যজ্ঞাদেঃ
প্রণবসংযোগেন তৎসচ্ছক্ব্যপদেশ্যভয়া চ লক্ষণম্ উচ্যতে—

#### বঙ্গাহ্বাবদ-

উক্ত প্রকারে বৈদিক যজ্ঞ, তপ এবং দানের সন্থাদি গুণভেদে ত্রিবিধ বৈশিষ্ট্য কথিত হইল। অতঃপর এখন সেই যজ্ঞাদি বৈদিক কর্মের প্রস্থারের সহিত (প্রণবের সহিত।) এবং "তৎ, সং" এই ছটি শব্দের সহিত ব্যবস্থাত হইবার যোগ্য বিবিধ বিষয়ের কথা বলিতেছেন—

## ওঁ তৎসদিতি নির্দ্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ। ব্রাহ্মণাস্থেন বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ বিহিতাঃ পুরা ॥২৩॥

সরলার্থ-

শিষ্টগণ অর্থাৎ শাস্ত্রবিদগণ বলিয়া থাকেন যে— ওঁ, তৎ, সৎ—এই তিনটি শব্দ "ব্রেন্দের সহিত (ব্রহ্মরূগ বেদ এবং বৈদিক কর্মের সহিত) সম্বন্ধবিশিষ্ট, কারণ ব্রাহ্মণগণ অর্থাৎ উপনয়নসম্পন্ন ত্রৈবর্ণিকগণ, বেদ এবং যজ্ঞাদি বৈদিক কর্মসকল, 'ওঁ, তৎ, সৎ' এই তিনটি শব্দের সহিত অন্বিত হইয়া স্পষ্টির প্রাক্কালে আমাকর্ত্তক স্বষ্ট হইয়াছিল ॥২৩॥

#### রামানুজভাষ্য—

'ওঁ তৎ সং' ইতি ত্রিবিধঃ আয়ং নির্দ্দেশঃ শব্দঃ ব্রহ্মণঃ শ্বৃতঃ, ব্রহ্মণঃ অন্বয়ী ভবতি।

ব্ৰহ্ম চ বেদঃ; বেদশব্দেন বৈদিকং কৰ্ম উচ্যতে; বৈদিকং যজ্ঞাদিকম্; যজ্ঞাদিকং কৰ্ম 'ওঁ তৎ সং' ইতি শব্দান্বিতং ভবতি।

'ওম্' ইতি শব্দশ্য অন্বয়ো বৈদিককর্মাঙ্গত্বেন প্রয়োগাদৌ প্রযুজ্যমানতয়া; 'তৎ সৎ' ইতি শব্দয়োঃ অন্বয়ঃ পুজ্যত্বায় বাচকতয়া।

তেন ত্রিবিধেন শব্দেন অন্বিতা বার্ন্মণা বেদায়য়িনঃ ত্রৈবর্ণিকাঃ বেদাঃ চ যজ্ঞাঃ চ পুরা বিহিতাঃ পুরা ময়া তাব নির্মিতা ইত্যর্থঃ ॥২৩॥

#### বঙ্গান্থবাদ---

্ওঁ তৎ সৎ—এই তিনটি শব্দ ব্রেমর
সহিত সম্বন্ধযুক্ত। বেদকেও ব্রন্ধ বলে,
বেদ শব্দে বৈদিক কর্ম বুঝাইতেছে।
বৈদিক কর্ম বলিতে যজ্ঞাদি কর্ম বুঝাইতেছে। এই বৈদিকাদি কর্ম "ওঁ তৎ সং"
—এই তিনটি শব্দের সহিত সম্বন্ধযুক্ত
হয়। বৈদিক কর্মের অঙ্গন্ধপে উক্ত
তিনটি শব্দের প্রয়োগের ব্যবস্থায় বিধি
হিসাবে প্রথমে (আদিতে) 'ওম্' শব্দটি
প্রযুক্ত হয় এবং বৈদিক কর্মের সহিত
'তৎ' এবং 'সং' এই ছুইটি শব্দের
ব্যবহার উক্ত কর্মসমূহের পৃক্ত্যুত্ব প্রতিপাদনের জন্ত।

এই তিনটি শব্দের সহিত সম্বন্ধযুক্ত ব্রাহ্মণগণ — বেদ-অধিকারী (উপনয়ন দংস্কার দম্পন্ন) বৈবর্ণিকদের বেদের এবং বৈদিক যজ্ঞাদিরও স্বষ্টি, প্রাকালে অর্থাৎ স্বষ্টির প্রারম্ভে আমাকর্তৃক রচিত হইয়াছে ॥২৩॥ রামাত্বজভাষ্য —

ত্তরাণাম্ 'ওঁ তৎ সং' ইতি
শব্দানাম্ অন্বয়প্রকারো বর্ণ্যতে !
প্রথমম্ 'ওম্' ইতি শব্দশ্য অন্বয়প্রকারম্ আহ —

বঙ্গান্থবাদ—

ওঁ, তৎ, সং এই তিনটি শব্দ কি ভাবে সংযুক্ত হয় তাহাই বলিতেছেন। প্রথমে 'ওঁ' এই শব্দের সংযোগ-প্রকার বলিতেছেন—

তন্মাদোমিত্যুদাহৃত্য যজ্ঞদানতপঃক্রিয়াঃ। প্রবর্ত্তত্তে বিধানোক্তাঃ সততং ব্রহ্মবাদিনাম্ ॥২৪॥

সরলার্থ—অতঃপর চারিটি শ্লোকে ও, তৎ, সং' এই তিনটি শব্দ কিভাবে বৈদিক যজ্ঞাদি কর্মের সহিত সংযুক্ত হয় তাহাই বলিতেছেন —

কেবল (ব্রাহ্মণ, বেদ এবং যজ্ঞাদি বৈদিক কর্ম, 'ওঁম্, তৎ, সং' এই তিনটি শব্দের সহিত সন্ধর্মকু হইয়া মৎকত্বি স্ষ্ট হইয়াছে বলিয়া) বেদজ্ঞ ত্রৈবণিকদের শাস্ত্রোক্ত যজ্ঞ, দান, তপ প্রভৃতি অষ্টানগুলি 'ওম্' এই শব্দ উচ্চারণপূর্বক আরম্ভ হইয়া থাকে ॥২৪॥

রামানুজভাষ্য—

তন্মাদ্ ব্রহ্মবাদিনাং বেদবাদিনাং বৈদবাদিনাং বিধানোজাঃ বেদবিধানোজাঃ আদৌ 'ওম্' ইতি উদাহৃত্য সততং সর্বদা প্রবর্তন্তে। বেদাঃ চ 'ওম্' ইতি উদাহৃত্য আরভ্যন্তে।

এবং বেদানাং বৈদিকানাং চ
যজ্ঞাদীনাং কর্মণাম্ 'ওঁ' ইতি
শব্দান্বয়ো বর্ণিতঃ। ওম্ ইতিশব্দান্বিতবেদধারণাৎ তদন্বিতযজ্ঞাদিকর্মকরণাৎ চ প্রাহ্মণশব্দনির্দিষ্টানাং
ত্রৈবর্ণিকানাম্ অপি 'ওম্' ইতি
শব্দান্বয়ো বর্ণিতঃ ॥২৪॥

বঙ্গান্থবাদ--

সেই জন্ম (অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, বেদ এবং যজ্ঞাদি বৈদিককৰ্ম, 'ওঁ তৎ সং' এই তিনটি শব্দের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইয়া মৎকত্বি স্প্ত হইয়াছে বলিয়া) বেদজ্ঞ ত্রৈবর্ণিক-দের (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য) যজ্ঞ, দান এবং তপঃ ক্লপ সমস্ত কর্মই বেদবিধান অমুযায়ী 'ওমৃ' এই শব্দটি উচ্চারণ করিয়া সর্বদা আরম্ভ হইয়া থাকে? বেদও 'ওম্'শক উচ্চারণপূর্বক আরম্ভ হইয়া থাকে। এইক্সপে বেদের সহিত এবং यछानि ममछ देविनक कर्सन महिज 'अम्' এই শব্দটি সংযুক্ত থাকে বলিয়া বণিত হইয়াছে। ব্ৰাহ্মণ শব্দে অভিহিত ত্ৰৈ-বর্ণিকগণ 'ওম্' এই শব্দের সহিত অবিত বেদকে ধারণ করেন বলিয়া এবং এই শব্দ-অন্বিত যজ্ঞাদি কর্মেরও করেন বলিয়া এই তৈবণিকদিগের সহিতও 'ওম্' শব্দের নিত্য সম্বন্ধ বর্ণিত হইয়াছে ॥২৪॥

রামাহুজভায্য-

অথ এতেষাং 'তং' ইতিশদান্বয়-প্রকারম্ আহ — বঙ্গাগুবাদ-

অনন্তর ( বৈদিককর্ম, বেদ এবং ব্রাহ্মণ ) ইহাদের সহিত 'তং' এই শব্দের অন্বয় প্রকার বলিতেছেন—

তদিত্যনভিসন্ধায় ফলং যজ্ঞতপঃক্রিয়াঃ॥ দানক্রিয়াশ্চ বিবিধাঃ ক্রিয়ন্তে মোক্ষকাডিক্ষভিঃ॥২৫॥

সরলার্থ-

মোক্ষাভিলাষী পুরুষগণ বিবিধ যজ্ঞ, তপ এবং দানরূপ ক্রিয়া, (ভগবৎ-আরাধনা—এই বুদ্ধিপূর্বক ) স্বর্গাদি ফলের আকাজ্জা না করিয়া অনুষ্ঠান করেন। এই সকল কর্ম 'তৎ' শদ্ধের দারা অভিহিত হইবার যোগ্য ॥২৫॥

রামান্থজভাষ্য—

ফলম্ অনভিসংধায় বেদাধ্যয়নযজ্ঞতপোদানক্রিয়াঃ মোক্ষকাজিকভিঃ
ক্রৈবর্ণিকৈঃ যাঃ ক্রিয়ন্তে, তাঃ ব্রহ্মপ্রাপ্তিসাধনতয়া ব্রহ্মবাচিনা তৎ
ইতিশক্নিক্সোঃ।

'দব: কঃ কিং যন্তৎপদমহন্তমন্' (বি: দহ: না: ১১) ইতি তচ্ছদো হি ব্ৰহ্মবাচী প্ৰসিদ্ধ:।

এবং বেদাধ্যয়নযজ্ঞাদীনাং মোক্ষসাধনভূতানাং তচ্ছদনির্দ্দেশ্যতয়া তৎ
ইতি শকান্তয় উক্তঃ। ত্রৈবর্ণিকানাম্ অপি তথাবিধবেদাধ্যয়নাজনুঠানাদ্ এব তচ্ছদান্তয় উপপন্নঃ॥২৫॥

বঙ্গান্থবাদ —

মোক্ষাভিলাষী ত্রৈবর্ণিকগণ কভ্ ক
ফলাভিসন্ধিরহিত বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞ, তপ
এবং দানরূপ যে ক্রিয়াসকল অমুষ্ঠিত
হয় সেগুলি ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায়রূপী বলিয়া
ব্রহ্মবাচিক 'তং' এই শন্দের সহিত সংযুক্ত
হইবার যোগ্য। 'তং' শক্টি ব্রহ্মবাচী
বলিয়া শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ। যথা—'সবঃ কঃ কিং
যৎ তৎ পদম্ অমুন্তমম্' এইস্থলে 'তং
অমুন্তমম্ পদম্' ( অর্থাৎ ভগবানের
অতি উন্তম নাম) এই 'তং' শক্টি
ভগবংবাচক বা ব্রহ্মবাচক।

এই প্রকারে মোক্ষপ্রাপ্তির উপায়রূপ বেদাধ্যয়ন এবং যজ্ঞাদি কর্মকে 'তং' এই শব্দের দারা নির্দেশ করা হয় বলিয়া উহাদের সঙ্গে 'তং' শব্দের সর্বদা অয়য় কথিত হইয়াছে। তৈবর্ণিকগণও উক্ত বেদাধ্যয়ন এবং যজ্ঞাদির অম্কান করেন বলিয়া তাহাদের সহিতও এই 'তং' শব্দের সময় সিদ্ধ হইল ॥১৫॥ রামান্ত্রজভায়— অথ এষাং 'সং' শকান্বয়প্রকারং বক্তুং লোকে সচ্ছকন্ম ব্যুৎপত্তি-প্রকারম্ আহ — বঙ্গান্তবাদ —

অতঃপর ছইটি শ্লোকে 'সং' শব্দের প্রয়োগবিধি বর্ণিত হইতেছে—

সম্ভাবে সাধুভাবে চ সদিত্যেতৎ প্রযুজ্যতে। প্রশস্তে কর্মণি তথা সচ্ছন্দঃ পার্থ যুজ্যতে ॥২৬॥

সরলার্থ— ( বঙ্গানুবাদ দ্রেষ্টব্য ) রামানুজভায়া—

সন্তাবে বিশ্বমানতায়াং সাধ্ভাবে
কল্যাণভাবে চ সর্ববস্তমু সদ্ ইতি
এতং পদং প্রযুজ্যতে লোকবেদয়ো:।
তথা কেনচিৎ পুরুষেণ অনুষ্ঠিতে
লোকিকে প্রশন্তে কল্যাণে কর্মণি
সংকর্ম ইদম্ ইতি সচ্ছদো যুজ্যতে
প্রযুজ্যতে ইত্যর্থঃ ॥২৬॥

বঙ্গাহাবাদ —

সং ভাব অর্থাৎ বস্তুর সন্তা বা বিছ্যানতা বুঝাইবার জন্ম এবং সাধু ভাব অর্থাৎ বস্তুর কল্যাণ ভাব বুঝাইবার জন্ম লোকিক এবং বৈদিক সমস্ত বস্তুবিষয়ে 'সং' এই শব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে এবং কোন পুরুষ কর্তৃক অন্মন্তিত লোকিক প্রশস্ত অর্থাৎ কল্যাণযুক্ত কর্মটি যে সৎকর্ম বা শুভকর্ম তাহা বুঝাইবার জন্ম 'সং' শব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে ॥২৬॥

যজে তপসি দানে চ স্থিতিঃ সদিতি চোচ্যতে। কর্ম্ম চৈব তদর্থীয়ং সদিত্যেবাভিধীয়তে ॥২৭॥

সরলার্থ — ( वङ्गाञ्चाम प्रष्टेवा )

রামাত্মভায্য—

ष्ठा देविकानाः देववर्गिकानाः

যজ্ঞে তপদি দানে চ স্থিতিঃ কল্যাণ-

তয়া সদ্ ইতি উচ্যতে। কর্ম চ তদর্থীয়ং

ত্ত্বৈবৰ্ণিকাৰ্থীয়ং যজ্জদানাদিকং সদ্ ইতি এব অভিধীয়তে। বঙ্গান্থবাদ—

(পূর্ব শ্লোকে 'সং' শব্দ প্রয়োগের কথিত ব্যুৎপত্তি সাধারণ হেত উক্ত ব্যুৎপত্তি व्हेंग्राष्ट् )। ( ফলাভিসন্ধিরহিত ত্রৈবণিক দিগের ভগবদারাধনারূপ ) যজ্ঞ, তপ এবং দান-क्रि (विषिक कर्म (य अक्रा বা তাহা কল্যাণকর বলিয়া 'সং' এই নামে অভিহিত করা হয়। এই ত্রৈবর্ণিকদের ফলাভিসন্ধিযুক্ত (বৈদিক বা শাস্ত্রীয়) যজ্ঞ দানাদি কর্মও 'দং' বলিয়া কথিত হয়। ভন্মাদ্ বেদা বৈদিকানি কর্মাণি ব্রাহ্মণশননির্দিষ্টাঃ ত্রৈবর্ণিকা চ 'ওঁ তৎ সং' ইতি শন্দায়রূপ-লক্ষণেন অবেদেভ্যঃ চ অবৈদি-কেভ্যঃ চ ব্যার্ত্তা বেদিভব্যাঃ ॥২৭॥ অতএব বুঝিতে হইবে যে বেদকে,
বৈদিককর্মকে এবং ব্রাহ্মণ শব্দে নির্দিষ্ট
বৈবর্ণিকগণকে ওঁ, তৎ, সং', এই তিনটি
শব্দের সহিত সংযুক্ত করিয়া তাহাদিগকে
বিধি বর্জিত অবৈদিক কর্ম এবং বেদে
অন্ধিকারী বৈবর্ণিকেতর পুরুষণণ হইতে
যথাক্রমে পৃথক করা হইয়াছে ॥২৭॥

অশ্রদ্ধা হতং দত্তং তপস্তগুং কৃতঞ্চ যহ। অসদিত্যুচ্যতে পার্থ ন চ তহু প্রেত্যু নো ইহ ॥২৮॥

সরলার্থ— (বঙ্গান্থবাদ দ্রষ্টব্য )

রামাত্মজভাষ্য —

অশ্রদ্ধা কৃতং শাস্ত্রীয়ন্ অপি

হোমাদিকম্ অসদ্ ইতি উচ্যতে।

কৃতঃ ? ন চ তং প্রেত্য নো ইহ, ন

মোক্ষায় ন সাংসারিকায় চ ফলায়

বঙ্গাহ্নবাদ—

হে অজুন অশ্রদ্ধার সহিত অমুষ্ঠিত যে কোন হোম, দান এবং তপ সে সমস্তই 'অসং' বলিয়া কথিত হয়। কারণ অশ্রদ্ধার সহিত অমুষ্ঠিত এই সকল কর্ম লৌকিক হিসাবে উপকারক হয় না, অর্থাৎ স্বর্গাদি কাম্যবস্তু প্রাপ্তি করায় না এবং মরণের পরেও ফলদায়ক হয় না, অর্থাৎ মোক্ষসাধক হয় না।

(অধ্যায় আরছে বলা হইরাছে যে, যে সকল কর্ম শাস্ত্রবিধি উল্লেজনপূর্বক অম্প্রিত হয়, সে অম্প্রান শ্রদ্ধাযুক্ত হইলেও তাহা আম্বরিক, অর্থাৎ ফলপ্রদ হয় না। এখন এই অধ্যায়ের শেষে বলিতেছেন যে, যাবৎ বৈদিক কর্ম শাস্ত্রবিধিপূর্বক অম্প্রতি হইলে যদি অশ্রদ্ধার সহিত অম্প্রতি হয় তাহা হইলেও ইহা অসৎ বা আম্বরিক বলিয়া অভিহিত হয় এবং সেজস্থ ফলদায়ক হয় না) ॥২৮॥

ইতি ॥২৮॥

ইতি শ্রেদ্ধাত্তয়বিভাগ্যোগ নামক সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

# অফাদশ অধ্যায়

ৰোক্ষসন্ত্ৰ্যাস যোগ

( মোক্ষের সাধনা বা উপায়রূপে নির্দিষ্ট ভ্যাগ ও সন্ন্যাসের স্বরূপ প্রভৃতির কথন )

রমাকুজভাষ্য-

অতীতেন অধ্যায়দ্বয়েন অভ্যুদয়-

নিঃশ্রেয়সঃসাধনভূতং বৈদিকম্ এব

যজভপোদানাদিকং কর্ম, ন অন্তৎ;

বৈদিকভাচ কর্মণঃ সামাভালক্ষণং

প্রণবাম্বয়ঃ, তত্ত্র মোক্ষভ্যুদয়-

সাধনয়োঃ ভেদঃ তৎসচ্ছকনির্দিশ্যা-

निर्णिखन, बाक्याधनः ह कर्म

ফলাভিসন্ধিরহিতং যজাদিকমৃ,

তদারন্তঃ চ সম্বোজেকাদ্ ভবতি,

সম্বর্দ্ধিঃ চ সাম্বিকাহারসেবয়া ইতি উক্তম

#### বঙ্গাহুবাদ ---

গত হুই অধ্যায়ে বলা হইয়াছে যে— অভ্যুদয় অর্থাৎ লৌকিক উন্নতি নিঃশ্রেয়স অর্থাৎ পরম কল্যাণ (মোক্ষ) এই তুইপ্রকার ফলপ্রাপ্তির উপায় কেবল বৈদিক যজ্ঞ, তপ এবং দান প্রভৃতি কর্ম, অবৈদিক कान कर्मरे উপाय नहर। এই मकल रिविषक कर्यंत्र मामाज लक्ष्म वा माधात्र व লক্ষণ এই যে ইহারা প্রণবের ( 'ওম্' শব্দের ) সহিত সর্ব্বদা অন্বিত বা সংযুক্ত शारक। উक्त घूरे श्रेकांत कलमाधक বৈদিক যজ্ঞাদি কর্মের প্রভেদ এই যে যদি উহাদের সহিত 'তৎ' এবং 'সং' শব্দের প্রয়োগ তাহা হইলে থাকে তাহারা মোক্ষের সাধনরূপে অভিহিত हत्र चात यिन अक्रथ अस्तांग ना शांक তাহা হইলে লৌকিক উন্নতির সাধনপ্রপে বর্ণিত হয়। ফলাভিসন্ধিরহিত যজ্ঞাদি বৈদিক কর্ম মোক্ষের সাধক। সভ্তপ্তণের বৃদ্ধি হইলে তখন এই সকল কর্মের অহষ্ঠান আরম্ভ হয়। এই সাত্তিকগুণের আবার সান্ত্বিক ভোজনের দারা

অনন্তরং মোক্ষসাধনতয়া নির্দিষ্টরোঃ ত্যাগদন্ধ্যাসয়োঃ ঐক্যং ভ্যাগস্থ সন্ন্যাসস্থ চ স্বরূপম্, ভগবতি সর্বেশ্বরে চ সর্বকর্মণাং কভূ হানুসন্ধানম্, সম্বরজন্তমসাং কার্যবর্গনেন সত্তগুণস্থাবধ্যোপাদেয়-ত্বম্, স্ববর্ণোচিতানাং কর্মণাং পরম-পুরুষারাধন্ভূতানাং পরমপুরুষ-প্রাপ্তিনিবর্ত্তনপ্রকারঃ, কুৎস্বস্থ গীতাশাল্বস্থ সারার্থো ভক্তিযোগ ইতি এতে প্রতিপাছত্তে।

তত্ত্ৰ তাবৎ ত্যাগসম্ব্যাসয়োঃ পৃথক্তৈত্বকত্বনিৰ্ণয়ায় স্বন্ধপনিৰ্ণয়ায় চ অৰ্জ্জুনঃ পৃচ্ছতি — অতঃপর এই অধ্যায়ে মোকপ্রাপ্তির 
সাধনরূপে নির্দিষ্ট ত্যাগ ও সন্ন্যাসের 
একত্ব, ত্যাগ এবং সন্ন্যাসের স্বরূপ, সকল 
প্রকার কর্মেতেই ভগবান সর্কেশ্বরের 
কর্ত্ত্ব অসুসন্ধান, সত্ত্ব রজঃ এবং তমোগুণের 
বিবিধ কর্মের কথা বলিয়া সত্ত্বওণ যে 
অবশ্য উপাদের সে বিষয়ে উপদেশ; 
রান্ধণাদি নিজ নিজ বর্ণ অস্পুত্রণ কর্ম 
পরমপ্রুষের আরাধনারূপে অস্প্রেটত 
হইয়াযে প্রকারে পরমপ্রুষ্বকে প্রাপ্ত 
করায় সেই প্রকার এবং সম্পূর্ণ গীতাশাস্ত্রের সার সিদ্ধান্ত ভক্তিযোগ — এই 
সমস্ত বিষয় প্রতিপাদন করিতেছেন।

তন্মধ্যে ত্যাগ এবং সন্ন্যাসের পৃথক ভাব একত্বভাব নির্ণয়ের জন্ম এবং এই উভয়ের স্বরূপ নির্ণয়ের জন্ম অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিতেছেন —

## অৰ্জুন উবাচ—

সন্ন্যাসশু মহাবাহো তত্ত্বমিচ্ছামি বেদিতুম্। ত্যাগশু চ শ্বমীকেশ পৃথক্ কেশিনিষ্দন ॥১॥

সরলার্থ-

অর্জুন বলিলেন—'হে মহাবাহ ছাষিকেশ, হে কেশীনিষ্দন! 'সন্ন্যাদ' এবং 'ত্যাগের' যথার্থ স্বরূপ আমি পৃথক পৃথক জানিবার ইচ্ছা করি ॥১॥

রামানুজভাষ্য-

ভ্যাগসন্ধ্যাসো হি মোক্ষসাধন-ভয়া বিহিতো —

'ন কর্মণান প্রজয়াধনেন ত্যাগেনৈকে ত্যাগের ছারা অমৃতত্বমানতঃ' (মহানা ৮। ১৪) করিয়াছে।'

বঙ্গাহ্যবাদ—

'কেহ কেহ কর্ম দারা, প্রাদি দারা এবং ধনসম্পদের দারা নহে, কিন্ত কেবল ত্যাগের দারা অমৃতত্ব (মোক্ষ) লাভ করিয়াছে।' 'বেদাস্তবিজ্ঞানের দারা 'বেদান্তবিজ্ঞানস্থনিশ্চিতার্থাঃ সন্ন্যাসযোগান্তবয়ঃ শুদ্ধসন্থাঃ। তে ব্রন্ধলোকেযু
পরান্তকালে পরায়তাঃ পরিমৃচ্যন্তি সর্বো।'
(মুঃ উঃ ৩।২।৬) ইত্যাদিষু। অস্থ্য
সন্মাসস্থ ত্যাগস্থ চ তত্ত্বং যাথাত্ম্যং
পৃথগ্ বেদিত্ম্ ইচ্ছামি। অয়ম্
অভিপ্রায়ঃ — কিম্ এতৌ সম্ন্যাসত্যাগশকো পৃথগথোঁ, উভ একাথোঁ
এব ? যদা পৃথগথোঁ, উদ্ একাথোঁ
এব ? যদা পৃথগথোঁ, উদ্ একাথোঁ
এব ? যদা পৃথগথোঁ, উদ্ একাথোঁ
পৃথক্ত্বেন স্থন্ধপং বেদিতুম্ ইচ্ছামি।
একত্বে অপি তম্ম স্থন্ধপং বক্তব্যম্
ইতি ॥১॥

যিনি পরমার্থ তত্ত্বে দৃঢ় হইয়াছেন, সন্যাসযোগের দ্বারা বাঁহার অন্তঃকরণ শুদ্ধ
হইয়াছে তাঁহারা সকলে মৃত্যুর পর
ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া পরম অমৃতরূপ
মুক্ত অবস্থা প্রাপ্ত হন' ইত্যাদি শ্রুতি
হইতে বিদিত হওয়া যায় যে ত্যাগ এবং
সন্যাস এই ফুইটিই মোক্ষ সাধনের নিমিন্ত
বিহিত হইয়াছে। এই ত্যাগ এবং
সন্যাসের তত্ত্ব অর্থাৎ যথার্থ স্করপ আমি
পৃথক পৃথক ভাবে জানিতে ইচ্ছা করি।

অভিপ্রায় এই যে — সন্ত্যাস এবং
ত্যাগ এই ছুইটি শব্দের অর্থ কি পৃথক না
এক ! যদি পৃথক হয় তাহা হইলে তাহাদের স্বরূপ পৃথক পৃথক জানিতে ইচ্ছা
করি। যদি উভয়ে একই তত্ত্ব হয় তাহা
হইলেও উহার তত্ত্ব আমাকে উপদেশ
দিন ॥১॥

### রামাহুজভাষ্য —

অথ অনয়োঃ একম্ এব স্বরূপম্, তৎ চ ঈদৃশম্ ইতি নিণে তুং বাদিবিপ্রতিপত্তিং দর্শয়ন্ শ্রীভগবান্ উবাচ —

#### বঙ্গান্থবাদ—

অজ্বনের এই প্রশ্নের নির্ণয় করিবার উদ্দেশ্যে ত্যাগ এবং সন্ন্যাস যে স্বরূপতঃ একই তাহা দেখাইবার জন্ম প্রথমে এই ত্থটি বিষয়ে বাদীগণের সিদ্ধান্তের উদ্দেশ করিভেছেন।

## শ্রীভগবান উবাচ —

কাম্যানাং কর্মণাং স্থাসং সন্ধ্যাসং কবয়ো বিছঃ। সর্ববর্মফলত্যাগং প্রাছস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ॥২॥

## স্রলার্থ-

সন্ন্যাদের তত্ত্বিদগণ স্বর্গাদি লৌকিক কাম্যকর্মের স্বরূপ ত্যাগকে সন্ন্যাস বলিয়া বিবেচনা করেন। পণ্ডিতগণ নিত্য নৈমিন্তিক সমস্ত কাম্যকর্মের ফলাভিস্বিষ্কি ত্যাগকে ত্যাগ বলিয়া বিবৈচনা করেন। অভিপ্রায় এই যে—সন্ন্যাস এবং ত্যাগ এই ছুইটি শব্দের অর্থ একই। বিভিন্নতা বা মতের পার্থক্য কেবল বিষয় লইয়া। কর্মের স্বন্ধপ ত্যাগটি —ত্যাগ বা সন্মাস অথবা কর্মের ফলত্যাগটি—ত্যাগ বা সন্মাস এই বিষয় লইয়াই মতভেদ—বাদ-প্রতিবাদ ॥২॥

রামানুজভায্য-

কেচন বিদ্বাংসঃ কাম্যানাং কর্মণাং

ত্যাসং স্থারূপত্যাগং সংস্থাসং বিদ্বঃ ;
কৈচিৎ চ বিচক্ষণাঃ নিত্যানাং
নৈমিত্তিকানাং কাম্যানাং চ সর্বেষাং
কর্মণাং ফলত্যাগ এব মোক্ষশাজ্যেষু
ভ্যাগশকার্থঃ ইতি প্রাহঃ।

তত্ত্র শান্ত্রীয়ঃ ত্যাগঃ কাম্যকর্মত্মরপবিষয়ঃ, সর্বকর্মফলবিষয়ঃ,
ইতি বিবাদং প্রদর্শয়ন্ একত্ত্র
সংখ্যাসশক্ষ্ ইতরত্ত্ব ত্যাগশব্দং
প্রযুক্তবান্; অতঃ ত্যাগসংখ্যাসশব্দয়োঃ এক।র্থত্বম্ অঙ্গীকৃত্ম্
ইতি জ্ঞায়তে।

তথা 'নিশ্চয়ং শৃণু মে তত্র ত্যাগে ভরতসন্তম।' (১৮।৪) ইতি ত্যাগ-শব্দেন এব নিণ য়বচনাৎ। 'নিয়তস্থ ত্ সংস্থাসঃ কর্মণো নোপপততে; মোহান্তম্য পরিত্যাগন্তামসঃ পরি-কীতিতঃ॥' (১৮।৭) 'অনিষ্টমিষ্টং মিশ্রং

বঙ্গান্থবাদ—

কোন কোন বিদ্বান পুরুষ কাম্যকর্মের স্থাসকে অর্থাৎ স্বন্ধপের ত্যাগকে সন্মাস বলিয়া বিবেচনা করেন এবং কোন কোন বিচক্ষণ পুরুষ নিত্যনৈমিন্তিক সমস্ত কাম্যকর্মের ফলত্যাগই মোক্ষশাস্ত্রোক্ত 'ত্যাগ' শব্দের অর্থ —এইপ্রকার বলিয়া থাকেন।

এস্থলে কাম্যকর্মের স্বরূপ ত্যাগ অথবা দমন্ত কর্মের ফলত্যাগ, এই ছুই প্রকার ত্যাগের মধ্যে কোনটি যথার্থ শাস্ত্রীয় ত্যাগ — এইরূপ বাদ-প্রতিবাদ দেখাইয়া, ভগবান এই শ্লোকে এক স্থানে 'সন্যাস' শব্দ ও অন্ত স্থানে 'ত্যাগ' শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। অতএব এইরূপ প্রয়োগ দারা ত্যাগ এবং সন্ন্যাস এই ছুইটি শব্দের অর্থ যে একই তাহা অঙ্গীকৃত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। 'হে ভরত-कूनत्यं वर्ष्यून! छेक 'जान' विवरा আমার নিশ্চিত মত শ্রবণ কর।' —এই-প্রকারে 'ত্যাগ' শব্দ ব্যবহারের দ্বারা উক্ত বাদ-প্রতিবাদের নির্ণয় করিয়াছেন। পুনরায় — 'বর্ণশ্রমোচিত নিত্যনৈমিত্তিক কর্মের 'সন্ন্যাস' যুক্তিযুক্ত নছে। অতএব মোহবশতঃ দোষজ্ঞানে সেই সকল কর্মের পরিত্যাগ 'তামস' বলিয়া কথিত হয়।" "कर्मत कल व्यनिष्ठे, देष्ठे वदः मिख — এই তিন প্রকার কর্মফল আছে। যাহারা 'অত্যাগী' (কর্মফল ত্যাগী তাহাদের মৃত্যুর न(र )

চ ত্রিবিধং কর্মণঃ ফলম্। ভবত্যত্যাগিনাং প্রেত্য ন তু সংস্থাসিনাং
কচিং॥' (১৮/১২) ইতি পরস্পরপর্যায়তাদর্শনাৎ চ ভয়োঃ একার্থস্থং
প্রতীয়তে, ইতি নিশ্চীয়তে ॥২॥

তিবিধ কর্মফল প্রাপ্তি হইয়া থাকে।
কিন্ত যাহারা 'সন্যাসী' (ত্যাগী)
তাহাদের কোন ফল প্রাপ্তি হয় না।
—এই প্রকারে ত্যাগ এবং সন্মাস এই
ছ্ইটি শব্দের প্রয়োগ একটি অপরের
পর্যায়রূপে দেখা যাইতেছে। অতএব
উক্ত তিনটি শ্লোকে ত্যাগ এবং সন্মাস
শব্দের প্রয়োগ হইতে উভয়ে যে একার্থবোধক তাহা নিশ্চয় করা যায়॥২॥

## ত্যাজ্যং দোষবদিত্যেকে কর্ম প্রান্তর্মনীযিণঃ। যজ্ঞদানতপঃকর্ম ন ত্যাজ্যমিতি চাপরে॥৩॥

मतलार्थ—( वक्राञ्चाम प्रष्ठेवा ).

রামানুজভায্য-

একে মনীষিণঃ কাপিলা বৈদিকাঃ
চ তন্মতানুসারিণো রাগাদিদোদ্বদ্
বন্ধকত্বাৎ সর্বং যজ্ঞাদিকং কর্ম
মুমুক্ষুণা ত্যাজ্যম্ ইতি আন্তঃ।
অপরে পণ্ডিতা যজ্ঞাদিকং কর্ম ন
ত্যাজ্যম্ ইতি প্রাহঃ॥৩॥

## বঙ্গান্থবাদ-

কোন কোন পণ্ডিতগণ অর্থাৎ
কপিলের সাঙ্খ্যতান্থসারী বৈদিক
পুরুষগণ বলিয়া থাকেন যে রাগদ্বোদি
দোবের স্থায় সংসারবন্ধক বলিয়া যজ্ঞাদি
সমস্ত কর্ম মুমুক্ম পুরুষদিগের পক্ষে
বর্জ্জনীয়। অপর পণ্ডিতগণ বলিয়া
থাকেন যজ্ঞাদি কর্ম ত্যাজ্য নহে॥৩॥

নিশ্চরং শৃণু মে তত্ত্র ত্যাগে ভরতসন্তম। ত্যাগো হি পুরুষব্যান্ত ত্রিবিধঃ সংপ্রকীর্ভিত: ॥৪॥

সরলার্থ-

পূর্বোক্ত ছইটি শ্লোকে "ত্যাগ্" এবং "সন্মাস" এই ছুইটী শব্দের তাৎপর্য্য বিষয়ে বিভিন্ন মতের কথা বলিয়া এই শ্লোকে এই বিষয়ে ভগবান নিজের সিদ্ধান্ত বলিতেছেন। যদিও এই শ্লোকে কেবল ত্যাগ শব্দের উল্লেখ আছে তথাপি প্রথম শ্লোকে অর্জ্জুনের প্রশ্নের উত্তর হিসাবে এ্ছলে "সন্মাস" শব্দও যে একার্থ বোধক তাহা প্রতিপন্ন হইতেছে।) হে ভরতকুলতিলক অর্জ্ন পূর্বোক্ত বাদ-প্রতিবাদযুক্ত "ত্যাগ" বিষয়ে আমার সিদ্ধান্ত প্রবণ কর। হে পুরুষ ব্যাঘ্র পূর্বে ত্যাগ তিন প্রকার ইহা আমাকত্বি কথিত হইয়াছে ॥৪॥

#### রামানুজভায্য-

তত্র এবং বাদিবিপ্রতিপক্ষে ত্যাগে ত্যাগবিষয়ং নিশ্যাং মে মন্তঃ শৃণু। ত্যাগঃ ক্রিয়মাণেষু এব বৈদিকেষু কর্মস্থ ফলবিষয়তয়া, কর্মবিষয়তয়া, কর্তৃত্ববিষয়তয়া চ পূর্বম্ এব হি ময়া ত্রিবিধঃ সংপ্রকীতিতঃ — 'ময়ি সর্বাণি কর্মাণি সংস্থাধ্যাম্মচেতসা। নিরাশীনির্মমো ভূতা যুধ্যস্থ বিগতজ্বরঃ॥' (৩৩০) ইতি।

কর্মজন্যং স্বর্গাদিকং ফলং মম ন
স্থাদ্ ইতি ফলত্যাগঃ। মদীয়ফলসাধনতয়া মদীয়ম্ ইদং কর্ম ইতি
কর্মণি মমতায়াঃ পরিত্যাগঃ কর্মবিষয়ঃ ত্যাগঃ; সর্বেশ্বরে কতৃত্বান্থসন্ধানেন আত্মনঃ কর্ত্তাত্যাগঃ
কর্তৃত্ববিষয়ঃ ত্যাগঃ॥৪॥

#### বঙ্গান্থবাদ—

এই প্রকার 'ত্যাগে'র প্রকৃত অর্থ এই ত্যাগের বিষয়ে বিভিন্ন মত আছে। বিষয় যাহা প্রকৃত দিদ্ধান্ত তাহা আমার क्रियगान देविषक নিকট শ্রবণ কর। ফলবিষয়ে, कर्मविषया ( आमात এইরপ মমতা ) এবং विवास ( वामि कर्डा এই क्रथ वह कात ) এই ত্রিবিধ বিষয়ের ত্যাগই 'ত্যাগ' শব্দের প্রকৃত তাৎপর্য্য। এই ত্ৰিবিধ ত্যাগের কথা আমি পূর্বেও তোমাকে বলিয়াছি। "আত্মবিষয়ে মনস্থির পূর্বাক সমস্ত কর্ম আমাতে সম্যকরপে করিয়া ( অহঙ্কার পরিত্যাগ করিয়া ), নিরাণী হইয়া (কর্মফলে আশা ত্যাগ করিয়া ) এবং কর্মে মমতারহিত হইয়া শোক পরিহার পূর্বক যুদ্ধ কর।

কৃতকর্মের জন্ম স্বর্গাদি ফলে আমার প্রয়োজন নাই, এইরূপ ফলত্যাগ, "আমার ফলপ্রাপ্তির উপায়রূপ এই কর্ম আমারই" কর্মে এইরূপ মমতা পরিত্যাগ এবং কর্মের অন্তর্গান সর্বেশ্বরের কর্তৃত্বে কৃত এই অন্তর্সানকরতঃ নিজের কন্তৃত্ব ত্যাগরূপ কর্তৃত্ব বিষয়ে ত্যাগ—এইরূপ, কর্মে কর্তৃত্ব ত্যাগরূপ ত্যাগ, মদীয়ত্ব অভিমান ত্যাগ এবং ফলত্যাগরূপ ত্রিবিধ ত্যাগ অনুসঙ্কেয় ॥৪॥

যজ্ঞদানতপঃকর্ম ন ত্যাজ্যং কার্য্যমেব তৎ। यएका नानः ज्योरेन्ह्य यावनानि मनीियगाम् ॥०॥

সরলার্থ—( বঙ্গান্থবাদ দ্রপ্টব্য )

রামানুজভাষ্য— যজ্ঞদানতপঃপ্রভৃতি বৈদিকং কর্ম मूमूकूना न कनाहिन् जिंशि जाजाम्; অপি তু আপ্রয়াণাদ্ অহরহঃ কার্যম্ এব ; কুতঃ ? যজ্ঞদানতপঃপ্রভৃতীনি वर्गाञ्चयत्रमञ्जीनि कर्माणि मनीविशाः यननभौनानाः भावनानि। गननग উপাসনম্। यूयूक्क्णाः यावज्जीवय् উষাসনং কুৰ্বতাম্ উপাসননিষ্পত্তি-বিরোধিপ্রাচীনকর্মবিনাশনানি

#### বঙ্গান্থবাদ-

(এখন মোক শাস্ত্রোক্ত 'ত্যাগ' যে কর্মের यक्षेत्र जार्ग नाह जाराहे विलाजहान, হেতৃ তাহার বলিতেছেন)।

যজ্ঞ, দান প্রভৃতি বৈদিক কর্ম মুমুকু কখনই ত্যাজ্য ব্যক্তিগণের পর্য্যন্ত প্রতিদিনই মৃত্যুকাল উপরন্ত ইহার হেডু কি তাহাই করণীয়। বলিতেছেন—

যজ্ঞ, দান তপ প্রভৃতি বর্ণাশ্রমোচিত মনীযীদিগকে ( यननभीन কর্মসকল ব্যক্তিদিগকে ) পবিত্র করে।

অভিপ্রায় এই যে—মনন শব্দের (কর্ত্তত্ব, মদীয়ত্ব ফলাভিসন্ধিরহিত উক্ত বৈদিক কর্মসকল ) উপাসনাকারী মুমুকুদিগের উপাদনার সিদ্ধির প্রতিবন্ধকরূপ প্রাচীন কর্ম সকল বিনষ্ট করে ॥৫॥

এতাশ্যপি তু কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্যা ফলানি চ। কৰ্ত্তব্যানীতি মে পাৰ্থ নিশ্চিতং মতমুত্তমম্ ॥৬॥

সরলার্থ—( বঙ্গান্থবাদ দ্রপ্টবা )

রামানুজভাষ্য-

ইত্যৰ্থঃ ॥৫॥

যন্মাৎ মনীষিণাং যজ্ঞদানতপঃ-প্রভূতীনি পাবনানি, তম্মাদ্ উপা-সনবদ্ এতানি অপি যজাদীনি কর্মাণ

## বঙ্গান্থবাদ —

যেহেতু যজ্ঞ, দান, তপ প্রভৃতি বৈদিক कर्ग मनी वि निर्णत भवित करत, रमरे रुष्ट्र মুমুকু ব্যক্তিগণের উপাসনার ভাষ এই मकल यङ्गापि कर्यछ आगात

মদারাধনরপাণি সঙ্গং কর্মণি মমতাং ফলানি চ ত্যক্ত্বা অহরহঃ আপ্রয়া-ণাদ্ উপাসননির্বত্তয়ে মুমুক্ষুণা কর্তব্যানি ইতি মম নিশ্চিতম্ উত্তমং মতম্ ॥৬॥ বুদ্ধিতে এবং কর্মে মমতা ও ফলাভিসন্ধি
পরিত্যাগপূর্বক আজীবন প্রতিদিন
উপাসনাসিদ্ধির জ্ঞ বৈশ্য কর্ত্তব্যইহাই আমার নির্দ্ধারিত উত্তম মত ॥৬॥

## নিয়তস্থ তু সন্ন্যাসঃ কর্মণো নোপপছতে। মোহাৎ তম্ম পরিত্যাগস্তামসঃ পরিকীর্তিতঃ॥৭॥

সরলার্থ-

বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের অঙ্গরূপ নিত্যনৈমিন্তিক কর্ম্মের স্বরূপ ত্যাগ (সন্ন্যাস)
কোনরূপেই যুক্তযুক্ত নহে এই। সকল কর্ম্ম দোষাবহ এই জ্ঞানরূপ মোহবশতঃ সেই
সকল কর্ম্মের স্বরূপ ত্যাগ বা সন্ন্যাস তামসিক বলিয়া কথিত হয় ॥৭॥

রামাত্বজভাষ্য —

নিয়তশু নিত্যনৈমিত্তিকশু মহাযজাদেঃ কর্মণঃ সন্মাসঃ ত্যামো ন
উপপদ্যতে। 'শরীর্যাত্রাপি চ তে ন
প্রাসিদ্ধ্যেদকর্মণঃ॥' (৩৮৮) ইতি শরীরযাত্রায়া এব অসিদ্ধেঃ॥ শরীর্যাত্রা।
হি যজ্ঞশিষ্টাশনেন নির্বত্রিমানা
সম্যুগ্ জানায় প্রভবতি। অলুথা
'ভূঞ্জতে তে তৃষং পাপাঃ' (৩)১৩)
ইতি অযজ্ঞশিষ্টাঘর্মপাশনাপ্যায়নং
মনসো বিপরীতজ্ঞানায় ভবতি।

'অনুময়ং হি সোম্য মনঃ' (ছাঃ উঃ ৬।৫।৪) ইতি অ**ন্নেন হি মন আপ্যা-**য়তে। 'আহারশুদ্ধো সত্তৃদ্ধিঃ সত্ত্ব-

#### বঙ্গাহুবাদ-

নিয়ত নিত্যনৈমিত্তিক মহাযজ্ঞাদি সন্যাস (স্বরূপ ত্যাগ ) কর্মের যুক্তিযুক্ত নহে। কারণ ( 'অকর্মহেতু কর্ম সন্যাদরপ) তাহাদের শরীর যাতা मकल रय ना।" এই উক্তি অহুসারে তাহাদের শরীর্যাতা সফল হয় না। যজ্ঞাবশিষ্ট অন ভোজনের জন্ম যথার্থ জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া শরীর্যাতা স্ফল করে। নতুবা "( তামস অন্ন ভোজন হেতু ) দেই পাপাত্মাগণ পাপই ভোজন করে" এই বাক্য অনুসারে ২জ্ঞরহিত ছারা ভোজন অন পাপরূপ মন বিপরীত জ্ঞানের উৎপাদক হয়। "হে সৌম্য, এই মন অন্নময়।" এই শ্রুতি বলিতেছেন যে অন্নের দারাই মনের পোষণ হইয়া থাকে। "আহার ওদির শুদ্ধী ধ্রব। শ্বৃতি:। শ্বৃতিল্পে সর্বথ্রনীনাং বিপ্রমাক্ষঃ' (ছাঃ উঃ ১।২৬।২)
ইতি ব্রহ্মসাক্ষাৎকাররূপং জ্ঞানম্
আহারশুদ্ধ্যায়ন্তমিতি শ্রায়ন্ত।
তম্মাৎ মহাযজ্ঞাদিনিত্যনৈমিত্তিকং
কর্ম আপ্রয়াণাৎ ব্রহ্মজ্ঞানায় এব
উপাদেয়ম্ ইতি তম্ম ত্যাগো ন
উপপ্রতে।

वदः छादंनां शामिनः কর্মণো বন্ধক স্বযোহাৎ পরিত্যাগঃ তামসঃ পরিকীর্তিতঃ। তমোমূলঃ ত্যাগঃ তমঃকার্যাজ্ঞানমূলত্ত্বন তামসঃ, ত্যাগস্থ ত্যোমূলত্বম্। ত্যো হি **जळानचा गृलग्** 'अगामतगार्श जगता ভবতোহজ্ঞানমেৰ 11' ( >8139 ) Б ইতি অত্র উক্তম্। অজ্ঞানং ত জ্ঞানবিরোধিবিপরীতজ্ঞানম্। তথা চ বক্ষ্যতে —'অধৰ্মং ধৰ্মমিতি যা মন্তত্ তমদারতা। দর্বার্থাদিপরীতাংশ্চ বৃদ্ধি: দা পার্থ তামদী। (১৮।৩২) ইতি। অতো নিত্যনৈমিত্তিকাদেঃ বিপরীভজানমূল ভ্যাগো এব ইত্যৰ্থঃ ॥৭॥

শুদ্ধি হইয়া দারা অন্তঃকরণ থাকে. অন্তঃকরণ শুদ্ধির দারা ধারণা শক্তির স্থিরতা আদে। এই ধারণা শক্তির বা শ্বৃতির স্থিরতা প্রাপ্ত হইলে সমস্ত বন্ধন विगूक रय।" अरे প্রকারে শ্ৰত বলিতেছেন যে ব্রহ্ম সাক্ষাৎকাররূপ জ্ঞান আহার শুদ্ধিরই অধীন। (উক্ত জ্ঞানের জন্ম আহারশুদ্ধি আবশ্যক)। অতএব মহাযজ্ঞাদি নিত্যনৈষিত্তিক কর্ম মরণকাল পর্যন্ত ব্রহ্মজ্ঞানলাভের জন্ম অবশ্য কর্ত্তব্য। অতএব তাহার ত্যাগ সিদ্ধ হইতে পারে না। জ্ঞানোৎপাদক এইরূপ কৰ্মকে সংসারবন্ধনের হেতু বিবেচনা করিয়া মোহবশতঃ পরিত্যাগ করিলে ত্যাগ তামদ বলিয়া পরিকীন্তিত হয়। তমোমূল অর্থাৎ তমোগুণের উৎপাদক ত্যাগকে তামস ত্যাগ বলা হইয়াছে। তমে গুণের কার্য যে অজ্ঞান, সেই অজ্ঞানের উৎপাদক বলিয়া এই ত্যাগকে তমো-মূলক বলা হইয়াছে। তমোগুণ অজ্ঞানের কারণ তাহা "ত্যোগুণ" হইতে श्रमाप, (मार धवः चछान छे९भन रहेशा থাকে —এই শ্লোকে কথিত হইয়াছে। এইরূপ পরেও কথিত হইবে—

হৈ পার্থ, যে বুদ্ধি তমাগুণ দারা আরত হইয়া অধর্মকে ধর্ম বলিয়া মনে করে এবং সকল বিষয়কেই বিপরীতভাবে এহণ করে তাহাকে তামসিক বুদ্ধি বলে।" অতএব তাৎপর্য এই যে, নিত্যনৈমিত্তিক আদি কর্মের ত্যাগ নিশ্চিত বিপরীত জ্ঞানের উৎপাদক ॥৭॥

# ত্বঃখমিত্যের যথ কর্ম কায়ক্লেশভয়াথ ত্যজেও। স কৃত্বা রাজসং ত্যাগং নৈব ত্যাগফলং লভেও॥৮॥

সরলার্থ-

শরীরের ক্লেশকর এই ভয়ে ছৃঃখকর এই বৃদ্ধিতে নিত্যনৈমিন্তিক বৈদিক কর্ম যে ত্যাগ করে, তাহার এই ত্যাগ রাজ্বদিক। অতএব দে এই রাজ্বদিক ত্যাগ করিয়া ত্যাগের ফল লাভ করে না। সান্ত্বিক ত্যাগের যে ফল আত্ম-সাক্ষাৎকার তাহা সে লাভ করিতে পারে না ॥৮॥

রামাত্মজভাষ্য-

যত্তপি পরম্পরয়া নোক্ষসাধন-ভূতং কর্ম তথাপি ছঃখাত্মকদ্রব্যা-জ নসাধ্যত্বাৎ বহুবায়াসরূপভয়া কায়ক্রেশকরত্বাৎ চ মনসঃ অবসাদ-করম্ ইতি তম্ভীত্যা যোগনিষ্পত্তয়ে জ্ঞানাভ্যাস এব যতনীয় ইতি যো মহাযজাতাশ্রমকর্ম পরিত্যজেৎ রাজদং রজোমূলং ত্যাগং কৃতা তদ্ অযথা অবস্থিতশাস্তার্থরপম্ ইতি জানোৎপত্তিরূপং ত্যাগফলং लएड । 'व्यर्शाद९ अकाना जि वृक्षिः मा পার্থ রাজসী॥' (১৮।৩১) ইতি হি न हि कर्म पृष्ठेषादत्र । বক্ষ্যতে। মনঃপ্রসাদহেতুঃ। অপি তু ভগবৎ-व्यमामबादत्व ॥৮॥

### বঙ্গাহ্বাবাদ—

যদিও কর্ম ক্রমশঃ (উত্তরোত্তর আন্মোন্নতিপূর্বক) মোক্ষ লাভের উপায়-স্বরূপ, তথাপি এই সকল কর্মে অবশ্য প্রয়োজনীয় জব্যের সংগ্রহ কায়ক্লেশকর ও ছঃখজনক বলিয়া এবং দেইজ্য চিত্তেরও অবসন্নতা (মালিগ্র) উৎপাদক বলিয়া ভয়ভীত হইয়া যে পুরুষ যোগ-সিদ্ধির জন্ম জ্ঞানাভ্যাদে যত্নবান হওয়া উচিত এইরূপ স্থির করিয়া, মহাযজ্ঞাদি বর্ণাশ্রম কর্ম পরিত্যাগ করে তাহার ত্যাগু রাজসিক বলিয়া এবং এই ত্যাগ শাস্ত্রবিহিত সাত্ত্বিক ত্যাগ নহে বলিয়া শান্ত্বিক ত্যাগের ফল যে জ্ঞানলাভ তাহা তাহারা প্রাপ্ত হয় না। গীতাতে পরেও এই कथा विलिदन "यে वृष्तित षाता कार्य এবং অকার্যকে যথার্থব্নপে জানিতে পারা যায় না, হে পার্থ, তাহাই রাজসিক বুদ্ধ।" শাস্ত্রীয় কর্ম দ্বারা যে চিত্তভদ্ধিরূপ ফল লাভ হয় তাহার কারণ প্রকৃতপক্ষে কর্ম নহে, কিন্তু ভগবৎ-কুপাই ॥৮॥

# কার্য্যমিত্যেব যৎ কর্ম নিয়তং ক্রিয়তে হর্জুন। সঙ্গং ত্যক্ত্ব। ফলঞ্চৈব স ত্যাগঃ সান্ধিকো মতঃ ॥৯॥

সরলার্থ-

হে অৰ্জুন, প্ৰাৱৰজনিত নিয়ত নিত্যনৈমিত্তিক বৰ্ণাশ্ৰমোচিত যজ্ঞাদি কৰ্ম্মে পরিত্যাগ পূর্বক ভগবৎ মমতা; কর্তৃত্ব অভিসন্ধি এবং স্বর্গাদি ফলাভিসন্ধি আরাধনা হিসাবে অবশ্যকর্তব্য এইরূপ বুদ্ধিপূর্বক যদি অস্ষ্ঠিত হয়, সেই ত্যাগ সাত্ত্বিকগুণের উৎপাদক এই শাস্ত্রের অভিমত ॥১॥

রামাহুজভায়

নিত্যনৈমিত্তিকমহাযজ্ঞাদি বর্ণা-শ্রমবিহিতং কর্ম মদারাধনরপত্যা কাৰ্যং স্বয়ংপ্ৰয়োজনন্ ইতি নত্বা সঙ্গং কর্মণি মমতাং ফলং চ ত্যক্ত্ব ষৎ ক্রিয়তে স ত্যাগঃ সান্থিকো মতঃ সত্ত্বমূলঃ। যথাবন্দিতশাস্ত্রার্থ-म क्षानमूल देखार्थः।

হি যথাবস্থিতবস্তজানম্ উৎপাদয়তি ইতি উক্তম্ — 'দত্বাৎ-সঞ্জায়তে জ্ঞানম্' (১৪।১৭) ইতি। বক্ষ্যতে চ — 'প্রবৃত্তিং চ নিবৃত্তিং চ কার্যাকার্যে ভয়াভয়ে! বন্ধং মোক্ষং চ या বেন্তি বুদ্ধিঃ मा পার্থ मাত্ত্বি ॥' (১৮০০) ইতি ॥৯॥

## বঙ্গাহুবাদ—

বৰ্ণাশ্ৰমোচিত শাস্ত্ৰীয় নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম এবং মহাযজ্ঞাদি সমস্ত কর্ম আমার আরাধনারূপে অবশ্য কর্ত্তব্য—এইপ্রকার বুদ্ধিপূৰ্ব্বক কৰ্মে মমতারূপ আসক্তি এবং স্বৰ্গাদি ফলাভিসন্ধি পরিত্যাগপূর্বক যদি অনুষ্ঠিত হয় তাহা হইলে দেই ত্যাগ সান্ত্বিক ত্যাগ—ইহাই শাস্ত্রীয় মত। এই ত্যাগ দান্ত্বিকণ্ডণের বিবর্দ্ধক অর্থাৎ সাত্ত্বিত্তণের বৃদ্ধি করিয়া যথাযথ শাস্তার্থ জ্ঞানের উৎপাদক।

সত্ত্তণ যে বস্তুর যথার্থ জ্ঞানের উৎ-পাদক সে বিষয় ইতিপূর্বে কথিত হই-য়াছে—"সত্ত্ত্তণ হইতে জ্ঞানের উদ্রেক হয়।" পরেও এই কথা বলা হইবে-"যে বুদ্ধির দারা প্রবৃত্তি এবং নিরৃত্তি, কার্য এবং অকার্য, ভয় এবং অভয়, वक्षन এবং মোক্ষ এই সমস্ত বিষয়ে জানা যায়, হে পার্থ, সেই বুদ্ধি সাত্ত্বিক বলিয়া কথিত হয় ॥১॥

## ন দেষ্ট্যকুশলং কশ্ম কুশলে নানুযজ্জতে। ত্যাগী সম্বসমাবিষ্টো মেধাবী ছিন্নসংশয়: ॥১০॥

সরলার্থ-

প্রবৃদ্ধ সত্বপ্তণবিশিষ্ট অতএব বস্তার যথার্থ তত্ত্বজ্ঞ, অতএব সংশয়রহিত ত্যাগী প্রুষ অনিষ্ট ফলযুক্ত কর্ম্মের প্রতি দেব করেন না এবং স্বর্গাদি ইষ্টফলযুক্ত কর্ম্মেও অমুরক্ত হন না ॥১০॥

রামান্তজভায্য—

এবং দত্বসমাবিষ্টো মেধাবী যথাবিচ্ছিত্তত্ত্বজ্ঞানঃ তত এব ছিন্নসংশয়ঃ
কর্মণি সঙ্গফলকর্তৃত্বত্যাগী ন দেষ্টি
অকুশলং কর্ম কুশলে চ কর্মণি ন
অমুবজ্জতে।

जकूमनः कर्म जनिष्ठेकनम्, कूमनः চ কর্ম ইপ্টরূপস্বর্গপুত্রপশ্বরাদিফলন্; সর্বাম্মন কর্মণি মমতারহিতত্বাৎ; ত্যক্তব্রহ্মব্যতিরিক্তসর্বফলত্বাৎ. ত্যক্তকর্ত্তবাৎ চ তয়োঃ मांगरमाः श्रीजिष्यत्यो न करताजि। অনিষ্টফলং পাপং কর্ম অত্র প্রামা-'নাবিরতো অভিপ্ৰেত্ৰ্য্, দিক্ষ ত্শ্চরিতালাশান্তো নাসমাহিত:। নাশান্ত-वाशि खेड्डारनरेननगार्थ, या ॥ মানসো (কঠঃ উঃ ১।২।২৪) ইতি প্লুক্ষরিতা-জ্ঞানোৎপত্তিবিরোধিত্ব-বিরতেঃ ख्यवंगं ।

বঙ্গান্তবাদ —

এইপ্রকারে সত্ত্পচুর লোক মেধাবী হন অর্থাৎ বস্তুর যথার্থ তত্ত্ব অবগত হন এবং সেইজন্ম সংশয়রহিত रुन। কর্মে কর্ত্বাভিযান ম্যতাভিয়ান এবং ফলাভিমান পরিত্যাগপূর্বক অহ্ণান করেন। এই ত্যাগী পুরুষগণ অকুশল (অনিষ্ট্রসাধক) কর্মে এবং কুশল (ইষ্টসাধক) করেন না কর্মে আসক্তও হন না। অনিষ্ট ফল উৎপন্ন করে তাহা অকুশল वदः (य कर्म यर्ग, भूव, ইষ্ট ফলপ্রস্থ তাহাই প্রভৃতি তাৎপর্য এই যে, উক্ত ত্যাগী কর্মে মমতারহিত সর্বপ্রকার পুরুষ হন বলিয়া, ত্রহ্মব্যতিরিক্ত সর্বপ্রকার ফলে অভিদন্ধিরহিত বলিয়া এবং কর্তৃত্ব विषया कियमान कूमनकर्म রহিত আসক্ত হন না এবং অকুশল কর্মে দ্বেষও করেন না। ত্যাগী অনিষ্ট ফলদায়ক পাপ কর্মের পকে অমুষ্ঠান ইচ্ছাকৃত নহে কিন্তু প্রামাদিক অর্থাৎ ভুল বা প্রমাদ হেতু হইয়া থাকে, কেননা, ছষ্ট আচরণ বা কর্ম হইতে বিরত না হইলে উহা জ্ঞানোৎ-প্রতিবন্ধক হইয়া থাকে। বলিতেছেন — "যে পুরুষ ছণ্ট আচরণ বিরত হয় না, যে অশান্তচিত্ত অতঃ কর্মণি কতৃ ছসঙ্গফলানাং

শান্ত্রীয়ঃ ত্যাগঃ, ন কর্ম-ভ্যাগঃ

স্বরূপত্যাগঃ ॥১০॥

এবং অসমাহিত চিত্ত সে পুরুষ বিশুদ্ধ জ্ঞান দারা এই আত্মবস্তকে করিতে পারে না।" অতএব কর্মের অষ্ঠানে কভূছি, মমতা এবং ফলের ত্যাগই শাস্ত্রীয় ত্যাগ, কিন্তু কর্মের স্বরূপ ত্যাগ শাস্ত্রীয় ত্যাগ নহে—ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে ॥১০॥

রামানুজভায়— তদ্ আহ —

্বঙ্গান্থবাদ— এই বিষয় বলিতেছেন—

নহি দেহভূতা শক্যং ত্যক্তুং কর্ম্মাণ্যশেষতঃ। যন্ত কর্মফল্ড্যাগী স ত্যাগীত্যভিধীয়তে ॥১:॥

সরলার্থ-

দেহধারী জীবের পক্ষে দেহধারণের জন্ম অনুপানাদির ভোজন, দ্রব্য ও অর্থ অর্জন প্রভৃতি কর্ম্ম পরিত্যাগ করা কখনই সম্ভব নয়। কিন্তু যে অন্নুষ্ঠেয় কর্ম্মে ফল কর্তৃত্ব এবং মমতা বা আসক্তি ত্যাগ করে পণ্ডিতগণ তাহাকেই যথার্থ ত্যাগী বলিয়া থাকেন ॥১১%

## রামাত্মজভাষ্য-

ন হি দেহভূতা প্রিয়মানশরীরেণ কৰ্মণি অশেষতঃ ত্যক্তঃ শক্যম্ দেহ-ধারণার্থানাম্ অশনপানাদীনাং তদনুবন্ধিনাং চ কর্মণাম্ অবজ'নীয়-ছাৎ; তদৰ্থং চ মহাযজ্ঞাত্মন্তানম্ অবজ নীয়ন্। यः তু তেষু মহা-यखानिकर्मञ्च कनजागी म धव 'जारग-নৈকে অমৃতত্বশানশুঃ' (মহানাঃ উঃ ৮।১৪) ইত্যাদিশাল্তেমু ত্যাগী ইতি অভিধী-यटा ।

## বঙ্গান্থবাদ—

দেহধারী জীব শরীর ধারণের জন্ম সম্পূর্ণরূপে সমস্ত কর্ম ত্যাগ করিতে কারণ তাহাদের পারে না। ধারণের জন্ম অন্নজল গ্রহণ এবং তৎ-সম্বন্ধীয় দ্রব্যসংগ্রহ প্রভৃতি কর্ম অবজ-নীয় এবং সেইজন্ত (স্বর্গাদি ফল, শরীরের অ্খ, প্ত, পশু, ধনাদি অজনের জন্ম) শাস্ত্রীয় মহায়জ্ঞাদির অম্ঠান অবর্জনীয়। **এই** हिंचू ये श्रूक्ष थे रे नकल गरायुक्त पि কৰ্ম ফলত্যাগী হইয়া অম্প্ৰান শাস্ত্রে তাহাকেই ত্যাগী বলিয়া অভিহিত করিয়াছে। শাস্ত্র বলিতেছেন— 'কেহ কেহ কেবল ত্যাগের দারাই অমৃত্ত লাভ করিয়া থাকে।'

ফলত্যাগী ইতি প্রদর্শনার্থ:,
ফলকর্তৃত্বকর্মসঙ্গানাং ত্যাগী ইতি;
'ত্রিবিধঃ সংপ্রকীর্তিতঃ' ইতি
প্রক্রমাৎ ॥১১॥

এই শ্লোকে ফলত্যানী শব্দটি কেবল
উপলক্ষণ মাত্র। প্রকৃতপক্ষে এই শব্দে
ফলত্যান, কর্তৃত্বত্যান এবং কর্মে আসজি
ত্যান—এই ত্রিনিধ ত্যান ব্ঝাইতেছে।
কারণ এই প্রকরণের আরম্ভে (এই
অধ্যায়ের চতুর্থ শ্লোকে) 'ত্যান ত্রিবিধ
বলিয়া কীতিত হয়' বলা হইয়াছে ॥১১॥

#### রামানুজভাষ্য —

নকু কর্মাণি অগ্নিহোত্রদর্শপূর্ণ-মাসজ্যোর্ভিষ্টোমাদীনি মহাযজা-দীনি চ স্বৰ্গাদিফলসম্বন্ধিতয়া শাল্ডেঃ निज्य देन गिखिकाना म विधीयदञ्ज। অপি 'প্রাজাপত্যং গৃহস্থানাম্' (বিঃ পুঃ ১ | ৬ | ৩৭ ) ইত্যাদিফলসম্বন্ধিতয়া এব হি চোদনা। অতঃ তৎফল-সাধনস্বভাবতয়া অবগতানাং কর্ম-ণাম্ অনুষ্ঠানে বীজাবাপাদীনাম্ ইব অনভিসংহিতফলস্থ অপি ইষ্টা-তাবজ নীয়ঃ; নিষ্টরূপফলসম্বন্ধঃ মোক্ষবিরোধিফলত্বেন মুমুক্ষুণা ন কর্ম অনুষ্ঠেয়ম্ ইতি, অত উত্তরম আহ—

#### বঙ্গানুবাদ-

এস্থলে শঙ্কা হইতে পারে যে—অগ্নি-হোত্র, দশপৌর্ণমাস, জ্যোতিষ্টোমাদি এবং পঞ্চ মহাযজ্ঞাদি কর্মগুলি স্বর্গাদি ফলপ্রাপ্তির জন্তই শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে। নিত্যনৈমিত্তিক কর্মগুলিও ফলযুক্ত বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। যথা—"গৃহস্থ-দিগের জন্ম প্রাজাপত্য যজ্ঞ কর্ত্বতা।" অতএব সংসারে বীজ বপনে যেমন ফলা-ভিসন্ধি না থাকিলেও স্বভাবত:ই ফল উৎপন্ন হয়, সেইরূপ ফলোৎপাদক এইরূপ কর্মের অহুষ্ঠান ফলাভিসন্ধিরহিত হইলেও তাহাদের ভোগপ্রদ এবং মোক্ষ বিরোধী ফলোৎপত্তি অবর্জনীয়। জীবের পক্ষে কর্মের স্বরূপ উন্তরে এইরূপ আশঙ্কার কৰ্ত্ব্য। বলিতেছেন -

অনিষ্টমিষ্টং মিশ্রঞ্চ ত্রিবিধং কর্মাণঃ ফলম্। ভবত্যত্যাগিনাং প্রেত্য ন তু সন্ন্যাসিনাং কচিৎ ॥১২॥

সরলার্থ—
কর্ম্বের অমুষ্ঠানের দারা নরকাদি অনিষ্ট, ম্বর্গাদি ইষ্ট এবং পুত্র, পশু প্রভৃতি
ইষ্টানিষ্ট এই তিন প্রকার ফল উৎপন্ন হয়। যাহারা ফল, কর্তৃত্ব এবং সঙ্গ ত্যাগ
না এইরূপ অত্যাগী পুরুষদিগের মৃত্যুর পর উক্ত তিন প্রকার ফল ভোগ
করিতে হয়। উক্ত তিবিধ ফল ত্যাগীদের কিন্তু মোক্ষ বিরোধী এইরূপ
ফল ভোগ করিতে হয় না ॥১২॥

রামানুজভায্য-

অনিষ্ঠং নরকাদিফলম্, ইষ্টং
স্বর্গাদি, নিশ্রম্ অনিষ্ঠসংভিন্ধং পুত্রপশ্বর্গাদি; এতৎ ত্রিবিধং কর্মণঃ ফলম্
অত্যাগিনাং কর্ত্ব্বম্যতাফলত্যাগরহিতানাং প্রেত্য ভবতি; প্রেত্য
কর্মানুষ্ঠানোত্তরকালম্ ইত্যর্থঃ।
ন তু \*সন্যাদিনাং কচিং ন তু কর্ত্বাদিপরিত্যাগিনাং কচিদ্ অপি
মোক্ষবিরোধি ফলং ভবতি।

এতদ্ উক্তং ভবতি—যন্তপি অগ্নি-হোত্তমহাযজ্ঞাদীনি নিত্যানি এব, তথাপি জীবনাধিকারকামাধি-কারয়োঃ ইব মোক্ষাধিকারে চ বিনিয়োগপৃথক্জেন পরিহারতে, মোক্ষবিনিয়োগঃ চ — 'তমেতং বেদাহবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিয়ত্তি যজ্ঞেন দানেন তপসানাশকেন' (রঃ উঃ ৪া৪।২২) ইত্যাদিভিঃ ইতি।

তদ্ এবং ক্রিয়মাণেযু এব কর্মস্থ কর্তৃত্বাদিপরিত্যাগঃ শান্ত্রসিদ্ধঃ সম্ম্যাসঃ; স এব চ ত্যাগ ইতি উক্ত: ॥১২॥

#### বঙ্গাহ্যবাদ-

'নরকাদি অনিষ্ট ফল, স্বর্গাদি
ইষ্ট ফল এবং পুত্র, পশু, অনাদি
ইষ্টানিষ্ট মিশ্রিত ফল—এই ত্রিবিধ কর্মফল, কভূ ভূ মমতা এবং ফলত্যাগ
যাহারা না করে সেই পুরুষগণ কর্মায়ঠানে পরবর্তীকালে প্রাপ্ত হইয়া থাকে,
কিন্তু কর্তৃত্ব প্রভৃতি পরিত্যাগী সন্যাসীদিগের কর্মায়্ঠানে উক্ত মোক্ষবিরোধী
ফল কখনই উৎপন্ন হয় না।

অভিপ্রায় এই যে, যদিও অগ্নিহোত্র
মহাযজ্ঞ প্রভৃতি কর্ম নিয়তিজনিত বলিয়া
নিত্য, তথাপি জীবনধারণ এবং ভোগসাধনের জন্ত যেরূপ তত্বপযুক্ত কর্ম অহাইত
হয় সেইরূপ নোক্ষ প্রাপ্তির জন্তও অহাইত
হইয়া থাকে, কিন্তু উভয়প্রকার কর্মের
অহাঠানের 'রীতি বিভিন্ন। "ব্রাহ্মণগণ
বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞা, দান এবং নিকাম
তপস্থার দারা এই পরমাত্মাকে জানিতে
ইচ্ছা করে" ইত্যাদি শ্রুতি কর্মকে মোক্ষ
সাধনরূপে উপদেশ দিতেছেন। এতদারা
সিদ্ধ হইতেছে যে, ক্রিয়মান কর্মে কর্তৃত্ব
প্রভৃতি পরিত্যাগই শাস্ত্রীয় সন্যাস এবং
এইরূপ 'সন্যাস'ই 'ত্যাগ' নামে অভিহিত হয় ॥১২॥

সয়্যাসিনাং—পূর্ব পূর্ব য়োকগুলির তাৎপর্য হইতে

শপ্তই প্রতীয়মান হয় যে এই 'সয়্যাস' শব্দে

কর্মের স্বরূপত্যাগ ব্রাইতেছে না, ফলত্যাগই

ব্রাইতেছে।

রামানুজভাষ্য-ইদানীং ভগবতি পুরুষোত্তমে অন্তর্যামিণি কতু হানুসন্ধানেন আত্মনি অকতৃ হানুসন্ধানপ্রকারম্ আহ। তত এব ফলকর্মণোঃ মমতাপরিত্যাগো ভবতি ইতি। পরমপুরুষো হি স্বকীয়েন জীবাত্মনা স্বকীরৈঃ **চ** क्रत्रं कर लव्ज शादिनः স্বলীলাপ্রয়োজনায় কর্মাণি আর-অতো জীবাত্মগতং ক্ষুন্নি-ভতে। वृज्यां मिकम् वाश्रि कलः जरमाधन-ভুতং চ কর্ম পরমপুরুষস্থ এব —

#### বঙ্গান্থবাদ ---

(ইতিপূর্বে মোহবশতঃ কর্মের স্বরূপ ত্যাগকে তামসিক বলিয়া কর্ত্তব্য কর্মে কর্তৃত্ব, মমতা এবং ফলত্যাগকেই শাস্ত্রোক্ত সন্যাস এবং তাহাই সাত্ত্বিক ত্যাগ, ইহা वला इहेशारह।) এখন অন্তর্য্যামী ভগবান পুরুষোত্তমের. সর্বকর্মে কভূত্ব-অমুসন্ধান এবং নিজের অকর্তৃত্ব অমুসন্ধান কি প্রকারে করা কর্ত্ব্য তাহাই বলিতে-এইরূপ অহুসন্ধানের দারা কর্মে ফলাভিসন্ধি এবং মমতা এই উভয়ের ত্যাগও দঙ্গে দঙ্গে হইয়া যায়। প্রেক্বত তত্ত্ব এই যে, সর্বেশ্বর নিজ লীলার জন্ম জীবাত্মা ও তাহার দেহেন্দ্রিয় প্রভৃতি रुषन करतन এবং জीवप्तर अरुयांगी-ক্লপে অবস্থান করিয়া জীবের নিজ নিজ ইচ্ছা অনুগুণ কর্মে অনুমতি দিয়া প্রবর্ত্তন পরমপুরুষই নিজ জীবাত্মা करतन।) এবং তদ্গত নিজ করণকলেবর ও প্রাণের দারা (ইন্দ্রিয়, দেহ এবং প্রাণ বা বিবিধ চেষ্টার দারা) নিজ লীলার জন্ম কর্ম করাইয়া থাকেন। জীবান্নার ক্ষ্ধা, পিপাসা প্রভৃতির নিবৃত্তি-রূপ যে ফল এবং ঐ নিবৃত্তির জন্ম ( দ্রব্যসংগ্রহ, ভোজন, পানাদি ) যে সকল কর্ম অনুষ্ঠিত হয়, সে সকল (প্রকৃত-পক্ষে ) গরমপুরুষেরই —

পক্ষৈতানি মহাবাহো কারণানি নিবোধ মে। সাংখ্যে কৃতান্তে প্রোক্তানি সিদ্ধয়ে সর্বকর্মণাম্ ॥১৩॥

সরলার্থ—

সান্তিকবুদ্ধির (সাংখ্যের) বিচারে অর্থাৎ বেদান্ত সিদ্ধান্তে সর্বকর্ণের সমান্তির জন্ত যে পাঁচটী কারণ নির্দারিত হইয়াছে, হে মহাবাহো অর্জুন, তাহা তুমি আমার নিকট শ্রবণ কর ॥১৩॥

রামান্তজভায়--

সংখ্যা বৃদ্ধিঃ, সাংখ্যে কতান্তে
যথাবস্থিততত্ত্ববিষয়য়। বৈদিক্যা
বৃদ্ধ্যা অনুসংহিতে নির্ণয়ে সূর্বকর্মণাং
সিদ্ধয়ে — উৎপত্তয়ে প্রোক্তানি পঞ্চ
এতানি কারণানি নিবোধ মে; মম
সকাশাৎ অনুসন্ধৎস্থ।

বৈদিকী হি বুদ্ধিঃ শরীরেন্দ্রিয়-প্রাণজীবাত্মোপকরণং পরমাত্মানম্ এব কর্ত্তারম্ জ্বধারয়তি। 'য আগনি তিঠলাগ্মনোহন্তরো যমাত্মা ন বেদ, যন্ত্যাগ্লা শরীরম্, য আগ্লানমন্তরো যময়তি, স ত আগ্লান্তর্যাম্যমৃতঃ' (শঃ পঃ ১৪। ৫।৩০) 'অন্তঃপ্রবিষ্টঃ শান্তা জনানাং সর্বাগ্লা' (তৈঃ আঃ উঃ ৩।১১।৩) ইত্যাদিষু॥১৩॥ বঙ্গান্থবাদ---

मारथा गारन वृक्षि। ( मारथा गारन বুদ্ধির দারা অবধারনীয়)। সিদ্ধান্তে অর্থাৎ যথার্থ তত্তবিষয়ে শান্তীয় বৃদ্ধির দারা বিচারপূর্বক অবধারিত সিদ্ধান্ত এই যে—সর্বকর্মের সিদ্ধির জন্ম পাঁচটি কারণ আছে। সে সকল ভূমি আগার নিকট অবগত হও। আত্মার মধ্যে অবস্থিত হইয়া অপেকা অন্তর্তম বস্তু, বাহাকে আত্মা জানেন না, আত্মা যাঁহার শরীর, যিনি আত্মার মধ্যে অবস্থিত থাকিয়া সেই আলাকে নিয়মন করেন, তিনিই তোমার অন্তর্যামী অমৃতরূপ আত্মা।" তিনিই "সমস্ত জীবের মধ্যে প্রবিষ্ট থাকিয়া করিয়া থাকেন।" শাসন তাহানের ইত্যাদি শ্রুতি সকল অহুসারে বৈদিক বৃদ্ধিমান বিচারপূর্বক এইরূপ সিদ্ধান্ত করেন যে—শরীর, ইন্দ্রিয়, প্রাণ এবং জীবাল্না, প্রমালার উপকর্ণ। এই সকল উপকরণবিশিষ্ট প্রমাত্মাই সম্স্ত কর্মের কর্ত্তা ॥১৩॥

রামাকুজভায়—
তদ্ ইদম্ আহ—

বঙ্গান্থবাদ —

উক্ত বিষয় বলিতেছেন—

অধিষ্ঠানং তথা কর্ত্তা করণং চ পৃথগ্বিধন্।
বিবিধাশ্চ পৃথক্ চেষ্ঠা দৈবিঞ্চবাত্ত পঞ্মন্ ॥১৬॥
শারীরবাদ্মনোভির্যৎ কর্ম প্রারভতে নরঃ।
ন্থায্যং বা বিপরীতং বা পঠিকতে তম্ম হেতবঃ॥১৫॥

সরলার্থ—

শাস্ত্রীয় হউক অথবা অশাস্ত্রীয় হউক, যে কর্ম্মই মহুয় আরম্ভ করে, দেই কর্মের নিম্নলিখিত পাঁচটী কারণ থাকে—অর্থাৎ শরীর, জীবাল্পা, বিভিন্ন করণ অর্থাৎ মন পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়, প্রাণ অপান আদি বিভিন্ন বায়ুর কার্যক্রপ বিভিন্ন চেষ্টা, এবং পঞ্চম কারণ পরমাত্মা কর্ম্মের অমুষ্ঠান বিষয়ে হেতু হইয়া থাকে ॥১৪,১৫॥ রামানুজভাষ্য —

ন্তাব্যে শাস্ত্রসিদ্ধে বিপরীতে প্রতি-যিদ্ধে বা সর্বন্মিন্ কর্মণি শারীরে বাচিকে মানসে চ পঞ্চ এতে হেতবঃ। অধিষ্ঠানং শরীরম্, অধিষ্ঠীয়তে জীবা-ইতি **মহাভূতসংঘাতরূপং** শরীরম্ অধিষ্ঠানম্। তথা জীবাত্মা; অস্ত জীবাত্মনঃ কর্ত্তত্বং চ — 'জ্ঞোহত এব' ( বঃ সং ২।৩।১৮) 'কর্ত্তা শাস্ত্রার্থবত্তাৎ' (ব্রঃ হুঃ ২।৩।৩৩ ) ইতি চ সূত্রোপপাদিতম্। করণং চ পৃথগিধম্ বাক্পাণিপাদাদি-नगनकः कदमिल्यसम्, পঞ্চকং পৃথিধিং কর্মনিষ্পত্তৌ পৃথগ্ ব্যাপার্য। বিবিধাঃ চ পৃথক্চেষ্টাঃ-চেষ্ঠাশব্দেন পঞ্চাত্মা বায়ুঃ অভি-ধীয়তে, তদ্বৃত্তিবাচিনা, শরীরেন্দ্রিয়-ধারকন্ম প্রাণাপানাদিভেদভিন্নস্ম वाद्याः शकाजात्वा विविधा ह दहे। विविधा दुखिः। देनवः ह এব অত পঞ্মম্, অত্র কর্মছেতুকলাপে দৈবং পঞ্চমম্ পরমাত্মা অন্তর্যামী কর্ম-নিষ্পত্তৌ প্রধানহেতুঃ ইতি অর্থঃ।

বঙ্গানুবাদ ---

পূর্বশোকোক্ত সাংখ্য সিদ্ধান্তের যে পাঁচটা কারণ তাহা এইপ্রকার-কায়, মন এবং বাক্যের দারা অমুষ্টেয়, শাস্ত্রবিহিত কিংবা তদ্ বিপরীত শাস্ত্রনিষিদ্ধ, যে কোনক্লপ কর্মেতেই নিম্নলিখিত পাঁচটী कातन थारक—"अधिष्ठान" अर्था९ मतीत ; যাহার মধ্যে জীবালা অধিষ্ঠিত সেই পাঞ্চতীতিক শরীরের নাম অধিষ্ঠান। এবং "কর্ত্তা" অর্থাৎ জীবালা, "অতএব (জীবাত্মা) জ্ঞানবান।" "জীবাত্মা কর্মের কর্তা-(বিধি-নিষেধ আত্মক ) শাস্ত্রের সার্থকতা রক্ষার জন্তু" এই সমস্ত স্থত হইতে আত্মার জ্ঞাতৃত্ব এবং কভূ জ সিদ্ধ হইতেছে। পৃথক করণ' অর্থাৎ মন এবং হস্তপদাদি পাঁচটী কর্মেন্ডিয়, যাহারা বিভিন্ন প্রকার কর্ম সাধনে বিভিন্নরূপে ব্যাপৃত থাকে। 'विविध পुथक (हर्षा'; এখানে हिष्टी भरक প্রাণ অপানাদি বিভিন্ন বায়ুর বৃত্তি বা কার্য্য বুঝাইতেছে, সেইজন্ম চেষ্টা শব্দ এখানে বায়ৃ বাচক, তাৎপর্য এই যে শরীর এবং ইন্দ্রিয়গণের ধারক প্রাণ অপানাদি বিভিন্ন পাঁচ প্রকার বায়ুর যে বিভিন্ন কার্য্য তাহার নাম বিবিধ চেষ্টা। **এবং পঞ্চম কারণ 'দৈব' অর্থাৎ কর্মের** বিভিন্ন কারণগুলির মধ্যে অন্তর্য্যামী কর্মনিপত্তির জগু প্রধান পর্মাত্মা কারণ। এই শেষোক্ত বিষয়টি পূর্বেই কথিত হইয়াছে — 'সর্বজীবের আমি অন্তর্য্যামীরূপে অবস্থিত হইতেই তাহাদের জ্ঞান এবং আমা এবং বিশারণ हरेया थात्क।' স্মরণ

উক্তং হি 'দর্বস্থ চাহং হুদি সন্নিবিষ্টো মন্তঃ শ্বতিজ্ঞানমপোহনং চ।' (১৫/১৫) ইতি। বক্ষ্যতি চ—ঈশ্বরঃ দর্বভূতা-নাং হুদ্দেশেহজুন তিষ্ঠতি। ভ্রাময়ন্ দর্বভূতানি যন্ত্রাক্ষ্যানি মায়য়া॥' (১৮/৬১) ইতি।

পরমাত্মায়ত্তং চ জীবাত্মনঃ
কর্তৃত্বম্ — 'পরাতু তচ্ছু তেঃ' (বঃ সং
২।৩।৪১) ইতি উপপাদিতম্ ।

নন্ম এবং পর্মাত্মায়ত্তে জীবাত্মান্তঃ কর্তৃত্বে জীবাত্মা কর্মণি তানিযোজ্যো ভবতি ইতি বিধিনিষেধশাস্ত্রাণি তানর্থকানি স্থ্যঃ।

ইদম্ অপি চোগুং সূত্রকারেণ এব পরিষ্কৃতম্। 'কৃতপ্রযন্ত্রাপেক্ষম্ভ বিহিতপ্রতিবিদ্ধাবৈষর্থ্যাদিভ্যঃ' (বঃ স্থঃ ২।৩।৪২ ) ইতি।

এতদ্ উক্তং ভবতি —পরমাত্মনা
দকৈ: তদাধারৈ: চ করণকলেবরাদিভিঃ তদাহিতশক্তিভিঃ স্বয়ং চ
জীবাত্মা তদাধারঃ তদাহিতশক্তিঃ
সন্ কর্মনিস্পত্তয়ে স্বেচ্ছয়া করণাভাধিষ্ঠানাকারং প্রযত্তং চ আরভতে;

এবিষয়ে পরেও বলা হইবে — 'হে অর্জুন, ঈশ্বর সমস্ত জীবগণের হৃদয়ে অবস্থিত আছেন এবং যন্ত্রারাচ় এই সমস্ত জীব-গণকে নিজ মায়ার দারা পরিচালিত করিয়া থাকেন।'

জীবাত্মার কর্তৃত্ব পর্মাত্মার অধীন— "(জীবাত্মার এই কর্তৃত্ব) কিন্তু পর্মাত্মা হইতে, যে হেতু সেইরপ শ্রুতি আছে।" এই ব্রহ্মস্ত্রটি তাহা প্রতিপাদন করিতেছে। এস্থলে শঙ্কা হইতে পারে যে—যদি জীবাত্মার কর্তৃত্ব এইপ্রকার পর্মাত্মার অধীন হয়, তাহা रुहेर्ल জীবালা যে কর্মের কর্ত্তা তাহা বলা সঙ্গত হয় না, এবং সেইজগু (এই কর্ম কর, এই কর্ম করিও না এই প্রকার) विधिनित्यथ त्वाथक भाज नितर्थक হয়। ব্রশ্বত্তকারক (বেদব্যাস) এই শঙ্কার সমাধান করিতেছেন। যথা—''শাস্ত্রীয় বিহিত এবং নিষিদ্ধ কর্মের সার্থকতা রক্ষার জন্ম জীবকৃত ইচ্ছা চেষ্টা প্রভৃতির অমুযায়ী পরমেশ্বর তাহাকে কর্ত্তব্য কর্মে প্রবৃত্তিত করেন।" এই সকল উক্তির তাৎপর্য্য এই যে—পরমাত্মাই জীবাত্মার স্বরূপের এবং কর্তৃত্বাদি শক্তির আধার **जी**रवत कत्रगकरलवत्रां पित्र अ ( (परश-ল্রিয়াদির) স্ষ্টিকর্তা এবং আধার। এইরূপ ঈশ্বরাধীন জীবাত্মা (পূর্ব পূর্ব কর্মামুগুণ বাসনা জনিত ) নিজ ইচ্ছায় विश्वताधीन কর্মনিপ্রতির জন্ম করণ কলেবররূপ অধিষ্ঠানের দ্বারা প্রথমে কার্য্যারছের জন্ম প্রয়ত্ম করে। তখন

তদন্তঃ অবন্ধিতঃ প্রমাত্মা স্থানুমতিদানেন তং প্রবর্তমতি ইতি
জীবস্থ অপি স্ববৃদ্ধ্যা এব প্রবৃত্তিহেজুত্বম্ অস্তি। যথা গুরুতরশিলামহীরুহাদিচলনাদিফলপ্রবৃত্তিয়্
বহুপুরুষসাধ্যাস্থ বহুনাং হেজুত্বং
বিধিনিষেধভাক্ত্যং চ ইতি ॥১৪,১৫॥

অন্তর্য্যামীরূপী পর্মাত্মা (জীবের আপন ইচ্ছার অম্প্রণ দেই কর্মনিপ্রতির জন্ম) নিজ অহুমতি দান করিয়া সেই কার্য্যে প্রবৃত্ত করেন। অতএব জীবের নিজ ইচ্ছার অহ্ণুণ্ট কর্ম আরম্ভ হয় বলিয়া এই আরদ্ধ কর্মে জীবও কারণ হইয়া থাকে। যেমন, বহু পুরুষ কর্ত্তক সম্পন্ন হইবার উপযুক্ত অত্যন্ত ভারবিশিষ্ট প্রস্তর অথবা পর্বত প্রভৃতিকে চালনা করিবার জন্ম বহুপুরুষ মিলিত হইয়া সেই চালনার कातन हरेया थाटक जवर मिर्रे कार्या সকলেরই প্রতি বিধিনিষেধও প্রযুক্ত হইয়া থাকে। সেইরূপ প্রমাত্মা অমুমতি দান করিয়া কর্ম সম্পাদনের একটি হেতু হইলেও, চৈতস্তবিশিষ্ট জীব নিজ ইচ্ছায় কর্মের আরভের হেতু হয় বলিয়া তাহার পক্ষে বিধিনিষেধাত্মক শাস্ত্র नितर्थक रुप्र ना ॥> 8, > ७॥

তত্ত্বৈবং সতি কর্ত্তারমাত্মানং কেবলম্ভ যঃ॥ পশ্যত্যক্বতবুদ্ধিত্বান্ন স পশ্যতি তুর্মাতিঃ॥১৬॥

সরলার্থ— (বঙ্গান্থবাদ দ্রষ্টব্য ) রামান্থজভায়—

এবং বস্তুতঃ পরমান্মানুমতিপূর্বকে জীবান্মনঃ কর্তৃত্বে সতি তত্র কর্মণি কেবলম্ আন্মানম্ এব কর্তারং যঃ পশ্যতি, স ছর্মতিঃ বিপরীতমতিঃ, অক্বতবৃদ্ধিত্বাৎ — অনিষ্পন্মমথাবন্থিত-বস্তুবৃদ্ধিত্বাৎ ন পশ্যতি ন যথাবন্থিতং কর্তারং পশ্যতি ॥১৬॥

বঙ্গানুবাদ-

কর্মাষ্ঠানে জীবের এই কর্তৃত্ব প্রকৃতপক্ষে পরমাত্মার অনুমতি সাপেক্ষ। অতএব কর্মে যে কেবল আত্মাকেই অর্থাৎ যে কেবল নিজেকেই কর্তা বলিয়া ভাবে, সে পুরুষের মতি বিপরীত। সে পুরুষ যথার্থ শাস্ত্রীয় বৃদ্ধিযুক্ত নহে বলিয়া এই কর্তাকে যথার্থক্সপে ভগবৎ-অনুমতির অধীন বলিয়া জানে না, অতএব তাহার এই থতন্ত্র কর্তাক্সপ ধারণা মতিভ্রমের জন্ত ॥১৬॥

# যশ্ত নাহংকৃতো ভাবো বৃদ্ধির্যন্ত ন লিপ্যতে। হত্বাপি স ইমাঁল্লোকান্ ন হন্তি ন নিবধ্যতে ॥১৭॥

সরলার্থ-

যে পুরুষের কর্ম আমিই স্বতম্ব্রভাবে এই কার্য করিতেছি এইরূপ যুক্তিযুক্ত নহে সেইজন্ত যাহার বুদ্ধি কর্মে মমতারহিত এবং ফলাভিসন্ধিরহিত, সে পুরুষ যুদ্ধে এই সকল লোককে বিনাশ করিলেও তাহাকে হত্যারূপ পাপ স্পর্শ করে না। অতএব তাহাকে এইরূপ হত্যাকর্মের ফলভোগ করিতে হয় না ॥১৭॥

রামাত্মভায্য —

পরমপুরুষকর্ত্থানুসন্ধানেন যশ্ত ভাব: কর্তৃত্ববিশেষবিষয়ে। মনোবৃত্তি-বিশেষা ন অহংকতো ল অহমভিনালরুতঃ 'অহং করোমি' ইতি জানং যশ্ত ল বিশুতে ইত্যর্থঃ। বৃদ্ধিঃ যশ্ত ন লিপ্যতে, অস্মিন্ কর্মণি মম কর্তৃত্বাভাবাদ্ এতং ফলং ন ময়া সংবধ্যতে, ল চ মদীয়ম্ ইদং কর্ম ইতি যশ্ত বৃদ্ধিঃ জায়তে ইত্যর্থঃ। স ইমান্ লোকান্ যুদ্ধে হুড়া অপি তান্ ন নিহন্তি ন কেবলং ভীল্পাদীন্ ইত্যর্থঃ। ততঃ তেন যুদ্ধাখ্যেন কর্মণা ন নিবধ্যতে, তং-ফলং ন অনুভবতি ইত্যর্থঃ॥১৭॥

বঙ্গান্থবাদ—

(জীবকে কর্মে অসুমতি দানের জন্ম এবং কর্মে প্রবৃত্ত করাইবার জন্ম ) পরমপুরুষের কর্তৃত্ব বিষয়ে দৃঢ় বিশ্বাসযুক্ত যাহার ভাবনা—'আমি করিতেছি' এইরূপ কর্তৃত্ব অভিমানযুক্ত হয় না এবং যে নিলিপ্ত হইয়া কর্ম করে অর্থাৎ "এই কর্মে আমার কর্ত্তৃত্বও নাই অতএব এই কর্মে ফলের সহিত আমার কোন সম্বন্ধ নাই এবং এ কর্মে আমার মমতাও নাই"—ক্রিয়মান कर्म याशांत এই প্রকার বৃদ্ধি থাকে সে কেবল ভীম্ম প্রভৃতি নহে, এই সমস্ত সমবেত পুরুষদিগকে যুদ্ধে হত্যা করিয়াও প্রকৃতপক্ষে তাহাদের হত্যা করে না। সেইজন্ম এই যুদ্ধরূপ কর্মদারা তাহার বন্ধন হয় না (দোষ স্পর্শ হয় না ) অর্থাৎ এই কর্মের জন্ম তাহাকে ফলভোগ করিতে হয় না ॥১৭॥

রামাত্রজভাষ্য—

भर्तम् देमम् जकर्ज्ञाणनू मसानः

সম্পঞ্চাবৃদ্ধ্যা এব ভবতি ইতি সম্বস্থ

উপাদেয়ভাজ্ঞাপনায় কর্মণি সন্থাদি-

বঙ্গান্থাবাদ---

পূর্ব শ্লোক অবধি 'সন্ত্যাস' শব্দ বাচ্য ত্রিবিধ ত্যাগের বিষয় বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হইয়াছে।) এখন বলিতেছেন এই ত্যাগের অকর্তৃত্ব অমুসন্ধান সত্ত্তণের বৃদ্ধি দারাই হইয়া থাকে। এই সত্ত্তণের উপাদেয়তা জ্ঞাপন করিবার জন্ম একই কর্মে সন্থাদি- खनकृष्टः देवसमारः व्यनक्षित्रग्रम्

কর্মচোদনাপ্রকারং তাবদ্ আহ—

গুণকৃত বৈষম্য উপদেশ করিবেন। এই উদ্দেশ্যে পরবর্তী ছুইটি শ্লোকে কর্ম সম্বন্ধীয় বিভিন্ন বিষয় ও তাহাদের প্রকার বর্ণনা করিতেছেন —

জ্ঞানং জেয়ং পরিজ্ঞাতা ত্রিবিধা কর্মচোদনা। করণং কর্ম কর্ত্তেতি ত্রিবিধঃ কর্মসংগ্রহঃ ॥১৮॥

সরলার্থ—( वक्राञ्चाम जन्नेवा)

রামান্থজভাষ্য—

জ্ঞানং কর্তব্যকর্মবিষয়ং জ্ঞানম্, ।
ক্রেয়ং চ কর্তব্যং কর্ম, পরিজ্ঞাতা তম্ম
বোদ্ধা ইতি ত্রিবিধা কর্মচোদনা;
বোধবোদ্ধব্যবোদ্ধ্যুক্তো জ্যোতিস্টোমাদিকর্মবিধিঃ ইত্যর্থঃ। তত্র
বোদ্ধব্যরূপং কর্ম ত্রিবিধং সংগৃহতে
করণং কর্ম কর্তা ইতি। করণং সাধনভূতং দ্রব্যাদিকম্, কর্ম যাগাদিকম্,
কর্তা অনুষ্ঠাতা ইতি ॥১৮॥

বঙ্গানুবাদ ---

জ্ঞান, অর্থাৎ বিধিনিষেধাপ্সক কর্ত্তব্যতা অকর্ত্তব্যতা বিষয়ে জ্ঞান; জ্ঞেয় অর্থাৎ উক্ত জ্ঞানের বিষয়, বিবিধ কর্ত্তব্য কর্ম; পরিজ্ঞাতা অর্থাৎ উক্ত কর্মের জ্ঞাতা জীব। তাৎপর্য এই যে জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞাদি বিবিধ কর্ম, জ্ঞান জ্ঞেয় এবং জ্ঞাতা,— এই তিন প্রকার বস্তুবিশিষ্ট।

তন্মধ্যে এই কর্ম বিষয়ে ধান্ত যব
কাঠ ইত্যাদি কর্মসাধনভূত বিভিন্ন জব্য,
যজ্ঞাদি বিভিন্ন কর্ম, এবং সেই কর্মের
অনুঠাতা—এই তিন প্রকার বস্তু ধারা
কর্ম সংগৃহীত হয় ॥১৮॥

জ্ঞানং কর্ম চ কর্জা চ ত্রিবৈধব গুণভেদতঃ। প্রোচ্যতে গুণসংখ্যানে যথাবচছ ূণ্ তান্ত্রপি॥১৯॥

সরলার্থ—( বঙ্গানুবাদ দ্রপ্তবা )

রামাত্মজভায্য—

कर्डवार्क्यविषयः छानम्, जनूषी-

য়মানং চ কৰ্ম ভস্তাকুষ্ঠাতা চ সন্ত্ৰাদি-

গুণভেদতঃ ত্রিধা এব প্রোচ্যতে।

বঙ্গান্থবাদ—

জ্ঞান অর্থাৎ কর্জব্যকর্ম বিষয়ে জ্ঞান (যেরূপ ভাবনাযুক্ত হইয়া যাগাদি এবং নিত্যনৈমিত্তিক কর্জব্য কর্ম অস্টিত হয়, সেই ভাবনা), কর্ম অর্থাৎ ক্রিয়মান কর্ম, কর্জা অর্থাৎ এই কর্মের অন্টোতা, ইহারা প্রত্যেকেই সাল্ভিক রাজসিক, তামসিক ভেদে তিন প্রকার এইরূপ ক্থিত হইয়া গুণসংখ্যানে গুণকার্যগণনে যথাবং শৃণু তানি অপি—তানি গুণতো ভিন্নানি জ্ঞানাদীনি যথাবং শৃণু ॥১৯॥ থাকে। সান্ত্বিকাদি বিভিন্ন গুণের কার্য অহসারে উক্ত জ্ঞান, কর্ম এবং কর্তার প্রত্যেকটি আবার ত্রিবিধ। তাহাদের এই ত্রৈবিধ্য যথায়থক্সপে আমার নিকট শ্রবণ কর ॥১৯॥

সবভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষতে। অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্জানং বিদ্ধি সান্ত্ৰিকম্ ২০॥

সরলার্থ—( বঙ্গাহ্নবাদ দ্রেষ্টব্য ) রামাহুজভায়্য —

বান্ধণক্ষতিয়ত্তকাচারিগৃহস্থাদি-বিভক্তেষু সর্বেষু ভূতেযু कर्माधिकातियु यन छाटनन কার্ম আত্মাখ্যং ভাবং ভত্ত অপি অবিভক্তং ব্রাহ্মণত্বাগুনেকাকারেষু অপি ভূতেমু সিভদীর্ঘাদিবিভাগবৎস্থ জ্ঞানৈকাকারং আত্মানং বিভাগ-রহিত্য ব্যয়ম্বভাবেষু অব্যয়ং खान्नगानिमतीदत्रयु ज्यात्रस् অবিকৃত্য ফলাদিসঙ্গানহং চ কর্মা-ধিকারবেলায়াম্ ঈক্তে, তৎ জ্ঞানং সান্তিকং বিদ্ধি ॥২০॥

বঙ্গান্থবাদ—

(অতঃপর তিনটী শ্লোকে সাত্ত্বিকাদি গুণভেদে জ্ঞানের অর্থাৎ কর্মে কর্ত্ব্যতা-বিষয়ক ভাবনার ত্রৈবিধ্য বর্ণনা করিতেছেন)—

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, ব্রহ্মচারী ইত্যাদিরূপে विভক্ত সমস্ত জীবের মধ্যে, যে জ্ঞানের দারা, সমস্ত আগ্রবস্তুই জ্ঞানাকার স্বরূপ এইভাবে অতএব স্বরূপতঃ এক, অভিবক্তরূপে অর্থাৎ ব্রাহ্মণত্ব প্রভৃতি আকারবিশিষ্ট বিভিন্ন মনুযোর অনেক नीन শ্বেত गरश्र এবং প্রভৃতি বিভিন্ন পশু পক্ষীআদি জীবের মধ্যে অবস্থিত জ্ঞানাকার আত্মবস্তকে অভিনন্ধপে, অব্যয়রূপে অর্থাৎ ব্রাহ্মণাদি নশ্ব দেহের মধ্যে আত্মাকে নাশ্বহিত-রূপে দেখিতে পায়, সেই জ্ঞানকে সাত্ত্বিক विषयां जानित्व।

অভিপ্রায় এই যে, বিভিন্ন কর্মের অনুষ্ঠানের সময়, তৎ তৎ কর্মের অনুষ্ঠাতা বিভিন্ন জীবদেহের মধ্যে অবিকারী ফলাদিসঙ্গরহিত শুদ্ধ আত্মস্বরূপের ভাবনা যে জ্ঞানের জন্ম হইয়া থাকে তাহাই সাভ্বিক জ্ঞান ॥২০॥

# পৃথক্ষেন তু যজ্জানং নানাভাবান্ পৃথগ্বিধান্। বেত্তি সর্বেষু ভূতেষু তজ্জানং বিদ্ধি রাজসম্ ॥২১॥

সরলার্থ—(বঙ্গান্থবাদ দ্রপ্টব্য)—

রামান্থজভাষ্য—

সর্বেষ্ ভূতেষ্ ব্রাহ্মণাদিষু ব্রাহ্মণা
ত্যাকারপৃথকুছেন আত্মাখ্যান্ অপি

পৃথক্তেৰ চ পৃথবিধান্ ফলাদি-

নানাজুতাৰ্ সিতদীৰ্ঘাদি-

সংযোগযোগ্যাৰ্ কর্মাধিকার-

বেলায়াং যদ্ জ্ঞানং বেন্তি তৎ জ্ঞানং

রাজসং বিদ্ধি ॥২১॥

#### বঙ্গাহুবাদ—

যে জ্ঞানের দারা, ব্রাহ্মণ ক্ষত্তিয় প্রভৃতি এবং খেত, দীর্ঘ প্রভৃতি বিভিন্ন আকারবিশিষ্ট নানা জীবদেহে অবস্থিত বলিয়া তৎ তৎ দেহগত আত্মস্বরূপকেও নানা ভাববিশিষ্ট অতএব নানাবিধ বলিয়া বিবেচিত হয়, সেই জ্ঞানকে রাজসিক বলিয়া জানিবে।

অভিপ্রায় এই যে, বিভিন্ন কর্মের অমুষ্ঠানের সময়, তৎ তৎ কর্মের অমুষ্ঠাতা বিভিন্ন জীবদেহের মধ্যে অবস্থিত যে আত্মবস্তু তাহা উক্ত কর্মফলের সহিত সংশ্লিষ্ট—এইরূপ বৃদ্ধি যে জ্ঞানের জ্বন্থ হয় তাহাই রাজসিক জ্ঞান ॥২১॥

# যৎ তু কৃৎস্নবদেকস্মিন্ কার্যে সক্তমহেতুকম্। অতত্ত্বার্থবদল্পঞ্চ তৎ তামসমুদান্ততম্ ॥২২॥

সরলার্থ—( রঙ্গান্থবাদ দ্রপ্টব্য ) রামান্থজভাষ্য—

যং তু জ্ঞানম্ একন্মিন্ কার্যে

একন্মিন্ কর্তব্যে কর্মণি প্রেতভূতগণাভারাধনরূপে অত্যল্পফলে কংমফলবং সক্তম্, অহেত্কং বস্ততঃ তু

অক্ত্রেফলবত্তয়া তথাবিধসল্লহেতুরহিতম্; অতত্বার্থবং পূর্ববদ্ এব

#### বঙ্গানুবাদ —

কিন্তু যে জ্ঞান, কোন একটি কর্ত্তব্য কর্মে অর্থাৎ ভূত, প্রেতাদির আরাধনারূপ অতি তুচ্ছ ফলদায়ী কোন একটি অস্থেষ্টয় কৰ্ম সমগ্র ফলপ্রদ বলিয়া তাহাতে আসক্ত হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেই কর্ম পূর্ণ অসমর্থ, অতএব বস্তুতঃ ফলদানে এইপ্রকার আসক্তির কারণরহিত, যে বিভিন্ন জ্ঞান রাজসিক জ্ঞানের স্থায় আত্মতত্ত্বকে নানাভাবে এবং পরস্পর জানিয়া থাকে, স্বতরাং পৃথকরূপে

আত্মনি পৃথক্ত্বাদিযুক্ততয়া মিথ্যাভূতার্থবিষয়য়, অত্যল্লফলং চ
প্রেভভূতাভারাধনরপবিষয়ত্বাদ্ অলং
চ, তদ্ জ্ঞানং তামসম্ উদাহতম্ ॥২২॥

যথার্থ তত্ত্ব প্রকাশ না করিয়া অযথার্থ বা
মিথ্যা তত্ত্বের প্রকাশক এবং যে জ্ঞান
অল্পাক্তিবিশিষ্ট অল্পফলদায়ী আরাধনায়
নিমুক্ত করে বলিয়া অতি তুচ্ছ—তাহাকে
তামসিক জ্ঞান বলা হয় ॥২২॥

#### রামান্তজভাষ্য---

এবং কর্তব্যকর্মবিষয়জ্ঞানস্থ অধিকারবেলায়াম্ অধিকার্যংশেন গুণতঃ ত্রৈবিধ্যম্ উক্ত্বা অনুর্চেয়স্থ কর্মণো গুণতঃ ত্রৈবিধ্যম্ আহ—

#### বঙ্গান্থবাদ —

কর্ত্তব্য কর্ম বিষয়ে কর্মকর্তার ত্রিবিধ জ্ঞানের কথা বর্ণনা করিয়া অতঃপর তিনটি শ্লোকে সান্ত্বিকাদি গুণভেদের জন্ম কর্ত্তব্য কর্মের ত্রৈবিধ্য বর্ণনা করিতেছেন।

নিয়তং সঙ্গরহিতমরাগদ্বেষতঃ কৃতম্। অফলপ্রেঞ্জুনা কর্ম যৎ তৎ সাদ্বিকমুচ্যতে ॥২৩॥

সরলার্থ—( বঙ্গান্থবাদ দ্রপ্টব্য )

রামাকুজভায়া—

নিয়তং স্ববর্ণাশ্রমোচিতং সঙ্গরহিতং কর্তৃত্বাদিসঙ্গরহিতম্, অরাগদেষতঃ কৃতং কীর্তিরাগাদ্ অকীর্তিদেষতে কৃতং কুত্ম্, অদন্তেন কৃত্ম্
ইত্যর্থঃ; অফলপ্রেপ্যুনা অফলাভিসন্ধিনা কার্যম্ ইতি এব কৃতং বং
ক্মতিৎ সাল্পিকম্ উচ্যতে ॥২৩॥

## বঙ্গান্থবাদ-

শাস্ত্রবিহিত বর্ণাশ্রমোচিত যে কর্ম,

যশস্কর বলিয়া অহুরাগ এবং অকীন্তিকর

বলিয়া দেষ এইরূপ ভাবনাদ্ম রহিত

হইয়া এবং কর্তৃত্ব-অহুসন্ধানরহিত হইয়া

ফলাভিসন্ধিরহিত পুরুষের দারা অহুষ্ঠিত

হয়, সেই কর্মকে সাত্ত্বিক বলা হয় ॥২৩॥

যৎ তু কামেপ্সূনা কর্ম সাহস্কারেণ বা পুনঃ। ক্রিয়তে বছলায়াসং তজাজসমুদাহতম্ ॥২৪॥ সরলার্থ—( বঙ্গান্থবাদ দ্রেষ্টব্য )

## রামাত্মজভাষ্য—

যৎ তু পুনঃ কামেঞ্জুনা ফলপ্রেঞ্জুনা সাহংকারেণ বা, বাশব্দঃ চার্থে, কর্তৃত্বা-जियानगुरक्त ह, तहनाशामः यद कर्म ক্রিয়তে, তদ রাজসম্—'বছলায়াসম্ ইদং কর্ম ময়া এব ক্রিয়তে' ইত্যেবং-রূপাভিমানযুক্তেন যৎ কর্ম ক্রিয়তে ভদ্ রাজসম্ ইত্যর্থ: ॥২৪॥

## বঙ্গান্থবাদ —

**এই শ্লোকে 'বা' শব্দটি 'এবং' অর্থে** ব্যবহৃত হইয়াছে।

পুনরায়, যে কর্ম ফলাকান্ডি পুরুষের দারা কর্তৃত্ব অভিমানযুক্ত হইয়া বহুচেষ্টা এবং ক্লেশের সহিত অমুষ্ঠিত হয়, সেই কর্ম রাজসিক বলিয়া কথিত হয়।

অভিপ্রায় এই যে "অত্যধিক ক্লেশ এবং যত্নসাধ্য এই কর্ম আমার দারাই সম্ভব" এই প্রকার অভিমান বা দভের সহিত যে কর্ম অহুষ্ঠিত হয়, তাহা রাজিসক ॥২৪॥

जिन्द्रविक्षः कार्यः विः नामनदविका ह भीतन्यम् । মোহাদারভ্যতে কর্ম যৎ তৎ তামসমূচ্যতে ॥২৫॥

সরলার্থ — ( বঙ্গান্থবাদ দ্রেষ্টব্য )

রামাকুজভায়্য—

ক্বতে কর্মনি অনুবন্ধ্যমানং তুঃখন্ অনুবন্ধঃ, ক্ষয়ঃ কর্মণি ক্রিয়-অর্থবিনাশঃ, হিংসা তত্ত্ৰ यादन প্রাণিপীড়া, পৌরুষম্ আত্মনঃ সমপেনসামর্থ্যম্, এতানি অনবেক্য অবিমুখ্য মোহাৎ পরমপুরুষকর্তৃত্বা-জ্ঞানাদ্ যৎ কম আরভ্যতে ক্রিয়তে তৎ তামসম্ উচ্যতে ॥২৫॥

## বঙ্গান্থবাদ—

কৃতকর্মে, অমুবন্ধ অর্থাৎ কর্মামুষ্ঠানের পরে সভাব্য ভাবী ছঃখের বন্ধন বা তোগ, অর্থব্যয়, পরপীড়া এবং কর্ম मम्लांनरन निष्क मागर्था विरवहना দর্বকর্মের কর্জা এইরূপ তত্ত্তানরহিত কর্ত্তা যে কর্মের অহ্নতান করেন, সেই कर्माक जामिक वना इय ॥२०॥

মুক্তসঙ্গোহনহংবাদী ধৃত্যুৎসাহসমন্বিতঃ। সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোর্নিবিকারঃ কর্ত্তা সান্থিক উচ্যতে ॥২৬॥

সরলার্থ-

कनामिक वार कर्ड्य अञ्चलकानेतिहरू, देश्य वार छेरमाहशूर्न, कर्मत मिक्रि वार অসিদ্ধিতে নির্বিকার চিত্ত কর্তাকে দান্ত্বিক বলা হয় ॥২৬॥

রামাত্বজভাষ্য-

মৃক্তনঙ্গঃ ফলসঙ্গরহিতঃ, অনহংবাদী কত্ত্বাভিমানরহিতঃ; ধৃত্যুৎসাহসমন্বিতঃ, আরব্ধে কর্মণি যাবৎকর্মসমাপ্ত্যবজ নীয়ত্বংখধারণং ধৃতিঃ,
উৎসাহঃ উত্যুক্তচেতস্থম, তাভ্যাং
সমন্বিতঃ; দিদ্যাদিদ্যোঃ নির্বিকারঃ
মৃদ্ধাণো কর্মণি তত্ত্বপকরণভূতদ্রব্যার্জনাদিষু চ সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যাঃ অবিকৃতচিত্তঃ কর্ডা সান্ত্বিক উচ্যতে ॥২৬॥

## বঙ্গান্থবাদ—

যে কর্জা, মুক্তনঙ্গ অর্থাৎ ফলাসন্ধিরহিত, অনহংবাদী অর্থাৎ কর্তৃত্ব অভিমান রহিত, খ্বতি উৎসাহ সমন্বিত অর্থাৎ আরক্ত কর্মে কর্মসমাপ্তি পর্যন্ত অবশুভাবী ছঃখনহনক্রপ ধৈর্য এবং উৎসাহ অর্থাৎ আয়ক্ত কর্মের নিষ্পত্তি পর্যন্ত চিন্তেরক্ষ্, জি—এই ছুইটি গুণযুক্ত, বিভিন্ন কর্ম্ম এবং কর্ম্মের সাধনভূত দ্রব্য সংগ্রহাদির সিদ্ধি এবং অসিদ্ধিতে নির্বিকার চিন্ত, সেই কর্ত্তাকে সান্তিক বলা হয়॥২৬॥

# রাগী কর্মফলপ্রেপ্সূলু কো হিংসাত্মকোইশুচিঃ। হর্মশোকান্বিতঃ কর্ত্তা রাজসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥২৭॥

সরলার্থ-

অমুরাগী, কর্মফলাসক্ত, লোভী, হিংসকপ্রকৃতি, অপবিত্র এবং ( কর্মসিদ্ধি অসিদ্ধিতে ) হর্মশোকযুক্ত কর্ত্তাকে রাজসিক বলা হয় ॥২৭॥

রামানুজভাষ্য —

রাগী যশোহর্থী, কর্ম ফলপ্রেন্স্টু:
কর্মফলার্থী, ল্বঃ কর্মাপেক্ষিতদ্রব্যব্যরম্বভাবরহিতঃ; হিংদাত্মকঃ পরান্
শীড়য়িত্বা তৈঃ কর্ম কুর্বাণঃ, অশুচিঃ
কর্মাপেক্ষিতশুদ্ধিরহিতঃ হর্মশোকাবিতঃ যুদ্ধাদো কর্মণি জয়াদিসিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ হর্মশোকাবিতঃ কর্ত্তা
রাজদঃ পরিকীতিতঃ ॥২৭॥

#### বঙ্গাহ্যবাদ —

যে পুরুষ রাগী অর্থাৎ যশের প্রতি
অম্বাগী, কর্মফলপ্রেম্পু অর্থাৎ কর্তকর্মের
জন্ম স্বর্গাদি ফলাভিলাষী, লুর অর্থাৎ কর্মসিদ্ধির জন্ম প্রয়োজনীয় দ্রব্যসংগ্রহার্থ
ব্যয়ে কৃপণ, হিংসকপ্রকৃতিযুক্ত অর্থাৎ
যজ্ঞাদিকর্মে সহক্মিদিগের পীড়াদায়ক,
অন্তচি অর্থাৎ বৈদিক কর্মে প্রয়োজনীয়
শুদ্ধিরহিত, হর্ষশোকায়িত অর্থাৎ স্বক্ষত
কর্মে নিদ্ধি বা অনিদ্ধিতে হর্ষ বা বিষাদযুক্ত
তাহাকে রাজনিক কর্ডা বলা হয় ॥২৭॥

or branks seems

# অযুক্তঃ প্রাকৃতঃ স্তব্ধঃ শঠো নৈষ্কৃতিকোইলসঃ। বিষাদী দীর্ঘসূত্রী চ কর্ত্তা তামস উচ্যতে ॥২৮॥

সরলার্থ —( বঙ্গানুবাদ দ্রপ্টব্য )

রামানুজভায্য-

অযুক্তঃ শান্তীয়কর্মাযোগ্যঃ বিকর্মস্থঃ, প্রাক্বতঃ অন্ধিগতবিছাঃ,
ভবঃ অনারম্ভশীলঃ, শঠঃ অভিচারাদিকর্মক্রচিঃ, নৈদ্ধতিকঃ বঞ্চনপরঃ, অলসঃ আরব্বেষু অপি কর্মস্থ
মন্দপ্রবৃত্তিঃ। বিবাদী অভিমাত্তাবসাদশীলাং, দীর্ঘস্তবী অভিচারাদিকর্ম কুর্বন্ পরেষু দীর্ঘকালবভ্যনর্থপর্যালোচনশীলাঃ, এবংভূতো যঃ
কর্তা স তামসঃ ॥২৮॥

#### বঙ্গান্ববাদ—

य शूक्रम ज्युक ज्याद भाष्तीय कर्म অযোগ্য, প্রাকৃত অর্থাৎ মূর্যভাজনিত বিচারহীন, ন্তৰ অৰ্থাৎ কৰ্মারন্তে উৎসাহহীন, \*শঠ অর্থাৎ খল প্রকৃতি-মারণ উচাটন প্রভৃতি অভিচার কর্মে আসক্ত, নৈম্বতিক অর্থাৎ **जनम** ज्यार जातककर्म छेरमाह्हीन, विवामी व्यर्था९ অত্যন্ত অবসাদ্যুক্ত, \*দীর্ঘস্থতী ( স্ত্র-চিন্তা ) অর্থাৎ অপরের প্রতি অভিচার আদি ত্বমর্মে দীর্ঘকাল-ব্যাপী চিন্তাশীল—তাহাকে কর্ত্তা বলা হয় ॥২৮॥

শঠ, দীর্বস্থতা — এই প্রকরণটা "কর্মকর্ত্তা"
 প্রকরণ বলিয়া এই ছুইটা শব্দের অর্থ তদসুরূপে
 নিদ্দিষ্ট হইয়াছে।

#### রামাত্মজভায়া —

এবং কর্ত্তব্যকর্মবিষয়জ্ঞানে
কর্ত্তব্যে চ কর্মণি, অনুষ্ঠাতরি চ
গুণতঃ ত্রৈবিধ্যম্ উক্তম্, ইদানীং
সর্বতত্ত্বসর্বপুরুষার্থনিশ্চয়রূপায়া
বুদ্ধেঃ ধ্বতেঃ চ গুণতঃ ত্রৈবিধ্যম্
আহ —

# বঙ্গানুবাদ—

ইতিপূর্বে কর্ত্তব্য কর্মবিষয়ে জ্ঞান, কর্ত্তব্য কর্ম এবং কর্মের অষ্টাতা বা কর্ত্তা প্রত্যেকটির সাত্মিকাদি গুণভেদে তিন প্রকার বর্ণিত হইয়াছে। এখন সমগ্র তত্ম এবং সমস্ত পুরুষার্থবিষয়ে নিশ্চয়রপা যে বৃদ্ধি এবং ধৃতি বা ধৈর্ম, এই ফুইটির আবার সাত্মিকাদি গুণভেদে তিন প্রকার ভেদের বিষয় বলিতেছেন—

# वूष्क्रार्डनः श्रुटिक्टन छन्डिविशः मृन्। প্রোচ্যমানমশেষেণ পৃথক্ত্বেন ধনঞ্জয় ॥২৯॥

সরলার্থ—

পরবর্ত্তী ছয়টি শ্লোকে বুদ্ধি এবং ধৃতির (বৈর্যের) প্রত্যেকটি সাত্ত্বিকাদি ভেদে যে তিন প্রকার তাহা বর্ণনা করিবার জন্ম এই শ্লোকটি তাহারই উপক্রমণিকাম্বরূপ।

(ह अर्जून, त्रिक्ष विदः देशर्यंत्र भाष्ठिकािन धन्ए एक िन थेकात हरें या थाति । সেগুলি পৃথক পৃথকভাবে বর্ণনা করিতেছি, তুমি সম্যক্রপে শ্রবণ কর ॥২৯॥

রামাহুজভাষ্য-

বুদ্ধিঃ বিবেকপূর্ব্বকং নিশ্চয়-রূপং জানন্, ধ্বতি: আরকায়াঃ ক্রিয়ায়াঃ বিদ্বোপনিপাতে অপি विधात्रनमामर्थीम्, তয়োঃ সম্বাদি-গুণতঃ ত্রিবিধং ভেদং পৃথকুছেন প্রোচ্য-गानः यथावर गृत् ॥२०॥

### বঙ্গান্থবাদ—

বিচারপূর্বক নিশ্চিতরূপে , অবধারিত य खान **जारात नाम वृक्षि।** पातकर्म বিল্প উৎপত্তি হইলেও অমুদ্বিগ্নতারূপ শক্তির নাম ধৃতি। এই ছুইটি সাত্ত্বিকাদি গুণভেদে তিন প্রকার হইয়া থাকে, পৃথক পৃথকভাবে সেগুলি হইতেছে, তুমি যথাযথরূপে শ্রবণ কর ॥২৯॥

প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ কার্যাকার্যে ভয়াভয়ে। বন্ধং মোক্ষঞ্ব যা বেত্তি বৃদ্ধিঃ সা পার্থ সান্ধিকী ॥৩০॥

সরলার্থ-

(অতঃপর তিনটি শ্লোকে সান্ত্বিকাদিভেদে ত্রিবিধ বুদ্ধির কথা বর্ণনা করিতেছেন ) যে বুদ্ধি প্রবৃত্তিমার্গ এবং নিবৃত্তিমার্গ, কর্ত্তব্য কর্ম এবং অকর্ত্তব্য কর্ম, প্রকৃত ভয় এবং অভয়, সংসার বন্ধন এবং সংসার নিবৃত্তিরূপে মোক্ষ-এই সব বিষয় যথাযথ-ক্লপে জানিয়া থাকে, হে পার্থ, সে বুদ্ধি সান্ত্বিক ॥৩০॥

রামাহুজভাষ্য—

প্রবৃত্তিঃ তৌ উভে যথাবিছতে যা বৃদ্ধি: এই ছটি যথার্থক্সপে যে বৃদ্ধি জানিয়া

অভ্যুদরসাধনভূতে প্রবৃত্তি, অর্থাৎ স্বর্গাদি ফলসাধক কর্ম ধর্মঃ, নিবৃত্তিঃ মোক্ষসাধনভূতো ধর্মঃ, এবং নিবৃত্তি অর্থাৎ মোক্ষসাধক ধর্ম— বেন্তি; কার্যাকার্যে সর্ববর্ণানাং প্রবৃত্তিনিবৃত্তিধর্ময়েঃ অক্যতরনিষ্ঠানাং দেশকালাবস্থাবিশেষেযু 'ইদং কার্যম্
ইদম্ অকার্যম্' ইতি চ যা বেত্তি;
ভয়াভয়ে শাস্তাৎ নিবৃত্তিঃ ভয়স্থানং
তদকুবৃত্তিঃ অভয়স্থানং বন্ধং মোকং চ
সংসার্যাথাত্ম্যং ভদ্বিগম্যাথাত্ম্যং চ
যা বেত্তি, সা সাভ্কি বৃদ্ধিঃ ॥৩০॥

থাকে, উক্ত প্রবৃত্তিধর্যনিষ্ঠ এবং নিবৃত্তিধর্যনিষ্ঠ উভয় প্রকার কর্ম ব্রাহ্মণাদি সর্বপ্রকার অধিকারী পুরুষ দেশ কাল প্রভৃতি
বিবেচনা করিয়া "এই কর্ম কর্জব্য এবং
এই কর্ম অকর্জব্য" যে বৃদ্ধির দারা স্থির
করিয়া থাকে, এবং যে বৃদ্ধি শাস্ত্র উল্লেখনভয়ের কারণ এবং শাস্ত্রীয় বিধিনিধেধ
পালন অভয়ের কারণ, এবং যে বৃদ্ধি
সংসারক্রপ বন্ধন এবং সংসার-নিবৃত্তিক্রপ
মোক্ষ —এইসব (যথার্থক্রপে) জানিয়া
থাকে সেই বৃদ্ধি সাত্ত্বিক বৃদ্ধি ॥৩০॥

# যয়া ধর্মমধর্মঞ্চ কার্য্যঞ্চাকার্যমেব চ। অযথাবৎ প্রজানাতি বৃদ্ধিঃ সা পার্থ রাজসী ॥৩১॥

সরলার্থ-

হে অজ্ন, যে বুদ্ধির দারা পূর্ব শ্লোকোক্ত প্রবৃত্তিধর্ম ও নির্ভিধর্ম এবং নিক্ষল অবৈদিক কর্মন্ধপ অধর্ম, দেশ কাল অবস্থাতেদে কর্ত্তব্য কর্ম এবং অকর্তব্য কর্মকেও যথার্থন্দপে জানিতে পারে না — দেই বুদ্ধি রাজ্যিক।

অভিপ্রায় এই যে, নিদ্ধান কর্মন্ধপ নির্তিধর্ম মোক্ষসাধক বলিয়া অবশ্য কর্ত্ব্য, 
সকান কর্মন্ধপ প্রবৃত্তিধর্ম স্বর্গাদি ফলসাধক হইলেও সংসার বন্ধনের কারণ বলিয়া এবং 
অবৈদিক নিক্ষল কর্ম নরকের হেতৃভূত বলিয়া অকর্ত্ব্য —এইরূপ ধারণা না করিয়া 
যে বৃদ্ধি ভাবিয়া থাকে যে নির্তিমার্গের কর্ম নিক্ষল অতএব ইহা কর্ত্ব্য নহে এবং 
প্রবৃত্তিমার্গের (স্বর্গাদি ফলসাধক) কর্ম এবং অবৈদিক কর্ম ফলসাধক অতএব কর্ত্ব্য—
এইরূপ স্থির করিয়া থাকে, সেই বৃদ্ধি রাজসিক ॥৩১॥

রামাত্মজভাষ্য—

যয়া পূবোক্তং দ্বিবিধং ধর্মং তদ্ধিপরীতং চ তরিষ্ঠানাং দেশকালাবস্থাদিষু কার্মং চ অকার্মং চ যথাবৎ
ন জানাতি সা রাজসী বৃদ্ধিঃ ১৩১॥

বঙ্গানুবাদ-

হে অর্জুন, যে বৃদ্ধির দারা পূর্ব লোকোক্ত প্রবৃত্তিধর্ম প্রবং নির্ভিধর্ম এবং নিক্ষল অবৈদিক কর্মরূপ অধর্ম, দেশ কাল অবস্থা ভেদে কর্ত্তব্য কর্ম এবং অকর্ত্তব্য কর্মকেও যথার্থরূপে জানিতে পারে না—সেই বৃদ্ধি রাজদিক ॥৩১॥ অধর্মং ধর্মমিতি যা মন্ততে তমসার্তা। সর্বার্থান্ বিপরীতাংশ্চ বুদ্ধিঃ সা পার্থ তামসী ॥৩২॥

সরলার্থ—( বঙ্গান্থবাদ দ্রেষ্টব্য ) রামানুজভায়—

তামদী তু বুদ্ধিং তমদা আবৃতা সতী
দর্বার্থান্ বিপরীতান্ মন্ততে; অধর্মং
ধর্মং ধর্মং চ অধর্মম্, সন্তং চ অর্থম্
অসন্তম্, অসন্তং চ অর্থং সন্তম্,
পরং চ তত্ত্বম্ অপরম্, অপরং চ
তত্ত্বং পরম্, এবং সর্বং বিপরীতং
মন্ততে ইত্যর্থঃ ॥৩২॥

### বঙ্গান্থবাদ ---

কিন্ত যে বুদ্ধি, তমোগুণের দারা আরত
হইয়া দর্ববিষয়কেই বিপরীতর্মপে ধারণা
করিয়া থাকে, দেই বুদ্ধি তামসিক।
, তাৎপর্য এই যে, যে বুদ্ধি অধর্মকে
ধর্ম বলিয়া, সং বিষয়কে অসং বলিয়া,
অসং বিষয়কে সং বলিয়া পরবস্তকে
তুচ্ছ বস্তু বলিয়া এবং নিক্নপ্ত বস্তুকে
উৎক্নপ্ত বস্তু বলিয়া — এইপ্রকার দর্ববস্তুকে বিপরীতর্মপে ধারণা করে—

(महे वृद्धितक তामिक वृद्धि वर्ण ॥७२॥

ধৃত্যা যয়া ধারয়তে মনঃপ্রাণেন্দ্রিয়ক্তিয়া:। যোগেনাব্যভিচারিণ্যা ধৃতিঃ সা পার্থ সান্থিকী॥৩৩॥

সরলার্থ-

অতঃপর তিনটি শ্লোকে সান্থিকাদি গুণভেদে তিন প্রকার শ্বতির কথা বলিতেছেন—

হে অজুন, মোক্ষসাধনভূত ভগবৎ-উপাসনারূপ যোগের উদ্দেশ্যে প্রবৃত্ত, মন প্রাণ ও ইন্দ্রিয়সমূহের সমস্ত ক্রিয়া যে অব্যভিচারিণী বা অচল ধৃতির দারা নিয়মিত হইয়া থাকে, সেই ধৃতি সাত্ত্বিক ॥৩৩॥

রামানুজভাষ্য —

যয়া য়ত্যা যোগেন অব্যতিচারিণ্যা
মন:প্রাণেন্দ্রিয়াণাং ক্রিয়াঃ পুরুষো
ধারয়তে; যোগো মোক্ষসাধনভূতং
ভগবত্বপাসনম্; যোগেন প্রয়োজনভূতেন অব্যভিচারিণ্যা যোগো-

# বঙ্গানুবাদ-

যে অব্যভিচারিণী খৃতির দারা পুরুষ যোগের উদ্দেশ্যে প্রবৃত্ত মন প্রাণ এরং ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া সমূহ ধারণ করিয়া থাকে সেই ধৃতি সান্ত্বিক।

মোক্ষসাধনভূত ভগবানের উপাসনার নাম যোগ। অতএব তাৎপর্য এই যে, যে অব্যভিচারিণী (অচল) ধৃতির দ্বারা দ্বেশেন প্রবৃত্তাঃ তৎসাধনভূতা মনঃপ্রভৃতীনাং ক্রিয়াঃ যয়া ধৃত্যা ধারয়তে, সা সাত্ত্বিকী ইত্যর্থঃ ॥৩৩॥

ভগবত্বপাসনাক্ষপ যোগের উদ্দেশ্যে প্রবৃত্ত সেই যোগ সিদ্ধির সহায়ক ক্ষপ মন প্রাণ প্রভৃতির বিভিন্ন ক্রিয়া প্রুষ ধারণা করিয়া থাকে, অর্থাৎ নিয়মন করিয়া থাকে সেই ধৃতিকে সাভ্তিক বলা হয় ॥৩৩॥

যয়া তু ধর্ম্মকামার্থান্ ধৃত্যা ধারয়তে হর্জ্জুন। প্রসঙ্গেন ফলাকাজ্জী ধৃতিঃ সা পাথ রাজসী ॥৩৪॥

সরলার্থ—( বঙ্গান্সুবাদ দ্রপ্টব্য ) রামানুজভাষ্য—

ফলাকাজ্ঞী পুরুষ্ট প্রকৃষ্টসঙ্গেন ধর্মকামার্থান্ যয়া য়ত্যা ধারয়তে, সা রাজসী; ধর্মকামার্থশব্দেন তৎসাধন-ভূতা মনঃপ্রাণেন্দ্রিয়ক্রিয়া লক্ষ্যন্তে; \*'ফলাকাজ্জী' ইতি অত্র অপি ফল-শব্দেন রাজসন্ধাদ্ ধর্মকামার্থা এব বিবক্ষিতাঃ। অতো ধর্মকামার্থা-পেক্ষরা মনঃপ্রভূতীনাং ক্রিয়াঃ যয়া য়ত্যা ধারয়তে, সা রাজসী ইতি উক্তং ভবতি ॥৩৪॥

\* ফলাকাজ্জী — পূর্ব শ্লোকে মোক্ষরপ ফলের কথা উক্ত হটয়াছে। অতএব এই শ্লোকে মোক্ষ ব্যতীত 'ধর্ম, অর্থ, কামরূপ' বর্গাদি সাংসারিক ত্রিবর্গ ফলের কথা বুঝাইতেছে।

#### বঙ্গান্থবাদ-

ফলাভিলাষী পুরুষ, যে ধৃতির দারা ফলে প্রকৃষ্টরূপে, আসক্ত হইরা ধর্মার্থ-কামরূপ ত্রিবর্গকে ধারণ করিয়া থাকে, সেই ধৃতি রাজসিক।

পূর্ব শ্লোকের স্থায় এস্থলেও) ধর্মার্থ-কাম শব্দে এই ত্রিবর্গ ফলের সহায়ভূত মন প্রাণ এবং ইন্দ্রিয়ের বিভিন্ন ক্রিয়া বুঝাইতেছে।

"ফলাকাজ্জী" এই শব্দের অন্তর্গত
"ফল" শব্দে, রাজসিক ফল বলিয়া, ধর্ম
অর্থ কাম এই ত্রিবর্গ বুঝাইতেছে।
অতএব এই শ্লোকের তাৎপর্য এই যে
ধর্ম্ম অর্থ কামরূপ ফললাভের জন্ত মন
প্রাণ এবং ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়াসমূহ যে
ধৃতির দারা পুরুষ ধারণ করিয়া থাকে
সেই ধৃতি রাজসিক ॥৩৪॥

যয়া স্বপ্নং ভয়ং শোকং বিষাদং মদমেব চ। ন বিমুঞ্চতি তুর্ম্বেধা ধৃতিঃ সা পার্থ তামসী ॥৩৫॥

সরলার্থ—

হে অজুন, ছুবুদি প্রুষ যে ধৃতির দারা নিদ্রা, বিষয় অন্থতবজনিত মন্ততা এবং ভয় শোক ও বিষাদ পরিত্যাগ করে না অর্থাৎ এইগুলি ত্যাজ্য হইলেও তাহাদিগকে ধরিয়া থাকে, দেই ধৃতি তামদী ॥৩৫॥

যয় য়ভ্যা স্বপ্নং নিজাং মদং
বিষয়াকুভবজনিতং মদং \*স্প্রমদে
উদ্দিশ্যপ্রবৃত্তা মনঃপ্রাণাদীনাং ক্রিয়াঃ
ছর্মেধাঃ ন বিমুঞ্চি ধারয়তি । ভয়শোকবিষাদশব্দাঃ চ ভয়শোকাদিদায়িবিষয়পরাঃ ; তৎসাধনভূতাঃ চ
মনঃপ্রাণাদিক্রিয়াঃ যয়া ধারয়তে,
সায়্বিঃ তামসী॥৩৫॥

\* 'অপ্প এবং মদ' এই ছুইটি শব্দ স্থাম্পদ নয় বলিয়া এবং ভয় শোক ও বিষাদ এই তিনটি হেয়বাচক শব্দ বলিয়া ইহাদের ভিয় ভিয় রূপে যোজনা কয়া হইয়াছে।

#### বঙ্গান্থবাদ—

ছবুদি পুরুষ যে ধৃতির দারা স্বপ্পকে অমুভবজনিত অর্থাৎ নিদ্রাকে বিষয় মদকে ধরিয়া থাকে অর্থাৎ এই স্বপ্ন এবং মদ প্রভৃতির কামনায় মন প্রাণ এবং ইন্দ্রিয়গণের ক্রিয়াকে পরিত্যাগ অর্থাৎ তাহাদিগকে করিয়া থাকে এবং যে ধৃতির দারা ভয়, শোক এবং বিষাদ উৎপাদক বিষয়কে পরিত্যাগ করে না অর্থাৎ ভয়, শোক প্রভৃতির উৎপাদনে সহায়ভূত মন, প্রাণ প্রভৃতির ক্রিয়াগুলিকেও ধারণ করিয়া থাকে সেই ধৃতি তামসী। (এইস্থলে ভয়, শোক এবং বিষাদ এই তিনটি শব্দে ভয়, শোক এবং বিষাদ উৎপাদক বিষয়কে वृक्षारेटिक ) ॥००॥

স্থাং দ্বিদানীং ত্রিবিধং শৃণু মে ভরতর্বভ। অভ্যাসাৎ রমতে যত্র দ্বঃখান্তঞ্চ নিগচ্ছতি ॥৩৬॥

যত্তদত্যে বিষমিব পরিণামেহমুতোপমন্। তৎ স্থং সান্ত্রিকং প্রোক্তমান্মবুদ্ধিপ্রসাদজন্ ৩৭॥

সরলার্থ-

(যে স্থলাভের আশায় কর্ত্তব্য কর্ম বিষয়ে যথার্থ জ্ঞানবান হইয়া কর্ত্তা বিবিধ কর্মের অন্থান করে, ইতিপূর্বে সেই কর্ত্তা, কর্ম এবং জ্ঞান প্রত্যেকের ত্রৈবিধ্য বিষয়ও হইয়াছে। অতঃপর চারিটি শ্লোকে উক্ত কর্মজনিত স্থথের ত্রৈবিধ্যের বিষয়ও বলিতেছেন। তন্মধ্যে এই শ্লোকের প্রথম পংক্তিতে উপক্রম করিয়া তৎপরবর্ত্তী শ্লোকগুলিতে সান্থিকাদি তিন প্রকার স্থথের কথা বলিতেছেন।)

হে অজুন, এক্ষণে তিন প্রকার অ্থের বিষয়ও প্রবণ কর।

( অতঃপর সান্ত্রিক স্থাখের বিষয় বলিতেছেন। )

অনবরত অভ্যাদের জন্ম যে স্থা উত্তরোত্তর অধিক আনন্দলাভ হয় এবং নিখিল সাংসারিক ত্ঃথের নিঃশেষভাবে নিবৃত্তি হয়, যে স্থা স্থাজনক নিজাম কর্মক্রপ যোগের আরম্ভ দশায় বহু ক্লেশসাধ্য বলিয়া বিষের ভায় প্রতিকুল মনে হয় এবং পরিণামে অর্থাৎ কর্মসিদ্ধি দশায় অমৃতের ভায় উপভোগ্য, ( সাত্ত্বিক কর্মে সিদ্ধি লা দারা ) আত্মবিষয়ক অমুব জনিত মনের আনন্দরূপ সেই ত্ম্থকে সাত্ত্বিক বলা হইয়া থাকে ॥৬৬, ৩৭॥

রামানুজভাষ্য—

পূর্বোক্তাঃ সর্বে জ্ঞানকর্মকত্রণিদ্রো যচ্ছেষভূতাঃ, তৎ চ স্ববং
ক্তণতঃ তিবিধম্ ইদানীং শৃণু । যক্ষ্মিন্
স্থে চিরকালাভ্যাসাৎ ক্রমেণ
নিরতিশয়াং রতিং প্রাপ্নোতি;
ছংখান্তং চ নিগছতি, নিখিলস্থ সাংসারিকস্থ তুঃখস্থা অন্তং নিগছতি

যৎ তৎ স্থান্ অথ্যে যোগোপক্রনবেলায়াং বহুবায়াসসাধ্যত্বাদ্ বিবিজ্জস্বরূপস্থ অননুভূতত্বাৎ চ বিষন্ ইব
স্থঃখন্ ইব ভবতি, পরিণামে অমৃতোপমং পরিণামে বিপাকে অভ্যাসবলেন বিবিক্তাত্মস্বরূপাবির্ভাবে
অমৃতোপমং ভবতি, তৎ চ আলবুদ্ধিপ্রসাদজন্, আল্লবিষয়া বুদ্ধিঃ আল্লবুদ্ধিঃ, তস্থাঃ নির্ত্তসকলেতরবিষয়বুদ্ধ্যা বিবিক্তস্বভাবাত্মানুভবজনিতং স্থান্ অমৃতোপমং ভবতি;
তৎ স্থাং সাভ্কিং প্রোক্তন্ ॥৩৬, ৩৭॥

বঙ্গান্থবাদ—

পূর্ব্বোক্ত জ্ঞান, কর্ম এবং কর্তা প্রভৃতি যে বস্তুর 'শেষ' রূপ (যে বস্তু লাভের আশায় কর্ত্তব্যকর্ম বিষয়ে জ্ঞান-বান কর্তা বিবিধ কর্ম করে) সেই বস্তুর তৈবিধ্যের বিষয় শ্রবণ কর।

স্থথে চিরকাল অভ্যাসবশতঃ ক্রমশঃ নিরতিশয় আনন্দলাভ হয় এবং সমস্ত সাংসারিক ছঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি হয়, যে স্থথ প্রথমে স্থের সাধনভূত নিদাম কর্মরূপ যোগের আরন্তদশায় বহুক্লেশসাধ্য বলিয়া এবং দেহবিযুক্ত বিশুদ্ধ আত্মস্বরূপের ভুতি হয় না বলিয়া বিষের স্থায় - কেবল ছঃখপূর্ণ হইয়া থাকে, কিন্তু পরিণামে অর্থাৎ সেই যোগাভ্যাদের পরিপক্ষদশায় বা সিদ্ধদশায় ঐ বিশুদ্ধ আত্মস্বরূপ যখন দাক্ষাৎকার হয় তখন যে স্থুখ অমৃততুল্য উপভোগ্য হয় এবং আত্মবিষয়ক এই বুদ্ধি বা জ্ঞানজনিত আনন্দ যে স্থখের কারণ হয়, সেই স্থাকে সাত্ত্বিক বলা হয়।

আত্মবিষয়ক বুদ্ধির নাম আত্মবৃদ্ধি,
এই আত্মবৃদ্ধি উৎপন্ন হইলে সমস্ত ইতারবিষয় নিবৃত্ত হইয়া যায় বলিয়া এই
বৃদ্ধি প্রসন্নতাবিষয়ক বা আনন্দখন্ধপ।
আত্মব্যতিরিক্ত সমস্ত ইতার-বিষয় হইতে
বৃদ্ধি নিবৃত্ত হইয়া দেহবিযুক্ত পরিশুদ্ধ
আত্মবিষয়ের অহ্মতবন্ধনিত যে স্থ্য তাহা
অমৃত তুল্য হইয়া থাকে এবং সেই
স্থাকে সাত্মিক বলা হইয়া থাকে ॥৩৬,৩৭॥

# বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগাদ্ যত্তদগ্রেই মৃতে পিমন্। পরিণামে বিষমিব তৎস্থং রাজসং স্মৃতম্ ॥৩৮॥

সরলার্থ—( বঙ্গান্থবাদ দ্রষ্টব্য )

রামানুজভাষ্য—

অগ্রে অনুভববেলায়াং বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগাদ্ যৎ তদ্ অমৃতম্ ইব ভবতি,
পরিণানে-বিপাকে বিষয়াণাং স্থখতানিমিত্তকুধানো নির্ত্তে তম্ম চ
স্থাম্ম নিরয়াদিনিমিত্তমাদ্ বিষম্ ইব
পীতং ভবতি, তৎ স্থাং রাজসং
শ্বতম্ ॥৩৮॥

### বঙ্গান্থবাদ---

# যদতো চান্তুবন্ধে চ স্থ<sup>ং</sup> মোহন্মাত্মনঃ। নিজালস্তপ্রমাদোখং তৎ তামসমুদাস্থতম্॥৩৯॥

সরলার্থ-

যে স্থপ অম্ভবকালে এবং অম্ভব দশার পরে পরিণামেও জীবের মোহের কারণ হয় অর্থাৎ বস্তবিষয়ক যথার্থ জ্ঞান প্রকাশের অন্তরায় হয় এবং যে স্থপ নিদ্রা আলম্ভ এবং প্রমাদ বা অসাবধানতা— এই তিনটি অবস্থাতে উৎপন্ন হয়, তাহাকে তামস স্থপ বলা হয় ॥৩৯॥

### রামাত্বজভায্য—

যৎ স্থান্ অথাে চ অন্বান্ধে চ আনুভববেলারাং বিপাকে চ আল্নাে
মোহনং মোহহেতুঃ ভবতি; মোহঃ
অত্র যথাবন্ধিতবন্ধপ্রকাশঃ অভিপ্রেতঃ। নিদ্রালম্প্রমাদোশং নিদ্রােলম্প্রমাদজনিতন্; নিদ্রাদ্রােহ
অনুভববেলারান্ অপি মোহহৈতবঃ।

# বঙ্গানুবাদ-

যে স্থথ প্রথমে এবং পরেও, স্থথভোগকালে এবং ভোগান্তে পরিণামে ও আত্মার
মোহের কারণ হয়—এন্থলে 'মোহ' শব্দে
বস্তুর যথার্থ তত্ত্বে জ্ঞানের অভাব
বুঝাইতেছে—(এবং যে স্থখ নিদ্রা, আলস্থ
এবং প্রমাদ হইতে উৎপন্ন অর্থাৎ নিদ্রা
প্রভৃতি তিনটি অবস্থাতেই মোহ বা
অজ্ঞান উৎপন্ন করিয়া থাকে —সেই স্থথ
তামদিক বলিয়া অভিহিত হয়।

নিজায়া নোহহেতুত্বং স্পষ্টম্;
আলম্বাম্ ইন্দ্রিয়ব্যাপারমান্দ্যম্;
ইন্দ্রিয়ব্যাপারমান্দ্যে চ জ্ঞানমান্দ্যং
ভবতি এব; প্রমাদঃ কৃত্যানবধানরূপ ইতি তত্ত্ব অপি জ্ঞানমান্দ্যং
ভবতি; ততঃ চ তয়োঃ অপি
মোহহেতুত্বম্; তং স্থাং তামসম্ উদাহতম্; অতো মুমুক্ষুণা রজস্তমসী
অভিভূয় সম্বম্ এব উপাদেয়ম্ ইতি
উক্তং ভবতি ॥৩৯॥

নিদ্রা যে মোহ বা অজ্ঞানের কারণ তাহা স্বস্পষ্ট। সমস্ত ইন্দ্রিয়কার্যের মন্দ-নাম আলস্ত। ইন্দ্রিয়ঘটিত ব্যাপারের এই মন্দভূত অবস্থায় জ্ঞানেরও মন্দতা অবশ্য আসিয়া থাকে। কর্ত্তব্যকর্মে অসাবধানতার নাম প্রমাদ। এই প্রমাদ দশাতেও জ্ঞান मनीভূত হইয়া থাকে। অতএব আলস্থ এবং প্রমাদ এই ছটিই বা অজ্ঞানের কারণ ৷ অজ্ঞানের জনক বলিয়া নিদ্রা, আলস্থ এবং প্রমাদজনিত স্থথকে তামসিক বলা এই তিন প্রকার স্বখ হইয়া থাকে। বর্ণনা করিবার অভিপ্রায় এই যে, মুমুকু পুরুষের পক্ষে রাজসিক এবং তামসিক ত্বথ পরিত্যাগপুর্বক উপাদেয়রূপ সাভিক ত্মখেরই চেষ্টা করা উচিত ॥৩৯॥

ন তদস্তি পৃথিব্যাং বা দিবি দেবেষু বা পুনঃ। সন্ত্বং প্রকৃতিজৈমুক্তিং যদেভিঃ স্থাক্রিভিগুর্ গৈঃ॥৪০॥

সরলার্থ—(বঙ্গানুবাদ দ্রপ্টব্য)—

রামানুজভায়ু—

शृथिवाः मञ्जाि मियू मिवि प्रतियु

বা প্রকৃতিসংক্ষেষ্ট্র ব্রহ্মাদিস্থাবরা-

তেষু প্রকৃতিজৈঃ এভিঃ ত্রিভিঃ ভূগৈঃ

মুক্তং যৎ সন্তুং প্রোণিজাতং ন তদ্

অন্তি ॥৪**০॥** 

বঙ্গাহ্যবাদ —

পৃথিবীতে মহয় প্রভৃতির মধ্যে এবং দেবলোকে দেবতাদিগের মধ্যে ব্রহ্মা হইতে স্থাবর পর্যান্ত প্রাক্বত দেহমুক্ত এমন কোন প্রাণী নাই যে প্রাক্বত দল্বরজোতমো মিশ্রিত এই বিশুণ হইতে মুক্ত। (তাৎপর্য এই যে, ব্রহ্মাদি স্থাবর পর্যন্ত যত প্রাক্বত জীব আছে দকলেই মিশ্র বিশুণযুক্ত। অপ্রাক্বত শুক্ত দল্ভময় শুণ কেবল মোক্ষ প্রাপ্তির পরই লাভ হইয়া থাকে)॥৪০॥

রামাত্মজভাষ্য—

'ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশুঃ' (৮I১৪) (মহানাঃ উঃ) ইত্যাদিষু মোক্ষসাধন-তয়া নির্দিষ্টঃ ভ্যাগঃ সংস্থাসশব্দার্থাদ্ জন্মঃ, স চ ক্রিয়মাণেষু এব কর্মস্থ কর্ত্তম্বত্যাগমূলঃ ; ফলকর্মণোঃ ত্যাগঃ কতৃ ত্বত্যাগঃ চ পরমপুরুষে কর্ত্তৃত্বানুসন্ধানেন ইতি এতৎ সর্বং সম্বগুণবৃদ্ধিকার্যম্ ইতি সম্বোপাদেয়তাজ্ঞাপনায় সম্বরজ-স্তমসাং কার্যভেদাঃ প্রপঞ্চিতাঃ ; रेमानीम् এवरञ्जञ्ज भाक्षमाधन-তয়া ক্রিয়মাণস্থ কর্মণঃ পরমপুরুষা-রাধনবেষতাম, তথা অনুষ্ঠিতস্থ চ কর্মণঃ তৎপ্রাপ্তিলক্ষণং ফলং প্রতি-পাদয়িতুং বাহ্মণাভাধিকারিণাং স্বভা-বান্তবন্ধিসন্ত্বাদিগুণভেদভিন্নং বৃত্ত্যা সহ কর্তব্যকর্মস্বরপম্ আহ—

বঙ্গান্থবাদ-

এই অধ্যায়ে ইতিপূর্বে, 'কোন কোন লোক কেবল ত্যাগের দারাই অমৃতত্ব বা গোক্ষ লাভ করিয়া থাকে' প্রভৃতি শ্রুতিবাক্যে মোক্ষের উপায়রূপে নিদিষ্ট শব্দের অর্থ সন্ত্যাদ শব্দের অর্থ হইতে অভিন্ন এবং এই ত্যাগ বা সন্যাস ক্রিয়মান সমস্ত কর্মে কর্ত্তত্ব-অভিমানেরও ত্যাগ-हेश कर्यकल जांग वदः कर्ज्ञ মূলক। ত্যাগপূর্বক পরমপুরুষ সর্বেশ্বরে কর্তৃত্ব অমুসধান দারাই যে সিদ্ধ হয় তাহা কথিত কর্মে এইপ্রকার কর্তৃত্ব ও হইয়াছে। ফলত্যাগ এবং ঈশ্বের কর্তৃত্ব অমুসন্ধান সাল্পিক বহুল গুণেরই কার্য্য, অতএব এই সত্ত্বগুণের উপাদেয়তা জ্ঞাপন করিবার নিমিত্ত সত্ত্ব রজঃ এবং তমঃ এই গুণত্রয়ের কার্য্যভেদ বিস্তুতরূপে বর্ণিত হইয়াছে। করিবেন যে, মোক্ষ এখন প্রতিপাদন লাভের উপায়রূপ ফল ও কর্তৃত্ব-অভি-সন্ধিরহিত ক্রিয়মান কর্ম প্রমপুরুষের আরাধনা স্বরূপ এবং এইরূপ ভাবনাযুক্ত কর্মানুষ্ঠানের ফল হইতেছে ভগবৎপ্রাপ্তি। উক্ত তত্ত্বটি প্রতিপাদনের উদ্দেশ্যে অতঃপর ছয়টী क्षांत्र वाञ्चणानि ठेजूर्वर्वत (निष নিজ প্রাচীন কর্ম ও বাসনার অনুরূপ) স্বাভাবিক সন্থাদি গুণভেদে বিভক্ত বিভিন্ন কর্ত্তব্য কর্মের স্বরূপ তাহাদের নিজ নিজ প্রবৃত্তির সহিত বর্ণিত হইয়াছে—

ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শুজাণাঞ্চ পরন্তপ। কর্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভবৈশ্ব বৈং ॥৪১॥

সরলার্থ-

(বর্ণাশ্রম-অম্প্রণ বিভিন্ন কর্ম আসক্তিরহিত হইয়া প্রমপুরুষের আরাধনাক্সপে অম্ঞিত হইলে যে মোক্ষ ফলদায়ক হয় তাহা প্রতিপাদন করিবার উদ্দেশ্যে, ব্রাহ্মণাদি চতুর্বর্ণের নিজ নিজ প্রাচীন কর্ম ও বাসনার অহুরূপ স্বাভাবিক সন্থাদি গুণভেদে বিভিন্ন কর্ম এবং প্রবৃত্তি সকল শাস্ত্রে যে ভাবে বিভক্ত হইয়াছে তাহা বর্ণনা করিতেছেন।)

হে পরন্তপ অর্জ্বন, দিজাতি বেদ অধিকারী ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যদিগের এবং বেদে অনধিকারী শূদ্দিগের নিজ নিজ প্রাচীন কর্ম ও বাসনা অসুরূপ স্বাভাবিক সন্তাদি গুণ অসুসারে তাহাদিগের নিজ নিজ কর্ম এবং প্রবৃত্তি সকল শাস্ত্রে প্রকৃষ্টরূপে বিভিন্নভাবে কথিত হইয়াছে ॥৪১॥

#### রামানুজভায় —

ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং স্বকীয়ো ভাবঃ বান্ধাণিজন্মহেতুভূতং স্বভাবঃ ; প্রাচীনং কর্ম ইত্যর্থঃ। তৎপ্রভবাঃ সম্ভাদয়ো গুণাঃ; বোন্ধাণশু স্বভাব-প্রভবো রজস্তমোহভিভবেন উদ্ভৃতঃ ক্ষত্তিয়প্ত সত্তপ্ৰগঃ, স্বভাবপ্রভবঃ অভিভবেন ভৈতে। সত্তৃত্বসোঃ রজোগুণঃ, বৈশ্যস্ত স্বভাবপ্রভবঃ অল্পোদিক্তঃ সম্বরজো ১ ভি ভবেন তমোগুণঃ, শুদ্রস্ত স্বভাবপ্রভবঃ তু অত্যুদ্রিক্তঃ রজঃসম্বাভিভবেন তমোগুণঃ। এভিঃ স্ভাবপ্রভবিঃ গুণৈ: সহ প্রবিভক্তানি কর্মাণি শাব্রৈঃ প্রতিপাদিতানি। ব্রাহ্মণাদয় এবং-গুণকাঃ তেষাং চ তানি কর্মাণ বৃত্তয়ঃ চ এতা ইতি হি বিভজ্য প্রতিপাদয়ন্তি শাস্তাণি ॥৪১॥

#### বঙ্গান্থবাদ —

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যদিশের निक निक (य ভाব তাহার नाम अভाব, অর্থাৎ ব্রাহ্মণাদি বিভিন্ন যোনিতে জন-গ্রহণ করিবার কারণরূপ যে নিজ নিজ প্রাচীন কর্ম তাহার নাম স্বভাব (পূর্ব পূর্ব জন্মকৃত কর্মানুগুণ প্রাপ্ত কৃচি, বাসনা প্রভৃতি যে ভাব তাহার নাম স্বভাব) পূর্ব্ব প্রাচীন কর্মজনিত এই স্বভাব হইতে मखानि धनवत्र উৎপन दहेशा ব্রান্সণের স্বভাব হইতে রক্ষো এবং তমো গুণকে অভিভূত করিয়া সত্তপ্তণ উৎপন্ন হয়, ক্ষত্রিয়ের স্বভাব হইতে সত্ত এবং তমোগুণকে অভিভূত করিয়া রজগুণ উৎ-পন হয়, বৈশ্যের স্বভাব হইতে সম্ভ এবং রজোগুণ অভিভৃত করিয়া অল্প পরিমাণ তমোগুণ উৎপন্ন হয় এবং শৃদ্রের স্বভাব হইতে সত্ত্ব এবং রজগুণকে অভিভূত করিয়া প্রচুর তমোগুণ উৎপন্ন হয়। স্বভাব হইতে উৎপন্ন সত্তাদি গুণত্রয়ের সহিত তদুম্পুণ কর্মসকল ভিন্ন ভিন্নভাবে বিভক্ত করিয়া শাস্ত্রে প্রতিপাদিত হই-য়াছে, অর্থাৎ ত্রাহ্মণ প্রভৃতি বিভিন্ন বর্ণের মুষ্যুগণ এবদ্বিধ সন্ত্বাদিগুণবিশিষ্ট এবং তদম্গুণ তাহাদের কার্য এবং প্রকৃতিও এবম্বিধ, এইপ্রকারে —শাস্ত্র পৃথক পৃথক করিয়া করিয়া প্রতিপাদন বিভাগ থাকেন ॥৪১॥

# শমো দমস্তপঃ শোচং ক্ষান্তিরার্জ্জবমেব চ। জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম স্বভাবজম্ ৪২॥

সরলার্থ—

শম, দম, তপ, শৌচ, শান্তি, সরলতা, জ্ঞান, বিজ্ঞান এবং আন্তিক্য—এইগুলি ব্রাহ্মণদিগের স্বভাবজনিত কর্ম (এবং প্রবৃত্তি)। (শম, দমাদি শব্দের প্রকৃত অর্থ ভাষ্যের বঙ্গাহ্মবাদে দেখ) ॥৪২॥

রামাত্রজভায্য-

শমঃ বাছেন্দ্রিয়নিয়নন্। দমঃ
অন্তঃকরণনিয়মনন্। তপঃ ভোগনিয়মনরপঃ শাস্ত্রসিদ্ধঃ কায়ক্রেশঃ।
শৌচং শাস্ত্রীয়কর্মযোগ্যতা। ক্ষান্তঃ
পরৈঃ পীড্যমানস্থ অপি অবিকৃতচিত্ততা। আর্জবং পরেয়ু মনোহন্মরূপং বাছচেষ্টাপ্রকাশনন্। জ্ঞানং
পরাবরতত্ত্বযাথান্ম্যজ্ঞানন্। বিজ্ঞানং
পরতত্ত্বগথান্ম্যজ্ঞানন্। বিজ্ঞানং
পরতত্ত্বগথান্ম্যজ্ঞানন্। বিজ্ঞানং
পরতত্ত্বগথান্মারণবিশেষবিষয়ং
জ্ঞানন্। আন্তিক্যং বৈদিকার্যস্থ
কৎস্পত্র সত্যতানিশ্চয়ঃ প্রকৃষ্টঃ;
কেনাপি হেতুনা চালয়িতুমশক্য
ইত্যর্থঃ।

ভগবান্ পুরুষোত্তমো বাস্থদেবঃ
পরব্রহ্মশকাভিধেয়ো নিরস্তনিখিলদোষগন্ধঃ স্বাভাবিকানবধিকাতিশয়জ্ঞানশক্ত্যাত্মসংখ্যেয়কল্যাণগুণগণো নিখিলবেদবেদান্তবেত্যঃ স এব

### বঙ্গান্থবাদ—

শ্य वर्था ९ रख भाषि वाश रेखि स्वत मःयम, **मग** व्यर्था९ व्यत्वः कत्रत्वत मःयम, তপ অর্থাৎ দেহের ভোগ সংযমপূর্বক শাস্ত্র-সিদ্ধ শারীরিক ক্লেশ, শৌচ অর্থাৎ শাস্তীয় কর্মসম্পাদনের যোগ্যতারূপ শারীরিক শুদ্ধি, ক্ষান্তি অর্থাৎ অপর কর্ত্তক পীড়া প্রাপ্ত হইলেও চিত্তের বিকারশৃগতা, অর্থাৎ নিজের মনোভাবের অহুরূপ অপ-রের প্রতি কায়িক এবং বাচিক ব্যবহার (ঋজুতা — সরলতা), জ্ঞান অর্থাৎ পর-তত্ত্বের (পুরুষোত্তম তত্ত্বের) এবং তদ্ভিন্ন অপর তত্ত্বের (চিৎ তত্ত্ব এবং অচিৎ তত্ত্বের) জ্ঞান, বিজ্ঞান অর্থাৎ পরতত্ত্ বিষয়ক অসাধারণ বিশেষ জ্ঞান, আন্তিক্য অর্থাৎ সম্পূর্ণ বৈদিক সিদ্ধান্তে অচল ও দৃঢ় বিশাস, যাহা কোন যুক্তি-তর্কই বিচলিত করিতে পারে না।

(এই 'আন্তিক্য' শব্দের অভিপ্রায়
অতঃপর বিশদরূপে বর্ণনা করিতেছেন)।
অভিপ্রায় এই যে, যিনি পরম ব্রন্ধ
শব্দবাচ্য, যিনি সমুদয় দোবের গন্ধলেশরহিত, যিনি সাভাবিক অবধিরহিত
নিরতিশয় জ্ঞান শক্তি প্রভৃতি অসংখ্য
কল্যাণগুণরাশিবিশিষ্ট এবং যিনি সমগ্র
বেদ বেদান্ত দ্বারা বেছ, সেই ভগবান
পুরুষোত্তম বাস্থদেব অখিল ভুবনের

নিখিলজগদেককারণং নিখিলজগ-দাধারভূতো নিখিলস্থ স এব প্রবর্ত-য়িতা, তদারাধনভূতং চ রুৎস্নং বৈদিকং কর্ম, তৈঃ তৈঃ আরাধিতো ধর্মার্থকামনোক্ষাখ্যং ফলং প্রযাহ্ছতি, ইতি অস্থ্য অর্থস্থ সত্যতানিশ্চয়ঃ णांखिकाम् । '(वरिष्क **সর্বৈরহমেব** বেতঃ।' (১৫।১৫) 'অহং দর্বস্থ প্রভবো মন্তঃ দর্বং প্রবর্ততে।' (১০৮) 'ময়ি সর্বমিদং প্রোতম্।' (৭।৭) 'ভোক্তারং যজ্ঞতপদাং • • • ভাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি ॥' (৫।২৯) 'মন্তঃ পরতরং নামুৎকিঞ্চিদন্তি ধনঞ্জয়। ( ৭।৭ ) 'যতঃ প্রবৃত্তিভূ তানাং যেন দৰ্কমিদং তত্ম। স্বকর্মণ। ত্যভার্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি गানবঃ॥' (১৮।৪৬) 'বো गांगकमना पि: ह (विक्व लाकम (स्थ्रेतम। रे (১০।৩) ইতি ছ্যাচ্যতে।

তদ্ এতদ্ ব্ৰাহ্মণস্থ স্বভাবজং কৰ্ম ॥৪২॥ একমাত্র কারণ, নিখিল জগতের আধার-স্বরূপ এবং সমগ্র জীবের প্রবর্ত্তক। गगल देविक कर्गरे छारात आताधना-স্বরূপ। সেই সেই কর্মের দারা আরা-ধিত হইয়া ভগবান ধর্মার্থকামনোক্ষরপ চতুর্বর্গ ফল দান করিয়া থাকেন-এই বৈদিকসিদ্ধান্তের সত্যতা বিষয়ে দুঢ় এবং অচল বিশ্বাসের নাম 'আস্তিক্য'। গাতায় স্থানে এই সিদ্ধান্তই বিভিন্ন হইয়াছে। যথা—'সমস্ত বেদের দারাই আমি বেছ বা জ্ঞাত হইয়া থাকি। আমি সর্বরস্তার উৎপত্তির কারণ এবং সকলে আমাকর্ত্তক প্রবৃত্তিত হইয়া থাকে'। 'এই সমস্তই আমাতে গ্রথিত আছে'। 'যজের এবং তপস্থার ভোক্তারূপে জানিয়া শান্তিলাভ করে'। 'হে অজুন, আমা হইতে শ্রেষ্ঠতর অপর কিছুই নাই। 'গাঁহা হইতে সমস্ত জীবের প্রবৃত্তি উৎপন্ন হয় এবং যাঁহার দারা এই সমস্ত ব্যাপ্ত হইয়া আছে মনুষ্য নিজ কর্ম দারা তাঁহার আরাধনা করিয়া সিদ্ধিলাভ করে'। 'যে আমাকে জন্মরহিত অনাদি এবং লোক-মহেশ্বর বলিয়া জানে।'

উপরি উক্ত এই সকল প্রবৃত্তি এবং কর্ম ব্রাহ্মণের স্বভাবজাত ॥৪২॥

শোর্য্যং তেজে। প্রতিদ ক্ষিয়ং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্। দানমীশ্বভাবশ্চ ক্ষাত্রং কর্ম স্বভাবজম্ ॥৪৩॥

সরলার্থ—

বীর্য, তেজ, ধৈর্য্য, দক্ষতা, যুদ্ধে পলায়ন না করা, দান এবং অপরকে পরিচালনা করিবার সামর্থ্য—এইগুলি ক্ষত্রিয়ের স্বাভাবিক সহজাত কর্ম ॥৪৩॥

### রামানুজভায্য-

শৌর্যং যুদ্ধে নির্জয়প্রবেশসামর্থ্যম্।
তেজঃ পরিঃ অনভিভবনীয়তা। য়তিঃ
আরব্ধে কর্মণি বিদ্বোপনিপাতে
অপি তৎসমাপনসামর্থ্যম্। দাক্ষ্যং
সর্ব ক্রিয়ানির ত্তিসামর্থ্যম্। যুদ্ধে চ
অপি অপলায়নং যুদ্ধে চ আত্মমরণনিশ্চয়ে অপি অনিবর্তনম্, দানম্
আত্মীয়স্থ জব্যস্থ পরস্বত্তাপাদানপর্যন্তঃ ত্যাগঃ ঈশরভাবঃ স্বব্যতিরিক্তসকলজননিয়মনসামর্থ্যম্, এতৎ
ক্ষত্রিয়স্থ স্বভাবজং কর্ম ॥৪৩॥

#### বঙ্গান্থবাদ-

শোর্য অর্থাৎ যুদ্ধে নির্ভয়ে করিবার সামর্থ, তেজ অর্থাৎ করিতে না তিরস্কার পারে এইরপ প্রভাব, ধতি অর্থাৎ আরম্ভ কর্মে বিঘ উৎপন্ন হইলেও সেই কার্য নিষ্পন্ন করি-করিবার দামথ, দক্ষ (কর্মকশলতা) অর্থাৎ मर्वकार्य निष्पेखित मागर्थ, युक्त ष्यपेनायन অর্থাৎ যুদ্ধে মৃত্যু নিশ্চয় অপলায়ন, দান অর্থাৎ নিজ দ্রব্যকে প্রভার্পণের আশার্হিত হইয়া অপরকে দান, ঈশ্বভাব অর্থাৎ অপরকে নিয়মন করিবার বা পরিচালনা করিবার সামর্থ —এইগুলি ক্ষত্রিয়ের সহজাত স্বাভাবিক কর্ম। ৪৩॥

# কৃষিগোরক্ষ্যবাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম স্বভাবজম্। পরিচর্যাত্মকং কর্ম শুদ্রস্থাপি স্বভাবজম্॥৪৪॥

#### সরলার্থ-

কৃষিকার্য, গাভী প্রভৃতি পশুপালন এবং অর্থোপার্জ্জনের জন্ম কিক্রয়রূপ ব্যবসা, বৈশ্যদিগের ম্বাভাবিক বৃত্তি বা কর্ম। ত্রাহ্মণ, ফ্রিয়, বৈশ্যদিগের সেবারূপ কর্ম, শুদ্দিগেরও ম্বাভাবিক বৃত্তি বা কর্ম ॥৪৪॥

#### রামাকুজভায্য —

কৃষিঃ সম্ভোৎপাদনকর্মণ্য। গোরক্ষ্যং পশুপালনম্ ইত্যর্থঃ। বাণিজ্যং
ধনসঞ্চয়হেতুভূতং ক্রয়বিক্রয়াত্মকং
কর্ম। এতদ্ বৈশ্বস্থা সভাবজং কর্ম।
পূর্ববর্ণব্রয়পরিচর্যারূপং শৃদ্রস্থা সভাবজং কর্ম।

### বঙ্গান্থাবাদ —

শস্ত উৎপাদনের জন্ত ভূমি কর্ষণ, গোরক্ষা অর্থাৎ পশু পালন, বাণিজ্য অর্থাৎ ধন সঞ্চয়ের জন্ত ক্রয়-বিক্রয়রপ কর্ম — এইগুলি বৈশ্যের স্বাভাবিক কর্ম বা বৃত্তি। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই তিন বর্ণের পরিচর্মা শৃদ্রের স্বাভাবিক কর্ম বা বৃত্তি।

এতৎ চতুर्गाः वर्गानाः সহ কর্তব্যানাং শাস্ত্র-বুত্তিভিঃ বিহিতানাং যজাদিকর্যণাং প্রদর্শ-নাৰ্থম্ উক্তম্। মজাদয়ো হি ত্ৰয়াণাং वर्गानाः जाधात्रणाः, ममनमानग्नः जि ত্রয়াণাং বর্ণানাং মুমুক্ষুণাং সাধা-রণাঃ। ভ্রাহ্মণস্থ তু সম্বোদ্রেকস্থ স্বাভাবিকত্বেন শ্মদমাদয়ঃ সুখো-পাদানাঃ ইতি কৃত্বা তম্ম শমদমাদয়ঃ স্বভাবজং কর্ম ইতি উক্তম্। ক্ষত্রিয়-বৈশ্যয়োঃ তু স্বতো রজস্তমঃপ্রধান-ত্বেল শ্মদ্যাদ্যো তুঃখোপাদালাঃ ইতি কৃত্বা ন তৎকর্ম ইতি উক্তম্। ব্রাহ্মণশু তু বৃত্তিঃ যাজনাধ্যাপন-ক্ষত্রিয়স্থ জনপদপরি-প্রতিগ্রহাঃ। কৃষ্যাদয়ো পালনম্। বৈশাস্ত যথোক্তাঃ। শুদ্রস্থ তু কর্তব্যং বৃত্তিঃ চ পূর্ববর্ণত্রয়পরিচর্যা এব ॥৪৪॥

ব্রাহ্মণাদি চতুর্বর্ণের বৃত্তির (বর্ণাশ্রম অমুগুণ নিত্যনৈমিত্তিক কর্মের) সহিত তাহাদিগের শাস্ত্রবিহিত যজ্ঞাদি কর্ত্ব্য क्रमाञ्चारनत विधान প্রদর্শনের ব্রাহ্মণাদি চতুর্বর্ণের এই স্বাভাবিক বৃত্তি বা কর্মের কথা বলা হইল। ব্রাহ্মণ ক্ষতিয় এবং বৈশ্ব এই তৈবৰ্ণিকদের যজ্ঞানি অমুষ্ঠানের কর্ত্তব্যতা সমান এবং এই তৈবণিক মুমুক্ষ্ পুরুষদিগের পক্ষে শगनगानित अर्याकन नगान। **जग**(श) বান্ধণের মধ্যে সতৃগুণের উদ্রেক স্বাভা-বিক বলিয়া তাহাদের পক্ষে শমদমাদি গুণলাভ স্থ্যাধ্য অতএব শ্ম দম তাহা-দের স্বাভাবিক কর্ম বা বৃত্তি বলিয়া বৰ্ণিত হইয়াছে। কিন্তু ক্ষত্ৰিয় এবং বৈশ্য পুরুষগণ স্বভাবতঃ যথাক্রমে রজঃ এবং তমোপ্রধান বলিয়া তাহাদের পক্ষে শমদমাদি অর্জন কণ্টসাধ্য, সেইজন্ম रेशारात विषय भगमगानि श्राणाविक कर्म বা বৃত্তি বলিয়া বর্ণিত হয় নাই। ব্রাহ্ম-ণের বৃত্তি যজ্ঞ করানো, অধ্যাপনা. এবং প্রতিগ্রহণ (দান গ্রহণ)। ক্ষত্রিয়ের বৃত্তি জনপদ বা রাষ্ট্র পালন। বৈশ্যের বৃত্তি প্রভৃতি। উপরিউক্ত কৃষি গো-রক্ষা শূদ্রের বৃত্তি ও কর্তব্য কর্ম পূর্বোক্ত बाक्षनामि जिन्दर्गत शतिक्या ॥ ८८॥

স্বে স্থে কর্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ। স্বকর্মনিরতঃ সিদ্ধিং যথা বিন্দতি তচ্ছূণু ॥৪৫॥

সরলার্থ— ( বঙ্গানুবাদ দ্রষ্টব্য )

রামাত্বজভায্য-

শ্বে যথোদিতে কর্মণ অভিরতো
নরঃ সংদিদ্ধিং পরমপদপ্রাপ্তিং লভতে।
স্বকর্মনিরতো যথা দিদ্ধিং বিন্দতি পরমং
পদং প্রাপ্নোতি তথা শৃনু ॥৪৫॥

### বঙ্গাহ্নবাদ—

পূর্ব্ব তিনটি শ্লোকে উক্ত) নিজ নিজ
বর্ণাশ্রমোচিত স্বাভাবিক কর্মে নিরত
পুরুষ সম্যক্ সিদ্ধি অর্থাৎ পরমপদ লাভ
করে। স্বধর্মনিষ্ঠ এই পুরুষ যে প্রকারে
সিদ্ধিলাভ করে তাহা শ্রবণ কর ॥৪৫॥

# যতঃ প্রবৃত্তিভূতানাং যেন সর্বমিদং ততম্। স্বকর্মণা তমভ্যচ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দৃতি মানবঃ ॥৪৬॥

সরলার্থ --

যে পুরুষ হইতে সমস্ত জীবের প্রবৃত্তির উৎপত্তি হয়, যে পুরুষ এই অখিল জগতে ব্যাপ্ত হইয়া আছেন সেই পুরুষের উপরে কর্তৃত্ব, মমতা এবং ফলাভিদন্ধি অর্পণ করিয়া কর্মের অনুষ্ঠান দ্বারা তাঁহার আরাধনা করিয়া মহয় ভগবৎ-প্রাপ্তিরূপ দিদ্ধিলাভ করিয়া থাকে ॥৪৬॥

রামাত্মজভায্য-

যতো ভূতানাম্ উৎপত্ত্যাদিকা

প্রবৃত্তিঃ, যেন চ সর্বম্ ইদং ততং স্বকর্মণা

তং মাম্ ইন্দ্রাগ্যন্তরাত্মতরাবন্ধিতম্

**ब**र्जिं **मस्थिमानां** मस्थाखित्रभाः

সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ।

### বঙ্গান্থবাদ—

যাহা হইতে জীবের উৎপত্তি এবং প্রবৃত্তি প্রভৃতি লাভ হইরা থাকে, যাহার দারা এই সমগ্র জগৎ ব্যাপ্ত হইরা আছে, সেই ইন্দ্রাদির অন্তরাম্বারূপে অবস্থিত (পরমাম্বা পরমেশ্বর) আমাকে নিজ নিজ কর্ম দারা (নিজ নিজ বর্ণাশ্রমোচিত নিম্বাম কর্ম দারা) আরাধনা করিয়া মহন্য মৎপ্রাপ্তিরূপ (ভগবৎ-প্রাপ্তিরূপ) দিদ্বিলাভ করিয়া থাকে।

**মন্ত এব সর্বম্** উৎপদ্<mark>ততে, ম্য়া</mark> চ সর্বম্ ইদম্ ততম্ ইতি পূর্বম্ এব উক্তম্ — 'অহং কংমস্ত জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা ॥ মন্তঃ পরতরং নামুৎকিঞ্চিদন্তি ধনজ্ঞয়।' (৭া৬,৭) 'ময়া ততমিদং সর্বং জগদব্যক্তমূর্তিনা।' ( ৯।৪ ) 'ময়াধ্য-ক্ষেণ প্রকৃতিঃ স্থতে সচরাচরম্ ॥' (৯।১০) অহং সর্বস্থ প্রভবো মন্তঃ সর্বং প্রবর্ততে। (১০৮) ইত্যাদিষু ॥৪৬॥

সব প্রাণী যে আমা হইতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং এই সমগ্র জগৎ যে আমাকর্ত্ক ব্যাপ্ত হইয়া আছে, তাহা ইতিপূর্বে (বহুস্থলে) কথিত হইয়াছে। যথা—'আমি সমগ্র জগতের উৎপত্তিস্থল এবং প্রলয়স্থল। হে ধনঞ্জয়, আমা হইতে শ্রেষ্ঠতর আর কিছুই নাই।' 'অব্যক্ত-মৃত্তি আমাকর্তৃক এই সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত হইয়া আছে।' 'আমাকত্ ক ঈিফত হইয়া (আমি সংকল্পপূর্বক স্থন্ধ প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টিদান করিলে তখন) প্রকৃতি চরাচরাত্মক এই জগৎ প্রসব থাকে।' 'আমি সকলের উৎপত্তিস্থল আমাকর্ত্তক **সকলে** হইয়া থাকে ॥৪৬॥

শ্রেরান স্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্মাৎ স্বন্ধৃষ্ঠিতাৎ। স্বভাবনিয়তং কর্ম কুর্ববন্নাপ্রোতি কিল্বিষ্ম্ ॥৪৭॥

সরলার্থ—

निक निक वर्गान्याि कर्य इटेरा इसमें, देश यिन निकाम द्य जारा कि वृक् হইলেও অষ্ঠুরূপে অম্ষ্ঠিত জ্ঞানযোগরূপ পরধর্ম হইতেও কল্যাণকর, পূর্ব পূর্ব বাদনার জন্ত নিজ সভাবের অহ্গুণ নিয়ত অতএব অবর্জ্জনীয় বর্ণাশ্রমোচিত কর্ম্ম (নিদাম ভাবে — কর্ম্মবোগরূপে) অন্তান করিয়া পাপের ভাগী অর্থাৎ সংসার প্রাপ্ত হয় না। \* ॥ ৪৭॥

রামামুজভাষ্য—

এবং ত্যক্তকর্ত্তাথাদিকো মদারা-

धनक्रभः स्वर्भः (स्वन এव উপानाकुः

যোগ্যো ধর্মঃ।

বঙ্গান্থবাদ —

পূর্ব ছুইটি শ্লোকোক্তপ্রকারে কভু ছাদি পরিত্যাগপুর্বক আরাধনারপ (নিজ নিজ বর্ণাশ্রমোচিত) কর্মই স্বধর্ম, অর্থাৎ এইরূপ নিয়ত (নিয়তি-দত্ত) কর্ম নিজ হইতেই অম্প্রানের যোগ্য विनया इंशरे धर्म। (प्रदिक्तियक्रि ) প্রকৃতিসংস্প্টেন হি । প্রকৃতিসংযুক্ত পুরুষের দারা

<sup>\*</sup> স্বধর্মকে কর্মুযোগ এবং প্রধর্মকে জ্ঞানযোগ কিজ্ঞ বলা হইরাছে, এবং এই প্রধর্মরূপ জ্ঞানযোগ অপেক্ষা স্বধর্মত্রপ কর্মধোগ কেন শ্রেয় তাহা রামানুজভাব্যে বণিত হইরাছে।

পুরুষেণ ইন্দ্রিয়ব্যাপাররূপঃ কর্মযোগাত্মকো ধর্মঃ স্থকরো ভবতি।
তাতঃ কর্মযোগাখ্যঃ খধর্মো বিগুণঃ
তাপি পরধর্মাদ্ ইন্দ্রিয়জয়নিপুণপুরুষধর্মাদ্ জানযোগাৎ সকলেন্দ্রিয়নিয়মনরূপতয়া সপ্রমাদাৎ কদাচিৎ
বহাইতাৎ শ্রেয়ান্।

তদ্ এব উপপাদয়তি—প্রকৃতি-मः क्षेम भूक्षम देखियवागाना এব নিয়তত্বাৎ রূপতয়া স্বভাবত कर्जानः कर्म कूर्वन किवियः गःगातः কর্মগঃ। অপ্রমাদত্বাৎ ন আপ্নোতি जकदलिख्यानिय्यन-क्लान या श्रेष्ट्र তন্নিষ্ঠঃ তু সাধ্যতয়া সপ্রমাদদ্বাৎ। কিল্পিষং প্রতিপত্যেত প্রযাদাৎ অপি; অতঃ কর্মনিষ্ঠা এব জ্যায়সী ইতি তৃতীয়াধ্যায়োক্তং স্মারয়তি

ইন্দ্রিয়ব্যাপাররূপ কর্মযোগাত্মক ধর্মের (কভু ছ এবং ফলাভিসন্ধিরহিত কর্মের) অমু-ঠান স্থসাধ্য হয়। অতএব কর্মযোগ নামক এই স্বধর্মের অমুঠান কিছু ক্রটীযুক্ত হইলেও পরধর্ম হইতে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়জয়ী নিপুণ পুরুষের ধর্মরূপ জ্ঞানযোগ হইতে মঙ্গল-জনক। কারণ সমস্ত ইন্দ্রিয়কে সংযত করা কঠিন বলিয়া জ্ঞানযোগের অমুঠান প্রায়ই ভ্রম-প্রমাদযুক্ত হইয়া থাকে, স্থতরাং ইহা কদাচিৎ নির্বিদ্পর্মপে অমুঠিত হইয়া থাকে।

উক্ত সিদ্ধান্তটিকে বিশ্লেষণ করিতেছেন-কর্মাত্রই জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং কর্মেন্দ্রিয়ের ব্যাপার বা দেহেন্দ্রিয়যুক্ত পুরুষের এই ইন্দ্রিয়ব্যাপার-রূপ কর্ম অবর্জনীয় এবং নিজ নিজ স্বভাবের অমুগুণ নিয়ত। অতএব মহুষ্য (নিদামভাবে) এই কর্মের অহুষ্ঠান পাপজনিত করিলে তদ্বারা প্রাপ্ত হয় না। কারণ এইরূপ কর্ম প্রমাদহীন হওয়া স্বাভাবিক। জ্ঞানযোগ কিন্তু সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করিতে সমৰ্থ হইলে তবে সিদ্ধ হয়। প্রমাদযুক্ত হয় (ইহাতে প্রমাদের যথেষ্ঠ আশঙ্কা থাকে) স্থতরাং জ্ঞান-र्यागनिष्ठं शुक्रम এই প্রমাদরপ বিদ্নের জ্যু পাপ অর্থাৎ সংসার প্রাপ্ত হয়। কারণে "কর্মনিষ্ঠাই উত্তম"— তৃতীয় অধ্যায়ে উক্ত এই উপদেশ (এই লোকে ) স্বরণ করাইতেছেন ॥৪৭॥

118911

# সহজং কর্ম কোন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ। সর্বারম্ভা হি দোমেণ ধুমেনাগ্রিরবার্তাঃ ॥৪৮॥

সরলার্থ---

হে অর্জ্বন, নিজ স্বভাব অহগুণ প্রাপ্ত বা নিয়ত অতএব অবর্জনীয় এই কর্মযোগ কষ্টসাধ্য হইলেও পরিত্যাগ করা উচিত নহে। কারণ, অগ্নি যেমন সর্বত্র ধূমের দারা আবৃত থাকে সেইরূপ কর্মযোগ বা জ্ঞানোয়োগ উভয়েই দোবযুক্ত ও কষ্টসাধ্য ॥৪৮॥

#### রামানুজভাষ্য —

অতঃ সহজত্বেন স্থকরম্ অপ্রমাদং
চ কর্ম দদোবং সতঃখ্য অপি ন ত্যজেও।
জ্ঞানযোগযোগ্যঃ অপি \*কর্মযোগম্
এব কুর্বীত ইত্যর্থঃ। \*সর্বারন্তাঃ
কর্মারন্তা জ্ঞানারন্তাঃ চ হি দোবেণ
ত্বঃখেন ধ্যেন অগ্নিঃ ইব আর্তাঃ।
ইয়ান্ তু বিশেষঃ কর্মযোগঃ স্থকরঃ
অপ্রমাদঃ চ, জ্ঞানযোগঃ তদ্বিপরীতঃ
ইতি ॥৪৮॥

এই প্রকরণটি "কর্দ্মযোগের" প্রশংসাস্চক
বলিয়া এবং পূর্বাপর লোবের অর্থ সঙ্গতি হেতু
এই লোকে 'কর্দ্ম' এবং 'সর্বারম্ভ' এই ছইটি
পদের উক্ত অর্থ নির্দিষ্ট হইয়াছে।

### বঙ্গান্থবাদ—

নিজ নিজ স্বভাবাস্থাণ নিয়ত (সহজাত)
বলিয়া এই কর্ম স্কর এবং প্রমাদরহিত,
অতএব ছঃখসাধ্যরূপ দোষযুক্ত হইলেও
ইহা পরিত্যাগ করা উচিত নহে। অভিপ্রায় এই যে, জ্ঞানযোগের উপযুক্ত
পুরুবেরও কর্মযোগের অমুষ্ঠানই কর্ত্তর।
যেহেতু, অগ্নি যেমন ধুমরূপ দোষের দারা
আর্ত থাকে সেইরূপ কর্মযোগের অমুষ্ঠান এবং জ্ঞানযোগের অমুষ্ঠান উভয়ই
ছঃখরূপ দোষযুক্ত অর্থাৎ ছঃখসাধ্য।
(কর্মযোগ এবং জ্ঞানযোগের মধ্যে)
প্রভেদ এই যে, কর্মযোগ স্কর এবং
প্রমাদরহিত, জ্ঞানযোগ ইহার বিপরীত
( তুদ্ধর এবং প্রমাদযুক্ত ) ॥৪৮॥

অসক্তবুদ্ধিঃ সর্ব্বত্র জিতাত্মা বিগতস্পৃহঃ। নৈক্ষর্ম্যসিদ্ধিং পরমাং সন্ন্যাদেনাধিগচ্ছতি॥৪৯॥

সরলার্থ-

যে পুরুষ মুক্তিলাভ ভিন্ন অন্থ দব বস্তুতে নিরাসক্ত অতএব জিতেন্দ্রিয় এবং সমস্তকর্মে ফলকর্তৃত্ব মদীয়ত্বরহিত, সেই পুরুষ উক্ত ত্রিবিধ ত্যাগযুক্ত কর্মযোগের দারা ইন্দ্রিয়ব্যাপারে বিরতিরূপ জ্ঞানযোগের সিদ্ধদশা অর্থাৎ উৎকৃষ্ট ধ্যাননিষ্ঠালাভ করিয়া থাকে ॥৪১॥

রামানুজভাষ্য-

সর্বত্র ফলাদিষু অসক্তবৃদ্ধিঃ জিতাত্মা জিতমনাঃ পরমপুরুষকর্তৃত্বানুসন্ধা-নেন আত্মকতু ছৈ বিগতস্পৃহ: এবং নিণীতেন ত্যাগাদ অন্যুত্বেন স্থাসেন যুক্তঃ কর্ম কুর্বন পর্যাং रेनकर्या निषिय অধিগচ্ছতি। পরমাং भ्याननिर्छाः ज्ञानयाग्र অপি ফলভূতাম্ অধিগচ্ছতি ইত্যৰ্থঃ। বক্ষ্যমাণধ্যানযোগাবাপ্তিং সর্বে-ব্রিয়কর্মোপরতিরূপাম অধিগচ্ছতি। 116811

বঙ্গান্থবাদ ---

যাহার বুদ্ধি সর্বত্র অর্থাৎ ফল বা ভোগ প্রভৃতিতে আসক্তিরহিত, যিনি জিতালা অর্থাৎ জিতমনা (জিতেন্দ্রিয়) এবং যিনি কর্মে পরমপুরুষের কর্তৃত্ব অহু-সন্ধানের জন্ত নিজ কর্তৃত্বিষয়ে স্পৃহাহীন, সেই পুরুষ (কর্মে ফল-কর্তৃত্-মদীয়ত্বরূপ) ত্যাগযুক্ত হইয়া অর্থাৎ (ত্যাগের সহিত্ অভিন অর্থবোধক) সন্যাসযুক্ত হইয়া কর্মাহুঠানের দারা পরম নৈদ্র্ম্যাসিদ্ধি" প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ জ্ঞানযোগের সিদ্ধিরূপ পরম ধ্যানিষ্ঠা প্রাপ্ত হয়।

শভিপ্রায় এই যে, ( অতঃপর যে ধ্যানযোগের বিষয় বর্ণিত হইবে সেই) সমস্ত ইন্দ্রিয়ব্যাপার বা ইন্দ্রিয়সাধ্য কর্মের বিরতিরূপ যে ধ্যানযোগ তাহা লাভ করে ॥৪৯॥

সিদ্ধিং প্রাপ্তো যথা ব্রহ্ম তথাপ্নোতি নিবোধ মে। সমাসেনৈব কৌন্তেয় নিষ্ঠা জ্ঞানস্থ যা পরা॥৫০॥

সরলার্থ—( বঙ্গান্তবাদ দ্রপ্টব্য ) রামান্তর্জভাষ্য—

गिদ্ধিং প্রাপ্তঃ **আপ্রয়াণাদ্ অহরহ**ঃ

অনুষ্ঠীয়মানকর্মযোগনিষ্পাত্তধ্যান-

मिष्किः आखा यथा रयन अकारतन

বর্ত্তমানো বন্ধ প্রাপ্তেতি তথা সমা-

সেন মে নিবোধ। তদ্ এব ব্ৰহ্ম

বঙ্গান্থবাদ---

কর্ম বোগনিরত পুরুষ যে প্রকারে ধ্যানযোগনিঠার দ্বারা "ব্রহ্ম" অর্থাৎ আত্মস্বরূপ লাভ করেন এই শ্লোকে তাহার উপক্রম করিয়া তৎপরে তিনটি শ্লোকে তাহার বর্ণনা করিতেছেন)।

দিদ্ধিপ্রাপ্ত পুরুষ অর্থাৎ মরণকাল
পর্যন্ত প্রতিদিন ক্রিয়মান কর্মযোগের
ফলম্বরূপ ব্যাননিষ্ঠা বা ধ্যানে দিদ্ধিপ্রাপ্ত
পুরুষ যে প্রকারে "ব্রহ্ম" লাভ করিয়া
থাকে তাহা আমার নিকট হুইতে সংক্ষেপে
শ্রবণ কর। "জ্ঞানের ষাহা প্রানিষ্ঠা"

জ্ঞানস্ত ধ্যানাত্মকস্তা যা পরা নিষ্ঠা

পরং প্রাপ্যম ইত্যর্থঃ ॥৫০॥

বিশিষ্মতে নিষ্ঠা জ্ঞানস্থ যা পরা ইতি। /—এই বাক্যে উক্ত 'ব্রহ্ম' বস্তু যে কি তাহা বিশেব করিয়া বলিতেছেন। অভিপ্রায় এই যে, ধ্যানজন্ত (ধ্যানাভ্যাদের দারা লব্ধ) জ্ঞানের পর্ম প্রাপ্য বস্তু এই "ব্রহ্ম"। ধ্যাননিষ্ঠার সিদ্ধদশায় যে জ্ঞানলাভ হয় 'ব্রন্দের' যথার্থ অবগত হয় ॥৫০॥

> বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধর। যুক্তো ধৃত্যাত্মানং নিয়ম্য চ। শব্দাদীন বিষয়াংস্ত্যক্তা রাগদ্বেয়ো ব্যুদশ্য চ ॥৫১॥ বিবিক্তসেবী লঘুাশী যতবাক্কায়মানসঃ ধ্যানযোগপরো নিভ্যং বৈরাগ্যং সমুপাঞ্জিভঃ ॥৫২॥ তাহংকারং বলং দর্সং কামং কোধং পরিগ্রহম্। বিমুচ্য নির্ম্মনঃ শান্তো ব্রহ্মভুয়ায় কল্পতে ॥৫৩॥

সরলার্থ

সাভ্বিক বুদ্ধিযুক্ত হইয়া, সাভ্বিক ধৃতির দারা মনকে শব্দাদি বিষয় হইতে সংযত করিয়া এবং রাগ দেব পরিত্যাগ করিয়া, ধ্যানের অহকুল নির্জ্জন দেশবাসী, লঘুভোজী হইয়া কায় মন এবং বাক্যকে সংযত করিয়া, আত্মপ্রাপ্তির উপায়স্বরূপ স্বদা ধ্যানবোগনিষ্ঠ পুরুষ, সম্যক্রপ বৈরাগ্য অবলম্বন পূর্বক, অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম, ক্রোধ এবং ধনজনাদি বিষয় সংগ্রহ পরিত্যাগ করিয়া, সর্ববিষয়ে মমকার-রহিত এবং আত্মঅহভবজনিত সুখে সুখী হন—উক্ত ধ্যান্যোগদিদ্ধ পুরুষ ব্রহ্মভাবের ( পরিশুদ্ধ আত্মবস্তু অনুভব করেন ) ॥৫১—৫৩॥ পাত হন।

### রামানুজভাষ্য—

বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়া যথাবন্দ্ৰিতাত্মতত্ত্ব-বিষয়য়া যুক্তঃ, ধৃত্যা আলানং নিয়ম্য **চ বিষয়বিমুখীকরণেন যোগযোগ্যং** यनः कृषा, भकाषीन् विषयान् जाख्ना অসন্নিহিতান্ কৃত্বা, তন্নিমিত্তো চ ताशक्षरयो व्यानस्य, निनिक्टरमंती मदेर्वः (पट्या ধ্যানবিরোধিভিঃ বিবিক্তে

#### বঙ্গান্থবাদ—

निएक वृक्षियुक इरेशा व्यर्थाप यथार्थ আলম্বরূপ বিষয়ে দৃঢ় ধারণাযুক্ত হইয়া, ধ্বতির দারা মনকে জয় করিয়া অর্থাৎ প্রাক্বত বিষয়ে (অনবরত) বৈরাগ্য অভ্যাদের দারা মনকে যোগের (ধ্যান-যোগের) উপযুক্ত করিয়া এবং শব্দাদি পরিত্যাগ করিয়া অর্থাৎ ভোগ্যবিষয়কে দূরে সরাইয়া রাখিয়া এবং তাহাদের প্রতি অনুরাগ কিম্বা দেষ বর্জন করিয়া ধ্যানের বিরোধী বিল্পরহিত দেশবাসী,

বর্তমানঃ; লঘুাশী অভ্যশনানশন-রহিতঃ, যতবাকায়মানসঃ ধ্যানাভি মুখীকৃতকায়বাগ্মনোর্তিঃ, ধ্যানযোগ-পরো নিত্যম্ এবংভূতঃ সন্ আপ্রয়া-অহরহঃ ধ্যানযোগপরঃ, পদ বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ ধ্যেয়তত্ত্বব্যতি-রিক্তবিষয়দোষাবমর্শেন তত্ত বিরা-গতাং বর্ধয়ন্, অহংকারম্ অনাত্মনি আত্মাভিমানং বলং তদ্বিদ্ধিহেতুভূতং বাসনাবলং তন্নিমিত্তং দর্পং কামং कांधः পরিগ্রহং विম्**চ্য**, নির্মমঃ **সর্বেমু** অনাত্মীয়েষু আত্মীয়বুদ্ধিরহিতঃ শান্তঃ আত্মানুভবৈকস্থখঃ, এবংভুভো ধ্যানযোগং কুর্বন্ বন্ধভূয়ায় কল্পতে ব্রহ্মভাবায় কল্পতে সর্ববন্ধবিনিমুক্তো যথাবন্থিতম্ আত্মানং অনুভবতি ইত্যৰ্থঃ ॥ ৫১—৫৩ ॥

লঘুভোজী অর্থাৎ অত্যধিক ভোজন বা অত্যল্প ভোজনরহিত এবং ধ্যানের অমু-কূল, কায় মন এবং বাক্যযুক্ত — এবস্তৃত গুণগণবিশিষ্ট হইয়া মরণকাল পর্যন্ত সর্বদা धानियागिनिष्ठे शुक्रम मगुक्क्रभ देवतागु অবলম্বনপূর্বক অর্থাৎ ধ্যেয় বস্তু ভিন্ন অন্ত বিষয়ে সর্বদা দোষ দর্শনের জন্ম তৎপ্রতি ক্রমশঃ অধিকতর বৈরাগ্যবান হইয়া, দেহাল্লাভিমানরূপ অহংকার এবং অহং-কার বৃদ্ধির কারণরূপ প্রবল (মদীয়ত্ব) বাসনা এবং এই অহংকার মমকার (আমি, আমার) এই বিপরীত আদক্তির নিমিত্ত দর্প, কাম, ক্রোধের সম্বন্ধ পরিত্যাগ-পূর্বক, নির্মম অর্থাৎ আত্মা ভিন্ন সমস্ত বস্তুতে আগ্নীয়বুদ্ধিরহিত হইয়া শান্ত হন অর্থাৎ কেবলমাত্র আত্মঅহভবরূপ স্থথে ञ्चशी हन। এই क्रम खनगनिनिष्ठे शुक्रम ধ্যানযোগাভ্যাদের দারা \*ব্রহ্মভাবের পাত্র হইয়া থাকেন অর্থাৎ দেহাদি সর্ব বন্ধন বিনিমুক্তি পরিশুদ্ধ আত্মস্বরূপের অহভব করিয়া থাকেন ॥৫১—৫৩॥

বেহাভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাজ্জতি ! সমঃ সর্কেষু ভূতেষু মন্ডক্তিং লভতে পরাম্ ॥৫৪॥

সরলার্থ—

( অতঃপর ছইটা শ্লোকে আত্ম অমুভবের পর কি প্রকারে ভগবং-লাভ হয় তাহাই বলিতেছেন)।

বন্ধভাবপ্রাপ্ত অর্থাৎ যথাবস্থিত অপরিচ্ছিন্ন জ্ঞানস্বভাব আত্মস্বরূপের দর্শনপ্রাপ্ত পুরুষ প্রসন্নচিত্ত বা নির্মালচিত্ত সর্বপ্রকার শোকরহিত এবং আকাজ্জারহিত হন। সেইজ্ঞ সর্বভূতে সমবৃদ্ধি হইয়া তিনি আমার প্রতি অত্যন্ত প্রিয় অন্নভবন্ধপ পরাভক্তি লাভ করিয়া থাকেন ॥৫৪॥

শ্বতঃপর ঘুইটি শ্লোকের অর্থের সহিত অর্থ-সঙ্গতির জন্ম এই শ্লোকে 'ব্রহ্ম' শন্দে "পরিগুদ্ধ আত্মস্বরূপ" বুঝাইতেছে।

রামান্তজভাষ্য—

ব্রন্দভূতঃ আবিভূ তাপরিচ্ছিন্ন-

জ্ঞানৈকাকারমচ্ছেষ্টেতকস্বভাবাত্ম-

<mark>স্বরূপঃ। '</mark>ইতস্বস্থাং প্রকৃতিং বিদ্ধি যে

পরাম্।' ( ৭।৫ ) ইতি হি স্ব**শেষ**তা

উক্তা।

প্রদরাত্মা ক্লেশকর্মাদিভিঃ অকলুষ-

স্বন্ধাে মদ্ব্যভিরিক্তং ন কঞ্চন

ভূতবিশেষং প্রতি শোচতি ন কঞ্চন

কাজ্ঞতি; অপি জু মদ্ব্যতিরিক্তেমু

দর্বেষু ভূতেষু অনাদরণীয়তায়াং স্যো

নিখিলং বস্তুজাতং তৃণবৎ মন্তুমানো

মস্তক্তিং লভতে পরাম্।

বঙ্গান্থবাদ—

८य श्रेक्रस्यत অপরিচ্ছিন্ন কেবল জ্ঞানাকার আত্মস্বরূপের দাক্ষাৎকার হই-য়াছে এবং এই আত্মবস্ত একমাত্র আমার (সর্বেশ্বরের) শেষবস্তঃ\* বলিয়া যাহার নিকট আবিভূতি হইয়াছে অর্থাৎ যাহার সম্যক্ অমুভব হইয়াছে—তিনি ব্ৰহ্মভূত। শমস্ত আত্মবস্তুই যে সর্বেশ্বরের শেষবস্তু তাহা ইতিপূর্বে বলা হইয়াছে। যথা— "অচিৎরূপ এই অপরা প্রকৃতি হইতে ইহা (চিৎবস্ত বা আত্মবস্তুরূপ) পরাপ্রকৃতি নামক আমার অন্ত একটি প্রকৃতি জানিবে।" (এইরূপ ব্রহ্মভূত আছে পুরুষ) প্রসন্নাত্মা হয় অর্থাৎ ক্লেশ ও কর্মাদি দোষের দারা ছ নহে বলিয়া সে নির্মাল চিত্ত বা প্রসন্ন চিত্ত হয়, কোন প্রাণীবিশেষের জন্ম শোকও করে না এবং তাহাদের প্রতি কোন আকাজ্ঞাও পোষণ করে না, পরস্ত (শোক বা আকাজ্যারহিত বলিয়া ) সর্বপ্রাণীর প্রতি म नित्रां वर मरेष्य जूनातृषि হয়। ( সর্বত্র লাভ অথবা ক্ষতিবিষয়ে ) নিরপেক্ষ বলিয়া ব্রহ্মাদিন্তম্ব পর্যন্ত সমস্ত পদার্থকেই তৃণবৎ জ্ঞান করে। এইরূপ পুরুষ আমার প্রতি পরাভক্তি লাভ করিয়া থাকে।

\*শেষবস্তু—'অচিৎবৎ পরতন্ত্র, যথেষ্ট বিনিয়োগার্হ্ বস্তু' অর্থাৎ প্রভুর যথেচ্ছা-অনুষারী অচিৎ-বস্তুর স্থার ব্যবহারের উপরুক্ত বস্তু। (চিৎবস্তু বা আত্মবস্তু সর্বেখরের পরাপ্রকৃতি বা শ্রেষ্ঠ বিভৃতি। অতএব ঈশ্বরকর্তৃক ইহা যথেচ্ছা বিনিয়োগের উপরুক্ত বস্তু বা শেষবস্তু।) ময়ি সর্বেশ্বরে নিখিলজগত্ত্বস্থিতিপ্রলয়লীলে নিরস্তসমস্তহেরগন্ধে অনবধিকাতিশরাসংখ্যেরকল্যাণগুণগণৈকতানে লাবণ্যামৃতসাগরে শ্রীমতি পুগুরীকনয়নে
স্থামিনি অত্যর্থপ্রিয়াকুভবর্মপাং
পরাং ভক্তিং লভতে ॥৫৪॥

অভিপ্রায় এই যে, যিনি সর্বেশ্বর,
যিনি নিখিল জগতের উৎপত্তি স্থিতি
এবং প্রলয়রূপ লীলা করিয়া থাকেন,
যিনি সমস্ত হেয়গুণের লেশরহিত, যিনি
একমাত্র অনন্তকল্যাণগুণের আকর, সেই
লাবণ্য ও অমৃতের সাগর শ্রীসম্পন্ন কমললোচন প্রভু যে আমি, সেই আমার প্রতি
সে অত্যন্ত প্রীতিপূর্ণ অমুভবরূপ পরাভক্তি
লাভ করিয়া থাকে ॥৫৪॥

রামানুজভাষ্য — তৎফলম্ আহ — বঙ্গান্থবাদ—

এইন্নপ পরাভক্তির ফল কি তাহা বলিতেছেন—

ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চান্মি তত্ত্বতঃ। ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্ ॥৫৫॥:

সরলার্থ —

উক্ত প্রকার পরাভক্তির দ্বারা, আমি যে প্রকার স্বরূপ ও স্বভাব বিশিষ্ট এবং যে প্রকার গুণ ও বিভূতি বিশিষ্ট সেইরূপে আমাকে যথাতত্ত্ব জানিয়া থাকে। মদ্বিষয়ে এইরূপ তত্ত্বজানানন্তর অর্থাৎ আমার এই স্বরূপ, স্বভাব, গুণ এবং বিভূতির বিশদরূপ সাক্ষাৎকারের পরে এই পরাভক্তি অত্যন্ত পরিপক্ক হয়। তথন এই অতিশয়িত পরিপক্ক ভক্তির দ্বারা আমাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥৫৫॥

রামাত্বজভাষ্য—

স্বরূপতঃ স্বভাবতঃ চ যঃ অহং
গুণতো বিভূতিতো যাবান্ চ অহং
তং মাম্ এবংরূপয়া ভক্ত্যা তত্ত্তো
বিজানাতি। মাং তত্ত্তো জ্ঞাত্বা
তদনস্বরং তত্ত্বজানানন্তরং তত্তো
ভক্তিতো মাং বিশতে প্রবিশতি।

### বঙ্গান্থবাদ---

অমি যেপ্রকার স্বরূপবিশিষ্ট ও স্বভাববিশিষ্ট এবং যে প্রকার গুণবিশিষ্ট ও
বিভৃতিবিশিষ্ট, পূর্ব শ্লোকোক্ত পরাভক্তির
দারা সেইরূপ আমাকে যথাতত্ত্ব
যথার্থরূপে বিশদরূপে জানা যায়। এই
প্রকার আমাকে যথাতত্ত্ব জানিয়া এইরূপ
তত্ত্বজ্ঞান লাভের পর উক্ত পরাভক্তির
জন্ত সে আমার মধ্যে প্রবেশ করে।

তত্ত্বতঃ স্বরূপস্বভাবগুণবিভূতিদর্শনো-ত্তরকালভাবিস্থা অনবদিকাতি-শরভক্ত্যা মাং প্রাপ্নোতি ইত্যর্থঃ। অত্ত তত ইতি প্রাপ্তিহেতুতয়া নির্দিষ্টা ভক্তিঃ এব অভিদীয়তে। 'ভক্ত্যা ঘনস্থয়া শক্যঃ' (১১।৫৪) ইতি তত্ত্বা এব তত্ত্বতঃ প্রবেশহেতুতা-ভিধানাৎ ॥৫৫॥

অভিপ্রায় এই যে, আনার স্বরূপ, স্বভাব, গুণ এবং বিভূতি বথার্থরূপে (বিশদরূপে জ্ঞানের জন্ম) সাক্ষাৎকার হইবার পর তথন এই পরাভক্তি পরিপক্ষ বা গাঢ় অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এই অপার এবং অতিশয়িত ভক্তির দারা আনাকে প্রাপ্ত হয়। এস্থলে ভগবৎ-প্রাপ্তির কারণরূপে নির্দিষ্ট 'ততঃ' শব্দে 'তদনন্তর ভক্তির দারা' এই অর্থই বুঝাইতেছে, কারণ ইতিপূর্বে (১১।৪৫: শ্লোকে) 'অনম্থ-ভক্তির দারাই আনাকে তত্ত্বত প্রবেশ করিতে পারা যায়।'—এই বাক্যে ভক্তিই যে ভগবানের মধ্যে তত্ত্বত প্রবেশ করিবার হেতু তাহা (স্পষ্টরূপে) উপদিষ্ট, হইয়াছে।

রামাকুজভাষ্য-

এবং বণাঞ্জনোচিতনিত্যনৈমিত্তিককর্মণাং পরিত্যক্তফলাদিকানাং
পরমপুরুষারাধনরূপেণ অনুষ্ঠিতানাং
বিপাক উক্তঃ। ইদানীং কাম্যানাম্ অপি কর্মণাম্ উক্তেন এব
প্রকারেণ অনুষ্ঠীয়মানানাং স এব
বিপাক ইত্যাহ —

### বঙ্গান্থবাদ—

(ইতিপূর্বে) উক্ত প্রকারে ফলে এবং
কর্তৃত্বে অভিমান পরিত্যাগ করিয়া পর মপুরুষের আরাধনারূপে অস্টিত নিজ নিজ
বর্ণাশ্রমের অস্থা নিত্যনৈমিত্তিক কর্মের
চরম ফল কথিত হইয়াছে। এখন
বলিতেছেন যে, উপরি উক্ত প্রকারে
অস্টিত অস্থায় কাম্য কর্মেরও এইরূপ
পরিণাম হইয়া থাকে—

সর্ব্বকর্মাণ্যপি সদা কুর্ব্বাণো মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ। মংপ্রসাদাদবাপ্নোতি শাশ্বতং পদমব্যয়ম্ ॥৫৬॥

সরলার্থ-

( অতঃপর তিনটী শ্লোকে বলিতেছেন যে, সমস্ত কর্মের এমন কি কাম্যকর্মেরও কর্তৃত্ব আনাতে সমর্পণ করিলে, সমস্ত বিদ্ন উত্তীর্ণ হইয়া আমাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, কিন্তু নিজের কর্তৃত্ব অভিমান রাখিলে বিনষ্ট হয়।)

42

দর্বদা আমাকে বিশেষরূপে আশ্রয় করিয়া অর্থাৎ আমার উপর কর্মের কভূত্ব প্রভৃতি ছাড়িয়া দিয়া, সমস্ত কর্মেরই এমন কি কাম্য কর্মেরও অনুষ্ঠানকারী প্রুষ আমার রূপায় নিত্য এবং অব্যয় পদ প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ আমাকে প্রাপ্ত হয় ॥৫৬॥

রামান্ত্রজভায়—
ন কেবলং নিত্যনৈমিত্তিককর্মাণি
অপি তু কাম্যানি অপি সর্বাণি
কর্মাণি মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ ময়ি সংগ্রস্তকর্তৃত্বাদিকঃ কুর্বাণো সংপ্রসাদাং শাশ্বতং
পদম্ অব্যয়ম্ অবিকলং প্রাপ্রোতি ।
পদ্মতে গম্যতে ইতি পদম্; মাং
প্রাপ্রোতি ইত্যর্থঃ ॥৫৬॥

, বঙ্গান্থবাদ—

আমার আশ্রয় গ্রহণপূর্বক অর্থাৎ
কভূত্ব প্রভৃতি সমাক্রপে আমার উপর
ছাড়িয়া দিয়া, যে পুরুষ কেবল নিত্যনৈমিত্তিক কর্মই নহে এমন কি সমস্ত
কাম্যকর্মও যদি করিতে থাকে, তাহা
হইলে আমার অন্থ্রহে নিত্যপদ অব্যয়ভাবে বা অবিকলরপে (যথার্থর্নপে)
প্রাপ্ত হয়। যে বস্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়
তাহার নাম পদ। অত্তর্ব সদম্
আপোতি" এই বাক্যের তাৎপর্য —
আমাকে প্রাপ্ত হয়॥৫৬॥

যমাদ্ এবং তমাদ্—

| উপরোক্ত কারণে —

চেতস। সর্বকর্মাণি ময়ি সংশ্রস্থ মৎপরঃ। বুদ্ধিযোগমুপাশ্রিত্য মচিতঃ সততং ভব॥৫৭॥

সরলার্থ-

( ইতিপূর্বে কর্মান্মষ্ঠান বিষয়ে সাধারণ ভাবে উপদেশ দিয়া, এই শ্লোকে অর্জুনকে সম্বোধন করিয়া বিশেষভাবে উপদেশ দিতেছেন )।

বৈদিক এবং লৌকিক সমস্ত কর্ম আমার উপর সম্যক্রপে শুস্ত করিয়া মৎপরায়ণ হইয়া অর্থাৎ মৎপ্রাপ্তিই একমাত্র প্রয়োজন এইরূপ ভাবনাযুক্ত হইয়া কর্মাষ্ঠান করতঃ, এইপ্রকার দৃঢ় বিশ্বাসরূপ বুদ্ধিযোগ অবলখনপূর্বক তুমি সর্বদা মদ্গতিচিত্ত হও ॥৫৭॥

রামানুজভায্য--

চেত্রদা আত্মনো মদীয়ত্বমনিয়া
ন্যত্ববুদ্ধ্যা উক্তং হি 'ময়ি সর্বাণি

কর্মাণি সংস্কাধ্যাত্মচেত্রদা।' ( ৩।৩০ )

বঙ্গাহ্বাবাদ—

'মনে মনে দর্বকর্ম আমাতে খ্রন্ত করিয়া' এই উক্তি অমুসারে, 'আমি ভগবানের বস্তু এবং তাঁহার নিয়াম্য অর্থাং তিনি আমার নিয়ামক' মনে মনে এইক্লপ ভাবনা করিয়া সমস্ত কর্মের ইতি দর্বকর্মাণি সকর্ত্ত্বাণি সারাধ্যানি ময়ি দংগ্রস্থ মংপরঃ 'অহম্
এব ফলতয়া প্রাপ্যঃ' ইতি অনুসংদ্ধানঃ কর্মাণি কুর্বন্ ইমন্ এব
বৃদ্ধিযোগম্ উপাশ্রিত্য দততং মচ্চিত্তো
ভব ॥৫৭॥

কভূ ছি এবং আরাধ্য জ্বামাতে সম্যক্রূপে গ্রন্ত করিয়া, মংপরায়ণ হইয়া

ক্র্পাং 'আমিই (সর্কেশর) একমাত্র
ফলরূপী বা প্রাপ্যবস্তু' অর্থাৎ মংপ্রাপ্তিই
একমাত্র প্রয়োজন এইরূপ অম্পন্ধানপূর্বক
কর্মান্থটান কর। এইরূপ ভাবনায়
দূচবিশ্বাসী এবং দূচবুদ্ধিযুক্ত হইয়া নিরন্তর
মদ্গতিচিত্ত হইয়া অব্স্থান কর॥৫৭॥

এবম্-

অতএব—

মচ্চিত্তঃ সর্বত্নগাণি মৎপ্রসাদাৎ তরিয়াসি। অথ চেৎ ত্বমহঙ্কারার শ্রোয়াসি বিনজ্জ্যসি ॥৫৮॥

সরলার্থ-

উক্ত প্রকারে মদ্গতচিত হইয়া অর্থাৎ কভূতি অমুসন্ধান আমাতে সমর্পণপূর্বক সমস্ত কর্মের অমুষ্ঠান করিলে আমার প্রসাদে মৎপ্রাপ্তি প্রতিবন্ধক সমস্ত বিদ্ন উত্তীর্ণ হইবে। আমার এই উপদেশের পরেও অহন্ধারবশতঃ আমার এই হিত-উপদেশ যদি প্রবণ না কর, তাহা হইলে বিনষ্ট হইবে ॥৫৮॥

রামানুজভাষ্য—

মচিত সর্বকর্মাণি কুর্বন্ সর্বাণি সাংসারিকাণি ছর্গাণি মংপ্রসাদাদ এব তরিষ্যদি। অথ ছম্ অহংকারাদ্ অহম্ এব কৃত্যাকৃত্যবিষয়ং সর্বং জানামি ইতি ভাবাৎ মছকেং ন শ্রোষ্যদি চেদ্ বিনজ্জ্যদি নষ্টো ভবিষ্যদি। ন হি কশ্চিদ্ মন্থ্যতিরিক্তঃ কৃৎস্বস্থ প্রাণিজ্যাত কৃত্যাকৃত্যমোঃ জাত্য কৃত্যাকৃত্যমোঃ জাত্য

বঙ্গান্থবাদ---

উক্তপ্রকারে মদ্গত চিন্ত হইয়া অর্থাৎ
কর্তৃত্ব অনুসন্ধান আমাতে সমর্পণপূর্বক
সমন্ত কর্মের অনুষ্ঠান করিলে মৎপ্রাপ্তির
প্রতিবন্ধকর্মপ সমন্ত বিদ্ন উন্তীন হইবে।
পরস্ত যদি তৃমি 'আমি নিজেই সমন্ত
কর্ত্ব্য এবং অকর্ত্ব্যবিষয়ে উন্তমরূপে
জানি' এইরূপ অহংকারবশতঃ আমার
হিত-বচনে কর্ণপাত না কর তাহা হইলে
তুমি বিনপ্ত হইবে। কারণ আমি ভিন্ন আর
অপর কেহই নাই যে সমগ্র প্রাণীমাত্তের
কর্ত্ব্য অকর্ত্ব্যবিষয়ে অবগত আছে এবং
দেই সকল বিষয়ে শাসন বা নিয়মন
করিতে সমর্থ হয়॥৫৮॥

যদহঙ্কারমাঞ্জিত্য ল যোৎস্থা ইতি মন্ত্রসে। মিথ্যেষ ব্যবসায়ন্তে প্রকৃতিস্থাং নিয়োক্ষ্যতি ॥৫৯॥

সরলার্থ—( বঙ্গান্থবাদ দ্রপ্টব্য ) রামান্থজভায়্য— •

যদ্ অহংকারম্ আত্মনি হিতাহিত-

জ্ঞানে স্বাতন্ত্র্যাভিয়ানম্ আশ্রিত্য

बिद्यांशब् जनाषृष्ठा 'न त्यारत्य'

ইতি মন্ত্ৰেণ এষ তে স্বাভল্ক্যব্যবসায়ে

মিখ্যা ভবিষ্যতি। যতঃ প্রকৃতিঃ স্বাং

যুদ্ধে নিয়োক্যতি; মৎস্বাতজ্যোদ্বিগ্ন-

মনসং ত্বাম্ অক্তং প্রকৃতিঃ নিয়ো-

ক্ষ্যতি ॥৫৯॥

রামামুজভায়া— ভদ্ উপপাদয়তি— বঙ্গান্থবাদ-

যদি তুমি অহংকারের বশে অর্থাৎ 'আমার হিতাহিত সমস্ত বিষয় আমি জানি' এই কপ সতস্ত্রতাবশতঃ আমার উপদেশ অনাদর করিয়া 'আমি যুদ্ধ করিব না' এই কপ মনে কর, তাহা হইলে তোমার স্বাতস্ত্র্যজনিত এই সিদ্ধান্ত মিথ্যা হইবে, কারণ তোমার প্রকৃতি (ক্ষত্রিয়-স্ভাব) তোমাকে যুদ্ধে নিয়োগ করিবে অর্থাৎ আমার স্বাতস্ত্র্য-বিষয়ে সন্দিশ্ধ, অতএব তখন উদ্বিগ্নচিত্ত অজ্ঞ তোমাকৈ তোমার প্রকৃতি (ক্ষত্রিয়-স্থাব) বলপ্র্বাক যুদ্ধে নিয়োগ করিবে।

(অভিপ্রায় এই যে, আমার উপদেশ
অম্যায়ী যদি কর্ম কর তাহা হইলে সর্বজ্ঞ
আমি তোমার সেই কর্ম বিষয়ে সমস্ত
ভার লইব, কিন্তু যদি তুমি আমার
আদেশ উল্লজ্জন কর, তাহা হইলে আমি
উদাসীন থাকিব এবং তখন নিজ
স্বভাবের বশবর্তী হইয়া তুমি অহিত
বিষয়ে প্রবৃত্ত হইবে) ॥৫১॥

বঙ্গান্থবাদ—

পূর্ব শ্লোকোক্ত অর্থ বিশ্লেষণ করিতেছেন-

স্বভাবজেন কৌস্তেয় নিবদ্ধঃ স্বেন কর্মণা। কর্ত্ত্ত্ব্বিচ্ছসি যন্মোহাৎকরিয়াস্থাবশোহপি তৎ ॥৬০॥

সরলার্থ---

হে অৰ্জুন, ক্ষত্ৰিয়-ধৰ্মৰূপ তোমার স্বভাবগত নিজ কৰ্মের দ্বারা সম্বাযুক্ত তুমি অজ্ঞানবশতঃ, যুদ্ধৰূপ যে কৰ্ম করিতে ইচ্ছা করিতেছ না তাহা কিন্তু ক্ষত্ৰিয়-প্রকৃতির বশবন্তী হইয়া অবশভাবে তোমাকে করিতেই হইবে ॥৬০॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

রামাত্মজভাষ্য—

স্বভাবজং হি ক্ষত্তিয়শ্য কর্ম শোর্যং স্বভাবজেন শোর্যাখ্যেন স্বেন কর্মণা নিবদ্ধঃ তত এব অবশঃ পরিঃ ধর্মণম্ অসহমানঃ ত্বম্ এব তদ্ যুদ্ধং করিষ্যদি; যদ্ ইদানীং মোহাদ্ অজ্ঞানাৎ কতুং ন ইচ্ছদি॥৬০॥

### বঙ্গান্থবাদ-

ক্ষত্রিরের বভাবগত কর্ম হইতেছে
শৌর্য। স্বাভাবিক শৌর্যরূপ নিজ্ঞ কর্মদারা তুমি আবদ্ধ আছ। ইহার জন্ত
অপরকভূকি অপমান সন্থ করিতে না
পারিয়া অবশ হইয়া তুমি নিজেই এই যুদ্ধ
করিবে — যে যুদ্ধ (স্বজন-বধের হেতু
বলিয়া) এখন তুমি মোহবশতঃ বা
অজ্ঞানবশতঃ করিতে অনিচ্ছুক ॥৬০॥

### রামাত্রজভাষ্য —

সর্বং হি ভূতজাতং সর্বেশ্বরেণ ময়া পূর্বক্মানুগুণ্যেন প্রকৃত্যন্থ-বর্জনে নিয়মিতম্, তৎ শৃণু—

# বঙ্গাহুবাদ --

সমস্ত জীবমাত্তেই যে তৎক্বত পূর্ব পূর্ব জন্মের কর্ম-অম্প্রণ প্রাপ্ত নিজ মভাবের অম্যায়ী সর্কনিয়ন্তা আমাকন্ত্ ক পরিচালিত হয়, সে বিষয় তুমি শ্রবণ কর!

ঈশ্বরঃ সর্বস্থৃতানাং হৃদ্দেশেহর্জুন তিষ্ঠতি। জান্যুন্সর্বস্থৃতানি যন্ত্রারুঢ়ানি নায়য়া॥৬১॥

সরলার্থ-

হে অর্জুন, সর্বনিয়ন্তা পরমেশ্বর, সকল জীবের হাদয়ে অবস্থান করত: প্রবৃত্তিনিবৃত্তিবিশিষ্ট শরীরক্ষপ রথে আক্ষঢ় সমস্ত জীবগণকে) সন্থাদি ত্রিগুণময়ী মায়ার দ্বারা)
তাহাদের নিজ নিজ পূর্ব বাসনাজনিত স্বভাবের অমৃগুণ প্রবৃতিত করিয়া থাকেন ॥৬১॥

# রামান্নজভাষ্য—

ঈশর: সর্বনিয়মনশীলো বাস্থদেবঃ
সর্বভূতানাং হুদ্দেশে সকলপ্রবৃত্তিনিবৃত্তি।
মূলজ্ঞানোদয়ে দেশে তিষ্ঠতি। কথং
কিং কুর্বন্ তিষ্ঠতি? যন্ত্রাক্ষঢ়াণি

#### বঙ্গাহ্যবাদ—

না বাস্থদেবঃ
না বাস্থদেবে
বাস্থানিবা
প্রিল্লিবা
প্রিলিবা
প্রলিবা
প্রিলিবা
প্র

সর্বভূতানি মায়য়া প্রাময়ন্
স্থেন এব নির্মিতং দেহেন্দ্রিয়াবস্থপ্রকৃত্যাখ্যং যন্ত্রম্ আরুঢ়ানি
সর্বভূতানি স্বকীয়য়া সন্থাদিগুণময়য়া মায়য়া গুণানুগুণং প্রবর্তয়ন্
তিষ্ঠতি ইত্যর্থঃ।

পূর্বম্ অপি এতদ্ উক্তম্ 'সর্বস্থ চাহং হুদি সন্নিবিষ্টো মন্তঃ স্মৃতিজ্ঞান-মপোহনং চ' (১৫।১৫) ইতি 'মন্তঃ সর্বং প্রবর্ততে' (১০।৮) ইতি চ। শুভিশ্চ —'য আজনি তিষ্ঠন্' (শতঃ ব্রাঃ ১।১৩।১) ইত্যাদিকা ॥৬১॥ যন্ত্রারূচ সমস্ত জীবকে মায়ার দারা ভ্রমণ করাইবার উদ্দেশ্যে অবস্থান করেন। অভিপ্রায় এই যে ভগবান নিজেই জীব-সমূহের জন্ত তাহাদের নিজ নিজ প্রকৃতি সহ দেহ এবং ইন্দ্রিয়রূপ যন্ত্র নির্মাণ করিয়া তন্মধ্যে সমস্ত জীবগণকে অধিষ্ঠিত করিয়া সম্থাদি ত্রিগুণমন্থী নিজ মায়ার দারা তাহাদের নিজ নিজ প্রকৃতির অন্তর্গণ করেন।

ইতিপূর্বেও এইরপ উক্ত হইয়াছে—
'আমি সকলের হৃদয়ে সনিবিষ্ট আছি,
আমা হইতেই স্মৃতি জ্ঞান এবং বিস্মৃতিও
উৎপন্ন হইয়া থাকে' 'আমাকত্ব ক সকলে
প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে'। শ্রুতিও এই
কথা বলিতেছেন। যথা—'যিনি আজার
মধ্যে অবস্থিত হইয়া আত্মাকে নিয়মন
(পরিচালিত) করেন'।॥৬১॥

রামানুজভাষ্য— এতন্মায়ানিবৃত্তিহেতুম্ আহ—

বঙ্গাগুবাদ —

(৫৯, ৬০ শ্লোকে বর্ণিত) এই মোহ যে কি উপায়ে নিবৃত্ত হইতে পারে তাহা বলিতেছেন—

তমেব শরণং গচ্ছ সর্বভাবেন ভারত। তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাক্ষ্যসি শাশ্বতম্॥৬২॥

সরলার্থ-

হে অর্জুন, তুমি সেই সর্বনিয়ন্তা পরমেশ্বকেই সর্বভাবে অর্থাৎ উপদেষ্টা, উপায় এবং উপেয় বা প্রাপ্যবস্তু ভাবিয়া তাঁহার শরণ লও। তাঁহার অম্এহে সর্ব কর্মনিবৃত্তিরূপ উৎক্ট শান্তি লাভ করিবে এবং পুনরাবৃত্তিরহিত নিত্য স্থান প্রাপ্ত হইবে ॥৬২॥

রামানুজভাষ্য-

যম্মাদ্ এবং তম্মাৎ তগ্ এন সর্বস্থ প্রশাসিতারম্ আশ্রেতবাৎসল্যেন ত্বৎসারথ্যে অবস্থিতম্ 'ইথাং কুরু' ইতি চ প্রশাসিতারং মাং সর্বভাবেন সর্বাত্মনা শরণং গচ্ছ অনুবর্ত্তস্থ। অন্যথা তন্মায়াপ্রেরিতেন অজেন ত্বরা যুদ্ধাদিকরণম্ অবজনীয়ম্, তথা ভবিশ্বসি । অভো नदर्श মত্বক্তপ্রকারেণ যুদ্ধাদিকং ইত্যর্থঃ। এবং কুর্বাণঃ তৎপ্রদাদাৎ শান্তিং সর্বকর্মবন্ধোপশ্যনং পরাং শাশ্বতং স্থানং व्याभागि। D যদৃত্যভিধীয়তে শ্রুতিশতৈঃ—

'তি বিক্ষোঃ পরমং পদং সদী পশুন্তি

স্থরয়ঃ।' (ঋঃ সংঃ ১ বিছে। ) 'তে হ

নাকং মহিমানঃ সচন্ত যত্র পূর্বে সাধ্যাঃ

সন্তি দেবাঃ।' (যজুঃ সংঃ ৩১ বিছে)

'যত্র ঋষয়ঃ প্রথমজা যে পুরাণাঃ।'

'পরেণ নাকং নিহিতং গুহায়াম্' (মহানাঃ
৮ বি ১ ) 'যো অস্তাধ্যকঃ পরমে ব্যোমন্।'

বঙ্গান্থবাদ—

থেহেতু ঈশ্বর নিজ মায়ার দারা সকলকে নিয়মন (পরিচালিত) করেন এবং প্রবর্তিত করেন সেই জন্ম তাঁহাকে, অর্থাৎ সকলের শাসক হইয়াও আশ্রিতের প্রতি বাৎসল্য হেতু তোমার সারথীরূপে 'এইপ্রকার অবস্থিত হইয়া এইরপে উপদিষ্টা (পরমেশ্বর) আমাকে, সর্বভাবে সর্বপ্রকারে শরণ লও অর্থাৎ जागात जारान जर्गाशी कर्म कत, নচেৎ আমার সেই মায়ার বশবর্জী হইয়া অজ্ঞ তোমাকত্তি যুদ্ধকরণ. অবশৃন্তাবী হইবে এবং অজ্ঞতাজনিত এই যুদ্ধকরণে তুমি বিনষ্ট হইবে। অতএব (কর্ত্তৃত্ব আমার উপর অর্পণ করিয়া নিষামভাবে) মৎকর্তৃক উপদিষ্ট প্রকারে যুদ্ধ এইরূপ করিলে আমার প্রসাদে কর্মজনিত সংসার-বন্ধনের নিবৃত্তিরূপ পরাশান্তি এবং (অপুনরাবৃত্তিরূপ) শাশ্বত বা নিত্যস্থান প্রাপ্ত হইবে।

এই শাখত স্থান বা প্রমপদের কথা বহু শ্রুতিবাক্য বর্ণনা করিতেছেন—'সেই' বিফুর প্রমপদকে স্থ্রীলোক (প্রপূর্ণ জ্ঞানিগণ) দদা দর্শন করিয়া থাকেন।' 'যে স্থানে প্রথম হইতে সিদ্ধ দেবগণ নিবাস করেন, সেই মহাস্থাগণ নিশ্চয়ই সেই স্থানে যাইয়া থাকেন।' 'সর্বপ্রথম জাত পুরাতন ঋষিগণ যে স্থানে অবস্থান করেন' 'প্রমপ্রক্ষের দারা হৃদয়গুহাতে নিহিত' 'যিনি ইহার অধ্যক্ষ তিনি প্রম ব্যোমে (প্রমপদ প্রীবৈকুঠে) বিরাজ

( ঋ: দং: ৮। ৭। ১৭। ৭) 'অথ যদত: পরে। দিবো জ্যোতিদীপ্যতে' (ছাঃ উঃ ৩। ১৩। ৭) 'সোহধ্বন: পারমাগোতি তদিষ্ণোঃ পরমং পদম্' (কঃ উঃ ১। ৩। ইত্যাদিভিঃ ॥ ৬২॥

করেন', 'অনন্তর এই 'ছ্যলোকের উপর যে জ্যোতি প্রকাশিত আছে', 'তিনি পথের পরপারে পৌছান, দেই স্থান শ্রীবিষ্ণুর পরমপদ (বৈকুণ্ঠ)', প্রভৃতি ॥৬২॥

# ইতি তে জ্ঞানমাখ্যাতং গুক্ত্যাদ্গুগুতরং ময়া। বিষ্ঠেশ্যতদশেষেণ যথেচ্ছসি তথা কুরু ॥৬৩॥

#### সরলার্থ-

(এক্ষণে ভগবান গীতা শাস্ত্রে উপদিষ্ট সমগ্র অর্থের উপসংহার করিতেছেন)।
হে অর্জ্র্ন, গীতায় এই অবধি আমি তোমাকে (সর্গাদি ঐহিক বস্তুর প্রাপক)
সকল প্রকার গুছ জ্ঞান হইতেও অধিকতর গুছ (মোক্ষসাধক—কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ
ও ভক্তিযোগরূপ) জ্ঞানের বিষয় উপদেশ দিলাম। এই উপদেশ ভূমি সম্যক্রপে
বিচার পূর্বক তোমার অধিকারের অনুগুণ কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ বা ভক্তিযোগ যেটী
ইচ্ছা হয় সেইটীর অনুষ্ঠান কর ॥৬৩॥

# রামাকুজভাষ্য—

ইতি এবং তে মুমুক্ষুভিঃ অধিগন্তব্যং জ্ঞানং সর্বস্মাদ্ গুঞ্চাদ্ গুঞ্চতরং
কর্মযোগবিষরং জ্ঞানযোগবিষরং
ভক্তিযোগবিষরং চ সর্বম্ আখ্যাতম্।
এতদ অশেবেণ বিমৃশ্য স্বাধিকারাকুরূপং
যথা ইচ্ছদি তথা কুরু, কর্মযোগং
জ্ঞানং ভক্তিযোগং বা যথেষ্টম্
আতিষ্ঠ ইত্যর্থঃ॥৬৩॥

### বঙ্গান্তবাদ-

সর্বগুহতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ।
ইপ্টোহসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্ ॥৬৪॥
মন্মনা ভব মন্ডক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈয়াসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োহসি মে ॥৬৫॥
সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
জহং তা সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িয়ামি মা শুচঃ॥৬৬॥

#### সরলার্থ-

(গীতা শাস্ত্রে উপদিষ্ট ভগবৎপ্রাপ্তির উপায়রূপ কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ এবং ভক্তিযোগ এই তিনটীর মধ্যে অব্যবহিত ভাবে মোক্ষ-সাধক বলিয়া ভক্তিযোগের শ্রেষ্ঠতা হেতু পুনরায় তদ্বিবয়ে নিয়োক্ত তিনটী শ্লোকে উপদেশ দিতেছেন।)

সরলার্থ—( বঙ্গান্থবাদ দ্রপ্টব্য ) ॥৬৪॥

আমার ভক্ত হইয়া অর্থাৎ আমার প্রতি অত্যন্ত প্রীতিযুক্ত হইয়া, মন্মনা হও অর্থাৎ আমার বিষয়ে সম্পূর্ণ মনোনিবেশ কর, আমার আরাধনা এবং আমায় নমস্কার কর অর্থাৎ আমার প্রতি সর্বদা বিনম্র থাক। প্রীতিপূর্বক এইরূপ করিলে আমাকেই প্রাপ্ত হইবে। যেহেতু তুমি আমার প্রিয় সেই জন্ত তোমার নিকট এবিষয়ে প্রতিজ্ঞাকরিতেছি যে এই উপদেশটি সত্য বা যথার্থ এ৬৫॥

কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগরূপ সমস্ত ধর্মাম্টানে নিজের ফল ও কর্তৃ ছাদির অমুদর্মান পরিত্যাগ করিয়া, একমাত্র আমারই শরণ গ্রহণ কর, অর্থাৎ একমাত্র আমাকেই কর্ত্তা, আরাধ্য প্রাপ্য এবং উপায়রূপে অমুদ্রমান কর। প্রীতিপূর্বক উক্তপ্রকারে আরাধিত হইয়া আমি মৎপ্রাপ্তির প্রতিবন্ধক সমস্ত পাপ হইতে তোমাকে বিমুক্ত করিব। তুমি নিশ্চিন্ত থাক—শোক করিও না ॥৬৬॥

#### রামাত্মজভাষ্য —

সর্বেষ্ণ এতেষু গুছেষু ভক্তিযোগস্থা ভেজিষাদ্ গুলতমন্ ইতি পূর্বন্ এব উক্তম্ 'ইদং তু তে গুলতমং প্রবক্ষ্যাম্যন-স্মবে।' (৯০১) ইত্যাদৌ। ভূয়: অপি তিষিষ্কাং পরমং মে বচঃ শৃণ্, ইষ্টঃ অসি মে দৃঢ়ম্ ইতি ততঃ তে হিতং

#### বঙ্গান্তবাদ —

পূর্বোক্ত তিনটি গুহুতত্ত্বের মধ্যে ভক্তিযোগ সর্বশ্রেষ্ঠ, অতএব ইহা গুহুতম। এই বিষয়ে পূর্বেও কথিত হইয়াছে—'অস্মারহিত তোমাকে এই গুহুতম তত্ত্বের কথা বলিতেছি'(৯।১) প্রভৃতি বাক্যে। এই সর্বশ্রেষ্ঠ গুহুতম বিষয়ে আমার সর্বোৎক্লন্ত বাক্য ভূমি পুনরায় শ্রবণ কর। ভূমি নিশ্চয় আমার অত্যন্ত প্রিয়, সেইজন্ত তোমায় হিতবাক্য বলিতেছি॥৬৪॥

বেদাভেষু — 'বেদাহমেতং প্রুষং

মহাস্তমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।'

(শ্বঃ উঃ ৩৮) 'তমেবং বিদ্বানমৃত ইহ

ভবতি ৷' নামঃ পন্থা বিঅতেহয়নায়'

(শ্বে: উ: ৩৮) ইত্যাদিষু বিহিতং

(वषनभ्रात्नाशांत्रनाषिणकवाह्यः

দর্শনসমানাকারং স্মৃতিসংসন্তানম্

অত্যৰ্থপ্ৰিয়ন্ ইহ 'মন্মনা ভব' ইতি বিধীয়তে।

মন্তক্তঃ অত্যর্থং মৎপ্রিয়ঃ অত্যর্থমৎপ্রিয়ন্থেন চ নিরতিশয়প্রিয়াং
স্মৃতিসংততিং কুরুদ্ধ ইত্যর্থঃ।
মন্তাজী তত্ত্রাপি মন্তক্ত ইতি অনুমন্তাতে। যজনং পুজনম্, অত্যর্থপ্রিয়মদারাধনপরো ভব। আরাধনং হি পরিপূর্ণ শেষরৃত্তিঃ।

(প্রথমে 'মন্মনা' শব্দের প্রকৃত অর্থ "অন্ধকারের বিশদরূপে বলিতেছেন )। অতীত স্থ্যসদৃশ প্রকাশমান (জ্যোতি-র্ময়) এই পুরুষকে আমি "তাঁহাকে (পরমেশ্বকে) এই প্রকারে জ্ঞাতাপুরুষ এখানে অমৃত অতীত ) হইয়া যায় । 'পরমপদ প্রাপ্তির জন্ম অন্তকোন পন্থা নাই।<sup>?</sup> শ্রুতিবাক্যে বেদান্ত বিহিত জ্ঞানবাচক धान, छेेेेेेे छेेे প্রভৃতি শব্দে নিদিষ্ট, যেন সাক্ষাৎ দর্শন করিতেছি এইরপ প্রত্যক্ষ জ্ঞানের তুল্য তৈলধারার অবিচ্ছিন্ন প্রিয় ভায় (ভগবৎ-বিষয়ক ) স্মৃতিরূপ জানকে এস্থলে 'মন্মনা' শব্দে নিহিত হইয়াছে। 'মন্মনা হও' অর্থাৎ মদ্বিষয়ে অনবরত প্রীতিকর অত্যন্ত চিন্তাযুক্ত অবিচ্ছিন इउ' — এই ভক্ত 'আমার इउ। বাক্যের অর্থ, আমি তোমার অত্যন্ত আমার ভক্ত হইয়া মন্না হও। প্রিয়। এই বাক্যের অভিপ্রায় এই যে—'আমি তোমার অত্যন্ত প্রিয়' এইরূপ ভাবনাযুক্ত হইয়া, তুমি প্রিয় गन् विषर्य অত্যন্ত প্রীতিপূর্বক চিন্তা নিরন্তর নিরতিশয় করিতে থাক। "मन-याषी হও" আমার যজনা কর, 'যজন' শব্দের অর্থ পূজন বা আরাধনা। এখানেও 'মদ্যাজী' শব্দের সহিত 'মদ্-ভক্ত' শব্দের श्रुराव। এই রাখিতে তাৎপর্য যে, অত্যন্ত প্রিয় আমার আরাধনাপরায়ন পরিপূর্ণ इ७। শেষবৃত্তির\* নাম

<sup>\*</sup> পরিপূর্ণ শেষবৃত্তি—সম্পূর্ণ 'শেষ' বস্তুর স্থায়
বৃত্তিিশিষ্ট বা আচর্ণনীল। শেষবস্তু—অচিংবস্তুর
ন্থায় (ঈশর কর্তুক) যেনন ইচ্ছা সেইভাবে
ব্যবহারের যোগ্যবস্তু অর্থাৎ নিজের স্বতন্ত্রতাবিহীন ঈশরের সম্পূর্ণ পরতন্ত্র বা অধীন বস্তু।

गाः नमकुक नदमा नमनः मशि জাতিমাত্রপ্রহ্বীভাবং অত্যর্থপ্রিয়ং কুরু ইত্যর্থঃ। এবং বর্ত্তমানো গাম্ এব এয়দি ইতি এতৎ দত্যং তে প্রতিজানে তব প্রতিজ্ঞাং করোমি, ন উপচ্ছন্দমাত্রং যতঃ ত্বং প্রিয়ঃ অসি নে 'প্রিয়োহি জ্ঞানিনোহত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ' ( ৭।১৭ ) ইতি পূর্বম এব উক্তম্। যস্ত ময়ি অতিমাত্রপ্রীতিঃ বৰ্ত্ততে মম অপি তক্মিন্ অভিমাত্ত-প্রীতিঃ ভবতি ইতি তদিয়োগম অসহমানঃ অহং তং মাং প্রাপয়ামি, তাতঃ সত্যম্ এব প্রতিজ্ঞাতং, মাম্ এব এয়সি ইভি ॥৬৫॥

কর্মবোগজ্ঞানযোগভক্তিযোগরূপান্ সর্বান্ ধর্মান্ পরমনিঃশ্রোয়সসাধনভূতান্ মদারাধনবেন অতিমাত্র
প্রীত্যা যথাধিকারং কুর্বাণ এব
উক্তরীত্যা ফলকর্মকর্তৃত্বাদিপরিত্যাগেন পরিত্যজ্য মান্ একম্ এব
কর্তারম্ আরাধ্যং প্রাপ্যম্ উপায়ং
চ অনুসন্ধংশ্ব।

আরাধনা। "আমাকে নমস্কার কর" — 'নমঃ' শব্দের অর্থ নমন্ বা নত হওয়া। ("মাং নমস্কুরু" এই বাক্যের সহিতও 'মদ্ভক্ত' শব্দের সম্বন্ধ রাখিতে হইবে)। অভিপ্রায় এই যে, অত্যন্ত প্রিয় আমার প্রতি অতিশয় নম্রভাব অবলম্বন কর। এইপ্রকার আচরণ দারা তুমি আমাকেই প্রাপ্ত হইবে—আমার এই কথা যে সত্য তাহা আমি তোমার নিকট প্রতিজ্ঞা করিতেছি। তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয়, অতএব ভক্তিবিষয়ক আমার এই বাক্য কেবল खোক বাক্য নহে, "আমি জ্ঞানীর (আমার জানী ভক্তের) অত্যন্ত প্রিয় এবং দেও আমার প্রিয়।" এই কথা ইতিপূর্বে কথিত হইয়াছে। অভিপ্ৰায় এই যে—আমার প্রতি যাহার অত্যন্ত অধিক, তাহার প্রতি আমারও প্ৰীতি অত্যন্ত অধিক হয়। অতএব এইরূপ ভক্তের বিশ্লেশ সহনে অসমর্থ হইয়া ভাহাকে আমি নিজেকে প্রাপ্ত সেই করাইয়া থাকি। জন্ম, वागारकरे थाथ रहेरव"—वागात এरे প্রতিজ্ঞা বাক্য যথার্থ ই সত্য ॥৬৫॥

পর্ম মঙ্গল প্রাপ্তির (মোক্ষপ্রাপ্তির এবং ভগবৎ-প্রাপ্তির) উপায়ভূত কর্মযোগ, এবং ভক্তিযোগরূপ ব্যাপার জ্ঞানযোগ **हिमा**रि আমার আরাধনা তোমার অধিকার বা রুচি অহুসারে অত্যন্ত প্রেমের সহিত অহুষ্ঠান করিতে থাক, এবং এইরূপ অনুষ্ঠানে :কান ফল ও কর্তৃত্ব প্রভৃতির অভিলাষ পরিত্যাগ একমাত্র আমাকেই এইরূপ অহুষ্ঠানের কর্ত্তা, আরাধ্য, প্রাপ্য এবং উপায়রূপে অনুসন্ধান কর। (যে হেতু), এইরূপ

এষ এব সর্বধর্মাণাং শান্ত্রীয়পরিত্যাগঃ ইতি 'নিক্ষং শৃণু মে
তত্র ত্যাগে ভরতসভ্য। ত্যাগো হি
প্রব্যাঘ ত্রিবিধঃ সংপ্রকীতিতঃ॥'
(১৮।৪) ইত্যারভ্য 'দঙ্গং ত্যক্ত্বা
ফলং চৈব দ ত্যাগঃ দান্ত্রিকা মতঃ।'
(১৮।৯) 'ন হি দেহভূতা শক্যং
ত্যক্তব্রং কর্মাণ্যশেষতঃ। যন্ত্র কর্মফলত্যাগী দ ত্যাগীত্যভিধীয়তে॥' (১৮।১১)
ইতি অধ্যায়াদো স্পৃদৃদ্দ্ উপপাদিত্র্য্।

অহং তা সর্বপাপেভ্যো মোক্ষরিয়ামি

এবং বর্তমানং তাং মৎপ্রাপ্তিবিরোধিভ্যঃ অনাদিকালসঞ্চিতানন্তাক্বত্যকরণক্বত্যাকরণরপেভ্যঃ
সর্ব্বেভ্যঃ পাপেভ্যো মোক্ষরিযামি মা শুচঃ শোকং মা কুথাঃ

অথবা সর্ব্বপাপবিনিমুক্তাত্যর্থ-ভগবৎপ্রিয়পুরুষনির্বত্য ছাদ্ ভক্তি-যোগস্থা তদারম্ভবিরোধিপাপানাম্ আনস্ত্যাৎ চ তৎপ্রামন্চিত্তর্মপৈঃ

ত্যাগই সমস্ত ধর্মের শাস্ত্রীয় পরিত্যাগ। এই সিদ্ধান্ত অধ্যায়ের প্রথমে দুচুরূপে প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। যথা—'হে অর্জুন, কর্মসম্বনীয় ত্যাগের বিষয়ে আমার যাহা নিশ্চিত সিদ্ধান্ত তাহা শ্রবণ কর। পুরুষদিংহ, তিন প্রকার ত্যাগ কীত্তিত হইয়া থাকে ।' এইস্থল হইতে আরম্ভ করিয়া 'কর্মে আসক্তি এবং অভিসন্ধি ত্যাগই সাত্ত্বিক ত্যাগ —এই আমার অভিমত।' এই অবধি; এবং 'দেহধারী জীব কৰ্মকে অশেষরূপে পরিত্যাগ করিতে (কর্মের স্বন্ধপ ত্যাগে) मगर्थ रुग ना। किन्छ (य शूक्ष कला जिमिन्न ত্যাগ করিয়া কর্ম করে সেই ত্যাগী বলিয়া অভিহিত হয়।'

আমি তোমাকে সমস্ত পাপ হইতে বিনিমুক্তি করিব অর্থাৎ এই প্রকারে (কর্তৃত্ব, ফল প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া) উক্ত ধর্মামুগ্রান করিলে আমাকে প্রাপ্তির বিরোধী সমস্ত পাপ হইতে অর্থাৎ বিহিত কর্মের অকরণ এবং নিষিদ্ধ কর্মের অমুগ্রানজনিত অনাদিকাল হইতে সঞ্চিত যে সমস্ত পাপ সেই পাপ হইতে বিমুক্ত করিয়া দিব। তুমি শোক করিও না।

(ভাষ্যকার অন্তপ্রকারে এই শ্লোকের 
অর্থ যোজনা করিতেছেন) — অথবা, 
সর্বপাপ হইতে বিনিমুক্তি ভগবানের 
অত্যন্ত প্রিয় পুরুষ কর্তৃকই ভক্তিযোগ 
অম্টিত হইতে পারে। এই ভক্তিযোগ 
আরম্ভের প্রতিবন্ধকর্মপ পাপ অনন্ত।

ধর্মৈঃ অপরিমিতকালকুতৈঃ তেষাং
প্রস্তরতরা আত্মনো ভক্তিযোগারস্তানর্হতাম্ আলোচ্য শোচতঃ
অজ্জুনস্ত শোকম্ অপনুদন্ শ্রীভগবান্ উবাচ— সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মাম্
একং শরণং ব্রজ ইতি।

ভক্তিযোগারম্ভবিরোধ্যনাদিকাল-मिक्कानाविधान खभाभानु खनान् তৎপ্রায়শ্চিত্তরপান্ কৃচ্ছ্রচান্ত্রায়ণ-কুষাগুবৈখানরপ্রাজাপত্যব্রাতপতি-পবিত্তেষ্টিত্তিবৃদ্যিষ্টোমাদিকান্ নানা-বিধানন্তাৰ পরিমিতকাল-ত্যা বর্তিনা প্ররুষ্ঠান্ সর্বধর্মান্ পরি-ত্যজ্য ভক্তিযোগারম্ভসিদ্ধয়ে মাম পরমকারুণিক্ম অনালো-চিতবিশেষশেষলো কশরণ্যম শরণং প্রপত্তর। অহং তা সর্বপাপেভ্যো যথো-দিতস্বরূপভক্ত্যারম্ভবিরোধিভ্যঃ সর্বেভ্যঃ পাপেভ্যো মোক্ষিয়ামি, মা তচঃ ॥৬৬॥

এই অনন্ত পাপ পার হইবার জন্ম সেই প্রায়শ্চিত্তরূপ বিবিধ পাপের অপরিমিতকাল পর্যন্ত অমুষ্ঠান করা আব-শ্রক। অতএব প্রায়শ্চিত্তরূপ ধর্মাচরণের দারা এই অনন্ত পাপরাশি বিনিমুক্ত হওয়া क्रिन। व हे অতাম্ব সকল কারণ আলোচনা করিয়া নিজকে ভক্তিযোগ অনুষ্ঠানের অনুপযুক্ত ভাবিয়া শোকার্ড অর্জ্জুনের শোক দূর করতঃ শ্রীভগবান विनान - "ममस धर्भ পরিভ্যাগ পূর্বক একগাত্র আমার শরণাগত .হও।" অভিপ্রায় वरे (य, ভজি-যোগ আরছের বিরোধী অনাদিকাল इहेर्ड मिक्क नानाविध जनस অহণ্ডণ তত্বপযুক্ত প্রায়শ্চিতরূপ চাল্রায়ণ, কুমাণ্ড, বৈখানর, প্রাজাপাত্যরূপ ব্রত পবিতেষ্টি, ত্রিবৃৎ, ব্রাতপতি, অগ্নিষ্টোম প্রভৃতি যজ্ঞরূপ অনন্ত মুষ্ঠানের বিধান আছে, পরিমিত জীবন-বিশিষ্ট মনুষ্য দারা সেই সকল ত্রত এবং যজ্ঞরূপ ধর্মের অনুষ্ঠান অত্যন্ত কঠিন। অতএব তুমি ভক্তিযোগ আরছের সিদ্ধির ধর্ম পরিত্যাগপূর্বক সমস্ত নিবিচারে উচ্চনীচ কারুণিক, मर्वां मंत्रगा, भंत्रगां गठ-वारमनाक्रथ গুণময় একমাত্র আমারই শরণ গ্রহণ কর। ভক্তিযোগ আরভের বিরোধী যে সকল পাপের কথা আমি তোমাকে ইতিপূর্বে করিয়াছি স্বরূপতঃ বর্ণনা পাপ হইতে বিনিমুক্ত করিব। শোক করিও না ॥৬৬॥

ইদং তে নাতপক্ষায় নাভক্তায় কদাচন। ন চাশুশ্রাষ্ঠবে বাচ্যং ন চ মাং যোহভ্যসূয়তি ॥৬৭॥

সরলার্থ—( বঙ্গান্থবাদ দ্রষ্টব্য ) রামান্থজভায়—

ইদং তে পরমং গুহুং শাস্ত্রং ময়া

আখ্যাত্ৰ অতপস্বায় অতপ্ততপসে

ত্বরা ন বাচ্যং ত্বরি বক্তরি ময়ি চ

অভজায় কদাচন ন বাচ্যং তপ্ততপসে

চ অভক্তায় ন বাচ্যম্ ইত্যৰ্থঃ।

ন চ অন্তশ্রববে ভক্তায় অপি

**जल्लांबरव न** वाठाः न ह गाः

यः षडार्याजि मल्यक्राभ गरेमश्रदर्य

मन् ७ तथा उम् । विषय

আবিষ্করোতি ন তক্তৈ বাচ্যম,

অসমানবিভক্তিনির্দ্দেশঃ তস্তু

অত্যন্তপরিহরণীয়তাজ্ঞাপনায় ॥৬৭॥

বঙ্গান্তুবাদ—

যাহারা কায়ক্লেশরূপ তপস্থা করে নাই নেই অতপস্ক পুরুষকে মৎকর্তৃক উপদিষ্ট এই পরম গুহু শাস্ত্র উপদেশ দিবে না, আমার প্রতি এবং আমার ভক্ত তোমার প্রতি যার ভক্তি নাই, এরূপ অভক্তকে किंगा विलास ना। अधिथा । এই स्य, এই অভক্ত যদি তপস্থাযুক্তও হয় তথাপি তাহাকে বলিবে না। হইয়াও যদি আখার এবং আমার ভক্তের সেবা না করিয়া থাকে তাহা হইলে এই শুশ্রষবিহীন ব্যক্তিকেও বলিবে না। আমাকেই যে অভ্যস্থা করে অর্থাৎ পূর্বোক্ত আমার স্বরূপ, ঐশ্বর্য এবং গুণ শ্রবণ করিয়া সে সকল বিষয়ে যে দোষ কল্পনা করে তাহাকেও বলিবে না। এইরূপ অস্মাযুক্ত পুরুষ অত্যন্ত ত্যাজ্য, এই অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিবার অসমান বিভক্তির দারা "অভক্তায়" "অশুশ্রমবে" বিভক্তিযুক্ত ) এই তিনটী শব্দ হইতে 'যঃ' (প্রথমা বিভক্তিযুক্ত) এই শব্দটি পৃথকর্মপে নির্দিষ্ট হইয়াছে ॥৬৭॥

# য ইদং পরমং গুহুং মন্তক্তেমভিধাশুতি। ভক্তিং ময়ি পরাং কৃত্বা মামেবৈয়াত্যসংশয়ঃ॥৬৮॥

সরলার্থ—(বঙ্গান্তুবাদ দ্রপ্তব্য)

রামানুজভায়া—

ইদং পরমং গুহুং মন্তক্ষের্ যঃ
অভিধান্ততি, ব্যাখ্যান্ততি সঃ ময়ি
পরমাং ভক্তিং কুছা মাম্ এব এয়তি
ল তত্ত্র সংশয়ঃ ৬৮॥

বঙ্গান্থবাদ—

উৎকৃষ্ট এই রহস্থ যে পুরুষ আমার ভক্তদিগের নিকট ব্যাখ্যা করিবে সে আমাতে পরমাভক্তি লাভ করিয়া আমাকেই প্রাপ্ত হইবে, ইহাতে সম্পেহ নাই ॥৬৮॥

ন চ তক্ষাত্মকুষ্টেষ্ট কশ্চিত্মে প্রিয়ক্ত্মঃ। ভবিতা ন চ মে তক্ষাদগ্যঃ প্রিয়তরো ভুবি ॥৬৯॥

সরলার্থ —

আমার ভক্তের প্রতি এই গীতা-শাস্ত্রের ব্যাখ্যাকারী পুরুষ অপেক্ষা মহুয়দিগের মধ্যে অপর কেহই আমার এইরূপ অতিশয় প্রিয়কারী ইতিপূর্বে হয় নাই এবং দেই পুরুষ হইতে আমার প্রিয়তর কেহই কখনও হইবে না ॥৬৯॥ -

রামান্মজভায় —

मर्दियू गरूरगुयू देजः शूर्वः जनात्

অভো মকুষ্যো মেন কশ্চিৎ প্রিয়ক্তমঃ

অভূৎ, ইতঃ উত্তরং চ ন ভবিতা,

जार्याग्रानाः अथमम् উপानानः

যোগ্যানাম্ অকথনাদ্ অপি তৎ-কথনস্থ অনিষ্ঠতমন্বাৎ ॥৬৯॥ বঙ্গান্থবাদ ---

(আমার ভক্তের প্রতি এই গীতা-শাস্ত্রের ব্যাখ্যাকারী পুরুষ অপেক্ষা) মহয়দিগের মধ্যে অপর কেহই এইরূপ অতিশয় প্রিয়কারী ইতিপুর্বে হয় নাই এবং সেই পুরুষ হইতে আমার প্রিয়তর কেহই কখনও হইবে না।

শাস্ত্র শ্রবণে অধিকারী পুরুষকে (ভক্তকে) গীতার ব্যাখ্যা না করা অপেক্ষা অনধিকারীকে ইহা উপদেশ দেওয়া অত্যন্ত অনিষ্টকর বিদিয়া অথ্যে তাহাই নিষেধ করিয়াছেন ॥৬৯॥

### অধ্যেষ্ঠতে চ য ইমং ধর্ম্যং সংবাদমাবয়োঃ। জ্ঞানযজ্ঞেন তেনাহমিষ্টঃ স্থামিতি মে মতিঃ॥৭০॥

সরলার্থ—( বঙ্গামুবাদ দ্রপ্তব্য )

রামান্থজভায়-

য ইমম্ আবয়োঃ ধর্ম্যং সংবাদম্
অধ্যেয়তে, তেন জ্ঞানযজ্ঞেন অহম্
ইষ্টঃ স্থাম্; ইতি মে মতিঃ। অস্মিন্
যো জ্ঞানযজ্ঞঃ অভিধীয়তে, তেন
অহম্ এতদ্ অধ্যয়নমাত্রেণ ইষ্টঃ
স্থাম্ ইত্যর্থঃ॥৭০॥

#### বঙ্গাহ্যবাদ--

যে পুরুষ প্রশ্নোত্তররূপ আমাদের এই ধর্মময় প্রবন্ধ অধ্যয়ন করিবে, তাহার অধ্যয়নরূপ এই জ্ঞানযজ্ঞের দ্বারা, আমি পুজিত হইব—এই আমার অভিমত।

অভিপ্রায় এই যে, কেবল মাত্র ইহার অধ্যয়নেই, এই গীতা শাস্ত্রে যে জ্ঞান-যজ্ঞের বিষয় কথিত হইয়াছে সেই জ্ঞান-যজ্ঞের দারা আমি আরাধিত হইব॥৭০॥

# শ্রদাবাননসূয়শ্চ শৃণুয়াদপি যো নরঃ। সোহপিযুক্তঃ শুভাঁল্লোকান্ প্রাপ্নুয়াৎ পুণ্যকর্মণাম্॥৭১॥

**ग**तलार्थ— ( वन्ना सूवान प्रष्टेवा )

রামাগুজভাষ্য—

শ্রদাবান্ অনস্য়ক্ষ যো নরঃ শৃণ্যাদ্
অপি তেন প্রবেণমাত্তেণ নঃ অপি
ভক্তিবিরোধিপাপেভ্যো মূক্তঃ প্ণ্যকর্মণাং মন্তক্তানাং লোকান্ সমূহান্
শ্রাধুয়াৎ ॥৭১॥

#### বঙ্গান্থবাদ---

শ্রদ্ধাবান এবং অনস্থয় (অদোষদর্শী)
যে প্রুষ এই গীতা শাস্ত্র কেবলমাত্র শ্রবণ
করেন, তিনি কেবল সেই শ্রবণের
প্রভাবেই, ভক্তি-বিরোধী দমস্ত পাপ
বিনিমুক্তি হইয়া প্ণ্যকর্মকারী আমার
ভক্তদিগের লোক প্রাপ্ত হইয়া
থাকেন ॥৭১॥

# কচ্চিদেভচ্ছ্রুভং পার্থ স্বরৈকাগ্রেণ চেভসা। किष्ठिमञ्जानमत्त्रादः व्यनष्टेरस्य धनक्षत्र ॥१२॥

সরলার্থ - ( বঙ্গান্থবাদ দ্রেষ্টব্য )

রামাহুজভায়ু—

ময়া কথিতম্ এতং পার্থ ত্বা অবহিতেন চেতদা কচ্চিৎ শ্রুতম্ ? তব অজ্ঞানসন্মোহঃ কচ্চিৎ প্রনষ্টঃ ? বেন অজ্ঞানেন মুঢ়ো ন যোৎস্থামি ইতি উক্তবাৰ্ ॥৭২॥

বঙ্গান্থবাদ---

टर वर्ष्क्न, थागात धरे छेन्राम जूनि একাগ্রচিত্তে শুনিলে কি ? এবং শুনিয়া यथार्थकार वृक्षिल कि ? य ज्ञान-জনিত ভ্রমের জন্ম তুমি যুদ্ধ করিব না বলিয়াছিলে, তোমার সেই অজ্ঞান জনিত **खग এখন বিন**ष्टे **इरेल कि** १ ॥१२॥

অৰ্জুন উবাচ

নষ্টো মোহঃ স্মৃতিল দ্ধা ত্বৎপ্রসাদারায়াচ্যুত। স্থিতোইস্মি গতসন্দেহঃ করিয়ে বচনং তব ॥৭৩॥

সরলার্থ-

অর্জুন বলিলেন— ( 'হে আশ্রিতরক্ষণে চ্যুতিরহিত ) অচ্যুত ভগবন্, আপনার অস্ত্রতে আমার অজ্ঞানরূপ মোহ বিনষ্ট হইয়াছে এবং যথার্থ তত্ত্বজ্ঞানবিষয়ক বুদ্ধিরূপ শ্বতি লাভ করিয়াছি, এখন সর্ব সংশয় হইতে নিবৃত্ত হইয়া অবস্থিত আমি— ( যুদ্ধকরণরূপ ) তোমার এই আজ্ঞা পালন করিব ॥৭৩॥

রামান্থজভায্য-

মোহ: विश्वती ज्ञानः प्रथमाना

মম তদ বিনপ্তম। শ্বতিঃ যথাবস্থিত-

তত্ত্বজ্ঞানং ত্বৎপ্রসাদাদ এব তৎ চ

বঙ্গান্থবাদ---

বিপরীত खारनत नाम তোমার স্বপায় আমার এই বিপরীত জ্ঞানরূপ মোহ বিনষ্ট হইয়াছে। তত্তজ্ঞানের নাম শ্বতি। তোমার কুপাতেই আমার যথার্থ তত্ত্বজানরূপ এই শৃতি লাভ হইয়াছে।

( অতঃপর বিপরীত জ্ঞান কি বস্তু এবং যথার্থ তত্ত্বজ্ঞান কি বস্তু তাহা বিশ্লেষণ করা হইতেছে)।

48

অনাত্মনি প্রকৃতো আত্মাভিমান-রূপো মোহঃ, পরমপুরুষশরীরতয়া চিদ্চিদ্বস্থনঃ কৎস্বস্থ ভদাত্মকন্ত্ৰ অতদাত্মাভিমানরূপঃ চ, নিত্যবৈমি-ত্তিকরপস্থ কর্মণঃ পরমপুরুষারা-তৎপ্রাপ্ত্যু পায়ভূতস্থ বন্ধ-क वृद्धिक्र भः ह, अदर्ग विनष्टेः। প্রকৃতিবিলক্ষণত্বতৎ-আত্মনঃ স্বভাবরহিততাজাতৃত্বৈকস্বভাবতা-পরম্পুরুষশেষভাভন্নিয়াম্যত্ত্বক-স্বরূপতাজানম্, ভগবতো নিখিল-জগত্বৎপত্তিন্দিতিপ্রলয়লীলাশেয-দোষপ্রতানীককল্যাগৈকস্বরূপ-স্বাভাবিকানবধিকাতিশয়জ্ঞানবলৈ-শ্চর্যবীর্যশক্তিতেজঃ প্রভৃতিসমস্ত-

অভিপ্রায় এই যে—এই প্রাক্কত অনাদ্মবস্তুতে আত্মা বলিয়া অভিমান (দেহে আত্মবৃদ্ধি), সমগ্র চিৎবস্তু (জীবাত্মা সমূহ) ও সমগ্র অচিৎ বস্তু (জড় বস্তু) পরম পুরুষের শরীরক্ষপী, পরমেশ্বর এতৎ উভয় বস্তুরই আত্মাক্ষপী — এই স্বক্ষপ অবগত না হইয়া যাবৎ চিদচিৎ বস্তুকে ঈশ্বরাত্মক নহে এইক্ষপ ধারণা (স্বতন্ত্র বলিয়া ধারণা), এবং নিস্তুনমিন্তিক সমস্ত কর্ম যে পরম পুরুষের আরাধনাক্রপে অক্ষণ্ঠত হইয়া তাঁহাকে প্রাপ্তির উপায় স্বক্ষপ, তাহা না বুঝিয়া এই কর্মসমূহকে সংসার-বন্ধনের কারণ বলিয়া ধারণা—এই সকল বিপরীত ধারণাক্ষপ আমার সমস্ত অজ্ঞান বিন্তু হইয়াছে।

(চিৎ) আত্মবস্তা যে (অচিৎ)
প্রকৃতি হইতে বিভিন্ন তত্ত্ব, প্রাকৃত স্বভাব
রহিত, জ্ঞাতৃত্ব স্বভাববিশিষ্ট, পরম
শেষবস্তাঃ এবং পরম পুরুষের নিয়াম্য
বস্তা — আত্মবিষয়ক এই স্বরূপ জ্ঞান;
ভগবান যে সমস্ত জগতের উৎপত্তি
স্থিতি ও প্রলয়কারী লীলাময়, কোনরূপ
দোষের গন্ধমাত্রও বিরহিত, একমাত্র
কল্যাণস্বরূপ, স্বাভাবিক, অসংখ্য অতিশ্র
জ্ঞান বল ঐশ্বর্য্য বীব্য তেজ প্রভৃতি সমস্ত

<sup>\*</sup> শেষবস্তু— "অচিৎবৎ পরতন্ত্র ববেষ্ট বিনিয়োগার্হ্য-বস্তু"—অচিৎ বস্তুর ন্থায় শেষী বা ঈশ্বর কর্তৃক যথেচছা ব্যবহারের যোগ্যবস্তু অর্থাৎ ঈশ্বরের সম্পূর্ণ পরতন্ত্র বা অধীন বস্তু।

কল্যাণগুণগণমহার্ণবপরব্রহ্মশন্ধা-

ভিধেয়পরমপুরুষ্যাথাত্ম্যবিজ্ঞানং

চ, এবংরূপং পরাবরতত্ত্বযাথাত্ম্য-

বিজ্ঞানতদভ্যাসপূর্বকাহরহরুপচীয়-

মানপরমপুরুষপ্রীতৈত্যকফলনিত্য-

নৈমিত্তিক কর্মনিষিদ্ধপরিহারশাসদমা-

ত্যাত্মগুণনির্বর্ত্যভক্তিরূপতাপন্ন-

পরমপুরুষোপাসনৈকলভ্যো

নেদান্তবেতঃ পরমপুরুষো বাস্থদেবঃ

वृग् देि छानः চ लक्षम्।

ততঃ চ বন্ধুমেহকারুণ্যপ্রবৃদ্ধ-

বিপরীতজ্ঞানমূলাৎ সর্বস্মাদ্ তাব-

সাদাদ্ বিমুক্তো গতসন্দেহঃ স্বস্থঃ

কল্যাণগুণগণের সমুদ্র এবং 'পরব্রহ্ম' শব্দে অভিহিত — এইরূপ পর্মপুরুষ-বিষয়ক যথার্থ বিশিষ্টজ্ঞান ; এই প্রকার পরতত্ত্বের (ভগবৎ-তত্ত্বের) এবং অবর তত্ত্বের ( চিৎ অচিৎ তত্ত্বের ) যথার্থ স্বরূপ বিশেষ-রূপে জানিয়া, এই তত্ত্তানের অভ্যাস-পূর্বক (অন্বরত অহুসন্ধানপূর্বক), একমাত্র পরমপুরুষের প্রীতি উৎপাদক নিত্য নৈমিত্তিক কর্মের অহুষ্ঠানের দারা এবং শ্মদ্মাদি আত্মগুণে অলম্ভত নিষিদ্ধকর্ম বর্জনের দারা এই পর্মপুরুষের প্রতি উক্তগ্রীতির পরিপক অবস্থা অর্ণাৎ পরাভক্তি উপজাত হয়। একমাত্র এই ভক্তিরূপ অত্যন্ত প্রীতিপূর্ণ ভগবত্বপাসনার দারা লভ্য বেদান্তবেগ্ন পরমপুরুষ যিনি, তিনিই যে বস্থদেবের পুত্ররূপে অবতীর্ণ বাস্থদেব তুমি — এই জ্ঞানও লাভ করিয়াছি।

এই জ্ঞানলাভের পর, আমি বন্ধুস্বেহে অভিভূত হইয়া (অনিত্য জ্ঞাতিবর্গের প্রতি) দয়াধিক্যবশতঃ বিপরীতজ্ঞানজনিত আমার যে সমস্ত অবসাদ বা
শোক তাহা নিবৃত্ত হইয়া গিয়াছে। এখন
আমি নিঃসন্দেহ হইয়া সুস্থ অবস্থা প্রাপ্ত

\* অর্জুন কর্তৃক লভ্য এই জ্ঞান "অর্থপঞ্চক জ্ঞান" নামে বর্ণিত হইয়াছে—(১) পরমত্রক্ষের জ্ঞান (২) আত্মস্থরূপের জ্ঞান (৩) ভগবৎ-প্রাপ্তির উপায়ের জ্ঞান, (৪) তাহাকে প্রাপ্তির বিরোধীস্বরূপের নিযিক্ষ কর্ম্মের) জ্ঞান, এবং লভ্যবস্ত বা প্রাপারস্তর (বেদান্তবেজ পরমপুরুষ বাস্ক্রদেবরূপে অবতীর্ণ তোমার পরম উপভোগ্য রূপ গুণ সেবা প্রভৃতির) জ্ঞান।

স্থিতঃ অমি। ইদানীম্ এব যুদ্ধাদি- | হইয়াছি। এখন আমি "যুদ্ধ করা কর্ত্তব্য" কর্ত্তব্যতাবিষয়ং তব বচনং করিয়ে যুদ্ধাদিকং ইত্যৰ্থঃ ॥৭৩॥

–তোমার এই আজ্ঞা পালন করিব। তাৎপर्या এই यে, ফল কর্তৃত্ব ও मनीयुर्व পরিত্যাগপূর্বক ভগবানে কর্তৃত্ব সমর্পণ-করতঃ তোমার উপদেশাহ্যায়ী यूकाि

রামাত্রজভায্য-

ধৃতরাষ্ট্রায় স্বস্তা পুত্রাঃ পাগুবাঃ চ যুদ্ধে কিষ্ অকুৰ্বত ইতি পৃচ্ছতে সঞ্জয় উবাচ -

"আমার এবং পাণ্ডুর পুত্রেরা যুদ্ধে কি করিল" এই প্রশ্নকারী ধৃতরাষ্ট্রকে সঞ্জয় বলিতেছেন—

সঞ্জয় উবাচ

ইত্যহং বাস্ত্রদেবস্থ পার্থস্থ চ মহাত্মনঃ। সংবাদমিমমশ্রোষমজুতং রোমহর্ষণম্ ॥৭৪॥

সরলার্থ— ( বঙ্গান্থবাদ দ্রপ্টব্য ) রামানুজভায়া—

ইতি এবং বাস্থদেবস্থ বস্থদেবসূনোঃ পার্থস্থ চ তৎপিতৃম্বস্থঃ পুত্রস্থ নহান্থনো , মহাবুদ্ধেঃ তৎপদদ্ধমু আশ্রিতস্থ ইমং রোমহর্ষণম্ অভূতং मःतानम् खरः यदशाकुम् অশ্ৰোৰং শ্ৰুতবাৰ্ অহ্যু ॥৭৪॥

### বঙ্গান্নুবাদ---

বস্থদেবতনয় শ্রীকৃষ্ণের এবং ভাঁহার শ্রীচরণাশ্রিত মহাবৃদ্ধিমান পিতৃম্বসা-পুত্র অর্জ্জুনের উপরোক্ত প্রকার রোমাঞ্চকারী অভুত সংবাদ প্রশোতররপ যাহা কথিত হইয়াছিল তাহা আমি শ্রবণ করিয়াছি ॥৭৪॥

## ব্যাসপ্রসাদাচ্ছ্র, তবানেতৃদ্গুগুমহং পরম্। যোগং যোগেশ্বরাৎ কৃষ্ণাৎ সাক্ষাৎ কথয়তঃ স্বয়ম্॥৭৫॥

সরলার্থ-

("এতদ্র হইতে যুদ্ধক্ষেত্রের কথোপকথন এই গীতা-সংবাদ তুমি কি করিয়া শুনিলে ?"—গ্বতরাথ্রের এই প্রশ্নের অপেক্ষায় দঞ্জয় বলিতেছেন )—
(বঙ্গান্ধুবাদ দ্রেষ্টব্য)

#### রামাত্বজভাষ্য--

ব্যাসপ্রসাদাদ্ ব্যাসাকুগ্রহেণ

দিব্যচক্ষুঃপ্রোত্তলাভাদ্ এতং পরং
যোগাখ্যং ভহুং যোগেখরাদ্ জ্ঞানবলৈশ্বর্যবীর্যশক্তিতেজসাং নিধেঃ ভগবতঃ
কৃষ্ণাৎ স্বয়স্ এব কথ্যতঃ সাক্ষাৎ
শ্রুতবান্ অহম্ ॥৭৫॥

#### বঙ্গাহুবাদ—

শ্রীব্যাদদেবের অম্প্রহে দিব্যচক্ষু এবং
দিব্যকর্ণ লাভ করিয়া যোগাখ্য উৎকৃষ্ট এই
রহস্থ তত্ত্ব, যোগেশ্বর—জ্ঞান বল ঐশ্বর্য্য
বীর্য্য শক্তি তেজরূপ—গুণযোগযুক্ত অর্থাৎ
গুণের আকর ভগবান ক্ষণ্চন্দ্রের নিজ
শ্রীমুখ হইতে এই সংবাদ আমি নিজ
কর্ণে দাক্ষাৎ শ্রবণ করিয়াছি ॥৭৫॥

রাজন্ সংস্মৃত্য সংবাদমিমমঙ্কুতম্। কেশবার্জ্জুনয়োঃ পুণ্যং হৃষ্যামি চ মুক্তর্মূহুঃ॥৭৬॥

সরলার্থ—( বঙ্গান্থবাদ দ্রপ্টব্য )

রামানুজভায্য-

কেশবাৰ্জ্নয়োঃ ইমং পুণ্যম্ অভূতং

সংবাদং সাক্ষাচছ ুতং স্মৃতা মূহঃ মূহঃ হুব্যামি ॥৭৬॥ বঙ্গানুবাদ-

(হে ধৃতরাষ্ট্র), নিজ কর্ণে শ্রুত শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র এবং অর্জুনের এই পুণ্যময় অন্তুত সংবাদ অনবরত শ্বরণ করিয়া, আমি পুনঃ পুনঃ পুলকিত হইতেছি ॥৭৬॥

তচ্চ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য রূপমত্যস্তুতং হরেঃ। বিস্ময়ো মে মহান্ রাজন্ স্বয়ামি চ পুনঃ পুনঃ ॥৭৭॥

সরলার্থ— ( বঙ্গানুবাদ দ্রষ্টব্য )

- রামাত্মজভায্য—

তং চ অজ্জুনায় প্রকাশিত্য্ ঐশবং হরেঃ অত্যভূতং রূপং ময়া সাক্ষাৎকৃতং সংশ্বত্য সংশ্বত্য হয়তো মে মহান্ বিশয়ো জায়তে প্নঃ প্নঃ চ হ্যামি ॥৭৭॥ বঙ্গান্থবাদ—

(হে শ্বতরাষ্ট্র), অর্জ্জুনের প্রতি
অন্থ্রহার্থ প্রকাশিত এবং আমাকত্বি
সাক্ষাৎকৃত শ্রীহরির ঐশ্বর্যময় অত্যমূতরূপ (বিশ্বরূপ) পুনঃ পুনঃ শ্বরণকরতঃ
আনন্দমগ্র হইয়া আমি বিশ্বয়ে অভিভূত
হইতেছি এবং বার বার প্লকিত
হইতেছি॥৭৭॥

রামাত্মজভায় — কিম্ জাত্র বন্থনা উক্তেন ? বঙ্গান্থবাদ —

এ বিষয়ে বহু কথনের আর প্রয়োজন কি ?

যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধন্ধর্বরঃ। তত্র শ্রীর্বিজয়ো ভূতিঞ্জবা নীতির্মতির্মম ॥৭৮॥

সরলার্থ—

বে পক্ষে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ থাকেন, যে পক্ষে গাণ্ডীবধারী অর্জুন থাকেন, সে পক্ষে শ্রী, বিজয়, বিভূতি এবং নীতি—এই সকল সমৃদ্ধি নিশ্চলা থাকে—ইহাই আমার সিদ্ধান্ত ॥৭৮॥

রামাত্মজভায্য —

যত্র যোগেশ্বরঃ ক্লংস্কস্থ উচ্চাবচক্রপেণ অবস্থিতস্থ চেতনস্থ অচেতনস্থ চ বস্তনো যে যে স্বভাবযোগাঃ তেষাং সর্বেষাং যোগানাম্
সমরঃ স্বসংকলায়ত্তস্বেতরসমস্তবস্তুস্ক্রপন্থিতিপ্রবৃত্তিভেদঃ ক্লো
বস্তুদেবসূক্তঃ, যত্র চ পার্থো ধহুর্ধরঃ

#### বঙ্গানুবাদ—

উচ্চ নীচরূপে অবস্থিত সমগ্র চেতন এবং অচেতন বে **गग**ख বস্তর সহিত যে সমস্ত স্বভাবের সংযোগ আছে, সেই সমস্ত যোগের যিনি ঈশ্বর, এবং নিজ হইতে অতিরিক্ত मम्भूर्व ( हि९ ७ অচিৎ বিভিন্ন স্বরূপ, স্থিতি এবং প্রবৃত্তি যাহার वशीन (मरे যোগেশ্বর বস্থদেবতনয় শ্রীকৃষ্ণ যে পক্ষে থাকেন, এবং একমাত্র

তৎপিতৃষম্বঃ পুত্রঃ তৎপদদ্ধদ্বৈ কাশ্রেমঃ তত্র শ্রীঃ বিজয়ো ভূতিঃ নীতিঃ
চ ধ্রুবা নিশ্চলা ইতি মতিঃ মম
ইতি ॥৭৮॥

তাঁহার শ্রীচরণযুগল আশ্রিত পিতৃম্বসা-পুত্র গাণ্ডীবধারী অর্জুন যে পক্ষে থাকেন সে পক্ষে মঙ্গল, বিজয়, ঐশ্বর্য্য এবং নীতি (ধর্ম) নিশ্চলা থাকে—ইহাই আমার সিদ্ধান্ত ॥৭৮॥

ইতি মোক্ষসন্ত্রাস-যোগ নামক অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

শ্রীমদ্ভগবদগীতা এবং তাহার রামানুজভাষ্য সমাপ্ত।

<u> এরি</u>



Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

# বর্ণান্বক্রম সূচী

জ	षः स	t:		অ:	त्राः
অকীৰ্ত্তিঞ্চাপি ভূতানি	२ ७	8	অনন্তবিজয়ং রাজা	٥	36
অফরং ব্রহ্ম প্রমং	ь	৩	অনন্তশ্চাস্মি নাগানাং	50	२२
অক্ষরানামকারোহস্মি	٥ ' ٥	<b>o</b> .	অন্যচেতা: সততং	ь	58
অগ্নির্জ্যোতিরহঃ শুক্রঃ	<b>₽</b> ₹	8	অনগুশ্চিত্তয়ন্তো মাং	5	२२
অচ্ছেতোহয়ম্	२ २	8	वनरिकः छितिर्किः	. 32	36
অজোহপিদনব্যয়াত্মা	8	<b>&amp;</b> '	অনাদিত্বারিগু ণত্বাৎ	30	0)
অজ্ঞাশ্ৰদ্ধানশ্চ	8 8	0	অনাদিমধ্যান্তমনন্তবীৰ্যং	33	39
অত্র শ্রা মহেধাসা	5	8	অনাশ্রিতঃ কর্মফলং		5
অথ কেন প্রযুক্তোহয়ং	0 0	5	অনিগ্ৰিপ্তং মিশ্ৰং চ	24	32
অথ চিত্তং সমাধাতুং	25	6	অহদেগকরং বাক্যং	39	30
व्यथ (ह्युमियः धर्माः	२ ७	0	অহবন্ধং ক্ষয়ং হিংদাং	24	२६
অথ চৈনং নিত্যজাতং	२ २	5	অনেক চিন্তবিভ্রান্তা	36	36
অথবা বহুনৈতেন	>0 8	٤.	অনেক বক্ত্রনয়নং	>>	>0
অথবা যোগিনামেব	6 8	ર	অনেকবাহুদরবক্ত্র নেত্রং	33	26
অথ ব্যবস্থিতান্ দৃষ্ট্বা	2 5	0	অন্তকালে চ মামেব	6	•
অথৈতদপ্যশক্তোহি	25 7	>	অন্তব্তু ফলং তেষাং	9	२७
অদেশকালে যদানং	३१ २	2	অনাদ্ ভবন্তি ভূতানি	9	78
অদৃষ্টপূর্বং হৃষিতোহশি	22 8	ı	অন্তে চ বহবঃ শ্রাঃ	٥	2
অদ্বেষ্ঠা সর্বভূতানাং	>5 5.	9	অন্তেত্বেমজান্তঃ	30	20
অধর্মাভিভবাৎ কৃষ্ণ	2 8	5	অপরে নিয়তাহারাঃ	8	00
অধৰ্মং ধৰ্মমিতি যা	১৮ ৩:	ξ,	অপরেয়মিতস্থন্তাং	9	a
অধশ্চোৰ্দ্ধং চ প্ৰস্তা	>0	۷ )	অপ্যাপ্তং তদশাকং	. 5	50
অধিভূতং করো ভাবঃ	<b>b</b>	8	অপানে জুহ্বতি প্রাণং	8	२२
অধিযক্তং কথং কোহত	b .	ર	অপিচেদিস পাপেভ্যঃ	8	৩৬
व्यायपद्धर प्रशास्त्र विश्वास्त्र विश्वास्त विश्वास्त विश्वास्त विश्वास्त्र विश्वास्त विश्वास्त विष्य विश्वास विश्वास्त विष्य विश्वास विष्	2P 2	В	অপিচেদ্ স্বছরাচারো	5	0
অধ্যাত্ম জ্ঞান নিতাত্বং	20 2	5	অপ্রকাশোহপ্রবৃত্তিক	28	٥٤
व्यक्षाय कान र हमः	>b 90	,	অফলাকাজ্কিভিগ্জো	29	33
व्यर्थ।वार्					

e98

# শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—রামাস্কভাষ্য

	অঃ শোঃ	1	.অঃ	শো:
অভয়ং সত্তৃসংশুদ্ধি	٥ ٥ ١	অসংশয়ং মহাবাহো	6	૭૯
অভিসন্ধায় তু ফলং	३१ ३२	অস্মাকং তু বিশিষ্টা যে	5	٩
অভ্যাদযোগ ক্তেন	<b>b b</b>	অহোবত মহৎ পাপং	2	98
षड्यारमध्यामगर्थार्था	32 30	व्यश्कातः वनः पर्नः	20	74
व्यशानिष्यमिष्ठिष्	۹ ٥٥	वश्कातः वनः पर्नः	74	00
অ্মী সর্বে ধৃতরাষ্ট্রস্থ	३३ २७	অহং ক্রতুরহং যজঃ	ه	20
অমী হি ছা স্থরসভ্যা	22 52	অহ্যাত্মা গুঢ়াকেশ !	20	20
অয়তিঃ শ্রদ্ধরোপেতা	৬ ৩৭	অহং বৈশ্বানরো ভূতা	20	28
অয়নে চ সর্বের্	> >>	অহং সর্বস্থ প্রভবো	>0	ь
অযুক্তঃ প্ৰাকৃতঃ স্বৰঃ	३४ २४	অহং হি দ্ব্যজ্ঞানাং	िक	2,8
অবজান্তি মাং মূঢ়া	۵ ۵۵	অহিংসা সত্যমক্রোধঃ	36	२
অপরং ভবতো জন্ম	8 8	অহিংদা দমতা ভুষ্টিঃ	50	C
অবাচ্যবাদাং*চ	२ ७७	আ		
অবিনাশি তু তদিদ্ধি	2 39	আখ্যা হি মে কো ভবান্	33	. 5
অবি ভক্তং:চ ভূতেষু	५७ ५७	আচার্যাঃ পিতরঃ পুলাঃ	3	७७
অব্যক্তাদ্যক্তয়ঃ সর্বাঃ	P 2F	আঢ্যোহভিজনবানিম	36	۵۵
অব্যক্তম্ ব্যক্তিমাপনং	9 28	আত্মসন্তাবিতাঃ স্তব্ধা	20	39
অব্যক্তাদীনি ভূতানি	२ २४	আত্মৌপম্যেন সর্বত্র	6	৩২
অব্যক্তো২শর ইত্যক্তঃ	৮ २১	वां पिठाानागशः विकृः	50	२ऽ
অব্যক্তোহয়মচিত্ত্যে হয়ং	2 20	আপূর্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং	2	90
অশাস্ত্রবিহিতং ঘোরং	39 C	অাব্ৰহ্ম ভূবনাঞ্চোকাঃ	ъ	36
অশোচ্যান্যশোচস্থং	२ ১১	আয়ুধানামহং বজ্ঞং	50	২৮
অশ্রদ্ধানাঃ পুরুষাঃ	٥ ه	আয়ু:সত্ত্বলারোগ্য	57	b
অশ্রদ্ধরা হতং দত্তং	७१ २४	আরুরুকো মুনের্যোগং	b	o
অশ্বঃ সর্বস্কাণাং	३० २७	আবৃতং জ্ঞানমেতেন	v	60
অসক্তবুদ্ধিঃ সর্বত্র	2F 89	আশাপাশশতৈর্বদ্ধাঃ	355	াহ
অগক্তিরনভিদদঃ	५० ह	আশ্চর্যবৎ পশ্যতি	. 5	२३
অসত্যম্প্রতিষ্ঠং তে	४७ ४	আস্থরীং যোনিমাপনাঃ	36	२०
অসৌ ময়া হতঃ শক্রঃ	20 78	আহারস্বপি সর্বস্থ	39	٩
অসংযতান্বনা যোগো	৬ ৩৬	আহ্সামৃষয়ঃ সর্বে	50	30

### বৰ্ণাহক্ৰম হুচী

694

रे	অ	ঃ শ্লোক		ত্যে ০	<b>শোক</b>
ইচ্ছাদ্বেৰ সমুখেন			উদারাঃ সর্ব এবৈতে	9	) b
रेष्ट्राट्य स्थः दः शः	30	. 6	<b>डेमा</b> नीनवमानीटनाः	58	২৩
ইতি গুহুতমং শাস্ত্রং	50	. २०	উদ্ধরেদাশ্বনাগানং	6	a
ইতি তে জ্ঞানমাখ্যাতং	24	७७	উপদ্রপ্তাহুমন্তা চ	30	२२
ইতি ক্ষেত্ৰং তথা জ্ঞানং	30	78	<b>3</b>		
ইতাজুনং বাস্থদেব	دد	CO	উৰ্দ্ধং গচ্ছন্তি সত্তৃস্থাঃ	>8	24
रेजारः नाञ्चरमन्य	24	98	উर्দ्रग्नमधः भाशः	٥٥	3
<b>रे</b> पगाणग्यालकः	36	٥٤	**		
ইদম্ জানমুপাশ্রিত্য	28	ą.	ঋবিভিব্হুধা গীতং	٥٤	8
ইদম্ তু তে গুহুতমং	9	3	٩		
ইদৃশ্ তে নাতপস্কায়	24	৬৭	এতচ্ছ্ৰুত্বা বচনং কেশবস্থ		
रेमग् भतीतः (को खित्र	30	5	এতভোনীনি ভূতানি	22	90
<b>ই</b> জি র স্থার ক্রি র স্থার	9	98	এতনো সংশয়ং কৃষ্ণ	٩	B
रेखिशार्थम् देवतागाः	७	ь	এতাং দৃষ্টিমবন্থভ্য	8	60
ইন্দ্রিগাণাং হি চরতাং	2	৬৭	এতারহন্তমিচ্ছামি	26	5
ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহ	७	88		2	08
रेखियाणि गत्नावृिकः	v	80	এতাং বিভূতিং যোগং চ	20	٩
ইনং বিবস্বতে যোগং	8	3	এতান্তপি তু কর্মাণি এতৈর্বিমুক্তঃ কৌন্তেয়	: 1	6
इंक्षेन् जागन् हि ता	•	35		20	२२
ইহৈকস্থং জগৎ কুৎস্নং	>>	٩	এবমুক্তো হৃষীকোশো	2	२8
ইহৈৰ তৈজিত সৰ্গো	6	۵۷	এবমুক্ত্বাজ্নিঃ সংখ্যে	2	89
ब्रे			এবমুজ্বা হৃষীকেশং	2	9
ঈশ্বঃ সর্বভূতানাং	24	65	এবমেতদ্ যথাখ ত্বং	22	9
<u> </u>			এবং জ্ঞাত্বা কৃতং কর্ম	8	20
উচৈচঃশ্ৰবসমশ্বানাং	20	২৭	এবং পরম্পরা প্রাপ্তং	8	2
উৎক্রামন্তং স্থিতং বাপি	30	30	এবং প্রবন্তিতং চক্রং	9	20
উত্তरः পুরুবস্থ্যः	٥٥		এবং বহুবিধা যজ্ঞা	8	७२
<b>७९</b> मनक्लधर्मानाः		29	এবম্ বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধা	9	80
<b>उ</b> ९मीरपश्तिरम त्नाका	2	88	यूक्षन्	6	२४
110151401 6-1141	9	२8	এবং সতত যুক্তা যে	25	3
				The second	

### শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—রামাত্মজভাষ্য

	অঃ	শোক		অ:	শৌক
এবা তেহভিহিতা সাংখ্যে	ঽ	60	কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা	a	
এষা ব্ৰাহ্মীস্থিতি পাৰ্থ	2	१२	কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ	2	٩
9			কার্যকারণ কর্ত্ত্ত্ব	30	२०
ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম	٢	30	কার্যমিত্যেব ষৎ কর্ম	24	5
ওঁ তৎ সদিতি নির্দেশো	٥٩	२७	কালোহন্মি লোকক্ষয়ক্তৎ	22	७२
ক			কাশুশ্চ পরমেম্বাসঃ	3	39
ক্চিদেতচ্ছ্ৰুতং পাৰ্থ	74	92	কাজ্ফন্তঃ কর্মণাং সিদ্ধিং	8	25
কচ্চিন্নোভয়বিভ্ৰষ্টঃ	6	৩৮	কিং কর্ম কিমকর্মেতি	8	26
কট্ব স্লবণাত্যক্ষ	. 39	5	কিং তদ্ বন্ধ কিম্ অধ্যাত্মং	ь	ć
কথং ন জ্ঞেয়মস্মাভিঃ	5	60	কিং পুনঃ ব্রাহ্মণাঃ পুণ্যা	5	७७
কথং বিভামহং যোগিন্	50	٥٩	কিরীটিনং গদিনং চক্রহন্তং	33	86
কবিং পুরাণমনুশাসিতারং	ь	. 5	कितीर्षिनः गिनः চिक्निं ह	:>>	39
कथः ভীশ্বমহং সংখ্যে	ર	8	কুতত্তা কশালমিদং	२	2
কৰ্মজং বুদ্ধিযুক্তোহি	2	¢5	কুলফয়ে প্রণশ্যন্তি	5	. 80
মৰ্মণঃ স্কৃতস্থাহ	78	50	কৃপয়া প্রয়াবিষ্টো	3	২৭
কর্মণৈব হি সংশিদ্ধিং	0	२०	কৃষি গোরক্ষবাণিজ্যং	24	88
কৰ্মণোহ্যপি বোদ্ধব্যং	8	59	কৈলিঞ্জৈস্ত্রিগুণানেতান্	>8	52
কর্মণ্যকর্ম যঃ পশ্যেৎ	8	74	ক্রোধান্তবতি সংমোহ:	2	৬৩
কর্মভোবাধিকারস্তে	.2	89	ক্লেশোহধিকতরস্তেষাং	>ર	C
কৰ্মত্ৰন্ধোন্তবং বিদ্ধি	٥	٥٥	কৈব্যংমাস্ম গমঃ পার্থ	2	v
কর্মেন্ত্রিয়ানি সংযম্য	•	. 6	ক্ষিপ্ৰং ভবতি ধৰ্মাত্মা	5	03
কর্ণয়ন্তঃ শরীরস্থং	59	6	ক্ষেত্রজ্জেয়োরেবং	७७	98
কশাচ্চ তে ন নমেরন্	22	৩৭	ক্ষেত্ৰজ্ঞং চাপি মাং বিদ্ধি	30	2
কাম এব ক্রোধ এব	'0	৩৭		8	২৩
কামকোধবিযুক্তানাং	C	२७	গতিৰ্ভত বিভুঃ দাক্ষী		24
কামাত্মানঃ স্বর্গপরা	2	80	গাণ্ডীবং স্রংশ্রতে হস্তাৎ		২৯
কামমাশ্রিত্য ছ্ষ্পূরং		30		30	
কামৈত্তৈ ভৈছা তিজানাঃ		20		78	२०
काग्रानाः कर्यनाः शामः	74	2	গুরুণহত্বা হি মহাস্থভাবান		
			जमारका । र मराद्राचापाम्	2	C

		বৰ্ণাহ	ক্রম স্থচী		৬৭৭
5	ত্ৰ:	Cat:		অঃ	cat:
<b>ठक्षनः हि मनः कृ</b> क	•	<b>v</b> 8	তত্রাপশুৎ স্থিতান্ পার্থঃ	3	২৬
চতুর্বিধা ভজন্তে মাং	9	১৬	তত্ত্বৈকস্থং জগৎ ক্বৎস্নং	22	30
চাতুর্বর্ণ্যং ময়া স্বষ্টং	8	30	তত্ত্বৈকাগ্ৰং মনঃ কৃত্বা	6	32
চিন্তামপরিমেয়াং চ	36	>>	তত্রৈবং সতি কর্তারং	24	36
চেত্ৰদা সৰ্ব কৰ্মানি	24	69	তদিত্যনভিসন্ধায় -	39	20
জ			তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন	8	08
জন্মকর্ম চ মে দিব্যং	8	৯	তদ্বুদ্ধয়স্তদাত্মানঃ	¢	39
জরা মরণ মৌকায়	٩	\$5	তৎ ক্ষেত্ৰং যচচ যাদৃক চ	30	0
জাতস্ত হি ধ্রুবোমৃত্যুঃ	ર	২৭	তপস্বিভ্যোহধিকোযোগী	6	86
জিতান্নঃ প্রশান্তস্ত	6	٩	তপাম্যহমহং বৰ্ষং	5	66
জ্ঞানং কৰ্ম চ কৰ্ত্য চ	28	3 2	তমস্বজ্ঞানজং বিদ্ধি	78	۴
জ্ঞানং জ্ঞেয়ং পরিজ্ঞাতা	74	24	তমুবাচ হৃবীকেশঃ	2	. 30 .
জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং		36	তমেব শরণং গচ্ছ	74	હર
জানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা	. 6	ь	তং তথা ক্বপয়াবিষ্টং	2	5
জ্ঞান যজেন চাপ্যস্তে	5	30	<b>जः</b> विकामनुः थमः रयान	હ	२७
জ্ঞানং তেহহং সবিজ্ঞানং	9	2	তশাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং তে	26	28
জ্যেং যত্তৎ প্রবক্যামি	٥٥	32	তস্মাদজানসভূতং	8	82
জ্ঞেয়ঃ স নিত্যসন্মাসী	a	v	ত্যাদসক্তঃ সততং	o	55
ष्णायमी एठ९ कर्मगर्ख	v	5	তশাদোমিত্যুদান্বত্য	39	28
জ্যোতিবামপি তজ্যোতিঃ	30	39	তস্বাত্ত্বমূত্তিষ্ঠ	33	00
9			তস্মানাহা বয়ং হন্তং	3	তণ
তর্ভঃ পূদং তৎ	30	8	তস্মাৎ প্রণম্য প্রণিধায়	22	88
ততঃ শঙ্খাশ্চ ভের্যশ্চ	26	۶ ۲۵	তস্মাৎ যস্ত মহাবাহো	2	er.
			তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু	ъ	٩
<b>७७: अरे</b> ७र्रवर्	2	28	কেন্দ্র সঞ্জনসন কর্মণ		

ত

ততঃ সবিস্বয়াবিষ্টো

তত্ত্বিজু মহাবাহো

তত্র সত্ত্বং নির্মলত্বাৎ

তত্ৰ তং বৃদ্ধিসংযোগং

তৎ চ সংস্থৃত্য সংস্থৃত্য

38

99

24

80

8

33

16

18

তম্ম সঞ্জনয়ন্ হর্ষং

তানহং দিষতঃ জুরান্

তানি স্বাণি সংয্ম্য

जूनानिमाञ्जि जिर्मो नो

তেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ শৌচং

তেবাং জ্ঞানী নিত্যযুক্তঃ

5

36

३६ ३६

36

32

15

65

9

29

# শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—রামাহজভাষ্য

	অঃ	<b>ट्याः</b>		অঃ	<b>ट्सा</b> :
তে তং ভূক্ত্বা স্বৰ্গলোকং	2		(पिहित्नारेम् गिन यथा	2	20
তেবাৰহং সমুদ্ধত	25	٩	(परी निजामवर्रिशाश्यः	2	00
তেবামেবাহ্নকম্পার্থং	20	22	रिनरमिवाशस्त्र यखाः	8	२०
তেষাম্ সততযুক্তানাং	50	20	रिनवी मन्त्र वित्याकां व	১৬	¢
ত্যক্ত্বা কর্মকলাসঙ্গং	8	20	रिनवी (श्याखनमशी	٩	28
<b>जािकाः</b> (मायविमर्कारक	74	0	(मारेंगदारें क् न्वानाः	5	80
ত্রিবিধা ভবতি শ্রদ্ধা	29	2	म्यावाशृथित्यादिमः	33	२०
ত্রিবিধং নরকস্থৈতদ্	১৬	२५	দূ্যতম্ছলয়তামস্মি	50	७७
ত্রিভিপ্ত শময়ৈর্ভাবেঃ	٩	20	দ্ৰব্যযজ্ঞান্তপোযজ্ঞাঃ	8	२४
<u> </u>	5	२०	ক্রপদোদ্রোপদেয়াশ্চ	5	74
ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা	2	8¢	দ্রোণং চ ভীম্বং চ	22	80
তমক্ষরং প্রমং বেদিতব্যং	>>	24	দৌ ভূতসগৌ লোকে স্মিন্	১৬	હ
তगानिएनवः श्रुक्वः	>>	૯৮	4		
দ			ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে	5	5
দণ্ডোদময়তামস্মি	50	৩৮	ধূমেনা ব্রিয়তে বহিঃ	v	CF
দন্তো দর্পোংতিমানশ্চ	20	8	ধূমো রাত্রিতথা কৃষ্ণঃ	Ъ	२०
দংখ্রাকরালানি চ তে	22	20	ধৃত্যা যয়া ধারয়তে	24	20
দাতব্যমিতি যদানং	٥٩	20	ধৃষ্টকৈতুশ্চেকিতানঃ	3	a
माविरमी शूक्राची लाटक	30	36	ধ্যানেনাত্মনি পশুন্তি	30	<b>२</b> 8
দিবি স্থ্সহস্রস্থ	22	52	ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ	٠ ২	७२
<b>मित्रागानाभित्रधतः</b>	551	. 22	न	~	७५
ছঃখনিত্যেব যৎ কর্ম	24	· b	ন কর্তৃত্বং ন কর্মানি	3.40°	58
<b>इः (अस्ट्रविशंगना</b>	þ	८७	न कर्मगामनात्रखा९	C	
দূরেণ হাবরং কর্ম	2	85		v	8
<b>पृष्टे</b> , ग्रिशाख्यानीकः	2	٦	ন কাডেক বিজয়ং কৃষ্ণ	3	७२
मृष्टि, मः गाञ्चः क्रशः	33	as		7.	৬৯
मृटध् <sub>र</sub> गः अजनः कुछ	3	२४	ন চ নৎস্থানি ভূতানি	5	C
দেবদিজগুরুপ্রাজপূজনং	39	78	ন চৈতদিল্প কতর্নো	2	6
দেবান্ ভাবয়তানেন	9		ন জায়তে ম্রিয়তে বা	2	२0
( -111 -1614	9	22	ন তদন্তি পৃথিব্যাম্ বা	74	80

		বৰ্ণাহ্	क्रम व्हि	৬१৯
	তাঃ	(बा:		ाः साः
न তू गांश भकारम खंडे मू	>>	ь	নিয়তং সঙ্গরহিতং . ১	৮ २७
ন ত্বেবাহং জাতু নাসং	2	52	নিরাশীঃ যতচিতাত্মা	8 25
ন তম্ভাসয়তে স্থাে	36	6	নিৰ্মানমোহা জিতসঙ্গদোৰাঃ ১	c c
ন দেষ্ট্যকুশলং কর্ম	24	50	নিশ্চয়ং শৃণু মে তত্ত্ৰ ১	b 8
ন প্রহায়ৎ প্রিয়ং প্রাপ্য	a	२०	নিহত্য হাত রাষ্ট্রান্	3 06
ন বুদ্ধি ভেদং জনয়েৎ	٥,	२७	নেহাভিক্রমনাশোহস্তি	₹ 80
नजः ज्यृगः मीखगरनकवर्गः	>>	28	নৈতে স্তী পাৰ্থ জানন্	৮ २१
নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতন্তে	33	80	নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি	२ २७
ন মাং কর্মাণি লিম্পন্তি	8	78	নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি	a b
ন মাং ছফ্কতিনো মূঢ়াঃ	٩	٥٥	নৈৰ তম্ম ক্বতেনাৰ্থো	७ ३४
ন মে পার্থান্তি কত ব্যং	0	२२	भ	
ন মে বিছঃ স্থরগণাঃ	50	į.	পঞ্চৈতানি মহাবাহে ১	b 30
ন রূপমস্থেহ তথে	20	0	পত্ৰং পুষ্পং ফলং তোয়ং	a २७
न द्वमयख्वाशाग्रदेनः	33	84	পরস্থাত ভাবোহতো	b 20
ন হি কশ্চিৎ ক্লণমপি	o	C	পরং ত্রন্ধ পরং ধাম ১	0 32
ন হি জ্ঞানেন সদৃশং	8	৩৮	পরং ভূয় প্রবক্ষ্যামি ১	8 5
ন হি দেহভূতা শক্যং	36	33	পরিত্রাণায় সাধুনাং	8 F
न हि अश्रामि गमाशक्तार	2	ь	প্ৰনঃ প্ৰতামন্মি ১	0 05
নষ্টো মোহঃ স্মৃতিল রা	24	90	পশ্য মে পার্থ রূপাণি ১	<b>5 a</b>
নাত্যগ্নতম্ভ যোগো২স্থি	৬	26	পশাদিত্যাবস্থন রুদ্রান ১	ى د
নাদত্তে কস্তচিৎ পাপং	¢	30	পশামি দেবাংস্তবদেবদেহে ১	> >0
नार्खाश्खि गग पिवानाः	50	80	পখৈতান্ পাণ্ডুপুত্রাণাং	٥ د
নাস্তং গুণেভ্যঃ কতারং	28	66	পাঞ্চন্ত্ৰং হ্ববীকেশো	5 50
নাসতো বিদ্যতে ভাবো	2	36	পার্থ নৈবেহ নামুত্র	b 80
নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তশু	2	66	পিতাসি লোকস্থ ১:	0 40
নাহং প্রকাশঃ সর্বস্থ	٩	20	পিতাহমস্ত জগতো	٩ د ه
নাহং বেদৈঃ ন তপদা	33	00	পুণ্যোগন্ধঃ পৃথিব্যাং চ	4 5
নিমিজানি চ পশামি	2	05	পুরুষঃ প্রকৃতিস্থোহি ১১	० २५
নিয়তশ্র ত্ সংস্থাসঃ	74	9	পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ১	
নিয়তং কুরু কর্ম	9	ь	l পুরোধসাং চ মুখ্যং মাং ১০	28

640

# শ্রীনদ্ভগবদ্গীতা—রামাক্ষভাষ্য

	ত্যঃ	<b>८क्षाः</b>		অঃ	<b>ट्याः</b>
পূৰ্বাভ্যাদেন তেদৈব	৬	88	वूरक्षरर्जनः श्वराज्दे*हव	24	२३
পৃথক্ত্বেন তু যজ্ঞানং	74	25	বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়াযুক্তো	76	as
প্রকাশঃ চ প্রবৃত্তিং চ	28	२२	'বৃহৎ সাম তথা সামা	30	૭૯
প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব	50	55	বন্দণো হি প্রতিষ্ঠাইং	28	२१
প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য	5	ъ	ব্ৰহ্মণ্যাধায় কৰ্মাণি	¢	. 50
প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি	v	২৭	ব্দভূতঃ প্রসন্নাত্মা	24	82
প্রকৃতেঃ গুণসংয্টাঃ	9	२३	বন্দার্পণং বন্দহবিঃ	8	28
প্রকৃত্যৈব চ কর্মাণি	30	२२	ৰান্ধণ ক্ষতিয় বিশাং	24	82
প্ৰজহাতি যদা কামান্	2	۵۵	ভ	অঃ	Cat:
প্রবৃত্তিং চ নিবৃত্তিং চ	১৬	9 '	ভক্ত্যা ঘন্ত্রয়া শক্য	>>	٧8
প্রবৃত্তিং চ নিবৃত্তিং চ	24	00	ভক্ত্যা মামভিজানাতি	>4	00
প্রযুগদ্ যতমানস্ত	8	38	ভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানং	>>	२
প্রয়াণকালে মনসা	ъ	>0	ভয়াদ্-রণাছপরতং	2	00
প্লপন্ বিস্জন্	a	िक	ভবান্ ভীশ্বশ্চ	3	ь
	, <b>6</b>	২৭	ভীম্ম দ্রোণ প্রমুখতঃ	٥	२व
প্রশান্তাত্মা বিগতভীঃ	હ	38	ভূতগ্রামঃ স এবায়ং	b	35
প্রসাদে সর্বছঃখানাং	2	હ	ভূমিরাপোহনলো বায়ুঃ	9	8
প্রহ্লাদশ্চাশ্মি দৈত্যানাং	50	90	ভূয় এব মহাবাহো	20	5
প্রাপ্যপুণ্যক্বতাং লোকান্	6	82	ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং	a	२३
व			ভোগৈশ্বৰ্যপ্ৰসক্তানাং	2	88
বন্ধুরাত্মান্থনস্তস্ত	6	6	য	অঃ	শো:
বলং বলবতাঞ্চাহং	9	>>	মৎকর্মকৃৎ মৎপর্মঃ	5,	22
বহিরভশ্চ ভূতানাং	50	30	মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণা	50	5
वद्नाः जन्मनामाल	٩	29	মচ্চিত্তঃ সর্বত্বগাণি	26	<b>C</b> b
বহুনি মে ব্যতীতানি	8	C	মন্তঃ পরতরং নামুৎ	٩	9
বাহুস্পর্শেদসক্তাত্মা	G	২১	মদক্গ্রহায় প্রমং	22	5
वीषः गाः मर्वভृতानाः	9	30	मनः खनामः त्नोगुष्टः	١٩	36
বুদ্ধিজ্ঞ নিমসংমোহঃ	١.	8	মহ্যাণাং সহত্রেষু	9	0
বুদ্দিযুক্তো জহাতীহ	2	(0)	মন্মনা ভব মন্তক্তো	6	08
			মন্মনা ভব মন্তকো	74	७७

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

# বর্ণাহক্রম স্থচী

663

6	यः सा	ক		অ:	<b>শোক</b>
মন্ত্রে যদি তচ্ছক্যং	22	8	যজ্ঞার্থাৎ কর্মণো২ন্সত্র	9	5
ম্ম্যোনির্মহৎ ব্রহ্ম	28	0	যজ্জাত্বা ন প্নর্মোহং	8	ce
गरेमनाश्रमा जीवरनारक	20	9	যততো হুপি কৌন্তেয়	2	60
ময়া তত্মিদং সর্বং	6	8	যতন্তো যোগিনদৈনং	30	22
ময়াধ্যকেণ প্রকৃতিঃ	৯	>0	यट्टिस्यातावृिकः	Œ	२४
ময়া প্রদানেন তবাজুনেদং	77	89	যতো যতো নিশ্চরতি	6	२७
ময়ি চানভাযোগেন	20	20	যতঃ প্রবৃত্তিঃ ভূতানাং	34	86
ময়ি স্বাণি ক্মাণি	0	00	যং করোষি যদশাসি	5	২৭
गयातिण गता त्य माः	75	2	যন্তদত্থে বিষমিব	74	তৰ
ম্য্যাস্ক্রমনাঃ পার্থ	9	2	যন্ত, কামেপ্সনা কর্ম	36	<b>२8</b>
गरेगार मन जाधरस	75	4	यख ब्रद्भवरमकम् भिन्	74.	२२
गर्वयः नथ शृ्र्य	20	6	যন্ত প্রত্যুপকারার্থং	59	25
गश्यीगाः इ अत्रश	20	२०	যত্ৰ কালে ছনাবৃত্তিং	ь	२७
गराशानख गार शार्थ		20.	যত্র যোগেশ্বরঃ ক্তক্ষো	36	96
মহাভূতান্ত হল্পারো	20	Q	যত্রোপরমতে চিত্তং	6	20
गाः ह त्याश्वा जिहादान	78	२७	যৎ সাংখ্যেঃ প্রাপ্যতে	a	a
মা তে ব্যথা মা চ	22	89	যথাকাশস্থিতো নিত্যং	5	8
মাত্রাম্পর্শাস্ত কৌন্তেয়	2	78	যথা দীপো নিবাতস্থো	6	35
मानाथमान(साख्राला)	78	२६	यथा नमीनाः वहरवाश्चर्रवणाः	33	२৮
गामू(१७) भूनर्जम	۴	30	যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ	30	00
মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য	ه.	८२	यथा अमोश्रः जननः	33	२३
मू ङ मरङ्गारु न रू र वा नी	74	२७	যথা দৰ্বগতং সৌক্ষ্যাদ	ەد	৩২
म्ह्यारश्नावरना य९	٥٩	19	যথৈধাংদি সমিদ্ধোহগ্নিঃ	8	৩৭
মৃত্যুঃ দর্বহরশ্চাহং	20	80	यमक्र तः दिनवित्ना वन्छि	.6	22
याचाना याचकर्यातना	5	25	যদগ্ৰে চাহ্ৰদ্ধে চ	24	৩৯
য			যদা তে মোহকলিলং	2	62
য ইদং পরমং গুহুং	24	৬৮	যদাদিত্যগতং তেজে	٥٥	52
য এনং বোন্ত পুরুষং	5.0	२७	यना यना हि धर्मच	8	9
য এনং বেভি হন্তারং	2	29	যদা বিনিয়তং চিত্তং		
যচ্চাপি সৰ্বভূতানাং	>0	৩৯	যদা সংহরতে চায়ং	6	74
यक्ठावशायार	33	8२	यमा गर्थत्व ।	2	CF
रकुल्ड माञ्चिका प्रकान्	39	8	यमि मामश्रीकांतः	6	8
पि जिथ्ले ना पुरा देवरान्	34	२१		2	86
			यित श्रव्हा न वर्ष्ट्यः	0	२०
যজ্ঞশিষ্ঠামৃতভূজো 	8	60	যদৃচ্ছয়া চোপপন্নং	2	७२
মজ্জণিষ্টাশিনঃ সন্তো	O	50	যদৃচ্ছালাভসম্ভণ্টো	8	२२

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

# শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—রানাইজভাষ্য

	ত্য:	লো:		তাঃ	লো:
মদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠঃ	. 0	२ऽ	যে যথা মাং প্রপন্তত্তে	8	22
যদ্ যদিভূতিমৎসত্ত্বং	>0	85	रय भाजविधिमू९ रहका	39	, ,
যগপ্যতে ন পশুন্তি	3	७४	रययागर्थ काष्क्रिष्ठः	٥	פוט
यश তू धर्मकामार्थान्	24	98	বেষাং ত্বন্তগতং পাপং	٩	२४
यश धर्ममधर्मक	24	65	যে হি সংস্পৰ্শজা	C	२२
যয়া স্বপ্নং ভয়ং শোকং	24	৩৫	যোগযুক্তো বিশুদ্ধদ্মা	a	٩
যস্মাৎকর্যতীতোহহম্	30	24	যোগসংস্তত্তকর্মাণং	8	87
যস্মানোদিজতে লোকো	32	30	যোগন্তঃ কুরু কর্মাণি	ঽ	84
যস্ত নাহংকতো ভাবো	74	59	যোগিনামপি সর্বেষাং	৬	89
যশ্য সর্বে সমারস্তাঃ	8	15	যোগী যুঞ্জীত সততম্	৬	20
যং যং বাপি স্বরন্	ь	6	বোৎশুমানানবেক্ষেহ্হং	٥	२७
যং লক্ষা চাপরং লাভং	৬	२२	যোহতঃহ্বথোহতরারামঃ	0	₹8
যং সংস্থাসমিতি প্রাহ	(9)	2	যোহয়ং যোগস্বয়া প্রোক্তঃ	6	00
যং হি ন ব্যথয়ন্ত্যেতে	2	50	যোন হয়তি ন দেষ্টি	25	74.
যঃ দৰ্বতানভিম্নেহঃ	2	69	(या गांगक्रमना निः ह	50	O
যম্বান্মরতিরেব স্থাৎ	७	39	(या गारमवमममूर्हा	30	79
यखिलियाणि गनमा	•	9	যো মাং পশ্যতি সর্বত্র	6	00
यः भाजविधिमू (अका	20	२७	যো যো যাং যাং তহং ভক্তঃ	٩	२५
যাত্যামং গতরসং	39	20	র	- 10	
যা নিশা সর্বভূতানাং	2	69	রজস্তমশ্চাভিভূয়	78	50
याचि (परवं वा (परान्	9	२०	রজিদ প্রলয়ং গত্বা	78	30
যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং	2	85	রজো রাগালকং বিদ্ধি	38	9
यावान् नितीत्कर्शः	5	२२	রসোহহমপ্স্র কৌন্তেয়	9	F
যাবৎ সঞ্জায়তে কিঞ্চিৎ	20	२७	রাগদেববিষ্ঠৈন্তন্ত	2	٧8
यानानर्थ छेन्रशारन	2	86	রাগী কফর্মলপ্রেপ্স্	24	২৭
यूकः कर्यकनः जाङ्ग	C	25	রাজন্ সংস্বত্য সংস্বত্	74	96
যুক্তাহারবিহারশ্র		29	ताकविणा ताकश्रमः	৯	5
वृक्षतावः मनाजानः	4	20	কদ্রাণাং শঙ্কর <b>শ্চা</b> স্মি		२७
यूशांगशांक विकाल	>	8	রুদ্রা নিং কিয় গাণ্য	50	
যে চৈব সান্ত্ৰিকা ভাবা	٩	>2		22	22
যেতু ধর্মামৃতমিদং	३२ .	२०	রূপং মহত্তে বহুবক্ত্রনেত্রং	22	২৩
যে তু সর্বাণি	25	6	न		
य इक्तर्रानिर्दिश्चम्	25	0	লভন্তে ত্রন্ম নির্বাণং	C	२७
যংপ্যতদেবতা ভক্তা	5	२७	लिक्रिम अनगानः	22	00
य (इंडन्डाय्शर्ख)	0	৩২	लारकश्त्रम् विविधा निष्ठी	0	9
य (म मजिमहः निजाः		03	লোভঃ প্রবৃত্তিরারন্তঃ	28	25

		বৰ্ণাই	জিম স্কা	d	9P 0
ব	অঃ	CHT:	42 4	অঃ	লোঃ
दक्तू गई खाट गरंग	* 50	26	শ্রদ্ধাবাননস্থা 🕶	24	95
বক্ত্রাণি তে ত্বমাণা	22	২৭	শ্ৰদাবান্ লভতে জ্ঞানম্	8	60
বাদাংগি জীর্ণানি যথা	.2	22	শ্রুতিবিপ্রতিপন্না তে	2	(v)
বায়ুর্যগোহগ্নি		60	শ্রেরান্ দ্রব্যময়াৎ	8	٥٥
বিভাবিনয়সম্পন্নে	¢	74	শ্রেয়ান্ স্বধর্মো বিশুণঃ	74	89
विधिशीनगण्डा तः	59	30	শ্রেয়া হি জ্ঞানমভ্যাসাজ্	32	ऽ२
বিবিক্তদেবী লঘুাশী	24	લર	শ্রোত্রাদীনীন্দ্রিয়াণ্যন্তে	8	২৬
বিস্তরেণান্সনো যোগং	> >0	74	শ্ৰোতং চকুঃ স্পূৰ্ণনঞ্চ	30	5
বিষয়া বিনিব্তন্তে	ર્	৫৯	শশুরান্ স্থল শৈচন	>	২৭
বিবয়েন্দ্রিয়সংযোগাৎ	: 6	७४	স		
विशाय कामान् यः नवान्	2	43	স এবায়ং ময়া তেহন্ত	8	v
বীতরাগভয়কোধঃ	8	20	সক্তাঃ কর্মণ্যবিদ্বাংসো	9	20
বৃষ্ণীনাং রাস্ত্রদেবোহস্মি	30	৩৭	সখেতি মত্বা প্রসভং	22	85
বেদাবিনাশিনং নিত্যং	4	2,	স ঘোষো ধার্তরাষ্ট্রণাং	>	29
त्वनानाः नागत्वत्ना <sup>२</sup> न्म	20	२२	সততং কীর্তয়ন্তো মাং	۵	78
বেদাহং সমতীতানি	9	२७	স তয়া শ্ৰদ্ধয়া যুক্তঃ	9	२२
ব্যাবসায়াগ্নিকা বুদ্ধিঃ	2	82	<b>সৎকার</b> মানপূজার্থম্	39	24.
ব্যামিশ্রেণৈৰ বাক্যেন	v	2	সত্বং রজন্তম ইতি	28	a
व्यानश्रमामा९ अञ्चान्	7.	90	সত্বং স্থথে সঞ্জয়তি	28	۵
क्ष			সত্তাৎ সঞ্জায়তে জ্ঞানম্	58	39
শক्ताजीदेश्य यः त्माह्रू	C	২৩	সত্বাহ্রপা সর্বশু	39	0
শरेनः गरेनज्ञश्रत्यम्	৬	२७	সদৃশং চেষ্টতে স্বস্থাঃ	٥	00
শरमा पमल्याः त्योहः	24	82	সম্ভাবে সাধুভাবে চ	39	२७
শরীরং যদবাশ্বোতি	5a	৮	সমজ্ঃখন্ত্ৰখঃ	78	28
শরীরবাঙ্মনোভির্যৎ	. 24	٥٤ ,	সমোহহং সর্বভূতেযু	5	२३
<b>७</b> क्रकृत्य गंजी दशरज	ь	२७	সমং কায়শিরোগ্রাবম্		30
শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য	હ	33	সমং পশুন্হি সর্বত	30	२४
<b>७७७७</b> करेन दिवर	ठ	२४	সমং দর্বেষু ভূতেযু	30	
শোর্যং তেজো ধৃতিঃ	7.	80	সমঃ শতৌ চ মিত্তে চ	35	*16
শ্রদ্ধরা পর্য়া তপ্তং	29	29	সর্গাণামাদিরন্তশ্চ	20	८२

248

#### শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—রামাহজভাষ্য

	অ: ে	41:		অঃ	त्भाः
সর্ব কর্মাণি মন্যা	a	20	স্থং জিদানীং		ંહહ
সর্ব কর্মাণ্যপি সদা	74	৫৬	ञ्चर्षर्गिमः क्रशः	33	62
সর্বগুহৃতমং ভূয়ঃ	74	68	প্ৰন্মিত্ৰাযু বিদাসীনমধ্যস্থ	6	5
সর্বতঃ পাণিপাদং তৎ	20	30	সন্ধরো নরকাথ্যৈব	- 3	8३
সর্বদারাণি সংব্যা	b	১২	সঙ্গল্পভবান্ কামান্	6	88
সর্বদারেষু দেহেংস্মিন্	78	>>	সম্ভষ্টঃ সততং যোগী	32	28
সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য	24	৬৬	সংনিয়ম্যেন্দ্রিয় গ্রামং	35	8
সর্বভূতস্থমান্ত্রানং	•	२३	সন্ত্যাসস্ত মহাবাহো	24	3
সর্বভূতস্থিতং যো শাং	•	05	मन्त्रामः कर्मभाः कृष्	C	s
সর্বভূতানি কৌন্তেয়	9	٩	সন্ন্যাসঃ কর্মযোগশ্চ	C	2
সর্বভূতেরু যেনৈকং	24	२०	সন্ত্যাসস্ত মহাবাহো	C	6
সর্বমেতদৃতং মন্তে	>0	78	সাংখ্যযোগে পৃথগ্বালাঃ	¢	8
नर्वरयानियु दकीरखग्न	78	8	স্থানে হৃষীকেশ তব	. 33	७७
সর্বস্থ চাহ্ম্ হৃদি	20	20	স্থিতপ্ৰজ্ঞস্থ কা ভাষা	2	0.8
সর্বাণীন্দ্রিয়কর্মাণি	8	२१	স্পূৰ্ণান্ কৃতা বহিবাহাম্	a	২৭
সর্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং	20	28	স্বধর্মপি চাবেক্ষ্য	ą	20
नर यरिखः श्रेषाः यष्ट्री	0	>0	স্বভাবজেন কোন্তেয়	36	60
महजः कर्म कोल्डिय	20	84	স্বয়মেবাত্মনাত্মানং	50	30
<b>সহস্র্</b> গপর্যন্তং	. 6	29	স্বে কর্মণ্যভিরতঃ	24	80
माधिज्ञाधिदेनवः गाः	٩	00	হ		
সিদ্ধিংপ্রাপ্তো যথা ত্রন্দ	20	co	The state of the s		
সীদন্তি মম গাতাণি	3	२४	হতো বা প্রাঞ্চাসি স্বর্গং	2	৩৭
স্থত্ংখে সমে কৃত্বা	२	CA	হন্ত কথয়িষ্যামি	20	19
স্থ্যাত্যন্তিকং যন্তদ্	<b>y</b>	२३	ন্থৰীকেশং তদা বাক্যং	3	5,5

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

